শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ

শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির
গুপ্তিপাড়া।

ভূমিকা

আজ পঞ্চাশ বৎসরের ও পূর্ব্বের কথা। তখন বাংলা স্কুলে পড়িতাম। সেকালের অন্যতম প্রধান শিক্ষক প্রাতঃস্মরণীয় জগবন্ধু মোদক মহাশয় একদিন একখানি পুস্তক লইয়া ক্লাসে প্রবেশ করিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমাকে আদেশ করিলেন—'এই গ্রন্থ হইতে কিছু অংশ আবৃত্তি কর'। পুস্তকটির নাম 'পরিব্রাজকের বক্তৃতা'। যে অংশটুকু পাঠ করিলাম তাহাতে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কিরূপে ইহা প্রকটিত—ইহাই বিবৃত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, "সমগ্র গ্রন্থখানি তোমাকে কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। ইহা আমার আদেশ।"

আজ এই পরিণত বয়সেও আমি সেই গ্রন্থ হইতে যে কোনও অংশ আবৃত্তি করিতে পারি। ইহার ভাব ও ভাষা, গাম্ভীর্য্য এবং ছন্দ আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

উত্তর জীবনে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত পরিচয় হইল বিশেষভাবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতার বহুবিধ টীকা পাঠ করিতে প্রয়াস পাইলাম তখন আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গতঃ অশোকনাথ শাস্ত্রী আমাকে উপদেশ করিলেন, "গীতার্থ সন্দীপনী" পড় তবেই গীতার রহস্য বুঝিতে পারিবে। তাঁহার উপদেশ যথাসাধ্য পালন করিয়াছি এবং তাহার ফললাভও করিয়াছি। পরে অনেক তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে এই গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছি।

বর্ত্তমানে এই গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাকে যখন "কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে ইহার পুনর্মুদ্রণ সম্ভব কিনা" এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহাকে তদুত্তরে "ইহা অবশ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পুনর্মুদ্রিত হইবে" এই কথা বলিয়াছিলাম। অধুনা শ্রীভগবানের অশেষ করুণায় গ্রন্থটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমার অন্তরে আমি গভীর তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

গীতার্থসন্দীপনী বিবৃত টীকামাত্র নহে। ভগবদ্‌ বিশ্বাসে যিনি বলীয়ান, কর্ম-যোগের যিনি প্রকটিতবিগ্রহ, অগণিত মানবের আধ্যাত্মিক সমুন্নয়ে যাঁহার দৃপ্তবাণী নিয়োজিত, যিনি স্বয়ং প্রতিভাজ্ঞানের অনন্য সাধারণ আধার তাঁহার রচিত এই গ্রন্থ শাশ্বত কালের জন্য সমাদৃত হইয়া থাকিবে।

সাধারণভাবে বলা হয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতায় কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে। জীবের সহিত পরমতত্ত্বের যে যোগ তাহাই উপনিষদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অমূল্যজ্ঞাননিধির আকর উপনিষদেরই সার। তাই সমগ্র

খ

উপনিষদের সার স্বরূপ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও জীবতত্ত্ব ও পরমতত্ত্বের যোগ সম্পাদনে ব্যাপৃত। তাদৃশ যোগের সাক্ষাৎ অনুভব বা পরিচয় যাঁহার আছে তিনিই একমাত্র ইহার উপদেশে অধিকারী। তাই যুগে যুগে বিভিন্ন সাধক ও সিদ্ধ পুরুষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তত্ত্ববিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী যেরূপ অধ্যাত্ম রাজ্যের মর্মজ্ঞ, ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও তাঁহার সেইরূপ অনিতসাধারণ।

আজ স্বামীজীর গীতার্থসন্দীপনী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সমাদৃত হইল—জাতির পক্ষে ইহা গৌরব ও আনন্দের কথা।

আমি সর্বান্তঃকরণে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। প্রার্থনা করি যেন ভারতবর্ষের অগণিত মানব গীতার্থসন্দীপনীর পীযূষধারা নিরবধি পান করিতে থাকে।

তাং

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

দশম সংস্করণের
প্রকাশকের নিবেদন—

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী (১৮৪৯-১৯০২, পূর্বাশ্রমের নাম: শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) কর্তৃক ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদগীতার দশম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৫৫ তারিখে, কাশী যোগাশ্রম হইতে প্রকাশিত নবম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন হইতে প্রয়োজনীয় অংশ পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণটি পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্গত হুগলী জিলার "গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরি-মন্দির ট্রাষ্ট" কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। ১৩৫৫ সালের ৩১এ শ্রাবণ, ঝুলন দ্বাদশীতে পরিব্রাজক স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দের শতবার্ষিকী আবির্ভাব—তিথি উপলক্ষ্যে, গুপ্তিপাড়ায় অনুষ্ঠিত এক মহতী জনসভায়, কাশী যোগাশ্রম ট্রাষ্টের তৎকালীন সভাপতি, যোগারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় পৌরোহিত্য করেন। ঐ সভায় স্বামীজীর স্মৃতি ও বাণী রক্ষাকল্পে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" নামে একটি স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্রগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বামীজীর আবির্ভাবস্থলের সংলগ্ন একখণ্ড জমিতে, ঐ দিন, সান্যাল মহাশয় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে, গৃহ নির্ম্মিত হইলে, একটি ট্রাষ্ট দলিল রেজেষ্টীকৃত হয়। ৫ই মাঘ ১৩৫৭ ১৯এ জানুয়ারী ১৯৫১ মন্দির গৃহটি প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশবরেণ্য ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৭ (১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫১) তারিখে উহার উদ্বোধন করেন। ট্রাষ্টের উদ্দেশ্যানুসারে এই ভবনে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপিত হইয়াছে। স্বামীজী প্রণীত শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভাষ্য ও বাণী প্রচার ট্রাষ্টের অন্যতম উদ্দেশ্য। কাশী যোগাশ্রমের উদ্যোগে স্বামীজীর গীতার নবম সংস্করণ অবধি প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত সংস্করণ এক্ষণে নিঃশেষিত হওয়ায় ঐ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে, অথচ জ্ঞানান্বেষী ভক্তবৃন্দ স্বামীজীর গীতা পাঠ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহী। যোগাশ্রমের কর্তৃপক্ষ অর্থাভাবশতঃ ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে অসমর্থ হওয়ায়, গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির ট্রাষ্টের কর্তৃপক্ষ এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন। উক্ত চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী হরিমন্দির ট্রাষ্ট এই বিরাট গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া ঐ উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সহৃদয় ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণ ব্যয়ভার অংশতঃ বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, বর্ত্তমান দশম সংস্করণের প্রকাশ করার পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বর্ত্তমান সংস্করণের মুদ্রণের জন্য আমরা বিখ্যাত দানশীল কুমার প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের পুণ্যনামাঙ্কিত পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাষ্টের নিকট হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে দুই হাজার টাকা দান পাইয়াছি। এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনের জন্য আমাদের ব্যয়ভারের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া, উক্ত ট্রাষ্টের অপরাপর মান্যবর ব্যক্তি

এবং পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মহামতি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উদারচেতা শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় মহাশয়গণ সাময়িকভাবে পাঁচ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য দান করিয়া আমাদিগের সঙ্কল্পসাধনে সহায়তা করিয়াছেন। এস্থানে ইহাও উল্লেখ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি যে, এই দানব্রতী ট্রাষ্ট ভুপিপাড়ার হরিমন্দিরকে বহুদিন যাবৎ মাসিক অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের পুষ্টি সাধন করিতেছেন। এই সুযোগে আমরা তাঁহাদের অপরাপর পৃষ্ঠপোষককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে বহুদিন পূর্ব্বে ৭।৮।১৯৫৭ তারিখে কাশীধাম হইতে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ পদ্মভূষণ মহাশয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ পাঠকবর্গের স্রোতার্থে এই সংস্করণে উদ্ধৃত হইল।-----সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের আপৎকালে শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণপণে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া উহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা, ব্যাখ্যাসহ প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশন এবং নবশিক্ষিত যুবক সমাজে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল ও অপূর্ব্ব রোচক ভাষাতে প্রচার, এই প্রকার বিবিধ উপায়ে তিনি জীর্ণ হিন্দু সমাজের প্রাণে নবীন জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। বাংলা ও হিন্দী ভাষার প্রচার ক্ষেত্র অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার ও উত্তর-প্রদেশ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আজ এই ঘোর ধর্ম্ম সঙ্কটকালে তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ বাগ্মী পুরুষের অভাব খুবই অনুভব করিতেছি। ধার্ম্মিক জনতা তাঁহার নিকট ঋণী

আর এক মনীষী শ্রীবামদয়াল মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'গীতা পরিচয়ে' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের (১৩২৩) ১১৩ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, ...শ্রীগীতা একটি সনাতন সম্পূর্ণ ধর্ম্মের মন্দির। এই মন্দিরে জগতের সমস্ত ধর্ম্ম আশ্রয় লাভ করিয়াছে। জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম উঠিয়াছে, উঠিতেছে বা উঠিবে, যিনি গীতার সম্পূর্ণ ধর্ম্মটি দেখিয়াছেন, তিনি দেখিবেন, উহা সেই সম্পূর্ণ ধর্ম্মেরই অঙ্গবিশেষ। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের মুখ না দেখা পর্যন্ত আংশিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। পূর্ণ অংশের সহিত বিবাদ করেন না, কিন্তু পূর্ণের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি পূর্ণের মুখ না দেখা পর্য্যন্ত আপনা আপনি বিবাদ করিতে পারে।"

স্বয়ং ব্যাসদেবও গীতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি সকল জীবের সহিত মিত্রতা লাভ করেন। এই উক্তি পূর্ব্বোল্লিখিত মন্তব্যের পরিপোষক ও সমর্থক।

"ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্ম কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যো ধর্ম্মঃ স ধর্ম্মঃ সত্যবিক্রমঃ।

(যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা কখনই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে উহা কুধর্ম্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে, অবিরোধী ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম।)

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার অসংখ্য বাংলা ও হিন্দী বক্তৃতায় ও সম্পাদিত ধর্ম্ম প্রচারক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় শাস্ত্রোক্ত আর্য্যধর্ম্ম এই ভারত ভূখণ্ডে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতাবলী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে শ্রোতৃবর্গের উপর কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিত তাহা, কৌতূহলী পাঠকবৃন্দ "কুমার পরিব্রাজক" নামক পুস্তকের রচনা বিশেষ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের "গীতার্থ সন্দীপনী" পুস্তকখানি অতিশয় আদরণীয় ছিল।

(দ্রঃ—বঙ্কিমচন্দ্র রচিত গীতার ভূমিকা)। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ংকৃত গীতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণানন্দের "গীতার্থ সন্দীপনী" হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বিষয় বস্তুটি পাঠককে সহজে বুঝাইয়াছেন। (দ্রঃ বঙ্কিম কৃত গীতা ব্যাখ্যা, ৩য় অধ্যায় শ্লোক নং ১০।)

আমরা আন্তরিক ধন্যবাদের সহিত জানাইতেছি যে, এই পুস্তক মুদ্রণে "আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় তাঁহার বহুবিধ কার্য্যের মধ্যেও অবসর করিয়া যত্ন সহ প্রুফ পরীক্ষা ও অন্যান্য স্থলের সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বহু বৎসর হইতে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকামী কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন কবিরত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে বহু প্রকারে সহায়তা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। পাঠকবর্গ ঈষৎ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, কি

অমূল্যবস্তু যে লাভ করিবেন তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবারনয়, তাহা অনুভবের, উপলব্ধির ও প্রণিধানের বিষয়। এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা, যদি পাঠকবৃন্দ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন, যদি তাঁহাদের ধর্ম্মভাব অধিকতর জাগ্রত হয়, এবং মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণানন্দের বিস্মৃতপ্রায় পুণ্যধাম যদি আপন মহিমায় তাঁহাদের মনে পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠে তবে আমরা নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিব।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমানে বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, এম এ পি আর এস ডি-লিট মহাশয়ের লিখিত ভূমিকাটির দ্বারা, এই সংস্করণটি অলঙ্কৃত হইল। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য, আমাদের দেশবাসী বহুদিন হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ও তথা শ্রীগীতার অমূল্য বাণী প্রচারের সময়টা সঠিকভাবে জানিবার জন্য উৎসুক, আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এ বিষয়ে আমাদের অনুরোধে বন্ধুবর প্রখ্যাত জ্যোতিষ বিদ্যাবিশারদ শ্রীকালিদাস মজুমদার জ্যোতির্বিনোদ, বি এ. মহাশয় একটি গবেষণামূলক সুচিন্তিত আলোচনার দ্বারা সময়টী নির্দ্ধারিত করিয়া প্রবন্ধাকারে আমাদের প্রদান করিয়াছেন। রাশিচক্রের আলোচনা দ্বারা (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ) উহা নিঃসংশয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহার এই শ্রমপাতের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মজুমদার মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। পাঠকবর্গ ও জনসাধারণ এই প্রবন্ধ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া মনে করি। মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইতি নিবেদক—

শ্রীপঞ্চমী
২৭শে মাঘ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
প্রধান কার্য্যালয়
৭৯, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-২০

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন
সম্পাদক
গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির
ট্রাষ্ট

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের রাশিচক্র

[শ্রীকালিদাস জ্যোতির্ব্বিনোদ দ্বারা গণিত ও বিচারিত]

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাকে কুরুক্ষেত্র মহাসমরের একটি রাশিচক্র গণনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নানাদিক হইতে বিচারে এই অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসমর প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া অভিহিত করা যায়। প্রথমতঃ এই মহাসমর যুগসন্ধিকালে সংঘটিত হওয়ায় (দ্বাপর যুগের অবসানে এবং কলিযুগের প্রারম্ভে) যুগসন্ধিক্ষণের নির্ণায়ক। দ্বিতীয়তঃ এই মহাসমরের প্রাক্‌কালে মহাবীর অর্জ্জুনকে উপদেশদান ব্যপদেশে ভারতের মহতী প্রজ্ঞার দ্যোতক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা নামধেয় এক অপরূপ অধ্যাত্মবাদ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হয় এবং তৎসহ বিশ্বরূপদর্শন নামক এক অলৌকিক যোগবিভূতিও প্রদর্শিত হয়; অর্থাৎ জ্যোতিষিক দৃষ্টিতে শ্রীগীতার জন্মকালও এই সময়। তৃতীয়তঃ রাজ্য বা ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত অনমনীয় মনোভাবের জন্য জ্ঞাতিবিরোধ হইতে এই সর্ব্বধ্বংসী আহবের সংযোজন হইয়াছিল। আমরা জ্যোতিষের বিচারে এই সকল আঙ্গিক পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস করিব।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরের কালনির্ণয়

২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একটি সভায় "যুধিষ্ঠিরের সময়—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বৎসর" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কর্ত্তৃক পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধের মুদ্রিত সংস্করণ হইতে জানা যায় যে ৩১০২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কুরুপাণ্ডবের মহাসমর সংঘটিত হয়।

মহাভারত গ্রন্থের আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হয়:—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ॥"

ভাস্করাচার্য্য তাঁহার সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে কালমানাধ্যায়ে কল্যব্দের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন—

"যাতাঃ ষণ্মনবো যুগানি ভমিতান্যন্যদ্যুগাঙ্ঘ্রিত্রয়ং
নন্দাদ্রীন্দুগুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।"

অর্থাৎ শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ১৮৯১ শকাব্দ + ৩১৭৯ বৎসর যোগে কল্যব্দ হয় ৫০৭০ বৎসর। কিন্তু

সিদ্ধান্তাদি অধিকাংশ পঞ্জিকাকারগণ সম্মত কল্যব্দ ৫০৭০ বৎসর। শকাব্দ হইতে খৃষ্টাব্দের প্রভেদ ৭৮ বৎসর ৩ মাস ১৩ দিন। সুতরাং ৩১৭৯ হইতে ৭৮ বৎসর বিয়োগ করিলে ৩১০১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী মকরন্দকার বলিয়াছেন:—

"শাকো নবাদ্রীন্দুকৃশানুযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দগণো যুগস্য॥"

যখন কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইয়াছিল তখন শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল।

৬৩৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের কলাদগি জেলায় Aihole বা yahola নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী একটি জৈন মন্দিরে চালুক্য বংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী রবিকীর্ত্তি নামক কোন কবিদ্বারা রচনা করাইয়া কতকগুলি শ্লোক একখানি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করেন।

"ত্রিংশৎসু ত্রিসহস্রেষু ভারতাদাহবাদিতঃ।
সপ্তাব্দ-শত-যুক্তেষু গতেষ্বব্দেষু পঞ্চসু॥
পঞ্চাশৎসু কলৌ কালে ষট্সু পঞ্চশতাসু চ।
সমাসু সমতীতাসু শকানামপি ভূভুজাম্॥"

অন্দে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং পরবর্তী অমাবস্যার দিন সন্ধ্যাকালে দুর্য্যোধন ধরাশায়ী হইলে যুদ্ধাবসান হয়। উক্ত ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে মাঘী পূর্ণিমায় কলিযুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য মহাসমর অগ্রহায়ণে সংঘটিত হয়। এস্থলে বলা আবশ্যক যুদ্ধের সময় এবং তারিখ জানা নাই। সেকালে স্থানীয় সূর্য্যোদয়ের সময়েই যুদ্ধ আরম্ভ হইত। অতএব ঐ সময়ে যুদ্ধারম্ভের কাল ধরা হইয়াছে। গ্রহগণের পারস্পরিক প্রেক্ষা বা Mutual aspect ফল বলিয়া রবি চন্দ্রের স্ফুট, ত্রয়োদশী তিথির সহিত ঐক্য রাখিয়া নির্ণয় করিয়া অর্থাৎ গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে তারিখ নির্ণয় করিয়াছি। উহা ৬ই ডিসেম্বর ৩১০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ (২২।২৩শে অগ্রহায়ণ —বেদাঙ্গ জ্যোতিষানুযায়ী ১২ অগ্রহায়ণ)।

গ্রহস্ফুট

প্রাচীন সিদ্ধান্ত শিরোমণি এবং সূর্য্যসিদ্ধান্তে ১৭।১৮ই ফেব্রুয়ারী ৩১০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের যে গ্রহস্ফুট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সাহায্যে আমরা গণনা করিলাম না। প্রথমতঃ প্রাচীন সারণীগুলি সংস্কারাভাবে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে উক্ত গ্রহস্ফুটাদি প্রমাদপূর্ণ ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

"*At the beginning of the astronomical Kaliyuga, all the planets viz* the Sun, Moon, Mercury Venus, Mars, Jupiter and Saturn are taken to have been in conjunction at the beginning of the Hindu Sphere —

The beginning of this Kaliyuga was the midnight at Ujjayini terminating *the 11th February of 3102 BC according to Surya Siddhanta*

The researches of Bailey, Bentley, and Burgess have shown that a conjunction of all planets did not happen at the beginning of this Kaliyuga" [P C Sengupta "Bharat Battle Traditions," Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal *Vol IV 1938, No 3, p 394*]

অতএব প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ সেফারিয়েল সাহেবের গ্রন্থ Planetary Periods of *Revolution*এর সাহায্যে বুধ, শুক্র এবং প্লুটো গ্রহ ব্যতীত আর সকল গ্রহের চরসংস্কারপূর্ব্বক গণনা করিয়াছি। (Student's Ready Reckoner Sepharial) বুধ শুক্র গ্রহের স্থিত নক্ষত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত অধুনা দুষ্প্রাপ্য "চিরপঞ্জিকা" নামক গ্রন্থ সাহায্যে নির্ণীত হইয়াছে। প্লুটো বা কৃষ্ণ বা যমগ্রহের গণনা Fritz Brunhubner সাহেবের 'Pluto" নামক গবেষণামূলক নূতন জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে ['Pluto" by Fritz Brunhubner translated by Julie Baum, Member, American Federation of Astrologers] Cosmic Planet প্লুটো গ্রহের ভূমিকা কুরুক্ষেত্র রাশিচক্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নবগ্রহ বৈদেশিক গ্রহ দেশ-জ্যোতিষে আবিষ্কৃত করিয়াছে।

অয়নাংশ

"Mrigasira is described as Agrahayanika, the beginning of the Ayana .
The Yoga-tara of Mrigasira is the longitude 63° and the Ayanamsha for 1962 is 23°-19' The interval is 86°-19 giving a time interval of 6044 years or 4082 BC' ["The Vexed Question of Ayanamsa—A symposium" Paper no-8 by V Thiruvenkatacharya M A, L T in the Astrological Magazine Bangalore Dec 1962]

উক্ত মতানুযায়ী ৪০৮২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অয়নাংশ শূন্য ছিল। অতএব আমাদের আলোচ্য বৎসরে ৩১০১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে (ইহার ৯৮১ বৎসর পরে) অয়নাংশ গণিত দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়—১৩°।৪২ [অয়নচলনের বার্ষিক মধ্যমান ৫০ ২৭] এই অয়নাংশ অত্র রাশিচক্রে গৃহীত হইয়াছে।

ভাবস্ফুট	VII ১৮°।৩৮'	VI ২৫°।৩৯'	V ২৮°।৩৯'	
VIII ১৯°।৩৯'	প্লু ৮°।২৭'	মৃত্যু সহম ৬°।৭' চ ২১°।১৪'	হা: ৩°।৩৯' বু ১৭°।২১'	IV ২৭°।৩৯'
IX ২২°।৩৯'	ম ১১°।৫৬' শা ২৪°।৪৪'	গ্রহস্ফুট, + ভাবস্ফুট নিরয়ণ রাশিচক্র 6-12-3101 BC	কে ২৪°।৪৪' শ ৭°।৪২'	III ২২°।৩৯
X ২৭°।৩৯'		শু ২১°।৩৩'	বু ২৮°।২' নে: ২°।২৫' প্রী: ১৮°।৩৫' র ২২°।২২'	II ১৯°।৩৯
	XI ২৮°।৩৯'	XII ২০°।৩৯'		ভাবস্ফুট

মহাসমরের প্রারম্ভ সময়=প্রাত: ঘ ৫।৫৪ মি: স্থানীয় সময়=6-17 A.M. I S.T.

অক্ষাংশ=২৯°।৫৮' উত্তর

দ্রাঘিমাংশ=৭৬°।৫১' গ্রীণিচপূর্ব্ব

বৃশ্চিক লগ্ন, মেষরাশি, ভরণী নক্ষত্র

শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি, পরিঘ যোগ

গৃহীত অয়নাংশ=১৩°।৪২'

স্থানীয় সূর্য্যোদয়=প্রাত: ঘ: ৫।৫৪ মি:

১। মৃত্যুসহম Square মঙ্গল, Square শনি=লোকক্ষয়

২। Geodetic Ascendant (Nirayana)
=3°34' Virgo opposed by Herschael
=লোকক্ষয়

৩। Geodetic Medium Coeli (Nirayana)
=3°9' Gemini opposed by Neptune
=শাসনতন্ত্রের হানি Fall of government.

গ্রহস্থিতি এবং গ্রহপ্রেক্ষাদির বিচার

১। রাশিচক্রের সপ্তমভাগ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহের বিচার হয়। উক্ত স্থানে বৃষ-রাশিতে লগ্নাধিপ প্লুটো বা রুদ্রগ্রহ শনিগ্রহের সহিত শুভ ট্রাইন প্রেক্ষা করিয়া অবস্থিত। ইহার ফলে নিছক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নাশকতামূলক সমরের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানলাভের দর্শন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। এবং একটি যুগের অবসান ও অন্য একটি যুগের প্রারম্ভ হইয়াছিল।

"Pluto, the co-ruler of Scorpio expresses diametrically opposite qualities. While the lower *Pluto influence* combines *cunning* with *daring* to attain

its own selfish ends and instigates the most atrocious crimes, the upper Pluto's best quality is spirituality, to realise vividly life on the inner plane It closes the cycle of existence and starts another It is a transition planet" ["The influence of the planet Pluto" by Elbert Benjamine, President of the Church of Light," U S A] Good Pluto Saturn aspect indicates "philosophers and thinkers who have the deepest knowledge of being Pluto in the VIIth house makes them leaders, founders, originators, authors, inspirationists, creators of ideas [Fritz Brunhubner]

এই আত্মসম্বন্ধ দার্শনিকতা ও প্রেরণা দাতৃত্ব শ্রীকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

২। লগ্নপতি মঙ্গল ভাগ্যস্থানে কর্কটরাশিতে নীচস্থ অর্থাৎ এই যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের জয়লাভ ঘটিলেও যথেষ্ট ভাগ্যহানিও হইয়াছিল। একটি মাত্র বংশধর পরে বর্তমান ছিল। প্রায় বংশলোপ হইয়াছিল। মঙ্গল কর্কটে=Nursing ill feeling, troubles through lands, legacy, much malevolence (Alan Leo "Astrology For All")

৩। শনি মকরে অপোজিশন (প্রত্যক্ষবৈরী) প্রেক্ষা লগ্নপতি মঙ্গল="Much misfortune in occupation with ultimate reversal, collapse or death" শনি তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাবপতি অর্থাৎ জ্ঞাতি যানবাহন এবং ভূসম্পত্তির সূচক। ভূসম্পত্তি লইয়া জ্ঞাতিবিরোধ এবং তৎফলে জ্ঞাতি ও যানবাহন ও সেনাদের ব্যাপক মৃত্যু। মঙ্গল লগ্ন এবং ষষ্ঠভাবপতি, ষষ্ঠভাবে army সূচিত হয়। Physical violence, burns, scalds আঘাত অগ্নিদাহ। ক্লডিয়াস টলেমীর মতে মকর রাশি ভারতবর্ষের জন্মরাশি। 'Capricorn rules India" [Claudius Ptolemy "The Tetrabiblios"] এজন্য ভারত মহাসমরের সময়ে এই রাশিতে মঙ্গল দৃষ্ট শনির স্থিতি অতিশয় সঙ্গত ও অর্থবোধক।

৪। চন্দ্র ষষ্ঠে সায়ন বৃষে=Persistent, determined, not to be thwarted in aims" (Alan Leo) অর্থাৎ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যবসায় কিছুতেই স্বকার্যসাধন হইতে নিবৃত্ত না হওয়া—দৃষ্টান্ত দুর্যোধনের জেদ।

৫। দশমাধিপ (জয়ের সূচক) রবি লগ্নে লগ্নপতি মঙ্গলের সহিত শুভ ট্রাইন্ প্রেক্ষাযুক্ত, কোন এক পক্ষের (পাণ্ডব পক্ষের) জয়লাভ।

৬। নেপচুন বা বরুণগ্রহ দ্বিতীয় ভাবস্থ। চালাকী দ্বারা কর্ণের কবচ কুণ্ডল গ্রহণ। (Acquirement by fraud and deception Alan Leo)

৭। শুক্র বালকভাবস্থ (ambush) চন্দ্র ও মঙ্গলের অশুভ প্রেক্ষা (aspect) প্রাপ্ত=denotes crime of ambush against children, scandals বালকদিগের প্রতি

অতর্কিত ভাবে আক্রমণ, দুরপনেয় কলঙ্ক। প্রথমটির দৃষ্টান্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের সুষুপ্তিকালীন নিধন এবং উত্তরার গর্ভপাতের প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত সপ্তরথী মিলিয়া কিশোর অভিমন্যু বধ। চন্দ্র শুক্রের মধ্যে অশুভ প্রেক্ষা, ইংলণ্ডের কার্টার সাহেবের মতে আত্মীয়বিয়োগ জনিত দুঃখের সম্ভাবনা সত্বেও কোনবৃহত্তর স্বার্থের (রাজ্য রক্ষা বা ন্যায়নীতি) জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ এই প্রেক্ষার ফল [The Astrological Aspects by C E Carter]

৮। নেপচুন ধনুরাশিস্থ। যোগরহস্যময় অনুভব, দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, ধর্মীয় প্রেরণা, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতির বিজ্ঞান Mystical feeling, clair vision, clair audience and other psychical experience Inspiration of a prophetic order in relation to religion or cosmogony (Alan Leo) (গীতার ১১শ অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন দ্রষ্টব্য)

৯। রবি সায়ন ধনুতে স্থিত "There are very few at our present stage, who can express all that lies concealed in this sign; for it is the ninth house of the Zodiac, the house of the Guru or teacher and it leads through science to philosophy and thence to the true religion of law and love" [Alan Leo Astrology for All]

অর্থাৎ কৃষ্টির বিবর্তনের বর্তমান অবস্থায় অতি অল্প লোকেই এই রাশির গূঢ়ার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ, কারণ ইহা রাশিচক্রের নবম রাশি, যদ্দারা গুরু অথবা শিক্ষক সূচিত হয় এবং এতদ্দারা বিজ্ঞান হইতে দর্শন এবং তথা হইতে দণ্ডনীতি ও ভূমা প্রেমের ধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। *রবিগ্রহের এই স্থিতিফল যুদ্ধক্ষেত্রে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও প্রেমবিলসিত গীতার জন্মসূচক।*

১০। নীচস্থ ভাবে চতুর্থস্থ হারশেল, নেপচুন এবং বুধের সহিত অশুভ স্কোয়ার প্রেক্ষা করিয়াছে=Occult experience, association with mystic people, sudden disaster and estrangement from kindred [Alan Leo : Astrology for All]

গুহ্য যোগজ অনুভূতি, রহস্যময় ব্যক্তির সান্নিধ্যলাভ, সহসা অনর্থ ঘটনা এবং আত্মীয় ও জ্ঞাতির সহিত (তাহাদের মৃত্যুজনিত) বিচ্ছেদ।

১১। শুক্র সায়ন বৃশ্চিকেস্থিত=অপরের মৃত্যু হইতে অর্থসম্পত্তি লাভ।

১২। অষ্টম বা মৃত্যুপতি বুধ লগ্নস্থ=স্বল্প মৃত্যু, শোকাদি বিপত্তি হয়। [জ্যোতিষ কল্পদ্রুম]।

Degree Symbolism effects

[রাশিচক্রের অংশ বিশেষের স্বরূপ]

১। সায়ন দশম ভাবস্ফুট— (12° Virgo) Symbolism *the Square of Eight.* "Denotes a man of mystery, a profound understanding, he will leave for himself a name in history" Charubel The Degrees of the Zodiac Symbolised (Translated) রূপক=৮-সংখ্যা-নির্মিত চতুষ্কোণ "রহস্যময় ব্যক্তি, যাহার প্রগাঢ় প্রজ্ঞা আছে এবং যিনি ইতিহাসে অমর নাম রাখিয়া যাইবেন।" এই উক্তি অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

২। সায়ন লগ্নস্ফুট (2° Sagittarius)— *A man standing with drawn sword,* continual warfare, danger of wounding and of leaving wounded "La Volasfera' translated from the Italian of Sig Anton Borelli by Sepharial রূপক=উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান। ইহাতে অনবরত: যুদ্ধবিগ্রহ, অপরকে আঘাত প্রদান এবং নিজে আহত হওয়া অর্থাৎ যুদ্ধ সূচিত হয়। ইহা কুরুক্ষেত্র মহাসমর সম্বন্ধে বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য। ভাবস্ফুট গণনা কোন ব্যক্তি বা ঘটনার জন্ম সময়ের উপর নির্ভরশীল: ইহা একটি গণিতের ব্যাপার। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত লগ্নস্ফুট ও দশমভাবস্ফুটদ্বয়ের ফল মহাভারতীয় ঘটনার সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখা যাইতেছে, সেহেতু কুরুক্ষেত্র মহাসমর স্থানীয় সূর্য্যোদয়ের সময় আরম্ভ হইয়াছিল ইহা প্রমাণিত হইল। অপর প্রমাণ, অষ্টম বা নিধনভাব স্ফুটকে ১৮ দিবসসূচক ১৮° দিয়া চালিত Progress করিলে শনিগ্রহের সহিত সমাংশে Exact অপোজিশন হয়, উহা ১৮ দিবসব্যাপী আহবের পূর্ণাহুতির ইঙ্গিতবহ।

ইউরোপীয়ান যোগী শারুবেল্ দিব্যদর্শনের অধিকারী ছিলেন। সেই ক্ষমতার প্রভাবে রাশিচক্রের ৩৬০° অংশের প্রত্যেকে অংশের স্বরূপ রূপক দর্শনের দ্বারা উপলব্ধি করেন। ঐরূপ ইতালীয় বোরেল্লী সাহেবও উপলব্ধি করেন। যোগজ্যোতিষের এই রূপকাবলীর ব্যাখ্যা দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র সাতিশয় সমৃদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আমরা ইহার প্রয়োগ করিলাম।

শ্রীকালিদাস মজুমদার, বি-এ জ্যোতির্বিনোদ
এ্যাষ্ট্রো বিসার্চ ব্যুরো
১১এ, সার্দার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭।

নবম সংস্করণের

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি-মহোদয় কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। স্বামীজীর জীবিতাবস্থায় এই গীতার প্রথম দুইটী সংস্করণ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে স্বনামধন্য ভারত-বিখ্যাত কবিরাজ **বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সেন, বিদ্যাভূষণ, এম, এ,** মহোদয় ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তদবধি অষ্টম সংস্করণ পর্য্যন্ত ছয়টী সংস্করণের সম্পাদন-ভার তিনিই গ্রহণকরতঃ আমাদিগকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

তৃতীয় সংস্করণে—সম্পাদক মহোদয় বিপুল যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে গীতার মূল ও ভাষ্য টীকাদি বিশুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন; শ্রীমৎ স্বামীজী জীবিতকালে পরবর্ত্তী সংস্করণের জন্য "গীতার্থসন্দীপনী"র যে সকল অংশ আরও বিশদ ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, এবং "অন্বয়বোধিনী" নাম্নী অন্বয়মুখে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সহ নূতন একটী ব্যাখ্যা, গীতা-পাঠক্রমের বঙ্গানুবাদ, অধ্যায়ক্রমে বিষয় বিভাগ করিয়া "বিষয়-সূচী" অকারাদিক্রমে "শ্লোক-সূচী" ও সুবিস্তৃত "শব্দ-সূচী" (Index) এবং শ্রীমৎস্বামীজীর হাফ্‌টোন চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী—এই কয়েকটী বিষয় নূতন সংযোজিত হইয়াছিল।

চতুর্থ সংস্করণে—ভাষ্য, টীকা ও গীতার্থসন্দীপনীর মধ্যে উদ্ধৃত উপনিষৎ ও সংহিতাদি বাক্যগুলির স্থান-নির্দ্দেশ (Reference) পাদটীকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চম সংস্করণে—গীতার্থসন্দীপনীর বহুস্থলের অপেক্ষাকৃত গুরুভার পৃথক্ পরিশিষ্টে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সমগ্র গীতার ভাবার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক "আভাস" নামে একটী নূতন অধ্যায় সংযোজিত ও তন্মধ্যে শ্রীমৎস্বামীজীর গীতা সম্বন্ধীয় মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছিল। গীতায় প্রযুক্ত "ছন্দঃ" সম্বন্ধে একটী সন্দর্ভ, এবং "গীতার শ্লোকসংখ্যা-নিরূপণ" শীর্ষক একটী আলোচনা নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। অধিকন্তু শব্দ-সূচীর বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবেশিত করিয়া এবং বিষয়-সূচীর আরও বিস্তৃতভাবে লিখিয়া সূচী দুইটী অধিকতর উপযোগী করা হইয়াছিল; এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবনীও প্রায় দ্বিগুণ আকারে পুনর্লিখিত হইয়াছিল। এই সব পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ফলে গ্রন্থের কলেবর শতাধিক পৃষ্ঠা বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ষষ্ঠ সংস্করণে— সন্দীপনী পরিশিষ্ট গ্রন্থের শেষ ভাগে পৃথক না রাখিয়া পুস্তক মধ্যে সন্দীপনীর নিম্নে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উহা পাঠকগণের সহজবোধ্য করা হইয়াছিল।

সপ্তম সংস্করণে—নূতন আরও কয়েকটি সন্দীপনী পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছিল। অধিকন্তু গীতা-মাহাত্ম্যের পর কেড পুরাণান্তর্গত গীতাসার নামক অধ্যায় চতুষ্টয়ের সরল বঙ্গানুবাদ সহ সংযোজিত হইয়াছিল।

অষ্টম সংস্করণে—পূর্ব সংস্করণে নূতন সংযোজিত সন্দীপনী পরিশিষ্ট কয়েকটিও পূর্ব্ববৎ গ্রন্থমধ্যে সন্দীপনীর নিম্নে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল এবং গীতাসার শীর্ষক অধ্যায় চতুষ্টয় গ্রন্থের শেষভাগে না রাখিয়া উহা প্রথমভাগে সন্নিবেশিত করতঃ প্রসঙ্গানুকূল করা হইয়াছিল। অধিকন্ত কুরুক্ষেত্রে সমবেত কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের জন্মবিবরণ শীর্ষক একটি বিষয় শাঙ্কর-ভাষ্য ও শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার উপক্রমণিকা দুইটির বঙ্গানুবাদ এবং সেই সঙ্গে সানুবাদ শ্রীধরস্বামিকৃত গীতার্থসংগ্রহ নূতন সংযোজিত হইয়াছিল।

নবম সংস্করণে কোন নূতন বিষয় সংযোজিত হয় নাই—কিন্ত এই সংস্করণটি কাশীধামে আমাদের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ার সুযোগে আদ্যন্ত সমগ্র গ্রন্থখানিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংশোধনাদি করত ইহাকে ত্রুটিহীন করার জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ এই সংস্করণের সর্ব্বত্র এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন আশা করি।

এক কথায় প্রতি সংস্করণে গ্রন্থখানিকে অধিকতর সৌষ্ঠব-যুক্ত আবশ্যক বিষয়ের সন্নিবেশে উপযোগী এবং বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে তথাপি গীতা সম্বন্ধীয় এত অধিক বিষয়ের সন্নিবেশ অন্য কোন গীতাতে প্রকাশিত হয় নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্গদেশে একমাত্র এই গীতাতেই সন্ন্যাসিকৃত ভাষ্য টীকা সহ সন্ন্যাসিকৃত বিশদ বাঙ্গলা ব্যাখ্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গীতার প্রতি সংস্করণে উল্লিখিত যে সব পরিবর্দ্ধনাদি হইয়াছে তাহা শ্রীমৎপরিব্রাজক স্বামীজীর পুস্তাশ্রমের অনুজ এবং সন্ন্যাসাশ্রমের সতীর্থ আদর্শ সন্ন্যাসী **শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দস্বরূপ (এম. এ)** মহাশয়ের চিন্তা যত্ন ও পরিশ্রমের ফল। অন্বয় বোধিনী শীর্ষক ব্যাখ্যা সন্দীপনী পরিশিষ্ট শীর্ষক ব্যাখ্যা আভাস বিষয়সূচী ইত্যাদি তাঁহারই প্রণীত।

এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রসঙ্গে আমরা এ যাবৎ যে সব মনানুভব পণ্ডিতের নিঃস্বার্থ সাহায্য পাইয়া আসিয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তন্মধ্যে যোগাশ্রমে

প্রবীণ পণ্ডিত ৺ভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, হরিদ্বার ঋষিকুল আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন কবিরত্ন, বি এ কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাবাগীশ, এম এ কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম,এ, কাশী টিকমাণি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাচরণ ভট্টাচার্য্য সাহিত্যাচার্য্য এবং কাশী এংলো-বেঙ্গলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ—মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎ পরিব্রাজক স্বামীজী এই গীতা গ্রন্থখানি কাশী যোগাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত মহোদয়গণের অনুগ্রহেই এতাবৎ কাল আমরা দেবসেবার এই সুমহৎ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছি। মা তাঁহাদের মঙ্গল করুন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ বিরাট্ গ্রন্থ পূর্ব্বমূল্য অপেক্ষা নামমাত্র মূল্য বৰ্দ্ধিত করিয়া এত অল্প মূল্যে দিতে সমর্থ হইলাম—ইহা শ্রীশ্রীযোগেশ্বরী মাতার অহৈতুকী কৃপা।

এই গীতা পাঠে সকলেই নিষ্কামভাবে প্রবৃত্তি মার্গের কর্ত্তব্য পালন করিয়া অবশেষে নিবৃত্তি মার্গের পথিক হইতে সমর্থ হউন, এবং প্রকৃত কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভপূর্ব্বক মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়া শান্তিলাভ করুন—ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

কাশী-যোগাশ্রম
ঝুলন দ্বাদশী
১১এ শ্রাবণ, ১৩৫৫ সাল।

প্রকাশক
বোর্ড-অব-ট্রাষ্টিজ, শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী এষ্টেট।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ			শুদ্ধ
পৃষ্ঠা	পংক্তি	বিষয়	
২৬২	২	প্রানাপানৌ	প্রাণাপানৌ
২৬৪	৩	বযাসিক্যাং	বৈযাসিক্যাং
২৬৪	৩	ভীষ্মপর্ব্বণি	ভীষ্ম পর্ব্বণি
২৬৬	২	ন	র্ন
২৬৯	১	যোগং	র্যোগং
২৭১	১	ম্মু	র্ম্মু
২৭১	১	যো	র্যো
২৭২	১	যজ্জতে	যজ্জতে
২৫৭	২৭	পবলোক	পবলোকে
২৫৮	১৫	বিষযে প্রতি	বিষয়ের প্রতি
২৫৯	৩	ক্রুয়মানে	ক্রূয়মানে
২৫৯	৫	ক্রুযমানে	ক্রূয়মানে
২৬২	৭	সর্ব্বাবস্তা	সর্ব্বাবস্থা
২৬২	২৬	চক্ষুদ্বয	চক্ষুর্দ্বয়
২৬৭	১৬	শ্চ চতুর্থ	শ্চতুর্থ
২৬৮	১	স্বামী	স্বামি
২৭০	৩০	অর্নবাদ	অর্থবাদ
২৭১	২৫	তার্হ	তর্হি
২৭২	১৫	পামা	পামর্থাঃ

ওঁ

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-

মহোদয়ের

—সংক্ষিপ্ত জীবনী—

"যিনি ভারতবাসীর কল্যাণ কামনায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি দুষ্টজনের ষড়্যন্ত্রে লাঞ্ছিত হইয়াও জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশের সেবায় ও স্বধর্ম্মের উদ্দীপনায় কৃতসংকল্প ছিলেন, যিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রভাবে শিথিলপ্রায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার সুমধুর বক্তৃতায় শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জ্ঞান ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আস্বাদনে দেশবাসিগণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন," তাঁহার আবির্ভাব দিন ভারত সন্তানগণের সুনীতি শিক্ষা ও স্বধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য যে শুভ সুযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল, তাহা স্বদেশ হিতৈষী সকলেই স্বীকার করিবেন। রাজধানীর বঙ্গমঞ্চে ভারতীয় মহাপুরুষগণের চরিত্রাভিনয়, সুলভ গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের প্রচার, ধর্ম্মনীতি শিক্ষা ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি প্রধানতঃ যাঁহার জীবনব্যাপী আন্দোলনের সুফল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার সেই সর্ব্বপ্রধান নেতা ও অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ১২৫৬ সালের ১৭ই শ্রাবণ (ইং ১৮৪৯, ৩১এ জুলাই) মঙ্গলবার হিন্দোল দ্বাদশী (ঝুলন দ্বাদশী) তিথিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে হুগলি জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতটস্থ গুপ্তিপাড়া গ্রামে বৈদ্যব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে এই সময়ে বুধাদিত্যযোগ, চন্দ্রপ্রভাযোগ কনকচ্ছত্রযোগ এবং প্রব্রজ্যাযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। নিম্নে তাঁহার কোষ্ঠীর প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।
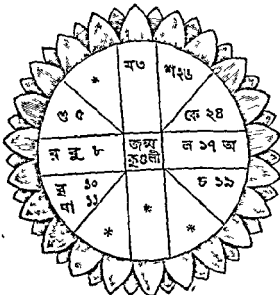
কুমার পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন। তাঁহার পূর্ব্ব পিতৃপুরুষগণের মধ্যে ৺অযোধ্যারাম, প্রভুরাম, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি অনেকেই সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম সেবায় কালাতিপাত করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তিপাড়ার ধন্বন্তরি গোত্রজ এই বৈদ্যব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণ সদনুষ্ঠান ও সুশিক্ষার প্রভাবে চিরদিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। পণ্ডিত গৌরীশঙ্করের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সহায়রাম ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র।

ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামের টোলে ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া 'কবিভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং কলিকাতার তৎকালিক সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। নিজ কর্ম্মজীবন সুদৃঢ় হইলে ৩০ বৎসর বয়সে কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ কালনানিবাসী (ইংরাজ সেনাবিভাগভুক্ত) ৺ব্রজমোহন ডাক্তার মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন এই দম্পতির জীবিত পুত্রগণের মধ্যে মধ্যম ছিলেন। ১২৩০ শালের বন্যায় কবিরাজ গৌরীশঙ্করের বাটী জলমগ্ন হইলে তিনি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের অন্তর্গৃহ কুঞ্জবাটীতে আসিয়া বাস করেন। কবিরাজ ঈশ্বরচন্দ্র শেষে এই স্থানে দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং এই বাটিতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের জন্ম হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সুকবি ও সদালাপী ছিলেন, এবং স্বধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। তিনি গঙ্গাস্নান, গায়ত্রীজপ, ইষ্টোপাসনা ও হরিনাম সাধনাই জীবনের সার করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন ভগবৎসেবায় ও স্বদেশের বিবিধ হিতানুষ্ঠানে অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মাতৃকুলে শক্তি উপাসনারই প্রাধান্য ছিল। তাঁহার মাতুলালয়ে বৎসরে কয়েকবার কালীপূজার অনুষ্ঠান হইত, এবং তাঁহার মাতা ভবসুন্দরী দেবী ভক্তিপ্রিয়া ছিলেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতার প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস ও মাতার ভক্তিভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শৈশবজীবনে এক বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঔষধার্থ আনীত কালসর্পের বিষ তিনি সহসা গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। সদ্যঃসংহারকারী কালকূটের প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া সচরাচর সম্ভবপর নহে, কিন্তু বিধাতার ব্যবস্থায় ও পিতার যত্নে শিশু বিষক্রিয়া হইতে অচিরে অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন স্বদেশের কোন বিশেষ কল্যাণ সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে পিতা পুত্রকে ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রতিবাসী গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি পূজা, আহ্নিক, গো সেবা ও ছাত্রদিগকে শিক্ষা দানে সময় অতিবাহিত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাটীর বিল্বমূলে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে প্রত্যহই একাগ্রচিত্তে তাঁহার ভক্তিপূত নারায়ণপূজা দর্শন ও স্তবপাঠ শ্রবণ করিতেন। শিক্ষকের সাধুজীবন অলক্ষ্যে শিশুর ভাবিজীবনের ভিত্তি গঠন করিতে লাগিল। গুপ্তিপাড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দেবের সেবাকার্য্য তখন দণ্ডিসন্ন্যাসিগণই পরিচালনা করিতেন এবং শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পূজা করিবার অধিকার অবিবাহিত ব্রাহ্মণেরই ছিল। সুতরাং দেবদর্শনকালে ধর্ম্মসাধনের সহায়স্বরূপ ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসজীবনের আদর্শের প্রতি সকলেরই লক্ষ্য পড়িত। বিশেষতঃ তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে সাধুসেবা ও সদাব্রতের সুব্যবস্থা থাকায় অনেক সময়েই গুপ্তিপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসিগণের সমাগম হইত। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর অতি নিকটেই দেশকালিকা-তলার বিশাল বটবৃক্ষের তলে সাধু মহাত্মারা অবস্থান করিতেন, এই জন্য পল্লীর স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সকলেরই সাধুদর্শনের বিশেষ সুযোগ ছিল। শ্রীকৃষ্ণ জন্মজন্মের পুণ্যফলে বাল্যকাল হইতেই সাধুদর্শন ও সাধুগণের সদালাপ শ্রবণে ভাবিজীবন গঠনের সামগ্রী সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

পাঠশালায় কয়েক বৎসর বাঙ্গালা শিক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, পরে গ্রামের নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠার্থ প্রেরিত হইলেন। অনন্তর কিছুদিন মাতুলালয়ে থাকিয়া কালনা মিশন স্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু মিশনরীদিগের হিন্দুবালকগণকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল উৎসাহ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের পিতা পুত্রকে বাটীতে আনিয়া রাখিলেন। এই সময়ে ম্যালেরিয়াজ্বরের প্রকোপে শ্রীকৃষ্ণের শরীর নিতান্ত রুগ্ন এবং পাঠাভ্যাসের বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তাঁহার মন অতীব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় ভাগিনেয় পণ্ডিত শ্রীচরণ রায় কবিরাজ (মহারাণী স্বর্ণময়ীর চিকিৎসক) মহাশয়ের নিকট বহরমপুরে পাঠাইয়া দেন। তথায় ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কলেজিয়েট্ স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। বহরমপুরে পাঠকালেই তাঁহার ভাবিজীবনের অস্ফুট আভাস দেখা দিতেছিল, এবং আত্মজীবনের মনুষ্যোচিত উন্নতি ও স্বদেশের মঙ্গল বিধানের ইচ্ছা ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল। উপনয়নের পর হইতে তাঁহার সদাচার ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ বিশেষরূপে লোকের লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রত্যহ বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে রামায়ণ ও মহাভারত পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহার কিশোর বয়সের রচিত সঙ্গীতগুলিই পরে "সঙ্গীত-মঞ্জুরী" নামে প্রকাশিত হয়। উহার প্রত্যেকটীতেই তাঁহার তৎকালিক সরল বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮।১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কলেজে অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তাঁহার দুইটি কনিষ্ঠ সহোদরের অকালমৃত্যুতে তাঁহার শোকসন্তপ্ত পিতৃদেব কলিকাতার বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্তিপাড়াতেই বাস করিতে লাগিলেন। কলিকাতার অনুরাগী ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ ও স্বনামপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গোপীমোহন রায় প্রমুখ আত্মীয়গণের আগ্রহেও আর বৈষয়িক কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং বৃহৎ পরিবার মধ্যে হঠাৎ অর্থাভাব উপস্থিত হইল।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ-দেবতা স্বরূপ জানিতেন, এবং তাঁহাদের সেবাতেই বৈষয়িক বিদ্যা শিক্ষার সার্থকতা সম্পাদিত হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এই জন্য পিতাকে বৈষয়িক ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময়ে পিতামাতার সেবায় সন্তান জীবন সফল করিতে না পারিলাম, তবে আর বিদ্যার্জ্জনের ফল কি? এইরূপ বিবিধ চিন্তা তাঁহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, এবং তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক পিতার অভিমতানুসারে অধ্যাপকগণের স্নেহ ও অনুরাগ উপেক্ষা করিয়া জামালপুরের রেলওয়ে অফিসে চাকরী আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে তিনি আপনার লক্ষ্য সাধনার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং বিবাহাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া সংকল্প করিলেন। অফিসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের পর অবশিষ্ট সময় বৃথা ব্যয় না করিয়া তিনি শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন ও পুরাণাদির অধ্যয়ন পূর্ব্বক এবং ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়েই তৎপ্রণীত প্রবোধ কৌমুদী প্রকাশিত হয়। নিম্নে তাহা হইতে চিত্ত সন্ন্যাসের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

পরিব্রাজকাচার্য্য সিদ্ধাবধূত শ্রীমদ্ দয়ালদাস স্বামি-মহোদয়ের শুভ সন্দর্শন লাভ করেন। স্বামী দয়ালদাসজী শত শত পরমহংসমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণপূর্ব্বক সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ও ত্রিতাপতপ্ত জীবগণকে কল্যাণপথের উপদেশ দান করিতেন। পশ্চিমোত্তরে পাঞ্জাব হইতে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম সীমা অবধি এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধ-রামেশ্বর প্রভৃতি ভারতের সর্ব্বস্থানই তাঁহার সমাগমে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। নাভা, পাতিয়ালা প্রভৃতি পঞ্চনদপ্রদেশের নৃপতি ও সর্দ্দারগণ তাঁহার পূজার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। সিদ্ধ পরমহংস দয়ালদাস স্বামি-মহোদয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের শ্রদ্ধা ও সদ্‌গুণ দর্শনে কৃপাপরবশ হইয়া মুঙ্গের কষ্টহারিণী ঘাটে তাঁহাকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, এবং স্নেহপূর্ব্বক বালক শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, তবে দৃষ্টিকে অন্তর্ম্মুখী করিতে অভ্যাস কর"।

সিদ্ধ মহাপুরুষ পরমহংস দয়ালদাস স্বামী কষ্টহারিণী ঘাটে বালক শ্রীকৃষ্ণকে যে মহামন্ত্রের উপদেশ করিলেন, তাহাই শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যালাভে শ্রেষ্ঠ মার্গ এবং সনাতন কাল হইতে প্রচলিত বৈদিক দীক্ষা। দ্বিজ বালকগণ উপনয়নকালে ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে গায়ত্রী-পুরশ্চরণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারণ দ্বারা এই মহোপদেশ লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন, বর্ণাশ্রমোচিত সৎকর্ম্মসমূহ নিকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই সাত্ত্বিক ভাব ও ভগবন্নিষ্ঠার উদয় হয়, এবং ক্রমে ভগবদ্বিরহে প্রাণ-মন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেই সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপহার লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। উপযুক্ত অধিকারী ভিন্ন অন্যত্র এ উপদেশ ফলপ্রসূ হয় না। গীতায় ভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন :—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজ বুদ্ধিবিচারে কিংবা জ্ঞানগ্রন্থ পাঠে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। আমি কে? কিরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলাম? কিরূপেই বা মুক্তি পাইব? শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করযোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে-সে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভগবান্ তত্ত্বদর্শী ও আত্মসাক্ষাৎকারবান্ গুরুর নিকটেই উপদেশ লইতে আদেশ করিয়াছেন।

বাবা দয়ালদাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই সুগম সাধনমার্গে হঠযোগোক্ত আসন-প্রাণায়ামাদির বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তন্ত্রোক্ত জটিল ষট্‌চক্রভেদের কঠোরতা এবং কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ বিধানের বাহ্যাড়ম্বরও ইহাতে নাই; ইহাতে আছে কেবল ঐকান্তিকী ভক্তির মধুরতার সহিত অপরোক্ষ জ্ঞানের শুভ সম্মিলন॥ পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের কোন

মতের সঙ্গেও ইহার কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। এ সাধনে শুভকর্ম্মের নিষ্কামতা যোগমার্গের একাগ্রতা ভক্তিপথের তন্ময়তা এবং জ্ঞানবিচারের বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। ইহাই গীতোক্ত রাজবিদ্যা বা রাজযোগ।

সদ্গুরুর সাধনপথ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের নিজ সাধন চেষ্টা একত্র হইয়া মণিকাঞ্চনযোগ হইল। ক্রমে সাধনাভ্যাসের বিশুদ্ধ প্রভাবে তাঁহার দিব্যবুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান ও শক্তির অধিকতর প্রস্ফুরণ হইতে থাকে। এইরূপ বিনা উপদেশে শাস্ত্রীয় গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদঘাটন করিতে তাঁহার সামর্থ্য জন্মিল। বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও অন্যের বুদ্ধি যে সকল কূটার্থ নির্ণয়ে সমর্থ হয় না সদ্গুরুর কৃপাবলে তত্তাবৎ তাঁহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিতাশক্তি ও ধর্ম্মার্থপূর্ণ বক্তৃতার হৃদয়গ্রাহিণী শক্তিও স্বতই বিকশিত হইতে লাগিল। তিমিরাচ্ছন্ন ভারতের চৈতন্যসঞ্চার করিবার নিমিত্ত সরস্বতী স্বয়ং তাঁহার সাধুকণ্ঠে সমাসীনা হইলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার উন্নতভাব ও মহদুদ্দেশ্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট সাধক বোধে সংসারী করিবার জন্য আর অনর্থক আগ্রহ করিলেন না। এই সময় হইতেই সকলে তাঁহাকে কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন কর্ম্মোপলক্ষে মুঙ্গেরে অবস্থিতিকালে চারিদিকে সনাতন ধর্ম্মের অবনতি ও বিধর্ম্মের বিস্তৃতি দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হইতেন। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়াই তিনি ধর্ম্মসংস্থাপন কল্পে ভারতসন্তানগণের ধর্ম্মপ্রবণতা উদ্দীপিত করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্থানীয় ধর্ম্মপিপাসু জনগণের সহিত সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মালোচনার সুবিধার নিমিত্ত মুঙ্গেরে আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়ের বালকবর্গকে বিশেষ রূপে সদাচার ও সুনীতি শিক্ষা দানার্থ এই সভা ভবনেই সুনীতি সঞ্চারিণী সভায় সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ইংরেজী ভাষায় বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াও ভারতীয় ধর্ম্মভাব স্বদেশীয় [illegible] নিজ স্বদেশের ভাষায় প্রচার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহসহকারে নিজ চেষ্টায় হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিলেন। তখন অবসর পাইলেই গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। ইহার ফলে সকলেই তাঁহার সারগর্ভ মধুর বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে সমর্থ হইলেন। এই আন্দোলনের ফলে ধর্ম্মে শিথিলবিশ্বাস লোকগণ ধর্ম্মব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অনেক [illegible] উন্মার্গগামী ব্যক্তি তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। অনেক ধর্ম্মত্যাগীও আবার স্বদেশীয় আচার ব্যবহার ও পূজাদি অনুষ্ঠানে রত হইলেন। মুঙ্গেরের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক [illegible] সাহেব তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন "আপনার বক্তৃতাশক্তি পাইলে আমি একদিনে সমগ্র [illegible] খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারি।" আদি ব্রাহ্মসমাজের তৎকালিক সম্পাদক [illegible] মহাশয় [illegible] লিখিয়াছিলেন, আপনারা

শীঘ্রই হিন্দুর আদর্শে ধর্ম্মপ্রচার না করিলে মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইরূপ সর্ব্বত্রই আর্য্যসভাসমূহ ব্রাহ্মসমাজকে অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিবে"।

ভারতের সর্ব্বস্থানীয় লোকদিগকে আর্য্যধর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ১২৮৪ শালে কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাঙ্গালা ও হিন্দীভাষায় "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি ২৫ বৎসরকাল এই পত্র তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়াছিল। এইরূপে দীর্ঘকাল শিক্ষিত সমাজে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসম্বলিত সদুপদেশ, শিক্ষা ও সমাধান 'ধর্ম্মপ্রচারকে' প্রকাশিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী এবং ইংরাজীশিক্ষিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত সনাতন আর্য্যধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যবিষয়ক সূক্ষ্ম গবেষণাসমূহ প্রবন্ধাকারে 'ধর্মপ্রচারকে' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইত। পরিব্রাজকের ভারতব্যাপী বিরাট্ প্রচার কার্য্যের আমূল বিবরণও ইহাতেই যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামগীতা, পরমার্থসার, মণিরত্নমালা, পঞ্চামৃত, স্বপ্নতত্ত্ব, যোগ ও যোগী প্রভৃতি পরিব্রাজক-প্রণীত পুস্তকগুলি এবং পরিব্রাজকের অনেকানেক সঙ্গীত প্রথমে 'ধর্মপ্রচারকে'ই প্রকাশিত হইয়াছিল। "শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি" পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের স্বলিখিত ধর্ম ও সমাজবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে পরিপূর্ণ, এই সমস্ত প্রবন্ধও 'ধর্ম্মপ্রচারকে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু, অত্রি, আপস্তম্ব, যম, হারীত, উশনা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সমূল বঙ্গানুবাদ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন 'ধর্ম্মপ্রচারকে' নিয়মিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্য্যশাস্ত্রানুমোদিত স্ত্রীশিক্ষা, গোধনরক্ষা, বালকগণের ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা ও শাস্ত্রীয় সদাচার ও সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক অবশ্য জ্ঞাতব্য সুবিচারপূর্ণ প্রবন্ধরাশি 'ধর্ম্মপ্রচারকে' মাসে মাসে প্রকাশিত হইত। আমরা শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি হইতে "ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের কিয়দংশ এইস্থানে চিন্তাশীল পাঠকগণের আলোচনার্থ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"গুরুজন মুখে শুনিয়াছি, শাস্ত্রে পড়িয়াছি ও সংস্কার বশতঃই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, ইহাই মনে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি যে, ধর্ম্মে সুখ ও অধর্ম্মে দুঃখ হয়। সুখ দুঃখের লক্ষণ কত লোকে কত কি করিয়াছেন তাহা লইয়া এক্ষণে বিচার করিব না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহাতে তোমার সুখ বা দুঃখ হয়, তাহাতে যে আমারও সুখ-দুঃখের অনুভব হইবে এরূপ নহে। অবস্থা, সময় ও কার্য্যবিশেষে যেটি পরম সুখের কারণ বলিয়া বোধ হইল, সেইটিই আবার অবস্থান্তরে, সময়ান্তরে ও কার্য্যান্তরে পরম দুঃখ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং সুখের বা দুঃখের উপাদান চিরকাল আমার পক্ষে সমান থাকে না। আমি বাল্যকালে যাহাতে সুখী ছিলাম, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে তাহাতে সুখ পাই না। সুতরাং সুখ অন্বেষণ করিতে গেলে প্রকৃত উপাদান চিনিয়া লওয়া আমার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। ধর্ম্মে যে সুখ হয় তাহা কিরূপ সুখ, তাহা ধার্ম্মিকই বলিতে পারেন। তাহাই যে প্রকৃত সুখ তাহা স্বীকার করিব কিরূপে? দুঃখের নিবৃত্তি বলি

দুঃখ হয়, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সুখ আছে, এ কথা স্বীকার করিতে সহসা অগ্রসর নহি। "ধর্ম্মের" মর্ম্মস্থলে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিব না, তবে লোকে যে সকল কার্য্যকে বা বা আচার ব্যবহারকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে, আমরা তাহা লইয়াই বিচার করিব। শাস্ত্রে পড়িলাম, ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে পরম সুখ, শাস্ত্রে আবার পড়িলাম দীনের প্রতি দয়া করা পরমধর্ম্ম। অমনি সুখের লোভে লালায়িত হইয়া দুঃখীর প্রতি দয়া করিতে লাগিলাম। ভাবিয়াছিলাম দয়ারূপ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে আমার দুঃখনিবৃত্তি হইবে, কিন্তু, কপালগুণে ফল বিপরীত হইল। পূর্ব্বে কেবল আমি আমারই দুঃখে কাতর ছিলাম, দয়ালু হইয়া দেশের দুঃখ ভাবিতে ভাবিতে পাগল হইয়া উঠিলাম। তখন আমারই মাত্র দুঃখ হইলে কাঁদিতাম, এখন তদ্ভিন্ন পরের দুঃখ দেখিয়াও কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম, অশ্রুধারার পরিমাণ বাড়িল। তখন একাকীর উদরপূর্ত্তির জন্য ভাবিয়া আকুল হইতাম, এখন দয়ালু হইয়া লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখীর অন্নকষ্ট কিরূপে দূর হইবে তাহাই ভাবিয়া আকুল হইলাম। দুঃখ দুশ্চিন্তার আবেগ পূর্ব্ব অপেক্ষা বহু পরিমাণে বাড়িল। তখন একাকীর দুঃখ সংবরণ করিতে পারিতাম না। এখন দয়ালু হইয়া, ধার্ম্মিক হইয়া, সুখলুব্ধ হইয়া নিরাশ্রয়ের ন্যায় আকুল দুঃখের সাগরে ভাসিতে লাগিলাম। আমার সাধারণ অবস্থায় আমার দুঃখের পরিমাণ একবিন্দু মাত্র ছিল, ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া দুঃখের নদীর স্রোত বহিয়া গেল। দুঃখনিবৃত্তি যদি আমার লক্ষ্য হয়, তবে ধর্ম্মের—দয়ার—সেবা করিয়া তাহা পাইলাম কৈ? * * *

'এই ভাবে সুখসাধন করিবার জন্য ধর্ম্মের সেবা করিতে হয়, ইহা আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধ। জন্ম জন্মান্তরে আমি ধারাবাহিক ক্রমে যে দুঃখরাশি ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহারই পরম নিবৃত্তি আমার প্রার্থনীয়। নূতন দুঃখ রচনা করিয়া তাহার শান্তিসুখ অনুভব করা আমার ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু প্রথমে আমি যে আপনার দুঃখ ভাবিতেছিলাম, পরে দুঃখ ভাবিতে গিয়া আমার সেই দুঃখ আর স্থান পাইল না, আমার দুঃখের নিবৃত্তি হইল। ইহাই দয়াধর্ম্মের পরম ফল। যে দিন দেখিবে আমার স্বীয় দুঃখের জন্য আর আমার উদ্বেগ হয় না, সে দিন অন্যের দুঃখ দেখিয়াও আমার দয়ার সঞ্চার হইবে না। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল এইরূপে অসৎ প্রবৃত্তিরাশিকে সংহার করিয়া অবশেষে আপনারাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। জ্ঞানযোগিগণ ধর্ম্মসাধন দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন, সুখে বা দুঃখে, বিপদে বা সম্পদে আর বিচলিত হয়েন না।

"এক্ষণে দেখিলাম আমাতে যে সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত দুঃখরাশির নিবৃত্তি করিবার ও ভবিষ্যৎ দুঃখরাশির প্রবেশপথ রোধ করিবার জন্য। কিন্তু ধর্ম্মসকল যদি শৈশব হইতেই দুর্জ্জয় দুঃখরাশির সহিত সংগ্রাম করিতে থাকে, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মবৃত্তিনিচয় কোন কালেই নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারিবে না। এইজন্য প্রাচীন আর্য্যগণ বালকের উপনয়ন হইলেই—কার্য্য-চেটোকাল উপস্থিত হইলেই—

কার্যক্ষেত্র ও লোকসমাজ হইতে অতি দূরে গুরুর আশ্রমে রক্ষা করিতেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্মপ্রবৃত্তিসকলের সুগঠন, বল ও পুষ্টি হইত, অতঃপর গার্হস্থ্য আশ্রমে—সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া বর্তমান কালের আমাদিগের ন্যায়—দুর্ব্বলের ন্যায় সংসারের পদতলে বিলুণ্ঠিত ও দুষ্ক্রিয়ার তাড়নায় বিড়ম্বিত হইতে হইত না। এখন সত্য কথা কহিয়া নির্য্যাতিত হইলে আমরা দুঃখাশ্রু বিসর্জ্জন করি, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির বহুক্লেশে পড়িয়াও অম্লানবদন ও অক্ষুন্নচিত্ত থাকিতেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা সুগঠিত ও পূর্ণ-পুষ্টিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সত্যের রসাস্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের অপুষ্ট, দুর্ব্বল সত্যনিষ্ঠা লোভের সামান্য সংগ্রামে—সংসারের কটাক্ষ-তাড়নায়—অভিভূত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া থাকি, সত্যে সুখ নাই, তাই মিথ্যাকথনে প্রবৃত্তি হয়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল প্রকৃতরূপে পুষ্ট হইলে আমরা সাধারণতঃ যে ক্ষুদ্র সুখের জন্য ধর্ম্মের সেবা করি, ধর্ম্ম তৎপরিবর্ত্তে আমাদের আশাতীত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন; সঞ্চিত ও অনাগত দুঃখনিবৃত্তির—দুঃখ-সাগর-পারের—সুদৃঢ় সোপান রচনা করিয়া দেন। ধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিতে না পারিয়াই আমরা প্রথমতঃ ধর্ম্মের সেবা করি না, বরং ধর্ম্মকেই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকি। একে আমার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল অপুষ্ট রহিল, আবার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় আমার কার্য্য করিতে লাগিল। সুতরাং ধর্ম্ম আমাকে পরম সুখ দিবেন কোথা হইতে? আমরা যেন যথোচিত ধর্ম্মের সেবা করিতে—ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ধর্ম্মকে পুষ্ট করিতে—শিক্ষা করি। সামান্য সুখের জন্য যেন ধর্ম্মকে আমাদের সেবায় নিযুক্ত না করি। ধর্ম্ম আমাদের কল্যাণপ্রদ হউন।

"আর্য্যশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও শ্রুতি বারংবার উচ্চ ও গভীর নিনাদে জীবকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিয়া নিজ কল্যাণ লাভের জন্য সৎপরামর্শ ঘোষণা করিতেছেন—জীব! অমনোযোগী ও অশ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিজ সুখের কণ্টক বিস্তার করিও না। বৃথা সময়ও নষ্ট করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইও না। বাল্যকালে বা যৌবনকালে ধর্ম্মসাধন না করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় করিবে, এ ভাবনা পরিত্যাগ কর। কেন না—

'ন ধর্ম্মকালঃ পুরুষস্য নিশ্চিতো
ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদা হি ধর্ম্মস্য ক্রিয়ৈব শোভনা
যথা নরো মৃত্যুমুখেঽভিবর্ত্ততে।' মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

—মৃত্যু মনুষ্যের সময়াসময় প্রতীক্ষা করে না, অতএব মনুষ্যের ধর্ম্মসাধনের কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। মনুষ্য যখন সদাই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সময়েই শোভা পায়।"

সনাতন-ধর্ম্ম ভারতবাসীর হৃদয়ে পুনঃ পূর্ব্ববৎ জাগ্রৎ হইয়া পূর্ণাধিকার লাভ করে এবং ভারতের দেশে দেশে ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব পুনর্ব্বিঘোষিত হয়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই শুভ ইচ্ছা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল, এবং ভারতবাসিগণকে স্বধর্ম্ম-বর্দ্ধন পূর্ব্বক

পরবর্ম্মগ্রহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অবশেষে ১৮০০ শকাব্দে (বাঙ্গলা ১২৮৫ সাল) হরিদ্বার মহাকুম্ভমেলায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সিদ্ধ সদ্‌গুরুদেবের পুনর্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন, এবং তাঁহারই আদেশে ভারতের সমস্ত বেদ, দর্শন স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রসম্মত আর্য্যধর্ম্ম পুনঃপ্রচার জন্য ভারতের পবিত্র তীর্থ হরিদ্বারে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার শুভ কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন। এই সময়েই তিনি আর্য্যসমাজ * ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক্ষেত্র লাহোর, আলিগড় মজঃফরপুর, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে সনাতন ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা শ্রবণে শিক্ষিতগণ স্বধর্ম্মভাবে যেন পুনর্জ্জাগরিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা আলবার্ট হলে "ভারতের মূর্চ্ছাভঙ্গ" এবং গয়াধামে ৺বিষ্ণুপাদ মন্দিরে হিন্দীভাষায় "ভারতের প্রেতত্বমোচন' বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন যে বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণে শ্রোতৃমাত্রেই হিন্দুধর্ম্মের মহিমায় বিস্মিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গলা ও হিন্দীভাষার যে এরূপ তেজস্বিনী শক্তি আছে, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

পিতা মাতার সেবায় ত্রুটি হইবার আশঙ্কায় আরও কিছুদিন তাঁহাকে চাকরী করিতে হইয়াছিল। মনের সাধে দেশের হিতসাধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া তিনি সময়ে সময়ে নিতান্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া যে নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার আন্তরিক ব্যাকুলতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ অতিশয় মনঃকষ্ট সহ্য করিয়া ১২ বৎসরেরও অধিককাল চাকরী করার পর তাঁহার পিতার গঙ্গালাভ হইল। ধর্ম্মার্থে ভারতের সেবায় অনেক কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া ভগবৎকৃপায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই কৌমারব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পিতৃবিয়োগে সংসারের বাধ্যবাধকতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল দেখিয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের নিতান্ত অনভিমত সত্ত্বেও স্বেচ্ছাক্রমে বিষয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং দেশে দেশে সনাতন ধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতার বেগে লোকসকলকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও কুমার্গগামী ব্যক্তিবর্গকে ধীরে ধীরে স্বধর্ম্মে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভক্তিপূর্ণ সুমধুর, সুললিত ও তেজস্বিনী বক্তৃতামালায় শ্রোতৃগণের হৃদয়ে অমৃতধারা প্রবাহিত হইত। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশবিদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সময় হইতে তাঁহার উদ্যোগে, উৎসাহে, প্রেরণায় ও সূচনায় দেশে দেশে ধর্ম্মসভা, হরিসভা, সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, সংস্কৃত বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। হরিনামের সুমধুর ধ্বনিতে পুনর্ব্বার পুরপত্তনাদি নাচিয়া উঠিল। মণিপুর হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণের বহুদিন সঞ্চিত অহিন্দুভাব স্বামিজীর সুমধুর অথচ মর্ম্মস্পৃক্ ব্যাখ্যানের প্রভাবে ক্রমশঃ অপনীত হইতে লাগিল।

যে সময়ে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানধর্ম্মের অভ্যুত্থানে হিন্দুধর্ম্ম টলটলায়মান—যে সময়ে হিন্দু-

* দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য্যসমাজ

সন্তানগণ ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মের বাহ্য চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া হিন্দুর প্রত্যক্ষদেবতাস্বরূপ পিতামাতার স্নেহ-মমতা ত্যাগ করত: বিধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন—যে সময়ে হিন্দুপরিবার মধ্যে বিধর্ম্মের চপেটাঘাতে এক মহাক্রন্দনের রোল উথিত হইয়াছিল, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেই সময়ে যেন মহামায়ার লীলাপটের অন্তরাল হইতে আবির্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের অপার মহিমা ঘোষণা করিবার জন্যই আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি হিন্দুর ঘরে ঘরে আর্য্যধর্ম্মের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হিন্দুগণের হৃদয়ে পুনরায় স্বধর্ম্মানুরাগ সুদৃঢ় হইয়া উঠিল। তাঁহাদের বিষণ্ণ বদনে পুনরায় প্রসন্নতা প্রস্ফুটিত হইল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন মহামহোপাধ্যায়-পণ্ডিত ও সাধু-মহাত্মগণের আবাস ও শাস্ত্র-জ্ঞানের আধার কাশীধামে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের কেন্দ্রস্থান স্থির করিলেন, এবং মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন-পূর্ব্বক ভারতের সর্ব্বত্র সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচারার্থ "The Motherland" নামক একখানি সুলভ (এক পয়সা মূল্যে) ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, এবং আর্য্যভাবে ছাত্র-জীবন গঠন করিবার অভিপ্রায়ে "সুনীতি" নামে বাঙ্গালাভাষায় পরিচালিত একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল গোস্বামী, কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন সাহিত্যাচার্য্য অম্বিকাদত্ত ব্যাস, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণও কার্য্য-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপে বঙ্গদেশে যে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই প্রভাবে বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে আবার ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠে। নাট্যশালাদিতেও "ধ্রুবোপাখ্যান" "প্রহ্লাদচরিত্র" প্রভৃতি শাস্ত্রীয় মহাপুরুষ গণের চরিত্রাভিনয় আরম্ভ হয়, এবং লোকের শাস্ত্রানুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সেই সময় হইতেই সুলভে শাস্ত্রপ্রচার করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

কাশীর পণ্ডিতাগ্রগণ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্বামী, সুপ্রসিদ্ধ কবি ভারতেন্দু বাবু হরিশ্চন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী, সি. আই ই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদার্শনিক ডাক্তার রামচন্দ্র সেন, পি, এইচ., ডি, প্রমুখ প্রসিদ্ধ পুরুষ-গণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের কার্য্যে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী, সি. আই, পাকুড়ের রাজা তারেশচন্দ্র পাণ্ডে, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু সান্যাল, কুণ্ডলার জমিদার বাবু কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, ঢাকার রায় রঘুনাথ দাস প্রভৃতি পুণ্যাত্মগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের প্রচারকার্য্যে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী উত্তর ভারতের অনেকানেক নগরে এবং অসংখ্য পল্লীগ্রামেও ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ *, শ্রীহট্ট *, কাছাড়, কুচবিহার, শিলং, দার্জ্জিলিং, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বেরিলী, বরিশাল, বহরম-পুর, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের, মজঃফরপুর, বিরাট, কাশী, প্রয়াগ, গয়া, ছাপরা, গাজিপুর,

লাহোর, দিল্লী, শিমলা, জলন্ধর, রাউলপিণ্ডি, পেশোয়ার প্রভৃতি প্রধান। সহবাস-আইন পাশের আন্দোলন উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলের বিরাট্ সভায় এবং গড়ের মাঠে দুই লক্ষ শ্রোতার মধ্যে পরিব্রাজকের বক্তৃতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে তুমুল ধর্ম্মান্দোলন, দার্জ্জিলিং ও শিমলা শৈলে, কাছাড় ও শ্রীহট্টে, বেরিলী ও বরিশালে, কাশীর গঙ্গাতটে ও টাউনহলে, গয়াধামে ৺গদাধরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে ও দিল্লী-ভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডলে পরিব্রাজকের বক্তৃতা এখনও যেন অনেকের শ্রবণে পূর্ব্ববৎ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটি মাত্র "পরিব্রাজকের বক্তৃতা"য় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অতি সুন্দর অলঙ্কারস্বরূপ। তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবসমাবেশ, অভিনব যুক্তি ও সুমধুর ভাষায় সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যাইতেন। বহরমপুরে পরিব্রাজক মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় বলিয়াছিলেন, "ইউরোপেই এরূপ বক্তার সম্মান হইতে পারে, আমাদের দেশের লোক যথার্থ মর্য্যাদা দিতে জানে না"। কলিকাতা টাউনহলের বিরাট্ সভায় সভাপতি স্যার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতান্তে বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ তেজস্বিনী বক্তৃতা হয়, তাহা আমি জানিতাম না। বক্তৃতায় যে অবিরল ভাবস্রোত চলিয়াছিল, তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্যাতীত। এই সভায় শঙ্করাচার্য্য বা চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষ সভাপতি হইলেই সঙ্গত হইত।" তিনিই আবার হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফজষ্টিস স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে বক্তৃতা শুনিয়া পরিব্রাজক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, "আপনার বক্তৃতা ভাষা নহে, ইহা ভাবের প্রবল স্রোত, সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়"। পরিব্রাজক মহোদয় যখন ঢাকায় তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতেছিলেন, তখন বঙ্গবাসীতে লিখিত হইয়াছিল, "কিছুদিন পূর্ব্বে টর্ণেডো বা প্রবল ঝড়ে ঢাকায় একটি যুগ-প্রলয় হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ কুমার পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের সুশুভ সমাগমে আর একবার আর একরূপ ঝড় বহিয়া গেল। পূর্ব্বের ঝড়ে অগ্নিবৃষ্টি হইয়াছিল, এ ঝড়ে অমৃতবৃষ্টি হইয়া গেল।" বাগ্মি-প্রবর কেশবচন্দ্র প্রভৃতির বক্তৃতার প্রশংসা-প্রসঙ্গে বঙ্গবাসী বলিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বক্তৃতা-স্রোতে একদিন বঙ্গদেশ ভাসাইয়াছিলেন। সে বক্তৃতায় ভাব ছিল, ভাষা ছিল, উদ্দীপনা ছিল, অগ্নিকণা ছিল, আর ছিল করুণরসের নির্ঝরিণী।" (বঙ্গবাসী, ৫ই আষাঢ়, ১৩১০)। তিনি সময় সময় একদিনে ২।৩টী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেও কাতর হইতেন না এবং বক্তৃতাকালে তৎক্ষণ রোগ-ক্লেশও বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। তাঁহার অবিশ্রান্তবর্ষিণী স্রুত-তরঙ্গিণী ভাবময়ী ভাষা অননুকরণীয়।

পূর্ব্বতনীয় পণ্ডিতমণ্ডলের মুখপত্র ঢাকা 'সারস্বতপত্রের' সম্পাদক মহোদয় লিখিয়াছিলেন—

হইয়াছে। নির্জীব সমাজে সময়ে সময়ে এইরূপ উত্তেজনার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন সাধন করাই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্যবসায়ী প্রচারক দ্বারা কখনও সে কর্ত্তব্য সাধিত হইবার নহে। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ব্যবসায়ী প্রচারক নহেন। ইনি সর্ব্ব ভূতে সম্প্রীতি ও সহানুভূতি বিতরণের জন্য দারপরিগ্রহ করেন নাই। সুতরাং ঈদৃশ ভোগসুখ-বিরত নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক দ্বারা যে হিন্দু-সমাজের অভীপ্সিত কল্যাণ লাভ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

"আমরা পূর্ব্বেও অনেকবার বলিয়াছি, আবার এখনও সেই কথাই বলিতেছি যে, হিন্দু-সমাজ ব্যবসাদার ধার্ম্মিক বা প্রচারকের দ্বারা পুনরুত্তেজিত—পুনঃসংস্কৃত—হইবার নহে। ধর্ম্মপ্রচারকের প্রকৃত সাধক হওয়া চাই, প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া চাই, এবং যশ. মান ও স্বার্থ ত্যাগ করা চাই। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের এই গুণগুলির সমস্তই আছে; সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত উপকার সাধনে ইহার প্রকৃতই অধিকার ও উপযোগিতা আছে সন্দেহ নাই।

"পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গত সপ্তাহে এখানে চারিটি বক্তৃতা করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ আমরা উপস্থিত হইয়া দুইটি বক্তৃতা শুনিতে পাই নাই। "আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র" ও "আশ্রম-ধর্ম্ম" এই দুইটি বক্তৃতা আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি। প্রত্যেক বক্তৃতা স্থলেই তিন চারি সহস্র লোক উপস্থিত। কিন্তু এইরূপ মহতী জনতা মধ্যেও সভাভূমি নীরব ও নিস্তব্ধ। গ্রীষ্মের অসহ্য যন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রোতৃবর্গ চিত্রার্পিতের ন্যায় একতান হৃদয়ে বক্তার প্রসন্ন ও মধুর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছিল; ধর্ম্মপ্রচারকদিগের উপস্থানে এ দৃশ্য আমরা আর কখনও দেখি নাই। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের মানসিক ভাবের উৎকর্ষ তদীয় বহিরাকারে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়-দর্পণে স্ফুরিত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, এ দৃশ্য অতি রমণীয়। হিন্দু-সমাজ বোধহয় বহুদিনের পর ঈদৃশ পরিব্রাজক সাধুহৃদয় ধর্ম্মব্যাখ্যাতার শুভ দর্শন পাইয়া প্রকৃতই কৃতকৃত্য ও চরিতার্থ হইয়াছেন; নহিলে কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে এরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও আসক্তি ঘটিতে পারে না।

'একবার পূজ্যপাদ ধর্ম্মবীর শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ধর্ম্মান্তরভ্রান্ত ভারতের নির্জীব মুখমণ্ডলে এইরূপ আশাপ্রদায়িনী সঞ্জীবনী রেখা লক্ষিত হইয়াছিল। ভারত যখন বৌদ্ধময় সে সময়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে সেই পরিব্রাজক ধর্ম্মবীর উত্থিত হইয়া কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধু হইতে চট্টল সীমার শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের জয়পতাকা পুনরুড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। তদবধি প্রবল বৌদ্ধধর্ম্ম এই আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলায়িত আছে। আমাদের বোধ হয় ভগবানের অনুগ্রহে পুনরায় সেইদিন সমাগত হইতেছে। মিশরদেশীয় পিরামিডের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মের যে সার অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশ্য, সে সার কীটদুষ্ট হইয়া কোন সময়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ইহা কখনও সম্ভাবিত

নহে। তাই আজ সেই আর্য্যধর্ম্মের দুর্ব্ব্যাখ্যার বিমোচন ও সাধু ব্যাখ্যান প্রসারণের নিমিত্ত ঈদৃশ পরিব্রাজকের অভ্যুদয়।

"পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ঐ দুইদিনের বক্তৃতায়ই অনেকগুলি গুরুতর রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, বেদের অপৌরুষেয়তা, যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা, দেহান্তরিত আত্মা, প্রেত ও মুক্তাত্মা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য, অতি গুহ্য উপাদেয় তত্ত্বের সমীচীন বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বিচিকিৎসাকুল আর্য্য যুবকদিগের হৃদয়ে এক যুগান্তরীণ ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা সময়ে তাঁহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ সর্ব্ব-সাধারণের মুখেই পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতেছে। আজি কালি ঢাকা নগরে হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কথারই একমাত্র আন্দোলন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতাগুলি ঐ আন্দোলনের মূল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এরূপ আন্দোলন নির্জীব হিন্দু-সমাজের কল্যাণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক।"

পরিব্রাজক মহোদয়ের ২০।৩০ বর্ষ ব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারের সংবাদ পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং বঙ্গ-বিহারের অধিকাংশ ইংরাজী বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু সংবাদপত্রে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দেশের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনব্যাপিনী সাধনায় প্রধানতঃ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ, বেশ বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা "ধর্ম্মপ্রচারক" হইতে "নগরশালায় নব দৃশ্য" নামক কলিকাতা টাউনহলে পরিব্রাজক মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় অত্রত্য নগরশালায় (কলিকাতা টাউনহলে) কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ২টা না বাজিতে বাজিতে সমুদায় চেয়ার অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ৩টার পূর্ব্বেই জনস্রোত এত বেগী হইয়াছিল যে, বিশেষ নিমন্ত্রিতগণের আর রাখা গেল না। কক্ষ হইতে সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় হল লোকাকীর্ণ। বিপুল জনতা। কিন্তু সকলে স্তব্ধ ও উৎকণ্ঠিত। বহু কষ্টে জনস্রোত ঠেলিয়া ৪টা বাজিতে ১৫ মিনিটের সময় বক্তা ও সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মা প্রভৃতিকে স্ব স্ব আসনে সমাসীন করা হইল। অমনি বহুনির্ঘোষে করতালি পড়িতে লাগিল। তখন সভাপতি সকলকে উচ্চস্বরে পরিব্রাজক মহোদয়ের পরিচয় অনাবশ্যক হইলেও নিজ তৃপ্তির জন্য দুই চারি কথায় বলিলেন—সন্ন্যাসী অনেকেই হয়, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে স্বদেশ মানবপ্রীতির জন্য এত উৎসাহ কার? এইজন্য ইনি মহা পুরুষ। আরও বুঝাইলেন—বক্তব্য বিষয়টী সার্ব্বজনীন; সুতরাং প্রত্যেকেরই পক্ষে উপাদেয়। ঘন ঘন করতালির

মধ্যে তিনি উপবেশন করিলেন। তখন বক্তা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সমক্ষে যে দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, কলিকাতা নগরবাসীর অদৃষ্টে সেরূপ কমই হইয়া থাকে। তাঁহার সম্মুখে, বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে ভিত্তিদেশ পর্য্যন্ত লোকে লোকে পুরিয়া গিয়াছে, দাঁড়াইবারও স্থান আর নাই; অথচ সকলেই তাঁহার বচনামৃত পান জন্য লালায়িত, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বাক্ ও উদ্‌গ্রীব। বারংবার করতালি বর্ষণের বিরাম হইলে বক্তা ভগবানের স্তোত্র পাঠ করিয়া স্বীয় বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই নিস্তব্ধ জনশ্রেণী ভেদ করিয়া তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ওজস্বী, যুক্তি ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতাধ্বনি স্নিগ্ধ গভীরতার মধ্য দিয়া চারিদিকে অমৃতস্রোত বিস্তার করিতে লাগিল। লোকসমূহ যেন মন্ত্রমুগ্ধ। তিনি ঈষৎ হাসিলে অমনি চারিদিকে হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যায়; উচ্চ অঙ্গের চিন্তাপ্রসূত কথার অবতারণা করিলে গাম্ভীর্য্য ছড়াইয়া পড়ে, আবার তাঁহার ভগবৎ-প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিলে প্রেমাশ্রু মন্দাকিনীর বিমল ধারা চারিদিকে প্লাবিত করিতে থাকে। মাননীয় স্যার্ রমেশচন্দ্র মিত্র ও সভাপতি মহোদয় অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলেন। সে চিত্র অভাবনীয়, স্বর্গীয়, বিমল। বিষয় ছিল, "মানবের সার-সম্পত্তি"। বক্তা বুঝাইয়া দিলেন --মানবের মানবত্ব যে-সকল বিশেষ বিশেষ গুণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদের উপযুক্ত অনুশীলন হইলে মানব, প্রাণিজগতের—এমন কি প্রকৃতি রাজ্যের, প্রকৃত রাজা হইতে পারেন। যখন তাঁহার রাজ্য প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হয়, অহি-নকুল, মৃগ-মৃগরাজ তখন বিদ্বেষ ভুলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি তখন কাহারও ত্রাসের কারণ না হইয়া অভয়ের কারণ হয়েন। উদাহরণস্থলে, শিবাজীর দীক্ষাপ্রসঙ্গে রামদাস স্বামীর নিকট শিবাজীর ভয়ে ভীত পক্ষিগণের আশ্রয়গ্রহণ বৃত্তান্তটী বুঝাইয়া দিলেন। এই সকল শক্তির কিরূপে অনুশীলন ও বিকাশ করিতে হয় তাহা বুঝাইতে বুঝাইতে প্রসঙ্গক্রমে ধীবরের সাধুসঙ্গফল, এবং শঙ্করাচার্য্যের মাতার বৈকুণ্ঠলাভ উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার স্ত্রী প্রকৃতি গঠন ও সংরক্ষণের অনুপযোগিতা ও তাহার প্রতিকারোপায় ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ব্বশেষে সেই সকল শক্তির চরম বিকাশে কিরূপ গৌণী ভক্তি, জ্ঞান, ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎ-কৃপাদৃষ্টি পরে পরে লাভ হইলে পরাভক্তি-রূপিণী 'সার-সম্পত্তি' অধিকার হয় বিশদরূপে তাহা বুঝাইলেন। পরাভক্তি ব্যাখ্যাকালে ভক্তিহিল্লোলে সকলেরই প্রাণ সুশীতল হইয়াছিল। 'হরি' 'হরি' ধ্বনি হলের আকাশমণ্ডল বারংবার ভেদ করিয়া সহস্র কণ্ঠের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছিল। ধন্য পরিব্রাজক! তোমার জয় হউক!! তোমার জয় হউক!! আবার অবিশ্রান্ত করতালি। বক্তা উপবেশন করিলেন। তখন সভাপতি আবার উঠিয়া সকলকে বুঝাইলেন, 'বাঙ্গালাভাষার এমন ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা হইতে পারে, তিনি জানিতেন না। বঙ্গভাষার শত্রুগণের নিকট এ ভাষার এই শক্তির পরিচয় করিয়া দিয়া তিনি মাতৃভাষাকে কৃতার্থ করিলেন। তিনি সার্থকজন্মা, এত কষ্টে স্থানাভাবে যুবকমণ্ডলী নিস্তব্ধভাবে বক্তৃতামৃত পান করিয়া বুঝাইলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরাগী, এ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল।

নহে। তাই আজ সেই আর্য্যধর্ম্মের দুর্ব্যাখ্যার বিমোচন ও সাধু ব্যাখ্যার প্রসারণের নিমিত্ত ঈদৃশ পরিব্রাজকের অভ্যুদয়।

"পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ঐ দুইদিনের বক্তৃতায়ই অনেকগুলি গুরুতর রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছেন। ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জীব, বেদের অপৌরুষেয়তা, যজ্ঞোপবীতের আবশ্যকতা, দেহান্তরিত আত্মা, প্রেত ও মুক্তাত্মা ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য, অতি গুহ্য উপাদেয় তত্ত্বের সমীচীন বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বিচিকিৎসাকুল আর্য্য যুবকদিগের হৃদয়ে এক যুগান্তরীণ ভাবের আবির্ভাব করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুরুতর তত্ত্বের মীমাংসা সময়ে তাঁহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নানাবিধ যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি সে সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন। ফলতঃ সর্ব্বসাধারণের মুখেই পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতেছে। আজি কালি ঢাকা নগরে হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত কথারই একমাত্র আন্দোলন। কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের বক্তৃতাগুলি ঐ আন্দোলনের মূল। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এরূপ আন্দোলন নির্জীব হিন্দু-সমাজের কল্যাণের জন্য নিতান্ত আবশ্যক।"

পরিব্রাজক মহোদয়ের ২০।৩০ বর্ষ ব্যাপী ধর্ম্মপ্রচারের সংবাদ পঞ্জাব, পশ্চিমোত্তর প্রদেশ এবং বঙ্গ-বিহারের অধিকাংশ ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু সংবাদপত্রে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় দেশের সেবায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার জীবনব্যাপিনী সাধনায় প্রধানতঃ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি দেশবাসীর অনুরাগ, বেশ বর্দ্ধিত ও বিকশিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা "ধর্ম্মপ্রচারক" হইতে "নগরশালায় নব দৃশ্য" নামক কলিকাতা টাউনহলে পরিব্রাজক মহোদয় প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় অত্রত্য নগরশালায় (কলিকাতা টাউনহলে) কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন পরিব্রাজক মহোদয়ের বক্তৃতা হইয়াছিল। ২টা না বাজিতে বাজিতে সমুদায় চেয়ার অধিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ৩টার পুর্ব্বেই জনস্রোত এত বেশী হইয়াছিল যে, বিশেষ নিমন্ত্রিতগণের আর স্থান পেল না। মঞ্চ হইতে সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় হল লোকাকীর্ণ। বিপুল জনতা। কিন্তু সকলে স্তব্ধ ও উৎকণ্ঠিত। বহু কষ্টে জনস্রোত ঠেলিয়া ৪টা বাজিতে ১৫ মিনিটের সময় বক্তা ও সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মা প্রভৃতিকে স্ব স্ব আসনে সমাসীন করা হইল। অমনি বজ্রনির্ঘোষে করতালি পড়িতে লাগিল। তখন সভাপতি সকলকে উচ্চস্বরে পরিব্রাজক মহোদয়ের পরিচয় অনাবশ্যক হইলেও নিজ তৃপ্তি জন্য দুই চারি কথায় বলিলেন—সন্ন্যাসী অনেকেই হয়, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির জন্য এত ভালবাসা কার? এইজন্য ইনি ধন্য পুরুষ। আরও বুঝাইলেন—বক্তব্য বিষয়টী সার্ব্বভৌমিক; সুতরাং প্রত্যেকেরই পক্ষে উপযোগী। ঘন ঘন করতালির

যখন ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, মর্ম্মে প্রতিধ্বনি করিয়া গুহা মধ্যে কে যেন বলিলেন,

"তুমি এ গৃহ প্রস্তুত করিলে কেন ?"

পরিব্রাজক মহাশয় ধ্বনি শুনিয়া চকিত হইলেন ও সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিদর্শন করিলেন। অমনি উত্তর করিলেন,

"একলা একান্তে থাকিব বলিয়া।"

আবার শুনিলেন,

"তোমার থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র গৃহের প্রয়োজন কি ? তোমাকে কাছে রাখিবার জন্য কত লোক আগ্রহ প্রকাশ করে ; তুমি যেখানে যাইবে, যত্ন ও সম্মানের সহিত স্থান পাইবে। এ গৃহ তোমার নহে। এ গৃহে আমি থাকিব, তুমি আমার গৃহে থাকিও।"

সাধক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। জগত্তারিণীর অতুল দয়া দর্শনে তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল, নয়নে প্রেমের ধারা বহিতে লাগিল। অমনি গদগদস্বরে বলিলেন, "মা, তুমি সত্যই দীন দয়াময়ী, নতুবা যে কখনও তোমার বিধিবৎ সাধনা করে নাই, কেবল তোমার নামের মহিমা শুনিয়া তোমার ধামে আসিয়াছে মাত্র, তাহার প্রতি এত করুণা করিবে কেন ? মা! আজ তুমি আমাকে মহাব্যাধির মহৌষধ প্রদান করিলে। আমি সদাই ভাবিতাম যে, এই আশ্রম সম্পূর্ণ হইয়া গেলে লোকে যদি আমায় জিজ্ঞাসা করে যে, এ আশ্রমটী কা'র ? আমাকে বলিতে হইত "এটী আমার"। মা! 'আমার' এই বোধটুকু জীবের মহাব্যাধি, ইহা তোমার চরণামৃত সেবন ব্যতীত কোনরূপ যোগ-যাগ বা তপ-জপে আরোগ্য প্রাপ্ত হয় না। তুমি এখানে অধিষ্ঠান করিবে এবং তোমার এই আশ্রমে দুঃখীকে আশ্রয় দিবে, মা! আজ আমি ইহা জানিয়া ধন্য হইলাম। আমাকে আর "আমার আশ্রম" বলিতে হইবে না, আমার উপসর্গ কাটিয়া গেল। তোমার কৃপায় এখন 'আমার' এই শব্দটী হইতে "আ" উপসর্গ মিটিয়া গেল। আজ হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব, যোগাশ্রম "আমার" নহে ইহা "মা'র"। ত্রিলোকতারিণী মা! তোমাকে প্রণাম করি। আজ হইতে এই দীনাতিদীনকে তোমার করিয়া রাখ।"

বাহিরে আসিয়া মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য, তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য পরিব্রাজক মহাশয়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। তারপর পশ্চিমগামী দ্বিতল গৃহ এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইল যে, সিংহাসনে বিরাজমানা মাকে পথগামী পথিকগণ, প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান দর্শকগণ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারিবে। যোগাশ্রমে যোগানুষ্ঠানের প্রারম্ভ হইতে না হইতেই ভুবনবাধা মা যোগেশ্বরীর দয়ামূর্ত্তি পরিস্ফুট দেখিয়া সাধকের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

তাহার অমূল্য উপদেশগুলি সকলে যেন চিরকাল হৃদ্‌গত করিয়া রাখেন ও যাইবার পূর্ব্বে হরিধ্বনি বার বার করেন ইহাই তাঁহার শেষ প্রার্থনা। হরিধ্বনি অমনি সহস্র সহস্র কণ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিল। সভাপতি বসিলেন। শ্রীযুক্ত দামোদর বর্ম্মা তখন সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সভার নিঃস্বার্থ উদ্যোগিগণ বিশেষ ধন্যবাদার্হ। টাউনহলে বাঙ্গালা বক্তৃতা এবং হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও হরিধ্বনি প্রচার এই প্রথম। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বক্তার সহিত কথোপকথনকালে বলিলেন, ঐরূপ বক্তৃতা যে বাঙ্গালাভাষায় হয় তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সকলেই পরিব্রাজক মহোদয়ের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

জাতীর কাশীলাভের পর শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন গৃহস্থাশ্রমের সেবা হইতে সম্পূর্ণ অবকাশ লইলেন এবং প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করেন ও গুরুদত্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামী নামে সুপরিচিত হন এবং বঙ্গদেশে বেদের চর্চ্চা নাই দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের বেদশিক্ষার্থ কাশীধামে বেদ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে মা অন্নপূর্ণার দৈবাদেশে সুপ্রসিদ্ধ যোগাশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক তথায় মা যোগেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা এবং সেবার ব্যবস্থা করেন। আমরা কুমার পরিব্রাজক নামক তাঁহার বৃহজ্জীবনচরিতে বর্ণিত এই দৈব ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কয়েক বর্ষ হইতে চিরকুমার পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিজী মহোদয় সাধন ভজন করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র ও একান্ত স্থানে থাকিবার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত ছিলেন। * * * বাঙ্গালের কুটীরের মত একটী ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একাকী একান্তে থাকিবেন ও সাধন ভজন করিবেন এই অভিপ্রায়ে কুটীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল।

অবিমুক্তপুরী কাশীধামে যে অংশ ৺বিশ্বনাথের অন্তর্গৃহ বলিয়া প্রসিদ্ধ স্বামিজীর মনোনীত স্থানটী তাহারই অন্তর্ভুক্ত। সুন্দর অন্নপূর্ণার মন্দিরের অদূরেই সংস্থিত। এই স্থানটী বিশ্বনাথের নিজস্ব ছিল। তাঁহার সেবক পুত্রকগণ গয়াধামে গমন করিয়া তীর্থদক্ষিণাস্বরূপ ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে উহার স্বত্ব সমর্পণ করিয়া আসেন। গদাধরের পুত্রকগণ অর্থাভাব প্রযোজনবশতঃ এই ভূমিখণ্ড হস্তান্তরিত করেন। পরিশেষে এই ভূমিখণ্ড যোগাশ্রম জন্য ক্রীত ও মা যোগেশ্বরীর চরণে অর্পিত হওয়ায় ইহা দেব-সেবাতেই থাকিল। এটী আবার একটি সিদ্ধ স্থান।

যোগাশ্রমে ভূগর্ভ (গুহা) খননকালে নানাপরিমিত ভূমির নিম্নে ভস্মরাশি পরিপূর্ণ একটী কুণ্ড বা ধুনি বাহির হইল। বোধ হয় কোন যোগীর নিত্যনৈমিত্তিক লয়রূপে বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান সাধনের নিগূঢ়শক্তিপুঞ্জ ছিল। কে জানিত সেই ধুনী তুর্ভিক্ষ যোগাসন আজ পুনরাবিষ্কৃত হইয়া অক্ষয় ধ্বিমুন্ডির সন্তুষ্টি হইলে জানিত এই স্থান স্থির আনন্দমালাপুঞ্জ বিন্দুরাশি অনন্ত অনন্তের অনুনাসিনী প্রেমভাবিনীর পবিত্র ধাম সিদ্ধ হইবে। মা যোগেশ্বরীর যে গম্ভীর মন্দির।

একদিন যে গম্ভীর সন্ধ্যা পবিত্র জল নন্দনের নিজ নিয়মিত মা সাধনা স্থাপনপূর্ব্বক

এক সুললিত সারগর্ভ ও বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করেন। 'গীতার্থসন্দীপনী'র ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমবাবু 'গীতার্থ-সন্দীপনী' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহার ভাব ও রচনা চিরদিন বাঙ্গলা ভাষায় অপূর্ব্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে"।

এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি সাধু-মহাত্মার জীবনীসহ "ভক্তি ও ভক্ত" নামক উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। "ভক্তি ও ভক্ত" পাঠ করিতে করিতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। পরিব্রাজকের "ভক্তিরসামৃত" পাঠ করিয়া কেহই অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাহার একাংশ মাত্র পাঠেও পরিতৃপ্তি হয় না বলিয়া আমরা তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; কেবল ভক্তি ও বৈরাগ্যের যে সুমধুর সম্বন্ধ ধারণা করিতে পারিলে ভক্তি-সাধনে সুগমতা লাভ হয়, আমরা পাঠকগণের প্রীত্যর্থে "ভক্তি ও ভক্ত" হইতে তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র :—

"প্রেম—ভালবাসা—জীবপ্রবাহের মূল উপাদান। এই ভালবাসাই জীবকে ভোগাভিলাষে অনুরক্ত করে, এই ভালবাসাই জীবকে সংসারত্যাগী বিষয়-বিরাগী অনুরাগী ভক্ত করে। প্রেম-তরঙ্গিণীর আঘাটায় পড়িলে মানব বিলাসাবর্ত্তে ডুবিয়া মারা যায়। আবার অনুরাগের বাঁধাঘাটে নামিয়া নাহিলে বৈরাগ্যের সুশীতল জলপ্রবাহে ত্রিতাপতপ্ত হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। বৈরাগ্য—ভালবাসার সুমধুর রস, এবং বিলাস—ভালবাসার 'সিটী'। সুচতুর ব্যক্তিগণ ভালবাসার—সৌন্দর্য্যানুরাগরূপ কল্পতরুর—শীতল ছায়ায় বসিয়া বৈরাগ্যের বাতাস ভোগ করেন। আর বিষয়বিমূঢ় মানবগণ সেই ভালবাসা-তরুতলে বিলাস-বিভ্রম-রূপ পিপীলিকার দংশনে জ্বালাতন হয়। শোভা-সৌন্দর্য্যের তো দোষ নাই—অনধিকারী জীবের হৃদয়ই সকল দোষের আকর। ঔষধ সমস্তই উপকারী বটে, কিন্তু অযথারীতিতে প্রযুক্ত হইলে তাহা অপকারী বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ প্রেম—ভালবাসা—আসক্তি—অনুরাগ পদার্থটী ভাল, কিন্তু অযথাস্থানে—অযোগ্যপাত্রে—অনধিকারে ব্যবহৃত হইলে কুফল প্রসব করে। তুমি গুরুকে ভালবাস, শাস্ত্র ভালবাস, বিদ্যা, জ্ঞান, সৎকর্ম্ম ভালবাস, মা অন্নপূর্ণাকে ভালবাস, শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে ভালবাস—ভালবাসা এখানে সুফল প্রদান করিবে। আর তুমি মদ খাইতে, বেশ্যালয়ে যাইতে, অন্যের ধন লইতে, সাধু-নিন্দা করিতে বা অপথে কুপথে চলিতে ভালবাস—ভালবাসা তোমাকে কুফল দান করিবে। অতএব ভালবাসা বা অনুরাগের দোষ নাই: দোষ লোকের ভালবাসা প্রয়োগের। রূপ ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, ভালবাস—প্রাণ ভরিয়া সাধ মিটাইয়া ভালবাস। সুরূপকে ভালবাস—কুরূপকে ভালবাসিও না। যেমন ঝিকিমিকি বেলায় সিন্দুরে মেঘের আভায় দাঁড়াইলে শ্যামবর্ণ মুখও একটু উজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ যে রূপ দেখিলে—যে রূপের দিকে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিলে—নয়ন-প্রাণ-মন শীতল হয়, আমি কু হইয়াও যে রূপ দেখিলে আমি সু হইয়া দাঁড়াই, তাহাই সুরূপ; আর যাহা দেখিলে, আমি সু থাকিলেও কু হইয়া দাঁড়াই, অথবা যাহা দেখিলে কু আমি আরও অধিক কু হইয়া

কোন না কোন সাধুসঙ্ঘে পুণ্যার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী নিষ্কাম, স্বর্গাদি কামনা তাঁহার নাই। পরিব্রাজক মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা ঠাকুর মহাশয় (পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণ) তাঁহার জন্মভূমি জেলা হুগলীর অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে সুরধনীর তীরে সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এবং মাতাঠাকুরাণী (ভবসুন্দরী দেবী) সজ্ঞানে ৺কাশীলাভ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের স্ব স্ব সুকৃতিই তাঁহাদিগকে সুরলোকে লইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের স্বর্গার্থ সঙ্কল্প করিবারও প্রয়োজন হয় নাই। বিশেষতঃ পরিব্রাজক মহাশয়ের ন্যায় গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীর তাহাতে অধিকারও নাই। এইজন্য পরিব্রাজক মহাশয় "সকল মনুষ্যের সদ্ধর্ম্মবুদ্ধি বৃদ্ধি হউক" এই সাধু সঙ্কল্পে মা'র শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। ত্রিজগন্মাতা সকলেরই অন্তঃকরণে জ্ঞান ও ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আবির্ভূতা ও অধিষ্ঠিতা হইলেন।

শকাব্দ ১৮১২ (সন ১২৯৭) শারদীয়া মহাষ্টমী মহাতিথিতে কাশী-যোগাশ্রমে মা অন্নপূর্ণার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শারদীয়া শুক্লা সপ্তমীতে বাদ্যোদ্যম ও সাজসজ্জার সহিত মায়ের অধিবাস হইল। ভক্তিমতী কুলললনারা গঙ্গোদক, "শ্রী"সজ্জিত শূর্প আদি সহিত মা'র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পুরোহিত বিধিপূর্ব্বক পূজা পাঠাদি করিলেন। ভক্তগণ বসিয়া মা'র প্রতিমাকে নানা স্বর্ণাভরণে সাজাইয়া দিলেন। সুসজ্জিত প্রতিমা বেদিকার উপরে রক্ষিত হইল। সকলে মায়ের ভুবনভরা রূপের ছটা দর্শন করিতেছেন, এমন সময় পরিব্রাজক মহাশয় কি জানি প্রেমের কি আবেশে বিহ্বল হইয়া, "মা! আসিলে কি?" এই বলিয়া মা'র চিবুকে হাত দিয়া ছোট মেয়েটির মত আদর করিলেন। বলিতে কি, উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, মায়ের আনন্দভরা মুখে একটু নূতন হাসির বিকাশ হইল। ভক্তের মন ভুলানো সেই হাসি এখনও আছে। দর্শক মাত্রেরই তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় স্বপ্রণীত গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যাসহ গীতা বিক্রয়ের আয় হইতেই যোগাশ্রম নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে যোগাশ্রমের ও মা যোগেশ্বরীর সেবার ব্যবস্থা তাঁহার নিয়োজিত একজিকিউটর ও ট্রষ্টী এবং শিষ্যবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে অবিরত দেশপর্য্যটন ও অতিরিক্ত পরিশ্রম নিবন্ধন পরিব্রাজক মহোদয় কঠিন পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রভাবে তাঁহার কটীদেশ হইতে শরীরের নিম্নার্দ্ধভাগ অবশ ও অতীব শক্তিহীন হইয়া যায়। বহু চিকিৎসাতেও তাঁহার শরীরের অধোদেশ আর পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিতে পারে নাই। এই জন্য জীবনের অবশিষ্টকাল (১৬ বৎসর যাবৎ) তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। পক্ষাঘাত-রোগে আক্রান্ত হইয়া যখন পরিব্রাজক মহোদয় প্রচার কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন, সেই সময়ে কাশীধামে অবস্থিতি করিয়া তিনি "গীতার্থসন্দীপনী" নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

আছে কি সে বেদব্যাস, আছে কি বাল্মীকি।
বেদাভ্যাসী মুনিগণ আর মা আছে কি।
আছে কি মা কালিদাস বিদ্যায় বিভোর।
আছে কি ভারত আর ভারতে মা তোর।
আছে কি মা চণ্ডীদাস শ্রীকবিকঙ্কণ।
আছে কি মা কাশী, কৃত্তি পূজিবে চরণ।
আছে কি মা গার্গী, খনা, লীলাবতী আর।
আছে কি তুলসীদাস সেবক তোমার ? ।
আমরা মা ভুলিয়াছি পূজা-উপচার।
ছাড়ি' দিয়া ব'সে আছি বেদ ব্যবহার।
কিরূপে আদর তোরে করিতে যে হয়।
ভুলিয়া গিয়াছে মা এ মলিন হৃদয়।
কদাচারে কলুষিত দেহ-প্রাণ-মন।
কেঁপে উঠে পরশিতে ও রাঙ্গা চরণ।
অহঙ্কারে উর্দ্ধগ্রীবা সদাই মা রয়।
তব পদে প্রণমিতে নত নাহি হয়।
সাধিয়া বিলাতী বাণী জিহ্বা জড়বাদী।
উচ্চারিতে বেদমন্ত্র না চাহে আস্বাদি।
পূজিতেন তোরে আর্য্যগণ প্রাণ ভরি'।
তাঁ'দের সন্তান বলি' কত গর্ব্ব করি।
দেখ্ মা পাষাণ মার হৃদয়ের খুলি'।
নাশিয়াছি কত পাপ তাপ কালী ঝুলি।
ঘুচাইয়া দে মা তোর ছেলেদের মলা।
অঞ্জনে রঞ্জিয়া দে মা নয়ন উজলা।
বেদবিধি স্তন্য দে মা করাইয়া পান।
সংসার-ক্ষুধার জ্বালা হ'ক অবসান।
স্পর্শ করি' পদানল হব সুশীতল।
তবে তো পূজিব গো মা ও পদ কমল।
আয় গো মা একবার করি দরশন।
নয়নের জল দিয়া ধোয়াই চরণ।
আমাদের সম্বল মা আর কিছু নাই।
"দেহি মে বিমলাভক্তিং"—এই ভিক্ষা চাই।

পরায়ণ মহাপুরুষদিগকে, জগতের কল্যাণকারী ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিবার ভার বিজয়চিহ্নধারী রাজন্যবর্গ, ধনাধিকারী বৈশ্যবর্গ, এবং সেবাচারী শূদ্রবর্গ, উৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই নিশ্চিন্তচিত্তে মহাপুরুষগণ জগতের হিতের জন্য অনেক গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। দীন দরিদ্রকে দান করিয়া, অতিথি অভ্যাগতের সেবা করিয়া, গুরু ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিয়া, শাস্ত্রীয় আদেশ প্রতিপালন করিয়া, রাজার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সমাজ ধীরে ধীরে ধর্ম্মরাজ্যের আলোকসামান্য আনন্দপুরীতে গমন করিয়াছিল। পুত্র পিতার আজ্ঞাকারী হইয়া, অনুজ অগ্রজের অনুগত হইয়া, নারী পতিগতপ্রাণা হইয়া, ভৃত্য প্রভুর পুত্রবৎ হইয়া, জীবের প্রতি দয়াকে পরম পুরুষার্থ জানিয়া, ভারতীয় সমাজ আনন্দনগরীতে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্য্যজাতি স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি-দূষিত স্বেচ্ছাচারকে স্বাধীনতা বলিয়া বুঝিতেন না। তাঁহারা সেই সুখকে সুখ বলিয়া বুঝিতেন, যে সুখ লাভ করিতে গেলে অন্যের অসুখ বা অনিষ্ট উৎপাদিত না হয়, এবং কোন কালে তাহার বিচ্ছেদ না ঘটে। তাঁহারা সেই বল, সেই বীর্য, সেই পরাক্রমকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন, যাহা দ্বারা মহাত্মগণ পরিরক্ষিত, দুরাত্মগণ ভীত ও সুশাসিত হইয়া থাকে, এবং অন্তঃকরণের দুর্দ্দম্য বৈরিবর্গ বশীভূত হইয়া আসে। তাঁহারা সেই ধনকেই ধন মনে করিতেন, যাহা সদুপায়ে উপার্জ্জিত ও সৎকার্য্য সাধনার্থ ব্যয়িত হইত, এবং যাহা পাইলে মনের তৃষ্ণার ক্ষয় হইত ও ভোগবাসনাজাল জন্মের মত বিদূরিত হইত। তাঁহারা সেই বিদ্যাকেই বিদ্যা মনে করিতেন, যাহার অভ্যাসে গর্ব্ব ও অভিমান বিচূর্ণিত, অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত, এবং পরমার্থতত্ত্ব বিকশিত হইত।

আর্য্যজাতির বিপুল-বিচার-বিজৃম্ভিত সিদ্ধান্তরাশি উৎপাটিত ও উৎখাত করিবার জন্য আজকাল অনেক সমাজ-সংস্কারকই ব্যস্ত। সমাজবন্ধনকে তাঁহারা শৃঙ্খলবন্ধনের ন্যায়, পিঞ্জরাবরোধের ন্যায় মনে করিয়া থাকেন। যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে ভারতীয় সমাজের জাতিভেদ-পদ্ধতি বা বর্ণাধিকার-বন্ধনকে বিমোচন করিতে চাহেন। আমি বলি, যাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, তাহার দষ্ট স্থানের উপরিভাগে সুদৃঢ় বন্ধন করাই শ্রেয়ঃ; যতক্ষণ বিষ বিনির্গত না হইয়া যায়, ততক্ষণ বন্ধন মোচন করা ভাল নহে। গোঁয়ার চিকিৎসক বন্ধন খুলিতে বলিলেও রোগীর আত্মীয়গণের পক্ষে তাহা খুলিতে না দেওয়াই উচিত। অসময়ে খুলিলে, বিষ থাকিতে খুলিলে, সেই বিষ সর্ব্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া যায়, এবং রোগীর প্রাণবায়ুকে বাহির করিয়া দেয়। অবিদ্যারূপিণী কালফণিনী জীবমাত্রকেই দংশন করিয়াছে। যাহারা অবোধ, তাহারা চিকিৎসা করুক বা নাই করুক, সুবোধ আর্য্যজাতি এই কালসর্পীর বিষ-বহ্নি-জর্জ্জরিত মানবাত্মাকে আরোগ্যযুক্ত—মায়ামুক্ত—করিবার জন্য এই বন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বিষ কাটিয়া গেলে, সর্ব্বৈকাত্মকতা বুদ্ধির উদয় হইলে, পারমহংস্য-বৃত্তি প্রবাহ সবেগে ছুটিতে থাকিলে এই বন্ধন কাহাকেও যত্ন করিয়া খুলিতে হইবে না, উহা

স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ যে ধর্ম্মজগতে অদ্বিতীয় বক্তা ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাকে চিনিবার কিংবা তাঁহার বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিবার সুসময় এই পতিত ভারতের ভাগ্যে এখনও উদয় হয় নাই।

কেবল বক্তৃতার দিক্ দিয়া দেখিলেও তিনি যে বীণাপাণির বরপুত্রদিগের মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কি জানি তাঁহার বাক্যের কি মোহিনী ক্ষমতা ছিল, শ্রোতার মনঃপ্রাণকে আকৃষ্ট করিয়া সে শক্তি যেন কোথায় অকুল তরঙ্গে ভাসাইয়া দিত। কুল নাই, কিনারা নাই, সীমা নাই, শেষ নাই, সে অনন্ত সাগরে অবিরত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিতে ইচ্ছা হইত। বাক্যের সিদ্ধি না থাকিলে, কোন বাঙ্ময় বিভূতি না থাকিলে, লোকে এত মাতে না, এত গলে না।

তাঁহার ভক্তিভাবময়ী বক্তৃতার সময়ে যেন মনে হইত সহস্র সহস্র ফুটন্ত মল্লিকা মালতী ফুলের অপূর্ব্ব সৌরভে আকাশমণ্ডল ছাইয়া যাইতেছে। চারিদিক্ ব্যাপিয়া যেন ফুলেরা ঢেউ অজস্রধারে বহিতেছে। সে পুষ্পস্তরের ভিতরে বসিয়া বক্তৃতার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন মোহনমুরলীধর বেশে প্রেমময় বাঁশরী বাজাইতেছেন। সে মধুর নিক্কণে লোক আকুল হইয়া, আত্মহারা হইয়া, ভাবসাগরে মাতিয়া যাইত।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা এলবার্ট হলে পরিব্রাজক মহোদয় যে বক্তৃতাটী করিয়াছিলেন, যাহা শুনিবার জন্য স্থান না পাওয়ায় অনেকে পথে দাঁড়াইয়া ও অশ্বশকটের উপর বসিয়া বক্তৃতা শুনিয়া কর্ণ পবিত্র করিয়াছিলেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র **'পরিব্রাজকের বক্তৃতা'** হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি কিরূপভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা সকলেই অনেক পরিমাণে স্বতঃই অনুমান করিতে পারিবেন :—

"সমাজগঠন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ন্যায় নির্ম্মল চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোন জাতিরই নাই। নদীর স্রোতের মুখে যদি অনুকূল বাতাস পায়, তবে নৌকা যেমন শীঘ্রগতি লক্ষ্যস্থানে গিয়া পৌঁছে, তেমন অন্য কোন কৌশলে নৌযাত্রা সুগম নহে। আর্য্যজাতির হৃদয় একে ভারতীয় স্বভাবজাত ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতি দ্বারা গঠিত, তাহাতে তপঃসিদ্ধ বুদ্ধি মহামনা মহামুনি মহর্ষিগণের সিদ্ধ বাণীর উপদেশে পরিচালিত। সহজেই সমাজের গতি মানবদেহ ধারণের গূঢ় লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবার সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থানুসারে দীক্ষিত, শিক্ষিত ও পরিচালিত হইয়া, ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে অস্খলিত পদে উন্নতির চূড়ান্ত সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। যে প্রণালীতে শিক্ষিত হইলে, যে প্রণালীতে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিলে মানবগণ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাপূর্ব্বক ইহপরলোকের কল্যাণমার্গ বিশেষরূপ বিচার পুরঃসর আর্য্যমহর্ষিগণ তাহা পরিপাটীরূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্বান্ ও ধর্ম্মাত্মা সাধু-সন্ন্যাসীদিগকে গভীর তত্ত্ব চিন্তা-

"ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বের মূলবীজ যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই অনাদিকালসিদ্ধ অপৌরুষেয় বাণীস্বরূপিণী শ্রুতি, মাতার ন্যায়, যে ভারতকে কল্যাণমার্গ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যে ভারতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শ্বেতকেতু আদি বালক, যে ভারতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদি কুলাঙ্গনা, যে ভারতে জনকাদি গৃহস্থ, যে ভারতে শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির রাজা, যে ভারতে বেদব্যাস, বাল্মীকি গ্রন্থরচয়িতা, যে ভারতে মনু, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য বক্তা, যে ভারতে শ্রীকৃষ্ণ, বশিষ্ঠাদি উপদেষ্টা, যে ভারতে সিদ্ধসঙ্কল্প শুকদেব তপস্বী, আজ সেই সিদ্ধি সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভারতের দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবগণ, পিতৃগণ যে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ, অবসন্ন ও অপ্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ মূর্চ্ছিত বা অঘোর নিদ্রায় অভিভূত সমস্ত তেজের আধার স্বরূপ ভারত হৃদয়ে পুনস্তেজঃসঞ্চার করিবার জন্য যিনি প্রযত্ন করিবেন, তিনিই ধন্য, তিনিই ভারতের প্রিয় সন্তান, তিনিই ভারতের হৃদয়-সর্ব্বস্ব।"

"পরিব্রাজকের সঙ্গীতে" তাঁহার সমগ্র সাধনজীবন—জ্ঞান ও ভক্তির শুভ সম্মিলন—তাঁহার নিজের ভাবে ও ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে :—

১। রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

জননী জগৎমোহিনী, জীবনিস্তারিণী,
ও মা তোমারি মহিমা, কে করিবে সীমা,
অনাদ্যা তুমি মা অনন্তরূপিণী॥
তোমারি মায়াতে ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,
বিশ্ব বায়ু বারি বহ্নি কি আকাশ,
যেখানে যা দেখি তোমারি প্রকাশ—জননী গো—
সত্তারূপে তুমি জ্ঞানদায়িনী॥
রবি নিশাকর নক্ষত্র নিকর,
আকাশে প্রকাশে হাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর—অরূপিণী—
অনন্ত অম্বর চিত্রকারিণী॥
দেখিতে তোমায় সাগরাম্বুরাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবানিশি,
বনে রাশি রাশি কুসুম হাসি হাসি—চেয়ে রয় গো—
দেখিবার তরে তোমায় তারিণী।
প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়,
আনন্দে মাতিয়া তব গুণ গায়,
তরুলতা পাতা সবারে নাচায়—দেখি তায় গো—
আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী।

আপনিই খুলিয়া যাইবে। বিষ বাহির হইয়া গেলে, বিষ-পাথর আপনি খসিয়া পড়িবে। স্বেচ্ছাচার প্রিয় ব্যক্তিগণ এই বর্ণবন্ধনকে একটা বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। অতি সূক্ষ্ম দর্শন-সম্ভূত এই বর্ণ-বিচারই আর্য্যজাতির প্রধান গৌরব চিহ্ন। এই বর্ণভেদ-বিচার-বিতাড়িত হইয়াই বৈশ্যগণ ভারতকে ধন-ধান্য পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ সাগরাম্বরা বসুন্ধরার ঐকাধিপত্য করিয়া "নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভ্যনুনাদিতঃ" করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই বর্ণবিচার-বিলাসে বিমোহিত—বিনোদিত—হইয়াই ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসনে থাকিয়া, অশেষ তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমার স্মরণ আছে, মুঙ্গেরে আমার অবস্থিতি কালে একদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছি, দেখিলাম রাজকীয় পুরস্কারে লুব্ধ হইয়া একজন ডোম লগুড় হস্তে অপালিত কুকুর মারিবার জন্য বেড়াইতেছে। সেখানকার কোন দয়ালু ব্যক্তি একটা অপালিত কুকুরকে ডোমের হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্য পালিত কুকুরের চিহ্নস্বরূপ তাহার গলে একটা ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছেন। অপালিত অবোধ কুকুর—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা বিমূঢ় কুকুর—দয়ালু মহাত্মা প্রদত্ত ফিতাটিকে একটা বিষম বন্ধন মনে করিয়া পথপার্শ্বে পড়িয়া চারি পায়ে তাহা ছিঁড়িবার যত্ন করিতেছে। ডোমটা পশ্চাদ্‌ভাগে লগুড় লুকাইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কুকুর ফিতাটীকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই তাহাকে অপালিত কুকুর শ্রেণীভুক্ত করিয়া এক দণ্ডাঘাতেই তাহাকে যমালয়ে পাঠাইবে ইহাই তাহার লক্ষ্য। আমি সেইখানে দাঁড়াইলাম, ডোম ও কুকুর উভয়েরই চেষ্টা দেখিলাম, সামান্য লোভে জীবহত্যানিরত ডোমকে মনে মনে ধিক্কার দিলাম এবং মনে মনে কুকুরকে বলিতে লাগিলাম, অবোধ জীব! তুমি যাহাকে আজ বন্ধন বলিয়া মনে করিতেছ, যে বন্ধন কাটিয়া দিলে—ছিঁড়িয়া ফেলিলে—তুমি বাঁচিবে মনে করিতেছ, যে বন্ধনকে তুমি বিড়ম্বনা বোধে ছিঁড়িবার যত্ন করিতেছ, তাহাই তোমার বাঁচিবার একমাত্র উপায়। দয়ালু জনদত্ত বন্ধন উন্মোচন করিও না, বন্ধনও ছিঁড়িবে, তোমার প্রাণটাও বাহির হইবে। দয়ালু মহাত্মা মানবের মর্ম্ম কুকুর বুঝিল না, তবু ছিঁড়িতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, তখন আমি আর কি করি, একটা করতালি দিলাম। কুকুর শব্দ শ্রবণে ভীত ও চকিত হইয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। ডোমের আশা পূর্ণ হইল না, সে বিরস বদনে চলিয়া গেল। সভ্য মহোদয়গণ! ভারতীয় আর্য্য ঋষিরা দয়া করিয়া সমাজের যে বন্ধন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেন অবোধ কুকুরের ন্যায় আমরা ছিঁড়িয়া না ফেলি। এই অধঃপতনের দিনে—স্রোতের মুখে নাবিক বিহীন নৌকার ন্যায়, নায়কশূন্য নাট্যশালার ন্যায়, ভারতের শোচনীয় দুর্দ্দশার দিনে—আমাদের এই বর্ত্তমান দুঃখ দুর্ব্বিপাকিকাবের অশুভ দিনে—এই সমাজবন্ধন কাটিয়া গেলে, ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না, জাতীয় গৌরবের উজ্জ্বল চিহ্ন অপগত হইবে, সামাজিক ও পারিবারিক উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের সমাজকে পর্য্যুদস্ত করিবে, সামাজিক বল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে। বিদেশের লোক আমাদের মূর্দ্ধাভিষিক্ত সমাজের সংস্কারকবর্গের বর্দ্ধমান বিকট চীৎকার শ্রবণ করিয়া মনে মনে হাসিতেছে। কে আছ ভারতবন্ধু! একবার দয়া করিয়া ভারতের প্রকৃতির, উন্নত ও সচেতন করিয়া দাও।

৩। রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
হৃদি-বৃন্দাবনে কমল আসনে প্রাণ মন সনে বিহর।
নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,
অথবা যে দিকে ফিরাব আঁখি।
ভিতরে বাহিরে যেন হে দেখি, তব রূপ মনোহর।
এই কর হরি দান দয়াময়
তুমি আমি যেন দু'টী নাহি রয়,
জলের তরঙ্গ জলে কর লয়, চিদ্‌ঘন শ্যামসুন্দর।
ঐ পদে পরিব্রাজকের গতি,
যেন ভাগীরথীর সাগর-সঙ্গতি।
জীব শিব দোঁহে অভেদ মূরতি, জীব নদী তুমি সাগর।

৪। (যমুনার তটে বসিয়া সঙ্গীত)—বাউলের সুর।

যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিণী।
ও যা'র বিমল তটে রূপের হাটে বিকাতো নীলকান্তমণি।
কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলোক হ'তেও মনোলোভা,
কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম :—
কোথা সে সুনীল তনুর ধেনু বেণু, মা যশোদা রোহিণী।
কোথা নন্দ উপানন্দ, মা যশোদার প্রাণ গোবিন্দ,
ধড়াচূড়া পরা, কোথা ননীচোরা,—
কোথা সে বসন চুরি, ব্রজনারীর পুজিতা মা কাত্যায়ণী।
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি।
কোথা ললিতা সখী, সুহাসিনী ;—
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে রাই বিনোদিনী
কোথা সে নূপুরধ্বনি, না বাজে কিঙ্কিণী,
মধুর হাসি মধুর বাঁশি, নাহি শুনি ;—
ও যা'র মোহন স্বরে উজান ভরে বইতে তুমি আপনি।
তোমারি তটে তটে, তোমারি ঘাটে ঘাটে,
তোমারি সন্নিকটে কই সে ধনী ;—
ও যা'র মানের লাগি মোহন চূড়া লুটাইল ধরণী।
দেখাইয়া দাও আমারে, যমুনে সেই বামারে,
অনাথের নাথ হৃদ্‌মাঝারে, পা দুখানি ;—
পরিব্রাজক বলে চরণতলে লুটাই শির দিন-যামিনী।

চিন্ময়ী তারা ব্যাপ্ত চরাচরে,
তবু না চিনিলাম চিন্ময়ী মা তোরে,
গুপ্তরূপে পরিব্রাজকের অন্তরে—দেখা দে মা—।
মদন-মর্দ্দন-মনোহারিণী।

২। রাগিণী লগ্নী—তাল জৎ।

(সুর—"নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও")

চঞ্চল মানস, বিনাশ আশাপাশ,
বিরস বিলাস বাসনা রে।
বিষয়-বিভবে, মত্ত কি হইলে,
ভুলিলে ভুলিলে আপনারে।
আসিয়া জগতে, আরোহি' মনোরথে,
ভ্রমিছ কি ভাবে ভাব না রে।
দেখিতে দেখিতে, কালপ্রবাহে,
জীবন যৌবন যাইল রে।
ক্রমে ধীরে ধীরে, গভীর কাল-নীরে,
ডুবিবে তা কি মন জান না রে।
কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ,
কস্য ত্বং বা ব্রহ্মবিচারে।
চিন্তয় কোঽহং, কথং জগদিদং,
কেন কৃতা বিশ্বরচনা রে।
ভূমাঽনুসন্ধান, কর মূঢ় মন,
মলিনা বাসনা রবে না রে।
হও ধ্যাননিরত, তুর্য্যাবস্থাগত,
কুরু চিৎস্বরূপং ধারণা রে।
শান্তি-সিন্ধু-জলে, হইবে শীতল,
রাজিবে প্রেমরাজসদনে রে।
ভেদবুদ্ধি যাবে, ব্রহ্মস্বরূপ হবে,
রবে না ভাবনা যাতনা রে।
গাও পরিব্রাজক, প্রেমময় নাম,
প্রেম-বাতাসে প্রাণ জুড়াবে রে।
প্রেম-সুধাপানে, হ'য়ে মাতোয়ারা,
রবে না তনু-মন-চেতনা রে।

বৈদেশিক বিলাসিতায় ও বিধর্ম্মে বীতরাগ করিয়া যিনি প্রথমতঃ দেশবাসিগণকে স্বদেশীয় ভাবে ও স্বধর্ম্মানুরাগে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব ও জীবনের মহত্ত্ব যথাযথ অনুধাবন করিবার অবকাশ তখন অনেকেরই হয় নাই ; কিন্তু এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ধর্ম্ম-প্রচারকের জীবন কত কষ্টকর। সুতরাং স্বামিজীর ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রচারক যে বিনা অপরাধে সাম্প্রদায়িক শত্রুগণকর্ত্তৃক বৃথা বিড়ম্বিত হইবেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। সেই সময়ে শ্রীমতী যোগমায়া নাম্নী কোন হিন্দু-মহিলা "পারিজাত" পত্রে যে কবিতাটী লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশমাত্র পাঠেও এক্ষণে অনেকেই সাধুহৃদয়ের তাৎকালিক মর্ম্মবেদনা অবগত হইতে পারিবেন :—

"এরূপ অভাবপূর্ণ দুর্দ্দিনে সকলে
মিলিত হইবে আর সতর্ক থাকিবে।
কোথা বা মিলন আর কোথা সতর্কতা!
ভুলিয়াছে বঙ্গবাসী আপন কল্যাণ।
যেই ধর্ম্মবীর হ'তে আর্য্য ধর্ম্মপ্রভা
উদিয়া ক'রেছে পুনঃ বিশ্ব আলোকিত,
ভুলেছ ভগিনীগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ কিবা
ভুলিয়াছ সেই বীরে অকৃতজ্ঞ হৃদে ?
গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত মুঙ্গের নগরে
রণভূমি করি' যেই বীর শিরোমণি
যুঝেছিল ভিন্নধর্ম্মী সনে অবিরত,
অশ্রান্ত অভ্রান্তভাবে, আক্রান্ত ধরায়
ভিন্নধর্ম্মি হস্ত হ'তে নিজে উদ্ধারিয়া
স্থানে স্থানে স্থাপিয়াছে ধর্ম্মসভা-রূপ
জয়স্তম্ভ সারি সারি, চিন কি উঁহারে ?

*　　*　　*

চিন কি উঁহারে ? প্রিয়ভ্রাতঃ বঙ্গবাসি,
কে শিখাল দুর্গা নাম লিখিবার রীতি
পত্রিকার আগে, ভাই, ভুলিলে তাঁহারে ?
আপনার পদে কেন কুঠার হানিছ!
যাঁহার পীযূষ বর্ষি বক্তৃতার স্রোতে
ভাসিল ভারতবর্ষ, হাসিল প্রতিমা,
প্রতিগৃহে পুনঃ শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি,
যাঁ'র জয়ধ্বনি বিশ্বব্যাপী সেই ছলে।

৫। কীর্ত্তন-ভাঙ্গা সুর।

নামামৃত পান কর সবে ভাই—(হরি)
এমন নাম কখনও শুনি নাই।
হরি নাম যে করে সার, ভবে ভাবনা কিবা তাঁর,
নামে যায় মহাপাপ রোগ শোক তাপ সংসার বিকার,—
নামে জগাই মাধাই তরে দু'ভাই, নাম শুনায় গৌরনিতাই। (হরি)
ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণ, নাশ করিবার বিধান,
হিরণ্যকশিপু দিল বিষ করিতে পান,—
নামে গরল অমৃত হল, প্রহ্লাদ বাঁচিল তাই।
যত যোগযাগের সাধন, বেদ তপ তন্ত্র আরাধন,
ও সব নাম-সাগরের অগাধ জলের বুদ্বুদ যেমন,—
হরি নাম-সাগরে মগ্ন যে জন, তা'র কি সাধন আরও চাই।
পরিব্রাজক বলে সার, নামে নাইকো জাত-বিচার,
নামে মূর্খ জ্ঞানী আচণ্ডালের সমান অধিকার;—
তুলে নামের নিশান, নাম কর গান, হরিবোল বল সবাই। (হরি)

জগতে যখন যে কোন মহানুভব পুরুষই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বার্থান্ধ ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকেরা তাঁহার কোন না কোন কুৎসা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সংসারে ধর্ম্ম প্রচারক ও সংস্কারকগণের বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক পদে পদেই বিদ্যমান। এইরূপ কুচক্রিগণ হিংসাবিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা অভিযোগ প্রচার পূর্ব্বক ষড়্যন্ত্রজালে তাঁহাকে নিতান্তই নির্য্যাতিত করিয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য্যই বা কি! মহামতি সক্রেটিসের এবং মহাপুরুষ যীশুখ্রীষ্টের প্রাণসংহার কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। ভারতেও মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের বধসাধনে দুর্ব্বৃত্তগণ প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল, এবং এখনও ভগবাবতার চৈতন্যদেবের নিন্দা করিতে লোকে বিরত নহে। করুণহৃদয় বুদ্ধদেব ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরও অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা কবীর ও ভক্ত হরিদাসকেও লোকে ক্লেশ দিতে ত্রুটী করে নাই।

ভারতের ধর্ম্মরাজ্যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ কুল জাত স্বামিজীর অতিশয় প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং অসাধারণ ধীশক্তি ও বাগ্মিতার প্রভাবে তাঁহাকে যশস্বী ও প্রতিভাযুক্ত হইতে অবলোকন করিয়া, তিনি সন্ন্যাসিজীবনে অন্যান্য ব্রাহ্মণাপেক্ষা উচ্চমর্য্যাদা পাইতেছিলেন বলিয়া বাংলা দেশের অনেক ক্ষুদ্রহৃদয় ঈর্ষ্যার জ্বালায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। যে কোন রূপে স্বামিজীর অপযশ ঘোষণায় ও অনিষ্টসাধনে ঐ সমুদয় উচ্চবর্ণের ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এমন কি, স্বামিজীর প্রাণনাশার্থ চেষ্টা করিতেও উহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

তদনন্তর কলিকাতায় আসিয়া সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে পরিব্রাজক মহোদয় 'খেলাত ঘোষের ইনষ্টিটিউশনে' "ধর্ম্ম ও উপাসনা" সম্বন্ধে শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন। কলিকাতা হইতে কাশী প্রত্যাবর্ত্তনের পরই আবার বহুমূত্রপীড়া অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং ১৩০৯ শালের ৩রা আশ্বিন তারিখে (ইং ১৯০২, ১৯এ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণ ৩টার সময় ৫৪ বৎসর বয়ঃকালে শ্রীমৎ পরমহংস শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যোগাশ্রমে মা যোগেশ্বরীর শ্রীপাদ-মূলে মহাসমাধি গ্রহণ করেন, এবং মহাতীর্থ মণিকর্ণিকায় সাধুর শিবস্বরূপ শবদেহ ভাগী-রথীর পবিত্র গর্ভে সমাহিত হয়।

শ্রীমৎ স্বামিজী শত্রুবর্গের ষড়্‌যন্ত্রে নির্য্যাতিত হইয়াও যে আবার স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার মহিমা চিরদিন ঘোষিত করিবে। তাঁহার মহজ্জীবনের সম্যক্ আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই।

"স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজীর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্বদেশীয়দিগের ধর্ম্মভাব উদ্দীপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের বালকবর্গের চরিত্র গঠন জন্য তাঁহারই চেষ্টা ও প্রেরণায় বঙ্গের প্রায় প্রতি প্রধান নগরে ও পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত সুনীতি-সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল। আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশ-হিতব্রতে অনুরাগ তাঁহারই জীবনব্যাপী ব্রতের সুফল বলিতে হইবে। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সহিতই যে স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রবল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, বঙ্গমাতার সুসন্তানগণের জীবনে তাহা এখন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।

"স্বদেশব্রতানুষ্ঠানের উদ্বোধনে স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ 'সহবাস আইন' পাশের বিরুদ্ধে বঙ্গের সমগ্র হিন্দু-সমাজকে উত্তেজিত করিয়া যেরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, আজ স্বদেশসেবক মহাত্ম-গণ নিজ নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহার জীবনব্যাপি মহদ্‌ব্রতের মাহাত্ম্য আরও বিকসিত করিতেছেন। ইহা দেশের একটি শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। ভারতমাতা তাঁহার সেবক সন্তানগণের শুভবুদ্ধি দিন দিন আরও বৃদ্ধি করুন।

"বর্ত্তমান সময়ে দেশের জন্য যেরূপ স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তানেরা অর্থসামর্থ্যের অভাব হইলেও স্বীয় জীবন দিয়া কিরূপে স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, তাহা পরিব্রাজক মহোদয় আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজ জীবনেই দেখাইয়া গিয়াছেন। স্বদেশ সেবার জন্য ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে যে কৌমার ব্রতই একমাত্র অবলম্বনীয়, তাহা তিনি স্বীয় জীবনে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। ভারত-মাতার উৎসাহী দরিদ্র সন্তানেরা এই মহদ্‌ব্রত অবলম্বন করিলে অনায়াসে যে বিবিধ বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মাতৃপূজায় অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কত কত উন্নতমনা যুবক অকারণে সংসারাবদ্ধ হইয়া যে স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অসমর্থ হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে মন বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠে। আশা করি পরিব্রাজক স্বামিজীর সদৃষ্টান্ত হিন্দু যুবকগণের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে।

এ সব ভুলিয়া কেন এত চপলতা!
বরঞ্চ হইবে মর্ম্মাহত প্রপীড়িত,
বাক্যস্ফুর্ত্তিশূন্য হ'য়ে রহিবে স্তম্ভিত,
কি হ'ল তোমার দশা দেখ না ভাবিয়া।
ধাম্মিক বলিয়া আর করিবে কি ভাণ?
আর কি করিবে বিশ্ব বিশ্বাস কখন
তোমার বক্তৃতা শুনি', কিংবা পত্রিকায়?
আর্য্যধর্ম্মতত্ত্ব শুনি' বুঝিলে না বুঝি
সেই মহাজনে যেই মহারত্ন দিল,
হারাইলে তাঁ'রে বুঝি নিজ কর্ম্মদোষে!

*　　*　　*

কি আশ্চর্য্য! এ কি দৃশ্য সম্মুখে ভীষণ!
দেখিয়া শিহরে তনু এ কি আর্য্যজাতি!!
আরোপিয়া মিথ্যা দোষ ষড়্যন্ত্র করি'
পাতিত করিছে সেই ধর্ম্মবীরবরে,
যথা বিচারার্থে শূলে আরোপিতে
যথা ম্লেচ্ছভূমে ম্লেচ্ছগণ ক'রেছিল
অটল বিশ্বাসী যীশুখ্রীষ্টে দুষ্টভাবে।
নির্ভয় অটলপ্রায় বিপত্তি ঝঞ্ঝায়
নিন্দুকের নিন্দাবাদ শিলাবৃষ্টিরাশি
নীরবে বহিছে সেই বীরচূড়ামণি।"

শ্রীমৎ স্বামিজী জীবনের অবশিষ্ট দুই বৎসর কালও পাঞ্জাবের রাওলপিণ্ডি হরিসভায় ও পেশোয়ারে, বঙ্গের হুগলী ও যশোহরে এবং বৈদ্যনাথধামে, জামতাড়ায় ও কুচবিহার রাজ্যের হরিসভাদিতে আহূত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। শেষ জীবনে তিনি পবিত্র গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সহস্র সহস্র সাধুমণ্ডলী মধ্যে নানা দিগ্দেশাগত গৃহস্থ স্ত্রী ও পুরুষদিগের ঐকান্তিক অনুরোধে ভগবৎ প্রেম বিহ্বলচিত্তে গঙ্গাসাগর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া প্রচারকার্য্যের পরিসমাপ্তি করিলেন। জীবনাবশেষের পূর্ব্ব বৎসরে তাঁহার পৃষ্ঠব্রণ হইয়াছিল। অস্ত্র চিকিৎসায় উহার উপশম হইবার পর শারীরিক দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খালিয়াবাসী অনুগত ভক্তগণের একান্ত আগ্রহে তথায় গমন করিয়া তিনি কয়েকদিন সেই স্থানে সনাতন ধর্ম্মের সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল প্রভৃতি বহুস্থান হইতে আহূত হইয়াও অসুস্থতাবশতঃ তিনি আর কোথাও যাইতে পারেন নাই।

ওঁ যোগেশ্বরি ত্বাং শিরসা নমামি।

আভাস

গীতা—শ্রুতিপ্রতিপাদিত যোগশাস্ত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সদুপায় প্রদর্শন করিয়াছেন। এই জন্য প্রত্যেক অধ্যায়ের অন্তেই ভগবানের অমৃতবর্ষিণী বাণী গীতা "যোগশাস্ত্র" রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে যোগে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়, তাহাই গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং গীতাবর্ণিত যোগ-প্রণালী যে কিরূপ তদ্বিষয়ে কাহারও কোনও রূপ সন্দেহ হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া সর্ব্বোপনিষদের সারার্থরূপ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত গীতামধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং তাঁহার উপদিষ্ট যোগ-কৌশলেই গীতাভ্যাসী বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যা লাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

'যোগ" এই শব্দটী শ্রবণমাত্র সাধারণতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধের কথাই অনেকের মনে উদিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধই "যোগ" নহে। মহর্ষি পতঞ্জলি স্বীয় যোগদর্শন গ্রন্থে চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই (শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধকে নহে) যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এবং অভ্যাস-বৈরাগ্যকেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের প্রধান উপায় রূপে উল্লেখ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধরূপ বাহ্য প্রাণায়ামকে ক্রিয়া-যোগের অঙ্গমাত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; আর যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে চিত্ত নিরোধের চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাস-নিরোধ গৌণভাবে (মুখ্যভাবে নহে) গৃহীত হইয়াছে (গীতার্থসন্দীপনী—৬ অঃ। ৩৫ শ্লোক), এবং প্রধান প্রধান উপনিষদেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় নির্দ্দেশকালে শ্বাস-প্রশ্বাস-নিরোধপূর্ব্বক চিত্ত-নিরোধের অত্যাবশ্যকতা উপদিষ্ট হয় নাই, তথাপি কেহ কেহ শ্রুতিসারসংগ্রহ গীতার প্রত্যেক শব্দে ও শ্লোকে কেবল প্রাণায়াম-যোগের অথবা চিত্ত নিরোধ মাত্রের অর্থ অনুসন্ধানে বৃথা শ্রম করিয়া চিন্তাকুল হইয়া থাকেন।

আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজাদি ভাষ্যকার এবং শ্রীধরস্বামি-প্রভৃতি টীকাকারগণ শ্রুতির অনুসরণ পূর্ব্বক গীতার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাখ্যায় উপেক্ষা করিয়া গীতায় কেবল অষ্টাঙ্গ-যোগের উপদেশমাত্র কল্পনা করিলে গীতাপাঠে বিফলমনোরথই হইতে হইবে। সুতরাং কেহ যেন যোগের নামে বৃথা ভ্রমে পতিত না হয়েন। অষ্টাঙ্গ-যোগ গীতোক্ত কর্ম্মযোগের অবান্তর অঙ্গমাত্র। ভগবান্ যে সনাতন যোগমার্গের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাকে পতঞ্জলি প্রণীত বা গোরক্ষনাথ কথিত ক্রিয়া-যোগের বাহ্যতঃ একটি ক্ষুদ্র অঙ্গবিশেষ মনে করা বিষম ভ্রম।

চিত্তবৃত্তি-নিরোধ যোগের মুখ্যার্থ হইলেও গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানই যোগের লক্ষ্যার্থ-রূপে

"স্বধর্ম্মের ভিত্তির উপর জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য পরিব্রাজক মহোদয় যে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গদেশে তাহার ফল এখন সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার কাশীস্থ যোগাশ্রমে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বীতরাগ ব্যক্তিগণ ভগবৎসাধন তৎপর থাকিয়া জীবনের কল্যাণ পথের প্রতি সংসারসন্তপ্ত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। যোগাশ্রম শাস্ত্রালোচনা ও ভগবৎসেবা ব্রতের উদাহরণরূপে শ্রীমৎ স্বামিজীর পবিত্র নাম দর্শকমাত্রেরই হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছে। 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'।"

('ঢাকাপ্রকাশ' হইতে উদ্ধৃত)

তাঁহার মহাজীবনের আভাস সম্প্রতি স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, শাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজসেবক মহাত্মগণের চরিত্রগাথায় কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীযুত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি. এ. প্রণীত তর্পণ নামক পুস্তকের সেই কবিতাটী (সনেট্) নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন

(শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী)

"সুদূর অতীত হ'তে এখনো শ্রবণে
ধ্বনিছে সে অগ্নিবাণী, প্রোজ্জ্বল উচ্ছ্বাস—
মেঘের গর্জ্জনে মিশি, ঝটিকার শ্বাস—
ভাষার রাগিণী—যুক্তি-আবেগ-মিশ্রণে
তড়িৎ-প্রবাহ যাহা ছুটাইত মনে।
ধর্ম্মের সুষুপ্তি-ভঙ্গে অদম্য প্রয়াস,
হিন্দুধর্ম্ম-অভ্যুত্থানে প্রশান্ত আশ্বাস
এখনো মিশিয়া আছে বঙ্গের পবনে।
তোমার সে মোহকরী বাণী উন্মাদনা,
পাশ্চাত্য-আদর্শ-পূজা, ক'রেছিল রোধ,
স্বধর্ম্মে, স্বজাতি-প্রেমে, তব উদ্দীপনা,
জাগ্রত ক'রেছে আর্য্য-মহত্ত্বের বোধ।
বাগ্মিতায়, বঙ্গে তব ছিল না তুলনা,
নারিবে করিতে বাণী, তব ঋণ শোধ॥"

সহজ সাধ্য ও সকলের অধিকারায়ত্ত হইলেও তাহাই বিদ্যাশিক্ষার পরিসমাপ্তি নহে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা অত্যল্প লোকেরই সাধ্যায়ত্ত হইলেও উহাই প্রত্যেকের লক্ষ্যস্থানীয় হওয়া উচিত। এই রূপে কর্ম্মবহুল প্রবৃত্তিমার্গ সহজ ও সার্ব্বজনিক ইহা সত্য বটে; কিন্তু নিষ্কাম-কর্ম্মসাধনের পর চিত্তশুদ্ধি হইলে দৈহিক বহিরঙ্গ কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরঙ্গ সাধনাভ্যাসের নিমিত্ত সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃসাধনের সম্যক্ উপায়।

নিষ্কাম-কর্ম্মসাধন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে কাহারও ভক্তি ও জ্ঞান লাভের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইতে পারে না, অথবা ভক্তি ও জ্ঞানের প্রকৃত রহস্য ভেদ করিবারও সামর্থ্য জন্মে না। সুতরাং কর্ম্মযোগের সম্পূর্ণতা লাভে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে, অর্থাৎ চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান (একনিষ্ঠ) না হইলে ভগবানে ভক্তি অথবা অভিন্নভাবে তাঁহার নিত্য চৈতন্যস্বরূপে স্থিতিলাভ হয় না। এইজন্য নিষ্কামভাবে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও চিত্তের শুদ্ধি ব্যতীত শান্তির আশা নাই। চিরজীবন কর্ম্ম করিয়া যাও, তথাপি নিবৃত্তির উদয় হইবে না, এবং যাহাদের উপকারার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহাদের দুঃখ একেবারে দূর করিতে পারিবে না। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মই দুঃখ দূর করিবার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইবে। দুঃখ অনন্ত ধারায় প্রবাহিত, এবং অনন্তকাল ধরিয়া কর্ম্ম করিলেও তাহাদের দুঃখ নিঃশেষিত হইবার নহে। তবে যিনি যে পরিমাণে নিষ্কাম শুভকর্ম্ম করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে নিজ চিত্তের স্থিরতা—সাত্ত্বিকতা—লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও বিবেকবিচার সহ জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। এইজন্য সন্ন্যাসাশ্রমই নিবৃত্তি সাধনের অনুকূল।

যাঁহারা কর্ম্মানুষ্ঠানরত থাকিয়া একমাত্র কর্ম্মেরই কর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃত বিচারবান্ নহেন, এবং নিম্ন সোপানে অবস্থিত হইয়া উচ্চাঙ্গ সাধনের সমালোচনা করাও তাঁহাদের অনধিকার-চর্চ্চা মাত্র। তাঁহারা আজীবন লোক-সেবাদি বহিরঙ্গ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও এ পর্য্যন্ত যখন নিজেরাও পরম তৃপ্তি লাভ বা অপরের স্থায়ী কোনও উপকার করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহাদের মনঃকল্পিত কর্ম্মমাত্রের অনুষ্ঠানে নিত্য শান্তি পাইবার আশা কোথায়? গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানকেই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিলে, অথবা কেবলমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ভক্তি ও জ্ঞান লাভ হইবে বলিয়া নিশ্চয় করিলে, এবং একমাত্র কর্ম্মই সম্পূর্ণ গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে ভ্রমেই পতিত হইতে হইবে।

গীতায় ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্লোকে কর্ম্ম ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বশতঃ জ্ঞাননিষ্ঠা পরিপক্ক হইলে আর কর্ম্ম করিতে হয় না" (গীতার্থসন্দীপনী—৬।৩)। তখনই কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্তি হেতু সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণেরও অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা লোকের কল্যাণার্থ যে সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা অজ্ঞান জনের ন্যায় কর্ত্তব্যবোধে করেন না, এবং শাস্ত্রের বিধি-নিষেধসূচক আদেশ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের

উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ পূর্ণ বলিয়াই ইহা যোগশাস্ত্র। যোগদর্শনাদিতে চিত্ত নিরোধের কয়েকটীমাত্র উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু গীতায় ভগবান্ চিত্তের সকল বৃত্তিকেই নিষ্কাম-উপাসনা ও জ্ঞানের অনুগত করিয়া মনুষ্যমাত্রকেই ভক্তিভাবে তন্ময় হইবার জন্য অপূর্ব্ব যোগ কৌশলের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গীতোক্ত যোগের লক্ষ্য ভগবানের শরণাগতি রূপ পরম পুরুষার্থ সহ ভগবৎ প্রেমে তন্ময়তালাভ। এই ব্রাহ্মী স্থিতি বা পরমা শান্তি শোক মোহ নাশের আমোঘ মহৌষধ। কেবল চিত্ত নিরোধ বা প্রাণায়ামাদি রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধনগুলি গীতাশাস্ত্রের লক্ষ্য নহে। ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয়ই হয় না, এবং বিবেক-বৈরাগ্যহীন চিত্ত কোনও উপায়ে নিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের আশা নাই। সুতরাং লক্ষ্য স্থানে যাইতে না পারিলে যোগের আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলিদ্বারা কাহারও পরমা সিদ্ধি— ভগবানে তন্ময়তা লাভ হইতে পারিবে না। এইজন্য গীতায় ভগবদুপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের উপযোগী যোগের প্রতিই গীতাধ্যায়ীর লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক।

শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় গীতার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধান পূর্ব্বক ভগবচ্ছরণাগতিই সর্ব্বোচ্চ সাধন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিবিধ নিষ্কাম কর্ম্ম ও যোগাঙ্গাদির অভ্যাস চিত্তশুদ্ধিরই কারণ। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিই সংসারের সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারেন, এবং তাঁহারই নির্ম্মল হৃদয়ে ভগবানের নিত্য জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

মনুষ্য জীবনে ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য গীতোক্ত উপদেশে নিবৃত্তি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য থাকিলেও বাসনাকুল মনুষ্যগণ যতদিন প্রবৃত্তিপরায়ণ থাকিবেন, ততদিন তাঁহাদের নিষ্কাম ভাবে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এইজন্য শাস্ত্রবিহিত উপায়ে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যই ভগবান্ ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন।

জগতে কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যই অধিক, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভই মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"—৭।৩।— সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়ত আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয়। এবং "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"—৭।১৯।—মনুষ্য বহু জন্ম অতিক্রমপূর্ব্বক জ্ঞানবান্ হইয়া আমাকে (অভিন্নভাবে) প্রাপ্ত হয় ইত্যাদি ভগবদুক্তি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনার আয়াসসাধ্যতা ও আত্মজ্ঞানের দুর্লভতা সূচিত হইলেও ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞানই মনুষ্য জীবনে পরমশান্তি দানে সমর্থ। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানে অধিকারমাত্র লাভ হইয়া থাক, কিন্তু কর্ম্ম শান্তিদানে সমর্থ নহে। কর্ম্ম শান্তিপথের প্রথম সোপান— বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। উহার পরেও ভক্তি ও জ্ঞানলাভের জন্য অন্তরঙ্গ সাধনের আবশ্যকতা আছে।

কর্ম্মদ্বারা ইহলোকের ও পরলোকের অস্থায়ী কল্যাণই সাধিত হয়, উহা ভগবৎ প্রেমের অভিন্নজ্ঞানে সর্ব্বদুঃখ নিবারণ বা নিত্যসুখ দান করিতে পারে না। প্রবেশিকা পরীক্ষা

লাভের জন্য যে সমস্ত সাধনাভ্যাসের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা একমাত্র সন্ন্যাসীর জীবনেই সম্ভব। ভগবান্ অর্জ্জুনের অধিকারানুরূপ তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি লাভের উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে বিবেক-বিচারের উদয় হয় এবং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানেরও আবশ্যকতা থাকে না। সন্ন্যাস-জীবনেরই অনন্যশরণাগতি অভ্যাস হইয়া থাকে, এবং সন্ন্যাস-জীবনেই আত্মজ্ঞানের সবিশেষ বিকাশ হয়। শাস্ত্রীয় রীতিতে কর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করিলেই সন্ন্যাসের অধিকার লাভ হইতে পারে। নিষ্কাম-কর্ম্ম ধর্ম্ম-সাধনের প্রথম সোপান, এবং শরণাগতিসহ ন্যাসই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অব্যর্থ উপায়। নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধন গৌণ ত্যাগ, এবং চিত্তশুদ্ধির পর ধ্যান ও বিচারণাদির জন্য তুর্য্যাশ্রমোচিত সাধনই মুখ্য সন্ন্যাস।

অনেকেই কর্ম্মের অধিকারী বলিয়া গীতার স্থানে স্থানে সকাম শুভকর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, এবং প্রধানতঃ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম-কর্ম্মই প্রথম ছয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমেও ভগবদুপাসনার অভ্যাস হইতে পারে; কিন্তু ভক্তি-বিকাশের সঙ্গে বৈরাগ্যের উদয় হইলেই চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা হয়। সন্ন্যাসীর জীবনই পরাভক্তি ও ব্রহ্মজ্ঞান-বিকাশের বিশেষ অনুকূল। অতএব সন্ন্যাসাধিকারীর অল্পতা হইলেও উহার একান্ত আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। শ্রুতিসারসংগ্রহ গীতায় শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানই যে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই শ্রুতিই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপদেশকালে কহিতেছেন—"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" (বৃহদারণ্যক—৪।৪।২৩)—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণের সংযম-পূর্ব্বক উপরত (কর্ম্মত্যাগ—অর্থাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া) ও সমাহিত হইয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে (নিরুদ্ধ চিত্তে) আত্মসাক্ষাৎকার করিবে। সুতরাং গীতার উপদেশানুসারেও কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির পর চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতি-সিদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমের উচ্চ মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক কলির দুর্ব্বলাধিকারীদিগের চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম-কর্ম্মমার্গের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পরে ভগবদ্ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির স্বতঃই নিবৃত্তিপথে—সন্ন্যাসে মতি হইবে, ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গীতায় সন্ন্যাসাশ্রম উপেক্ষিত হয় নাই, বরং সন্ন্যাসের সুগম পথ কর্ম্মযোগ অভ্যাসের দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞানযোগে অধিকার লাভের নিমিত্ত সন্ন্যাসই সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ভক্ত উদ্ধবকেও বলিয়াছেন—

> "গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
> বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ॥" ভাগবত—১১।১৭।১২।

আমার কটিদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, আমার হৃদয় হইতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ও আমার বক্ষঃস্থল হইতে বানপ্রস্থাশ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, এবং আমার মস্তকে সন্ন্যাসাশ্রম অবস্থিত। ইহাতে কি অন্যান্যাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা এবং জ্ঞানলাভের জন্য সন্ন্যাসের অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে না? সন্ন্যাসাশ্রমেই যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা ও জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—"ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন"—৩।২২।—ত্রিলোকের মধ্যে আমার কোনই কর্ত্তব্য নাই। তিনি জীবের কিরূপে পরম কল্যাণ হইবে, তাহা নিশ্চয়রূপে জানেন বলিয়া দেশকালানুসারে নিজ আদর্শে ও উপদেশে জীবের প্রকৃত হিত সাধন করিতে পারেন ; কিন্তু অজ্ঞান মনুষ্য ভগবানের ন্যায় কর্ম্ম সাধনে সমর্থ নহে, তাহাকে কর্ত্তব্য-বোধেই কর্ম্ম করিতে হয়। জনকাদি জ্ঞান লাভের পর লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেবল কর্ম্মের দ্বারাই ভক্তি বা জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করেন নাই। সাধারণ মনুষ্যের কর্ম্ম পুণ্য-পাপ-মিশ্রিত (শুক্ল, বা কৃষ্ণ শুক্লকৃষ্ণ)। অজ্ঞানতা বশতঃ লোকে পুণ্য-পাপের অতীত নিবৃত্তিকারক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অসমর্থ। কেননা, তাহারা রাগদ্বেষাদি-শূন্য নহে। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই পুণ্য পাপের—বিধি নিষেধের অতীত (অশুক্ল-অকৃষ্ণ) কর্ম্মের দ্বারা জীবের পরম কল্যাণ সাধন করিতে পারেন (যোগসূত্র—৪র্থ পাঃ, ৬।৭)। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মের এই প্রভেদ পাশ্চাত্য শিক্ষা শাণিত বুদ্ধিতে অনুভব হইতেই পারে না।

অজ্ঞানগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করিতে পারে না (গীতার্থসন্দীপনী—৩।১৭)। অজ্ঞান মনুষ্যকে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। চিত্ত শুদ্ধ হইলেই ভক্তি ও বৈরাগ্যের বিকাশ হয়, এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে (গীতার্থসন্দীপনী—৯।১৩,১৪)। শ্রীমৎ পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামি মহোদয় গীতার অবতরণিকা মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানলাভের ক্রম যথাযথ বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং বিষয়াসক্তি নিবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের আবশ্যকতা আছে তাহাও অবতরণিকা মধ্যে এবং গীতার ব্যাখ্যাকালে বিভিন্নস্থানে (৩।৮,৫।১,১৮।১২,৪৯) প্রদর্শন করিয়াছেন।

যাঁহারা কেবল প্রবৃত্তিমার্গের প্রশংসায় আত্মহারা হইয়া নিবৃত্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, যাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র সাধন স্থির করিয়া ভক্তি ও জ্ঞান লাভের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা আর্য্য-শাস্ত্রের একাংশ মাত্রেরই ব্যাখ্যা করেন বলিতে হইবে। তাঁহাদের ঈদৃশ উপদেশ পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলমাত্র। উপনিষদুক্ত—গীতোক্ত—ব্রহ্মজ্ঞান কেবল কর্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। ভক্তি-সাধনের প্রধান অঙ্গ ভগবচ্ছরণাগতি অভ্যস্ত হইলে স্বতঃই বিষয়-বৈরাগ্য ও সন্ন্যাসগ্রহণে আগ্রহ হইবে। চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাসে প্রকৃত অধিকার অল্প লোকেরই হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য সন্ন্যাসের আবশ্যকতা অস্বীকারপূর্ব্বক কেহ গীতা ব্যাখ্যা করিলে তিনি শ্রুতিসিদ্ধান্তের অমর্য্যাদা এবং গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের বিকৃতার্থ প্রচার করিতেছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ভগবান্ ১৩শ অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে 'বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি", ১৮শ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে"বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ"—ইত্যাদি বচনে জ্ঞান ও ভক্তি

পূর্ব্বক তদর্থ কর্ম্মে উৎসাহ দান করিলেন। সংক্ষেপে আত্মার অকর্ত্তৃত্ব এবং স্বধর্ম্ম-পালনে নির্দ্দোষতাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সকাম ও নিকাম ব্যক্তির কর্ম্মপ্রবৃত্তির পার্থক্য দ্বারা সকাম ব্যক্তির বুদ্ধি অস্থির, এবং নিকাম ব্যক্তির বুদ্ধি নিশ্চল, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। নিকাম কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তের চাঞ্চল্য নষ্ট হইলে স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরই কর্ম্মসাধন সার্থক, কেননা তিনি অন্তরে পরমাত্মস্বরূপ লাভ করিয়া বিষয়বাসনা-বিহীন হইয়া থাকেন। সকাম কর্ম্মী অ-যোগী; কিন্তু নিকাম পুরুষ যোগের কৌশলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের শান্তি লাভ করেন। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বিচারপূর্ব্বক সাংখ্যযোগ উপদিষ্ট হইল।

৩য় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ—শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি সদসদ্ বিচার দ্বারা নিকাম ভাবে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক যোগের চরম লক্ষ্য লাভ করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদের প্রবৃত্তিবেগ প্রশমিত হয় নাই, তাঁহারা যথাযথ বিচার করিতে অসমর্থ। কেননা, অধিকারানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান-পূর্ব্বক অন্তঃকরণকে সত্ত্বগুণ-প্রধান করিতে না পারিলে প্রকৃত বিচার করিতেও কেহ সমর্থ হয়েন না। এইজন্য বিষয়াসক্ত মনে কর্ম্মত্যাগ করিলেও যোগের ফল লাভ হয় না। আসক্তিহীন কর্ম্মীই প্রকৃত যোগী। ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ নিজ প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে প্রবৃত্তির বেগ স্বতঃই সংযত হইয়া আইসে। কর্ম্মফলের কামনা থাকিলেই কর্ত্তৃত্ববোধ হেতু কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয়। কিন্তু কামনা ত্যাগ করিলে কর্ম্ম দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ, এবং যোগের ফল তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণই কর্ম্মের কারণ, ইহা নিশ্চয়পূর্ব্বক যিনি নিজকে অকর্ত্তা জানিয়া ঈশ্বরার্থ স্বধর্ম্মপালনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই ভগবচ্ছরণাগতের কর্ম্ম "যোগ" বলিয়া অভিহিত হয়। কামনাই পাপ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া অন্তরস্থ আত্মস্বরূপ ভগবানে মনো-নিবেশ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে কামনা নাশ হইয়া যায়। নিকাম ভাবে শুভকর্ম্ম করিতে থাকিলে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ফললাভ ত হইবেই, অধিকন্তু অনুষ্ঠাতা উহাতে যোগের ফল ও ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ করিবেন।

৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ—বিচারপূর্ব্বক নিকাম-কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যে সনাতন যোগক্রম প্রচলিত রহিয়াছে, সদুপদেষ্টার অভাবে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য লোকে বিস্মৃত হইয়া যায়, এইজন্য ভগবান আবার তাহা সর্ব্বমনুষ্যের হিতার্থ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন। প্রকৃতির গুণ-কর্ম্ম ভেদে সকল জীবেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মনুষ্যও প্রকৃতির গুণানুসারে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যোগের কৌশল সহ, অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধির উদ্দেশে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুকূলে কর্ম্ম করিতে পারিলেই সুফল লাভ হয়; কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানকালে কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে কিরূপে বিহিত কর্ম্মই বিকর্ম্মে (নিষিদ্ধ কর্ম্মে) পরিণত হয়, এবং স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম আত্মার অকর্ত্তৃত্ব জ্ঞানসহ অনুষ্ঠিত হইলে কিরূপে অকর্ম্মের (কর্ম্ম-সন্ন্যাসের) ফলদানে সমর্থ হয়, তাহা সহজে ধারণা হইতে পারে না। এইজন্য কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা বিচার-পূর্ব্বক

পাশ্চাত্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাহা কর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা কেবল ইহলোকের হিতকর, তাহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও নিবৃত্তির অনুকূল সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি করিতে পারে না। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান না করিলে ভক্তি ও জ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে না, 'যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য" (১৬।২৩)—ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ংই নব্যশিক্ষিতগণের এই বিষম ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধির ত্রিবিধ ভেদবিষয়ক (১৮ অঃ। ৩০—৩২) বিচারের আলোচনা করিলে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইতে পারে।

"গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে গৌণীভক্তি (কর্ম্মযোগ), দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তির উদয় বা উপাসনা (ভক্তিযোগ), এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে পরাভক্তি (জ্ঞানযোগ) বিবৃত হইয়াছে।"

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। ১৮।৬৬

সর্ব্বতোভাবে এই ভগচ্ছরণাগতিই গীতার প্রত্যেক শ্লোকে ও প্রত্যেক শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে ঐশী "শক্তি" সঞ্চার করিতেছে।

১ম অধ্যায়—বিষাদযোগ—অবিবেক বশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সে প্রবৃত্তি বিষাদেই পরিণত হয়। মনুষ্য প্রবৃত্তি পরিচালিত হইয়া কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য দুর্য্যোধনের সমরপ্রবৃত্তি ও বিষময় ফল উৎপন্ন করিয়াছিল। রাজ্যলাভার্থ যুদ্ধোদ্যম প্রথমে অর্জ্জুনকেও বিষাদযুক্ত করিল। আত্মীয়স্বজন বধের জন্য কুলক্ষয়াদির চিন্তায় অর্জ্জুনের চিত্ত বিকল হইয়াছিল। অবিবেকই এইরূপ বিষাদের একমাত্র কারণ, কিন্তু শেষে ভগবচ্ছরণাগত অর্জ্জুনের বিষাদ শোক মোহ নাশের হেতু হইল বলিয়া ভগবৎকৃপায় অর্জ্জুনের রাজ্যলাভ কামনার পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়োচিত কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হইল, তজ্জন্য অর্জ্জুনের বিষাদ চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত নিষ্কামকর্ম্মের সুদৃঢ়ভিত্তিস্থানীয় হইয়া গৌণীভক্তি রূপ কর্ম্মযোগের সূচনা করিয়াছে। বিষাদবশতঃ অর্জ্জুন প্রথমে চিত্তবিক্ষেপকর সকাম কর্ম্ম করিতে বিরত হইয়াছিলেন। সুতরাং চিত্তনিবৃত্তিরূপ যোগলক্ষণও উহার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু ভগবানের কৃপায় উহা কেবল সামান্য মাত্র চিত্ত নিরোধের কারণ না হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তের পরম শান্তি—ভগবচ্ছরণাগতি—লাভের উপায় স্বরূপ হইল, এইজন্য গীতায় অর্জ্জুনের বিষাদও যোগ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

২য় অধ্যায়—সাংখ্যযোগ—কর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বেই তাহার লক্ষ্য নির্ণয় করা আবশ্যক। বিবেক বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে তাহাতে কেবল ক্লেশই হইয়া থাকে। এই জন্য গীতার সূত্রস্বরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য নির্ণীত হইয়াছে। 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (২।১১)—এই শ্লোকার্দ্ধ গীতাশাস্ত্রের বীজরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে আত্মজ্ঞানলাভে শোক মোহ বিদূরিত হয়। এই জন্য আত্মা যে নিত্য, নির্লিপ্ত ও অবধ্য তাহা ভগবান্ প্রথমে প্রতিপাদন-

অভ্যাস ও বৈরাগ্যই মনের নিশ্চলতা-সাধনে সাহায্য করিয়া থাকে। এই অধ্যায়ে যোগ-দর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রধান প্রধান উপায়গুলির উল্লেখ থাকিলেও ধ্যানযোগে কেবলমাত্র চিত্তনিরোধই লক্ষ্য নহে, মনকে আত্মসংস্থ করিতে বলাই ভগবানের উদ্দেশ্য। যোগদর্শনে চিত্তনিরোধেরই প্রাধান্য আছে। কিন্তু ভগবদুপদিষ্ট ধ্যানযোগে মনের আত্ম-চৈতন্যে অবিচ্ছিন্ন স্থিতি—অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপতার পরম সুখই একমাত্র লক্ষ্য। চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগে অকৃতকার্য্য হইলে জন্মান্তরের আশঙ্কা আছে, কিন্তু আত্মস্থ ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া ধ্যানযোগের অভ্যাস করিলে সাধকের ব্রহ্মলোকে গতি ও ক্রমমুক্তি লাভ হইয়া থাকে ; কেননা, চিত্তনিরোধ মাত্র তাঁহার লক্ষ্য নহে, ভগবানে স্থিতিলাভই তাঁহার ধ্যানের লক্ষ্য। এইজন্য আত্মধ্যানও যোগরূপে বর্ণিত হইল।

—প্রথম ষট্‌ক—

ঈশ্বরার্থ কর্ম্মই যোগের—ভগবৎসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধির—প্রথম সোপান, এইজন্য প্রথম ষট্‌কে কর্ম্মযোগের বিবিধ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। (১) বিষাদেই ঈশ্বরার্থ কর্ম্মপ্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হয়, (২) সাংখ্যজ্ঞানে (বিবেকবিচারে অর্থাৎ আত্মানাত্মবিচারে) কর্ত্তব্যের নিশ্চয় হয়, (৩) শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করে, (৪) উহাই আবার বিচার-পূর্ব্বক করিতে পারিলে কর্ম্মে নিষ্কামতা ও ঈশ্বরে কর্ম্মফল-সমর্পণ করিবার শক্তি জন্মে, (৫) ক্রমে কর্ম্মসন্ন্যাস (কর্ম্মফলত্যাগ) দ্বারা চিত্ত শান্ত হইলে, (৬) আত্মসংস্থ হইবার জন্য ধ্যানযোগের অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

গীতার প্রথম ষট্‌কে উপদিষ্ট যোগের (ঈশ্বরার্থ নিষ্কাম-কর্ম্মের) অভ্যাস করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। এইরূপে 'ত্বং' পদার্থের বিবেক—অর্থাৎ ধ্যানযোগের অভ্যাসে দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার (আত্মচৈতন্যের) অস্তিত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে।

৭ম অধ্যায়—বিজ্ঞানযোগ—ভগবানের পরমার্থস্বরূপের বিশেষ জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। এই জন্য তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানও যোগ বলিয়া উক্ত হইল। ভগবান্ মায়া প্রকৃতির প্রভাবে জগতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। প্রকৃতির ত্রিগুণে মোহিত হইয়া জীবগণ জগতের আশ্রয়-স্বরূপ ভগবান্‌কে জানিতে পারিতেছে না। একমাত্র তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলেই মায়ামুক্ত হইতে পারা যায়। ভক্তিদ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা সুসাধ্য, নতুবা আসুরপ্রকৃতি পুরুষ তাঁহাকে কোন ক্রমেই অবগত হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধির তারতম্যে ভক্তিরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইজন্য ভগবদ্ভক্তগণ আর্ত্তাদিভেদে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে জ্ঞানি-ভক্তই জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে ভগবানে একনিষ্ঠা লাভ করেন। জ্ঞানিভক্ত ভগবানের এবং ভগবান্ জ্ঞানিভক্তের পরম প্রিয় ; প্রেম ও জ্ঞানের পার্থক্য নাই—প্রিয়জনের বিশেষ জ্ঞান (বিজ্ঞান) না থাকিলে প্রেমের দৃঢ়তা হয় না। অজ্ঞানিগণ ভগবানের স্বরূপ ধারণা করিতে অসমর্থ, এইজন্য তাহারা কামনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বিভিন্নভাবে উপাসনা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল মাত্র পাইয়া থাকে। সকাম ব্যক্তিগণ

কর্ম্মানুষ্ঠান অধিকতর কল্যাণকর। ভগবান্ মনুষ্যের বিবিধ প্রবৃত্তির অনুরূপ দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের (কর্ম্মের) উপদেশ করিয়া জ্ঞানযোগের (চিত্তশুদ্ধ্যর্থ বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের) শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণের উপদেশ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া বিবিধ ব্রত, তপস্যা, চিত্ত নিরোধ বা প্রাণায়ামাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইবে, তাহাই যোগ, কিন্তু অবিচারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম "যোগের ফল" দান—সংশয়চ্ছেদ পূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধনের বিনাশ করিতে পারিবে না। সাধুপুরুষদিগের কৃপায় শাস্ত্রের যথাযথ জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক অকর্ত্তৃত্বসহ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেই আত্মবোধের বিকাশ হয়, তজ্জন্যই জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠতা। জ্ঞানপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম করিলে মনোনিবৃত্তি ও আত্মজ্ঞান জনিত শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

কামনারই ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল তাঁহারই চিন্তায়, তাঁহারই ভাবে বিভোর হইয়া তাঁহাকেই পূজা ও নমস্কার করিলে তাঁহাতে তন্ময়তা বশতঃ তাঁহাকেই লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হয়েন। *এইরূপ প্রেমের পূজায় স্ত্রী, শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বা ক্ষত্রিয় সকলেরই সমান* অধিকার। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই, ভগবানের শরণাগত যিনি, তিনিই নিত্যশান্তি লাভ করেন। সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অনন্যভক্তিই রাজবিদ্যাযোগ।

১০ম অধ্যায়—বিভূতিযোগ—ভগবানের অনন্তভাবের কোন একটিতেও মনোনিবেশ করিতে পারিলে চিত্তচাঞ্চল্য সহজে বিদূরিত হয়। এইজন্য ভগবান্ সংক্ষেপে শত বিভূতিমাত্রের উল্লেখপূর্ব্বক চিত্তশান্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আন্তর বা বাহ্য *যে কোন ভাবেই মন নিরুদ্ধ হইয়া ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইতে পারে। এইজন্য বুদ্ধি, জ্ঞান* সত্য, শম, সুখ, দুঃখ, স্মৃতি, মেধা, ক্ষমা, মৌন, চেতনা প্রভৃতি আন্তর ভাব, এবং বিশেষ *বিশেষ ব্যক্তি, বিবিধ জীব, স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ, দেবতা, ঋষি, বেদাদি বিদ্যা ও মন্ত্রাদি* ভগবদ্বিভূতি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবদ্বিভূতি বিষয়ক জ্ঞানে সাধকের চিত্ত ভগবানের *ভাবসাগরে স্বতঃই নিমগ্ন হয় বলিয়া বিভূতিজ্ঞান "যোগে"র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অর্জ্জুনও সর্ব্বত্র অন্তরে ও বাহিরে ভগবদ্ভাব চিন্তনের জন্যই ভগবদ্বিভূতি শ্রবণে প্রার্থনা* করিয়াছিলেন।

ভগবদ্বিভূতি জ্ঞানে সাধক সর্ব্ব পদার্থে ভগবানের বিকাশ দেখিয়া ভগবদ্ভাবেই আবিষ্ট হয়েন। সাধকেরা সর্ব্বাবস্থায় তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করেন। এইরূপ তন্ময়চিত্ত সাধকগণই প্রেমের দ্বারা ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ প্রাপ্ত হয়েন, এবং ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের অন্ত নই আত্মপ্রকাশ করেন। অনন্ত জগদ্বিকাশ ভগবানের অসীম মহিমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র বলিয়া ধারণা হইলে ভক্ত সাধক বিভূতিযোগে ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া থাকেন।

১১শ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শনযোগ—অর্জ্জুন ভগবানের মুখে তাঁহার অশেষ বিভূতির বিষয় অবগত হইলেও নিজ নিশ্চয়তার জন্য ভগবানের সগুণ রূপে বিশ্ববিকাশ দেখিয়া *কৃতার্থ হইবার আশায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।* ভগবান্‌ও তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক মায়িক বিশ্ববিকাশের গূঢ়রহস্য বুঝাইবার জন্য দিব্যদর্শনশক্তির সঞ্চারদ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। *অর্জ্জুন ভগবানের দেবদেহে সমস্ত বিশ্বের বিকাশ দেখিলেন।* আদিত্য, বসু, রুদ্র, দেব দানব, মানব, মহর্ষি, সিদ্ধপুরুষ ও সর্ব্বভূতের সমাবেশ এবং ভগবানের অনন্ত মুখ, নয়ন, আয়ুধ ও আভরণাদির অত্যুজ্জ্বল প্রভা সমস্তই অর্জ্জুনের দিব্যদৃষ্টিতে প্রকাশিত হইল। ভগবান্‌কেই সমস্ত বিশ্বের উৎপত্তি ও প্রলয়ের আশ্রয় দেখিয়া অর্জ্জুনের জগদ্বিষয়ক ভ্রম বিদূরিত হইয়া গেল। তিনি ভগবানের মহামহিমময় সর্ব্বতোব্যাপী ভয়ঙ্কর অত্যুগ্র মহাকালস্বরূপ দর্শনে নিজ কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগপূর্ব্বক ভগবান্‌কেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ জানিয়া বিস্মিত ও স্থিরচিত্ত তাঁহার শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভগবান অনন্যভক্তকে একনিষ্ঠ করিবার নিমিত্তই এইরূপে কৃপা প্রকাশ

যোগমায়া-প্রভাবে ভগবানের মহিমা জানিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানিগণ ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে অবগত এবং তদীয় স্বরূপে সমাহিত হইয়া নিত্য সুখ লাভ করেন।

৮ম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ—বিজ্ঞান-দ্বারা অক্ষর (অর্থাৎ নির্বিকার) ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব (সর্ব্বময়ত্ব) নিশ্চয় হইলে তাঁহাকে অহরহঃ অধিযজ্ঞরূপে উপাসনা করিতে করিতে অন্তিম সময়ে তাঁহার অক্ষর স্বরূপেই স্থিতি লাভ হয়। প্রাণ ও মনোনিরোধের অভ্যাস সহ প্রণব স্মরণপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি অনন্যভক্তিসহ একমাত্র ভগবান্‌কে চিরদিন কামনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবৎ-স্বরূপতা লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপ ভক্তিসহ ভগবানে নিত্য তন্ময়তাই অক্ষর ব্রহ্মচৈতন্যে নিত্য স্থিতির সুগম উপায়। এইজন্য কেবল-মাত্র প্রাণ ও মনোনিরোধের চেষ্টা অপেক্ষা ঈদৃশ ভক্তিসহ ভগবদুপাসনাই শ্রেষ্ঠ যোগ।

ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের স্বরূপ লাভ হইলে আর সে আশঙ্কা নাই। প্রাণায়ামাদি যোগে অকৃতকার্য্য ব্যক্তির ব্রহ্মলোকে গতি হইলেও জন্মান্তরের সম্ভাবনা থাকে। ব্রহ্মলোকে কোটীবর্ষের অবস্থানও অনন্তকালের তুলনায় অত্যল্প মাত্র। মায়ারচিত ব্রহ্মলোকও অনিত্য, কিন্তু অনন্যভক্তিসহ অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় সর্ব্বকারণের কারণ ভগবানের বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ লাভ হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি পুণ্যকার্য্য সকামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে পিতৃযান-মার্গ দ্বারা স্বর্গাদি লোকে গতি হয়, এবং ব্রহ্মযোগের অভ্যাসে দেবযান-মার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকেই গতি হইয়া থাকে। এইজন্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় ক্রমশ ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপে নিত্য স্থিতি লাভ হয়।

৯ম অধ্যায়—রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ—ভগবানে ভক্তিই তাঁহাকে পাইবার এক-মাত্র উপায়। এইজন্য অনন্যভক্তিই রাজবিদ্যা, এবং ভক্তির উপদেশই গুহ্যাতিগুহ্য বলিয়া উহা রাজগুহ্য। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য ভক্তিযোগই সুগম, কেননা প্রিয়তমের প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকিলে চিত্তবিক্ষেপ স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইজন্য ভক্তিই "যোগ" বলিয়া উহা রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থমাত্রই ভগবানের মায়িক বিকাশ মাত্র। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুরই পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। যজ্ঞ ও মন্ত্রাদি, কর্ত্তা ও করণ, উৎপত্তি ও প্রলয়, অমৃত ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ সমস্তই ভগবান্—এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-দৃষ্টির দৃঢ়তা হইলে ঈশ্বরে একনিষ্ঠার উদয় হয়। সাধকগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে অভিন্নভাবে, কেহ স্বতন্ত্রভাবে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। ভক্ত প্রেমের আবেশে পত্রপুষ্পাদি যে পূজোপহারই প্রদান করেন, তাহাই ভগবানের অতি প্রিয়। ভগবদ্ভক্তের জীবনধারণের জন্যও চিন্তা করিবার প্রয়োজন হয় না। শ্রদ্ধাসহ যে কোন দেবতার পূজা এবং সকাম যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেও ভগবানের কৃপায় শুভফল ও স্বর্গাদি লাভ হয় বটে; কিন্তু তাহাতে পুনর্জন্মাদির নিবৃত্তি হয় না। আর একমাত্র ভগবানেই সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের ফল অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকেই অনন্যভাবে উপাসনা করিলে সমস্ত

বিশেষ বিকাশ। সদসতের অতীত ভগবান্ এক হইয়াও অনেক, এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ—এই বিবেকজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অহিংসা, বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও অনন্য ভক্তিরূপ বিংশতি সাধনের অভ্যাস করিতে হয়। প্রকৃতি-পুরুষের মায়িক সংযোগেই স্থাবর জঙ্গমরূপ দৃশ্যজগতের বিকাশ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিক্ষিপ্তচিত্তে বিভিন্ন বোধ হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন, কেননা একমাত্র পরমাত্মাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে—প্রকাশিত হইয়াছেন। এই প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত ধ্যান, আত্মানাত্মবিচার, কর্ম্ম ও উপাসনাদির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। পরমাত্মস্বরূপের নিশ্চয় হইলে প্রকৃত পুরুষের মিথ্যাসংযোগজ্ঞান বা ভেদদৃষ্টি তিরোহিত হয়, এবং শরীরস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা যে অকর্ত্তা ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এইরূপ বোধের দৃঢ়তা হয়। তাহাতেই কৈবল্যলাভ ও পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক দ্বারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমাত্মারই মায়িক বিকাশরূপে নিশ্চয় হয় বলিয়া উহা 'ত্বম্' ও 'তৎ' স্বরূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক যোগ, বা প্রেমের পূর্ণতায় জীব-ব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ অভিন্ন ভাব বিকাশের উপায়-স্বরূপ।

১৪শ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ—জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব সাধনের জন্য-ত্রিগুণ বিষয়ক জ্ঞান অত্যাবশ্যক। গুণত্রয়ের বিভাগ ও বিকাশেই জীব ও জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা গুণাতীত ও অকর্ত্তা, এইরূপ সিদ্ধান্ত লাভের নিমিত্ত গুণত্রয়-বিভাগও যোগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

ব্রহ্মের মায়িক বিকাশের প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করিতেছে; কিন্তু ত্রিগুণের ক্রিয়ায় বিষয়জ্ঞান, কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও মোহের বিকাশ হইলে—সুখ, দুঃখ ও অজ্ঞানের প্রভাব বশতঃ নির্লিপ্ত আত্মা আচ্ছন্ন হইলে—জীবের বন্ধন হয়, এবং আত্মায় ত্রিগুণক্রিয়ার সংস্কার আরোপিত হয় বলিয়াই জীবের স্বর্গ-নরকাদিতে গতি ও মনুষ্যলোকে জন্ম হইয়া থাকে। এইজন্য গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্ব অবগত হইয়া যিনি আত্মাকে সদৈব অকর্ত্তা বলিয়া নিশ্চয় করেন, এবং কার্য্যকালে উদাসীন ও সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে অবস্থিত থাকেন, সেই গুণাতীত পুরুষই জন্ম-মৃত্যু-জরা দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, এবং তাঁহারই যোগসিদ্ধি—ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। অনন্যভক্তিযোগে—ভগবৎ-প্রেমে আপনার অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া তন্ময়তা লাভই গুণত্রয়বিভাগ রূপ যোগ-সাধনের সুগম পথ।

১৫শ অধ্যায়—পুরুষোত্তমযোগ—ভক্তিভাবে ভগবানের চিন্ময় "তৎ"-স্বরূপ লাভ করাই গীতার্থের সার। পরমাত্মস্বরূপই স্বমহিমায় মায়াপ্রভাবে উর্দ্ধাধঃ বিস্তৃত বলিয়া প্রতীত হইতেছেন। মায়া-প্রকৃতিজাত ত্রিগুণ প্রভাবেই সৃষ্টি-প্রলয়াদি এবং জীবের দেহ-ধারণ ও বিবিধ ভোগ সাধিত হইতেছে। জ্ঞানচক্ষুঃ যোগিগণই এই রহস্য ভেদে সমর্থ। সূর্য্য চন্দ্রাদির তেজ, পৃথিবীর শক্তি, ওষধির রস, প্রাণিদেহের প্রাণাপানাদি সমস্তই পরমাত্মার প্রকাশ। কার্য্য রূপ ক্ষর এবং কারণ-রূপ অক্ষর মায়া—তাঁহারই বিবিধ বিকাশ। তিনি পরমাত্মস্বরূপে অব্যয়, তিনিই তাঁহার পরম ধাম, তাঁহাকে লাভ করিলেই

করিয়া থাকেন। ভগবান ব্যতীত বিচিত্রতাময় দৃশ্য জগতের যে আর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই সুতরাং মায়িক বিশ্বের সমস্ত দৃশ্যই ভগবানের বিভূতি—জগৎ ব্রহ্মময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানেরই মায়িক বিকাশ ইহাই অর্জ্জুনের নিশ্চয় হইল। এইরূপ বিশ্বরূপদর্শনযোগে সাধকের সর্ব্বত্র— অন্তরে ও বাহিরে—ভগবদ্ভাবের ধারণা সুদৃঢ় হইয়া থাকে। জগতে ভগবানের নিত্যসত্তা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নাই ইহা নিশ্চয় হয় বলিয়া বিশ্বরূপদর্শনে যোগের ফল—আত্মশরণাগতি—সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১২শ অধ্যায়—ভক্তিযোগ—সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মের বিকাশ এইরূপ নিশ্চয় হইলে সগুণ ব্রহ্মের যে কোন রূপে বা যে কোন ভাবেই সাধকের চিত্ত নিশ্চল হইতে পারে। বিশেষত যে পর্য্যন্ত দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত না হয় তদবধি সগুণোপাসনাতেই শান্তির সম্ভাবনা। অনন্যভক্তি লাভের জন্য ভক্ত সাধক শ্রদ্ধাসহ বাহ্য পূজাদি ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণাদি যাহা কিছু করিবেন তাহাতেই শান্তিলাভ হইবে কোন ভাবে অনন্যতা লাভই তাঁহার লক্ষ্য। কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানাভ্যাস ও ধ্যান সাধনাপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগরূপ (বাসনাক্ষয়) সাধনাতেই বিশেষ শান্তি লাভ হয়।

সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব ও করুণা সন্তোষ শুচিতা শোক আকাঙ্ক্ষা ও শুভাশুভের পরিত্যাগ এবং শত্রু-মিত্র মান অপমান সুখ দুঃখ ও নিন্দা স্তুতিতে সমভাব প্রভৃতি ৪০টী মানসিক সংযমই ভক্তিযোগের সাধনা। এইরূপ অভ্যাসেই মন বাসনাবর্জ্জিত হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মের বিশুদ্ধ স্বরূপে স্থিতি ও শান্তি লাভ করে। ভগবানের প্রিয় হইতে হইলে—তাঁহাকে প্রিয়তমভাবে—অভিন্ন আত্মসত্তায় পাইতে হইলে ভক্তিযোগের অভ্যাসই উৎকৃষ্ট। ভগবানে অনন্যশরণ ভক্তিযোগ—উহাই পরব্রহ্মের চিন্ময় স্বরূপ সাক্ষাৎ করিবার—তাঁহাতে তন্ময় হইবার—অব্যর্থ উপায়। স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে—আত্মার চিন্ময়স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি নাম।

সাত্ত্বিক সুপথ্য আহার, নিকাম সাত্ত্বিক যজ্ঞ, শরীর, বাক্য ও মনের সংযমরূপ শৌচ, ব্রহ্মচর্য্য, স্বাধ্যায় ও মৌনাদি সাত্ত্বিক তপস্যা এবং কর্ত্তব্যবোধে যোগ্য পাত্রে সাত্ত্বিক দান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান-বৈরাগ্যের বিকাশ ও ভগবানের শরণাগত হইবার শক্তি লাভ হয়। এই সমস্ত শুভ কার্য্যই ভগবানের নিত্য সত্য জ্ঞানস্বরূপের স্মরণার্থ "ওঁ তৎ সৎ" এই নামত্রয় ব্যবহারের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইরূপে ঈশ্বর-প্রীতি লাভ করিতে পারিলে তাঁহার "তৎ"-স্বরূপে নিত্য-স্থিতি-সিদ্ধি হয়।

রজস্তমোগুণবর্দ্ধক অশুভ আহার, সকাম ও বিধি বর্জ্জিত যজ্ঞ, দম্ভাদিযুক্ত ও ক্লেশকর তপস্যা, প্রত্যুপকারের আশায় ও অবজ্ঞাপূর্ব্বক দান করিলে অসৎ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফলই দান করিতে পারে না। এইজন্য রাজসিক ও তামসিক শ্রদ্ধাযুক্ত কার্য্যের ভগবৎ-কৃপা লাভের সম্ভাবনা নাই।

ভগবানের চৈতন্যস্বরূপে আত্মশান্তি লাভ করিতে হইলে রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধা ত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার অনুগত হইতে হয়। শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা-যোগে অনন্যভক্তি সহ ভগবানে অভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয় বলিয়া শ্রদ্ধাত্রয়ের বিভাগও জ্ঞানযোগের অঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাই ভগবদুক্ত যোগের কৌশল।

১৮শ অধ্যায়—মোক্ষযোগ—সম্যক্ প্রকারে বিষয়-বাসনা-ত্যাগই সন্ন্যাস, এবং একমাত্র ভগবৎ-প্রেমেই সন্ন্যাসের শান্তি লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধ চিত্তেই বৈরাগ্য ও প্রেমের সঞ্চার হয়। এইজন্য ফলত্যাগ-পূর্ব্বক ঈশ্বরার্থ যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য। মোহবশতঃ কর্ম্মত্যাগ তামসিক, এবং ক্লেশভয়ে কর্ম্মত্যাগ রাজসিক, আর ফলকামনা-ত্যাগপূর্ব্বক কর্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই সাত্ত্বিক ত্যাগ। কর্ম্মে রাগদ্বেষ-হীন পুরুষই প্রকৃত ত্যাগী বা সন্ন্যাসী। সকাম ব্যক্তির ন্যায় কর্ম্মফল-ত্যাগী পুরুষকে দেহান্তে অনিষ্ট, ইষ্ট অথবা ইষ্টানিষ্ট মিশ্রিত ফল ভোগ করিতে হয় না, তিনি কর্ম্মফল-ত্যাগ বশতঃ, চিত্তশুদ্ধিই লাভ করেন। তিনি বেদান্তসিদ্ধান্ত-নির্দ্দিষ্ট শরীর, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় প্রাণাদির চেষ্টা ও দৈবকেই কর্ম্মের কারণ জানিয়া আত্মায় কর্ত্তৃত্বারোপ করেন না, সুতরাং কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমানের অভাববশতঃ তাঁহাকে কর্ম্মের ফল-ভাগী হইতে হয় না। এইরূপ সম্যগ্-দর্শন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ বিবেক প্রভাবে সন্ন্যাসের ফল—মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েন।

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান, নিষ্কাম-কর্ম্ম, এবং নিষ্কাম-কর্ত্তাই সাত্ত্বিক। নিবৃত্তির অনুগতা বুদ্ধি, মনোনিরোধে সমর্থা ধৃতি এবং আত্মানুকূল সুখই সাত্ত্বিক। রাজসিক ও তামসিক জ্ঞান ও কর্ম্ম, দুঃখ ও মোহকর; রাজসিক ও তামসিক কর্ত্তা আসক্ত ও বিবেকহীন; রাজসিক ও তামসিক বুদ্ধি ও ধৃতি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানে অসমর্থা ও বিষয়সেবা-রতা; রাজসিক ও তামসিক সুখ বিষতুল্য, কেবলই ক্লেশকর; সুতরাং রাজসিক ও তামসিক জ্ঞান ও কর্ম্মাদির ত্যাগেই সাত্ত্বিক শুভগুণের—মোক্ষানুকূল কর্ম্মফলের—সন্ন্যাসের শক্তি লাভ হইতে পারে। চতুর্ব্বর্ণের স্ত্রী-পুরুষই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ সাত্ত্বিক ভাবে কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য

পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধক অনন্য-শরণাগত হইয়া অনাসক্তচিত্তে নিষ্কাম-ভাবে তাঁহার স্বরূপ চিন্তা-পরায়ণ হইলে সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্‌কে পুরুষোত্তম-রূপে লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের পুরুষোত্তম স্বরূপই নিত্য সিদ্ধ, এবং প্রেমের অভিন্নভাবে আত্মরূপে উপাসনা করিলেই তাঁহার চিন্ময় "তৎ"-স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এই পুরুষোত্তম-যোগই সংসাররূপ অশ্বত্থ ছেদনের অমোঘ অস্ত্র, এবং ভগবানের পরমাত্মস্বরূপে নিত্য শান্তি লাভের একমাত্র উপায়।

১৬শ—অধ্যায় দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ—দেহাত্মবুদ্ধি তিরোহিত না হইলে পুরুষোত্তমপদে প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না। স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহে আত্মাভিমানই জীবকে আত্মস্বরূপ-দর্শনে বাধা দেয়। জীবের স্বীয় চিন্ময় সত্তার নিশ্চয় না হইলে ভগবান্‌কে আত্মস্বরূপে—অভিন্নভাবে—প্রকৃত প্রেমের সহিত উপাসনা করিবার সামর্থ্য জন্মে না। এইজন্য রজস্তমোগুণ অভিভব-পূর্ব্বক সত্ত্বগুণ বিকাশের চেষ্টা করাই আবশ্যক। দৈব প্রকৃতি-মনুষ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হেতু, অভয়, জ্ঞান, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, দান, দম, দয়া অহিংসা, সত্য, শান্তি ধৃতি, শৌচাদি ষড়্‌বিংশতি শুভ গুণের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং রজস্তমঃপ্রধান আসুর জীবে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞানাদি স্বতঃই প্রকাশিত হয়। দেবভাবাপন্ন মনুষ্যগণই নিবৃত্তিধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়া মুক্তি—ভগবৎস্বরূপতা—লাভ করেন, এবং আসুর পুরুষগণ অসৎ কর্ম্মের দ্বারা বন্ধনদশা—অধোগতি মাত্র—প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ ২য়, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ অধ্যায়েও দৈবী সম্পদের বিষয় বিশেষরূপে বলিয়াছেন। এক্ষণে ভগবান্ আসুরভাব-নিবৃত্তির নিমিত্তই আসুরিক অনুষ্ঠান—অধর্ম্ম, অসত্য, অবিশ্বাস, অসংযম, অশুচিতা, দম্ভ, মদ, নাস্তিকতা, অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয়, অনর্থক পরাক্রম প্রকাশ, ভোগ, ঐশ্বর্য্যে উন্মত্ততা, ধন ও মানের জন্য যাগ-যজ্ঞাদির দোষ উল্লেখ করিলেন। আসুরিক অনুষ্ঠানে নরকের ত্রিবিধ দ্বার—কাম, ক্রোধ ও লোভেরই বৃদ্ধি হয়। এইজন্য শাস্ত্রানুসারে সাত্ত্বিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিলে ঐহিক সুখ ও স্বর্গ, অথবা চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষ লাভ হয় না। দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ পূর্ব্বক আসুরী প্রবৃত্তি ত্যাগ ও দৈবী-সম্পৎ লাভে চেষ্টা করিলে ভগবানের শরণাগতি লাভ হয়, এবং তাঁহার জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি বশতঃ শান্তি সুখের বিকাশ হয় বলিয়া দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগের ফল দান করিয়া থাকে।

১৭শ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ—জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মপ্রবৃত্তিই সাত্ত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ হইতে পারে। এইজন্যই ভগবানের "তৎ"-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্যই সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া আবশ্যক। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার বিকাশে দেবাদির পূজায় প্রবৃত্তি হয়, এবং রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধা মনুষ্যকে রাক্ষস ও ভূত প্রেতের পূজায় প্রবৃত্ত করে। রজস্তমোগুণে অভিভূত আসুর পুরুষগণ বিবেক-বর্জ্জিত ও কামরাগ-যুক্ত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেহ ও আত্মার ক্লেশ উৎপাদন করিয়া থাকে।

দেহরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎ এবং জীব ও ব্রহ্মে ভেদের কারণ অবিদ্যা ও মায়ার সম্বন্ধ বিচারপূর্ব্বক 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থকে শোধিত—অর্থাৎ উপাধিবর্জ্জিত করিলে তৎ (ব্রহ্ম) ও ত্বম্ (জীব) চৈতন্যস্বরূপে অভিন্ন ইহাই স্বীকৃত হয়।*

শম-দম-শ্রদ্ধাদি সাধন সহ এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তের নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ গীতার তিন ষট্কে এই শ্রুতি সিদ্ধান্তকে দার্শনিক বিচার-জাল হইতে বিমুক্ত করিয়া অভ্যাস-যোগের কৌশলে অনন্য-ভক্তের বুদ্ধিস্থ করিবার উপায় উপদেশ করিয়াছেন :—

> তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীতা—১০।১০)

যাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন।

গীতার প্রথম ষট্কে (কর্ম্মযোগে) ঈশ্বরার্থ নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সাধকের দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া দেহাতীত আত্ম চৈতন্যের নিশ্চয় হইলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং দ্বিতীয় ষট্কে (ভক্তিযোগে) উপদিষ্ট উপায়ে উপাসনা করিতে করিতে ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্তে ঈশ্বরের চিন্ময় সত্তাই সর্ব্বত্র অনুভূত হয়, তখন অনন্তবিশ্বে তাঁহারই বিভূতির বিকাশ দেখিয়া ভক্ত তাঁহারই শরণাগত হইয়া থাকেন। ভক্তিমান্ সাধক দেহাত্মবুদ্ধিবর্জ্জিত হইয়া ভগবানের চিন্ময় স্বরূপের উপাসনা দ্বারা অনন্যভাবে তাঁহাতেই আত্মবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শান্তি পাইতে পারেন, এই জন্য গীতার তৃতীয় ষট্কে (জ্ঞানযোগে) জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদক বিচার ও অভ্যাস সহ অজ্ঞানকৃত শোক-মোহ উত্তীর্ণ হইবার সেই সদুপায়ই—গুণাতীত পরমাত্মার অভয়স্বরূপে অনন্যশরণাগতি—সাধনারূপে উপদিষ্ট হইয়াছে।

লোকপ্রসিদ্ধ সপ্ত শ্লোকী গীতাতেও ভগবানের চিন্ময়স্বরূপের স্মরণ, তাঁহার বিশ্বব্যাপি মহিমাকীর্ত্তন, সংসারের অনিত্যতা নিশ্চয়ে তাঁহারই বিভুত্বে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগতিই শান্তির স্বরূপ বলিয়া গীতার ভাবার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা এই স্থানে *সেই ৭টী শ্লোক গীতাভ্যাসীর নিত্য পাঠের জন্য অর্থ সহ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—*

---

*"তৎ ও ত্বম্ পদের অর্থস্থিত বিরোধী ভাগ সর্ব্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্ম, এবং আভাস সহিত মায়া ও আভাস অবিদ্যা এই বাচ্যাংশ ত্যাগ পূর্ব্বক 'তৎ' ও 'ত্বম' পদের চৈতন্যাংশ মাত্রে লক্ষণা করিতে হইবে: অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা ও অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্মযুক্ত একতা বিরোধী সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে স্থিত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরই মিথ্যারূপ জানিয়া তাহাদের আধার প্রকাশক ও তাহাদের সম্বন্ধ রহিত শুদ্ধ, নির্ব্বিকার, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মকেই নিজ স্বরূপ নিশ্চয় করিতে হইবে, ইহারই নাম ভাগত্যাগলক্ষণা। এতাবৎ কথন হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মাকে অখণ্ডরূপে ধারণা করিতে পারিলে আবরণ দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান নামে অভিহিত। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা জীব-ব্রহ্মের একতা কথিত হইয়াছে।"

(শ্রীমৎ পরমহংস দয়ালদাস স্বামিকৃত "বিচারপ্রকাশ" গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দ্রষ্টব্য)।

হইয়া জ্ঞান, কর্ম্ম, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখের অনুষ্ঠান করিলেই ভগবানের কৃপা-লাভে কৃতকৃত্য হইতে পারেন। স্বভাবজ কর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সাত্ত্বিক ভব ও ভক্তি বৈরাগ্যের বৃদ্ধি হইতে থাকে।

স্বধর্ম্মপরায়ণ মানব নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত বুদ্ধির বিশুদ্ধতা, রাগদ্বেষাদির ত্যাগ, একান্তবাস, শরীরাদির সংযম, ধ্যান, যোগ, বৈরাগ্য, অহঙ্কার পরিগ্রহাদির ত্যাগ, এবং সন্ন্যাস প্রভৃতি বিংশতি সাধনার অভ্যাসে চিত্তশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপে কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক সমভাবাপন্ন ও প্রসন্নাত্ম সাধক পরাভক্তিরূপ পরমাত্মজ্ঞান লাভ করেন। শরণাগত ভক্তই ভগবৎ কৃপায় তাঁহার শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বহৃদয়ে ভগবান্ই নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য, অন্যথা অহঙ্কার পূর্ব্বক ভগবদাদেশের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিলে কল্যাণের আশা নাই। অতএব সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণ গ্রহণেই পরম শান্তি হইয়া থাকে (১৮ অঃ। ৬২)। মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী—এই পদত্রয়ে ভগবান্ সংক্ষেপে ব্রহ্মজ্ঞান ভাগবতভক্তি ও ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের ইঙ্গিত করিয়া সাধনের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশের জন্য নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহায় একান্ত শরণাগতি লাভের উপদেশ দান করিলেন। ভগবানে অনন্যশরণাগতিই গীতায় সর্ব্বগুহ্যাতি গুহ্য উপদেশ। ভক্তিসহ ভগবানের নিত্য স্বরূপে আত্মবিসর্জ্জনই মোক্ষযোগ—ভগবানই ভক্তের একমাত্র আশ্রয়। অনন্যশরণাগত হইতে পারিলেই প্রেমের মধুর ভাবে—"তৎ" (ব্রহ্ম) ও "ত্বম্" (জীবাত্মা) পদার্থের লক্ষ্যার্থ চিন্ময়স্বরূপের অভিন্নতা সাধিত হয়। ইহাই সংসারের শোক মোহ নিবারণে সমর্থ। এই জন্যই ভগবান্ "অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ" (১৮।৬৬)—এই শ্লোকার্দ্ধরূপিণী আশ্বাস বাণীই গীতা শাস্ত্রের কীলক (একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ) বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশের উপসংহার করিলেন।

—তৃতীয় ষট্ক—

(১৩) প্রকৃতি পুরুষবিবেকযোগে 'ত্বম্' ও 'তৎ' পদার্থের অভিন্নতা বিচার, (১৪) গুণত্রয়বিভাগযোগে গুণাতীত হইয়া অভিন্নতা লাভ, (১৫) পুরুষোত্তমযোগে সর্ব্বান্তরাত্মা পরমাত্মস্বরূপের নির্ণয়সহ সাধনা, (১৬) দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগে আসুরিক অশুভ গুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানে অভিন্নতা লাভের জন্য দৈবী সম্পদ্রূপ শুভ গুণের সার্থকতা, (১৭) শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে ঈশ্বরের আত্যন্তিক প্রীতি লাভার্থ রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধার অশুভ ফল, ও সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাযুক্তের যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদির কর্ত্তব্যতা, এবং (১৮) মোক্ষযোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মাদির সাত্ত্বিকতা সাধন, বুদ্ধির বিশুদ্ধতা, ধ্যান যোগ ও সন্ন্যাস, এবং ভগবানে অনন্যশরণাগতিই পরাভক্তির—গুহ্যাতিগুহ্য অদ্বৈত আত্ম জ্ঞানের—একমাত্র সাধন ও শোক মোহ নিবারণের অব্যর্থ উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে।

উপনিষদুক্ত "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য বেদান্তশাস্ত্রে ভাগত্যাগাদিলক্ষণাযোগে বিবিধ যুক্তি সহ বিচারিত হইয়াছে। জীবাত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ অনাত্ম উপাধি এবং ঈশ্বরের বিরাট্

৪। সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন। ১৩।১৪।

৫। এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধদিকে ও শাখা অধোদিকে। ইহা অব্যয় ও কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা। ১৫।১।

৬। সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মরূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞানরূপে উদিত হই, আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমাদ্বারাই হইয়া থাকে। বেদ সকল দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক অর্থাৎ লোকসকলের জ্ঞানদাতাও আমিই, এবং আমিই বেদের প্রকৃত অর্থবেত্তা। ১৫।১৫।

৭। হে অর্জ্জুন। তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেন না, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ১৮।৬৫।

অবশেষে গীতার্থ-সন্দীপনী প্রণেতা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয় গীতোক্ত যোগ সম্বন্ধে যেরূপ সৎসিদ্ধান্তের উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার "ধর্ম্মপ্রচারক" পত্রে (শঃ ১৮১৪, ১৫শ ভাগ, ১০ম সংখ্যায়) প্রকাশিত সেই "শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত" গীতার পাঠকগণকে উপহার দিয়া গীতাভাসের উপসংহার করিতেছি। আশা করি ইহা পাঠ করিলে ভগবৎ-কৃপায় সকলেই গীতোক্ত যোগের উদ্দেশ্য নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন :—

শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত
(যোগাশ্রম)

একদিন একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত অকস্মাৎ যোগাশ্রমে আসিয়া স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামিন্! কলিযুগে কি যোগসিদ্ধ হয়? তাই আপনি এই স্থানের নাম দিয়াছেন 'যোগাশ্রম'? তাহাতে স্বামিজী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়! আপনি স্থির হইয়া বসুন ও শ্রবণ করুন।

আপনি মহর্ষি পতঞ্জলি ও গোরক্ষনাথ আদিকে যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বলিয়া মনে করেন, এইজন্য 'যোগ' বলিতে একটা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। অর্জ্জুন-সখা যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা কি মহর্ষিগণ অধিক যোগতত্ত্ববেত্তা? ভগবান্ দেবকীনন্দন যোগতত্ত্বের বন্ধুরতা মর্দ্দন করিয়া বক্রাকৃতিকে সরল করিয়া, দুঃসাধ্য-ভাবকে সুসাধ্যতার রসে পাক করিয়া এবং কঠোরকে কোমল করিয়া জীবগণের কল্যাণ পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড, পুরাণ-তন্ত্রাদির ভক্তি বা উপাসনাকাণ্ড এবং বেদোপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড অপূর্ব্ব কৌশল-কটাহে পাক করিয়া ভগবান্

নিযুক্ত হইলেই মন আপনিই সংযত ও ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ হইয়া আসে। ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন যে—

"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা। গীতা—৫।১০।

বিষয়-বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতেই সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া ব্রহ্মানুরাগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তৎকৃত পাপাদি তাঁহাকে স্পর্শও করে না। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮।৬৬) আদি উপদেশেও ভগবান্ জীবকে তাঁহার অনুগত হইতেই আদেশ করিয়াছেন। দয়াল প্রভু জীবকে অভয় দিয়া সর্ব্বভাব-বিমোচনের উপায় বলিয়াছেন। তাঁহার চরণে মনঃপ্রাণ অর্পণ করাই মহামহাযোগ জানিবেন। শত পুরুষার্থপূর্ণ যোগ-সাধনে যাহা না হয়, তদর্পণবুদ্ধিতে তদপেক্ষা অধিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। মনকে মারিলে সে মরে না, তাহাকে ভগবদ্ভাব-সাগরে ডুবাইয়া দাও, সে মরিয়া যাইবে। আর যদি তাহাতেও না মরে, ক্ষতি নাই; কেননা, প্রেমসিন্ধুর জলে তাহার ময়লা মাটী সব ধুইয়া যাইবে ও মন অমৃতময় হইবে। মহাশয়! এ যোগাশ্রম মা যোগেশ্বরীর, তাঁহার দয়ায় সকল যোগই সুগম হইয়া থাকে, তাঁহাকে দর্শন করুন।"

———

কর্ম্মকাণ্ডের স্থানে "কর্ম্মযোগ", উপাসনাকাণ্ডের স্থানে "ভক্তিযোগ" এবং জ্ঞানকাণ্ডের স্থানে "জ্ঞানযোগ" রূপ ত্রিবেণী তীর্থ রচনা করিয়া ত্রিতাপতপ্ত মানবগণের শান্তিলাভের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবদগীতোক্ত "যোগ" চারি যুগেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, চারি বর্ণেরই ইহাতে অধিকার আছে, চারি আশ্রমেই ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগসূত্র—১।২)—চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধের নাম যোগ—এই সূত্রের লক্ষ্যার্থ সাধন জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ, এবং গোরক্ষনাথ প্রথম দুইটী ছাড়িয়া ষড়ঙ্গযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যোগাঙ্গ সাধনে শরীরসংযম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, মনের একান্তাভিনিবেশ আদি দুঃসাধ্য সাধন আবশ্যক, কিন্তু কৃপাসিন্ধু ভগবান্ কলির জীবগণকে অল্পবীর্য্য ও অসমর্থ দেখিয়া উপদেশ করিলেন—

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। গীতা—৯।২৭।

কর্ম্ম, ভোজন, যজ্ঞ, দান তপস্যাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে হে কৌন্তেয়। তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও। ভগবানের এই কৌশলময় যোগতত্ত্ব সকল যোগাভ্যাসকেই পরাস্ত করিয়াছে। তুমি পুরুষার্থ পূর্ব্বক যত অনুষ্ঠানই কর না কেন, তাহাতে শত সহস্র ত্রুটি হইবার সম্ভব, কিন্তু ভগবদর্পণ বিধিতে সকল কাজই সহজ হইয়া আসে। সরকারী বন বিভাগে (Forest Department) পার্ব্বত্য প্রদেশে যত বড় বড় বাহাদুরী কাষ্ঠ সংগৃহীত হয়, তাহা লোকের মাথায় বা গাড়ী করিয়া আনিতে অনেক অসুবিধা ও ব্যয়বাহুল্য হয়, এইজন্য নিকটবর্ত্তী নির্ঝরিণীর প্রবাহে তত্তাবৎ ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কাষ্ঠগুলি ভাসিতে ভাসিতে ঠিকানায় পৌঁছিয়া থাকে। সেইরূপ কলির জীব মহর্ষি পতঞ্জলি আদির পুরুষার্থ পূর্ণ যোগমার্গে গমনে অসমর্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের যোগপথে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অভ্যাসযোগে এ পথ অতি সুগম হইয়া যায়। ভগবান্ই সর্ব্বেসর্ব্বা, আমি কিছুই নহি—এইরূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়া যায়। যোগসূত্র—যথা "তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ (যোগসূত্র—১।৩২) চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের জন্য কোন একটি আপনার অভিমত (ভগবৎ সম্বন্ধীয়) তত্ত্ব অভ্যাস করিবে—অর্থাৎ তাহাতে পুন পুনঃ মনোনিবেশ করিবে। ইহাতেই চিত্ত একাগ্র হয়, মনের বিক্ষেপরাশি প্রশমিত হয়।

চক্ষু বুজিয়া ধ্যান বা সমাধি না করিলেও "যোগ" হইয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি আদি যদি কেবল ভগবদর্থে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলেও মহাযোগ সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়সকলকে নিগ্রহ না করিয়া প্রবৃত্তিপূর্ব্বক ভগবৎ কার্য্যে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কলিতে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দুষ্কর' এইজন্য হস্ত পদাদি ভগবদ্বিগ্রহ মন্দিরের মার্জ্জনে, পুষ্প চয়নাদিতে, চক্ষু কর্ণ জিহ্বাদি ভগবদ্দর্শন, ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিতে

গীতাসার

[গরুড় পুরাণান্তর্গত *]

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জ্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগং মুক্ত্যর্থং সর্ব্ববেদান্তসারগম্॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, সম্প্রতি আমি মুক্তির নিমিত্ত অর্জ্জুনের নিকট পূর্ব্বে কথিত, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ, অষ্টাঙ্গযোগরূপ গীতার সার বর্ণন করিব।১।

আত্মলাভঃ পরো নান্য আত্মা দেহাদিবর্জ্জিতঃ।
রূপাদিমান্ হি দেহোঽতঃ করণত্বাদি লোচনম্ † ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ—আত্মলাভ (আত্মজ্ঞানই) পরমলাভ, (তদপেক্ষা) উৎকৃষ্ট লাভ আর কিছুই নাই। আত্মা দেহাদি-রহিত, অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মা পৃথক্। যেহেতু দেহ রূপাদি-যুক্ত, লোচনাদি ইন্দ্রিয়গণ তাহার (আত্মার) করণ (সাধন মাত্র)। ২।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতাদি ছয়খানি সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে গরুড় পুরাণ অন্যতম। যথা—

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥

এই গরুড় পুরাণোক্ত গীতাসারে মহামুনি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অদ্বৈত সিদ্ধান্তই গীতার লক্ষ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক, এইরূপ সংশয়ের কোনও কারণ নাই। এই নিমিত্ত এই "গীতাসার" এস্থলে উদ্ধৃত হইল। দ্বৈতাদ্বৈত যে কোন ভাবের উপাসনাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'আত্মরত্য-বিরোধেনেতি"—দ্বৈত ভাবেই হউক, অথবা অদ্বৈত ভাবেই হউক, যে উপায়ই এই আত্মরতির অনুকূল, তাহাতে অনুরাগ বৃত্তির প্রবাহই 'ভক্তি'—শ্রীমৎ পরিব্রাজক-স্বামিকৃত নারদভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা।

† "রূপাদিমান্ হি দেহোঽতঃ করণাদি বিলোচনম্॥" এইরূপ পাঠ হইলেই যেন ভাল হইত। তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে :—যেহেতু দেহ-রূপাদি বিশিষ্ট, এবং করণাদি (ইন্দ্রিয়গণ) বিলোচন অর্থাৎ আত্মার জ্ঞানের সাধন।

বঙ্গানুবাদ—যেমন আদর্শ অর্থাৎ দর্পণ-সদৃশ নির্ম্মল বুদ্ধিতে জীব আত্মাকে দেখিতে পায়, সেই প্রকার আত্মাতে সে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি এবং পুরুষকেও দর্শন করিয়া থাকে। তখন সে প্রসংখ্যান বা বিবেক-জ্ঞান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া পরমার্থ প্রাপ্ত হয় এবং বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়। ৮।৯।

ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনস্যভিনিবেশ্য চ।
মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব। ১০।
অহঙ্কারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি।
প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ। ১১।

বঙ্গানুবাদ—নিখিল ইন্দ্রিয়গণকে মনে নিবিষ্ট করিয়া ও মনকে অহঙ্কারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং তদনন্তর পুরুষকে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে। ১০,১১।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে।
দ্বিদ্বাদশভ্যঃ খ্যাতো যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ।
বিবেকাৎ কেবলীভূতঃ ষড্‌বিংশমনুপশ্যতি। ১২।

বঙ্গানুবাদ—তখন জীব "আমি ব্রহ্মরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ (জ্ঞান)" এইরূপ উপলব্ধি করিয়া মুক্ত হয়। প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ পঞ্চবিংশ রূপে প্রসিদ্ধ যে পুরুষ তিনিই বিবেক-বিচার দ্বারা উক্ত প্রকৃত্যাদি হইতে পৃথক্ হইয়া কৈবল্য লাভ করেন এবং ষড্‌বিংশসংখ্যক ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করেন। ১২।

নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিস্থূণং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ কবিঃ। ১৩।

বঙ্গানুবাদ—যে বিদ্বান্ পঞ্চসাক্ষিক অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত সমন্বিত, ত্রিস্থূণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ যুক্ত, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্মা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি নবদ্বারে বিশিষ্ট এই দেহকে (আত্মার নশ্বর গৃহরূপে—অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ রূপে—নিশ্চয় করিয়া নিত্য-সত্য আত্মাকে) জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি বা জ্ঞানী। ১৩।

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্ব্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। ১৪।
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৩ তমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ জ্ঞান যজ্ঞের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে, অর্থাৎ জ্ঞান যজ্ঞের (আত্মজ্ঞানের) সমান কিছুই নহে। ১৪।

গরুড় পুরাণ ২৩৩ অধ্যায় সমাপ্ত।

কবণত্বান্মনোঽপি নো, ন প্রাণোঽচেতনো যতঃ ।
বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে হি প্রতীযতে ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—মনও একটী কবণ অতএব মনও আত্মা নহে। প্রাণ অচেতন অতএব প্রাণও আত্মা হইতে পারে না। সুষুপ্তিকালে প্রাণ বিজ্ঞান শূন্য প্রতীত হইয়া থাকে। ৩।

নাহমাত্মা চ দুঃখাদিসংসারাভিসমন্বযাৎ ।
স্থৌল্যাদিধর্ম্মবিশিষ্টদেহবৎ বিততঃ পরম্ ।
বিধুম ইব দীপ্তার্চ্চিবাদিত্য ইব দীপ্তিমান্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—অহঙ্কারও আত্মা নহে কারণ অহঙ্কারের দুঃখাদি ও সংসারের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। দেহের স্থূলত্বাদি ধর্ম্মবশতঃ আত্মা তদ্বৎ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপ বিধুম অগ্নির ন্যায় এবং সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান (স্বয়ং প্রকাশ) দেহের ধর্ম্মাদি আত্মায় নাই। ৪।

বৈদ্যুতোঽগ্নিরিবাকাশে হৃৎস্থো জ্ঞেয়াত্মনাত্মনি ।
শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—আকাশে যেরূপ বৈদ্যুতিক অগ্নি প্রকাশিত হয় সেইরূপ আত্মাও জ্ঞেয়রূপে হৃদয়ে (বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে) স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং স্ব স্ব স্বরূপকেই উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং তাহারা আত্মাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ। ৫।

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি ।
খানাস্ত মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্ নিযচ্ছতি ॥ ৬ ॥
তদা প্রকাশতে হ্যাত্মা ঘটে দীপো জ্বলন্নিব ।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞাতা ও সমস্ত বিষয়ের দ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ জীবই) ইন্দ্রিয়গণকে দেখিতে পান। যখন মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের রশ্মিগুলি অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সংযোগ সম্যক্ প্রকারে নিরুদ্ধ হয় তখন আত্মা প্রজ্বলিত দীপ যেরূপ ঘটে প্রকাশিত হয় সেইরূপ প্রকাশিত হন। পাপকর্ম্মের ক্ষয়ে চিত্ত কামনাশূন্য হইলেই জীবের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬।৭।

[illegible] পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ ॥ ৮ ॥
মনো বুদ্ধিরহঙ্কারোঽব্যক্তং পুরুষং তথা ।
প্রসংখ্যায় পরাবাপ্তৌ বিমুক্তো বন্ধহেতুভিঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—চৌর্য্য বা বলের দ্বারা পরদ্রব্যের অপহরণের নাম 'স্তেয়'। উক্তরূপ স্তেয়ের অনাচরণই ধর্ম্ম-সাধন "অস্তেয়"। ৬।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে। ৭।

বঙ্গানুবাদ—কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল অবস্থায়, সকল সময়ে ও সকল দেশে মৈথুন ত্যাগকে "ব্রহ্মচর্য্য" বলা হইয়া থাকে। ৭।

দ্রব্যাণামপ্যনাদানমাপৎস্বপি যথেচ্ছয়া।
অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ। ৮।

বঙ্গানুবাদ—আপৎ সময়েও ইচ্ছানুসারে পরদ্রব্যের অগ্রহণকে "অপরিগ্রহ" বলা হইয়াছে। (সাধু ব্যক্তি) যত্ন পূর্ব্বক পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবেন। ৮।

দ্বিধা শৌচং মৃজ্জলাভ্যাং বাহ্যং ভাবাদথান্তরম্।
যদৃচ্ছালাভতস্তুষ্টিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণম্। ৯।

বঙ্গানুবাদ—"শৌচ" দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শুদ্ধির নাম বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধির নাম আন্তর শৌচ। যদৃচ্ছা লাভে (অদৃষ্টবশতঃ লাভে) যে তুষ্টি তাহাই "সন্তোষ"; এবং এই সন্তোষই সুখের সাধন। ৯।

মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
শরীরশোষণং বাপি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। ১০।

বঙ্গানুবাদ—মন ও ইন্দ্রিয়গণের একাগ্রতা, অথবা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতের দ্বারা যে দেহের শোষণ তাহাকে পরম "তপস্যা" বলা হইয়াছে। ১০।

বেদান্তশতরুদ্রীয়প্রণবাদিজপং বুধাঃ।
সত্ত্বশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ষতে॥ ১১।

বঙ্গানুবাদ—পুরুষের সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত বেদান্ত পাঠ, শতরুদ্রীয় (বৈদিক রুদ্রসূক্ত) পাঠ, বা প্রণবাদি জপের নাম পণ্ডিতগণ "স্বাধ্যায়" বলিয়া থাকেন। ১১।

স্তুতিস্মরণপূজাদিবাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনম্। ১২।

বঙ্গানুবাদ—স্তব, স্মরণ, ও পূজা রূপ বাক্য, মন ও শরীরের কর্ম্ম দ্বারা হরিতে (ভগবানে) যে অচলা ভক্তি তাহাই "ঈশ্বর-চিন্তা"। ১২।

শ্রীভগবানুবাচ।

যমাশ্চ নিয়মাঃ পার্থ আসনং প্রাণসংযমঃ।
প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী।
সমাধিরিযমষ্টাঙ্গো যোগ উক্তো বিমুক্তয়ে। ১।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা এবং সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ বিমুক্তির উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ১।

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা
অক্লেশজননং প্রোক্তং ভূতানাং যদহিংসনম্। ২।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো হ্যহিংসা পরমং সুখম্।
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা ত্বহিংসা সা প্রকীর্ত্তিতা। ৩।

বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বদা কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা সকল জীবের ক্লেশ উৎপাদন না করার নামই "অহিংসা"। অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম সুখ কিন্তু শাস্ত্র-বিধি অনুসারে (ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুদ্ধ, বৈশ্যের হলচালন ইত্যাদিতে) যে হিংসা বিহিত হয় তাহাও অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২।৩।

যথা নাগপদেঽন্যানি পদানি পদগামিনাম্।
সর্ব্বাণ্যেবাপিধীয়ন্তে পদজাতানি কৌঞ্জরে।
এবং সর্ব্বং হি হিংসায়াং ধর্ম্মার্থমপিধীয়তে। ৪।

বঙ্গানুবাদ—যেরূপ পাদচারিগণের সকল পদগুলিই হস্তিপদের দ্বারা পিহিত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেইরূপ ধর্ম্মার্থ হিংসার দ্বারা সমস্ত দোষই আচ্ছাদিত হয়। ৪।

যদ্ভূতহিতমত্যন্তং বচঃ সত্যস্য লক্ষণম্।
সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ৫।

বঙ্গানুবাদ—যে বাক্য সর্ব্বভূতের অত্যন্ত হিতকর তাহাই "সত্য" নামে অভিহিত। যেহেতু—সত্য বাক্য বলিবে, প্রিয় বাক্য বলিবে, অপ্রিয় সত্য বলিবে না এবং মিথ্যা প্রিয় বাক্যও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ৫।

যত্র দ্রব্যাপহরণং চৌর্য্যাদ্বাথ বলেন বা।
স্তেয়ং তস্যানাচরণমস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনম্। ৬।

কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রভ্রূমধ্যমূর্দ্ধসু।
কিঞ্চিত্তস্মাৎ পরস্মিংশ্চ ধারণা দশ কীর্ত্তিতাঃ। ২০।

বঙ্গানুবাদ—মনোময় (বোধে) চিত্তের ধারণার নামই "ধারণা"। প্রথমে নাভি দেশে, পরে হৃদয়ে, অনন্তর বক্ষে, তদনন্তর কণ্ঠ, মুখ, নাসিকাগ্র, নেত্র, ভ্রূমধ্য এবং মস্তকে সর্ব্ব শেষে তাহারও পরবর্ত্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে ধারণা করিতে হয়। এই প্রকার ধারণা দশবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯।২০।

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে।
একাকারঃ সমাধিঃ স্যাদ্দেশলক্ষণবর্জ্জিতঃ *। ২১।

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৪ তমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ—আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবে অবস্থানকে 'সমাধি' বলা হয়। যাহা একাকার, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের ভেদ-রহিত এবং যাহাতে দেশ বিশেষের (ধারণা) অবলম্বন নাই, তাহাই সমাধি পদবাচ্য। ২১।

গরুড়পুরাণ ২৩৪ অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীভগবানুবাচ।

ব্রহ্মগীতাং প্রবক্ষ্যামি যাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভবান্।
অহং ব্রহ্মাস্মীতি বাক্যাজ- জ্ঞানান্মোক্ষো ভবেন্নৃণাম্। ১।

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, (হে অর্জ্জুন!) ব্রহ্মগীতা বলিতেছি, যাহা জানিলে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। অহং ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যজনিত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে মনুষ্যগণের মোক্ষ হইয়া থাকে। ১।

বাক্যজ্ঞানং ভবেজ জ্ঞানাদহংব্রহ্মপদার্থয়োঃ।
পদদ্বয়ার্থৌ দ্বিবিধৌ বাচ্যৌ লক্ষ্যৌ স্মৃতৌ বুধৈঃ। ২।

বঙ্গানুবাদ—অহং (আমি) ও ব্রহ্ম পদার্থের জ্ঞান হইলেও পূর্ব্বে ঐ বাক্যজ্ঞান হয়—অর্থ২ "অহং ব্রহ্মাস্মি' পদার্থের যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। উক্ত পদদ্বয়ের (অহং ও ব্রহ্মের) অর্থ দুই প্রকার—বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ—ইহাই পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ২।

বাচ্যৌ তু শবলৌ জ্ঞেয়ৌ লক্ষ্যৌ শুদ্ধৌ প্রকীর্ত্তিতৌ।
প্রাণপিণ্ডাদিকায়ে চ চেতনং শবলং তু যৎ। ৩।

তথা বৈ দেবপর্য্যন্তমহংশব্দেন চোচ্যতে।
প্রত্যগ্রূপমদ্বিতীয়মহংশব্দেন ভণ্যতে। ৪।

---

* পাঠান্তরে—"দেশকালবর্জ্জিতঃ"—যাহাতে উক্ত দশ প্রকার আলম্বন নাই।

আসনং স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্ধাসনং তথা।
প্রাণঃ স্বদেহজো বায়ুরায়ামস্তন্নিরোধনম্ ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ—স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন প্রভৃতিকে "আসন" বলা যায়। নিজদেহোৎপন্ন বায়ুর নাম প্রাণ, এবং তাহার নিরোধকে 'আয়াম' বলা হইয়া থাকে। ১৩ ॥

প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম উপস্থিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ।
নিয়মঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিঃ প্রত্যাহারস্তু পাণ্ডব ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ— প্রাণ ও অপান বায়ুর নিরোধই "প্রাণায়াম" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। হে পাণ্ডব! স্বভাবতঃ বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের নিয়মকে সাধুগণ "প্রত্যাহার" বলিয়া থাকেন ॥১৪॥

মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।
যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিমমূর্ত্তমথ চিন্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্তনকে "ধ্যান" বলা যায়। যোগারম্ভ কালে মূর্ত্তিমান্ হরির এবং তদনন্তর অমূর্ত্তব্রহ্মের চিন্তন করিতে হইবে। ১৫ ॥

নাভিকন্দে স্থিতং নালং দশাঙ্গুলসমায়ুতম্।
নালে চাষ্টদলং পদ্মং দ্বাদশাঙ্গুলবিস্তৃতম্ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—নাভি রূপ মূলে দশাঙ্গুল পরিমিত একটী নাল আছে, সেই নালে দ্বাদশাঙ্গুল বিস্তৃত একটী অষ্টদল পদ্ম (বিরাজমান আছে) ॥ ১৬ ॥

সকর্ণিকে কেশবালে সূর্য্যসোমাগ্নিমণ্ডলম্।
অগ্নিমণ্ডলমধ্যস্থো বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ১৭ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ কৌস্তুভসংযুতঃ।
বনমালী কৌস্তুভেন যুতোঽহং ব্রহ্ম মুক্ত ওঁম্ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ—কর্ণিকার সহিত কেশরের মধ্যে সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিমণ্ডল বর্ত্তমান। এই অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে চতুর্ভুজ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী, কৌস্তুভ শোভিত বনমালী বাসুদেব বিরাজমান। তিনিই অহং (আত্মা), ব্রহ্মস্বরূপ, মুক্ত (মায়াতীত) এবং প্রণবের প্রতিপাদ্য। ১৭।১৮ ॥

ধারণেত্যুচ তে চেবং ধার্য্যতে যন্মনোময়ে।
প্রাঙ্নাভ্যাং হৃদয়ে চাপি তৃতীয়া চ তথোরসি ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সম্মায়িব্রহ্মতঃ খং স্যাৎ খাদ্মরুত্বাংস্ততোঽনলঃ।
অগ্নেরাপস্ততঃ পৃথ্বী প্রপঞ্চীকৃতভূতকম্ ॥ ১ ॥
ততঃ সপ্তদশং লিঙ্গং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্ পাণিপাদং পায়ুশ্চ উপস্থমথ ধীন্দ্রিয়ম্ ॥ ২ ॥
শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণং স্যাৎ পঞ্চ বায়বঃ।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ ব্যানস্তূদান এব চ ॥ ৩ ॥
মনো ধীরন্তঃকরণং স্যাম্মনঃ সংশয়াত্মকম্।
বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপা তু এতৎ সূক্ষ্মশরীরকম্ ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন, মায়োপহিত ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী—এই প্রপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। তদনন্তর পাণিপাদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাপানাদি পঞ্চ বায়ু, এবং সংশয়াত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণ—এই সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হয়। ১।২।৩।৪।

হিরণ্যগর্ভমাখ্যীয়ং ভূততৎকার্য্যলিঙ্গকম্।
পঞ্চীকৃতানি ভূতানি অপঞ্চীকৃতভূততঃ ॥ ৫ ॥
পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যো ব্রহ্মাণ্ডং সমজায়ত।
লোকপ্রসিদ্ধং স্থূলাঙ্গং শরীরচরণাদিমৎ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ—এই সূক্ষ্ম শরীর হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধ, পঞ্চভূত ও ভৌতিক কার্য্য ইহার লিঙ্গ বা অনুমাপক হেতু। অপঞ্চীকৃতভূত হইতে পঞ্চীকৃতভূত এবং পঞ্চীকৃতভূত হইতে লোক-প্রসিদ্ধ শরীরচরণাদিযুক্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে। ৫।৬।

পঞ্চীকৃতানি ভূতানি তৎকার্য্যং চাণ্ডমেব চ।
সর্ব্বং শরীরজাতঞ্চ প্রাণিনাং স্থূলমীরিতম্ ॥ ৭ ॥
চিরাত্বপরতাত্মানঃ শরীরং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
দেহদ্বয়াভিমানী চ তদ্মধ্যো জীব একতঃ ॥ ৮ ॥
সচ্ছব্দবাচ্যং ব্রহ্মৈব প্রবিষ্টং দেহয়োর্দ্বয়োঃ।
জলার্কবদ্ ঘটখবজ্জীবঃ প্রাণাদিধারণাৎ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ—(উক্ত পদদ্বয়ের) বাচ্যার্থ (মুখ্যার্থ) শবল (সগুণ বা মায়োপহিত আত্মা) এবং লক্ষ্যার্থ (গৌণার্থ) শুদ্ধ (নির্গুণ বা মায়া রহিত আত্মা)। প্রাণ-পিণ্ডাত্মক শরীরে যাহা চেতন তাহাকেই শবল বলা যায়—অর্থাৎ স্থূলাদি শরীরোপহিত চৈতন্যকেই শবল বলা হয়। এবং সাধারণ জীব হইতে দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই অহং শব্দে অভিহিত হয়। এই অহং শব্দের লক্ষণা দ্বারাই অদ্বিতীয় প্রত্যগ্‌রূপ (কূটস্থ চৈতন্য) বর্ণিত হইয়া থাকেন।৩।৪।

অদ্বয়ানন্দচৈতন্যং পরোক্ষসহিতং পরম্।
প্রাণপিণ্ডাত্মকাপার্থং সদ্বিতীয়বিভাগকম্॥ ৫ ॥
ত্যাগেন প্রত্যেক্ চৈতন্যভাগো লক্ষ্যেত চাহমা।
তথা ব্রহ্মপদেনৈব প্রাণাপিণ্ডাত্মকারণা॥ ৬॥
বিদ্যাপরোক্ষভাগে চ পরিত্যাগে চ লক্ষ্যতে।
অদ্বয়ানন্দচৈতন্যভাগ এবং বিচিন্তয়েৎ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ—প্রাণপিণ্ডাত্মকরূপে অপাণার্থ, (সার্থক) দ্বিতীয় বিভাগ সমন্বিত ও পরোক্ষ সহিত অদ্বয়ানন্দ চৈতন্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ত্যাগ দ্বারা "অহং" শব্দ হইতে প্রত্যক্ চৈতন্যভাগ লক্ষিত হয় এবং ব্রহ্মপদের দ্বারা প্রাণ পিণ্ডাত্ম-কারণ বিদ্যা ও পরোক্ষভাগ পরিত্যাগ করিলে অদ্বয়ানন্দ চৈতন্যভাগ লক্ষিত হইয়া থাকে—ইহাই চিন্তা করিতে হইবে। ৫।৬।৭।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

—বিষয় সূচী—

মকার—অর্থাৎ ওঁ (প্রণব)ই অহং প্রত্যয়ের দ্রষ্টা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ। ২০।২১।২২।২৩।

ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্মজ্ঞানমজ্ঞানমর্দ্দনম্।
অয়মাত্মা ব্রহ্মজ্যোতির্বিজ্ঞানানন্দরূপকম্॥ ২৪॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তঃ স তত্ত্বমসি শ্রুতীরিতম্।
অহং ব্রহ্মাস্মি নির্লেপমহং ব্রহ্মাস্মি সর্ব্বগম্॥ ২৫॥
যোঽসাবাদিত্যপুরুষঃ সোঽসাবহমনাদিমৎ।
গীতাসারোঽর্জ্জুনায়োক্তো যেন ব্রহ্মণি বৈ লয়ঃ॥ ২৬॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৬ তমোঽধ্যায়ঃ।

গীতাসারঃ সমাপ্তঃ।

বঙ্গানুবাদ—"আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান অজ্ঞানের নাশক। এই আত্মাই স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্ম ও বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ, সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ, এবং ইনিই "তত্ত্বমসি" (তুমি—আত্মা, সেই—ব্রহ্ম হও) এই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছেন। আমি নির্লেপ, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপ। যিনি আদিত্য পুরুষ, আমিই সেই তিনি।

এই গীতাসার অর্জ্জুনের নিকট কথিত হইয়াছে, ইহার সম্যক্ উপলব্ধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হইয়া থাকে। ২৪।২৫।২৬।

গরুড় পুরাণ ২৩৬ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতাসার সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

—জ্ঞান-যোগ—

তৃতীয় অধ্যায়

—কর্ম্ম-যোগ—

সপ্তম অধ্যায়

—বিজ্ঞান যোগ—

পঞ্চম অধ্যায়

সন্ন্যাস যোগ

ষষ্ঠ অধ্যায়

—ধ্যান যোগ—

দশম অধ্যায়

—বিভূতি-যোগ—

একাদশ অধ্যায়

—বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ—

পঞ্চদশ অধ্যায়

—পুরুষোত্তম-যোগ—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

—গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ—

অষ্টাদশ অধ্যায়

—মোক্ষ-যোগ—

গীতার ছন্দোবিবরণ।

অনুষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ও বিপরীতপূর্ব্বা এই পাঁচটী ছন্দে গীতার ৭০০ শ্লোক রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৪৫টী শ্লোক অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত এবং অবশিষ্ট ৫৫টী শ্লোক যে যে ছন্দে রচিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

ছন্দের নাম	অধ্যায়	শ্লোকের সংখ্যা
ইন্দ্রবজ্রা	২	৭, ২৯
	৮	২৮
	৯	২০
	১১	২০, ২২, ২৭, ৩০
	১৫	৫, ১৫
উপেন্দ্রবজ্রা	১১	১৮, ২৮, ২৯, ৪৫
উপজাতি	২	৫,৬,৮,২০২২,৭০
	৮	৯, ১০, ১১
	৯	২১
	১১	১৫,১৬,১৭,১৯,২১, ২৩,২৪,২৫,২৬,৩১ ৩২,৩৩,৩৪,৩৬,৩৮, ৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০
	১৫	২, ৩, ৪
বিপরীতপূর্ব্বা	১১	৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪

উপর্য্যুক্ত পাঁচটী ছন্দের রচনাপ্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। বিশেষ বিশেষ নিয়মে বর্ণ ও মাত্রার সমাবেশের নাম ছন্দঃ। অ, ই, উ, ঋ, ৯ এই পাঁচটী বর্ণ এবং তৎসবলিত ব্যঞ্জনবর্ণও হ্রস্ব বা লঘু; কিন্তু সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্থিত, অথবা ং ও ঃ যুক্ত হ্রস্বস্বরও দীর্ঘ বা গুরু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক শ্লোকে চারি চরণে অর্থাৎ চারিভাগে বিভক্ত।

অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রতি চরণে বর্ণ বা অক্ষরের সংখ্যা ৮, এবং প্রত্যেক চরণের ৫ম বর্ণ লঘু ও ৬ষ্ঠ বর্ণ গুরু; এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের ৭ম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে। (পশ্চের ও লক্ষণ)

গীতার শ্লোকসংখ্যা-নিরূপণ।

[আমাদের গীতায় প্রথম অধ্যায়ে শ্লোকসংখ্যা ৪৬টী এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৫টী ধৃত হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন গীতায় প্রথম অধ্যায়ে ৪৭টী এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৩৪টী শ্লোক দৃষ্ট হয়। মোট সংখ্যা সকলেই ৭০০ স্বীকার করিয়াছেন, ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। প্রথম অধ্যায়ের ২৬শ শ্লোকে ('তত্রাপশ্যৎ' ইত্যাদি) হইতে ৩৬শ ('পাপমেবাশ্রয়েৎ' ইত্যাদি) শ্লোক পর্য্যন্ত সকল গীতাতেই মোট ৪৮ চরণ থাকিলেও ঐ ৪৮ চরণকে কেহ কেহ অন্বয়ানুরোধে কোন স্থলে ৬ চরণে, কোন স্থলে ২ চরণে এবং কেহ কেহ অন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সর্ব্বত্র সাধারণ নিয়মানুসারে ৪ চরণে শ্লোক ধরিয়া ১২ শ্লোক করিয়াছেন; তৎফলে এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪৭ হইয়াছে। আমাদের গীতায় ঐ স্থানে অন্বয়ানুরোধে ২৬শ ও ৩৬শ শ্লোকে উভয়ত্র ৬ চরণে শ্লোক ধৃত হওয়ায় এবং কোথাও ২ চরণে শ্লোক ধৃত না হওয়ায় ১১টী শ্লোক মাত্র হইয়াছে, এবং তৎফলে এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৪৬টী হইয়াছে। আর ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকটী কেহ কেহ ধরেন নাই, কিন্তু আমাদের গীতায় উহা ধৃত হইয়াছে; তৎফলে কোন কোন গীতায় এই অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৩৪, কিন্তু আমাদের সংখ্যা ৩৫টী হইয়াছে।]

অধ্যায়	ধৃতরাষ্ট্র	সঞ্জয়	অর্জ্জুন	শ্রীভগবান্	শ্লোকসমষ্টি
১ম	১	২৪*	২১	০*	৪৬
২য়	০	৩*	৬*	৬৩	৭২
৩য়	০	০	৩	৪০	৪৩
৪র্থ	০	০	১	৪১	৪২
৫ম	০	০	১	২৮	২৯
৬ষ্ঠ	০	০	৫	৪২	৪৭
৭ম	০	০	০	৩০	৩০
৮ম	০	০	১	২৬	২৮
৯ম	০	০	০	৩৪	৩৪
১০ম	০	০	৭	৩৫	৪২
১১শ	০	৮	৩৩	১৪	৫৫
১২শ	০	০	১	১৯	২০
১৩শ	০	০	১	৩৪	৩৫
১৪শ	০	০	১	২৬	২৭
১৫শ	০	০	০	২০	২০
১৬শ	০	০	০	২৪	২৪
১৭শ	০	০	১	২৭	২৮
১৮শ	০	৫	২	৭১	৭৮
	১	৪০	৮৫	৫৭৪	৭০০

* প্রথম অধ্যায়ের ২য় হইতে ১১শ এই দশটী শ্লোক দুর্য্যোধনের উক্তি, ২৫শ শ্লোকে "পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূন্" শ্রীভগবানের এই উক্তি, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে "ন যোৎস্যে" অর্জ্জুনের এই উক্তি—সঞ্জয়ের উক্তিগুলির মধ্যেই গৃহীত হইয়া সংখ্যা নিরূপিত হইল।

কুরুক্ষেত্রে সমবেত কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের

জন্ম-বিবরণ ।*

১। অর্জ্জুন—ইন্দ্রের অংশে সম্ভূত।

২ অশ্বত্থামা—(দ্রোণপুত্র)—মহাদেব, যম, কাম ও ক্রোধ এই চারিজনের সমষ্টিভূত অংশে উৎপন্ন।

৩। কর্ণ—সূর্য্যের অংশে সম্ভূত।

৪। কাশিরাজ—(মিত্র)—দীর্ঘজিহ্ব নামে দানবশ্রেষ্ঠ।

৫। কৃপ—(ধনুর্ব্বেদাচার্য্য ও দ্রোণের শ্যালক)—একাদশ রুদ্রের অংশে জাত।

৬। দুর্য্যোধন—কলির অংশে সম্ভূত।

৭। দ্রুপদ—(পাণ্ডবগণের শ্বশুর)—বায়ুর অংশে সম্ভূত।

৮। দ্রুপদ পুত্র—(ধৃষ্টদ্যুম্ন)—অগ্নির অংশে উৎপন্ন।

৯। দ্রোণ—বৃহস্পতির অংশে সম্ভূত।

১০। দ্রৌপদেয়—(দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র) — বিশ্বনামে দেবগণ। যুধিষ্ঠিরাদির ঔরসে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকীর্ত্তি, শতানীক ও শ্রুতসেন।

১১। ধৃষ্টকেতু—প্রহ্লাদের অনুজ অনুহ্লাদ।

১২। ধৃষ্টদ্যুম্ন—অগ্নির অংশে সম্ভূত।

১৩। নকুল ও সহদেব—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে সম্ভূত।

১৪। ভীম—বায়ু দেবতার অংশে সম্ভূত।

১৫। ভীষ্ম—বশিষ্ট কর্ত্তৃক অভিশপ্ত দ্যুনামা অষ্টম বসু দেবতা।

১৬। যুধিষ্ঠির—ধর্ম্মের অংশে সম্ভূত।

১৭। বাসুদেব—(কৃষ্ণ)—দেবদেব নারায়ণের অংশে আবির্ভূত।

১৮। বিকর্ণ—(ধৃতরাষ্ট্র পুত্র)—সপ্তর্ষি পুলস্ত্যের সন্তানদিগের মধ্যে অন্যতম।

১৯। বিরাট—(অভিমন্যুর শ্বশুর)—বায়ুর অংশে জাত।

২০। শিখণ্ডী—(দ্রুপদের কন্যা ও পরে পুত্র)—শ্রীপূর্ব্বনামা রাক্ষস।

২১। সাত্যকি—(যদুবংশীয় বীর, যুযুধান)—বায়ু দেবতাদিগের অংশে সম্ভূত।

২২। সৌভদ্র—(অভিমন্যু)—চন্দ্রের তনয় বর্চ্চাঃ।

২৩। সংগ্রাম সংবাদ প্রবক্তা সঞ্জয়—পিতা গবল্গণ। ভাঃ ১।১৩।৩ ৩৫।মহাভাঃ ৬।১৩। ইনি দশদিনের যুদ্ধবিবরণ প্রদাতা।

---

* সম্ভব-পর্ব্ব ও দুর্য্যোধন-পর্ব্ব হইতে সঙ্কলিত।

ইন্দ্রবজ্রাদি অপর চারিটী ছন্দের প্রত্যেক চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে; তন্মধ্যে **ইন্দ্রবজ্রা**চ্ছন্দে ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৯ম বর্ণ লঘু হইয়া থাকে, এবং ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দের প্রতি চরণের প্রথম বর্ণটী হ্রস্ব হইলেই উহাকে **উপেন্দ্রবজ্রা** বলে। ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিলনে প্রধানতঃ **উপজাতি**চ্ছন্দ রচিত হয়, অর্থাৎ চারি চরণের একটী, দুইটী বা তিনটী ইন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটী উপেন্দ্রবজ্রা হইলে অথবা একটী, দুইটী বা তিনটী উপেন্দ্রবজ্রা ও অবশিষ্টটী ইন্দ্রবজ্রা হইলে, এই মিশ্রিত ছন্দটী উপজাতি নামে অভিহিত হয়। পরন্তু চারি চরণের প্রথম চরণটী ইন্দ্রবজ্রা এবং অপর তিনটী চরণ উপেন্দ্রবজ্রা হইলে উহা **বিপরীতপূর্ব্বা** নামে কথিত হইয়া থাকে।*

গীতায় আর্ষপ্রয়োগ আছে বলিয়া স্থানে স্থানে ছন্দোবিষয়ক সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—২ অ। ২০, ৯ অ। ২০; ১১ অ। ২১, ৩৫ ইত্যাদি।

---

* পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রণীত "ছন্দোবোধিকা" গ্রন্থে সর্ব্বপ্রকার প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দের বিবরণ ও তাহাদের উদাহরণ বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কেহ তিন আনার ডাকটিকিট সহ 'কাশী যোগাশ্রম' পত্র লিখিলেই ঐ পুস্তক পাইতে পারেন।

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রারভ্যতে।

পাঠক্রমঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীগোপালকৃষ্ণায় নমঃ।

—ন্যাসাঃ—

ঋষ্যাদিন্যাসঃ—ওঁ অস্য (এই) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ মন্ত্রমালার) শ্রীভগবান্ বেদব্যাস ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দ। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা দেবতা। "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" (২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি বীজং (এইটী মন্ত্রমালার বীজ)। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি শক্তিঃ (এইটী মন্ত্রমালার শক্তি)। "অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" (১৮শ অধ্যায়ের ৬৬ম শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ) ইতি কীলকম্ (এইটী মন্ত্রমালার আলম্বন বা আশ্রয়)। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত গীতাপাঠ করিতেছি)।

করন্যাসঃ—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" (২য় অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিতে হয়)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" (২য় অধ্যায়ের ২২শ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ (দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়)। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" (২য় অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) মধ্যমাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি স্পর্শ করিতে হয়)। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" (২য় অধ্যায়ের ২৪শ শ্লোকের শেষার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) অনামিকাভ্যাং নমঃ (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা দুই হস্তের অনামিকা স্পর্শ করিতে হয়)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ১১শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ (দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" (১১শ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের শেষার্দ্ধ) ইতি (এই মন্ত্রে) করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ (প্রথমে দক্ষিণহস্তের নিম্নে বামহস্ত পরে বামহস্তের নিম্নে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিতে হয়)। ইতি করন্যাসঃ (ইহাকে করন্যাস বলে)।

অঙ্গন্যাসঃ—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ (এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিতে হয়)। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা (এই মন্ত্রে পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিতে হয়)। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্

(এই মন্ত্রে পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা শিখা স্পর্শ করিতে হয়)। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্ (এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে দক্ষিণহস্ত দ্বারা বামবাহুমূল ও বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণবাহুমূল স্পর্শ করিতে হয়)। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্ (এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি দ্বারা বাম ও দক্ষিণনেত্র এবং ললাটের মধ্যস্থান স্পর্শ করিতে হয়)। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইত্যস্ত্রায় ফট্ (এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা বামহস্ত তলে আঘাত করিতে হয়)। ইত্যঙ্গন্যাসঃ (ইহাকে অঙ্গন্যাস বলে)।

—ধ্যানম্—

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বা মনসা দধামি* ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১ ॥

[হে] অম্ব ভগবদ্গীতে (হে জননী ভগবদ্গীতে) মধ্যে মহাভারতম্ (মহাভারতের মধ্যে) পুরাণমুনিনা ব্যাসেন গ্রথিতাং (প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক গ্রথিত) স্বয়ং ভগবতা নারায়ণেন পার্থায় প্রতিবোধিতাং (স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সম্যক্ প্রকারে বিবোধিত) [গীতাদেবতা অদ্বিতীয়া] ভবদ্বেষিণীম্ (পুনর্জ্জন্মনাশিনী) অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীম্ অষ্টাদশাধ্যায়িনীং ভগবতীং ত্বা [অহং] মনসা দধামি (অদ্বৈত সুধা ধারাবর্ষিণী অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্তা তোমাকে আমি মনে চিন্তা করি)।

নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥ ২ ॥

[হে] ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (প্রস্ফুটিতপদ্মপত্রসদৃশচক্ষুবিশিষ্ট) বিশালবুদ্ধে (মহামতি) ব্যাস, তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার), যেন ত্বয়া (যে তোমা কর্ত্তৃক) ভারততৈলপূর্ণঃ (মহাভারতরূপ তৈলদ্বারা পরিপূর্ণ) জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ (জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত হইয়াছে)।

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩ ॥

---

* "অনুসন্দধামি" ইতি পাঠান্তরম্

প্রপন্নপারিজাতায় (শরণাগতের কল্পবৃক্ষ সদৃশ) তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (সন্তাড়ন বেত্রদণ্ড শোভিতহস্ত) জ্ঞানমুদ্রায় (ভক্ত অর্জ্জুনকে জ্ঞানোপদেশার্থ জ্ঞানমুদ্রা [তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মিলিত] বিশিষ্ট) গীতামৃতদুহে (গীতা-স্বরূপ বচনসুধার দোহনকর্ত্তা) কৃষ্ণায় নমঃ (কৃষ্ণকে নমস্কার) ।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪ ॥

সর্ব্বোপনিষদঃ (উপনিষৎসকল) গাবঃ (গাভীসদৃশ), গোপালনন্দনঃ (গোপালনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণ) দোগ্ধা (দোহনকর্ত্তা), পার্থ (অর্জ্জুন) বৎসঃ (বৎসসদৃশ), সুধীঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ভোক্তা (পানকর্ত্তা), গীতামৃতং (গীতার বাক্যসুধা) মহৎ দুগ্ধং (মহোপকারক দুগ্ধ)—[অধিকারী নিয়বচিত্ত শুশ্রূষু ব্যক্তিগণ গীতার উপদেশামৃত পান করিয়া জন্ম ও মৃত্যুভয় অতিক্রম করেন] ।

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্ ।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥

বসুদেবসুতং (বসুদেবের পুত্র) দেবং (জ্ঞানস্বরূপ অথবা দীপ্তিমান্) কংস চাণূর মর্দ্দনম্ (কংস ও চাণূর দৈত্যের বিনাশক) দেবকীপরমানন্দং (দেবকীর পরম আহ্লাদপ্রদ) জগদ্‌গুরুম্ (জগতের সকল পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ) কৃষ্ণং বন্দে (কৃষ্ণকে অভিবাদন করি) ।

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকে কেশবে ॥ ৬ ॥

ভীষ্মদ্রোণতটা (ভীষ্ম ও দ্রোণ যে যুদ্ধরূপা নদীর তীর-সদৃশ), জয়দ্রথজলা (যে নদীতে জয়দ্রথ জল স্বরূপ), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারীর পুত্রগণ যাহাতে নীলোৎপল সদৃশ), শল্যগ্রাহবতী (শল্যরূপ কুম্ভীরযুক্ত), কৃপেণ বহনী (কৃপাচার্য্য যাহাতে প্রবাহ [স্রোতঃ] স্বরূপ), কর্ণের বেলাকুলা (কর্ণবীর যাহার বেলাভূমি স্বরূপ), অশ্বত্থাম-বিকর্ণ ঘোরমকরা (অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ যাহাতে ঘোর মকর-সদৃশ), দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী (দুর্য্যোধন যাহার আবর্ত্ত [ঘূর্ণিত জল] স্বরূপ), সা রণনদী (কুরুক্ষেত্রের সেই সমর তরঙ্গিণী) কেশবে কৈবর্ত্তকে [সতি] (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হওয়ায়) খলু (নিশ্চয়) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক) উত্তীর্ণা (পারপ্রাপ্তা হইয়াছে) ।

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানক-কেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জন-ষট্‌পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ ॥

অমলং (মলরহিত) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকালস্বভাবজ-পাপনাশক) গীতার্থগন্ধোৎকটং (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ-স্বরূপ সৌগন্ধযুক্ত) নানাখ্যানককেশরং (নানাবিধ সংকথারূপ-কেশরসমন্বিত) হরিকথাসম্বোধনাবোধিতং (শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানজনক-উপদেশকথা দ্বারা প্রবোধিত) লোকে (জগতে) অহরহঃ (প্রতিদিন) সজ্জনষট্‌পদৈঃ (সাধুজন-রূপ ভ্রমরগণকর্ত্তৃক) মুদা (আনন্দের সহিত) পেপীয়মানং (পুনঃ পুনঃ পীয়মান) পারাশর্য্যবচঃসরোজং (পরাশরপুত্র বেদব্যাসের বচনসরোবরে জাত) ভারতপঙ্কজং (মহাভারত-রূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রেয়সে (কল্যাণের নিমিত্ত) ভূয়াৎ (হউক)—[সাধুগণ সেবিত ভগবদ্বাক্যরাজি স্বরূপ গীতামৃতসমন্বিত মহাভারত গীতাধ্যায়ীর মঙ্গল করুন]।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮ ॥

যৎকৃপা (যাঁহার দয়া) মূকং (বাক্‌শক্তিহীনকে) বাচালং (বক্তৃতাশক্তিবিশিষ্ট) করোতি (করে), [এবং] পঙ্গুং (গতিশক্তিহীনকে) গিরিং (পর্ব্বত) লঙ্ঘয়তে (অতিক্রম করায়), তং (সেই) পরমানন্দমাধবং (পরমসুখ-স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রকে) [আমি] বন্দে (অভিবাদন করি) ।

যং ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম-বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ (ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু) দিব্যৈঃ স্তবৈঃ (অনুপম স্তবসমূহ দ্বারা যং (যাঁহাকে) স্তুবন্তি (স্তুতিবাদ করেন)- সামগাঃ (সামগায়কবৃন্দ) সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ বেদৈঃ (অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদের দ্বারা) যং (যাঁহাকে) গায়ন্তি (গান করেন), যোগিনঃ (যোগিগণ) ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা (ধ্যানাবস্থায় নিবিষ্ট তদ্গতচিত্তের দ্বারা) যং পশ্যন্তি (যাঁহাকে দর্শন করেন), সুরাসুরগণাঃ (দেবতা ও অসুরগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তং (পরিশেষ) ন বিদুঃ (জানেন না), তস্মৈ দেবায় নমঃ (সেই পরম দেবতাকে নমস্কার) ।

— ওঁ —

———

শাঙ্কর-ভাষ্যম্।

উপক্রমণিকা।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥

স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্। ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস। দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো, নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।

জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানঃ। দীর্ঘেণ কালেনানুষ্ঠাতৄণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মান বিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ। তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্।

স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্নিব লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ।

বঙ্গানুবাদ।

পরব্রহ্ম নারায়ণ অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত। ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার অভ্যন্তরে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সহ মর্ত্ত্যলোক অবস্থিত। শ্রীভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টিপূর্ব্বক ইহার স্থিতির ইচ্ছায় প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ করিলেন। অনন্তর সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামে অন্য চারিজন মুনিকে উৎপাদনপূর্ব্বক জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিলেন, কারণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই লক্ষণানুসারে বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ।

কল্যাণকামী ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও চতুরাশ্রমী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক জগতের স্থিতির কারণ এবং প্রাণিগণে প্রত্যক্ষ অভ্যুদয় ও মোক্ষের হেতু-স্বরূপ সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। দীর্ঘকাল পরে অনুষ্ঠাতৃদিগের ভোগ-বাসনার বৃদ্ধি বশতঃ বিবেক-জ্ঞানের ক্ষয়-কারণ অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম অভিভূত ও অধর্ম্ম বর্দ্ধিত হইলে জগতের স্থিতি-পরিপালনের ইচ্ছায় সেই স্রষ্টা নারায়ণরূপ বিষ্ণু পার্থিব ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণত্বের রক্ষার নিমিত্ত বসুদেব হইতে দেবকী গর্ভে স্বীয় অংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন। ব্রাহ্মণত্বের রক্ষণ দ্বারাই বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। কেননা, বর্ণাশ্রম বিভাগাদি উহারই আশ্রিত।

গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্। তদর্থাবিষ্করণায়ানেকৈর্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণম্। তচ্চ সর্বকর্মসংন্যাসপূর্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্মাদ্ভবতি। তথেমমেব গীতার্থধর্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং—স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে—ইত্যনুগীতাসু (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব—১৬।১২)। [illegible] তত্রৈবোক্তং—নৈব ধর্মী ন চাধর্মীতি (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব—১৯।৭)। যঃ স্যাদেকায়নে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্নিতি (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব—১৯।১)। জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণমিতি চ। ইহাপি চান্তে উক্ত-

---

সদা জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য শক্তি-বল-বীর্য্য-তেজঃ প্রভৃতিতে যুক্ত, জন্মরহিত, অবিকৃত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ও সৃষ্ট জীবগণের ঈশ্বর হইয়াও সেই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রাণীগণের প্রতি অনুগ্রহপূর্ব্বক ত্রিগুণাত্মিকা মূলপ্রকৃতিরূপা স্বীয় বৈষ্ণবী মায়াকে বশীভূত করিয়া নিজ মহিমায় যেন দেহযুক্ত ও জাত বলিয়া প্রতীত হন। নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহেচ্ছায় শোকমোহের মহাসাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক) দুই প্রকার বৈদিক ধর্ম্ম উপদেশ করিলেন। কেননা, অধিক গুণশালী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই ধর্ম্মোপদেশ যথাযথ সাতশত শ্লোকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস 'গীতা' নাম দিয়া রচনা করিলেন।

সেই এই এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার-সংগ্রহ বলিয়া ইহার অর্থ দুর্ব্বিজ্ঞেয়। অনেকে সেই অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ ও যুক্তি বিস্তারিত ভাবে প্রদান করিলেও উহা লোকে অত্যন্ত বিরুদ্ধ বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতেছে দেখিয়া আমি বিচার-পূর্ব্বক অর্থ নির্দ্ধারণের নিমিত্ত সংক্ষেপে গীতার ব্যাখ্যা করিব।

মূল কারণের (মায়ার) সহিত সংসারের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ পরম মোক্ষ সংক্ষেপে এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন। সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম দ্বারাই তাহা (মুক্তি) লাভ হয়। সেইজন্য এই গীতোক্ত ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া "অনুগীতা"তে ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে :—

স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।
ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ। মহা, অশ্বমেধ—১৬।১২

পরব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞানের জন্য সেই ধর্ম্মই (গীতোক্ত ধর্ম্মই) সুপর্য্যাপ্ত। তাহা আমি পুনঃ সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে অক্ষম।

আরও সেই স্থলেই উক্ত হইয়াছে—

নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী পূর্ব্বোপচিতহা যকঃ।
ধাতুক্ষয়প্রশান্তাত্মা নির্দ্বন্দ্বঃ স বিমুচ্যতে। ঐ—১৯।৭

মর্জ্জুনায—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (১৮।৬৬)—ইতি। অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ স দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্নীশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ। শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপদ্যতে। তথা চেমমেবার্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি—ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি (৫।১০)—যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে (৫।১১)—ইতি।

ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বং চ বাসুদেবাখ্যাং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়দ্বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রম্। যতস্তদর্থবিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিরিতাতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া।

যিনি ধর্ম্মীও নহেন, অধর্ম্মীও নহেন, যাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মরাশি নষ্ট হইয়াছে, যাঁহার ধাতুক্ষয় (অর্থাৎ শরীরারম্ভক ভূতসমূহের বিনাশ) হওয়ায় চিত্ত প্রশান্ত হইয়াছে, তিনি দ্বৈতশূন্য হইয়া (অর্থাৎ পরমাত্মায় লীন হইয়া) মুক্তিলাভ করেন।

যঃ স্যাদেবায়নে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্।

পূর্ব্বং পূর্ব্বং পরিত্যজ্য স তীর্ণো বন্ধনাদ্ভবেৎ। ঐ—১৯।১

যিনি পরব্রহ্মে লীন হইয়া নিস্তব্ধভাবে সর্ব্বচিন্তার (এমন কি—সোঽহং চিন্তারও) অতীত হন তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণ উত্তরোত্তর কারণে বিলীন করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

জ্ঞানই সন্ন্যাসের লক্ষণ (স্বরূপ)। গীতার অন্তেও অর্জ্জুনকে কথিত হইয়াছে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। (১৮।৬৬)

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমস্তই ত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বভূতস্থ আমারই শরণাগত হও।

বর্ণ ও আশ্রমের উদ্দেশ্যে (সংসারে উন্নতির নিমিত্ত) যে প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দেবতাদিগের স্থান স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু হইলেও ফল কামনা বর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্যতা প্রাপ্তি দ্বারা জ্ঞানের উৎপাদক হয় বলিয়া উহা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির মোক্ষহেতু বলিয়াও প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য এই অর্থকে লক্ষ্য করিয়া (ভগবান্) বলিলেন—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। (৫।১০)

ঈশ্বরে কর্ম্মসমূহ অর্পণ করিয়া (প্রভুর নিমিত্ত ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্ম করিতেছি এইরূপ ভাবে মোক্ষফলেও) আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কর্ম্ম করেন।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। (৫।১১)

যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

গীতাশাস্ত্র নিঃশ্রেয়স প্রয়োজনক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি লক্ষণ দ্বিবিধ ধর্ম্ম এবং অভিধেয়ভূত বাসুদেব নামক পরব্রহ্মস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্বকে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত করে বলিয়া—বিশিষ্ট প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অভিধেয়যুক্ত (বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে)। যেহেতু গীতার অর্থজ্ঞান দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, এইজন্যই তাহার ব্যাখ্যায় যত্ন করা হইতেছে।

শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা

উপক্রমণিকা।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যং ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১ ॥

শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩ ॥

গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণ

বঙ্গানুবাদ।

শেষ নাগ অশেষ (অর্থাৎ সহস্র) মুখে যেরূপ ব্যাখ্যাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিতেন*, একটি মুখেই যিনি সেইরূপ ব্যাখ্যাচাতুর্য প্রকাশ করিয়াছেন সেই পরমানন্দরূপ মাধবের বন্দনা করি। ১।

বিশ্বের অধিপতি মাধব (বিষ্ণু) এবং উমাধবকে (মহেশ্বরকে) আদরপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া 'সুবোধিনী' নাম্নী গীতা ব্যাখ্যা করিতেছি। ২।

ভাষ্যকারের (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের) এবং তাঁহার টীকাকারগণের মত স্বীয় জ্ঞানানুসারে সম্যক্ আলোচনা করিয়া গীতাব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছি। ৩।

যে টীকার একবার মাত্র পাঠ প্রযত্ন স্বীকার করিলেই গীতার অর্থ অবগত হওয়া যায় 'সুবোধিনী' নাম্নী সেই টীকা মনীষিগণের সর্ব্বদা আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ৪।

সকল লোক হিতার্থ অবতীর্ণ পরম কারুণিক ভগবান্ দেবকীনন্দন, অজ্ঞানজনিত শোকমোহ কর্ত্তৃক বিবেকভ্রংশ হওয়ায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণেচ্ছু অর্জ্জুনকে

---

* কথিত আছে যে, শেষ নাগের অবতার ভগবান পতঞ্জলি শিষ্যগণকে অধ্যাপনা কালে তাঁহার সহস্র মুখ দ্বারা উপদেশ করিতেন।

শ্লোকশতৈকপনিবদ্ধ। তত্র চ প্রায়শ: শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ। কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা। ইতি।

তত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ প্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে। তত পরম্ আ সমাপ্তেস্তয়োর্ধর্ম্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং স্বসারথিং সমীপস্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো হস্তিনাপুরস্থিতোঽপি ব্যাস প্রসাদাল্লব্ধদিব্যচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্রবৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা।

এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মজ্ঞান-রহস্যের উপদেশ-রূপ ভেলা দ্বারা সেই শোকমোহ-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই বিষয়ই মহর্ষি বেদব্যাস সপ্তশত শ্লোকে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃত শ্লোকই প্রায়শঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্য কোনও কোনওটী নিজেও রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যেও এইরূপ উক্ত আছে, যথা—গীতা উত্তমরূপে পাঠ করা কর্ত্তব্য; অন্য শাস্ত্রে প্রয়োজন কি? কারণ, এই গীতা স্বয়ং পদ্মনাভের (অর্থাৎ নারায়ণের) মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। এই গীতাশাস্ত্রে "ধর্ম্মক্ষেত্রে" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষীদন্নিদমব্রবীৎ" এই পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সংবাদের (পরস্পরালাপের) প্রস্তাবনা সূচিত হইয়াছে। তাহার পর হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিষয় সংবাদরূপে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "ধর্ম্মক্ষেত্র" ইত্যাদি বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র নিকটবর্ত্তী নিজ সারথি সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় সঞ্জয় হস্তিনাপুরস্থিত হইলেও ব্যাসের প্রসাদে দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্ত যেন প্রত্যক্ষ করিয়াই "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" ইত্যাদিরূপ ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিয়াছেন।

শ্রীধরস্বামিকৃত-গীতার্থসংগ্রহঃ।

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥
শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম॥

শ্রীহরি দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দ্বারা শোকসন্তপ্ত অর্জ্জুনকে প্রবোধদান পূর্ব্বক স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ করিলেন। যিনি সাংখ্য (জ্ঞান) ও যোগের উপদেশ দ্বারা শোকপঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জ্জুনকে উদ্ধার করিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ (সহায়) হউন।

সাংখ্যে যোগে চ বৈষম্যং মত্বা মুহ্যায় জিষ্ণবে।
তয়োর্ভেদনিরাসায় কর্ম্মযোগ উদীর্য্যতে॥
স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥

সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের বিষমতাদর্শনে মুগ্ধচিত্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক তদুভয়ের প্রভেদ দূরীকরণপূর্ব্বক কর্ম্মযোগ তৃতীয়ে কথিত হইয়াছে। বুধগণ ভক্তিসহ স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার আরাধনাপূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন সর্ব্বকর্ম্মের দ্বারা সেই পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য।

বিকল্পশঙ্কাহপোহেন যেনৈবং সাংখ্য-যোগযোঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্ ।

শ্রীভগবান্ পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) ও কর্ম্মযোগ বিষয়ে অর্জ্জুনের সংশয়চ্ছেদ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর মুক্তির উপায় উপদেশ করিলেন। সাংখ্য (জ্ঞান) ও কর্ম্মযোগের সম্বন্ধে ভ্রমজাত সন্দেহ যুক্তি দ্বারা নিরাসপূর্ব্বক যৎকর্ত্তৃক যথাক্রমে উভয়ের সমুচ্চয় (ঐক্য) উক্ত হইয়াছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করি।

চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে ॥
আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্ ।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম্ ।

চিত্ত শুদ্ধ হইলেও ধ্যান ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগেই মুক্তি হইতে পারে না বলিয়া এই ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যিনি ভক্তিযোগের শিরোমণি-স্থানীয় আত্মযোগ (আত্মার ধ্যান) উপদেশ করিয়াছেন, ভক্তগণের নিধি (মহারত্ন-স্বরূপ) সেই পরমানন্দ মাধবকে আমি বন্দনা করিতেছি।

বিজ্ঞেয়মাত্মতত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্ ।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥
কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্ ॥

(পূর্ব্বাধ্যায়ে) ধ্যানের সহিত জ্ঞাতব্য আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে (সপ্তমাধ্যায়ে) উপাস্য ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। যত্ন না করিলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, ইহাই সপ্তমাধ্যায়ের বিজ্ঞান-যোগে সম্যক্ রূপে প্রকাশিত হইল।

ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে।
অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈস্তৈঃসংপৃষ্টার্থাঽষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমিষ্টধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতাঽষ্টমবর্ত্মনা।

শ্রীকৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত ভক্তগণ ব্রহ্ম, কর্ম্ম ও অধিভূতাদি অবগত হয়েন, ইহা (পূর্ব্বাধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে ব্রহ্ম ও কর্ম্ম প্রভৃতি স্পষ্টরূপে কথিত হইতেছে। অষ্টমধ্যায়ে (অর্জ্জুন কর্ত্তৃক) জিজ্ঞাসিত আটটি বিভিন্ন প্রশ্নের অর্থ নির্ণয় দ্বারা অষ্টম উপায়ে (যোগী হইয়া) অনায়াসে বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তি পরিস্ফুট হইয়াছে।

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে।
নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভম।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপযাহবোচদচ্যুতঃ।

শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অষ্টমাধ্যায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং নবমাধ্যায়ে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য (বিভূতি) বর্ণিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক রাজগুহ্যাখ্য নবমাধ্যায়ে নিজ আশ্চর্য্য বিভূতির বিষয় এবং ভক্তির অদ্ভুত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন।

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে।
ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতির্দশমেঽব্রবীৎ।

পূর্ব্বে সপ্তমাদি অধ্যায়ে ভগবদ্বিভূতি সমুদয় সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শনের নিমিত্ত সেই সমস্ত বিভূতি দশমাধ্যায়ে বিস্তার পূর্ব্বক কথিত হইতেছে। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া চিত্ত বহির্ম্মুখে ধাবিত হইলেও ঈশ্বর দৃষ্টি বিধানের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ দশমাধ্যায়ে বহু বিভূতির উল্লেখ করিলেন।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপযা পরযা হরিঃ।
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শযৎ।
দেবৈরপি সুদুর্দ্দশং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।

অনন্তর (একাদশাধ্যায়ে) শ্রীহরি পরম কৃপাবশতঃ বিভূতি সমূহের সর্ব্বব্যাপকতা উল্লেখপূর্ব্বক দর্শনাভিলাষী অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। শ্রীভগবান্ ভক্ত (অর্জ্জুনকে) কোটি কোটি তপস্যা ও যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণ কর্ত্তৃক ও অতি কষ্টে ও বহু আয়াসে দর্শনীয় বিশ্বরূপ এই প্রকারে দেখাইলেন।

নির্গুণোপাসকস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোঽগমঃ।
দুঃখনব্যক্তবর্ত্মৈতদব্যক্তবিত্ত্বমতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিমেবং পথমাশ্রয়েৎ।

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে।
দেবদৈতেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্।

অনন্তর মনুষ্যগণ অসদ্‌গুণ ত্যাগ ও সদ্‌গুণ আশ্রয়পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করেন ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ষোড়শাধ্যায়ে তদুভয়ের প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে। দেব ও দৈত্য সম্পর্কীয় সদসদ্‌গুণের বিভাগ দ্বারা সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে, ইহা ষোড়শাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইল।

উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদস্ত্রিধোচ্যতে।
রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্।

ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার লাভের হেতু সকলের মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই প্রধান, এইজন্য সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রিবিধ গৌণ শ্রদ্ধার বিষয় কথিত হইল। রাজসিকী ও তামসিকী শ্রদ্ধা ত্যাগপূর্ব্বক সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার আশ্রয় লইয়া তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী হইতে হয়, ইহা সপ্তদশাধ্যায়ে স্বীকৃত হইয়াছে।

ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে।
ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মজ্ঞান নির্ণয়ের নিমিত্ত কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মত্যাগের বিভাগ দ্বারা অষ্টাদশাধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপদেশ সংক্ষেপে ও স্পষ্টরূপে কহিলেন। ভগবানে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি ভগবৎকৃপায় আত্মজ্ঞান লাভপূর্ব্বক অনায়াসে দেহবন্ধন (জন্ম মৃত্যু) হইতে মুক্ত হয়েন ইহাই গীতোক্ত উপদেশের সার সংগ্রহ।

গীতার্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ।

গীতার্থসন্দীপনীর অবতরণিকা

ওঁ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদাচার্য্যেভ্যো নমঃ। শ্রীগুরুচরণাভ্যাং নমঃ॥

তপঃশুদ্ধবুদ্ধি সর্ব্বতত্ত্ববেত্তা ত্রিকালদর্শী মহামনাঃ ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস কলিকলুষ-দূষিত মলিনচিত্ত ত্রিবিধ শাস্ত্রাধিকারীর কল্যাণকামনায় কৃপাপরবশ হইয়া ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ উপদেশের নিমিত্ত সমস্ত তত্ত্বের বীজ-স্বরূপ বেদরাশিকে ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিনই প্রধান। অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নিতান্ত নিগূঢ় এবং দুর্জ্ঞেয় এই বেদত্রয়ের কেবলমাত্র পঠন অপেক্ষা মর্ম্মার্থের উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ। যে সকল দুর্ব্বল অধিকারী এই গম্ভীর বেদার্থবোধে অসমর্থ, মহর্ষি তাহাদের জন্য ত্রিগুণানুসারী সর্ব্বপুরুষার্থসাধনোপযোগি মহাভারত ত্রিষট্ (অষ্টাদশ) পর্ব্বে রচনা করেন। নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় সেই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ রূপ গীতা সংস্থাপিত করিয়াছেন। কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত অনাদি অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি পুরঃসর বিদেহকৈবল্য-রূপ জীব-ব্রহ্মের অভেদভাব—অদ্বৈত তত্ত্বামৃত এই গীতা-রূপ সুচারু চন্দ্রমা হইতে ক্ষরিত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্র-রূপ মহামন্ত্রের ঋষি—ভগবান্ বেদব্যাস, ছন্দঃ—প্রায় অনুষ্টুপ, দেবতা—পরমাত্মা বিষ্ণু, বীজ—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্", শক্তি—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য," কীলক— "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" এবং বিনিযোগ—অস্মাদৃশ জীবের মোক্ষের নিমিত্ত।

সপ্তশতশ্লোকময়ী গীতায় ব্রহ্মবিদ্যানুশীলনে অজ্ঞানপ্রপঞ্চের অভাব, সৎ+চিৎ+আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি ও জীবব্রহ্মৈকতার সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানই বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এই অদ্বৈতভাব লাভের জন্যই সৃষ্টিকালে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-এতত্রিকাণ্ডযুক্ত ঋগাদি বেদ উৎপাদন করেন। তজ্জন্যই বেদের নামান্তর "ত্রয়ী"। ভগবদুক্ত এই অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ গীতাও ঋগাদি-বেদ-স্বরূপ। ইহার ত্রিষট্ অধ্যায়ের প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। "ভক্তি" মধ্যস্থলস্থায়িনী হইয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের বিঘ্নরাশি-স্বরূপ দুষ্ক্রিয়া ও অহঙ্কারাদির বিনাশ করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকী ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল। এইজন্য ভক্তি কর্ম্মাশ্রিতা, শুদ্ধা ও জ্ঞানাশ্রিতা—এই ত্রিবিধরূপে কথিত হইয়াছে।

ত্রয়ীর ন্যায় ত্রিকাণ্ডরূপিণী গীতার কর্ম্মকাণ্ডময় প্রথম ছয় অধ্যায়ে ত্রিগুণকর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক কিরূপে "ত্বং"-পদবাচ্য কূটস্থ শুদ্ধ আত্মার অনুভব করিতে হয়, তাহাই নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে উপাসনারূপ বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ দ্বারা "তৎ"-পদার্থরূপ পরমাত্মার নিরূপণ করা হইয়াছে। তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা "অসি" -পদবাচ্য "তৎ+ত্বং" পদের অভেদ ভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ গীতায় "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থই বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

গীতার প্রতি ষট্‌কেরই পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইরূপ প্রতি অধ্যায়েও বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ রক্ষিত হইয়াছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে অধিকারভেদে যাহার পর যেরূপ মোক্ষসাধন-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

১ম। স্বর্গফলপ্রদ কাম্য কর্ম্ম ও নরকের পথ-স্বরূপ হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক মুমুক্ষু ব্যক্তি নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

২য়। তৎপরে ভগবানের নামজপ ও স্তুতি দ্বারা উপাসনা করিলে সাধকের মনোবিকাররূপ তপোবিঘ্নরাশি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যাইবে।

৩য়। তাহা হইলেই নিত্যানিত্য-বস্তু বিবেক, স্বর্গাদিসুখবিমুখতা ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে।

৪র্থ। তদনন্তর শম, দম, শ্রদ্ধা, সমাধান, উপরতি ও তিতিক্ষা—এই ষট্ সম্পত্তি লাভ করিয়া সাধক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।

৫ম। মুমুক্ষু সন্ন্যাসী বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণের জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর শরণাগত হইবেন।

৬ষ্ঠ। গুরুমুখে জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক একান্তস্থানে তাহার মনন, ও তদনন্তর নিদিধ্যাসন করিয়া যোগশিক্ষার উপযোগী হইবেন। বেদান্তবাক্য শ্রবণ করিলে শাস্ত্ররূপ প্রমাণগত সংশয়ের শেষ হইয়া যাইবে, মনন দ্বারা আত্মরূপ প্রমেয়গত অসম্ভাবনার নিবৃত্তি হইবে, এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি-রূপ বিপরীত ভাবনার সমাপ্তি হইবার বিলম্ব থাকিবে না।

৭ম। তাহার পরে গুরুর কৃপায় ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইলেই অবিদ্যার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

৮ম। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই সাধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তরপ্রাপ্তির হেতুভূত পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইবে।

৯ম। কিন্তু প্রারব্ধ বাসনা সহজে ক্ষয় হয় না, এজন্য আত্মসংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির নিতান্ত প্রয়োজন, এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার— এই পাঁচটিই এই মহাসংযমসাধনের প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও এই সমাধি যিনি শীঘ্র লাভ করিতে পারেন, তাঁহারও মনের নাশ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। মনের নিরোধপূর্ব্বক যে সমাধি

সাধিত হয়, তাহা সবিকল্প এবং মনকে সদৈব ব্রহ্মাকার বৃত্তিতে রাখিয়া যে সমাধির অনুষ্ঠান হয়, তাহাই নির্বিকল্প। এতন্নির্ব্বিকল্পসমাধিমান্ পুরুষই ব্রহ্মবিদ্-বরিষ্ঠও বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

১০ম। অষ্টাঙ্গ যোগের ব্যবস্থানুসারে সংযমশিক্ষা ও সমাধিলাভ অত্যন্ত বিঘ্ন-সঙ্কুল। এইজন্য "ঈশ্বর-প্রণিধান" বা ভক্তি-মার্গ দ্বারা এই দুষ্কর কার্য সাধন করা আত্ম-হিতার্থীর পক্ষে সৎপরামর্শ। অদ্বেষ্টৃত্ব, অনহঙ্কারিত্বাদি যেমন জীবন্মুক্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তিও সাধকের তেমনই স্বভাবভূত হইয়া যায়। এইরূপ স্বভাবস্থিত জীবন্মুক্তই পরম ভক্ত।

উপর্য্যুক্ত যে সকল দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের উপদেশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ মুমুক্ষুগণের জন্য সংস্কৃত ভাষায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দ গিরি, শ্রীধর স্বামী, রামানুজ স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, নীলকণ্ঠ পণ্ডিত আদি ব্যাখ্যা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতের গূঢ়গর্ভস্থ দিব্য আলোক অস্ফুটমাত্র দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না, ভাষানুবাদও এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সে আলোক যাঁহাদিগের সম্মুখে উত্তমরূপ প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাঁহাদেরই সেবার জন্য এই "গীতার্থসন্দীপনীর" প্রণয়ন ও প্রকাশ।

শোকে-মোহে চিত্ত বিচলিত হইলে যখন নিজ বর্ণাশ্রম ও অধিকারের বহির্ভূত ধর্ম্মাচারে প্রবৃত্তি উদিত হইয়া মানবকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে, গীতার গম্ভীর উপদেশই তখন তাহার একমাত্র অবলম্বন। জন্মজন্মান্তর হইতে যে শোক, দুঃখ ও মোহাদি প্রাণি-গণের পীড়নার্থ দৃঢ় হইতেও দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, সেই বিষম বিভ্রাট হইতে মুমুক্ষুগণ যে উপায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহারই সদ্যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পিতা, পিতামহ, পুত্র, মিত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য আদিতে মমত্ববুদ্ধি হইলেই তদ্বিয়োগে অবশ্যই অতিশয় আক্ষেপ হইয়া থাকে। সংযোগবিয়োগধর্ম্মশীল মানবের চিত্ত এই মহাবিক্ষেপকালে কিরূপে প্রবুদ্ধ হইবে এবং শান্তি লাভ করিবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়াই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মায়ামোহবিমুগ্ধ মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি করুণানিধান লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আত্মহিতকামনা যাঁহার লক্ষ্য, গীতা তাঁহার প্রধান সম্পত্তি ও সম্বল। শোক-মোহ আদি যাঁহার পীড়া, গীতা তাঁহার মহৌষধ। ভবসাগর পার হওয়া যাঁহার অভিলাষ, গীতা তাঁহার অটল পোত। বহুতে একদৃষ্টি করা যাঁহার ইচ্ছা, গীতাই তাঁহার একমাত্র ঈক্ষণযন্ত্র। গীতা দুর্ব্বলকে বলবান্ করে, ভীতকে সাহসী করে, নিস্তেজকে মহাতেজীয়ান্ করিয়া দেয়। গীতা নিদ্রিতকে জাগরিত ও মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারে।

—ওঁ হরি—

শ্রীমদবধূতশিষ্য
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

কাশী—যোগাশ্রম।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা
কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য
মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন)—[হে] সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) যুযুৎসবঃ (সমরাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রেরা) পাণ্ডবাঃ চ এব (পাণ্ডুপুত্রেরা) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (মিলিত হইয়া) কিম্ অকুর্ব্বত (কি করিলেন)? ॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার তনয়গণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ সমরাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্। অস্মাদাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভুব। তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে। মামকা মৎপুত্রাঃ। পাণ্ডবাশ্চ। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ। কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাণ্ডবগণ বনে গমনকালে যখন একে একে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সেই দিনই জানিতেন যে কৌরব ও পাণ্ডবে মহাযুদ্ধ হইবেই হইবে। বিশেষতঃ বনবাসাবসানকালে যখন বিদুর ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেও দুর্য্যোধন তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিয়াছিল, ধৃতরাষ্ট্র তখনই জানিয়াছিলেন যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। তাহাতে যখন আবার কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের মহারোলে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রথী মহারথ প্রমুখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনায় যখন মহারণপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, যখন উভয়দলই মহাসমরসজ্জায় সজ্জিত ও সমবেত, তখন সেখানে "যুদ্ধ" ভিন্ন আর কোন অনুষ্ঠানই হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে মহাপ্রবীণ ধৃতরাষ্ট্র "কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে"এ প্রশ্ন না

করিয়া "কিমকুর্ব্বত"—কি করিলেন-একপ জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? সম্মুখে অন্ন, তুমি আসনে বসিয়া গণ্ডূষ করিতেছ, এমন সময়ে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "তুমি কি করিতেছ ?" তখন তোমার কি ইহা ব্যর্থ প্রশ্ন বলিয়া বোধ হয় না ? সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নও যেন অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তত্ত্ববেত্তা বেদব্যাস ব্যর্থ বাগ্‌ বিন্যাসের পাত্র নহেন। এক্ষণে প্রবেশ করিয়া দেখিব, এই মূল শ্লোকের গুহ্য প্রহেলিকা কি।

কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ "ধর্ম্মক্ষেত্র" এই পদটীই গূঢ় তাৎপর্য্যার্থবোধক। যেখানে গমন করিলে যাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি নাই তাহারও মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়, যেখানে অপরিস্ফুট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়, ধর্ম্মকার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয়, যেখানকার স্থানীয় পবিত্র প্রকৃতির প্রভাবে তমোগুণী পরুষেরও সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহাই "ধর্ম্মক্ষেত্র"। তাহাতে কুরুক্ষেত্র আবার তন্মধ্যে প্রধান। যথা—

"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং, সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ॥" জাবালোপনিষৎ ॥১॥

কুরুক্ষেত্র দেবতাগণের দেবযজনস্থল, এবং প্রাণিবর্গের ব্রহ্ম বা মোক্ষলাভের নিকেতন। শতপথব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের এইরূপ প্রশংসা দৃষ্ট হয়। যদিচ পাণ্ডব ও কৌরবগণ পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধ করা স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু "ধর্ম্মক্ষেত্রের" মহিমা ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণ হওয়ায় এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, স্থান-প্রভাবে উভয় দলের অন্তঃকরণেই সত্ত্বগুণের উদয় হওয়া সম্ভব। তাহা হইলে প্রাণিহানিকর যুদ্ধ ব্যাপার না হইয়া পরস্পরে মিত্রতা ও সন্ধি হইলেও হইতে পারে। অতএব উভয়ে সন্ধি করিলেন, কি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন—এই সংশয়ে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিমকুর্ব্বত" অর্থাৎ কি করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র একবার আশা করিলেন, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ হয়তো ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মানুরক্ত হইয়া জ্ঞাতিহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইবেন। আবার ভাবিলেন, হয়তো দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় মগ্ন হইয়া নিজ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে।

ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষরূপ লক্ষিত হইয়াছিল। বীরকেশরী অর্জ্জুনের চিত্তে স্থানপ্রভাবজন্য সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি চিরদিনই জানিতেন, ভীষ্ম তাঁহার পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য তাঁহার গুরু, কৌরবগণ তাঁহার ভ্রাতা। ইহা জানিয়াও তাঁহাদের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্ররূপ ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াই তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হইল। সত্ত্বগুণ তাঁহাকে হিংসাবিমুখ হইতে বলিল। এখানে একরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, যদি স্থানেরই গুণ হয়, তবে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কাহারও মনে এ ভাবের উদয় হইল না কেন? ইহার উত্তর এই যে, অর্জ্জুন মহাজিতেন্দ্রিয়, তাহাতে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে সারথীর স্থানে আসীন, তাই ধর্ম্মস্থানের প্রভাব তাঁহাতেই সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। ভগবৎ-সঙ্গই সত্ত্বগুণের পুষ্টির বিশেষ কারণ। অর্জ্জুনের রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে থাকায় পাণ্ডবপক্ষীয় কেহই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছিলেন না। কৌরবগণ ভগবান্‌কে সম্মুখে দেখিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহারা অর্জ্জুনের ন্যায় "প্রাণ-সখা" ভাবে না দেখিয়া "শত্রু" ভাবে দেখিতেছিল। ভগবান্‌কে যে শত্রু বোধ করে, তাহার সত্ত্বগুণের উদয় হইতে পারে না। তীর্থস্থানে গতি ও তথায় দেবপূজায় ভক্তি হইলেই সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ উদিত হইলে রজঃ ও তমঃগুণ দবে পলায়ন করে। সত্ত্বগুণসত্ত্বেও আবার যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না। এইজন্য চক্রিচূড়ামণি ভগবান্ আত্মজ্ঞান উপদেশের অবতারণা করিলেন। আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে তিন গুণই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আত্মজ্ঞান দ্বারা অর্জ্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি ও অহং-মমেতি অভিমান বিনষ্ট হইল। সুতরাং তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া বর্ণাশ্রমিক বাহ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। গীতার উপদেশে অর্জ্জুনের ত্রিগুণ মায়াবন্ধন কাটিয়া গেল।

অনেকের একরূপ কুসংস্কার আছে যে, অর্জ্জুন পরম ধর্ম্মাত্মা ছিলেন এবং তিনি প্রাণিহানিকর মহাসংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন; কিন্তু কুচক্রী কৃষ্ণের কুহকে পড়িয়া অরাতিশোণিতে তিনি মেদিনী আর্দ্র করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের কুমন্ত্রণায় অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে ভারত বীরশূন্য হইত না। লোকের এ সংস্কার ভ্রমমূলক। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাচরিতের দিকে দৃষ্টি করিলে, এ ভ্রম শীঘ্রই অপনোদিত হইবে।

পাছে ভারত নিৰ্জ্জীব হয়, পাছে নরশোণিতপ্লাবনে পবিত্র কুরুক্ষেত্রে দুঃখের স্রোত প্রবাহিত হয়, পাছে জীবের বৃথা ধনক্ষয়, ধর্ম্মক্ষয়, মানক্ষয় ও প্রাণক্ষয় হয়, সেই জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথম হইতেই এই যুদ্ধের প্রতিবাদী। এই প্রবল সমরানল প্রজ্বলিত করাই যদি তাঁহার ইচ্ছা হইত, তবে প্রথমেই ভগবান্ সন্ধিকামনায় বিদুরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়াছিলেন কেন? আবার প্রত্যাবর্ত্তনপথে রথের উপর কর্ণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শই বা দিয়াছিলেন কেন? যখন দেখিলেন, ধার্ত্তরাষ্ট্রবর্গ সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি উদাসীনবৎ রহিলেন এবং যুদ্ধার্থ কাহারও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না স্থির করিলেন। দুর্য্যোধনকে নিজ নারায়ণী সেনা দান করিলেন, অর্জ্জুনের নিতান্ত অনুরোধে তাঁহার সারথ্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু

কাহারও পক্ষে যুদ্ধার্থ স্বয়ং অস্ত্রাদি ধারণ করিলেন না। শান্তিপ্রিয় মাধব স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, এবং কাহাকেও যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতও করেন নাই।

কিন্তু অবোধ লোকে তাঁহার মুখে "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" ইত্যাকার বচন-রচনার প্ররোচনা দেখিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধপরিহারোন্মুখ অর্জ্জুনকে কৌশলে যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। এখানে একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই বিষয়টী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে কর, আমি একজন ক্ষুধার্ত্ত, তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। তুমি আমাকে অতিথি পাইয়া মর্য্যাদাসহ খাওয়াইবে মনে করিয়া নিরামিষ ঘৃতান্ন—বা পুষ্পান্ন পাক করাইলে। আমি ভিক্ষায়* বসিলাম।—মনে কর, আমি যেন কখনও ঘৃতান্ন [পোলাও] খাই নাই। নারায়ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়াই যেমন অন্নে হস্ত প্রদান করিলাম, অমনি দেখিলাম, তৈলপায়িকার মলের ন্যায় কি যেন কালো কালো রহিয়াছে, অমনি হস্ত উঠাইয়া লইলাম; আর ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তুমি অভ্যাগত-সৎকারার্থ নিকটে দাঁড়াইয়াছিলে, আমার বৃথা ভ্রম ও সংশয় বুঝিতে পারিয়া বলিলে—আপনি সন্দেহ করিবেন না, ওগুলি লবঙ্গ, কোন মন্দ সামগ্রী নহে—আপনি ভোজন করুন। আমার ভ্রম ঘুচিল, আবার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া অন্ন স্পর্শ করিলাম, পুনর্ব্বার দেখি কি যেন কিঞ্চিদারক্তবর্ণ কোমল কোমল পদার্থ রহিয়াছে, ভাবিলাম ইহা কোন রূপ অমেধ্য হইবে। অমনি সন্দিগ্ধচিত্তে হস্ত উঠাইয়া লইলাম—তুমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলে ওগুলি কিশমিশ—কোন অখাদ্য নহে—আপনি নিশ্চিন্ত-চিত্তে ভোজন করুন। আমি পুনর্ব্বার ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখি, অস্থিখণ্ডের ন্যায় কি যেন শাদা শাদা পদার্থ অন্নের মধ্যে রহিয়াছে, আমি হাত উঠাইলাম। তুমি আবার বলিলে—আপনি বৃথা কেন সন্দেহ করিতেছেন? ওগুলি বাদাম, কোন মন্দ পদার্থ নহে, আপনি ভোজন করুন। এইরূপ ঘৃতান্নের ভিন্ন ভিন্ন মসালা দেখিয়া যতবারই আমার সংশয় হইল, ততবারই তুমি আমার সংশয় ভঞ্জন করিয়া খাইতে বলিলে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে আমাকে বার বার "ভোজন করুন, ভোজন করুন" এইরূপ বলিলে, ইহা কি তোমার প্রবর্ত্তনাকর বাক্য? না, তাহা নহে। আমি যখন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া তোমার গৃহে অতিথি হইয়াছি, তখন ভোজনে তো আমি স্বয়ংই প্রবৃত্ত, তবে যে বারংবার হাত উঠাইতেছিলাম, তাহা ভোজনে অনিচ্ছাবশতঃ নহে, কেবল সংশয়বশতঃ। আর তুমিও যে আমাকে বুঝাইয়া দিয়া বার বার খাইতে বলিতেছিলে, তাহা ভোজনে আমার প্রবৃত্তি দিবার জন্য নহে, কেবল আমার সংশয়-নিরসনার্থ এবং আমার নিজ আরব্ধ কার্য্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান ও উপসংহারে বৃথা আলস্য ও ঔদাস্য না হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত।

এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখ, ভগবান অর্জ্জুনকে তো যুদ্ধে আসিতে বলেন নাই। অর্জ্জুন স্বীয় রাজ্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে দুষ্ট দুর্য্যোধনাদির দমনার্থ স্বয়ংই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই তাঁহার মনে হইল, ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, শ্যালক, কুটুম্বাদি বধ করা মহাপাপ। এ যুদ্ধ আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট

* সন্ন্যাসিগণ ভোজন-শব্দের স্থানে ভিক্ষা-শব্দের প্রয়োগ করেন।—সম্পাদক।

হইবে ; অতএব যুদ্ধ করিব না। তখন মহাবীরেন্দ্রকেশরীর বৃথা ভ্রমরাশি বিদূরিত করিবার জন্য ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ করিলেন। একটীর পর অপরটীর, এইরূপ অর্জ্জুনের সমরারম্ভের বাধক সংশয়রাশির ছেদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের যতবার সংশয় হইল, ততবারই সংশয় সমুদ্রের পরপারকারী বৃন্দাবনবিহারী তাঁহার পরমভক্ত অর্জ্জুনের হৃদয় নির্মল করিয়া দিলেন। এক একটী সংশয় মিটিয়া যায়, অমনি ভগবান্ বলেন "অতএব যুদ্ধ কর" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন যাহা করিতে আসিয়াছ, তাহা কর। ভগবদ্ভক্ত যখন ভ্রম, প্রমাদ, সংশয় আদিতে বিমুগ্ধ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার কল্যাণার্থ সদ্বুদ্ধির প্রেরণা দ্বারা ভক্তের তাবৎ ভ্রান্তির শান্তি করিয়া দেন। তাই অর্জ্জুন যখন স্বধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া মহাভ্রমে পড়িয়াছিলেন, ভগবান্ গীতার উপদেশে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র,—যুদ্ধে প্রবৃত্তি প্রদান করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তখন অর্জ্জুনের সংশয় নিবৃত্ত হইয়া গেল, তিনি তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াঽচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥" ১৮।৭৩

অবশেষে ভগবদুপদেশে অর্জ্জুন স্বধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। বস্তুতঃ ভগবান্ ভ্রমসংশয়াপহর্ত্তা ও ধর্ম্মোপদেশ-কর্ত্তা ভিন্ন যুদ্ধের প্রবর্ত্তক নহেন ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। (ক) কর্ত্তব্য-বিচারের অনিশ্চয়তা বশতঃই যুদ্ধে অর্জ্জুনের অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু কুরুগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবসেনা আক্রান্ত হইলে তিনি যুদ্ধ না করিয়া থাকিতেই পারিতেন না। অর্জ্জুন যে ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির প্রেরণাতেই বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিবেন, শ্রীভগবান্ ১৮শ অধ্যায়ের ৫৯।৬০ শ্লোকে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যখন কর্ণবধে বিলম্ব বশতঃ রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে ধিক্কার পূর্ব্বক গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তখন তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শিরশ্ছেদ করিতে এবং পরে তজ্জনিত নির্ব্বেদ বশতঃ আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিলেন। ইহাতে অর্জ্জুনের রজঃপ্রধান ক্ষাত্রপ্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং অর্জ্জুনের যুদ্ধে নিরুৎসাহ সাময়িক সত্ত্বগুণের উল্লাস মাত্র, উহা তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ নহে।

"ধর্মক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জ্জুনের ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা যে অস্থায়ী ইহা অর্জ্জুন স্বয়ং না বুঝিলেও অন্তর্য্যামী ভগবান্ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুনকে তাঁহার ক্ষাত্র প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং অর্জ্জুনও যে প্রথমে আপনার প্রকৃতিগত সামর্থ্য বুঝিতে পারেন নাই, ভগবান কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহার পুনরায় যুদ্ধারম্ভেই তাহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে।" (বিদ্যা—শ্রীকৃষ্ণ-পুষ্পাঞ্জলি)।

(খ) গীতার কোন আধুনিক বঙ্গ-ব্যাখ্যাকার বলেন যে, কুরুক্ষেত্রের "ধর্মক্ষেত্র" বিশেষণটী পুণ্য-সূচক নহে, কেননা, মহাভারতের বর্ণনার সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য নাই

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

উদ্যোগ পর্ব্বের ৭১ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—'মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র লোভ বশতঃ আমাদিগকে রাজ্যাংশ প্রদান না করিয়াই আমাদের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে বাসনা করিয়াছেন।"

উহাতে অসামঞ্জস্যের কোনই কারণ দেখা যায় না। ধৃতরাষ্ট্রের সারথি সঞ্জয় যখন অন্ধ কুরুরাজের নিকট কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন দশদিন মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, উভয়পক্ষের অসংখ্য সৈন্যক্ষয় হইয়াছে, দুর্য্যোধনের জয়াশা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। একপ সময়ে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে লোভাভিভূত হইলেও পুত্রগণের পরাজয়ের ভয়ে "ধর্মক্ষেত্রে" প্রস্তাব তখনও শান্তিস্থাপনের আশা করিলে অসঙ্গত হইতেছে না। বিপদেই লোকে ধর্ম্মের প্রস্তাব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং তখনও যদি ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে পাণ্ডবগণ বা কুরুগণ অথবা উভয়পক্ষই সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া সন্ধি করেন, তাহা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ জীবিত থাকিয়া রাজ্যাংশ ভোগ করিতে পারেন, যেহেতু ধার্মিক পাণ্ডবেরা কুরুগণকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রযুক্ত "ধর্ম্মক্ষেত্র" বিশেষণটী যে গূঢ়ার্থেরই পরিচায়ক, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ—(সঞ্জয় বলিলেন) তদা (তৎকালে) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডব সৈন্যগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা তু (দেখিয়া), রাজা দুর্য্যোধনঃ (রাজা দুর্য্যোধন) আচার্য্যম্ উপসংগম্য (আচার্য্যসমীপে গমন করিয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই কথা বলিলেন) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডবগণের সৈন্যরাশি ব্যূহাকারে (রণবেশে) দণ্ডায়মান দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্য সমীপে গমন পূর্ব্বক এই কথা কহিয়াছিলেন। ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সঞ্জয় উবাচ। দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যম্। ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতম্। দৃষ্ট্বা। দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা। রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধর্ম্মক্ষেত্রের বিশুদ্ধ শক্তিপ্রভাবে শুভবুদ্ধি লাভ করিয়া নিজ পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষুব্ধ হইয়া যে পাণ্ডবগণকে রাজ্য দান করিবে স্থির করিয়াছে, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরাকরণার্থ সঞ্জয় প্রথমে পাণ্ডবগণের কথা না বলিয়া দুর্য্যোধনের দুষ্টবুদ্ধিতা ও তাহারই কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। "রাজা" পদ দ্বারা দুর্য্যোধনের অধিনায়কত্ব ও কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শিত হইল। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে—অধীন সেনাপতিকে—দূত দ্বারা নিজের নিকটে আহবান না

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

করিয়া তিনি স্বয়ং তৎসন্নিধানে গমন করিলেন কেন? ব্যূহবদ্ধ পরাক্রান্ত পাণ্ডবসেনা দর্শনে ভীত হইয়াই "রাজা" নিজের মর্য্যাদা ভুলিলেন, এবং অন্যের নিকট না গিয়া ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্যের সন্নিধানেই দৌড়িয়া গেলেন। আবার পাছে লোকে তাঁহাকে ভয়বিহ্বল মনে করে, রাজনৈতিক কৌশলে এই সংস্কার অপনয়নার্থ "আচার্য্য" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কেননা, আচার্য্যের নিকট শিষ্য সর্ব্বদাই যাইতে পারে, তাহাতে তাহার মর্য্যাদার হানি হইল, একথা কেহ বলিতে পারিবে না ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] আচার্য্য! (গুরো!) তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্রকর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং চমূং (বিশাল সেনা *) পশ্য (দেখুন) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে আচার্য্য! পাণ্ডবগণের বিশাল সেনাসমাবেশ অবলোকন করুন। ঐ দেখুন ইহারা আপনার ধীমান্ শিষ্য দ্রুপদাত্মজ ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক রণবেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিভিঃ নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যৈতামিত্যাদি। হে আচার্য্য! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য। তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের পরম প্রিয়তম শিষ্য। যুদ্ধকালে পাছে সেই স্নেহবংশবদ হইয়া আচার্য্য সমর পরিহার অথবা কার্য্যে শিথিলতা করেন, এই জন্য দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রতি আচার্য্যের অবজ্ঞার উৎপাদন ও ক্রোধের উদ্দীপনার উদ্দেশে বলিতেছেন—হে আচার্য্য! দেখুন, ভবাদৃশ মহানুভবকে অবজ্ঞা করিয়া পাণ্ডবগণ বহু অক্ষৌহিণী দুর্জ্জয় সেনা লইয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। আমি আপনার শিষ্য, আমার প্রার্থনানুসারে একবার যদি দৃষ্টিপাত করেন, তবেই উহাদের ধৃষ্টতা বুঝিতে পারিবেন। দ্রুপদরাজার সহিত দ্রোণাচার্য্যের পূর্ব্বশত্রুতা ছিল, এজন্য "দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা" বাক্য দ্বারা দুর্য্যোধন সেই পূর্ব্ববৈরিতার উত্তেজনা ও গুরুদ্রোহী শিষ্য অবশ্যই দণ্ডনীয়—তাহার উদ্দীপনা, এবং ধীমান্ শত্রু যে উপেক্ষাযোগ্য নহে, তাহারও সূচনা করিতেছেন। পক্ষান্তরে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি শ্লেষবাক্যও উক্ত হইতেছে, অর্থাৎ "পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য"—হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! (তুমি আমার আচার্য্য নহ) দেখ, তুমি উত্তম শিষ্য প্রস্তুত করিয়াছ। ধৃষ্টদ্যুম্ন বুদ্ধিমান বটে, কেননা তোমাকেই বধ করিবার জন্য তোমারই নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে। তোমার ন্যায় ভ্রান্ত আর কে আছে? তাই বলিতেছি, একবার

চমূ—১২৯ গজ, ১২৯ রথ, ২১৮৭ অশ্ব ও ৩৬৪৫ পদাতি।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

শিষ্যের ব্যবহার তো দেখ। গুরুর প্রতি দুষ্ট দুর্য্যোধনের যে নিজের দ্বেষ ও দুর্ব্বুদ্ধি আছে তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য সঞ্জয় প্রথমতঃ "দৃষ্ট্বেতি" শ্লোক দ্বারা দুর্য্যোধনেরই কথা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিলেন, এবং ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখাইলেন যে আচার্য্যের প্রতি যাহার দ্বেষবুদ্ধি তাহার ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব জন্য সত্ত্বগুণের উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব মহারাজ! দুর্য্যোধনের পশ্চাত্তাপ, সন্ধিস্থাপন অথবা পাণ্ডবদিগকে তদধিকার প্রদান আদি কোন সম্ভাবনা করিবেন না ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অত্র (এই সেনামধ্যে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) শূরাঃ (বীরগণ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীমার্জ্জুনের তুল্য) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) যুযুধানঃ (সাত্যকি) বিরাটঃ চ (এবং বিরাট) দ্রুপদঃ চ (এবং দ্রুপদ), বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ (মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু) চেকিতানঃ (চেকিতান), কাশিরাজঃ চ (এবং কাশিরাজ) নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ (এবং কুন্তিভোজ) শৈব্যঃ চ (এবং শৈব্য), বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ (এবং বিক্রমশালী যুধামন্যু) বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ (পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজাঃ), সৌভদ্রঃ (সুভদ্রানন্দন—অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ চ (এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ) সর্ব্বে এব (ইঁহারা সকলেই) মহারথাঃ (মহাযোদ্ধা) ॥ ৪।৫।৬ ॥

বঙ্গানুবাদ এই পাণ্ডবসেনা মধ্যে ভীমার্জ্জুনের ন্যায় মহাধনুর্দ্ধারী সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা বহু বীর বিদ্যমান রহিয়াছেন। মহারথ সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ রাজা, মহাপরাক্রান্ত ধৃষ্টকেতু চেকিতান ও কাশিরাজ নরশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, পরাক্রান্ত রাজা উত্তমৌজাঃ, সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়—ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪।৫।৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রেত্যাদি। অত্রাস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতীষ্বাসা ধনূংষি। মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ। তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ—ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নামৈকো রাজা। নরপুঙ্গবো নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ। দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাং

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

পঞ্চভ্যো যধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—একো-দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথো মতঃ॥ ইতি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একমাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের নামোল্লেখে পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে এতাদৃশ একজন সামান্য বীরের জন্য দুর্য্যোধনের ভয় কেন? তন্নিমিত্ত দুর্য্যোধন বলিতেছেন, আচার্য্য! কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নই নহে, এখানে বিশ্ববিজয়ী ভীমার্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধারী ও পরাক্রান্ত বীর আরও অনেক আছেন, তাঁহারাও উপেক্ষণীয় নহেন। (বিশেষণ ও নামের দ্বারাই তাঁহাদের গুণগৌরব ব্যাখ্যা করিতেছেন)।

যদ্দ্বারা ইষু (বাণ) বেগে নিক্ষিপ্ত হয় তাহা ইষ্বাস অর্থাৎ ধনু; মহান্ ইষ্বাস যাঁহাদের তাঁহারা "মহেষ্বাসাঃ"। এখানে একূপ বীরবর্গ আছেন, যাঁহারা দূর হইতেই দুর্ব্বিসহ তীব্র শরাঘাতে শত্রুসৈন্য সংহারে সমর্থ ও যুদ্ধকুশল। যথা, যুযুধান, অর্থাৎ যিনি মহারণে অক্লান্ত (সাত্যকি); যিনি শত্রুদিগকে বার বার পরাভব দ্বারা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ক্লেশ দেন (বিরাট); দ্রু-বৃক্ষ ও পদ-চিহ্ন, বৃক্ষাঙ্কিত বিজয়পতাকা যাঁহার সদা উড্ডীন (দ্রুপদ রাজা); ধৃষ্ট-শত্রুজনভয়প্রদ ও কেতু-ধ্বজা, যাঁহার উড্ডীয়মান ধ্বজা দর্শনে বৈরিবর্গ বিত্রস্ত হয়, (ধৃষ্টকেতু); বীরবর চিকিতানের পুত্র (চেকিতান); যেখানে গমন করিলে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তথাকার রাজা (কাশিরাজ); পুরু-অনেক ও জিৎ-যিনি জয় করিয়াছেন যিনি অগণ্য শত্রুসৈন্য বারংবার জয় করিয়াছেন (পুরুজিৎ); যে কুন্তী ভীমার্জ্জুন রূপ মহাবল পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহারই পিতা (কুন্তিভোজ); প্রসিদ্ধ শিবিরাজার কুলজাত (শৈব্য); যুধা-যুদ্ধ ও মন্যু-ক্রোধ, যুদ্ধের নাম শুনিলেই যিনি ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন তিনি যুধামন্যু, ইনি পঞ্চালদেশের বিক্রান্ত রাজা; ওজস্-বল, যাহার বলবিক্রম প্রশংসনীয় তিনি উত্তমৌজাঃ, ইনি পঞ্চালদেশের রাজা; সুভদ্রার গর্ভজাত ও গর্ভবাস কালেই যিনি রণকৌশলের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন সেই অভিমন্যু; যে দ্রৌপদীর ভক্তিগুণে মহাকুপিত দুর্ব্বাসাও পাণ্ডবগণের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই, সেই বিশুদ্ধ তেজঃপূর্ণগর্ভে জাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ পুত্র। "চ"—এবং। "চ"কার দ্বারা ঘটোৎকচ প্রভৃতি অবশিষ্ট রাজন্যবর্গও গৃহীত হইয়াছেন। ভীমার্জ্জুনাদি পঞ্চ পাণ্ডবের পরাক্রম ভুবনবিখ্যাত ও তাঁহারাই রণস্থলের প্রধান অধিনায়ক বলিয়া তাঁহাদের নাম আর বিশেষ রূপ উল্লিখিত হইল না। প্রোক্ত বীরগণ সকলেই মহারথ। রথী ও মহারথ আদির লক্ষণ, যথা—

যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে অত্যন্ত কুশল ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনিই মহারথ। যিনি অস্ত্র-শস্ত্রে অতি নিপুণ ও অগণিত বীরের সঙ্গে রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ তিনি অতিরথ। যিনি একাকী একজনমাত্র বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ তিনি রথী ও যিনি নিজ হইতে দুর্ব্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্দ্ধরথ ॥ ৪।৫।৬ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] দ্বিজোত্তম। অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁহার) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম (আমার) সৈন্যস্য (সৈন্যের) নায়কাঃ (নেতৃগণ), তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন)। তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (গোচরার্থ) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদের নাম বলিতেছি)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। হে দ্বিজোত্তম! আমাদেরও সৈন্যমধ্যে যে সকল যোদ্ধাবিনায়ক আছেন, আপনার গোচরার্থ তাঁহাদের নাম বলিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যগ্‌জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। *পাণ্ডবপক্ষীয় মহামহাবীরবর্গের নামোল্লেখ করায় পাছে দ্রোণাচার্য* মনে করেন যে, দুর্যোধন ভীত হইয়াছেন এবং পাছে বলেন যে, যদি তুমি ইঁহাদের সহিত সমরে অসমর্থ হও, তবে পাণ্ডবগণের সহিত মিত্রতা কর, আশঙ্কা অপনয়নার্থ দুর্যোধন নিজ পক্ষীয় বীরগণের নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

যদিও কুল, শীল, বিদ্যা, বল, পৌরুষে শ্রেষ্ঠ আমার অসংখ্য সৈন্য আছে, তথাপি আপনার স্মরণার্থ কয়েকজন মাত্রের নাম করিতেই হইবে। কেননা, আপনি তো তাঁহাদের বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানেন। "অস্মাকং তু" বাক্যের "তু" শব্দ দ্বারা দুর্যোধন অন্তরের ভয় অন্তরে লুকাইয়া বাহিরে সাহস প্রকাশ করিতেছেন। "দ্বিজোত্তম" পদ দ্বারা প্রকাশ্যে দ্রোণাচার্য্যের স্তুতিবাদ করিয়া নিজ কার্য্যে পূর্ণপ্রবৃত্তির সূচনা করিতেছেন এবং দ্রোণ পাণ্ডবগণকে অধিক স্নেহ করেন বলিয়া, পক্ষান্তরে তুমি ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্মে প্রবৃত্ত, অতএব স্বধর্মভ্রষ্ট, ইত্যাকার নিন্দার ও ইঙ্গিত করিতেছেন। আবার সঙ্কেতে ইহাও বলিতেছেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, আচার্য্যের কার্য্য করিতে পার বটে, কিন্তু যুদ্ধের সূক্ষ্ম নৈপুণ্য তোমার কোথায়? যদি তুমি স্নেহবশতঃ পাণ্ডবপক্ষই অবলম্বন কর, তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই; কেননা, ভীষ্মাদি ক্ষত্রিয় মহাশূরগণ আমার সেনাধিনায়ক আছেন। তাই তোমার স্মরণকে চেতন করিবার জন্যই তাঁহাদের কয়েকজনের নাম করিতেছি, শ্রবণ কর। যদি মিত্র প্রিয় দিয়া পাণ্ডবগণের সেনা দেখিয়া তোমার হর্ষোদয় হইয়া থাকে তবে তোমার ইহাও যেন চেতনা থাকে যে, ভীষ্মাদি বীরেন্দ্রকেশরিগণ আমার পক্ষ॥ ৭॥

অন্বয়বোধিনী। সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) ভবান্ (আপনি), ভীষ্মঃ চ (এবং ভীষ্ম), কর্ণঃ চ (এবং কৃপ), অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা), বিকর্ণঃ চ (এবং বিকর্ণ), সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তের তনয় ভূরিশ্রবাঃ), [এবং] জয়দ্রথঃ (জয়দ্রথ)॥ ৮॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সংগ্রামবিজয়ী আপনি (দ্রোণাচার্য্য), (পিতামহ) ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ও জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি সমিতিঞ্জয়ঃ। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধূর্ত্ত দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ভীষ্ম, কর্ণাদির নামোল্লেখের পূর্ব্বেই দ্রোণাচার্য্যের ও বিকর্ণ, ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতির নামোল্লেখের পূর্ব্বেই দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামার নামোল্লেখ করিয়াছে; কেননা, লোকে প্রশংসিতগণের মধ্যে নিজের ও নিজপুত্রের নাম অগ্রগণ্য দেখিলে অধিক প্রসন্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। মদর্থে (আমার নিমিত্ত) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) অন্যে চ (আরও) বহবঃ (অনেক) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বহুশস্ত্রপ্রহারক্ষম) শূরাঃ [সন্তি] (বীরগণ আছেন)। [তে] সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (রণকুশল) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে আচার্য্য! বিবিধশস্ত্রসম্পন্ন পুরুষ আমার পক্ষে আরও অনেক আছেন, যাঁহারা আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জনেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই রণকুশল ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অন্যে চেতি। মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানাঽনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে দ্রোণাচার্য্য মনে করেন যে, দুর্য্যোধনের পক্ষে এই কয়েকজন ভিন্ন বীর নাই, তাই অন্যান্য আরও অনেক বীর আছেন বলিয়া দুর্য্যোধন স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছেন যে ভীষ্মাদি ভিন্ন শল্য, কৃতবর্ম্মা ও ভগদত্ত আদি আরও বীরগণ তাঁহার পক্ষে আছেন। তাঁহারা সকলেই শূল, চক্র, গদা খড়্গাদি যুদ্ধে মহানিপুণ। শূরাঃ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা নিজ সেনার বলবাহুল্য, অত্যন্ত সমরাগ্রহ ও রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মকর্ত্তৃক রক্ষিত) অস্মাকং (আমাদিগের) তৎ (সেই) বলম (সৈন্য) অপর্য্যাপ্তম (অপরিমিত)। এতেষাং তু (কিন্তু ইহাদিগের) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত) ইদং (এই) বলং (সৈন্য) পর্য্যাপ্তম্ (অপেক্ষাকৃত অল্প) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সৈন্য অনেক, কিন্তু ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবসৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত কিম্। অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথা-ভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপ্যস্মাকং বলং সৈন্যমপর্য্যাপ্তম্। তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি। ইদমেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি। ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাদস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থম্। ভীমস্যৈকপক্ষপাতিত্বাদেতদ্বলমস্মদ্বলং প্রতি সমর্থং ভাতি ॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। উভ পক্ষেই যখন অস্ত্রশস্ত্রনিপুণ ও সমরসুচতুর পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন, তখন পাছে আচার্য্য মনে করেন উভ দলই সমান, তজ্জন্য দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মবুদ্ধি ভীষ্ম কর্তৃক অভিরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সেনা অপর্য্যাপ্ত—একাদশ অক্ষৌহিণী; এবং স্থূলবুদ্ধি বিকলচিত্ত ভীমসেন কর্তৃক অভিরক্ষিত পাণ্ডবপক্ষীয় সেনা নিতান্তই পর্য্যাপ্ত—সাত অক্ষৌহিণী মাত্র। পক্ষান্তরে ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, আমাদের সৈন্য একাদশ অক্ষৌহিণী হইলেও রণপ্রাঙ্গণে কার্য্যকালে অপর্য্যাপ্ত—অপ্রচুর বা অসমর্থ, এবং পাণ্ডবসেনা সংখ্যায় অল্প হইলেও পর্য্যাপ্ত—প্রচুর বা সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

এক অক্ষৌহিণী সেনায় ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি—সর্ব্বসমেত ২১৮৭০০ বুঝায়। এই গণনানুসারে কৌরবপক্ষে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ, ৭২১৭১০ অশ্ব ও ১২০২৮৫০ পদাতি—অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ২৪০৫৭০০ সৈন্য; এবং পাণ্ডবপক্ষে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি-অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ১৫৩০৯০০ সৈন্য। সুতরাং কুরুক্ষেত্র মহারণে উভয় পক্ষে ৩৯৩৬৬০০ সৈন্য * সমবেত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। সেনাপতি ভীষ্ম মহাপ্রবীণ হইলেও তিনি পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং তাঁহার উভয়পক্ষপাতিত্বহেতু তৎপরিচালিত কুরুসৈন্য জয়লাভে অসমর্থ হইবে, এবং ভীমের তাদৃশ্য যুদ্ধনিপুণতা না থাকিলেও তিনি একপক্ষাবলম্বী বলিয়া তদধীন সৈন্যগণ জয়লাভে সমর্থ হইবে, রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপই ধারণা হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (সকল ব্যূহপ্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (নিজ নিজ বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করিতে থাকুন) ॥ ১১ ॥

* এই সংখ্যায় প্রধানতঃ মহারথ ও অতিরথগণ মাত্র গৃহীত হইয়াছেন। ইঁহারাই যুদ্ধারম্ভে সমবেত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ হস্তী, অশ্ব ও রথাদির সংখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা ইহা হইতে নির্ণীত হইতে পারে না। রথারোহী, গজারোহী, অশ্বারোহী যোদ্ধৃগণ হত হইলে, তদুৎ যান বাহন আরোহণ পূর্ব্বক উভয় পক্ষে বহুবীর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধারম্ভের পরও বহুদেশ হইতে সৈন্য সমূহ সমাগত হইয়াছিল। অধিকন্তু অর্দ্ধরথ, সারথি, হস্তিপদাক, অশ্বপালক, পাচক, সেবক, শিল্পী প্রভৃতির সংখ্যাও ১৮ অক্ষৌহিণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। মহাভারতে স্ত্রীপর্ব্বের শ্রাদ্ধপর্ব্বাধ্যায় ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন যে, এই যুদ্ধে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটী বিংশতি সহস্র সৈন্য (১৬৬০০২০০০০) নিহত হইয়াছে, এবং চতুর্বিংশতি সহস্র একশত পঞ্চ ষষ্টি যোদ্ধা (২৪১৬৫) জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। দেবর্ষি লোমশ কর্তৃক প্রদত্ত দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে তিনি এই সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। এক্ষণে আপনারা নিজ নিজ বিভাগানুসারে সৈন্যসমূহের ব্যূহদ্বারে অবস্থিত হইয়া পিতামহ ভীষ্মকে সর্ব্বথা রক্ষা করিতে থাকুন॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাত্ত্বভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু। যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্তু ভবন্তঃ। যথান্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে আচার্য্য এরূপ বলেন যে যদি পাণ্ডবসৈনা অপেক্ষা তোমার সৈন্যদল পুষ্ট ও প্রবল থাকে, তবে বৃথা নানা কল্পনা করিতেছ কেন? তজ্জন্য দুর্য্যোধন বলিতেছেন যে, পিতামহ ভীষ্ম আমাদের সেনাধিনায়ক, তিনি যখন সম্মুখ সমরে উন্মত্ত হইবেন, তখন তাঁহার পার্শ্ব বা পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাই আপনাকে বলিতেছি যে আপনার তাঁহার সম্মুখ ভিন্ন অন্যান্য দিক্ এরূপে তত্ত্বাবধান করিবেন, যেন প্রচ্ছন্নভাবে কোন শত্রুসৈনা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে না পারে। প্রকারান্তরে দ্রোণাচার্য্যকে মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া বলিতেছেন যে, পিতামহের জীবনসত্ত্বে আমরা কাহাকেও ভয় করি না॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্ম) তস্য (তাঁহার—দুর্য্যোধনের হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (অত্যুচ্চ) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদ-পূর্ব্বক) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর রাজা দুর্য্যোধনের সন্তোষার্থ কুরুবৃদ্ধ মহাপ্রতাপশালী পিতামহ ভীষ্ম সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিলেন॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততএবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্! তদাহ—তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্॥ ১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

করিলেন। বৃদ্ধগণ অনায়াসে বালকের মনের ভাব বুঝিতে পারেন, ইহা দেখাইবার জন্য "কুরুবৃদ্ধ"; দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধনকে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি মহাদুরাত্মা হইলেও আপৎকালে উপেক্ষাযোগ্য নহে, এজন্য "পিতামহ"; এবং ভীষ্মের উচ্চ সিংহনাদে ও শঙ্খধ্বনিতে পাণ্ডব-সেনা অবশ্যই চমকিত হইয়াছে, এজন্য "প্রতাপবান্"—ভীষ্মের এই বিশেষণত্রয় এস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ (শঙ্খ ও ভেরী সমূহ) পণবানকগোমুখাঃ (পণব-মৃদঙ্গ, আনক-ঢক্কা, গোমুখ-রণশিঙ্গা) সহসা এব (এক সময়েই) অভ্যহন্যন্ত (বাদিত হইল। স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (ব্যাকুল হইয়া উঠিল) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেনাপতি ভীষ্মের রণোৎসাহ বিদিত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের অন্যান্য সৈন্যগণের মধ্যে বহু শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢাক, ও রণশিঙ্গা বাজিয়া তুমুল শব্দ হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদি। পণবা মর্দ্দলাঃ। আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন সকলে দেখিল, ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম এই মহারণে অগ্রবর্ত্তী তখন ভাবিল—আর ভয় কি! কেননা, ভীষ্ম সহজে কাহারও বধ্য নহেন, ভীষ্ম পরাভূত না হইলে কুরু সৈন্যের পরাভবেরও আশঙ্কা নাই। তাই সকলে উৎসাহযুক্ত হইয়া রণবাদ্য বাজাইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেত অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (আরূঢ়) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভীষ্মাদির শঙ্খাদির ধ্বনি শ্রবণান্তর এদিকে শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে আরূঢ় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনও দিব্য শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ পূর্ব্বসৈনাবাদ্যকোলাহলানন্তরম্। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদিও কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত অন্যান্য অনেক পাণ্ডবসৈন্য রথারূঢ় ছিলেন, তথাপি "ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অর্জ্জুনের রথ অন্যান্য রথের ন্যায় সামান্য নহে, উহা সাক্ষাৎ হুতাশনদত্ত; এ রথকে চালাইবার সামর্থ্যও কোন শত্রুরই নাই। এই রথারূঢ় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ কোন শত্রু কর্ত্তৃকই পরাভূত হইবার নহেন। তাঁহাদের শঙ্খনাদে কুরুসৈন্য অবশ্য মহাবিত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রথমে কুরুসৈন্যের শঙ্খনাদ এবং তৎপরে অর্জ্জুন প্রভৃতির শঙ্খনাদাদি দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইল যে পাণ্ডবগণ প্রথমে দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন নাই; দুষ্ট দুর্য্যোধনের পক্ষই ভারতীয় বীরবর্গের শোণিতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিবার প্রবর্ত্তনা করিল, তৎপরে পাণ্ডবগণকে অগত্যা আত্মাধিকার রক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল॥ ১৪॥

অন্বয়বোধিনী। হৃষীকেশঃ (কৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্যনামক শঙ্খ), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্তনামক শঙ্খ), ভীমকর্ম্মা (সর্ব্বলোকের ভীতি উৎপাদক) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক বৃহৎ শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন)॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদ করিলেন, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ ও সর্ব্বলোকত্রাসোৎপাদক ভীম পৌণ্ড্রনামক বৃহৎ শঙ্খে ধ্বনি করিলেন॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাম্। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাঞ্চজন হইতে উৎপন্ন এজন্য নাম "পাঞ্চজন্য"। হৃষীকেশ—হৃষীক-ইন্দ্রিয়, ঈশ-নিয়োগকর্ত্তা, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তার নাম হৃষীকেশ। এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্য নাম না দিয়া "হৃষীকেশ" এই নাম প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। জীব কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই কার্য্য করিয়া থাকে। জীবের সংকল্প যেমনই হউক না কেন, ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যসম্পাদনে সামর্থ্য না হইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কোথা হইতে? ভগবান্ হৃষীকেশ ভক্তের পক্ষেই শক্তি সঞ্চালন করিবেন। অভক্তের পক্ষে যতই বীর থাকুক না কেন, তাহাদের ইন্দ্রিয়গণের সৎসামর্থ্য বিধান করিবে কে? অগত্যাই তাহাদের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে আধ্যাত্মিক মহত্তত্ত্বও আভাস প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ পঞ্চ পাণ্ডব যখন অন্তর্যামী বিভু আত্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে কার্য্য করিতে থাকেন, তখন দুষ্টবুদ্ধিরূপ

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥

দুর্যোধনের দুষ্টদলবল ত্রস্ত ও পরিশেষে পরাস্ত হইয়া যায়। এখানে অর্জ্জুনের "ধনঞ্জয়" নাম দিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে বীর পুরুষ নিজ বাহুবলে দিগ্‌দিগন্তর জয় করিয়া সমস্ত ধনাধিপগণের ধন লইয়া আসিয়াছেন, এবং যাহার হস্তে দেবতাদিগের প্রদত্ত বিজয়শঙ্খ বিরাজিত, তাঁহাকে এ সময়ে পরাভব করে কাহার সাধ্য? বৃকের ন্যায় বহুভোজী হিড়িম্বহন্তা মহাবল ভীমসেনও দুর্জ্জয়পরাক্রম। সঞ্জয় তজ্জন্য সঙ্কেত প্রকাশ করিতেছেন যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! ইন্দ্রিয়াধিনায়ক যে সেনার নেতা, বিশ্ববিজয়ী বীর যাহাদের যোদ্ধা এবং ভীমপরাক্রম বৃকোদর যাহাদের রক্ষক *তোমার পুত্রগণ তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥*

অন্বয়বোধিনী। কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং (অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ), নকুলঃ সহদেবঃ চ (এবং নকুল ও সহদেব) সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খদ্বয়) [বাজাইলেন] ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ ও সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ। সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুন্তী কঠোর তপস্যাদ্বারা ধর্ম্মরাজের কৃপায় যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন, তাহাতে যুধিষ্ঠির যে মহাতেজাঃ পুরুষ এবং রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রবল প্রতাপের পরিচয়ও দিয়াছেন, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের স্মরণার্থ সঞ্জয় "কুন্তীপুত্র" ও "রাজা" এই দুইটী বিশেষণ, "যুধিষ্ঠির" পদের পক্ষে প্রয়োগ করিয়াছেন। যিনি যুদ্ধে জয়রূপ ফলভাগী হইয়া অটল অর্থাৎ স্থিত থাকেন, তিনিই যুধিষ্ঠিরপদবাচ্য। জয়শ্রী যুধিষ্ঠিরকেই আশ্রয় করিবেন, পদপ্রয়োগ-কৌশলে সঞ্জয় তাহাই সঙ্কেত করিলেন। পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ, মণিপুষ্পক—শ্লোকদ্বয়ে উক্ত এই শঙ্খ ছয়টী নিজ নিজ নামানুসারে সুপ্রসিদ্ধ। ঈদৃশ নামানুযায়ী শঙ্খ কুরুদলে একটীও নাই, এই জন্য এই শঙ্খগুলির নাম পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ করিয়া সঞ্জয় কুরুপক্ষের হীনতা প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] পৃথিবীপতে! (রাজন্!), পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধর) কাশ্যঃ চ (কাশিরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী), ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটঃ চ (এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট রাজা), অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ চ (এবং অজেয় সাত্যকি), দ্রুপদঃ,

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯॥

দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ রাজা ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ), মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন), [এতে] সর্ব্বশঃ (ইঁহারা সকলে) পৃথক্ পৃথক্ (পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বীয় স্বীয়) শঙ্খান্ (শঙ্খসকল) দধ্মুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৭।১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পৃথিবীপতে! মহাধনুর্দ্ধারী কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট রাজা, যুদ্ধে অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ ও সুভদ্রার তনয় মহাবাহু অভিমন্যু পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ শঙ্খসকলের নিনাদ করিলেন ॥ ১৭। ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশিরাজঃ। কথংভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে যে নিজ পুত্রবর্গের জয়াশা করিতেছিলেন, তাহাই কৌশলে নিবৃত্ত করিবার জন্য সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কেবল এই কয়েক জন নহে, মহাধনুর্দ্ধারী মহারথ, অপরাজেয়, মহাবাহু কাশিরাজাদি বীরেন্দ্রগণও মহা উৎসাহে নিজ নিজ শঙ্খের মহানিনাদ করিলেন ॥ ১৭।১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (সেই) তুমুলঃ (ভয়ঙ্কর) ঘোষঃ (শব্দ অর্থাৎ শঙ্খনাদ) নভঃ (আকাশ) পৃথিবীং চ এব (ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের) হৃদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিতে লাগিল) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই (শঙ্খসমূহের) ভয়ঙ্কর শব্দ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীং চাভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুরুদলের শঙ্খনাদে পাণ্ডবসেনা কিছুমাত্রও বিক্ষুব্ধ হয় নাই, কিন্তু পাণ্ডবসেনার শঙ্খধ্বনিতে কুরুসৈন্য ভীত, চকিত ও কম্পিত হইল। ইহা দ্বারা কুরুদলের দুর্ব্বলতা ও পাণ্ডবগণের হৃদয়ের তেজস্বিতা সূচিত হইয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মপক্ষ

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০ ॥
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

অবলম্বন করেন, তাঁহাদের যাদৃশ উৎসাহ যাদৃশ সাহস ও নির্ভীকতা থাকে, ধর্মবিরোধিবর্গের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। [হে] মহীপতে। (রাজন্ !) অথ (অনন্তর) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (পাণ্ডুপুত্র কপিধ্বজ অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) ব্যবস্থিতান্ (অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া), শস্ত্রসম্পাতে (শস্ত্রনিক্ষেপে) প্রবৃত্তে (প্রবৃত্ত হইলে), ধনুঃ উদ্যম্য (ধনুঃ উত্তোলন পূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং (এই) বাক্যম্ (কথা) আহ (বলিলেন)। [হে] অচ্যুত ! (কৃষ্ণ !) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) মে (আমার) রথং (রথ) স্থাপয় (স্থাপন কর) ॥ ২০।২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! অতঃপর তোমার পুত্র ও তৎপক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধোদ্যম সহ অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজরথারূঢ় অর্জ্জুন নিজ শরাসন উত্তোলনপূর্ব্বক তৎকালে ভগবান্‌কে কহিলেন, হে অচ্যুত ! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০।২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং। ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেনাবস্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ। তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২০।২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উৎকট শঙ্খনিনাদ শ্রবণে ভীতান্তঃকরণ কৌরবগণ যখন রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল না, বরং দুর্ব্বদ্ধিবশতঃ স্পর্দ্ধাসহ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিল, তখন অগত্যা অর্জ্জুনকে জ্যা-রোপণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব মহাশরাসন উত্তোলন করিতে হইল। যাঁহার সহায়তায় রামচন্দ্র রাবণ-বংশ সংহার করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হনুমান্ অর্জ্জুনের রথধ্বজে উপবিষ্ট; চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য প্রবর্ত্তক হৃষীকেশ সারথি ও মন্ত্রণাদাতা। সেই সুহৃৎ কৃষ্ণের আজ্ঞা ভিন্ন অর্জ্জুন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েন না। অর্জ্জুনের সমরসহায়ের সঙ্কেত করিয়াই "হে মহীপতে !" পদদ্বারা সঞ্জয় ব্যক্ত করিতেছেন যে, কৌরবগণ অতি অহিতায় পক্ষক পাণ্ডবগণের রাজ্য অপহরণ করিয়া নিতান্ত রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ রাজনীতিপরায়ণ ও ধর্মকুশল। জয় পাণ্ডবদিগেরই অবশ্যম্ভাবী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের ঈদৃশ আজ্ঞা প্রথমতঃ অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু এস্থানে ভক্তবৎসলতাজন্য ভক্তের দাসত্ব প্রদর্শনই উদ্দেশ্য। অর্জ্জুনের আজ্ঞার জন্য যে শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতি

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধু-কামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই জগতে সূচিত করিবার জন্য "অচ্যুত" পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেননা, ভগবান্ সরূপ বা অরূপ যে অবস্থাতেই যখন কেন থাকুন না, তিনি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার অর্থাৎ কোন কারণই তাঁহাকে সেই স্বভাব হইতে চ্যুত বা ক্রোধাদিবিকারযুক্ত করিতে পারে না ॥ ২০।২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। যাবৎ (যতক্ষণ অহম্ আমি) এতান্ (এই সমস্ত) যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ (যুদ্ধকামনায় অবস্থিত বীরগণকে) নিরীক্ষে (দেখি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধ প্রারম্ভে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া (আমাকে) যোদ্ধব্যম্ (যুদ্ধ করিতে হইবে) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! যুদ্ধকামনায় রঙ্গভূমিতে অবস্থিত বীরগণের মধ্যে কাহার সহিত আমি যুদ্ধ করিব, ইহা যতক্ষণ ভাল করিয়া দেখি, (ততক্ষণ তুমি উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর) ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যাবদিতি। ননু ত্বং যোদ্ধা। ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ। তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি। কৈ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে কেহ মনে করে যে, অর্জ্জুন স্বয়ং যোদ্ধা, তবে দর্শকের ন্যায় মধ্যস্থলে রথ রাখিয়া কি দেখিবেন! সেই জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, ভীষ্মদ্রোণাদি ভিন্ন আমার সমকক্ষ যোদ্ধা আর কেহ নাই, অতএব যেখান হইতে তাঁহাদিগকে ভালরূপ দেখা যায়, রথ সেই স্থানে স্থাপন কর। উঁহারা যুযুৎসু, এবং আমার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নের পাত্র নহেন। যদি বল তাঁহাদিগকে দেখিয়া অর্জ্জুনের কি লাভ হইবে? তাই অর্জ্জুন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, বিপক্ষগণ সকলেই আমার আত্মীয়, অথচ আমরা সকলেই যুদ্ধার্থ এখানে একত্র, কাহার সহিত যুদ্ধারম্ভ করা উচিত, এক্ষণে তাহাই স্থির করিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অত্র যুদ্ধে (এই যুদ্ধে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতকামী) যে (যে সকল) এতে (এই রাজগণ) সমাগতাঃ (সমাগত হইয়াছেন) যোৎস্যমানান্ [তান্] (সংগ্রামেচ্ছু তাঁহাদিগকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (নিরীক্ষণ করি) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় যে যোদ্ধৃবর্গ সমাগত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই ॥ ২৩ ॥

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্‌ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়-কর্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাস্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভীষ্মদ্রোণাদি আত্মীয় বীরবর্গ যুদ্ধ দ্বারাই দুর্য্যোধনের হিতকামনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা দুর্য্যোধনের দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট করিয়া অথবা তাঁহাকে আমাদের মিত্রভাবাপন্ন করাইয়া তাঁহার হিতচেষ্টা করিতেছেন না—ইহাই ভাবিয়া উক্ত আচার্য্যদ্বয়ের প্রতি আক্ষেপ পূর্ব্বক অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। যুদ্ধ করিবেন জানিয়া ও তাঁহাদিগকে আত্মীয় ভিন্ন শত্রু বলিয়া অর্জ্জুন মনে করিতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। [হে] ভারত! (ধৃতরাষ্ট্র!), গুড়াকেশেন (অর্জ্জুনকর্ত্তৃক) এবম্‌ (এইরূপে) উক্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে উভয় সেনার মধ্যে), ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ চ (এবং ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি) সর্ব্বেষাং (সকল) মহীক্ষিতাং (রাজাদিগের) [সম্মুখে] রথোত্তমং (রথোত্তম) স্থাপয়িত্বা (স্থাপন করিয়া)—[হে] পার্থ! (অর্জ্জুন!) এতান্‌ (এই সকল) সমবেতান্‌ (সমবেত) কুরূন্‌ (কুরুগণকে) পশ্য (দেখ)—ইতি (ইহা) উবাচ (কহিলেন) ॥ ২৪।২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন, হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ভগবান্‌ হৃষীকেশ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও রাজগণের সম্মুখে উত্তমরথ স্থাপন করিয়া বলিলেন, হে পার্থ! এই সমবেত কৌরবদল নিরীক্ষণ কর ॥ ২৪।২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা। তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন। এবমুক্তঃ সন্‌। হে ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র ॥ ২৪ ॥

ভীষ্মেতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্‌ কুরূন্‌ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে "ভারত" পদ দ্বারা সম্বোধন করিয়া

**তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি॥ ২৬॥**

সঞ্জয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা ভরত রাজার স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং এই সঙ্কেত করিলেন যে, এক কুলের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব হইতেছে, ইহা নিবৃত্ত করাই তোমার কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের "গুড়াকেশ" বিশেষণটী বহ্বর্থব্যঞ্জক। গুড়াকা-নিদ্রা, ঈশ-প্রভু; অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে বশীভূত করিয়াছেন। অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত, বিহ্বল, মোহিত বা হতচেতন হইবার পাত্র নহেন। কেহ বা অর্থ করেন, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সঙ্গমস্থানের নাম "গুড়া" মুদ্রিকা, তদাকারাকারিত কেশবিশিষ্ট অর্থাৎ তরঙ্গায়িত কেশযুক্ত। কেহ বলেন "গুড়ম্" আবৃতি ব্যাপ্নোতীতি গুড়াকঃ"-শিবঃ, অর্থাৎ মহাদেব যাঁহার ঈশ্বর বা রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। অথবা গুড় অর্থে গোলক, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ গোলকের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত ভগবান্ যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। কিংবা ভগবান্‌কে যিনি আপনার ঈশ্বর বা আত্মা বলিয়া বিদিত আছেন—সেই মুক্তিভাগী রিপুবিজয়ীই "গুড়াকেশ"। অথবা গুড়ের ন্যায় অত্যন্ত মধুর বোধে ভক্তগণে যিনি উপগত হয়েন, তিনিই গুড়াক—ভগবান্, সেই ভগবান্ যাঁহার রক্ষক তিনিই গুড়াকেশ। অর্জ্জুন সদা সচেতন, কার্য্যে কুশল ও ভগবদনুগত সুতরাং যুদ্ধে অজেয়। "গুড়াকেশ" বিশেষণ দ্বারা সঞ্জয় অর্জ্জুনের জয়চিহ্ন ব্যক্ত করিলেন। "হৃষীকেশ" শব্দ দ্বারা ভগবানের নির্ব্বিকারতা ও ভক্তাধীনতা অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের আজ্ঞা পালন করিলেন তাহা দেখাইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণাদির প্রধানত্ব দেখাইবার জন্যই সকলরাজসম্মুখে রথ রাখিলেও তাঁহাদের দুইজনের নামই পৃথক উল্লেখ করিলেন। আত্মীয়গণকে দেখিয়া অর্জ্জুন কিঞ্চিৎ মমতাযুক্ত হইয়াছেন ইহা সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ জানিতে পারিয়াই রহস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! আত্মীয়গণকে জন্মের মত দেখিয়া লও। কেননা, এ যুদ্ধের পর, ইঁহাদের একটীকেও আর এ অবস্থায় দেখিতে পাইবে না। অর্জ্জুন বিহ্বলচিত্ত হইয়াছেন বোধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "পার্থ!" পৃথার পুত্র-এই সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমাতে মাতৃগুণ-স্ত্রীস্বভাবসুলভ গুণ দেখিতেছি, পিতার গুণ বা বীর্য্য প্রতাপাদি দেখা যাইতেছে না। অথবা তুমি আমার পিতৃষ্বসা পৃথার পুত্র, সুতরাং আমার আত্মীয়। আমি তোমার সহায় রহিয়াছি, তুমি ভীত হইও না। আমি সাবধানে সারথির কার্য্য করিব, তুমি রথীর আসন পরিত্যাগ করিও না॥ ২৪।২৫॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থঃ (অর্জ্জুন) তত্র (তথায়) উভয়োঃ (উভয়) সেনয়োঃ অপি (সেনার মধ্যেই) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন্ (পিতৃব্যগণকে), অথ (ও) পিতামহান্, আচার্য্যান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ (পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র পৌত্র এবং মিত্রগণকে), শ্বশুরান্ সুহৃদঃ চ এব (শ্বশুর ও সুহৃদগণকে) অপশ্যৎ (দেখিলেন)॥ ২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ॥ ২৭॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন, পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী বহু ব্যক্তিকে উপস্থিত অবলোকন করিলেন॥ ২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিতি? অত আহ—তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চাপশ্যৎ॥ ২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রণভূমি আত্মীয়জনেই পরিপূর্ণ। সাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অর্জ্জুন কাহাকেও আজ শত্রু বোধ করিতে পারিতেছেন না। দেখিলেন, কৌরবপক্ষে ভূরিশ্রবাদি পিতৃব্যগণ, ভীষ্ম সোমদত্তাদি পিতামহগণ, শল্য, শকুনি প্রভৃতি মাতুলগণ, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি আচার্য্যগণ, লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্রগণ ও তাহাদের আত্মীয়গণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ আদি মিত্রগণ এবং কৃতবর্ম্মা ভগদত্তাদি সুহৃদ্গণ বিদ্যমান রহিয়াছেন। 'সুহৃদ্' এই শব্দে মতামহাদি অন্যান্য আত্মীয়গণও গৃহীত হইয়াছেন। এইরূপ পাণ্ডবপক্ষেও কেবল আত্মীয়গণ দৃষ্ট হইল॥ ২৬॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই অর্জ্জুন) অবস্থিতান্ (যুদ্ধার্থ অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেই সমস্ত বন্ধুগণকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ (পরম কৃপাপরবশ [ও] বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ (ইহা) অব্রবীৎ (বলিলেন)॥ ২৭॥

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর অর্জ্জুন উভয় সেনাদলের মধ্যে বন্ধু বান্ধববর্গকে অবলোকন পূর্ব্বক নিতান্ত করুণার্দ্র ও বিষণ্ণ হইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং কৃতবান্? ইত্যত আহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যাবিষ্টো বিষণ্ণঃ সন্নিদমর্জ্জুনোঽব্রবীদিত্যুত্তরসার্দ্ধশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ॥ ২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন মাতৃস্বভাবসুলভ সকরুণভাবরূপ উপতাপ-সংযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া এই শ্লোকে "কৌন্তেয়" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। সকরুণভাব হইতেই বিষাদের উৎপত্তি, সুতরাং কৃপার পরাকাষ্ঠা বশতঃ অর্জ্জুন ব্যথিতান্তঃকরণও হইলেন। এই অবস্থায় তিনি গদ্গদ্সজললোচন ও গদ্গদকণ্ঠ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিতে বাধ্য হইলেন। কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ—"কৃপয়া অপরয়া আবিষ্টঃ" কেহ কেহ এরূপ পদচ্ছেদও করেন। ইহাতে ইহাই সূচিত হয় যে, অর্জ্জুন নিজপক্ষীয়গণের প্রতি তো প্রথম হইতেই কৃপাবান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আবার কৌরবগণের প্রতিও তাঁহার অপরা বা দ্বিতীয়া কৃপার উদয় হইল॥ ২৭॥

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্। *
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। [অর্জ্জুন কহিলেন] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যুযুৎসূন্ (যুদ্ধেচ্ছু) ইমান্ (এই সকল) স্বজনান্ [আত্মীয়গণকে] সমবস্থিতান্ (সমবেত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি (আমার সমস্ত শরীর) সীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে)। মুখং চ (ও মুখ) পরিশুষ্যতি (বিশুষ্ক হইতেছে)। মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ (কম্প) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ) জায়তে (হইতেছে)। হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব ধনুঃ) স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে), ত্বক্ চ এব (এবং চর্ম্মও) পরিদহ্যতে (বিদগ্ধ হইতেছে) ॥ ২৮।২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। (অর্জ্জুন কহিলেন) হে কৃষ্ণ! আত্মীয়জনগণকে সমরাভিলাষে সমুপস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গসকল অবসন্ন ও মুখ বিশুষ্ক হইয়া আসিতেছে, শরীর বিকম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্রস্ত হইয়া (খসিয়া) পড়িতেছে এবং সমুদয় ত্বক্ যেন বিদগ্ধ হইতেছে ॥ ২৮।২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ—বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। স্রংসতে নিপততি। পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী।

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
কৃষ্ণস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ ॥ মহাভারত, উদ্যোগ, ৬৬।৫১

কৃষ্-উৎপত্তি বা সত্তা, ও ণ-নির্বৃতি বা আনন্দ। যিনি জন্ম জন্মান্তর নিবারণকর্ত্তা, অথবা যিনি নিত্যসত্তায় চির বিদ্যমান সেই পরব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে অভিহিত। "ভক্তদুঃখকর্ষিত্বাৎ কৃষ্ণঃ"—অথবা ভক্তদুঃখবিনাশকারীই কৃষ্ণ। আমার সমস্ত অবসাদের বিনাশ কর, শরণাগত হইয়া ইহাই সঙ্কেত করিবার জন্য অর্জ্জুন দুইটী শ্লোকের প্রথমেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে "কৃষ্ণ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।

সত্ত্বগুণের প্রভাবে বৈরবুদ্ধি বিদূরিত হইবামাত্র অর্জ্জুনের স্বার্থসাধনানুকূল হিংসাপূর্ণ যুদ্ধপ্রবৃত্তির হ্রাস হইল। তাই বীরকেশরীর অন্তঃকরণনিহিত চিরসঞ্চিত রজোগুণজনিত (ক্ষত্রিয় নিবন্ধন)

* সমুপস্থিতান্ ইতি বা পাঠঃ।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥

প্রবৃত্তি বাশির উপশম হইয়া আসিতেছে। সত্ত্বগুণ নিবৃত্তিমূলক। এজন্য উদ্যম, উৎসাহ, চেষ্টা ও বায় তৎপরতা আদির অভাব জনিত চিহ্নরাশি অর্জ্জুনেব শরীরে লক্ষিত হইতেছে।

কোন কোন শ্রদ্ধেয় টীকাকার এই সময়ে অর্জ্জুনকে "আত্মীয়জন-দর্শনে শোকমোহাচ্ছন্ন ও কাতর" মনে করিয়াছেন বোধ হয় অর্জ্জুনের প্রকৃতিব প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি করিতে এই সময়ে তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন। অর্জ্জুন শোকমোহবশতঃ কাতর হয়েন নাই। ইহা অর্জ্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়েব চতুর্থ শ্লোকে প্রকাশ করিবেন। সত্ত্বগুণে শত্রুকে আত্মীয় বোধ হইলে শত্রুনিধনেচ্ছা স্বতঃই নিবৃত্ত হয়। শ্রীরাম ও রাবণের মহাসমরেও যখনই রাবণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়াছে, তখনই ভগবান রাবণনিধনে নিবৃত্ত হইয়া বরদানে উদ্যত হইয়াছেন। এ ভাব কি শ্রীরামচন্দ্রেব মোহবশতঃ? কখনই নহে! রাবণকে ভক্ত—অনুগত-স্বজন বোধে বৈরবুদ্ধিব অভাব জন্যই এই ভাব হইয়াছিল। শোক-মোহাচ্ছন্ন ও তমোগুণান্ধ হইলে অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ হইতে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার উপযুক্ত হইতেন না। শোকমোহান্ধ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কখনই বীরমধ্যে গণনীয় হন না॥ ২৮।২৯॥

অন্বয়বোধিনী। চ (এবং) [হে] কেশব। [অহং] অবস্থাতুং (অবস্থান করিতে) ন শক্নোমি (পারিতেছি না), মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি ইব (মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে), চ (এবং) [অহং] বিপরীতানি নিমিত্তানি (দুর্নিমিত্তরাশি) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। হে কেশব! স্থির হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি আমার বিনষ্ট হইল, আমার মন নিতান্ত বিঘূর্ণিত—অত্যন্ত আন্দোলিত হইয়া উঠিল, আমি দুর্নিমিত্তরাশি অবলোকন করিতেছি॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনানি পশ্যামি॥ ৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী। অভিমন্ত্রনাটিত রজোগুণময়ী প্রকৃতিতে, স্থানপ্রভাব জন্য অকস্মাৎ প্রসারিত সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হেতুঃ অর্জ্জুনের হৃদয় তরঙ্গায়িত—অস্থির—হওয়ায়, ভগবানকে অন্য নামে সম্বোধন না করিয়া "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কেননা, "কেশব" অজ্ঞানরূপ বিকারের—অস্থিরতার সংহারক। "কেশো [illegible] কেশবঃ"। ক-ব্রহ্মা—সৃষ্টিকর্তা। ঈশ-রুদ্র—সংহর্তা। এতদুভয়কে নিজ অনুগ্রহপাত্র বোধে যিনি জগতের রক্ষক—স্থিতিকারক রূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই "কেশব"। আমাকে

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

প্রকৃতিস্থ কর—রক্ষা কর, ইহাই ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুন "কেশব" পদ ব্যবহার করিয়াছেন। হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাহাতে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনারাশির আভাস প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অবিলম্বেই যে ভারত ছারখার হইবে, ইহারই সূচনাস্বরূপ অর্জ্জুন সম্মুখে নানা দুর্লক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) [অহং] আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (নিহত করিয়া) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন চ অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) ; বিজয়ং (জয়) ন কাঙ্ক্ষে (আকাঙ্ক্ষা করি না) ; রাজ্যং চ সুখানি চ (রাজ্য এবং সুখও) ন [কাঙ্ক্ষে] (চাহি না) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই যুদ্ধে আত্মীয়গণকে নিধন করিয়াও কোনরূপ মঙ্গল দেখিতেছি না। (যদি বল জয় লাভ হইবে) হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় কামনা করি না, এবং রাজ্যসুখভোগাদির আকাঙ্ক্ষাও আমার নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ ? তত্রাহ—ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রেয়ঃ বা পরমার্থ দ্বিবিধ, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। রাজ্যসুখাদিপ্রাপ্তি "দৃষ্ট", ও স্বর্গাদিলাভ "অদৃষ্ট"। "অনুপশ্যামি" পদ দ্বারা অর্জ্জুন ইহাই ব্যক্ত করিলেন যে, হে কৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বাপর বিলক্ষণ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, আত্মীয়গণবধে কোন পুরুষার্থই নাই। কেননা, এই যুদ্ধে যদি সকল আত্মীয়ই নিহত হইল, তবে বিজয়ী হইলে কাহাকে লইয়াই বা রাজ্য ভোগ করিব ? জয়ী হইলে "অদৃষ্ট" স্বর্গসুখেরও তো আশা দেখিতেছি না।

দ্বাবিমৌ পুরুষব্যাঘ্র ! সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥ মহাভারত—উদ্যোগ, ৩৩।৬৭ ও শুক্রনীতিসার—৪র্থ অঃ, ৭ম প্রকরণ, ৩১৭ শ্লোঃ।

ইহলোকে দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডল বা দেবলোকনিবাসে সমর্থ। প্রথম যাঁহারা সন্ন্যাসী—পরিব্রাজক ও যোগযুক্ত, এবং দ্বিতীয়—যাঁহারা সম্মুখে সমরে নিহত হয়েন। কিন্তু এই সমরে বিজয়ী হইলে ফল তো কিছুই নাই। তবে কেবলমাত্র জয়াশায় অর্জ্জুন অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; কেননা, সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাঁহার জিগীষাবৃত্তির নাশ ও রজোগুণমূলক সুখভোগপ্রবৃত্তির ক্ষয় হইয়া গিয়াছে ॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যেন কিম্ (রাজ্যে কি প্রয়োজন)? ভোগৈঃ জীবিতেন বা (ভোগ বা জীবনে) কিম্ (কি প্রয়োজন)? [কেননা] যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের নিমিত্ত) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ) কাঙ্ক্ষিতম্ (অভীষ্ট হয়) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গোবিন্দ! আর আমাদের রাজ্যে প্রয়োজন নাই। জীবন ধারণেই বা ফল কি? কেননা, যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ ও সুখের কামনা করা যায়, [তাঁহারাই আজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত] ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি-সার্দ্ধশ্লোকদ্বয়েন ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গো-ইন্দ্রিয়, বিন্দতি-পালন বা অধিষ্ঠান করা। ইন্দ্রিয়গণের পরিপালক বা অধিষ্ঠাতার নাম গোবিন্দ। এইম্বোধন পদ দ্বারা অর্জ্জুন ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, হে কৃষ্ণ! তুমি অন্তর্য্যামী, জানই তো আমার রাজ্যভোগে কিছুমাত্র পিপাসা নাই। রাজ্যাদি কেবল আত্মীয়গণেরই জন্য, যদি তাঁহারাই সকলে যুদ্ধার্থী, এবং আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে যখন তাঁহাদের সকলেরই মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে, তবে বৃথা এ পণ্ডশ্রম কেন? ইঁহাদের হিতার্থ ও সুখসম্পাদনার্থই আমাদের জীবনধারণ। যদি তাহাই না হইল, তবে আমাদের জীবনে প্রয়োজনই বা কি? অর্জ্জুনের বৈরাগ্যলক্ষণই এস্থলে প্রতিপাদিত হইল ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। তে (সেই) ইমে (এই সকল) আচার্য্যাঃ (আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যগণ) পুত্রাঃ চ (এবং পুত্রগণ), তথা এব (ও) পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ (পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র ও শ্যালকগণ), তথা (ও) সম্বন্ধিনঃ (স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ), প্রাণান্ (প্রাণ) ধনানি চ (ও ধনরাশি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন)। মধুসূদন (হে মধুসূদন!) [আমাদিগকে] ঘ্নতঃ অপি (হত্যা করিলেও) [আমি] এতান্ (ইঁহাদিগকে) হন্তুং (বিনাশ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না) ॥ ৩৩।৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গণ, ধন ও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। হে মধুসূদন! ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি ইহাদিগকে কোনরূপে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৩৩।৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত ইম ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং ত এতে প্রাণধনাদি-ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব। অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি। তত্রাহসার্দ্ধেন—এতানিত্যাদি। ঘ্নতোঽপ্যস্মান্ মারয়তোঽপ্যেতান্ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া বলেন যে,

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥" মনু—১১।১০ ॥

অর্থাৎ মনু বলিয়াছেন যে, বৃদ্ধ মাতাপিতা, সাধ্বী স্ত্রী ও শিশুসন্তানের ভরণার্থ যদি শত অকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও করিবে। অতএব হে অর্জ্জুন! রাজ্যলোভে বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বন করিও না। তজ্জন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে মধুসূদন! রাজ্য ত একাকী ভোগ করিবার সামগ্রী নহে, আত্মীয় পরিজন পরিবৃত হইয়াই লোকে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকে। যখন তাঁহারা সকলেই এ যুদ্ধে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে প্রয়োজন কি? ইঁহারাই যদি শত্রু হইলেন তবে বাঁচিয়াই বা সুখ কি? আমি কিন্তু কোনমতেই ইঁহাদিগকে শত্রু ভাবিয়া বধার্হ মনে করিতে পারিব না ॥ ৩৩।৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (ত্রৈলোক্যরাজ্যের) হেতোঃ অপি (নিমিত্তও) [ইঁহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না], মহীকৃতে (পৃথিবীর রাজত্বের জন্য) কিং নু (কি কথা)? জনার্দ্দন (হে কৃষ্ণ!) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনাদিকে) নিহত্য (বধ করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতিঃ (কি সুখ) স্যাৎ (হইবে)? ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ত্রিলোকের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও আমি যাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে চাই না, তবে কি সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ পৃথিবীর রাজত্বের জন্য তাঁহাদিগকে বধ করিব? হে জনার্দ্দন! দুর্য্যোধনাদিকে সংহার করিয়া আমাদের কি সুখই বা লাভ হইবে? ॥ ৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি —হন্তুং নেচ্ছামি। কিং পুনর্ম্মহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান বলেন যে, যদি আচার্য্য বা পিতৃব্যাদিকে বধ করা দোষাবহ বোধ হয় তবে তোমাদের পরম আততায়ী দুর্য্যোধনাদিকে বধ করায় ক্ষতি কি? আততায়ীর লক্ষণ যথা—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।"
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ বশিষ্ঠ সংহিতা—৩য় অধ্যায় ॥

যে ব্যক্তি অগ্নিদ্বারা গৃহদাহ করে বা বিষপান করায়, কিংবা বধার্থ শস্ত্রধারী হয় ও যে ধনাপহারী ভূম্যপহারক বা দারাপহারী হয় এই ছয় জন আততায়িপদবাচ্য। তাহাতেই অর্জ্জুন বলিতেছেন যে একে তো দুর্য্যোধন আমার ভ্রাতা, তাহাতে আপাততঃ মানারম্ভ বৃথা বিষয়ভোগ আমার ইচ্ছা নাই। অতএব ভ্রাতৃবধজন্য পাপে কেন বৃথা লিপ্ত হইব? যদি দুষ্টের দমন করাই ভাল বোধ কর তবে "হে জনার্দ্দন!" তুমি তো প্রলয়কালে লোকসংহার করিয়াই থাক তুমিই তাহাকে হনন করিবে তাহাতে তোমাকে দোষ স্পর্শ করিবে না ॥৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। আততায়িনঃ (আততায়ী) এতান্ (ইহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (সেই হেতু) বয়ং (আমরা) সবান্ধবান্ (বান্ধবগণের সহিত) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধার্ত্তরাষ্ট্র পক্ষীয়গণকে) হন্তুং (বধ করিতে) ন অর্হাঃ (চাহি না)। মাধব (হে মাধব!) হি (যেহেতু) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হত্বা (বধ করিয়া) কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব)? ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও ইহারা আততায়ী (এবং আততায়িদিগের পাপ নাই ইহা শাস্ত্র কহিতেছে) তথাপি বন্ধুবান্ধবসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে আমরা সংহার করিতে চাহি না। ইহাদের বধে আমরা পাপভাগী হইব। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমরা কি সুখী হইব? ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭॥

আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রম্। তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলম্। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন— স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, ২১) ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য। অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ— স্বজনং হীতি॥ ৩৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। জতুগৃহদাহ, ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ, যুদ্ধার্থ শস্ত্রধারণ, দ্যূতক্রীড়ায় ধন ও ভূমি হরণ এবং দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি দ্বারা কৌরবগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকারে আততায়িতা করিয়াছে। আততায়ীকে হনন করা নীতিশাস্ত্রের উপদেশ, কিন্তু উহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্র বরং এই কথাই বলেন যে, যে ব্যক্তি কুলনাশক হয়, সে পাপিষ্ঠতম। যথা, "স এব পাপিষ্ঠতমো যঃ কুর্য্যাৎ কুলনাশনম্" ইতি। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি—কোন প্রাণিরই হিংসা করিবে না। অতএব প্রাণিবধ অকর্ত্তব্য, কেননা অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রামাণিক হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে, ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যবহারাধ্যায়, ২১)॥ পাছে ভগবান্ ইহলৌকিক রাজ্যের জন্যই অর্জ্জুনকে যুদ্ধার্থ অনুরোধ করেন, তাহাই নিরাসের ইঙ্গিত করিবার ছলে অর্জ্জুন "হে মাধব" এইরূপ সম্বোধন করিয়াছেন। মা-লক্ষ্মী—শ্রী, এবং ধব-পতি। তুমি শ্রীপতি হইয়া আমাকে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবহীন বা শ্রীহীন হইতে উপদেশ দিও না॥ ৩৬॥

অন্বয়বোধিনী। যদ্যপি (যদিও) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাভিভূতচিত্ত) এতে (ইহারা) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) চ (এবং) মিত্রদ্রোহে (মিত্রদ্রোহে) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছেন না)॥ ৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। যদিও লোভাভিভূতচিত্ত দুর্য্যোধনের পক্ষীয়গণ কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহজন্য পাতকরাশি দেখিতে পাইতেছেন না॥ ৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তবৈতেষামপি বন্ধুবধে দোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাম্। কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ— যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং ত এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি॥ ৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ বলেন যে, বন্ধু-বান্ধব হননে তোমারই এত পাপ বোধ হইতেছে কেন? দেখ, যে মহাপুরুষদিগের আচারণ দেখিয়া অন্য লোক সদাচার

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

শিক্ষা করে, তাদৃশ মহাশিষ্ট ভীষ্মাদি মহোদয়গণ তো বন্ধুবান্ধব-হননে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব তঁহাদের আচারণ অনুকরণ কর। তাহাতে অর্জ্জুন বলিলেন যে, তঁহাদের আচারণ এস্থলে অনুকরণীয় নহে; কেননা, এক্ষণে তাঁহাদের চিত্ত লোভাভিভূত। মহাত্মগণ যখন নিঃস্বার্থভাবে কোন অনুষ্ঠান করেন, তাহা অবশ্যই শিক্ষণীয় বটে। কিন্তু যখন লোভাদির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিবেন, তখন কোন মতেই তাহা শিক্ষাযোগ্য নহে ভীষ্মাদি লোভান্ধ হইয়া এরূপ করিতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মহামতি ভীষ্ম ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারেই যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বধর্ম্ম-পালন-কালে অর্জ্জুনের ন্যায় ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভাবোচ্ছ্বাসে সন্দিগ্ধচিত্ত হন নাই। তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম নিষ্কাম ভাবে যুদ্ধার্থ ব্রতী হইয়াছিলেন, এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় তাঁহাকে নিজ পরাজয়ের উপায় বলিয়া দিয়া ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্মযুদ্ধ মাত্র করিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের এই ইঙ্গিত অর্জ্জুন তখনও যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তথাপি] জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (দর্শক) অস্মাভিঃ (আমাদের কর্ত্তৃক) অস্মাৎ (এই) পাপাৎ (পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুং (নিবৃত্ত হইবার জন্য) কথং (কি কারণে) [কুলক্ষয় জনিত দোষ) ন জ্ঞেয়ং (না জানা সঙ্গত হইবে)? ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়জনিত পাপ অবলোকন করিয়াও কি নিমিত্ত তাহা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথমিতি। তথাপ্যস্মাভির্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপান্নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বুদ্ধিমানেরা তাহাকেই শ্রেয়ঃ বা ইষ্টসাধক বলেন, যাহার সঙ্গে কোনরূপ অশ্রেয়ঃ—অনিষ্টসাধনের সম্বন্ধ না থাকে। যদিও এস্থলে যুদ্ধে বিজয় জন্য রাজ্যলাভ রূপ শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে, কিন্তু কুলক্ষয়জনিত পাপে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃ ইহার সহিত মিশ্রিত রহিয়াছে। যদি বল, শত্রুহনন জন্য "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত"—অভিচার জন্য শ্যেনযজ্ঞ করিবে, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে। শ্যেনযজ্ঞানুষ্ঠানে শত্রুক্ষয়রূপ ফলোৎপত্তি বা শ্রেয়ঃ সাধিত হইবে সত্য, কিন্তু পরিণামে নরকপ্রাপ্তিরূপ অশ্রেয়ঃও অবশ্যম্ভাবী। অতএব এতদনুষ্ঠান বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য। এতাবদ্বিচার করিয়াই মহামনাঃ অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ স্থির করিলেন ॥ ৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হইলে) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্ম্মাঃ (কুলধর্ম্মসমূহ) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়); [এবং] ধর্ম্মে নষ্টে (ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্মঃ (বদাচার) কৃৎস্নং (সমগ্র) কুলম উত (কুলকেই) অভিভবতি (অভিভূত করিয়া ফেলে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কুলক্ষয় হইলে কুলপরম্পরাগত সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট সমস্ত কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইয়া যায় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ। উত অপি। অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম অধর্ম্মোঽভিভবতি। প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৃদ্ধগণই কুলগত ধর্ম্মে প্রবীণ ও অনুষ্ঠানকুশল। তাঁহারাই ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা ও প্রবর্ত্তক। সেই বৃদ্ধগণই যদি বিনষ্ট হয়েন তবে পুত্র-পৌত্র গণকে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবে কে? বৃদ্ধগণের অভাবে কুলধর্ম্মের অভাব হয় ও তদভাবে স্ত্রী পুত্রাদি অনাচাররূপ অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্ম্মাভিভব হইতে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়); বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব!) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্ট হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪০ ॥

---

* মনুক্ত বর্ণসঙ্করের লক্ষণ—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥ মনু ১০।২৪ ॥

বর্ণের ব্যভিচার (অধম বর্ণের পুরুষ উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা, বৈশ্য ক্ষত্রিয়কন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যা এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিলে তাহাকে বর্ণের ব্যভিচার বলে) অবেদ্যাবেদন (মাতার সপিণ্ড পিতার সগোত্রা ও সমানপ্রবরা কন্যা বেদ্যা বা বিবাহের যোগ্য অবেদ্যাবেদন) ও স্বকর্ম্মত্যাগ। (দ্বিজাতির উপনয়ন বেদাধ্যয়নাদি ত্যাগ)—এই ত্রিবিধ কারণে যাহারা জন্মে তাহারা বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। কেহ কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা বশতঃ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকেও বর্ণসঙ্কর বলিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অনুলোমক্রমে শাস্ত্রবিহিত বিবাহিত ক্ষত্রিয়কন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মূর্দ্ধাভিষিক্ত বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্য—ইহারা বিধিসম্মত বৈধ সন্তান। সুতরাং বর্ণসঙ্কর নহে।

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥ নারদসংহিতা ১২।১০২ ॥

বর্ণ সকলের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাই শাস্ত্রসম্মত, সুতরাং বৈধ। প্রতিলোমে যে জন্ম তাহাই বর্ণসঙ্কর জানিবে।

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ। কুল অধর্মে অভিভূত হইলেই কুলনারীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর। কুলকামিনীগণের ব্যভিচারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুলে ধর্ম্মের শিক্ষাদাতা না থাকিলে অবলা ললনাগণ কুতকুহত হইয়া যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয় অথবা ধর্ম্মহীন পতিত পতির সঙ্গে আচারভ্রষ্টা হইয়া যায়। তাহা হইতে ভ্রষ্টবুদ্ধি সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুলধর্ম্ম রক্ষিত না হইলে ব্রাহ্মণের গৃহেও শূদ্রপ্রকৃতি পুত্র জন্মিয়া থাকে। পাপনিরসনাথ হে কৃষ্ণ, এবং তুমি বৃষ্ণিকুলোদ্ভূত কুলমর্যাদা তোমার অগোচর নাই অতএব কুলের পবিত্রতা রক্ষার্থ হে বার্ষ্ণেয়" পদ দ্বারা অর্জ্জুন ভগবানকে সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মানুকূল সুনীতি শিক্ষার অভাবে এবং অসংযত অধর্ম্মাচারী পতিত পতির সঙ্গদোষে এক্ষণে অধিকাংশ কুলেই অধার্ম্মিক পুত্র-কন্যার জন্ম হইতেছে। স্ত্রীদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রের আদেশ। কেবল শিল্পকলা ও সাহিত্য গণিতাদির জ্ঞানেই স্ত্রীশিক্ষা পর্য্যবসিত হওয়া উচিত নহে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়ের অভিমত:—"বালিকা পিতামাতার নিকট গৃহস্থের ব্যবহারিক তত্ত্ব ব্রত নীতি সদাচার শৌচ প্রিয়সম্ভাষণ সেবা শুশ্রূষা পাকক্রিয়াদি শিক্ষা করিবেন। যুবতী, পতির নিকট ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং শ্বশ্রূ প্রভৃতির নিকট সন্তানপালন গৃহচর্য্যা পাতিব্রত্য ও আশ্রিত জনের সেবাদি শিক্ষা করিবেন। বৃদ্ধা সন্তানগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তাহাদিগের শুভকামনা এবং নিজ ইষ্ট দেবতার সাধনা করিবেন। ইহাই হিন্দুর স্ত্রী শিক্ষা। ॥ ৪০ ॥

ব্যভিচারেণেত্যাদি। বর্ণানাং চতুর্ণাং ব্যভিচারেণানুলোম্যবিধিব্যতিক্রমাৎ প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে যে তে বর্ণসঙ্করা স্যুঃ। ন স্বস্থানাদন্যাসাং ভার্য্যাসুপগমনে যে পুত্রা জায়ন্তে তে বর্ণসঙ্করাঃ। সবর্ণস্য পরস্য হি ভার্য্যায়াং পত্যা কুণ্ডগোলকগোলভবা ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ উচ্যন্তে। নিযুক্তায়াং চোরবাঞ্জাতাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাভাবাৎ। এবং কানীনাশ্চ ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাভাবাদেব বিজ্ঞেয়াঃ। পত্নীপুনর্লোম্যাহ জাতাশ্চ পুত্রা বৃদ্ধাভিষিক্তান্যো ন বর্ণসঙ্করাঃ। ব্যভিচারাভাবাৎ॥ অবেদ্যাবেদনেনেতি মাতৃসপিণ্ডা পিতৃসগোত্রা এবমাদ্যা অবিবাহ্যা উক্তা নিগুর্বাদিকুলজা কপিলাদিশ্চ যা যা বিবাহে বাস্ত্রাত্রাম্ব মূলকর্ণকান্যা ন তু বর্ণবিরুদ্ধত্বাৎ॥ তস্যাদবেদ্যাস্বপনেন ন তা বিবক্ষিতা। বর্ণৈরেব বিজ্ঞায়ত ইতি চেৎ। তদেবোচ্যতে—স্বকর্ম্মণা চ ত্যাগে নতি। বর্ণাশ্রমানাং স্বধর্মহীনা কর্ম্মণা ত্যাগেন ব্রাহ্মণাদয়ো যান্ পতন্তি স্বধর্মাচ্চ্যবনাৎ অনয়স্থিতে চ বর্ণসঙ্করা জায়ন্ত ইতি। সংকুলজাকন্যাবর্জ্জন পীড়াক্রিয়নিষ্কৃতকুলজাবর্জ্জনে সিদ্ধ পুনরপি স্বধর্ম্ম ত্যাগবচনম্ অপিতব্যম্ ॥ নিন্দিতনিগুর্বাদিষ্কুলকপিলাদিষু মধ্যে যা নিন্দিতা নিষ্কৃষ্টা বহু স্বধর্ম্মহানি কুলজাতা অবস্থা। সংশোধ্যা বেদ্যা ॥

—স্মৃতিযুক্তিনির্দিষ্টব্যাখ্যাতু মধুসূদনাচার্য্য-বৈদান্তিকাচার্য্য-পুরান্দরী টীকা।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলঘ্নগণের) কুলস্য চ (ও কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই) [জন্মে], হি (যে হেতু) এষাং (ইহাদের) পিতরঃ (পিতা-পিতামহগণ (লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ) পিণ্ড ও তর্পণ না পাইয়া) পতন্তি (পতিত হয়েন) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই বর্ণসঙ্করসকল কুল ও কুলনাশকদিগকে নরকগামী করে, এবং ধর্ম্মহীন কুলে পিণ্ডতর্পণাদি ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়ায় পিতা-পিতামহগণ সদ্‌গতি *প্রাপ্ত হয়েন না ও ক্রমশঃ নরকে পতিত হইয়া থাকেন ॥ ৪১ ॥*

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং সতি—সঙ্কর ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি। হি যস্মাল্লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। *পুত্র দ্বারা দ্বিবিধ প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে।* প্রথম—ইহলোকে বংশরক্ষা, দ্বিতীয়—পিণ্ডোদকাদি দান দ্বারা পরলোকগত পিতৃগণের তৃপ্তিবিধান। কিন্তু স্ত্রীগণ ব্যাভিচারিণী হইলে এই দুই প্রয়োজনের একটীও সিদ্ধ হয় না। কারণ, মনু বলিয়াছেন "শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ"। (মনু ১০।৪১)। অপধ্বংসজ অর্থাৎ বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রের সমানধর্ম্মা। বর্ণসঙ্করের যদি শূদ্রধর্ম্মাই সিদ্ধ হয়, তবে উক্ত পুত্রের বিজাতীয়তা নিবন্ধন উহাদের দত্ত পিণ্ডোদকাদি পিতৃলোক কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়ায় তাঁহারা নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ঐরূপ পুত্রগণ সমাজেও তাঁহাদের পুত্র বলিয়া গৃহীত হয় না। *এখানে আশঙ্কা হইতে পারে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যখন ক্ষেত্রজপুত্র—অন্য কর্ত্তৃক উৎপাদিত—যদি তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ডাদি দ্বারা তাঁহাদের পিতৃগণের সদ্‌গতি হইতে পারে, তবে বর্ণসঙ্কর কর্ত্তৃক দত্ত পিণ্ডাদি ব্যর্থ হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম প্রাচীন বৈদিক বিধি অনুসারে হইয়াছিল। ঐ বিধি ধর্ম্মসঙ্গত। সেই* জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত পিণ্ড তর্পণাদি ব্যর্থ হয় নাই, এবং তাঁহারাও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। গীতার আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিধানানুসারে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাপত্নী ও বৈশ্যকন্যাপত্নীতে জাত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ নামক পুত্রদ্বয়কে এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র মাহিষ্যকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক নিজ নিজ অজ্ঞতাই প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিককালে প্রচলিত অনুলোম বিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহিতা হইয়া ব্রাহ্মণীই হইতেন, এবং বৈশ্যকন্যা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহিতা হইলে ক্ষত্রিয়া হইতেন। সুতরাং ব্রাহ্মণের তিন

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

পত্নীতে জাত পুত্রই ব্রাহ্মণ হইতেন, এবং ক্ষত্রিয়ের দুই পত্নীতে জাত পুত্রই ক্ষত্রিয় হইতেন। ইঁহারা বর্ণসঙ্কর নহেন। মহাভারতেই আছে—

"ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।" অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৭।১৭

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যথাবিধি বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়।

যাঁহারা অনুলোমজ সন্তানগণকে বর্ণসঙ্কর বলিতে সাহস করেন তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞান নাই বলিতে হইবে। প্রতিলোমজ সন্তানেরাই বর্ণসঙ্কর। অনুলোমজ সন্তানগণ পিতার সবর্ণ, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। নতুবা বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই বর্ণসঙ্কর মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়েন। গীতার ১ম অঃ, ৪০ শ্লোকের টীকায় বর্ণসঙ্করের বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১৮ অঃ, ৪১ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনীও দ্রষ্টব্য)। ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুলঘ্নানাম (কুলঘ্নগণের) এতৈঃ (এই সমস্ত) বর্ণসঙ্কর-কারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষরাশি দ্বারা) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ (জাতিধর্ম্ম) কুলধর্ম্মাঃ চ (ও কুলধর্ম্মরাশি) উৎসাদ্যন্তে (উচ্ছিন্ন হয়) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবার কারণভূত এতাবদ্দোষে কুল-নাশকগণের জাতিধর্ম্ম ও সনাতন কুলধর্ম্ম এককালে উচ্ছিন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিত্যাদিভ্যাং দ্বাভ্যাম। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ। কুলধর্ম্মাশ্চেতি—চকারাদাশ্রমধর্ম্মদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত হইয়া যাহারা কুলধর্ম্ম নষ্ট করে তাহারা "কুলঘ্ন"। এই কুলকুঠারগণের অনাচারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির জাতি বা বর্ণগত ধর্ম্ম, কুলপরম্পরাগত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্যাদির যথাবিহিত আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত না হইয়া অবশেষে উচ্ছেদদশাগ্রস্ত হয় ॥ ৪২ ॥

অন্বয়বোধিনী। জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (যাহাদের কুলধর্ম্মাদি বিনষ্ট হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই মনুষ্যদের) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃ (নরকে অবস্থিতি) ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) ॥ ৪৩ ॥

অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে জনার্দ্দন। ইহা শ্রুত আছি যে, যাহাদের কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সেই মনুষ্যগণকে চিরদিন নরকে বাস করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি তেষাম্। উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্। প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষ্বভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥ ইত্যাদিবচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুলে পাপ প্রবেশ করিলে কুলনাশকগণের দোষে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তাদি হয় না। অগত্যা পাপক্ষয় না হওয়াতে রৌরবাদি নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়। যথা—

প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ।
অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নরকান্ যান্তি দারুণান্ ॥

—যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়, ৩।২২১ ॥

যে সকল ব্যক্তি পাপনিরত, তাহারা যদি কৃতপাপের জন্য শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত অথবা পশ্চাত্তাপ না করে, তবে তাহাদিগকে নিদারুণ নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহো বত (হায় কি কষ্ট!) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (উদ্যত হইয়াছি), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখ-লোভে অভিভূত হইয়া) স্বজনং (আত্মীয়গণকে) হন্তুম্ (বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহো কি কষ্ট! আমরা কি পাপাসক্ত! সামান্য রাজ্য-সুখলোভের জন্য আমরা আত্মীয়গণের প্রাণবধার্থ উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহো ইত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যদেতন্মহৎ পাপং কর্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ম্। অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোভই মহাপাপ। এইজন্য অর্জুন আপনাকে পাপী ভাবিলেন, ও পারলৌকিক অনন্ত সুখ বিস্মৃত হইয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও ক্ষণবিনাশী বিষয় সুখে স্পৃহা করিয়াছিলেন, এজন্য মনে মনে বিষম কষ্ট অনুভব করিলেন ॥ ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদেঽর্জ্জুনবিষাদ-
যোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। যদি অপ্রতীকারম্ (প্রতীকারোদ্যম-রহিত) অশস্ত্রং (শস্ত্রবিহীন) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ—দুর্য্যোধনাদি) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) [পক্ষে] ক্ষেমতরং (বিশেষ কল্যাণকর) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি প্রতীকারোদ্যমরহিত ও অশস্ত্রপাণি থাকিলে যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই সময়ে আমাকে সংহার করে, তাহাতে বরং আমার মঙ্গল হইবে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটিকা। এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরম-ত্যন্তং হিতং ভবেৎ। পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অনিষ্টকারীর হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বিহিত চেষ্টার নাম "প্রতীকার"। অথবা কৃত পাপের (এখানে বান্ধব-বধার্থ মনন জন্য) প্রায়শ্চিত্তের নামও "প্রতীকার"। অর্জ্জুন ইহার কোন "প্রতীকারেই" প্রস্তুত নহেন, এবং "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" জানিয়া শস্ত্রপরিত্যাগেও কৃতসঙ্কল্প। বরং মরণকে "ক্ষেমতর" মনে করিতেছেন, কেননা, "ক্ষেমন্তু হিতরক্ষণম্"—পরঃহিত বস্তুর রক্ষার নাম ক্ষেম। অর্জ্জুন ভাবিলেন, নিজ মরণ ও বান্ধবগণের রক্ষণ দ্বারা পরম্পরাগত কুলধর্ম্মাদি রক্ষিত হইবে, ইহাই "ক্ষেম", এবং জগতে অপকীর্ত্তি রটিল না, ইহাই "ক্ষেমতর" ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবম্ (এই প্রকার) উক্ত্বা (বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং (শরসমেত) চাপং (ধনুঃ) বিসৃজ্য (ত্যাগ

করিয়া) শোকসংবিগ্নমানসঃ [সন্] (শোকাকুলচিত্ত হইয়া) রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবেশন করিলেন) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, (হে ধৃতরাষ্ট্র!) শোকাকুলচিত্ত অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়া পড়িলেন ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে। রথোপস্থে রথস্যোপরি। উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যা-
মর্জ্জুনবিষাদো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সঞ্জয় অর্জ্জুনের নিশ্চেষ্টতা ও অবসন্নতা দেখিয়াই অর্জ্জুনকে "শোকার্ত্তচিত্ত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বস্তুতঃ অর্জ্জুন সত্ত্বগুণ প্রভাবে "ধর্ম্মক্ষয়ের" আশঙ্কা করিয়া ও শ্রদ্ধেয় গুরুগণকে তীক্ষ্ণশরবিদ্ধ করা অনুচিত; এই শুদ্ধবুদ্ধিবশতঃই যুদ্ধে নিবৃত্তিই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। ধর্ম্মবুদ্ধিই অর্জ্জুনের যুদ্ধবিরাগের কারণ। আত্মীয়গণের মরণে তাঁহার ক্ষোভ বা শোক নাই। কিন্তু আত্মীয়গণ নষ্ট হইলেই ধর্ম্মহানি হইবে—ইহাই তাঁহার "শোক" বা চিত্তবৈকল্যের হেতু। বিষয়বুদ্ধিবিড়ম্বিত ব্যক্তিগণের মনে পিতা-পুত্রাদির মরণে যে "শোক" বা খেদ উপস্থিত হয়, সে শোক অর্জ্জুনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। "শোক" শব্দ গুণবৈষম্য (সত্ত্ব ও রজঃ) জন্য চিত্তবিকলতা মাত্র গৃহীত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-
মহোদয়প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষ্যতাৎপর্য্য-
ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

——o——

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। মধুসূদনঃ (কৃষ্ণ) তথা (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) কৃপয়াবিষ্টম (দয়াবান্) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম (গদগদশ্রুনেত্র) বিষীদন্ত (বিষণ্ণ) তম (তাঁহাকে) ইদং (এই) বাক্যম (কথা) উবাচ (বলিলেন)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন তথন করুণার্দ্র চিত্ত গদগদশ্রুনেত্র অর্জ্জুনকে ভগবান্ মধুসূদন এইরূপ বলিলেন॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তম। তথোক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুনকে হিংসাবিমুখ ও ভিক্ষুধর্ম্মোৎসুক জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে স্থির করিলেন আমার পুত্রগণের রাজ্য এখন নিশ্চল হইল, কেননা অতুলবিক্রম অর্জ্জুন ভিন্ন ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখসমরে পাণ্ডবপক্ষীয় অন্য কোন বীরই অগ্রসর হইবার উপযুক্ত নাই। ধৃতরাষ্ট্রের এই কল্পিত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয় তন্নিবারণার্থ বলিলেন সর্ব্বভূতব্যাপিনী কৃপার বশীভূত অর্জ্জুনকে বিগলিতহৃদয় ও বিষয়ভোগে ঔদাস্যযুক্ত দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে উপেক্ষা করিলেন না বরং নানা নিগূঢ় উপদেশপূর্ণ বাক্য কহিলেন। "মধুসূদন" পদদ্বারা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান্ চিরদিনই দুষ্টগণের দমন করেন। অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে কি হইবে। যিনি দৈত্যদল দলনার্থ স্বয়ংই মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তিনি রণভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন। যাহাতে আজ তোমার দুর্য্যোধনাদি দুষ্কৃত পুত্রগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ভূভারহারী ভগবান অর্জ্জুনকে তদবিষয়ে কেবল নিমিত্তমাত্র করিবেন। তুমি পুত্রগণের বৃথা জয়াশা করিও না কেননা তাহাদের মরণের ব্যবস্থা ভগবান পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছেন॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। [ভগবান্ কহিলেন] অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) বিষমে (সঙ্কট সময়ে) কুতঃ (কি কারণে) ইদম্ (এইরূপ) অনার্য্যজুষ্টম্ (অনার্য্যগণ-সেবিত) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গগতিরোধক) অকীর্ত্তিকরং (অযশস্কর) কশ্মলম্ (মোহ) ত্বা (তোমাকে) সমুপস্থিতম্ (প্রাপ্ত হইল)? ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। (ভগবান্ কহিলেন) হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কট সময়ে তোমার এরূপ মোহ উপস্থিত হইল কেন? ইহা আর্য্যগণের নিতান্ত অযোগ্য, স্বর্গগতিরোধক ও অযশস্কর॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব বাক্যমাহ—কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বাং বিষমে সঙ্কট ইদং কশ্মলং সমুপস্থিতময়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈরসেবিতম্। অস্বর্গ্যং অধর্ম্ম্যম্। অযশস্করং চ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৪

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, যশঃ, শ্রী, বৈরাগ্য ও জ্ঞান এই ছয়টি "ভগ" শব্দবাচ্য। পূর্ণপরিমাণে এই ছয়টী যাঁহাতে অব্যাহতভাবে নিত্য বিদ্যমান, তিনিই "ভগবান্"। অথবা—

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥ বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৭৮

যিনি সমস্ত ভূতের উৎপত্তি ও বিনাশের মূল কারণ বিদিত আছেন, যিনি ভূতগণের আগতি ও গতিরূপ সম্পদ্ ও বিপদের সূক্ষ্মতত্ত্ববেত্তা এবং যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে অবগত আছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষই "ভগবান্" পদবাচ্য। মন্ত্রণা-দোষে বা সামর্থ্যের অভাবে, কিংবা অনভিজ্ঞতা জন্য, অথবা বিচক্ষণতার ত্রুটিবশতঃ যে পাণ্ডবপক্ষ রণে পশ্চাৎপদ হইবে না, ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকে বুঝাইবার জন্য সঞ্জয় "ভগবান্" পদের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহার যাহা কর্ত্তব্য ও প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহার তদ্বিরুদ্ধাচারবুদ্ধি মোহজনিত। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাত্ত্বিক-ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার এই বিপরীত বুদ্ধির-স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইল কেন? কেননা, নিজবর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচারে (উহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্টই হউক) স্বর্গ, কীর্ত্তি বা মুক্তি কিছুই হয় না। যদি তুমি স্বর্গকামনা করিয়া থাক, তবে তাহা সিদ্ধি হইবে না, কেননা তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম—"যুদ্ধ" হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। যদি তুমি "কীর্ত্তি" কামনায় নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া থাক, তবে তাহাও তোমার "অকীর্ত্তি" হইল, কেনন তোমরা বনগমনকালে

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

ধাত্তরাষ্ট্রগণের শাসন ও বিনাশের যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি মুক্তি লাভের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা মুমুক্ষুগণ প্রথমতঃ স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাবিধি পালন দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি স্বধর্ম্মত্যাগী তোমার মুক্তির সম্ভব কোথায়? তুমি ক্ষত্রিয় যুদ্ধকার্য্যেই তোমার স্বর্গ, কীর্ত্তি ও মুক্তির কারণ জানিবে। নিবৃত্তি—সন্ন্যাস তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়বীরের ধর্ম্ম নহে ॥ ২ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। বিবেক বিচারপূর্ব্বক বৈরাগ্যোদয় না হইলে মুক্তির আশা নাই। বিবেকজাত বৈরাগ্য কোন কারণেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অর্জ্জুনের বৈরাগ্য ইহপরলোকের অনিত্যতা বিচারপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য এই নিশ্চয়তা সহ উদিত হয় নাই। উহা কেবল সাময়িক সত্ত্বগুণপ্রভাবে উদ্ভূত বলিয়া ভগবানের প্রদর্শিত আত্মতত্ত্ববিষয়ক বিচার দ্বারা তিরোহিত হইয়াছিল। অর্জ্জুনের দেহাত্মবুদ্ধি বর্ত্তমান থাকায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সাত্ত্বিকগুণ দৃঢ়ীভূত না হইলে কেবল কর্ম্ম সন্ন্যাস দ্বারা প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয় না। অর্জ্জুন স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক যাহাতে সাত্ত্বিকতা লাভ করিতে পারেন ভগবান তাহারই জন্য তাহাকে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের রজঃপ্রধান প্রকৃতিতে আত্মজ্ঞানের উপদেশ যে দৃঢ় হইতে পারে নাই অনুগীতায় তিনি তাহা স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। যুদ্ধকালে ভগবানের উপদেশ প্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ নষ্ট হইয়াছিল মাত্র। মর্কট-বৈরাগ্য যে স্থায়ী হয় না এবং তাহার পরিণাম যে দুঃখকর তাহা অনেকেই নিজ নিজ জীবনে অনুভব করিয়া থাকেন। দেহাত্মবুদ্ধি থাকিতে কোন ক্রমেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে না। (গীতাপ্রসন্দীপনী—২ অধ্যায় ৫২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে অর্জ্জুন!) ক্লৈব্যং (কাতরভাব) মাস্ম গমঃ (প্রাপ্ত হইও না) এতৎ (ইহা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (উপযুক্ত হইতেছে না)। পরন্তপ (হে শত্রুতাপন) ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (হৃদয়ের দুর্ব্বলতা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! নির্বীর্য্য বা কাতরভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমার (ন্যায় বীরের) উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থান কর ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাৎ—ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমো ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয্যেতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ শত্রুতাপন॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত করিবার জন্য "পার্থ" পদ দ্বারা সম্বোধন করিলেন, অর্থাৎ তোমার মাতা পৃথার দেবারাধনায় দেবতার অমোঘতেজে তোমার জন্ম, তুমি মহাতেজস্বী—নির্ব্বীর্য্যের ন্যায় নিরুদ্যম থাকা কি তোমার শোভা পায়? পাছে অর্জ্জুন বলেন যে, আমার মন অতিশয় অস্থির হওয়ায় আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। তাহাতেই ভগবন্ বলিলেন, যে "পরন্তপ!" (পরং শত্রুং তাপয়তীতি পরন্তপঃ) বিপক্ষদলনকারী। ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় দুর্ব্বলতার জন্য অধীর হওয়া কি তোমার ন্যায় বীরের কার্য্য? উঠ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বীরের যথাকর্ত্তব্য সাধন কর॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। অরিসূদন (হে শত্রুমর্দ্দন!) মধুসূদন (কৃষ্ণ!) অহং (আমি) সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ (পূজার যোগ্য) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণকে) প্রতি (লক্ষ করিয়া) ইষুভিঃ (বাণসমূহের দ্বারা) কথং (কিরূপে) যোৎস্যামি (যুদ্ধ করিব)? ॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। হে মধুসূদন! হে বৈরিবিঘাতন! যে ভীষ্ম ও দ্রোণ পূজার যোগ্য তাঁহাদিগের সহিত আমি কিরূপে বাণের দ্বারা যুদ্ধ করিব?॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ। তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি। তত্রাপীষুভিঃ। যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন॥ ৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি স্নেহ বা কাতরতা নিবন্ধন রণে পরাঙ্মুখ হই নাই, কিন্তু যুদ্ধের অন্যায্যত্ব ও তন্নিবন্ধন অধর্ম্মই আমার নিবৃত্তির কারণ। যথা—"নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেতি" (শ্রীধরস্বামী) ভীষ্ম কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণ ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য। ইঁহাদিগকে ভক্তিসহ পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা পূজা করাই আমার কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে—তর্কবিতর্কে—প্রবৃত্ত হওয়াও নীতিধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া তীক্ষ্ণ শরাঘাতে বিনাশ করিব? শাস্ত্রে উক্ত আছে—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫॥

গুরুং হুংকৃত্য ত্বংকৃত্য বিপ্রান্নির্জিত্য বাদতঃ।
শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ॥

যে ব্যক্তি গুরুজনের প্রতি হুংকার বা তর্জ্জন কিংবা 'তুই' ইত্যাকার পদ ব্যবহার করে অথবা সাধু ব্রাহ্মণকে বাদবিবাদে পরাস্ত করে সে মরণান্তে কঙ্কগৃধ্রের নিবাসস্থল হইয়া শ্মশান বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে।

দুষ্টগণই হননীয় কিন্তু পূজ্যপাদ সাধু আচার্য্যগণ তো বধার্হ নহেন; তবে হে ভগবন! তুমি দুষ্টদলনকর্ত্তা হইয়া আমাকে পূজ্যপূজবধে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন? ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) মহানুভাবান (মহানুভব) গুরূন (গুরুগণকে) অহত্বা (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (এই সংসারে) ভৈক্ষ্যম অপি (ভিক্ষান্নও) ভোক্তুং (ভোজন করা) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়ঃ)। তু (কিন্তু) গুরূন হত্বা (গুরুজনদিগের বধ করিয়া) রুধিরপ্রদিগ্ধান অর্থকামান ভোগান (রক্তমাখা বিষয়-বাসনারূপ ভোগ্য বিষয়) ইহ এব (এই জগতেই) ভুঞ্জীয় (ভোগ করিতে হইবে)॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। মহানুভব গুরুগণকে বধ না করিয়া ইহ লোকে আমি ভিক্ষান্ন ভোজন করিলেও আমার কল্যাণ হইবে। (কেবল পরলোকভয়েই বা কেন) ইঁহাদিগকে বিনাশ করিলে আত্মীয়গণের রুধিরযুক্ত অর্থকামাত্মক ভোগ্যবিষয় আমাকে এই জগতেই উপভোগ করিতে হইবে॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি ভীষ্মাদীন্ হত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ? তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্। অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধম্ অকৃত্বেহলোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখম্। কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তানর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয়াশ্নীয়াম্। যদ্বা—অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদত্র ভাবপৃষদ্ধায় নিবন্ধকন। তস্মাৎ তদ্বধঃ প্রসক্তোঽপ্যদোষার্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তম্—অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥ ইতি (মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩।৪১)॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। আর ভগবন্ বলুন যে ভীষ্মাদি পূর্ব্বে গুরুবৎ পূজ্য ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে সে মর্য্যাদার অযোগ্য হইয়াছেন কেননা—

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথং প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ১৭৭।২৫॥

যে গুরু অহঙ্কারাদি দোষে মত্ত, যিনি শাস্ত্র বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ত্তব্যার্থ বিদিত নহেন, ও যিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে গমন করেন, সে গুরুকে শিষ্য পরিত্যাগ করিবেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন পুনঃ কহিতেছেন যে, গুরুজনবধে পরলোকে হানি হইবে, আবার ইঁহাদিগকে বধ না করিলে রাজ্যও পাইবার উপায় নাই। অগত্যা আমাকে ভিক্ষান্নোপজীবীই হইতে হইবে। কিন্তু হে ভগবান্। সেও ভাল। কেননা—

অকৃত্বা পরসন্তাপমগত্বা খলমন্দিরম্।
অক্লেশয়িত্বা চাত্মানং যদল্পমপি তদ্বহু॥

পরপীড়ন না করিয়া, বেদবিরোধী নাস্তিক দুষ্ট দুর্জ্জনের গৃহে না গিয়া এবং আত্মাকে ক্লেশ না দিয়া যে অল্প বস্তু পাওয়া যায়, তাহাই বহু বলিয়া স্বীকার করা উচিত। দূষিত গুরু বর্জ্জনীয়, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থই "মহানুভাব" বিশেষণটী ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ ইঁহারা শ্রবণ, অধ্যয়ন, তপঃ, আচারাদি মহদ্‌গুণ-বিভূষিত। ইঁহারা পরিত্যাগযোগ্য নহেন। যদি দূষিত বলিয়া গ্রহণ কর, তবে শ্লোকের তৃতীয় পদটী "হিমহানুভাবান্" এইরূপে অর্থ করিয়া দেখ। "হিমং জাড্যং হন্তীতি হিমহা আদিত্যোঽগ্নির্ব্বা। তস্যেব অনুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং তে হিমহানুভাবাঃ, তান্"। অর্থাৎ যাঁহারা জড়তারূপ হিম-নাশক সূর্য্য বা অগ্নির ন্যায় সামর্থ্যযুক্ত, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র দোষ সকল স্পর্শই করিতে পারে না। যথা—

"ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥" ভাগবৎ, ১০।৩৩।২৯

যেমন অগ্নি শুদ্ধ অশুদ্ধ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়াও "পাবকই" থাকেন, অপবিত্র হয়েন না, তদ্রূপ ঈশ্বরভাবাপন্ন পুরুষে ধর্ম্মবিরুদ্ধ দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের তেজঃ-প্রভাব বশতঃ তাঁহাদিগকে দূষিত করিতে পারে না। অতএব যদিও দোষ থাকে, তথাচ ভীষ্মাদি মহাতেজা পুরুষগণ ত্যাজ্য নহেন। বস্তুতঃ উঁহাদেরই বা দোষ কি? পিতামহ বলিতেছেন যে—

অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ। বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব ৪৩।৫১॥

"মনুষ্য অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে। হে মহারাজ! তজ্জন্য আমি কুরুধনে আবদ্ধ রহিয়াছি।" অধীনতাপ্রযুক্তই ভীষ্মাদিকে যুদ্ধার্থী হইতে হইয়াছে। অর্থকামনা দোষাদিও তেজস্বী ভীষ্মাদিকে কলুষিত করিতে পারে না। অতএব শুদ্ধস্বভাব গুরুগণকে বধ করিয়া আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করিব না। কেননা, ইঁহাদের বধ দ্বারা যে আমরা কেবল অযশোরূপ-রুধিরসিক্ত অর্থ ও কাম প্রাপ্ত হইব এমন নহে, ধর্ম্ম ও মোক্ষ হইতেও আমরা বঞ্চিত হইব॥ ৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদ্বা (যদি বা) জয়েম (আমরা জয় লাভ করি), যদি বা (কিংবা) নঃ (আমাদিগকে) [এতে] জয়েয়ুঃ (ইঁহারা জয় করেন) [এতয়োর্ম্মধ্যে (ইঁহার মধ্যে)] নঃ (আমাদিগের) কতরৎ (কোন্‌টী) গরীয়ঃ (গুরুতর) এতৎ চ (ইহাও) ন বিদ্মঃ (জানি না)। যান এব (যাঁহাদিগকে) হত্বা (হনন করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (আমার জীবিত থাকিতে চাহি না) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়েরা) প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত রহিয়াছেন) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই যুদ্ধে জয় ও পরাজয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন্‌টী আমাদের পক্ষে অধিক গৌরবসূচক তাহাও আমরা জানিতে পারিতেছি না; কেননা, যাঁহাদিগকে সংহার করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেই চাহি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই আমাদের সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্ম্মমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধমারভেমহি তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিতি ন জানীম ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি—যদ্বেতি। যদ্বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ। যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রানুসারে ক্ষিত্রিয়োচিত অহিংসধর্ম্ম বিরুদ্ধ, বরং যুদ্ধই তাঁহাদের বিহিত ধর্ম্ম। তথাপি এই আপত্তি পরিহারার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, এই যুদ্ধের পরিণাম যে কি হইবে, তাহা কে জানে? ভীষ্মদ্রোণাদির হস্তে আমারা পরাস্ত হইতে পারি—তাহা হইলে অস্মদাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে অথবা ভিক্ষা করিয়াই দিনপাত করিতে হইবে। তবে প্রথমেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি না কেন? অন্যথা ইহাদিগকে হনন করিয়া জয়লাভও পরাজয় মাত্র ফল হইবে। অতএব লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ আমাদের পরাজয়ই

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে। "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য" ইত্যাদি (১৷৩৫) বাক্যে স্বর্গাদি সুখেও বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে। "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদি (১৷৪৩) বাক্যে স্থূল শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। "কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি (১৷৩২) বাক্যে মনোনিগ্রহরূপ "শম" প্রদর্শিত হইয়াছে। "কিং ভোগৈঃ" ইত্যাদি (১৷৩২) বাক্যে ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ "দম" গুণ কথিত হইয়াছে। "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদি (১৷৩৭) বাক্যে "নির্লোভিতা" বর্ণিত হইয়াছে। "তন্মে ক্ষেমতরম্" ইত্যাদি (১৷৪৫) বাক্যে "তিতিক্ষাদি" প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রেয়ো ভোক্তুম্" ইত্যাদি (২৷৫) বাক্যে "সন্ন্যাস" উপলক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের জন্য ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে শিষ্য গমন করিবেন, ইহাই শ্রুতির মত। ইহপরলোকগত বিষয়সুখে বৈরাগ্যবান হইয়া যিনি ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হয়েন, তিনিই ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী। শ্রুতিবিহিত ক্রমে অর্জ্জুনের ভিক্ষাচর্য্যার সন্ন্যাসগ্রহণের—প্রবৃত্তি এতাবৎ প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ব্রহ্মবেত্তা গুরুর শরণাগত হওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। [অহং (আমি)] কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (অজ্ঞানজনিত নীচতা-দোষে কলুষিতচিত্ত) ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মবুদ্ধিবিমূঢ়) [হইয়া] ত্বাং (তোমাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ স্যাৎ (মঙ্গলকর হইবে) তৎ (তাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চয়পূর্ব্বক) ব্রূহি (বল)। অহং (আমি) তে (তোমার) শিষ্যঃ। ত্বাং প্রপন্নম্ (তোমার শরণাগত) মাং (আমাকে) শাধি (উপদেশ দাও) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি কার্পণ্যকলুষিতচিত্ত ও ধর্ম্মবুদ্ধিবিমূঢ় হইয়াছি। আমি শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার শ্রেয়ঃসাধনের উপদেশ প্রদান কর ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাৎ—কার্পণ্যেতি। এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যম্। দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ। তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদি-লক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি। তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ। যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিহানচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাত্তদ্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ। অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। [illegible]

न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्।
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

প্রৈতি স কৃপণঃ"। (ক)॥ হে গার্গি! অধিকারী মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি এই অক্ষর আত্মাকে বিদিত না হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করে, সেই অজ্ঞান পুরুষ কৃপণ। স্মৃতি বলেন—"কৃপণোঽজিতেন্দ্রিয়"—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষই কৃপণ। দেহাদির ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ও ইনি পর, উনি আত্মীয় ইত্যাদি অনাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানভাব অভ্যাসের নামই কার্পণ্য। অর্জ্জুনে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কার্পণ্য দোষে তাঁহার অহংমমেতি বুদ্ধি বিনষ্ট হয় নাই, অথচ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম—উৎসাহ—উদ্যম দুর্ব্বল হইয়াছে। বর্ণাশ্রমবৃত্তির বিপ্লববশতঃ অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। এক্ষণে অর্জ্জুন আপনাকে দীনভাবাপন্ন জানিয়া জগদ্‌গুরু কৃষ্ণের "সখা" ছাড়িয়া "শিষ্যত্ব" স্বীকার করিলেন। কেননা, পুত্রভাবাপন্ন বা শিষ্য হইয়া জিজ্ঞাসু না হইলে উপদেষ্টা ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা দিবেন না, ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ নিয়ম। অর্জ্জুন পরমপুরুষার্থরূপ "শ্রেয়" উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শ্রেয়ঃ দ্বিবিধ। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক। যাহার শুভলাভের অনিশ্চয়ত্ব, এবং লব্ধ হইলেও অস্থায়িত্ব আছে তাহা ঐকান্তিক। এবং যাহা নিশ্চয় শুভদায়ক ও যে শুভ কদাপি নষ্ট হইবার নহে, তাহাই আত্যন্তিক। যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গফলাদি লাভ ঐকান্তিক ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ। এই আত্যন্তিক শ্রেয়ঃই পরমপুরুষার্থজনক। এই শ্রেয়োলাভই অর্জ্জুনের প্রার্থনীয়। এখানে কৃষ্ণার্জ্জুনের লৌকিক সখাভাবের পরিবর্ত্তে গুরুশিষ্যসম্বন্ধ শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ হইল। যথা—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিতি।" (খ)॥ "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি।" (গ)॥ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য এই অধিকারী পুরুষ সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু সমীপে যাইবে। বরুণাত্মজ ভৃগু ঋষি নিজ পিতা বরুণ সমীপে গিয়া বলিলেন, হে ভগবান্! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করুন॥ ৭॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্রিয়বর্গের সন্তাপনাশক এই মহা মনোবৈকল্যের অপনোদনের কোন শ্রেয়স্কর উপায়ই দেখিতেছি না। বৈরিবর্জ্জিত নিষ্কণ্টক সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য সমৃদ্ধিই প্রাপ্ত হই অথবা স্বর্গের অধিপতিই হই এতাবতেও কিছুতেই আমি কল্যাণ দেখিতেছি না॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্বমেব বিচার্য্য যদ যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ? তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্মাপনুদ্যাদপনয়েৎ তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি বা অভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইলেও ভগবানের নিকট শিষ্যের কর্ত্তব্যানুরূপ নিজ ক্রটি অদূরদর্শিতা ও অজ্ঞানতার পরিচয় দিলেন। শাস্ত্রবেত্তা হইলেই যে শোকসন্তাপের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন ইহা নহে। দেবর্ষি নারদও সনৎকুমারকে এইরূপ বলিয়াছিলেন "সোহহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু" ইতি (ক)। হে ভগবান। ভবাদৃশ মহাত্মার মুখে শুনিয়াছি যে আত্মবিদ্গণ শোক হইতে নিস্তার করেন। আমি শোকসন্তপ্ত—আত্মবোধবিহীন—আপনি আমার শোকাপনোদন করুন। অর্জ্জুনের শোক—মনস্তাপ সাধারণ নহে। উহা বিপুল বিভব—রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তি আদি কোন অনিত্য সুখ দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। শ্রুতি বলেন—"তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।" (খ)॥ কর্ম্মভোগের জন্য ইহলোকে প্রাপ্ত বিষয়াদি যেমন নশ্বর পুণ্যলব্ধ স্বর্গাদিও তাদৃশ বিষয় সধর্ম্মী। বিজয়লাভে রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগতই হউক অথবা সম্মুখসমরে মরণজন্য স্বর্গলাভই হউক অর্জ্জুনের শোক ইহার কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। বরং বৃদ্ধি পাইবে॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। পরন্তপঃ (শত্রুসন্তাপকারী) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জ্জুন) হৃষীকেশং গোবিন্দং (অন্তর্যামী কৃষ্ণকে) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না) ইতি (এই কথা) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং বভূব (নীরব হইলেন)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় বলিলেন শত্রুসন্তাপনকারী নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন হৃষীকেশ

(ক) ছা—উ—৭।১।৩। (খ) ছা—উ—৮।১।৬।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

গোবিন্দকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহ বলিবার পর "আমি যুদ্ধ করিব না" এইরূপ নিবেদন করিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং—সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতঃপর অর্জ্জুন কি করিলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ইহা জানিবার ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার জন্যই সঞ্জয় বলিলেন, যিনি নিদ্রা বা আলস্যকে জয় করিয়াছেন, যিনি মহা উদ্যোগী পুরুষ ও যাঁহার প্রতাপে শত্রুগণ সদাই পীড়িত, আজ সেই বীরকেশরী অর্জ্জুন সাত্ত্বিক বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চেষ্টের ন্যায় বাহ্যেন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক তূষ্ণীভূত হইলেন। "হৃষীকেশ" শব্দপ্রয়োগে সঞ্জয়ের অভিপ্রায় এই যে, হে ধৃতরাষ্ট্র! অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়-নিরোধ করিলে কি হইবে? ভগবান ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। তিনি এখনই ইন্দ্রিয়বর্গে ঐশী শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কার্য্যতৎপর করিবেন। "গোবিন্দ" শব্দের শাস্ত্রসিদ্ধ অর্থ "গোভির্বেদান্তবাক্যৈরেব বিদ্যতে লভ্যতে ইতি গোবিন্দঃ।" "গো" শব্দ "তত্ত্বমসি" (ক), "অহং ব্রহ্মাস্মি" (খ) আদি বেদান্তবাক্যবাচক। যিনি এতন্মহাবাক্য দ্বারা লভ্য, তিনিই "গোবিন্দ"। অথবা "গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতীতি গোবিন্দঃ"। যিনি বেদচতুষ্টয়ের গুহ্যকথা সমস্তই বিদিত আছেন, তিনিই গোবিন্দ। গোবিন্দ শব্দদ্বারা সঞ্জয় ইহাই সঙ্কেত করিলেন যে, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান ও স্থূলদেহে ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববেত্তা, তিনি থাকিতে অর্জ্জুনের এই সামান্য শোকজনিত তূষ্ণীভাব অপসারণে কতক্ষণ বিলম্ব লাগিবে? ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ধৃতরাষ্ট্র!) হৃষীকেশঃ (ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (দুই সেনাদলের মধ্যস্থলে) বিষীদন্তং (বিষাদগ্রস্ত) তং (তাঁহাকে) প্রহসন্ ইব (যেন উপহাস করিয়া) ইদং বচঃ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! তখন হৃষীকেশ হাসিতে হাসিতে উভয় সৈন্যদলের মধ্যবর্ত্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে মহাযুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য অর্জ্জুন বনবাসকালে কঠোর ব্রত করিয়া পাশুপতাস্ত্র ও ইন্দ্রাস্ত্র আদির অমোঘ প্রয়োগকৌশল শিক্ষা করিলেন, এবং পূর্ব্ব হইতে কত উদ্যোগ, কত উৎসাহ করিয়া আসিতেছেন, আজ সেই মহাবীরকেশরীকে

(ক) ছা—উ—৬।৮।৭। (খ) বৃ—উ—১।৪।১০।

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। অর্জ্জুনকে লজ্জা দিবার জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার বীরভাব পুনঃ সচেতন করিবার জন্যই ভগবানের হাস্য। ভগবান্ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, আত্মা হাস্যযুক্ত বা প্রসন্নভাবযুক্ত থাকিলে শরীর, মনঃ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি সকলই প্রফুল্ল ও বিকশিত হয়। তাই জড়ভাবাপন্ন অর্জ্জুনকে পুনর্ব্বিকশিত ও তেজোযুক্ত করিবার জন্যই যেন সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভগবান্ "হৃষীকেশ" হাস্য করিলেন। ইহাতে অর্জ্জুনের হৃদয়ে প্রবল তেজ ও সামর্থ্যের সঞ্চার হইবে। যুদ্ধে আসিবার পূর্ব্বে এরূপ হইলে কোন কথাই ছিল না; কিন্তু "সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে" যুদ্ধসজ্জায় উপস্থিত হইয়া এই অবস্থা দর্শনে সমস্ত লোকই হাস্য করিবে। ভগবান্ স্বয়ং হাস্য করিয়া অর্জ্জুনকে তাহারও সঙ্কেত করিলেন ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। [শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)।] ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (অনুশোচনার অযোগ্যগণের জন্য) অন্বশোচঃ (অনুশোচনা করিয়াছ), চ (এবং) প্রজ্ঞাবাদান্ (পণ্ডিতদিগের ন্যায় বাক্য) ভাষসে (বলিতেছ), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতেরা) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিতদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যাহাদের জন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি নিরর্থক তাহাদের জন্য শোক করিয়া অবিবেকের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। তুমি কথা কহিতেছ পণ্ডিতের ন্যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তোমাকে পণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেননা, পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করেন না ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্ (গী ১।২) ইত্যারভ্য—ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ (গী ২।৯) ইত্যন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারবীজভূতদোষোদ্ভবকারণপ্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ। তথাহ্যর্জ্জুনেন রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রসুহৃৎস্বজনসম্বন্ধিবান্ধবেষ্বহমেষাং মমৈত ইত্যেবংপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাত্মনঃ শোকমোহৌ প্রদর্শিতৌ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে (গী ২।৪) ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষাত্রধর্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম। পরধর্ম্মং চ ভিক্ষাজীবনাদিং কর্ত্তুং প্রববৃতে। তথা চ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ। স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং বাঙ্মনঃকায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি। তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো

ভবতীতি। অতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ। তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানান্নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থমর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ—অশোচ্যানিত্যাদি।

তত্র কেচিদাহুঃ—সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব। কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাজ্জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকং চাহুরস্যার্থস্য—অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি (গী ২।৩৩), কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে (গী ২।৪৭), কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বম্ (গী ৪।১৫) ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বাদ্বৈদিকং কর্ম্মাধর্ম্মায়েতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা। কথং? ক্ষাত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরুভ্রাতৃপুত্রাদিহিংসালক্ষণমত্যন্তক্রূরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়। তদকরণে চ—ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি (গী ২।৩৩) ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং পশ্বাদিহিংসালক্ষণানাং চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ। জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ব্বিভাগবচনাদ্বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ। অশোচ্যানিত্যাদিনা (গী ২।১১) ভগবতা যাবৎ—স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য (গী ২।৩১) ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং তৎ সাংখ্যম্। তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড়্বিক্রিয়াভাবাদকর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাদ্যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ। সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ। এতস্যা বুদ্ধের্জ্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো মোক্ষসাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো যোগঃ। তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ। সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ। তথাচ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে—এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু (গী ২।৩৯) ইতি। তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি পুরা—বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা (গী ৩।৩) ইতি। তথা চ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং বিভক্তাং চ বক্ষ্যতি—কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ (গী ৩।৩) ইতি। এবং সাংখ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিং চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োর্যুগপদেকপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে—এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তীতি (ক)। সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ—কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি (খ)। তত্রৈব চ—প্রাগ্দারপরিগ্রহাৎ পুরুষ আত্মা প্রাকৃতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালঃ লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারং চ বিত্তং মানুষং দৈবং চ। তত্র মানুষং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং বিদ্যাং চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনং—সোঽকাময়ত ইতি (গ) অবিদ্যাকামবত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি। তেভ্যো ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তীতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতম্। তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাদ্ যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

(ক) বৃ-উ ৪।৪।২২ (খ) বৃ-উ ৪।৪।২২। (গ) বৃ উ ১।২।৪ ও ৭।

ন চার্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ (গী ৩।১) ইত্যাদিঃ। একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবত্যাধ্যারোপয়েন্ময়ৈব—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ (গী ৩।১) ইতি।

কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ—অর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি। যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম (গী ৫।১) ইতি। কথমুভয়োরুপদেশে সত্যন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ? ন হি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতং চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরৎ পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি।

অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত? তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ম। ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ। কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তোঽসীতি? ন তু পুনঃ প্রতিবচনমননুরূপং পৃষ্টাদন্যদেব—দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে—ইতি বক্তুং যুক্তম।

নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদি সর্ব্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ—তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি (গী ৩।১) ইত্যুপালম্ভোঽনুপপন্নঃ।

তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণা আত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

কর্ম্ম কুরুষ্ব (গী ৫।১১) ইতি। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ (গী ১৮।৪৬) ইত্যাদ্য সিদ্ধিং প্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি—সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম (গী ১৮।৫০) ইত্যাদিনা।

তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ। ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

তত্রৈবং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতসো মিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নস্যার্জ্জুনস্যান্যত্রাত্ম জ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যান্ ভগবান্ বাসুদেবস্ততঃ কৃপয়ার্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ— অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ। পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ। তানশোচ্যানন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি। তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তম। অহং তৈর্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনেতি। ত্বং প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে। তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যং চ বিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়সুন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্। অগতাসূনগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ। নানুশোচন্তি পণ্ডিতা আত্মজ্ঞাঃ। পণ্ডাত্মবিষয়া বুদ্ধিযেষাং তে হি পণ্ডিতাঃ। পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যেতি শ্রুতেঃ (ক)। পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যাননুশোচসি। অতো মূঢ়োঽসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং—শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূংস্ত্বমনু শোচোঽনুশোচিতবানসি—দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণেত্যাদিনা। তত্র কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপ- স্থিতমিত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদাঞ্শব্দান্ কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে—ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে। ন তু পণ্ডিতোঽসি। যতঃ পণ্ডিতা বিবেকিনো গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি—বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি— নানুশোচন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অনাত্মজ্ঞানই অর্জ্জুনের শোকদুঃখের প্রধান কারণ। স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাতে স্থূলসূক্ষ্মাদিশরীরদৃষ্টির মূল অবিদ্যা উপাধির ভ্রম অতিক্রম করিতে না পারিয়াই অর্জ্জুন করুণাপরবশচিত্তে মুগ্ধ হইয়াছেন। আবার সত্ত্বগুণ পর প্রভাব হিংসাদির দোষ দর্শনে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম [যুদ্ধ] পরিত্যাগ করিতেছেন। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানই প্রথম মোহের নিবর্ত্তক ও উঁহা প্রাণিমাত্রেরই কল্যাণপ্রদ। যুদ্ধাদি কার্য্যে হিংসাদি অন্যের পক্ষে পাপ হইলেও অর্জ্জুনের [ক্ষত্রিয়ের] পক্ষে যে তাহাই ধর্ম্ম, এতাবৎ সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইয়া অর্জ্জুনকে [শিষ্যকে] প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জ্জুন! "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যাদি শ্লোক, তুমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছ; কিন্তু স্থূলদেহনাশে যে সূক্ষ্মদেহ ও আত্মার বিনাশ হয় না, ইহা বুঝিয়াও তুমি শোক করিতেছ, এজন্য তোমাকে মূর্খ বলিয়া বোধ

(ক) বৃ—উ ৩।৫।১।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ ১২॥

হইতেছে। যদি বল বশিষ্ঠাদি মহানুভবগণও তো পুত্রশোক বিহ্বল হইয়াছিলেন, এই ভ্রমাপনোদনার্থ বক্তব্য এই যে, উহা শিষ্টাচারসম্ভূত। অর্থাৎ মলমূত্রাদির বেগোৎসর্গ যেমন স্বাভাবিক, শিষ্টগণের শোক বা আহ্লাদ প্রকাশ তাদৃশ স্বাভাবিক। উহা তোমার ন্যায় ধর্ম্মবিচার-প্রতিপাদিত নহে। তুমি মনে মনে ধর্ম্ম কল্পনা করিয়া যে ভাবে মুগ্ধ হইয়াছ, বশিষ্ঠাদি সেরূপ হয়েন নাই। বস্তুতঃও বিচার করিয়া দেখ, সমাধিকালীন একমাত্র ব্রহ্মসত্তাময় তাবদ্দর্শনে যখন ভিন্নভিন্ন-দৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন তোমার স্বজন ও শত্রু বা কোথায়, জন্ম ও মরণই বা কোথায়, এবং শোক ও হর্ষই বা কোথায়? সমাধি হইতে উঠিলেও যে বন্ধু বান্ধবাদি দৃষ্ট হয়, তাহা ব্রহ্মবেত্তৃগণ স্বচ্ছ চিদ্দর্পণে মিথ্যা মায়িক প্রতিবিম্ব মাত্র জানিয়া তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না। গতাসু আত্মীয়গণ কোথায় কি অবস্থায় আছেন ও তাঁহাদের অভাবে জীবিত আত্মীয়গণই বা না জানি কি ক্লেশে আছেন, ইত্যাকার বৃথা চিন্তা বিবেকী পণ্ডিতগণের মনে উদিতই হইতে পারে না। স্বজন ও শত্রু উপাধি মাত্র। উপাধির মোহে বিমুগ্ধ হওয়া নিতান্ত অনর্থকর ও মূর্খের কার্য্য। সমুদ্র জলময়, তরঙ্গও জলময়। সমুদ্রের তরঙ্গগুলি একটীর পর আর একটী ক্রীড়া করিতে করিতে যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তুমি আর দেখিতে পাও না, তদ্রূপ এই চিন্মহার্ণবে তরঙ্গরাশির ন্যায় জীবগণ ভবলীলা ক্ষেত্রে নৃত্য করিতে করিতে এই মহাসমুদ্রেই তোমার অলক্ষিতপথে বিহার করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার শোকই বা কি, মোহই বা কেন? পণ্ডিতগণ আত্মাকে অজ ও অমর জানিয়া জীবের মরণে বৃথা পরিতাপ করেন না। ভীষ্মাদি পরমার্থতঃ নিত্য বিদ্যমান, অতএব তাঁহাদের জন্য আবার শোক কি? ॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। জাতু (কখনও) অহং (আমি) ন তু আসম্ (ছিলাম না), ত্বং ন [আসীঃ] (তুমি ছিলে না), ইমে জনাধিপাঃ (এই নৃপতিগণ) ন [আসন্] (ছিলেন না), [ইতি] ন তু এব (ইহা নহে)। অতঃ পরং চ (ইহার পরেও) সর্ব্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি] (তাহাও) ন এব (নহে)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! ইহার পূর্ব্বে কখনও যে আমি (স্বয়ং ভগবান্) ছিলাম না, তাহা নহে, তুমিও যে ছিলে না, তাহাও নহে, এই ভূপতিগণও যে ছিলেন না, তাহাও নহে। বস্তুতঃ আমি, তুমি ও রাজন্যবর্গ সকলেই পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম, এবং ইহার পরে যে আমরা থাকিব না তাহাও নহে, ফলতঃ আমরা সকলেই ভবিষ্যতে বিদ্যমান থাকিব॥ ১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম। কুতস্তেঽশোচ্যাঃ? যতো নিত্যাঃ। কথং? ন ত্বিতি। ন ত্বেব জাতু কদাচিদহং নাসম। কিন্তু আসমেব। অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্যমেবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথা ন ত্বং নাসীঃ কিন্তু আসীরেব। তথা নেমে জনাধিপা নাসন। কিন্তু আসন্নেব। তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ। কিন্তু ভবিষ্যাম এব সর্ব্বে বয়মতোঽস্মাদ্দেহবিনাশাৎ পরমুত্তরকালেঽপি। ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনম। নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিন্নাসমিতি তু নৈব। অপি ত্বাসমেব। অনাদিত্বাৎ। ন চ ত্বং নাসীনাভূঃ। অপি ত্বাসীরেব। ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন। অপি ত্বাসন্নেব। মদংশত্বাৎ। তথাঽতঃপরমিত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব। অপি তু স্থাস্যাম এবেতি। জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান এক্ষণে "বাসুদেব" রূপে আবির্ভূত, অর্জ্জুন এক্ষণে "কৌন্তেয়" রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ভীষ্ম আজ 'গাঙ্গেয়' রূপে পরিচিত বটে। কিন্তু ইঁহারা এতাবদ্দেহগ্রহণের পূর্ব্বেও অন্য অবস্থাবিশেষে বিরাজিত ছিলেন—এতদ্বাক্যে ভগবান্ আত্মার প্রাগভাব এবং ভবিষ্যতেও ইঁহারা থাকিবেন—এতদ্বাক্যে আত্মার প্রধ্বংসের অভাব এবং এখন যে আছেন—ইহাতে আত্মার সাক্ষাৎ বিদ্যমান ভাব দেখাইয়া আত্মা যে নিত্য ও ক্ষণধ্বংসী স্থূলদেহ হইতে পৃথক, ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহীর) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কৌমারং যৌবনং জরা (কৌমার, যৌবন ও জরা) [হইয়া থাকে] তথা (সেইরূপ) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (এক শরীর ত্যাগের পর অন্য দেহ লাভ) [হয়] তত্র (তাহাতে) ধীরঃ (জ্ঞানবান্) ন মুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহী এই দেহেতেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে দেহান্তরপ্রাপ্তিও তদ্রূপ (একটী অবস্থাবিশেষ মাত্র)। ধীরপুরুষগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হয়েন না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি? দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি। দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী। তস্য দেহিনো দেহবত আত্মনঃ। অস্মিন বর্ত্তমানে দেহে যথা যেন প্রকারেণ কৌমারং কুমারভাবো বাল্যাবস্থা। যৌবনং যূনো ভাবো মধ্যমাবস্থা। জরা বয়োহানি-র্জীর্ণাবস্থা ইত্যেতাস্তিস্রোঽবস্থা অন্যোন্যবিলক্ষণাঃ। তাসাং প্রথমাবস্থানাশে ন নাশঃ।

দ্বিতীয়াবস্থোপজননে নোপজননমাত্মনঃ। কিং তর্হি? অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তি-রাত্মনো দৃষ্টা। তথা তদ্বদেব—দেহাদন্যো দেহো দেহান্তরম্—তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ। অবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ। ধীরো ধীমাংস্তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব। জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে। তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাঽস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব। ন তু স্বতঃ। পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথৈবৈতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তাবদাত্মনো নাশঃ। জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমাংস্তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। *যজ্ঞদত্ত জন্মগ্রহণ করিল, যজ্ঞদত্ত মরিয়া গেল,* ইত্যাকার লৌকিকাভাসে "দেহেরই সহিত আত্মার জন্ম ও মরণ হয়," যাহাতে এইরূপ ভ্রমে অর্জ্জুনের মোহবুদ্ধি না হয় তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—ত্রিকালে ত্রিলোকে যতপ্রকার দেহ সম্ভূত হয়, যিনি তত্তাবদ্দেহই ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই "দেহী"। একই আত্মা বিভুরূপে সর্ব্বদেহেই বিরাজমান। আত্মা "এক" এই জন্য এ শ্লোকে "দেহিনঃ" একবচনপদের প্রয়োগ হইয়াছে; *কিন্তু দেহ "বহু" এই অর্থে পূর্ব্বশ্লোকে "সর্ব্বে বয়ং" এই বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত* হইয়াছে। আমিই বালক ছিলাম, আমিই যুবা হইয়াছি, পুনঃ আমিই বৃদ্ধ হইব, ইত্যাকার তিন বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভব দেহী এক দেহেই করিয়া থাকেন। দেহ ত্রিভাবাপন্ন হয় বটে, কিন্তু আত্মা বালক কালে যিনি ছিলেন, যৌবনকালে তিনিই আছেন, বৃদ্ধাবস্থাতেও তিনিই থাকিবেন। আত্মার কখনও অন্যথা হয় না। "আমি" স্থূল-সূক্ষ্মাদিভেদে যখন যে দেহেই থাকি *না কেন "আমি" সর্ব্বথা সেই "আমিই" থাকি।* দেহের ন্যায় যদি "আমি" পরিবর্ত্তনশীল হইতাম, তবে "বালক আমি" ও "যুবা আমি" এই স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইত। দৈহিক অবস্থার পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু "আমিত্ব" বোধের কিছুমাত্র ভিন্নতা হয় না শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে শরীরে পরমাণুপুঞ্জ প্রতি ১০।১২ বৎসরে সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায় ও প্রত্যক্ষতঃও দেখা যায় যে বালক কালের মূর্ত্তির সহিত আমার যৌবনমূর্ত্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, এবং বর্ত্তমানের সহিত বার্দ্ধক্যেরও থাকিবে না। আবার *স্বপ্নাবস্থায় ও যোগাবস্থায় দেহী কত বিচিত্র দেহে বিহার* করেন, কিন্তু কুত্রাপি ও কদাপি "আমি" জ্ঞানের পার্থক্য হয় না। জীবগণ "আমি স্থূল," "আমি গৌর," "আমি মনুষ্য," "আমি জাত," "আমি পীড়িত" ইত্যাদি দৈহিক অবস্থা, মরুমরীচিকাবৎ ভ্রম বশতঃ আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। দেহনাশে আত্মার বিনাশের আশঙ্কা কোথায়? শ্রুতি বলেন—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইতি (ক)। পুনঃ যদি এরূপ মনে কর যে, পদনখাগ্র *হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত শরীরই আত্মা; আমার বিভুত্ব প্রযুক্ত তবে ভীষ্মাদির দেহরূপ আত্মা* তোমার দেহরূপ আত্মার দ্বারা হত হইবে এ আশঙ্কা করিতেছ কেন? শ্রুতি কহিতেছেন—

(ক) কঠ, ২।১৮; গীতা, ২।২০।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ইতি (খ)। অর্থাৎ একই আত্মারূপী দেবতা সর্ব্বপ্রাণীতে ওতপ্রোত ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সর্ব্বভূতে তিনি অন্তরাত্মা। অনবচ্ছেদকত্ব প্রযুক্ত আত্মার জন্মমরণাদি অজ্ঞানকল্পনামাত্র। তোমার বাল্যাবস্থার মৃত্যু হইয়াছে তুমি যেমন তজ্জন্য শোক করিতেছ না, তদ্রূপ এতৎ স্থূলদেহনাশেও কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি শোকার্ত্ত হয়েন না ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংসর্গ) তু (কিন্তু) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীতোষ্ণাদি সুখ বা দুঃখদায়ী) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তিবিনাশশীল) অনিত্যাঃ [চ] (ও অনিত্য), [অতএব] ভারত (হে ভারত!) তান [তাহাদিগকে] তিতিক্ষস্ব [সহ্য করিবে] ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের সংসর্গ শীতোষ্ণাদি সুখ ও দুঃখদায়ী হইয়া থাকে কিন্তু হে ভারত! সমস্তই অনিত্য অতএব তত্তাবৎ সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। অর্থাৎ এইরূপ ইষ্টানিষ্টও অনিত্য তজ্জন্য হর্ষ বিষাদ না করিয়া তাহা ধীর ভাবে সহ্য করিবে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যপ্যাত্মবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতঃ। তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে। সুখবিয়োগ-নিমিত্তো মোহঃ দুঃখসংযোগনিমিত্তশ্চ শোকঃ। ইত্যেতদর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি। মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ। তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখং চ প্রযচ্ছন্তীতি। অথবা স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ। মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতং কদাচিৎ সুখং কদাচিদ্দুঃখম্। তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপম্। সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতঃ—অতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োগ্রহণম্। যস্মাত্তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ আগমাপায়িন আগমাপায়শীলাস্তস্মাদনিত্যাঃ। উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ। অতস্তাঞ্ছীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব। তেষু হর্ষং বিষাদং চ মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তানহং ন শোচামি। কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাক্ত্বং মামেবেতি চেৎ? তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাঃ। তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি। তে

(খ) শ্বে—উ ৬।১১।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

হ্যাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ। অতস্তাংস্তিতিক্ষস্ব সহস্ব। যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎ-কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি। এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদ্দ্বারা বিষয় বিদিত হওয়া যায় তাহার নাম, অর্থাৎ রূপাদিবিষয়বোধক নেত্রাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তির নাম "মাত্রা"। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত বিষয়সম্বন্ধের নাম "মাত্রাস্পর্শ"। নেত্রাদি ইন্দ্রিয়জনিত তত্তদ্‌বিষয়াকার অন্তঃকরণপরিণামরূপ বৃত্তিসমূহের নামও "মাত্রাস্পর্শ"। এতাবৎ আগম—উৎপত্তি, ও অপায়—বিনাশ বিশিষ্ট। এজন্য শীতোষ্ণাদি, বা হর্ষবিষাদাদি কিংবা ইষ্টানিষ্টাদি সমস্তই অনিত্য। অন্তঃকরণ বিকারযুক্ত; তাহার সহিত নির্ব্বিকার নির্গুণ আত্মার সম্বন্ধ কি? "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্রুতি) (ক)। আত্মা সর্ব্বসাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ। অনিত্য অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি-ধর্ম্ম নিত্য নির্ব্বিকার আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। কেননা "নিত্য" ও "অনিত্য" এই বিরুদ্ধপদার্থ-দ্বয়ের ধর্ম্ম এক হইবার উপায় নাই। অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া আত্মার ভেদ কল্পনা করা মহাভ্রম। কেননা, আত্মা সদ্রূপে—স্ফুরণরূপে সর্ব্ববস্তুতে সদাই বিদ্যমান, সত্তা-স্বরূপের ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। "ন্যায়" ও "মীমাংসা" উভয়েই অন্তঃকরণকে সুখদুঃখাদির উৎপত্তির কারণ স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাকে নৈয়ায়িকগণ সুখদুঃখাদির সমবায়ি কারণ বলেন বটে, কিন্তু আত্মাতে গুণারোপ করা শ্রুতিবিরুদ্ধ। মীমাংসার মতে আত্মা নির্গুণ ও অন্তঃকরণ সুখদুঃখাদির উপাদান কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন, "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা-ঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবেতি" (খ)। অর্থাৎ কামনা, সঙ্কল্প সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য বা ধারণা, অধৈর্য্য, লজ্জা, বৃত্তিজ্ঞান, ভয় এতাবৎ মনই। আবার কামাদিই সুখদুঃখের কারণ; সুতরাং শ্রুতি, মনঃ—অন্তঃকরণকেই সুখদুঃখাদির হেতু নিরূপণ করিলেন। অতএব হে অর্জ্জুন! শীতাতপাদি এক সময়ে সুখকর ও সময়ান্তরে দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। এতাবৎ আত্মার ধর্ম্ম নহে। ভীষ্মদ্রোণাদির সংযোগবিয়োগরূপ মাত্রাস্পর্শ ধীরতা পূর্ব্বক তোমার সহ্য করা কর্ত্তব্য। কেননা ইহাতে আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে "কৌন্তেয়" ও "ভারত" এই পদদ্বয়ে সম্বোধন এইজন্য করিলেন যে, তোমার মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলই বিশুদ্ধ, অতএব তোমার অজ্ঞানচিন্তা শোভা পায় না ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) এতে (এই শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (দুঃখে ও সুখে সমান জ্ঞানবিশিষ্ট) যং ধীরং পুরুষং (যে পণ্ডিত পুরুষকে) ন

(ক) শ্বে—উ, ৬।১১। (খ) বৃ—উ, ১।৫।৩।

ব্যথয়ন্তি (ব্যথিত করে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (মোক্ষলাভের নিমিত্ত) কল্পতে (উপযোগী হন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে ধীর ব্যক্তির দুঃখে সুখে সমা জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা বিষয়স্পর্শ যাঁহাকে ব্যথিত বা বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই ধর্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভের উপযুক্ত অধিকারী ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শীতোষ্ণাদীন সহতঃ কিং স্যাদিতি? শৃনু—যং হীতি। যং হি পুরুষম। সমে দুঃখসুখে যস্য তং সমদুঃখসুখম। সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতম। ধীরং ধীমন্তম। ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি। নিত্যাত্মদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ। স নিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দসহিষ্ণুরমৃতত্বায়—অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ—কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বা-দিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি। সমে দুঃখসুখে যস্য স তম। তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারাঽমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দিপনী। অনেকে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকেই আত্মার ক্রিয়া বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ তথাঽপরাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মন আদি চতুষ্টয়ং চ।
প্রাণাদি পঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ কামশ্চ কর্ম্ম চ পুনরষ্টমী পুঃ ॥" ইতি ॥

১—কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ) ২—জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, নেত্র, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক), ৩—অন্তঃকরণ (মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার), ৪—প্রাণ (প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান), ৫—ভূত (ক্ষিতি, অপ তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম) ৬—কাম, ৭—কর্ম্ম, ৮—তমঃ (অবিদ্যা), এই অষ্টপুরে যিনি নিবাস করেন, তিনিই পুরুষ। পুরুষ রূপ আত্মা এতাবৎ হইতে স্বতন্ত্র। শ্রুতি বলিতেছেন—"স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পুর্ষু পুরিশয়ঃ" (ক) চৈতন্য স্বরূপ আত্মা শরীরাদি রূপ সর্ব্ব পুরীতে নিবাস করেন বলিয়া "পুরুষ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যেমন রক্তবর্ণ জবাকুসুম নির্ম্মল স্ফটিকের নিকট থাকিলে জবার রক্ত আভা স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় স্ফটিককে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সুখদুঃখরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, গুণকর্ম্মবর্জ্জিত স্বচ্ছ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত হইয়া থাকে।

"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥" (শ্রুতি) ॥ (খ)

সূর্য্য যেমন সমস্ত জগতের প্রকাশক হইয়াও জগতের বাহ্য দোষে লিপ্ত হয়েন না তদ্রূপ এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতে বিরাজমান আত্মা বাহ্য দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। অতএব ধীর পুরুষ আত্মার স্বরূপ বিদিত হইয়া লোক-দুঃখের উপাদান-স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করতঃ অদ্বিতীয়

(ক) বৃ—উ—২।৫।১৮। (খ) কঠ—উ—২।২।১১।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

স্বপ্রকাশ পরমানন্দ-রূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। আত্মা সদাই মুক্ত। বুদ্ধি আদি উপাধিকৃত বন্ধনভাব স্ফটিক-জবাসম্বন্ধবৎ আত্মাতে ভ্রম বশতঃ আরোপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। স্বরূপতঃ আত্মা নিত্য, বিভু ও অদ্বিতীয়। অজ্ঞানরূপ কারণ উপাধি দ্বারা আত্মাতে ভেদবুদ্ধি কল্পিত হয়। আত্মার স্বরূপোপলব্ধি হইলে সুখদুঃখ বা শীতোষ্ণাদির অনুভব হয় না। "তরতি শোকমাত্মবিৎ।" (শ্রুতি) (ক)। আত্মবেত্তা পুরুষ শোকসন্তাপ হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। "পুরুষর্ষভ" পদদ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া ইহাই সূচনা করিলেন যে, তুমি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ও পরমানন্দরূপ শ্রেষ্ঠতাপূর্ণ, তোমার আবার শোক-দুঃখ দ্বন্দ্বের কল্পনা কি? তুমি দ্বৈতবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া আপনাকে মুক্ত বলিয়া বিদিত হও ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অসতঃ (অসৎ পদার্থের) ভাবঃ (অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নাই)' সতঃ (সৎপদার্থের) অভাবঃ (নাশ) ন বিদ্যতে (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (কিন্তু তত্ত্বদর্শিগণ-কর্ত্তৃক অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অন্তঃ (নির্ণয়) দৃষ্টঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে পদার্থ অসৎ, তাহার বিদ্যমানতা কোন কালেই নাই, এবং যাহা সৎ, তাহার অভাবও কোন কালে নাই, তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ এইরূপে সদসৎ উভয়ের নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তম্। যস্মাৎ— নাসত ইতি। নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে। নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা। ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি। বিকারো হি সঃ। বিকারশ্চ ব্যভিচরতি। যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমাণং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসন্। জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধং চানুপলব্ধেঃ। কার্য্যস্য ঘটাদের্মৃদাদিকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্বং। তদসত্ত্বে চ সর্ব্বাভাব-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ? ন। সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ—সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ। যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ। ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সামানাধিকরণ্যেন নীলোৎপলবৎ সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ অস্তীতি। এবং সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধির্ব্যভিচরতি। তথা চ দর্শিতম্। ন তু সদ্বুদ্ধিঃ। তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ। ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ? ন। পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ। বিশেষণ-বিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিঃ। অতোঽপি ন বিনশ্যতি।

(ক) ছা—উ—৭।১।৩।

অথ সদ্বুদ্ধিবদ্ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতি চেৎ? ন। পটাদাবদর্শনাৎ। সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতে ইতি চেৎ? ন। বিশেষ্যাভাবাৎ। সদ্বুদ্ধির্বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ? ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্বিষয়াভাবাৎ। একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবে ন যুক্তমিতি চেৎ? ন। যদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ। তস্মাদ্দেহাদের্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণস্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চাত্মনোঽভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রাব্যভিচারাদিত্যবোচাম। এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্ট উপলব্ধোঽন্তো নির্ণয়ঃ—সৎ সদেবাসদসদেবেতি অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তদিতি সর্ব্বনাম। সর্ব্বং চ ব্রহ্ম। তস্য নাম তদিতি। তদ্ভাবস্তত্ত্বম্। ব্রহ্মণো যথাত্ম্যম্। তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনঃ। তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহং চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি—বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাঽবভাসতে—ইতি মনসি নিশ্চিত্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্? অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যত ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে। এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ। কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ। বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ। এবংভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সৎস্বরূপ আত্মা একই হইলেন, তবে সেই সৎস্বরূপ আত্মাতে প্রতিভাসমান এই সংসারও সত্য, এবং এই সংসারে বিদ্যমান সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। উহা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হইবার নহে। কেননা, তাহা হইলে জ্ঞানপ্রভাবে আত্মারও নিবৃত্তি হইয়া যাইত। এতৎ সমাধানার্থ ভগবান্ এইরূপ সঙ্কেত করিলেন যে, শুক্তিকাতে রজতজ্ঞান যেরূপ কল্পিত আরোপমাত্র, বস্তুতঃ তাহাতে রজতত্ব নাই, তদ্রূপ এই জগৎপ্রপঞ্চ সদাত্মাতে কল্পনা মাত্র। জ্ঞানদ্বারা আত্মার স্বরূপ বোধ হইলেই সংসারের সত্যতাভ্রম বিদূরিত হয়। ইহাতে পাছে অর্জ্জুনের এরূপ সংশয় হয় যে, আত্মা ও অনাত্মা উভয়েরই যখন প্রতীতি হইয়া থাকে, তবে আত্মা ও জগৎ উভয়ই সত্য অথবা উভয়ই অসত্য না হইবে কেন? এইজন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

যাহা দেশ, কাল ও বস্তুপরিচ্ছেদের অধীন তাহাই অসৎ; অর্থাৎ যাহা অন্যত্র নাই এখানে আছে, দেশপরিচ্ছেদের জন্য তাহা অসৎ। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে রহিয়াছে, কিন্তু পরে থাকিবে না, তাহা কালপরিচ্ছেদের অধীন, সুতরাং অসৎ। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত এই তিন প্রকার ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। আম্রবৃক্ষ ও নিম্ববৃক্ষে যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে। পাষাণ ও বৃক্ষে যে ভেদ; তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ; ও একই বৃক্ষের শাখা, পত্র, পুষ্পাদির মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা স্বগতভেদ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অথবা জীব ও

ঈশ্বরে ভেদ, জীব ও জগতে ভেদ, জীবের মধ্যে পরস্পর ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে ভেদ এবং জগতের পরস্পর ভেদ, এই পঞ্চবিধ ভেদের নাম বস্তুপরিচ্ছেদ। প্রোক্ত ভেদসমূহের কোন রূপ ভেদ যে পদার্থে দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ। এতাবৎ লক্ষণানুসারে "জগৎ অসৎ" ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। কারণের কারণ রূপে বিদ্যমান বিশুদ্ধ সত্তামাত্র সৎ, এবং তদধিকরণে অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে দেশবিশেষে, পাত্রবিশেষে অনুভূত, প্রকাশিত, বা আবির্ভূত সমস্ত ব্যাপারই অসৎ।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥" (শ্রুতি) ॥ (ক)

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥" (শ্রুতি) ॥ (খ)

হে সৌম্য! এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চ, উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ রূপেই ছিল। সেই সৎ বস্তু এক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত জগতে আত্মময়; সেই আত্মা সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতো! সেই সৎ স্বরূপ আত্মাই তুমি। সৎস্বরূপের এই শ্রুতিবিহিত চিত্রটী কোন পরিচ্ছেদাদি দ্বারা নিত্যবিদ্যমানতার বাধা পাইল না। সৎ—জলস্বরূপ; ও অসৎ—তরঙ্গ বা স্ফুরণ বা ক্ষণবিধ্বংসী বিকাশ মাত্র। তরঙ্গ বলিয়া যেমন স্বতন্ত্র কোন বস্তু কোন কালেই নাই তদ্রূপ অসৎ বস্তু কোন কালেই নাই। একমাত্র সৎ বস্তুই অসন্নিবৃত্তিদ্বারা মুক্তি লাভ করে। অসৎ ভাবের নিবৃত্তি হইলেই সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদির অনুভব অনায়াসেই নিবৃত্ত হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সমস্তই অনিত্য। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দস্পর্শাদি এবং অন্তকরণগ্রাহ্য স্মৃতি, চিন্তাদির বিদ্যমানতা না থাকিলে দেশ ও কালের অস্তিত্বও থাকে না, এইজন্য দেশ ও কাল অসৎ, ইহাই নামরূপময় মায়া। নাম বা শব্দ দ্বারা প্রধানতঃ কালজ্ঞান হয়, এবং রূপ দ্বারা দেশের ধারণা হয় বলিয়া ইঙ্গিতে কাল ও দেশের অন্তর্ভুক্ত বাহ্যজগৎ নামরূপময় মিথ্যামায়ার বিকাশরূপে কথিত হয়। আত্মা দেশ ও কালের অতীত, তাহা সংখ্যাদি দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, সুতরাং আত্মা এক। জীবের অন্তঃকরণের ভিন্নতা-বশতঃ আত্মার যে পার্থক্য অনুমিত হয় তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যে সত্তাস্বরূপ আত্মার অস্তিত্ববশতঃই—চেতন ও অচেতন পদার্থে জড়তা, ক্রিয়া ও বিচারশক্তি পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও একত্র প্রকাশিত রহিয়াছে, সকলের কারণ সেই সৎস্বরূপকে ত্রিগুণময়ী বুদ্ধি ধারণা করিতে পারে না, কেননা আত্মা স্বয়ং-প্রকাশ। যেমন সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত আলোক দ্বারা চন্দ্র অমাবস্যার দিনে সূর্য্যের নিকটে থাকিয়াও সূর্য্যকে বিশেষভাবে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ বুদ্ধিও আত্মার চৈতন্য-সত্তার জ্ঞানযুক্ত হইয়াও আত্মাকে পৃথক্ রূপে জানিতে পারে না। আত্মার চৈতন্যশক্তি স্বতঃসিদ্ধ। তাহা বুদ্ধিবৃত্তি-নিরুদ্ধ হইলেই স্বয়ং প্রকাশিত হয়। আত্মসত্তার বিশেষ বিকাশ অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি (চিন্তাপ্রবাহ)-নিরোধ-সাপেক্ষ। যুক্তি তর্কের দ্বারা আত্মার উপলব্ধি হয় না, কেননা উহা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। দৃশ্যজ্ঞান নিবৃত্তির পর বুদ্ধি নিদ্রাভিভূত না হইয়া নিরুদ্ধ হইলে আত্মসত্তা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলেই আত্মা যে নিত্য-মুক্ত তাহার নিশ্চয় হইতে পারে ॥ ১৬ ॥

(ক) ছা—উ—৬।২।১　　(খ) ছা—উ—৬।৮।৭; ৬।৯।৪; ৬।১৩-১৬।৩।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেন (যাঁহা কর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ তু এব (তাঁহাকেই) অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিও)। কশ্চিৎ (কেহই) অস্য অব্যয়স্য (এই অব্যয় স্বরূপের) বিনাশং কর্ত্তুং (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চে সত্তারূপে পরিব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার কিছুতেই বিনাশ নাই কেহই এই অব্যয়স্বরূপের বিনাশ সাধনে সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদযৎ সদেব সর্ব্বদাস্তীতি? উচ্যতে—অবিনাশীতি। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলমস্যেতি। তু শব্দঃ সতো বিশেষণার্থঃ। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। কিং? যেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশম্। আকাশেনেব ঘটাদয়ঃ। বিনাশম্ দর্শনমভাবম্। অব্যয়স্য—ন ব্যেত্যুপচয়াপচয়ৌ ন যাতীত্যব্যয়ম্। তস্যাব্যয়স্য। নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিবৎ। নাপ্যাত্মীয়েন আত্মীয়াভাবাৎ। যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি। ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেতি অতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি। ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি। ঈশ্বরোঽপি। আত্মা হি ব্রহ্ম। স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মকং দেহাদি ততং তৎ সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তম্। তত্ত—আত্মস্বরূপমবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। অত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি সৎ স্বরূপের দৃশ্যমান স্ফুরণই প্রপঞ্চ জগতের বিদ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে জগতের দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছিন্নতা রূপ "বিনাশধর্ম্ম", সৎস্বরূপে আরোপিত না হইবে কেন? এই ভ্রান্তি শান্তির জন্য ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ঈষদন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে রজ্জুকে সর্প বা দণ্ডবৎ প্রতীতি হয়। রজ্জু বস্তুতঃ তথায় সর্প বা দণ্ডে পরিণত হয় নাই; কেবল দ্রষ্টার অধ্যাসগুণে সর্প বা দণ্ডের ঔপাধিক দৃষ্টি হইতেছে মাত্র। তদ্রূপ সর্ব্বথা অপরিচ্ছিন্ন সদ্বস্তুরূপ স্ফুরণে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়বৃত্তি বিজৃম্ভণ জন্য "বিনাশ" রূপ কল্পিত ধর্ম্ম লক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সদ্রূপস্ফুরণের উৎপত্তি ও বিনাশ আদৌ নাই। সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণের ক্রিয়াকলাপ নিরুদ্ধ হইলে এই পরিচ্ছেদময় প্রপঞ্চের কণামাত্র জ্ঞানও থাকে না, অথচ সদ্বস্তুর বিদ্যমানতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে না। যদি সুষুপ্তি কালে আত্ম-

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

সত্তারও বিনাশ হইত, তবে জীব জাগরিত হইয়া "আমি এতক্ষণ সুষুপ্ত ছিলাম" ইহা কদাচ অনুভব করিতে পারিত না; এবং সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে "আমি" ছিলাম, পুনর্জ্জাগ্রদ্দশায়ও সেই "আমি" আছি, ইহা বুঝিতে সমর্থ হইত না। যথা শ্রুতি—

"যদ্বৈ তন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ॥" (ক)

সুষুপ্তিকালে আত্মার যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয় না, চৈতন্য-রূপ স্ফুরণের অভাব তাহার কারণ নহে, কিন্তু আত্মা স্বগত চৈতন্য স্ফুরণ সহ দেখিলেও দ্বৈত প্রপঞ্চেরই অভাববশতঃ তাহা দৃষ্ট হয় না; কেননা, দ্রষ্টা আত্মার স্বরূপ স্ফুরণরূপ দৃষ্টি বিনাশবর্জ্জিত; সুতরাং স্ফুরণ দৃষ্টির কোন কালেই অভাব হয় না। ইহা দ্বারা শ্রুতি, স্ফুরণ-দৃষ্টির নিত্য অপরিচ্ছিন্ন সত্তা প্রমাণ করিলেন। আত্মা বা তৎস্ফুরণরূপ অনন্ত সত্তার কখনই বিনাশ নাই। আত্মাতে অন্তঃকরণের ক্রিয়াশক্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াই এই প্রপঞ্চ জগতের কল্পনা করিয়া থাকে। এই কল্পনা অসৎ, এবং ইহার অপরিচ্ছিন্ন নিত্য-বিদ্যমানতা কিছুতেই সম্ভবে না। যাহা সৎ, তাহা নিত্য, অব্যয় ও অনন্ত। বিনাশ বা উৎপত্তি সদ্বস্তুর ধর্ম্ম নহে, উহা ঔপাধিক মাত্র ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। নিত্যস্য (অবিকারী) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছিন্ন) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সমস্ত দেহ) অন্তবন্তঃ (বিনাশধর্ম্মশীল) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে); তস্মাৎ (সেই কারণে) ভারত (হে ভারত!) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেহী আত্মা নিত্য, অবিনাশী ও অপ্রমেয়; এই বিধ্বংস-ধর্ম্মশীল সমস্ত দেহই তাঁহার, ইহা তত্ত্বদর্শিগণ কহিয়াছেন। অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংপুনস্তদসদ্ যৎ স্বাত্মসত্তাং ব্যভিচরতীতি? উচ্যতে—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তেঽন্তবন্তঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণ-নিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে স তস্যান্তঃ—তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদেহাদিবচ্চান্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্যাত্মনোঽন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্যানাশিন ইতি ন পুনরুক্তম্। নিত্যত্বস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে। নাশস্য চ। যথা দেহো ভস্মীভূতোঽদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে। বিদ্যমানোঽপি যথাঽন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে। তত্রানাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাৎ। আত্মনস্তন্মা ভূদিতি নিত্যস্যানাশিন ইত্যাহ। অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ। নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্ব্বম্। ন। আত্মনঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ

(ক) বৃ—উ—৪।৩।২৩

সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা ভবতি ন হি পূর্ব্বমিত্থমহমিত্যাত্মানমপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি। শাস্ত্রং ত্বন্ত্যং প্রমাণমতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্ত্তকত্বেন প্রমাণত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে। ন ত্বজ্ঞাতার্থ জ্ঞাপকত্বেন অথা চ শ্রুতিঃ—যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তর ইতি (ক)। যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চাত্মা তস্মাদ্ যুধ্যস্ব। যুদ্ধাদুপরমং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত এব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তে। অতস্তস্য কর্ত্তব্য প্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে। তস্মাদ্যুধ্যস্বেত্যনুবাদমাত্রং। ন বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আগমাপায়ধর্ম্মকমসন্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো নাশো বিদ্যতে যেষাং তেঽন্তবন্তঃ। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ। অত এবানাশিনো বিনাশরহিতস্য। অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্যাত্মনঃ॥ ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ। ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ। তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব। স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জড়বুদ্ধি জড়বাদিগণ মনে করে যে, যেমন চূণ ও খদির একত্র হইলেই স্বভাবতঃ রক্তবর্ণের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ পঞ্চভূতের সমাগমরূপ দেহ গঠিত হইলেই ভৌতিক স্বভাববশতঃ স্বতঃই চৈতন্যের [আত্মস্ফুরণ] প্রকাশ হইয়া থাকে। পাছে অর্জ্জুন এই ভ্রমবুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়েন, সেইজন্য ভগবান ইতঃপূর্ব্বে "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদি বলিয়াও পুনর্ব্বার এই শ্লোকে বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই শ্লোকে, 'দেহাঃ" এই বহুবচনান্ত পদ দ্বারা ভগবান স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ বিরাট্ সূত্র অব্যাকৃত (বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন জগদুৎপত্তি বীজ) নামক সমষ্টি ব্যষ্টি ভাবৎ শরীরকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চকোষও এই শরীরত্রয়ের অন্তর্গত। অন্নময়কোষ স্থূলশরীর, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষ সূক্ষ্মশরীর এবং আনন্দময়কোষ কারণশরীরের অন্তর্গত। অথবা ত্রিলোকমধ্যে বিদ্যমান যতপ্রকার প্রাণিদেহ আছে, তৎসমস্তই এক জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মারই অধিষ্ঠানভূমি এইরূপ লক্ষিত হইয়াছে। যাহা চিরকাল থাকে তাহা "নিত্য"। কিন্তু কালেরও যদি ধ্বংস হয়, তাহাতে আত্মস্ফুরণের পরিচ্ছেদ বা বিনাশের আশঙ্কা হইতে পারে, এই জন্য ভগবান্ এই শ্লোক, সম্বন্ধে "নিত্য" ও "অবিনাশি" এই উভয় বিশেষণই দিয়াছেন। ঘটপটাদির প্রমাণের জন্য যেমন সূর্য্যের প্রকাশাদির প্রয়োজন হয়, কিন্তু সূর্য্য অন্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা প্রমাণ-প্রমাণাদির অপেক্ষা করেন না, এইজন্য তিনি "অপ্রমেয়", যথা শ্রুতি— "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।" (খ)

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ..বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ॥" (ক)

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একস্বরূপেই দ্রষ্টব্য। তিনি অপ্রমেয় এবং ধ্রুব অপ্রমেয়। সেই স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপের তেজে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্র-তারাগণও প্রকাশ দানে অসমর্থ, বিদ্যুদ্‌গণও তথায় প্রকাশ দিতে পারে না, অগ্নিই বা কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই সমস্তের প্রকাশ, ও তাঁহারই জন্য সমস্ত জগৎ প্রতীত হইতেছে। সেই সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ আত্মাকে জীব কোন্ প্রমাণে জানিতে পারিবে? তিনি প্রমেয় নহেন। এই স্বপ্রকাশ অপ্রমেয় আত্মাতে "অসৎ" ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। চৈতন্য জড় হইতে উৎপন্ন হয় নাই, বরং স্বপ্রকাশক চৈতন্য আছেন বলিয়াই জড় জগতের প্রতীতি হইয়া থাকে। আত্মস্ফুরণেই অন্তঃকরণের বৃত্তিসহযোগে জগৎ দৃষ্ট হয়। অন্তঃকরণবৃত্তিনিচয়েরও প্রকাশক আত্মা। আত্মা নিত্য, অবিনাশী, সর্ব্বব্যাপী; আত্মার বিনাশশঙ্কায় তুমি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইও না। ভীষ্ম দ্রোণাদির দৃশ্যমান স্থূল দেহ তো অনিত্য, উহা বিনষ্ট হইবেই হইবে। অতএব অবশ্য বিনশ্বর দেহনাশে বৃথা নিবৃত্ত হইয়া কেন স্বীয় ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছ? এ শ্লোকে যে "যুধ্যস্ব" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ভগবান্ উহা "ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বিধিবাক্য বলিয়া ব্যবহার করেন নাই; কেননা আত্মজ্ঞানোপদেশকালে "বিধি-নিষেধের" কথা উঠিতে পারে না। অর্জ্জুন প্রথমেই যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে আসিয়াছেন, ভগবান্ তাহারই অনুবাদ করিলেন মাত্র। যেমন কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভোজন করিতে বসিয়া যদি কোন অশুদ্ধির আশঙ্কা করিয়া ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয় এবং তখন যদি কোন ধর্ম্মাত্মা তাহার আশঙ্কা নিরসনপূর্ব্বক বলেন, "তুমি ভোজন কর", তবে এখানে "ভোজন কর" বিধিবাক্য হয় না, তাহার পূর্ব্বারব্ধ ব্যাপারের অনুবাদ করা হয় মাত্র ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চূর্ণ ও খদির একত্র হইবার পূর্ব্বেও তাহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ প্রকাশের শক্তি বিদ্যমান থাকে, সংযোগদ্বারা উহা আমাদের চক্ষুর্গ্রাহ্য হয় মাত্র। রক্তবর্ণ প্রকাশের কারণ সূক্ষ্মভাবে থাকায় সংযোগের পূর্ব্বে আমাদের চক্ষু উহা গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মসত্তা নিত্যপ্রকাশমান থাকিলেও চিত্তবৃত্তি নিরোধের অভাব বশতঃ উহা কেহই স্বরূপতঃ জানিতে পারিতেছে না। এইজন্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই আমরা আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং আত্মা স্বয়ংই পঞ্চভূতাদির সংযোগ দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়পথে প্রকাশিত হয়েন, দেহেন্দ্রিয়াদি আত্মার প্রকাশক বা উৎপাদক নহে। আত্মা দেহোৎপত্তির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলেন বলিয়াই দেহনাশের পরেও থাকিবেন, এইরূপ যুক্তিযুক্ত অনুমান করা যাইতে পারে। অনাদি কর্ম্মফল প্রভাবে দেহসম্বন্ধই আত্মার জন্ম, এবং এই সম্বন্ধের নাশই মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়; নতুবা আত্মার স্বরূপতঃ জন্ম মৃত্যু নাই ॥ ১৮ ॥

(ক) বৃ—উ—৪।৫।১৫

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) বেত্তি (মনে করেন), যশ্চ (এবং যিনি) এনং (ইঁহাকে) হতং (বিনষ্ট) মন্যতে (মনে করেন), তৌ উভৌ [এব] (তাঁহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ জানেন না); অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি (হনন করেন না), ন হন্যতে (হত হয়েন না) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা অন্যকে হনন করেন, যিনি এইরূপ ভাবেন, এবং অন্যের দ্বারা আত্মা হত হয়েন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহারা উভয়ে আত্মানভিজ্ঞ। কেননা, আত্মা কাহাকেও হনন করেন না, এবং কাহারও কর্তৃক নিহত হয়েন না ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রম্। ন প্রবর্ত্তকমিতি। এতস্যার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায় ভগবান্। যত্তু মন্যসে—যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে—অহমেব তেষাং হন্তেতি—এষা বুদ্ধির্মৃষৈব তে। কথম্? য এনমিতি। য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারম্। যশ্চৈনমন্যো মন্যতে হতং দেহহননেন হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতম্। তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবন্তা-ববিবেকেনাত্মানমহংপ্রত্যয়বিষয়ম্। হন্তাহং—হতোঽস্ম্যহমিতি দেহহননেনাত্মানং যৌ বিজানীতস্তাবাত্মস্বরূপানভিজ্ঞাবিত্যর্থঃ। যস্মান্নায়মাত্মা হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি। ন চ হন্যতে। ন চ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ। অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তশোকো নিবারিতঃ। যৎপুনরাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম্—এতান্ন হন্তুমিচ্ছামীত্যাদিনা—তদপি তদ্বদেব নিমিত্ত-মিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি উপদেশ ও প্রবোধবাক্যে শোক অপনীত হইল, বুঝিলাম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব গুরুজন বধে যে অধর্ম্ম হইবে, এতাদৃশ পাপ কি তাহাতে দূর হইল না। অতএব যুদ্ধবাসনা অনুচিত। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, দেহাভিমানিগণই আত্মার বিনাশশঙ্কা করিয়া থাকে। আত্মা [illegible] ও সর্ব্বদা স্বতন্ত্র; [illegible] কি কেহ [illegible] বধ করিতে পারে? আত্মা কিছুতেই হত হয়েন না, এবং কাহাকেও হনন করেন না। "য এনং বেত্তি হন্তারম্" এই বাক্যদ্বারা আত্মকর্তৃত্ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতি এবং "যশ্চৈনং মন্যতে হতম্" এই বাক্যদ্বারা দেহাত্মবাদী চার্বাকদিগের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী কঠবল্লীশ্রুতির "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্" (ক) এই পূর্ব্বার্দ্ধের [illegible] ॥ ১৯ ॥

(ক) কঠ—১—২।১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বাঽভবিতা * বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কোন সময়ে) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা ম্রিয়তে (অথবা মৃত হয়েন না), ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) অভবিতা (বিনাশ প্রাপ্ত হন), [ইতি] ন (ইহা নহে); [অতএব] অজঃ (জন্মরহিত) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপ) শাশ্বতঃ (বিকারশূন্য) পুরাণঃ (অপরিণামী) অয়ম্ আত্মা (এই পুরুষ) শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনিষ্ট হইলে) ন হন্যতে (বিনষ্ট হয়েন না) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েন না, অথবা বারংবার উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিলাভও করেন না। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ হয় না ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমবিক্রিয় আত্মেতি? দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ—ন জায়ত ইতি। ন জায়তে নোৎপদ্যতে। জনিলক্ষণা বস্তুবিক্রিয়া নাত্মনো বিদ্যত ইত্যর্থঃ। তথা ন ম্রিয়তে বা। অত্র বাশব্দশ্চার্থে। ন ম্রিয়তে চেত্যন্ত্যা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সংবধ্যতে—ন কদাচিজ্জায়তে—ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবম্। যস্মাদয়-মাত্মা ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদভবিতাঽভাবং গন্তা ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন ম্রিয়তে। যো হি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে। বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাত্মাঽভূত্বা বা ভবিতা দেহবন্ন ভূয়ঃ পুনঃ। তস্মান্ন জায়তে যো হ্যভূত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে। নৈবমাত্মা। অতো ন জায়তে। যস্মাদেবং তস্মাদজঃ। যস্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ। যদ্যপ্যাদ্যন্তয়োর্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং স্বশব্দৈরেব প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যনুক্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাদিত্যাহ—শাশ্বত ইত্যাদিনা। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতঃ। নাপ-ক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ। নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ। অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে—পুরাণ ইতি। যো হ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে স বর্দ্ধতে। অভিনব ইতি চোচ্যতে। অয়ং ত্বাত্মা নিরবয়বত্বাৎ পুরাপি নব এবেতি পুরাণঃ। ন বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। তথা ন হন্যতে ন বিপরিণমতে হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে। হন্তিরত্র বিপরিণামার্থো দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ। ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড্ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে। সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাদুভৌ তৌ ন বিজানীত (গীতা ২।১৯) ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

---

*নায়ং ভূত্বা ভবিতেতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্॥ ২১।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন হন্যতে ইত্যেতদেব ষড্ভাববিকারশূন্যত্বেন প্রতয়তি—নেতি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দশ্চার্থে। ন চায়ং ভূত্বোৎপদ্য ভবিতা ভবতাস্তিত্বং ভজতে। কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ। যো হি জায়তে স হি জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে। ন তু যঃ স্বতঃ এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যনাদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব। ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতেতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়ং বৃদ্ধ্যভাবে হেতুরিত্যপৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভিরুক্তাঃ ষড্ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা যে হনন করেন না ও হত হয়েন না, তাহা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য আত্মার স্বরূপ কথিত হইতেছে। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ছয়টী "বিকার" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। "ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি" আত্মার লক্ষণ দ্বারা ষড়্বিধ বিকারের প্রথম ও অন্তিম বিকারদ্বয় খণ্ডন করিলেন। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, এখন রহিয়াছে, তাহারই জন্ম হইয়াছে এবং যাহা এখন আছে, পরে থাকিবে না তাহারই বিনাশ স্বীকার করা যায়। আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই। সুতরাং তিনি জন্মমরণরূপ বিক্রিয়াবর্জ্জিত। উৎপত্তিকাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে সাময়িক বিদ্যমানতা তাহার নাম "অস্তিত্ব"। জন্ম ও মরণাভাববশতঃ অথবা সৎস্বরূপে নিত্য বিদ্যমানতা প্রযুক্ত আত্মার তাদৃশ "অস্তিত্ব" রূপ বিক্রিয়া নাই। যিনি সর্ব্বদাই "এক" রূপ, তাঁহার "বৃদ্ধি" বা উপচয় রূপ বিক্রিয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। যিনি শাশ্বত, তাঁহার অপক্ষয় বা অপচয় হইবে কিরূপে? তিনি পুরাণ পুরুষ, সুতরাং কোন নবীন রূপধারণাদিরূপ রূপান্তর বা পরিণাম মাত্র নাই। এইরূপে আত্মা সর্ব্বপ্রকার বিকারবর্জ্জিত হওয়ায় কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্মত্ব তাঁহাতে আরোপিত হয় না। অতএব হে অর্জ্জুন! আত্মা যখন কোন বিকারেরই বশীভূত নহেন, তখন শরীরকে অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা বিনষ্ট করিলেও, তিনি কোনমতেই বিনষ্ট হইবেন না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা" (ক)—এই আত্মা বিনাশবর্জ্জিত॥ ২০॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে ব্যক্তি) এনম্ (ইঁহাকে) অবিনাশিনং (অবিনাশী) নিত্যম্ অজম্ অব্যয়ং বেদ (নিত্য এবং জন্ম ও ক্ষয় রহিত বলিয়া জানেন), পার্থ

(ক) বৃ—উ—৪।৫।১৪।

(হে পার্থ !) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) ? [অথবা] কং (কাহাকে) হন্তি (বিনাশ করেন ? ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ইঁহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ। তিনি কি জন্য এবং কিরূপেই বা কাহাকে বধ করিবেন ? এবং স্বয়ং উদ্যত হইয়া কেন এবং কাহাকেই বা হনন করাইবেন ? ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এনং বেত্তি হন্তারমিত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়ত ইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি—বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি। অবিনাশিনমন্ত্যভাববিকাররহিতম্। নিত্যং বিপরিণাম-রহিতম্। যো বেদেতি সম্বন্ধঃ। এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজমব্যয়মুপজননাপক্ষয়রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান পুরুষোঽধিকৃতো হন্তি হননক্রিয়াং করোতি ? কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রয়োজয়তি ? ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিদ্ধন্তি। ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিদ্ঘাতয়তি—ইত্যুভয়ত্রাক্ষেপ এবার্থঃ। প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ। হেত্বর্থস্যাবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতঃ। হন্তেস্ত্বাক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন কথিতঃ। বিদুষঃ কর্ম্মা-সম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্—কথং স পুরুষ ইতি ?

নন্বুক্তমেবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ। সত্যমুক্তম্। ন তু স কারণ-বিশেষঃ। অন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়ত্বাদাত্মন ইতি। ন হ্যবিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভ-বতীতি চেৎ ? ন। বিদুষ আত্মত্বাৎ। ন দেহাদিসংঘাতস্য বিদ্বত্তা। অতঃ পারিশেষ্যাদসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপো যুক্তঃ—কথং স পুরুষ ইতি। যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্যাবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদ্যয়োপলব্ধাত্মা কল্প্যতে এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যা বিদ্যয়াঽসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয় এবাত্মা বিদ্বানুচ্যতে। বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভববচনাদ্যানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োঽবগম্যতে।

ননু বিদ্যাপ্যবিদুষ এব বিধীয়তে। বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ। তত্রা-বিদুষঃ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। ন বিদুষঃ—ইতি বিশেষো নোপপদ্যত ইতি চেৎ ? ন। অনুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেঃ। অগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানেকসাধনোপ-সংহারপূর্ব্বকমনুষ্ঠেয়ং—কর্ত্তাঽহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবংপ্রকারবিজ্ঞানবতোঽবিদুষো যথাঽনুষ্ঠেয়ং ভবতি ন তু তথা ন জায়ত ইত্যাদ্যাত্মস্বরূপবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদনুষ্ঠেয়ং ভবতি। কিন্তু নাহং কর্ত্তা ন ভোক্তেত্যাদ্যাত্মৈকত্বাকর্ত্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যন্নোৎপদ্যত ইত্যেষ বিশেষ উপপদ্যতে। যঃ পুনঃ কর্ত্তাঽহমিতি বেত্ত্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্ত্তব্যমিত্যবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাৎ। তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়ত ইতি তং প্রতি কর্ম্মাণি সম্ভবন্তি। স চাবিদ্বান্—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি বচনাৎ। বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্ম্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি। তস্মা-

বিশেষিতস্যাবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসে এবাধিকারঃ। অত এব ভগবান্নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষশ্চ কর্ম্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনামিতি। তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসঃ—দ্বাবিমাবথ পন্থানাবিত্যাদি (ক)।

তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ সংন্যাসশ্চেতি। এতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান—অতত্ত্ববিদহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে। তত্ত্ববিৎ নাহং করোমিতি। তথা চ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে ইত্যাদি (৫।১৩)।

তত্র কেচিৎ পণ্ডিতংমন্যা বদন্তি জন্মাদি ষড়্ভাববিক্রিয়ারহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্ত্তৈকোঽহমাত্মেতি ন কস্যচিজ্জ্ঞানমুৎপদ্যতে যস্মিন সতি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস উপদিশ্যত ইতি। তন্ন। ন জায়ত ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। যথা চ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্ত্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানং চোৎপদ্যতে। তথা শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোৎপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাস্তে। করণাগোচরত্বাদিতি চেৎ? ন। মনসৈবানুদ্রষ্টব্যমিতি (খ) শ্রুতেঃ। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণম্। তথা চ তদধিগমায়ানুমান আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যত ইতি সাহসমেতৎ।

জ্ঞানং চোৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানমবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্। তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং হন্তাঽহং হতোঽস্মীতি—উভৌ তৌ ন বিজানীত ইতি। অত্র চাত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং হেতুকর্ত্তৃত্বং চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতম্। তচ্চ সর্ব্বক্রিয়াস্বপি সমানম্। কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বমবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ। বিক্রিয়াবান হি কর্ত্তাত্মনঃ কর্ম্মভূতমন্যং প্রয়োজয়তি—কুরুতি। তদেতদ-বিশেষেণ বিদুষঃ সর্ব্বক্রিয়াসু কর্তৃত্বং হেতুকর্তৃত্বং চ প্রতিষেধতি ভগবান—বিদুষঃ কর্ম্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং—বেদাবিনাশিনং কথং স পুরুষ ইত্যাদিনা। ক্ব পুনর্বিদুষোঽধিকার ইতি? এতদুক্তং পূর্ব্বমেব—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানামিতি। তথাচ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসং বক্ষ্যতি—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসেত্যাদিনা।

ননু মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং কায়িকানাং চ সংন্যাস ইতি চেৎ? ন। সর্ব্বকর্ম্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ। মানসানামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেৎ? ন। মনোব্যাপারপূর্ব্বকত্বাদ্বাক্কায়ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্ম্মানুপপত্তেঃ।

শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্ম্মণাং কারণানি মানসানি কর্ম্মাণি বর্জয়িত্বান্যানি সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে ইতি চেৎ? ন। নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নিতি বিশেষণাৎ।

সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তো মরিষ্যতঃ। ন জীবত ইতি চেৎ? ন। নবদ্বারে পুরে দেহ্যাস্তে ইতি বিশেষানুপপত্তেঃ।

ন হি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহ আসনং সম্ভবতি। অকুর্ব্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সংন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্তে ইতি চেৎ? ন। সর্ব্বত্রাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ। আসন

ক) মহাভারত শান্তি—২৪০।৬। (খ) বৃ—উ—৪।৪।১৯।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

ক্রিয়ায়াশ্চাধিকরণাপেক্ষত্বাৎ। তদনপেক্ষত্বাচ্চ সংন্যাসস্য। সংপূর্ব্বস্ত ন্যাসশব্দোঽত্র ত্যাগার্থঃ। ন নিক্ষেপার্থঃ। তস্মাদগীতাশাস্ত্র আত্মজ্ঞানবতঃ সংন্যাস এবাধিকারঃ। ন কর্ম্মণি। ইতি তত্র তত্রোপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ— বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্। অব্যয়মপক্ষয়শূন্যম্। অজমবিনাশিনং চ। যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি? কথং বা হন্তি? এবংভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বাঽন্যেন কং ঘাতয়তি? কথং বা ঘাতয়তি? ন কিঞ্চিদপি। ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন মত্যাপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন আপনাকে ভীষ্মাদির বধকর্তা অথবা ভগবান্‌কে এতদ্বধসাধনের মুখ্য প্রয়োজক মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন, তজ্জন্য ভগবান্ কহিতেছেন— গুরুশাস্ত্রোপদেশে সৎস্বরূপ সর্ব্বত্র ব্যাপক, জন্মক্ষয়বর্জ্জিত বলিয়া আপনাকে যিনি বিদিত হয়েন, সেই বিদ্বান পুরুষের সম্মুখে সর্ব্বত্র একাত্মার বিদ্যমানতা ভিন্ন যখন অপরের বিদ্যমানতাই আদৌ অনুমিত হয় না, তখন তিনি কিরূপে ও কাহাকেই বা বধ করিবেন ও করাইবেন?

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ" ॥ (ক) [শ্রুতি]

"পরিপূর্ণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আমি" এইরূপে যখন বিদ্বান্ পুরুষ আপনাকে জানেন, তখন তিনি কোন্ কামনার বশীভূত হইয়া ও কি জন্যই বা শরীরকে ক্লেশদান করিবেন?

আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তৎপরে অহংমমেতি অধ্যাসের অভাব হইয়া পড়ে। ঈদৃশ অধ্যাসের ক্ষয় হইলেই রাগ-দ্বেষাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ও তদনন্তর অবশ্যই কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদির শান্তি হইয়া যায়। অতএব হে অর্জ্জুন! "তুমি বধকর্ত্তা", "ভীষ্মাদি বধ্য" ও "আমি বধসাধনের প্রয়োজক", ইহা কখনও মনে করিও না ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নরঃ (মনুষ্য) জীর্ণানি (জীর্ণ) বাসাংসি (বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন) [বস্ত্র] গৃহ্ণাতি (গ্রহণ করে), তথা (তদ্রূপ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ দেহ সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নূতন) [শরীর] সংযাতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২২ ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবীন বস্ত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ দেহী এই জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতং তু বক্ষ্যামঃ। তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতম্। তৎ কিমিবেতি? উচ্যতে—বাসাংসীতি। বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবানাভিনবানি গৃহ্ণাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষোঽপরাণ্যন্যানি। তথা তদ্বদেব শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি নবানি দেহাত্মা। পুরুষবদবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ? তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং নূতনানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভাবিলেন, শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী ও শরীর নশ্বর, কিন্তু এই ভীষ্মাদির নশ্বর দেহই বহু মহৎ ও সদনুষ্ঠানের আধারভূমি, যুদ্ধ যখন সৎকর্ম্মক্ষেত্ররূপ দেহের নাশক, তখন উহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন। ভীষ্মাদি এই দেহধারণে অনেক তপস্যা ও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ও বৃদ্ধাবস্থার দোষে শরীর জীর্ণ শীর্ণও হইয়াছে। যে সকল তপস্যা ব্রতাদি করিয়াছেন, তৎকর্ম্মফল দ্বারা তাঁহারা অপূর্ব্ব নবীন দেহ পাইবার উপযুক্ত। যেমন জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানে মনুষ্যের আহ্লাদ ভিন্ন কখন খেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, তদ্রূপ বর্ত্তমান দেহান্তে ভীষ্মাদি সৎকর্ম্মজন্য উৎকৃষ্ট দেহ পাইবেন, তাহাতে ক্লেশ নাই।

"অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা
দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা" (ক) [শ্রুতি]।

জীব পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুণ্যকর্ম্মফলে পিতৃলোকে বা গন্ধর্ব্বলোকে, দেবলোকে বা প্রজাপতি লোকে অথবা ব্রহ্মলোকে উৎকৃষ্ট দেবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভীষ্মাদির তপঃশীর্ণ দেহের অন্ত হইলে তাঁহারা দিব্য দেহ পাইয়া সুখী হইবেন। ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদের দেহের পতন বা অনিষ্ট হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিও না ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। শস্ত্রাণি (শস্ত্রসমূহ) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছেদন করিতে পারে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং (ইহাকে) ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না), আপঃ চ (এবং জল) এনং (ইহাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (আর্দ্র করিতে পারে না), মারুতঃ (বায়ু) [ইহাকে] ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

(ক) বৃ—উ—৪।৪।৪।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ। শস্ত্রসমূহ এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, ইহাকে দাহ করিবার সামর্থ্য অগ্নির নাই, জল আত্মাকে আর্দ্র করিতে অপারগ এবং বায়ু তাহাকে শুষ্ক করিতে অক্ষম॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাদবিক্রিয় এবেতি? আহ—নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি। শস্ত্রাণ্যস্যাদীনি। তথা নৈনং দহতি পাবকঃ। অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি। তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ। অপাং হি সাবয়বস্য বস্তুন আর্দ্রীভাবকরণেনাবয়ববিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যম্। তন্ন, নিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি তথা স্নেহদ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুঃ। এনং ত্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং হন্তীত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ন-বিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি। মারুতোঽপ্যেনং ন শোষয়তি॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। গৃহ দগ্ধ হইলে যেমন গৃহমধ্যস্থ মনুষ্যও দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ বিনিষ্ট হইলে তন্মধ্যস্থ আত্মারও নাশ হইতে পারে, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! প্রপঞ্চজগতে এমন কোন পদার্থই নাই যাহা আত্মার বিনাশ সাধনে সমর্থ। আকাশের দ্বারা কেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় না, এই জন্য আকাশের উল্লেখ না করিয়া ভগবান্ মৃৎ (মৃত্তিকার বিকার শস্ত্রাদি), অগ্নি, জল ও বায়ুর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, ইহাদের কাহারও আত্মাকে হনন করিবার শক্তি নাই। অতএব আত্মার বিনাশশঙ্কা তুমি কদাপি করিও না॥ ২৩॥

অন্বয়বোধিনী। অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছিন্ন হইবার বস্তু নহে), অয়ম্ (ইহা) অদাহ্যঃ (দগ্ধ হইবার বস্তু নহে), অক্লেদ্যঃ (ক্লিন্ন হইবার বস্তু নহে) অশোষ্যঃ চ এব (এবং শুষ্ক হইবার বস্তুও নহে)। অয়ং (ইহা) নিত্যঃ (নিত্য, অর্থাৎ অবিনাশী), সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থির), অচলঃ (নিশ্চল, অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনশীল), সনাতনঃ [চ] (এবং সনাতন, অর্থাৎ অনাদি)॥ ২৪॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা ছিন্ন হইবার বা দগ্ধ হইবার কিংবা ক্লিন্ন হইবার অথবা শুষ্ক হইবার বস্তু নহেন। তিনি নিত্য, সর্ব্বত্র ব্যাপী, স্থির, অচল ও অনাদি॥ ২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং তস্মাৎ—অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। যস্মাদন্যোন্যনাশহেতূনি ভূতান্যেনমাত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে তস্মান্নিত্যঃ। নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ, সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুঃ।

স্থাণুরিব স্থির ইত্যেতৎ। স্থিরত্বাদচলোঽয়মাত্মা। অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ। ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নঃ। অভিনব ইত্যর্থঃ।

নৈতেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ম্। যত একেনৈব শ্লোকেনাত্মনো নিত্যত্বম্ বিক্রিয়ত্বং চোক্তং—ন জায়তে ম্রিয়তে বা—ইত্যাদিনা। তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শোকার্থান্নাতিরিচ্যতে। কিঞ্চিচ্ছব্দতঃ পুনরুক্তম্। কিঞ্চিদর্থত ইতি। দুর্ব্বোধত্বা-দাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ—কথং নু নাম সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নং সদব্যক্তং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি॥ ২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—অচ্ছেদ্য ইতি সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাদ-চ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ। অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ। দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি। যতো নিত্যোঽবিনাশী। সর্ব্বগতঃ সর্ব্বত্র গতঃ। স্থাণুঃ স্থির-স্বভাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ॥ ২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। শস্ত্রাদি দ্বারা আত্মাকে যে ছেদনাদি করা যায় না, তাহারই প্রমাণার্থ ভগবান এই শ্লোকে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ"।

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"। (ক)

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"। (খ) [শ্রুতি]

আত্মা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, মহান বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ, স্থির অচল, অটল, নিষ্ক্রিয় ও শান্তস্বরূপ স্বভাবে সংস্থিত। যিনি নিরবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী তিনি শস্ত্রাদির দ্বারা ছিন্ন বা কোন রূপেই পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। যিনি ভৌতিক দেহ নহেন, অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে দগ্ধ করিবে? এবং জল দ্বারাই বা তাঁহাকে ক্লিন্ন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? "রসো বৈ সঃ" (গ) [শ্রুতি]—তিনি রসস্বরূপ। তবে বায়ুই বা তাঁহাকে শুষ্ক করিবে কোথা হইতে? তিনি মনের অগোচর, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অগোচর। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" (ঘ)। "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরঃ" (ঙ)। "যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরঃ" (চ)। "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ" (ছ)। ইত্যাদি॥ [শ্রুতি]।

যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, জলে থাকিয়াও জল হইতে পৃথক, যিনি অগ্নিতে থাকিয়াও অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র, এবং বায়ুতে অবস্থিতি করিয়াও বায়ু হইতে বিভিন্ন।

এরূপ পরম স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আত্মার ছেদন, দহনাদি বিক্রিয়া কোনরূপেই সম্ভবিত নহে। ইহাই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণের মত। অতএব হে অর্জ্জুন। আত্মা বিনষ্ট হইবেন, তুমি এই প্রকার নিরর্থক সন্দেহ করিও না॥ ২৪॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অয়ম্ (ইনি) অব্যক্তঃ (বাক্যের অতীত), অয়ম্ (ইনি) অচিন্ত্যঃ (চিন্তার অতীত), অয়ম্ (ইনি) অবিকার্য্যঃ (অবিক্রিয়) উচ্যতে (উক্ত হইয়াছেন)। তস্মাৎ (অতএব), এনং (এই আত্মাকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা প্রকৃতই অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য—ইহাই উক্ত হইয়াছে। অতএব তুমি আত্মার এই স্বরূপ বিদিত হইয়া আর শোকাবসন্ন হইও না ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অব্যক্তোঽয়মিতি। অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যত ইত্যব্যক্তোঽয়মাত্মা। অত এবাচিন্ত্যোঽয়ম্। যদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে। অয়ং ত্বাত্মাঽনিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অত এবাবিকার্য্যঃ। যথা ক্ষীরং দধ্যাতঞ্চনাদিনা বিকারি ন তথায়মাত্মা। নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ। ন হি নিরবয়বং কিঞ্চিদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টম্ অবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোঽয়মাত্মোচ্যতে। তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি—হন্তাঽহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্তে—ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অব্যক্ত ইতি। অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি। উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একমাত্র আত্মারই বিষয় লইয়া ভগবান্ বারংবার কয়েকটী শ্লোক বলিলেন, এজন্য পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না। দুর্ব্বোধ আত্মজ্ঞান অধিকারীকে সহজে বুঝান যায় না; সুতরাং একটু বিস্তর পূর্ব্বক না বলিলে অর্জ্জুনের চিত্ত প্রবুদ্ধ হইবে কিরূপে? এই জন্যই উপর্য্যুপরি এক আত্মারই বিষয় ব্যাখ্যাত হইল। যিনি অব্যক্ত, যাঁহার অবয়ব নাই—যাঁহার আদি ও শেষ নাই, যাঁহাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না, যিনি মনেরও অগোচর, তিনি কি কখন শস্ত্র, অগ্নি আদি ক্রিয়ার বিষয় হইতে পারেন? "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" শ্লোক দ্বারা আত্মবিনাশে শস্ত্র, অগ্নি আদির অসমর্থতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে; "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ম্', এই শ্লোকে আত্মা যে অগ্নি আদির ক্রিয়াভূমি নহেন তাহা প্রদর্শিত হইল, এবং "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্" দ্বারা আত্মার ছেদাদি আদির যে কিছুমাত্র প্রামাণিকতা নাই, তাহাই স্পষ্টতঃ সূচিত হইল। হে অর্জ্জুন! এই মদুক্ত আত্মজ্ঞান শোকাপনোদনের মহামন্ত্র। শ্রুতি কহিয়াছেন যে, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ক)—আত্মজ্ঞ পুরুষ শোক হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। তুমি যে পূর্ব্বে শোক করিতেছিলে, তাহা গোড়া পাইয়াছিল। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তোমার শোক প্রকাশ করা কোন মতেই উচিত নহে ॥ ২৫ ॥

(ক) ছা—উ—৭।১।৩।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অথচ (ইহার পরেও) [যদি] এনং (ইহাকে) নিত্যজাতং (নিত্য জন্মগ্রহণশীল) নিত্যং বা মৃতং (অথবা নিত্য মরণশীল) মন্যসে (স্বীকার কর), তথাপি (তাহা হইলেও) মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ত্বম্‌ (তুমি) এনং শোচিতুং (ইহাকে উদ্দেশ করিয়া শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মা নিত্য জন্ম গ্রহণ করে ও নিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাও যদি স্বীকার কর তথাচ হে মহাবাহো! তোমার শোক করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে—অথ চৈনমিতি। অথ চেত্যভ্যুপগমার্থম্‌। এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো জাত ইতি মন্যসে। তথা প্রতিতত্তদ্বিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি। তথাপি তথাভাবিন্যপ্যাত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি। জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম চেত্যেতাববশ্যম্ভাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিত্যাদি। অথ চ যদ্যপ্যেনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে। তথা তত্তদ্দেহে মৃতে চ মৃতং মন্যসে। পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ। তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা যে নিত্য ও অবিনাশী, তজ্জন্য শোক করা মূঢ়ের কার্য্য ইহা ভগবান্‌ ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়াছেন। যদি কেহ আত্মাকে অনিত্য বলিয়াও স্বীকার করে, তথাপি যে শোক অকর্ত্তব্য তাহাই এক্ষণে উপদেশ করিতেছেন। আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ ও ক্ষণবিধ্বংসভাবযুক্ত ইহা সৌগত ধর্ম্মের মত। স্থূল দেহই আত্মা, স্থূল দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জন্ম ও দেহের মরণেই আত্মার মরণ ইহা ত প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন হইলেও দেহের সঙ্গে উৎপন্ন হয় বটে, তবে দেহের নাশে উহা নষ্ট না হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত থাকে, কল্পান্তে উহারও শেষ হইয়া যায়। কেহ কেহ বলেন আত্মা নিত্য বটে কিন্তু তাহার জন্ম মরণ হয়। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট ইন্দ্রিয় ও দেহ সম্বন্ধের নাম "জন্ম" ও কর্ম্মভোগাবসানে তদ্বিয়োগের নাম মরণ। ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার স্বরূপ নিত্য বস্তুই জন্ম বা দেহধারণশীল হইয়া থাকে। কেননা, অনিত্য দেহাদি কখনও নিত্য ধর্ম্মাধর্ম্মের আধার হইতে পারে না। অতএব আত্মার জন্ম মরণ মুখ্য এবং দেহাদির জন্ম মরণ গৌণ। এই আত্মার নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। আত্মা অনিত্য হইলেও যে শোক করা অনুচিত এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

হে মহাবাহো! আমি তোমাকে আত্মার নিত্যত্ব বুঝাইলাম, ইহাতেও যদি তোমার চিত্ত প্রবুদ্ধ না হইয়া আত্মাকে অনিত্যবোধে "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্" এইরূপে আপনাকে গ্লানিযুক্ত মনে কর, তাহা নিতান্ত অনুচিত। কেননা, যাহা অনিত্য, তাহার বিনাশ ত অবশ্যম্ভাবী। অবশ্যভবিতব্য ঘটনায় শোক বা হর্ষ প্রকাশ করা মূঢ়ের কার্য্য। সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মা মাত্রেই আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি ভ্রমবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা অঙ্গীকারে অসমর্থ কেন? "মহাবাহো" সম্বোধনে তাঁহার সাহস, বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত করিয়া অর্জ্জুনকে উত্তেজিত করিলেন। অর্থাৎ শীঘ্রই তুমি আত্মার বিনাশ আশঙ্কাকে পরাজয় করিয়া প্রবুদ্ধ হও, দুঃখে অভিভূত হইও না ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যে হেতু) জাতস্য (জন্মশীলের) মৃত্যুঃ (মরণ) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (এবং মৃতেরও) জন্ম ধ্রুবং (নিশ্চিত); তস্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং (তুমি) শোচিতুং (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কেননা, জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে, এবং মৃত্যু হইলে জীবদ্দশাকৃত কর্ম্মজালের অবশ্যভোগ্যফল অনুসারে আবার জন্ম হইবেই হইবে। অতএব এই অপরিহার্য্য কার্য্য কারণ ঘটনার জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চ সতি—জাতস্যেতি। জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোঽব্যভিচারী মৃত্যুর্মরণম্। ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থঃ। তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইতি? অত আহ—জাতস্যেত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব। তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা নিত্য মানিলেও, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুইপ্রকার দুঃখের মধ্যে ভীষ্মাদিবধে দৃষ্টদুঃখজন্য অর্জ্জুন পাছে ভীত হয়েন, এইজন্য ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! দেহ ধারণ করিলেই মরিতে হয়, আবার যদি যোগ ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা বাসনা ক্ষয় না হইতেই মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার পুনর্জ্জন্মও অবশ্যম্ভাবী। তুমি যদি ভীষ্মাদিকে যুদ্ধে

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

হনন নাও কর, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মক্ষয়বশতঃ তাঁহাদের দেহ নষ্ট হইবেই হইবে। তুমি শোকই কর অথবা রোদনই কর, তাঁহাদের মরণ কি তুমি নিবারণ করিতে পারিবে? অতএব দৃষ্ট দুঃখের আশঙ্কায় আকুল হওয়া নিতান্ত নিরর্থক। আবার অদৃষ্ট [পারলৌকিক—দেহান্তরীয়] দুঃখের জনাই বা চিন্তা করিয়া তুমি কি করিবে? উহা অপরিহার্য্য। অতএব বৃথা খেদযুক্ত হইও না। অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন স্বকর্ত্তব্য সাধন করেন, যুদ্ধ তাদৃশ তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও।

"য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ।
অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি তে স্বর্গং যোগিনো যথা ॥"

যে যোদ্ধা পুরুষ ভূমিলাভার্থ অকপটচিত্তে শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও যুদ্ধ হইতে বিমুখ না হইয়া আসেন, সে যোদ্ধৃপুরুষ যোগিগণের ন্যায় স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ, উহা কাম্যকর্ম্ম হইলেও নিত্যকর্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ, উহা তোমার অপরিসমাপ্ত অবস্থায় ত্যাগ করা কখনই উচিত নহে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত) ভূতানি (ভূতসকল) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত), [ও] অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে অব্যক্ত), তত্র (তাহাতে) কা পরিদেবনা (শোক কি?) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভূত সকল প্রথমতঃ অব্যক্ত ছিল, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র, আবার বিনাশান্তে অব্যক্ত ভাবই প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে ভারত! তজ্জন্য পরিদেবনা কি? ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুম্। যতঃ—অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তাদীনি—অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যকারণসংঘাতাত্মকানাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ। উৎপন্নানি চ প্রাঙ্মরণাদ্ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তান্যব্যক্ত-নিধনানি। মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চোক্তম্ অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা ॥ ইতি (ক) ॥ তত্র কা পরিদেবনা? কো বা প্রলাপঃ? অদৃষ্টদৃষ্টপ্রণষ্টভ্রান্তিভূতেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ দেহানাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইতি। অত আহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানম্। তদেবাদিরুৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি। ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনা

(ক) মহা—স্ত্রী—২।১৩।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯॥

স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তমভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবংভূতান্যেব। তত্র তেষু কা পরিদেবনা? কঃশোকনিমিত্তো বিলাপঃ? প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবগণ জন্মিবার পূর্ব্বে ও মরণের পরে অব্যক্ত ভাবাপন্ন থাকে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপার ও ইন্দ্রজালের পদার্থপুঞ্জ ক্ষণকাল মাত্র প্রতীত হয়, পূর্ব্বে বা পরে তাহাদের সত্যতা লক্ষিত হয় না, ভীষ্মাদি সর্ব্বজীবের দেহও তাদৃশ। অথবা—

"তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত" ইত্যাদি। শ্রুতি (ক)। উৎপত্তির পূর্ব্বে আকাশাদি প্রপঞ্চ অব্যাকৃত ছিল। সেই অব্যাকৃতরূপ প্রপঞ্চ সৃষ্টিকালে নামরূপ দ্বারা প্রকাশিত হইল। মায়োপাহত চৈতন্য অব্যক্তরূপেই সর্ব্বভূতের আদিম ও অন্তিম আশ্রয়ভূমি। মৃজ্জলাদিময় ভৌতিক দেহাদির বিনাশে তোমার বৃথা চিন্তা কেন? অথবা কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত এই ভাবে ভূতগণ ত নিত্য কালই বিদ্যমান থাকে, তবে কি জন্যই বা তুমি চিন্তিত হইতেছ? "ভারত" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের মহাবংশে জন্মবার্ত্তার সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, তুমি শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল সহজেই বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র, তবে কেন বৃথা ক্ষুণ্ণ হইতেছ? নিজ প্রতিভাবলে সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিয়া প্রবুদ্ধ হও॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্যবৎ পশ্যতি (আশ্চর্যরূপে দেখেন); তথৈব চ (সেইরূপ) অন্যঃ (অন্য কেহ) আশ্চর্যবৎ বদতি (আশ্চর্যরূপে বলেন) অন্যঃ চ (অন্য কেহ) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্যবৎ (আশ্চর্যভাবে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন); কশ্চিৎ চ (কেহ বা) শ্রুত্বা অপি এব (শ্রবণ করিয়াও) এনং (ইঁহাকে) ন বেদ (জানিতে পারেন না)॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকেন, অন্য কেহ বা এই আত্মাকে আশ্চর্য্যরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি বা এই আত্মতত্ত্ব আশ্চর্য্যভাবে শ্রবণ করিয়া থাকেন, আর কেহ বা শ্রবণ করিয়াও এই আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না॥ ২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃত আত্মা। কিং ত্বামেবৈকমুপালভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে? কথং দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেতি? অত আহ—আশ্চর্যবদিতি। আশ্চর্য-

(ক) বৃ—উ—১।৪।৭

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

সম্পন্ন পুরুষ সদা সমাহিত, তিনি বহির্ম্মুখ-বৃত্তিশীল হইয়া বলিবেন কিরূপে? বলিতে গেলে ব্যুত্থান দোষ (সমাধি ভঙ্গ) হয়, আবার না বলিলেই বা উপদেশ দান হয় কিরূপে? এরূপ ঈশ্বরতুল্য ব্রহ্মবেত্তা গুরু পরম দুর্লভ। সুতরাং আত্মোপদেষ্টাও আশ্চর্য্যবৎ। আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করাও আশ্চর্য্য। কেননা, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ॥ [শ্রুতি] (ক)। মনের সহিত বাণীও যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হইয়া আসে। অতএব সকল শব্দের অবাচ্য সেই নির্ব্বিকল্প আত্মতত্ত্বকথনও পরমাশ্চর্য্যাকর। অর্থাৎ তটস্থলক্ষণা ভিন্ন স্বরূপ-লক্ষণায় আত্মব্যাখ্যা হয় না। মুমুক্ষু ব্যক্তি যে সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মবেত্তা গুরুর নিকট আত্মার তত্ত্ব শ্রবণ করেন, ইহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য; কেননা, উহা শ্রুতির অগম্য। শ্রোতাও জন্মজন্মান্তর তপস্যা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত না হইলেই বা আত্মোপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক মনন নিদিধ্যাসন করিবেন কিরূপে? গুরুশাস্ত্রাদিতে শ্রদ্ধাও সকল শ্রোতার পক্ষে দুর্লভ, সুতরাং আত্মজ্ঞানকথা শ্রবণ করাও অতীব আশ্চর্য্যবৎ।

> "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
> আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥" [শ্রুতি] (খ)।

এই আত্মতত্ত্ব প্রথমত অনেকের শ্রবণগোচরই হয় না, তাহাতে আবার অনেকে শুনিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মতত্ত্ববক্তা অতীব আশ্চর্য্যবৎ। আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ পরম কুশলী। ব্রহ্মবেত্তা গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনিও আশ্চর্য্যবৎ। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে জ্ঞাত হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য, বড়ই কঠিন, অর্থাৎ সহজে কেহ তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) অয়ং (এই) দেহী (আত্মা) সর্ব্বস্য (সকলের) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (নিত্য) অবধ্যঃ (অবিনাশী), তস্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই) [উদ্দেশ করিয়া] শোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকল দেহেই এই নিত্য অবধ্য আত্মা অবস্থিতি করিয়া থাকেন, অতএব হে ভারত! কোন প্রাণীরই দেহনাশে তোমার শোক প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে—দেহীতি। যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যঃ। নিরবয়বত্বাৎ। নিত্যত্বাচ্চ। তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে

(ক) তৈ—

(খ) কঠ—[illegible]

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১॥

শরীরে সর্ব্বস্য সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপ্যয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাত্তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন ঘটনাশে ঘটাকাশের নাশ হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মা হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যে কোন দেহই নষ্ট হউক না কেন, তাহাতে সূক্ষ্ম শরীর বা আত্মার বিনাশ হয় না। সেইরূপ ভীষ্মাদির দেহনাশেও আত্মার নাশ হইবে না। তুমি বৃথা কেন শোকাকুল হইতেছ? শোক পরিহার কর ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। স্বধর্ম্মম্ অপি চ (স্বধর্ম্মের দিকেও) অবেক্ষ্য (দেখিয়া [তুমি] বিকম্পিতুং (কম্পিত হইতে) ন অর্হসি (পার না), হি (যে হেতু) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (আর কিছু) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেননা ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অধিক শ্রেয়োজনক আর কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব। কিন্তু—স্বধর্ম্মমিতি। স্বধর্ম্মম্—স্বো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ। ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মো যুদ্ধম্। তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুমর্হসি। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মাদাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ। তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থং চেতি। ধর্ম্মাদনপেতং পরং ধর্ম্ম্যম্। তস্মাদ্ধর্ম্ম্যাদ্ যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ ॥ ৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন বেপথুশ্চ শরীরে মে ইত্যাদি-তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি। কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং—ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ইতি তত্রাহ—ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতাদ্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ে "বেপথুশ্চ শরীরে মে" (২৯ শ্লোক) আদিয় উক্তি করিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে তৎপ্রতি কটাক্ষ করিয়াই বলিতেছেন যে, কেবল আত্মজ্ঞানের উদয়েই যে তোমার শোক দূর হইবে তাহা নহে, তোমার

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

স্বধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও তোমার শরীরকম্প আদি হইবার কথা নহে। কেননা, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অপরাঙ্মুখ থাকাই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়স্কর।

"সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥" মনু, ৭।৮৭॥

প্রজাপালনপরায়ণ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রাদি কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইলে নিজ ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক রণ হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কথিত "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" শ্লোকের অশাস্ত্রীয়ত্ব ও অধর্ম্মত্ব প্রদর্শন করিলেন। হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মযুদ্ধই তোমার প্রকৃত ধর্ম্ম ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শাস্ত্রানুসারেই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বৈশ্যাদির পক্ষে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইলেও, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উহা শাস্ত্রসম্মত। যেমন তমঃপ্রধান হিংস্র পশুগণ আহারার্থ প্রাণিবধ করিয়াও পাপভাগী হয় না, সেইরূপ রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়গণ সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পাপযুক্ত হয়েন না, বরং উহা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। যেমন যতি ও ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্ত্রীসঙ্গম পাপজনক হইলেও, গৃহস্থের পক্ষে পুত্রলাভার্থ নিয়মিত স্ত্রীসহবাস শাস্ত্রবিহিত, সেইরূপ সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণাদির পক্ষে জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও, গৃহস্থ ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণিহিংসা অধর্ম্মকর নহে। অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগার্থ প্রস্তুত হইলে প্রাণিহিংসা সঙ্গত হইতে পারে, নতুবা প্রাণিহিংসা পাপজনক। সকাম পূজাদিতেও ফললাভের জন্য প্রাণিহিংসায় পাপ হইয়া থাকে, এবং নিষ্কাম পূজায় হিংসা করা নিষিদ্ধ।

ধর্ম্মযুদ্ধাদি ব্যতীত যে পর্য্যন্ত দেহাত্মবুদ্ধি থাকে এবং নিজ দেহাদির ছেদে ক্লেশ বোধ হয়, সে পর্য্যন্ত অন্য জীবকে ক্লেশ দিতে নাই। উদ্ভিজ্জ জীবে মানসিক বিকাশ স্বাভাবতঃই অপরিস্ফুট বলিয় ছেদন জন্য ক্লেশাধিক্য না থাকায় এবং আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী উৎকৃষ্ট মানবদেহ রক্ষায় উপায়ান্তরের অভাব বশতঃই শাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ আহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সদ্‌গৃহস্থ ও সন্ন্যাসিগণ যথাক্রমে পঞ্চমহাযজ্ঞ ও মোক্ষোপদেশ দানের দ্বারা এই অনিবার্য্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) সুখিনঃ (ভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণই) যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ (অনায়াসে প্রাপ্ত) অপাবৃতং (প্রতিবন্ধকরহিত) স্বর্গদ্বারম্ (স্বর্গের দ্বার স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং (এই প্রকার যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ। অনায়াসপ্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধকরহিত স্বর্গ সাধন স্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়গণ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা তাহাতে সুখলাভই করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুতশ্চ তদ্‌যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিতি? উচ্যতে—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চাপ্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্‌ঘাটিতম্। য এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ হে পার্থ কিং ন সুখিনস্তে? ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপাগতে সতি কুতো বিকম্পস ইতি? আহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়াঽপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এবং লভন্তে। যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন—স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধবেতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! তোমাকে চেষ্টা করিয়া এই মহাসমরের ব্যবস্থা করিতে হয় নাই, কৌরবগণেরই দুষ্ট উদ্যমে এই যুদ্ধ উপস্থিত। এ যুদ্ধে জয় হইলে যশঃ, কীর্ত্তি ও রাজ্যলাভ, এবং পতন হইলে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলাভ হইবে। রাজগণের এরূপ যুদ্ধ নিতান্ত স্পৃহণীয় ও অতীব সুখদ। অতএব এ যুদ্ধ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাজ্য বা স্বর্গ লাভে বঞ্চিত হইও না।

"আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ ॥" মনু, ৭।৮৯ ॥

পরস্পর নিধনকামী ক্ষত্রিয় রাজগণ যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন।

ভীষ্ম দ্রোণাদি তোমার গুরুজন হইলেও তোমার আততায়ী। আততায়িবধে কোন দোষ নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—

"গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥" মনু, ৮।৩৫০, ৩৫১।

গুরুই হউন বালক বা বৃদ্ধই হউন, অথবা শাস্ত্রবেত্তা মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণই হউন, আততায়ী হইলে সম্মুখে প্রাপ্তিমাত্রেই বদ্ধিমান্ পুরুষ তাহাকে বিনা বিচারেই নিধন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই। অর্জ্জুন যে প্রথমাধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকে "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব"—"আত্মীয়গণকে বধ করিয়া কিরূপে সুখী হইব," বলিয়াছিলেন, ভগবান্ এই শ্লোকে "সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ" বাক্য দ্বারা তাহারই উত্তর দিলেন ॥ ৩২ ॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অথ (অনন্তর) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (ধর্ম্ম যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না করিবে), ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ অবাপ্স্যসি (পাপভাক্ হইবে) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এখন যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ জন্য তুমি পাপভাক্ হইবে ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপি—অথেতি। অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বিহিতং সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। *বিপর্য্যয়ে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩ ॥*

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথমতঃ যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ না করা দ্বিতীয় পক্ষ। এই দ্বিতীয়পক্ষের সূচনার্থই এই শ্লোকের প্রথমে "অথ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে; শত্রুনির্য্যাতনমানসে নহে। তুমি ধর্ম্মতঃ স্বপক্ষ সমর্থনার্থ এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এই জন্য ইহা ধর্ম্ম্যযুদ্ধ। অথবা অকপটভাবে সম্মুখসমরে শত্রুহনন করাই ধর্ম্ম্যযুদ্ধ। ধর্ম্ম্যযুদ্ধে রথবিহীন যোদ্ধাকে রথী হনন করিবে না; নপুংসক, শরণাগত, নগ্নকায়, অস্ত্রশস্ত্রবিহীন, যুদ্ধদর্শনার্থী, যুদ্ধের পরীক্ষাকারী, রোগী, ভীত ও *পলায়নপরায়ণ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে না। হে অর্জ্জুন! তুমি যদি কাপুরুষের ন্যায় এই যুদ্ধ* হইতে নিবৃত্ত হও, তবে স্বধর্ম্মত্যাগ ও শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন জন্য পাপ হইবে, এবং তুমি যে *মহাদেবাদির সহিত মহাযুদ্ধ করিয়াছিলে, তোমার বিক্রম ভুবনবিখ্যাত, এতাবৎ কীর্ত্তি বিলুপ্ত* হইবে। তুমি যদি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হও, দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি তোমার বধসাধনে উপেক্ষা করিবে না। তোমার জন্মজন্মান্তরের পুণ্য ক্ষয় পাইবে এবং দুর্য্যোধনাদির পাপের ভাগী হইতে হইবে। মনু কহিয়াছেন—

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে ॥
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্।
ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু ॥" মনু, ৭।৯৪, ৯৫।

সংগ্রামে ভীত পলায়নপর ব্যক্তি যদি শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হয়, তবে প্রভুর সমস্ত পাপ তাহাকে আশ্রয় করে। আর পলায়নপর ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত স্বর্গাদি সাধক যাবৎ পুণ্যই প্রভুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের কথিত (১ম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) "আমাকে

**অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবীতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪॥**

বধ করিলেও আমি আততায়িগণকে হনন করিয়া পাপভাক্ হইব না” ইত্যাদি বাক্যের খণ্ডন করিলেন॥ ৩৩॥

অন্বয়বোধিনী। অপি চ (আরও) ভূতানি (প্রাণিগণ) তে (তোমার) অব্যয়াম্ (চিরকালব্যাপিনী) অকীর্ত্তিং (কুযশঃ) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে)। সম্ভাবিতস্য (গুণবান্ পুরুষের) অকীর্ত্তিঃ (কুযশঃ) মরণাৎ চ (মরণ অপেক্ষাও) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে)॥ ৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। (দেব, ঋষি ও মনুষ্যগণ) সকলেই চিরদিন তোমার অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। গুণবান্ পুরুষের পক্ষে অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিকতর॥ ৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ—অকীর্ত্তিমিতি। অকীর্ত্তিং চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াং দীর্ঘকালাম্। ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভির্গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে। সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তের্বরং মরণমিত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অকীর্ত্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য। অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি॥ ৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্লোকের প্রথম পাদেই “চ অপি” দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকের সংবর্দ্ধনা করিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে কেবল যে তোমার ধর্ম্মনাশ ও কীর্ত্তিলোপ হইবে, তাহা নহে, অধিকন্তু সকল প্রাণী তোমার অপকীর্ত্তির (নিন্দার) ঘোষণা করিতে থাকিবে। যদি বল, যুদ্ধে প্রাণ বিনাশের ভয় আছে, আত্মরক্ষা সর্ব্বদা শ্রেয়ঃ, তাহাতে অকীর্ত্তি হয়, তজ্জন্য ক্ষতি কি? ইহাতে ভগবান বলিতেছেন যে, যিনি ধর্ম্মাত্মা, অতিশয় বীর ও নানা গুণবিভূষিত, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষই লোক সমাজে “সম্ভাবিত” নামে বিখ্যাত। সম্ভাবিত পুরুষের অকীর্ত্তি মরণাপেক্ষাও অধিক ক্লেশকর। তাদৃশ পুরুষ অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মনিষ্ঠা, শৌর্য্য, ইত্যাদি বিবিধ গুণে তুমিও সম্ভাবিত ব্যক্তি, অতএব তুমি অকীর্ত্তিকথা সহ্য করিতে পারিবে না॥ ৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাং চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদীষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহারথাঃ চ (মহারথগণও) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়বশতঃ) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবেন); ত্বং (তুমি) [পূর্ব্বে] যেষাং (যাঁহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা চ (মাননীয় হইয়াও) [অধুনা] লাঘবং (লঘুতা) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে)॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল মহারথ তোমায় বহুমানন। করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তোমাকে আর সমাদর করিবেন না। কেন না, তুমি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা মনে করিবেন, তুমি ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছ ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যঃ। রণাদ্ যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি—ন কৃপয়েতি—ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ। যেষাং চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতঃ—বহুভিগুর্ণৈর্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতঃ—ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামান্নিবৃত্তং ত্বাং মনোরন্। ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন। ভীষ্মাদি মহারথগণ তোমাকে ধর্ম্ম, ধৈর্য্য পরাক্রম আদি গুণরাশির আধার বলিয়া জানেন। কিন্তু যুদ্ধ পরিত্যাগ করিলেই তাঁহারা ভাবিবেন যে, অর্জ্জুনের পূর্ব্ববৎ বল, বীর্য্য, তেজ, সাহস ও উদ্যম কিছুই নাই, এক্ষণে কর্ণাদির ভয়ে পলায়ন করিতেছে। ইহাতে তোমার অত্যন্ত লঘুতার পরিচয় হইবে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। তব (তোমার) অহিতাঃ চ (শত্রুগণও) তব (তোমার) সামর্থ্যং (শক্তিকে) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করিয়া) বহূন্ (অনেক) অবাচ্যবাদান্ (অকথ্য কুকথা) বদিষ্যন্তি (বলিবে); ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিং নু (আর কি আছে?)॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। (দুর্য্যোধনাদি) শত্রুগণও তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া কত অকথ্য কুকথাই বলিবে। এতদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে? ॥ ৩৬ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি॥ ৩৮॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। যদুক্তং—ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয় ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন দেখিলেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে গুরুগণবধজনা দুঃখের আশঙ্কা; যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলে শত্রুগণের শ্লেষ ও গ্লানিপূর্ণ হাস্যোপহাসেও পরম দুঃখের আশঙ্কা। এই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ ও উত্তেজিত করিবার জন্য ভগবান্ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! বৃথা চিন্তা পরিহার কর। এই ধর্ম্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হইলে স্বর্গলাভ এবং বিজয় হইলে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ; উভয়তঃ লাভেরই চিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শোক করিও না, বৃথা চিন্তা করিও না এবং সংশয়যুক্ত হইও না। বীরের ন্যায় শর ও শরাসন লইয়া গাত্রোত্থান কর, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে অর্জ্জুনোক্ত ষষ্ঠ শ্লোকের শঙ্কাচ্ছেদ করিয়া দিলেন॥ ৩৭॥

অন্বয়বোধিনী। সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে কৃত্বা (তুল্য জ্ঞান করিয়া) ততঃ (তদনন্তর) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (নিযুক্ত হও), এবং (এই প্রকারে) পাপং ন অবাপ্স্যসি (পাপভাক্ হইবে না)॥ ৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও, তাহাতে তুমি পাপভাক্ হইবে না॥ ৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্যোপদেশমিমং শৃণু—সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা। রাগদ্বেষাবকৃত্বেত্যেতৎ। তথা চ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ কৃত্বা। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। নৈবং যুদ্ধং কুর্ব্বন্ পাপমবাপ্স্যসীতি। এষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ॥ ৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদপ্যুক্তং পাপমেবাশ্রয়েদস্মানিতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা। তথা তয়োঃ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি। তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা। এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। যুদ্ধে স্বর্গলাভ হইলেও উহা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের ন্যায় নিত্যকর্ম্ম নহে। বরং কাম্য কর্ম্মের ন্যায় ফলপ্রদ। ইহাতে পৃথিবী লাভ হয় বটে, কিন্তু ইহাও অর্থশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কাম্য কর্ম্মরূপ যজ্ঞ না করিলে কোন পাপ

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

হইলেও সত্য নাই। কিন্তু আততায়ী ভিন্ন ব্রাহ্মণ গুরু প্রভৃতি বধ করিলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম হইবে—এইরূপ চিন্তায় পাছে হয়ত তোমার উন্মনস্ক হও এই অর্জ্জুনের সন্দেহ উপস্থিত হয় এই জন্য ভগবান বলিতেছেন হে অর্জ্জুন। তুমি সমভাবযুক্ত চিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ তুমি সুখের কামনা করিও না ও দুঃখের আশঙ্কায়ও সঙ্কুচিত হইও না যুদ্ধে যে তোমার লাভ হইবে ইহা ভাবিও না ও অলাভই যে হইবে তাহা মনে করিও না এবং এই মহাসমরে যে তোমার জয় হইবে তাহার আশা করিও না এবং পরাজয়ই যে হইবে তাহাও মনে স্থান দিও না। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবে। তাহা হইলে গুরু-ব্রাহ্মণ বধাদিজন্য পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। অশুভ কামনা ও অসৎ সংকল্পই পাপ কেবল কায়া বা অনুষ্ঠান পাপ নহে। সঙ্কল্পশূন্য শুভ বা অশুভ ক্রিয়া দ্বারা জীব পুণ্য বা পাপভাগী স্বর্গ বা নিরয়গামী হয় না। যে ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোকের কল্যাণ কামনায় যুদ্ধ করে সে অবশ্যই গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধের পাপভাগী হয় আবার তাদৃশ যুদ্ধ না করিলে নিত্য কর্ম্মের অকরণ জন্য পাপভাগী হয়। কিন্তু ফলকামনা বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিলে এই উভয় পাপের কোনটীই হয় না। আমি যে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং" ইত্যাদি ফলের কথা বলিলাম তাহা আনুষঙ্গিক ফলমাত্র জানিবে। যেমন আম্রফলের নিমিত্তই লোকে আম্রবৃক্ষ রোপণ করে কিন্তু ছায়া ও সুগন্ধ তাহার আনুষঙ্গিক ফল সেইরূপ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ অবশ্য কর্ত্তব্য বোধেই তুমি যুদ্ধ করিবে রাজ্য বা স্বর্গ তাহার আনুষঙ্গিক ফল মাত্র জানিবে, রাজ্য বা স্বর্গলাভ না হইলেও তোমার ধর্ম্মের হানি হইবে না। অতএব যুদ্ধ বিধানশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের ন্যায় নহে বরং ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপ। এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান" ইত্যাদি অর্জ্জুনোক্ত বচনের সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিলেন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ব বিষয়ে) এষা (এই) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) তে (তোমাকে) অভিহিতা (কথিত হইল)। যোগে তু (কর্ম্মযোগ বিষয়ে) ইমাং (বক্ষ্যমাণ উপদেশ) শৃণু (শ্রবণ কর) যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন] (যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মবন্ধন) প্রহাস্যসি (ত্যাগ করিবে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তোমাকে সাংখ্যযোগানুযায়ী তত্ত্বজ্ঞানের [illegible] বলিলাম। এক্ষণে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। ইহাতে বুদ্ধি দৃঢ় হইলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকো ন্যায়ঃ স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ইত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তঃ। ন তু তাৎপর্য্যেণ। পরমার্থদর্শনং ত্বিহ প্রকৃতম্। তচ্চোক্তমুপসং

হ্রিয়তে—এষা তেঽভিহিতেতি—শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনায়। ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়-বিভাগ উপরিষ্টাৎ—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং সুখং প্রবর্ত্তিষ্যতে। শ্রোতারশ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহীষ্যন্তীতি। অত আহ—এষা ত ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতোক্তা। সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে। বুদ্ধির্জ্ঞানং সাক্ষাচ্ছোকমোহাদি-সংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণম্। যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্ব্বকমীশ্বরা-রাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চেমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু। তাং চ বুদ্ধিং স্তৌতি প্ররোচনার্থং—বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ কর্ম্মবন্ধং—কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ—তং প্রহাস্যসি। ঈশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উদ্দিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরংস্তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ-জ্ঞানম্। তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা। এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেণ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উপনিষদের প্রতিপাদ্য সদ্বস্তু পরমাত্মার নাম সাংখ্য। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" শ্লোক হইতে "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী একবিংশতি শ্লোকদ্বারা ভগবান্ তত্ত্বজ্ঞানের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা সর্ব্ব প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যে উপযুক্ত অধিকারী এই আত্মজ্ঞানরূপ বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কর্ম্মযোগের কথা শ্রবণ করা অনাবশ্যক। এক্ষণে আত্মজ্ঞান্ উপদেশের পর কর্ম্মযোগ উক্ত হইলে, পরে যখন আত্মজ্ঞানীর সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তব্যাভাব উক্ত হইবে, তখন বিরোধ পড়িবার সম্ভাবনা। কিন্তু এখানে যে কর্ম্মযোগের কথা উক্ত হইতেছে, তাহা জ্ঞানীর জন্য নহে, কেবল অর্জ্জুনের ন্যায় যে অপ্রবুদ্ধচিত্ত মানবের মনোমালিন্য বিদূরিত হইয়া ব্রহ্মাত্মাকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই, তাহার মনোমল মার্জ্জনা পূর্ব্বক আত্মসাক্ষাৎকারলাভার্থই এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠেয়। "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ফলকামনাবর্জ্জিত কর্ম্মবুদ্ধির কথা এক্ষণে সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইবে। আত্মজ্ঞান শ্রবণ দ্বারা অর্জ্জুনের চিত্তে আশানুরূপ চেতনা হয় নাই, কেননা বহিরঙ্গ সাধন ব্যতীত অন্তরঙ্গ সাধনের কোন উপদেশই ধারণা হইতে পারে না। এই জন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী করিবার জন্য এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথার অবতারণা করিলেন। কর্ম্মযোগ ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মে না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি" (ক)। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনের মলিনতা রূপ পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। নিষ্কামভাবে স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে

(ক) অথর্ব্ববেদীয়—মহানারায়ণ উপনিষৎ—২২ খণ্ডে ১।২২

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

কর্ম্মজনিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম (কর্ম্মবন্ধ) নষ্ট হইয়া যায়, এবং চিত্তশুদ্ধির দ্বারা মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী বিবেকবৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি লাভে সমর্থ হইতে পারে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভ করিলে বিফলতা) ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ (পাপও) ন বিদ্যতে (হয় না) ; অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের) স্বল্পমপি (অতি অল্পমাত্রও) মহতো ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (রক্ষা করে) ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ। এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল বিনষ্ট হয় না, ইহাতে প্রত্যবায় নাই, বরং যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতা মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চান্যৎ—নেহেতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগেঽভিক্রমনাশঃ। অভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভঃ। তস্য নাশোঽস্তি। যথা কৃষ্যাদেঃ। যোগবিষয়ে প্রারব্ধস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ভবতি। কিন্তু স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াজ্জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্? তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারব্ধস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি। প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্যেশ্বরারাধনার্থকর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপ্যুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি। ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি কহিয়াছেন, যাগযজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মজনিত ফলরাশি ভোগাবসানে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আশঙ্কা কর্ম্মযোগের কথা উত্থাপন মাত্রই অর্জ্জুনের মনে উদিত হইবার সম্ভাবনায় ভগবান বলিতেছেন, "অভিক্রম" [অর্থাৎ যজ্ঞদানাদি যে ফলের প্রারম্ভক তাহা] বিনষ্ট হইয়া যায় ইহাই শ্রুতির মত। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যোগের কদাপি সে আশঙ্কা নাই। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, স্বর্গাদির ফলবিধ্বংসি পদ লব্ধ হয় না। যেমন অগ্নি তৃণরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া অবশেষে স্বয়ংও নির্ব্বাপিত হইয়া যায় সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম রাশিও মনোমালিন্যের বিনাশ করিয়া পরিশেষে নিজেও বিরত হইয়া থাকে। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ন্যূনাতিরিক্তরূপ বৈগুণ্য বশতঃ যে প্রত্যবায় হইয়া থাকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে তাহার কোন আশঙ্কাই নাই। কেননা ইহাতে ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকায়

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

ফলহানি হইবারও ভয় থাকে না, আবার ঈশ্বরার্থই যে নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অধিকারী পুরুষ জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে রক্ষা পাইয়া থাকেন। কেননা, অনুষ্ঠানকালে ভগবানে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিনিবেশ হইলে পাপাদির জনক কর্ম্মবন্ধন সহজেই বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন অর্জ্জুন !) ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (কেবল এক পদার্থগত, সুতরাং একই)। অব্যবসায়িনাং (সকামদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি-) বহুশাখাঃ (নানাভাগে বিভক্ত) অনন্তাঃ চ (ও অনন্তরূপ) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কেবলমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই থাকে। আর সকামকর্ম্ম-যোগিগণের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট হয়, এবং অনন্তরূপ ধারণ করে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা—ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা। সম্যক্ প্রমাণজনিতত্বাৎ ইহ শ্রেয়োমার্গে। হে কুরুনন্দন। যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখাভেদপ্রচারবশাদনন্তোঽপারোঽনুপরতঃ সংসারোঽপি নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোঽপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখাঃ। বহবাঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখাঃ। বহুভেদা ইত্যেতৎ। প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ। কেষাম্? অব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেত্যাদি। ইহেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকৈকৈবৈকনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনাং ত্বীশ্বরারাধনবহির্মুখানাং কামিনাং—কামানামানন্ত্যাৎ—অনন্তাঃ। তত্রাপি হি কর্ম্মফলগুণফলত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবতি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকং চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি। যথা শক্ন্যাৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে। ন চ বৈগুণ্যমপি। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ। ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম। অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞদানাদি সকাম কর্ম্ম ও ভগবদর্থে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে ফলেরই আকাঙ্ক্ষা বশতঃ বুদ্ধি চঞ্চল ও বিবিধ চিন্তায় আকুল হয়। কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মে ভগবন্নিষ্ঠাবশতঃ বুদ্ধির নির্ম্মলতা ও একাগ্রতা

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

বৃদ্ধি পায়, এবং সেই নির্ম্মলা বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের অনুগামিনী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) অবিপশ্চিতঃ (বিচারবিহীন) বেদবাদরতাঃ (কর্ম্মকাণ্ডের কথায় অনুরক্ত) [যাহারা] অন্যৎ (স্বর্গাদিফলজনক কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু) ন অস্তি (নাই) ইতি বাদিনঃ (এইরূপ মতবাদী) কামাত্মানঃ (কামনাযুক্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গাদি লাভই যাহাদের উদ্দেশ্য) জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (জন্মকর্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াকলাপবিশিষ্ট) যাম্ (যে) ইমাং (এই) পুষ্পিতাং (প্রশংসাসূচক) বাচং (বাক্য) প্রবদন্তি (বলে), তয়া (সেই বাক্য কর্ত্তৃক) অপহৃতচেতসাং (বিমুগ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) সমাধৌ (সমাহিতে) ন বিধীয়তে (উৎপন্ন হয় না) ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিচারবিহীন পুরুষগণ যে কর্ম্মকাণ্ডের কথা বলিয়া থাকে তাহা বিবেচনা দোষে রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। যাহারা বৈদিক ফলশ্রুতির প্রশংসাবাক্যের অনুগামী, বিবিধফলপ্রকাশক শ্রুতিবাক্যাবলি যাহাদের আনন্দের কারণ, তাহারা স্বর্গাদি ফলজনক কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই অঙ্গীকার করে না, তাহারা কামনাযুক্ত। স্বর্গলাভই যাহাদিগের বোধে পরম পুরুষার্থ তাহারা জন্ম, কর্ম্ম ও ফলপ্রদ বেদবাক্য এবং ভোগৈশ্বর্য্য লাভের উপায়ভূত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাসূচক বাণী ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ভোগৈশ্বর্য্যানুরক্ত এবং প্রলোভনকর রমণীয় বাক্যে অপহৃতচিত্ত ব্যক্তিদিগের পরমেশ্বরে আদৌ একাগ্রনিষ্ঠারূপ সমাধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভ্যুদয় হয় না ॥ ৪২।৪৩।৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং—যামিমামিতি। যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতো বৃক্ষ ইব শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি। কে? অবিপশ্চিতোঽল্পমেধসঃ। অবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতাঃ বহুবাদ-

বাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ। হে পার্থ। নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্মভ্যোঽস্তীত্যেবংবাদিনো বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে চ—কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ। কামপরা ইত্যর্থঃ। স্বর্গপরাঃ। স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ। জন্মকর্মফলপ্রদাম্। কর্মণঃ ফলং কর্মফলম্। জন্মৈব কর্মণঃ ফলং জন্মকর্মফলম্। তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্মফলপ্রদা। তাং বাচম্। প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে। ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্। ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ। তে বহুলা যস্যাং বাচি তাম্। স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থা যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে। ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি। ভোগশ্চৈশ্বর্যং চ ভোগৈশ্বর্যে তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তির্ভোগৈশ্বর্যগতিঃ। তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ। তদ্বহুলাম্। তাং বাচং প্রবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষাং চ—ভোগেতি। ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং। ভোগঃ কর্তব্যঃ। ঐশ্বর্যং চেতি। ভোগৈশ্বর্যয়োরেব প্রণয়বতাং তদাত্মভূতানাম্। তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচাঽপহৃতচেতসামাচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাম্। ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা বুদ্ধিঃ সমাধৌ। সমাধীয়তেঽস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ। তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে। স্থিরীভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্বন্তি। তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাত-রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিম্। তেষাং তয়া বাচাঽপহৃত-চেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি। তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি? যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ। তত্র হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ। অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি। তথা—অপাম সোমমমৃতা অভূম—ইত্যাদ্যাঃ। তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ। অত এবাতঃ পরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতিবদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত এব—কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ। অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা। তাং ভোগৈশ্বর্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং। তয়া পুষ্পিতয়া বাচাঽপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং তেষাম্। সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যম্। পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ। তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সুবিচার ও সদসদ্বিবেচনাশূন্য মূঢ়গণ নিকৃষ্ট বেদোক্ত কর্ম-কাণ্ডের কথাগুলি [illegible] পুষ্প পলাশ বৃক্ষের ন্যায় রমণীয় বলিয়া

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫॥

প্রতীত হয়। কেননা, সেই সকল বাক্য দ্বারা যজ্ঞাদি সাধন ও স্বর্গাদি ফল এবং এই দুইএর পরস্পর সম্বন্ধই বিদিত হওয়া যায়। বস্তুতঃ তদ্দ্বারা কোন বিশেষ নিরতিশয় আনন্দরূপ ফল পাওয়া যায় না। কারণ অপূর্ব্ব শরীর ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধরূপ জন্ম, তদনন্তর বর্ণাশ্রমাভিমানজনিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম এবং এতৎ কর্ম্মানুগত পুত্র পশু, স্বর্গাদি রূপ ক্ষণবিধ্বংসি ফল, এই কর্ম্মকাণ্ড রূপ বাক্য অবিচ্ছেদে প্রসব করিতেছে। অমৃতপান, উর্ব্বশী আদি অপ্সরোগণের সহবাস ও বিলাস, পারিজাতবৃক্ষের সৌগন্ধ্য আদি ভোগ, দেবলোকে প্রভুত্বরূপ ঐশ্বর্য্য আদি লাভের পক্ষে অগ্নিহোত্র দর্শপৌর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া বিশেষ প্রশস্ত। এই ক্রিয়াকলাপের পুষ্টির জন্য বেদে কর্ম্মকাণ্ডীয় বাণী অতি বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহারা সদ্বিচারজ্ঞানশূন্য, তাহারাই কর্ম্মকাণ্ডীয় বৈদিকবাণীকে স্বর্গাদিফলপরতাযুক্ত বলিয়া স্বীকার করে। তাহারাই, চাতুর্ম্মাস্যযজ্ঞকারী পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয় এই অর্থবাদপূর্ণবাক্যের নিশ্চয়ে বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মকাণ্ডের শেষাবস্থাই জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ডীয় "তৎ" এই পদই কর্ম্ম কাণ্ডের দেবতা। জ্ঞানকাণ্ডীয় 'ত্বং" এই পদই কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা "যজমান"; এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় 'তৎ+ত্বং" পদার্থের অভেদ বোধক বাক্যই কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা "পুরুষ" —সাক্ষাৎ ঈশ্বর। স্বর্গাদি ভিন্ন আর কিছুই পরম লাভ নাই সকাম পুরুষগণের এই কল্পনা জ্ঞানকাণ্ডের নিতান্ত বিরুদ্ধ। কামনাকুলভাবে সর্ব্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চিত্তের বহির্ম্মুখতা প্রযুক্ত সকাম ব্যক্তির মুক্তির বা নিবৃত্তির অভিলাষ হয় না। যাহারা উর্ব্বশী নন্দনবন অমৃত আদিপূর্ণ স্বর্গকেই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে তাহাদের সমক্ষ মুক্তির বিমল প্রতিবিম্ব আদৌ প্রীতিকর বলিয়াই বোধ হয় না। তাহাদের বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনও সম্ভবে না। সকামের পক্ষে মুক্তির ইচ্ছা হওয়া দূরে থাকুক, মুক্তির কথা পর্য্যন্তও অসহনীয় হইয়া উঠে। ভোগৈশ্বর্য্যাদি ক্ষয়শীলপদার্থের প্রতি দোষদৃষ্টির অভাবে বেদোক্ত অর্থবাদ বচনের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারায় সকাম পুরুষের নিশ্চয়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবানে একান্তনিষ্ঠা-বুদ্ধির আদৌ উদয় হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপ, চিত্তশুদ্ধির জন্যই সম্পাদিত হওয়া কর্ত্তব্য, স্বর্গাদি ভোগের জন্য নহে। ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি সম্পাদন করিলেই আত্মজ্ঞানোপযোগী অন্তঃকরণশুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম এবং সকাম পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠানে বিষম বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে॥ ৪২।৪৩।৪৪।

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) বেদাঃ (কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মিত)। ত্বং (তুমি) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) ভব (হও) নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ) নিত্যসত্ত্বভাবাবস্থিত) নির্যোগক্ষেমঃ (যোগ ও ক্ষেম রহিত), আত্মবান (অপ্রমত্ত) [হও]॥ ৪৫॥

বঙ্গানুবাদ। এই কর্ম্মকাণ্ড রূপ বেদ ত্রিগুণান্বিত অর্থাৎ সকাম পুরুষদিগের জন্য কর্ম্মফলসিদ্ধি প্রতিপাদন করিয়াছেন। তুমি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্য সত্ত্বভাবাবস্থিত, যোগ ও ক্ষেম রহিত এবং আত্মবান্ হইয়া নিষ্কাম হও ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামায়নাং যৎ ফলং তদাহ— ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতু সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ। ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বো ভব। ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব। তথা নির্যোগক্ষেমঃ। অনুপাত্তস্যোপার্জ্জনং যোগঃ। উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ। যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করেতি। অতো নির্যোগক্ষেমো ভব। আত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব। এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ। সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি। তদ্রহিতো ভব। তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিতি? অত আহ—নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্। ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ তথা নির্যোগক্ষেমঃ। অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ। প্রাপ্তপালনং ক্ষেমঃ। তদ্রহিতঃ। আত্মবানপ্রমত্তঃ। ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদপ্রতিপাদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ নিজ নিজ স্বভাব বশতঃ অবশ্যই কামনানুরূপ ফল প্রসব করিবে; এবং উহা কর্ম্মানুসারে সকাম বা নিষ্কাম উভয় পুরুষকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। ইহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। অর্জ্জুনের এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, সংসার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকাশস্বরূপ। কামনাই সংসারের মূল। কামনাযুক্ত হইয়া যে পুরুষ কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদের ক্রিয়াবিশেষ অনুষ্ঠান করিবে, বৈদিক কর্ম্ম তাহার কামনানুরূপ ফলপ্রদান করিবে। কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? বস্তুতঃ কামনা দ্বারাই ফলের প্রাপ্তি হয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি সুখ দুঃখ, মান অপমান, শত্রু মিত্রাদি দ্বন্দ্বভাব পরিহার কর। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ অচল ধৈর্য্য ধারন করিতে পারিলেই এতদ্দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা তোমার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণু হইলেও ক্ষুত্তৃষ্ণাদির নিবৃত্তির জন্য অন্নাদির সংগ্রহ এবং সংগৃহীত অন্নের রক্ষণাবেক্ষণার্থ চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি) ও ক্ষেম (প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা) রূপ প্রযত্ন পরিত্যাগ কর। কিন্তু এতৎপ্রযত্নাভাবে জীবননাশের সম্ভাবনায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মবান্ হইতে উপদেশ করিলেন।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বর সর্ব্বত্র নিত্য বিদ্যমান আছেন। তিনিই জগন্নিয়ন্তা ও বিশ্বের ব্যবস্থাপক রূপে আমাতেও বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ যাহার স্থির বিশ্বাস তিনিই আত্মবান। সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিযুক্ত চিত্তে যে পুরুষ ভগবানের আরাধনা করেন দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে আর চিন্তা করিতে হয় না। এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি দ্বারা তোমার হৃদয়কে প্রমাদশূন্য কর ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। উদপানে (কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়] সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাজলাশয়ে) তাবান (তদ্রূপ) [অর্থঃ (উদ্দেশ্য) সিদ্ধ হয়]; [সেই প্রকার] সর্ব্বেষু বেদেষু (সকল বেদে) যাবান (যে সকল) অর্থ (প্রয়োজন) বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের) তাবান (সে সমস্ত) [লাভ হয়] ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন অল্পজল বিশিষ্ট জলাশয়ে স্নান পানাদিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে অতি বিস্তীর্ণ ও গভীর জলাশয়েও তদ্রূপ স্নান পানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেই প্রকার বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মে যে স্বর্গাদিফলরূপ আনন্দ লব্ধ হইয়া থাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সে সমস্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যুক্তান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যন্তে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্ত ইতি? উচ্যতে। শৃণু—যাবানিতি। যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্নুদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানেব সংপদ্যতে। তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলম্। সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সংন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থো যদ্বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে। তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি (ক) শ্রুতেঃ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্" মিতি চ বক্ষ্যতি। তস্মাৎ প্রাগ্জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তে কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু বেদোক্তনানাফলসাধনেন নিষ্কামস্যেশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তে

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদক একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিবর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদ একত্রৈব যথা ভবতি। এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থ-স্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব। ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। ইতি (ক) শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কাম্য কর্ম্ম জনিত স্বর্গাদি সুখ লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কেন না, ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কামনাই তত্ত্বাবতের মূল। এই সন্দেহ নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, ক্ষুদ্র জলাশয়ে মানবের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, বৃহৎ জলাশয়েও তাহাই সম্পাদিত হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলের পরিমাণ বৃহৎ জলাশয়ের জলের কিয়দংশ মাত্র। এইরূপ বেদোক্ত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধাদি কাম্য কর্ম্ম সকল সকাম পুরুষকে স্বর্গাদি জনিত যে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তৎসমস্তই সুলভ। কেন না, ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ভোগানন্দ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। যথা শ্রুতি—"এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ॥ (ক)। ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণি-পর্য্যন্ত সকলেই ব্রহ্মানন্দের কণিকা মাত্র গ্রহণ করিয়া আনন্দপূর্ব্বক জীবনাতিপাত করে। নিষ্কাম হইলেই অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়। তাহা হইলেই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে। হে অর্জ্জুন, যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, তাঁহার ভোগানন্দের অভাব থাকে না। বরং তাঁহার পক্ষে উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্মণি এব (কর্ম্মেই) তে (তোমার) অধিকারঃ (কর্ত্তৃত্ব), কদাচন (কোনও কালে) ফলেষু (কর্ম্মফলে) [অধিকার] মা (নাই)। [তুমি] কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্মফলকামী) মা ভূঃ (হইও না)। অকর্ম্মণি (কর্ম্মত্যাগে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (প্রবৃত্তি) মা অস্তু (না হউক) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে; কিন্তু কর্ম্মফলে কোনও সময়ে তোমার অধিকার নাই। ফলকামনায় তোমার যেন কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতেও যেন তোমার প্রীতির উদয় না হয় ॥ ৪৭ ॥

(ক) বৃহদারণ্যক—উ—৪।৩।৩২।

শাঙ্করভাষ্যম্। তব চ—কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ। ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং। তে তব। তত্র চ কর্ম্ম কুর্ব্বতো মা ফলেষ্বধিকারোঽস্তু। কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাং চিদপ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তেৰ্হেতুঃ স্যাঃ। এবং মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ। যদা হি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ। যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে—কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি—মা তে তব সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি অকরণে প্রীতির্মা ভূৎ॥ ৪৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত। কিং কর্ম্মণা? ইত্যাশঙ্ক্য তত্ত্বাবয়ন্নাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ। তৎফলেষ্বধিকারঃ কামো মাঽস্তু। ননু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব। ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবৎ। ইত্যাশঙ্ক্যাহ—মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ। কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অত এব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাঽস্তু॥ ৪৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, এবং আত্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মানন্দ লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সংস্কারের বশীভূত হইয়া পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে তবে কর্ম্মরূপ বহিরঙ্গ সাধন ব্যর্থ ও কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাই ভগবান বলিতেছেন হে অর্জ্জুন! তুমি তত্ত্বজ্ঞানার্থী বটে, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণ এখনও নির্ম্মল হয় নাই। এইজন্য তুমি নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী কর্ম্মানুষ্ঠান কালে ফলভোগের কথা তুমি আদৌ মনেও করিও না। যদি বল অনুষ্ঠাতা ফলকামনা না করিলেও অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি ফল কর্ম্মকর্ত্তাকে অবশ্যই আশ্রয় করিবে। এতদুত্তরে ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কামনা ব্যতীত ফলপ্রাপ্তি হয় না। ফললাভ করাই যে কর্ম্মীদিগের উদ্দেশ্য তুমি আপনাকে সে শ্রেণীভুক্ত করিও না। মনে হইতে পারে যে, কর্ম্ম যখন স্বয়ং ফলদানে অসমর্থ, তখন বৃথা এই কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তুমি এরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্মপরিত্যাগে প্রীতিযুক্ত হইও না। তোমার স্বর্গফলাদির ইচ্ছা না থাকুক, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানের স্বভাবগত ধর্ম্মে তোমার অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইবে। এইরূপ কর্ম্মসাধন ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের মূল উপাদান স্বরূপ চিত্তশুদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) যোগস্থঃ [সন্] (যোগে অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (কামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (সমভাবে থাকিয়া) কর্ম্মাণি কুরু (কর্ম্ম কর)। [এইরূপ] সমত্বং (সমতা) যোগঃ উচ্যতে (যোগ বলিয়া উক্ত হয়) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! * যোগস্থ হইয়া ফলকামনাবর্জ্জন পূর্ব্বক সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। (চিত্তের এইরূপ) সমতার নাম যোগ ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি কর্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কথং তর্হি কর্ত্তব্যমিতি? উচ্যতে—যোগস্থ ইতি। যোগস্থঃ সন কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্। তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ। তদ্বিপর্য্যয়জাঽসিদ্ধিঃ। তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যুক্তম্? ইদমেব তৎ—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিং তর্হি?—যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা। তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু। তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু। যত এবংভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিঃ। চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দিপনী। কার্য্যকালে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহারই নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। বেদোক্ত স্বর্গাদি ফলদায়ক কার্য্যানুষ্ঠানকালে ফলসিদ্ধিতে হর্ষ এবং সুফল প্রাপ্ত না হইলে যেন বিষাদ উপস্থিত না হয়, কেবল ঈশ্বরারাধনবুদ্ধিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ইতিপূর্ব্বে কর্ম্ম যোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্লোকে যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল। যোগশব্দের এই বৈষম্যরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থই এখানে ভগবান কহিলেন যে ফলের লাভে সুখ ও অলাভে দুঃখ এতদুভয়াবস্থারই অভাব অর্থাৎ হর্ষ ও বিষাদের সমতার নামই যোগ। যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ হর্ষ বিষাদের সমতা পূর্ব্বক তুমি কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। রজস্তমোগুণের ক্ষয়ই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ। যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের কর্ত্তৃত্বাভিমান বিষয়াসক্তি দ্বেষ হিংসা মমতাদি বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। চিত্তের নিবৃত্তিই শুদ্ধি, অর্থাৎ চিত্তের বিক্ষেপ—বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি (রূপ রসাদি গ্রহণের ইচ্ছা) সংযত হইলেই চিত্তের সত্ত্বভাব—নিষ্পন্দতা বৃদ্ধি পায়। দিব্বক

---

* অর্জ্জুন দিগ্বিজয় কালে পার্থিব ও দৈব ধন প্রভূত পরিমাণে অর্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া তিনি কামনা বর্জ্জনে সক্ষম।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তির বিকাশ হইতেই চিত্তশুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। যতি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগ দ্বারা যেরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভে যত্ন করেন, গৃহস্থগণ শাস্ত্রোক্ত স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য সকল নিষ্কামভাবে পালন করিতে পারিলেও সেইরূপ চিত্তশান্তি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপযোগী হইতে পারেন। প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানই হিতকর। অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগে বিভূতি লাভের প্রলোভন আছে, এবং যম নিয়মাদি পালনে ত্রুটি হইলে প্রাণায়ামের বিঘ্নবশতঃ পীড়াদির ভয়ও আছে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের অনুকূল চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনও পীড়ার বা প্রলোভনের আশঙ্কা নাই ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) বুদ্ধিযোগাৎ (নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে) দূরেণ হি (অত্যন্তই) অবরং (নিকৃষ্ট)। [তুমি] বুদ্ধৌ (পরমাত্মবুদ্ধিতে) শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (ইচ্ছা কর)। ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) কৃপণাঃ (নিকৃষ্ট) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে নিতান্তই নিকৃষ্ট। তুমি পরমাত্মবুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানের ইচ্ছা কর। যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষী, সে কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মোক্তমেতস্মাৎ কর্ম্মণঃ—দূরেণেতি। দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাদ্ধনঞ্জয়। যত এবং ততো যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব। পরমার্থ-জ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতোঽবরং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ কৃপণা দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কাম্যং তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা। তস্মাৎ সকামাদনাৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাবরমত্যন্তমপকৃষ্টম্। হি যস্মাদেবং তস্মাদ্ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগ-মন্বিচ্ছানুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্ত সকামা নরাঃ কৃপণা দীনাঃ। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" ইতি (ক) শ্রুতেঃ ॥৪৯॥

(ক) বৃ—উ—৩।৮।১০।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে॥
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥৫০।

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নাম বুদ্ধিযোগ। কাম্য কর্ম্ম, জন্মমরণরূপ-ফলবিড়ম্বনা বশতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা অত্যন্ত অধম। বুদ্ধিযোগপ রমাত্মবিষয়ক। এইজন্য কর্ম্মযোগ তদপেক্ষা অধম। পরমাত্মবিষয়ক বুদ্ধি দ্বারা সকল অনর্থের নিবৃত্তি হয়। অতএব তুমি নিষ্পাপচিত্তে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অভিলাষী হও। যাহারা স্বর্গাদিফলকামী, তাহারা জন্মমরণরূপ চক্রে সদাই ভ্রাম্যমাণ থাকিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতি বলিতেছেন—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" (ক)। হে গার্গি! যে ব্যক্তি ইহলোকে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অক্ষর পরমাত্মাকে না জানিয়া লোকান্তরে গমন করে, সে কৃপণ (কৃপার পাত্র)। লোকসমাজে যাহারা কৃপণ তাহারা অতিকষ্টে অর্থোপার্জ্জন করে বটে; কিন্তু নিজসুখভোগার্থ একটী পয়সাও ব্যয় করিতে পারে না। তাহাদের ধনোপার্জ্জন কেবল কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। ফলকামী ব্যক্তিগণ কৃচ্ছ্রসাধ্য কর্ম্মসাধন দ্বারা সামান্য স্বর্গাদি ফল লাভ করে মাত্র। কিন্তু ফললাভের সামান্য লোভমাত্র পরিত্যাগ করিতে পারিলেই তাহারা পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হয়। সামান্য ফললাভের লোভ ছাড়িতে পারে না বলিয়াই ভগবান্ সকাম পুরুষগণকে "কৃপণ" (কৃপার পাত্র) বলিয়াছেন॥ ৪৯॥

অন্বয়বোধিনী। বুদ্ধিযুক্ত (বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি) ইহ (এই লোকেই) উভে (উভয়) সুকৃতদুষ্কৃতে (পুণ্য-পাপকে) জহাতি (ত্যাগ করেন), তস্মাৎ (সেই জন্য) যোগায় (যোগের নিমিত্ত) যুজ্যস্ব (যত্ন কর), [কেন না] কর্ম্মসু (কর্ম্মে) কৌশলম্ (কৌশল) যোগঃ (যোগ)॥ ৫০॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তি ইহলোকে পাপ ও পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। অতএব সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগের নিমিত্ত তুমি নিষ্ঠাবান্ হও। কেন না, কর্ম্মসকলের মধ্যে বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মকৌশলই প্রকৃত যোগ॥ ৫০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সমত্ববুদ্ধিযুক্ত সন্ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু—বুদ্ধীতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববিষয়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ। জহাতি পরিত্যজতীহাস্মিন্ লোক উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যোগো হি কর্ম্মসু কৌশলম্। স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎ কৌশলং কুশলভাবঃ। তদ্ধি কৌশলং যদ্ বন্ধস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবান্নিবর্ত্তন্তে। তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্॥ ৫০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বুদ্ধিযোগযুক্তস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকম্। দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকম্। তে উভে ইহৈব জহাতি পরমেশ্বর-

(ক) বৃ—উ—৩।৮।১০।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

প্রসাদেন ত্যজতি। তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব। যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং—বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদকচাতুর্য্যং—স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সুকৃতি ও দুষ্কৃতিরূপ কর্ম্মজাল, বন্ধনের কারণ। এই জন্য সকাম পুরুষগণ সুখদুঃখরূপ বিষম জালে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিলাভে বঞ্চিত হন। তুমি সাবধান হইয়া সমত্বরূপ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেননা, কর্ম্মসকল বন্ধনের কারণ হইলেও, যিনি নিষ্কামভাবে তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার মুক্তিসাধনের সহায়তা করিয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ স্বয়ং কর্ম্মরূপ হইয়াও সজাতীয় দুষ্টকর্ম্মরাশির মূলোচ্ছেদ করিয়া থাকে। এই পরম কৌশলই কর্ম্মযোগ। কিন্তু হে অর্জ্জুন। তুমি চেতনরূপ হইয়াও নিজ সজাতীয় দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে নষ্ট করিতে পারিতেছ না। অতএব তোমার কৌশল কোথায়? ॥ ৫০ ॥

অন্বয়বোধিনী। বুদ্ধিযুক্তাঃ (বুদ্ধিযোগপরায়ণ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিগণ) কর্ম্মজং (কর্ম্মজনিত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ [সন্তঃ] (জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া) অনাময়ং পদং (পরম পদ) গচ্ছন্তি হি (লাভ করেনই) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধিযোগপরায়ণ পুরুষগণ কর্ম্মজনিত ফলত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকারবান্ হয়েন, এবং জন্মরূপ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মজং ফলং কর্ম্মভ্যো জাতম্। বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তা—জন্মৈব বন্ধো জন্মবন্ধঃ। তেন বিনির্ম্মুক্তাঃ। জীবন্ত এব জন্মবন্ধদ্বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ। পদং পরমং বিষ্ণো-র্মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথবা বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়েত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্ম্মযোগজসত্ত্বশুদ্ধিজনিতা বুদ্ধির্দর্শিতা সাক্ষাৎ সুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ পুরুষগণ ফলকামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরারাধনার নিমিত্তই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে "তত্ত্বমসি" (ক) আদি বাক্যে আত্মাকার বুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ অধিকারী পুরুষ জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অবিদ্যারূপ রোগ ও নানা বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইয়া পরমানন্দ ব্রহ্মরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র এই মুক্তিপদকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" (২।৭) ইহাতে অর্জ্জুনের মুক্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে। তাই ভগবান বলিতেছেন, মুক্তির নিমিত্ত তুমি এই প্রকার যোগ সাধন কর ॥ ৫১ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) মোহকলিলং (অবিবেককলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করিবে), তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে তোমার অন্তঃকরণ অবিবেকরূপ কলুষ পরিত্যাগ করিবে, সেই সময়ে তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত কর্ম্মফলে বৈরাগ্যবুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোগানুষ্ঠানজনিতসত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্স্যত ইতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যম্। যেনাত্মানাত্মবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে। তত্তে তব বুদ্ধির্ব্যতি-তরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি। শুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইত্যর্থঃ। তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্স্যসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ। তদা শ্রোতব্যং শ্রুতং চ তে নিষ্ফলং প্রতিভাতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কদাহং তৎ পদং প্রাপ্স্যামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিঃ। তদেব কলিলং গহনম্। কলিলং গহনং বিদুরিত্যভিধান-কোষস্মৃতেঃ। অতশ্চায়মর্থঃ—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমান-লক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি। তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে করিতে কতকালে বিষ্ণুপদ লাভ হইবে? এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, ইহার কাল নিরূপিত নাই।

(ক) ছা—উ—৬।৮।৭ ইত্যাদি।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

নিষ্কাম কার্য্য করিতে করিতে যখন তোমার মনে অহং-মমেতি অভিমান রূপ অবিবেকান্ধকার থাকিবে না, অর্থাৎ যখন রজঃ ও তমোগুণরূপ কালিমা তোমার মন হইতে অন্তর্হিত ও শুদ্ধ সত্ত্বভাব অভ্যুদিত হইবে, সেই সময়ে কর্ম্মফলতৃষ্ণার বৈরাগ্য উদয় হইবে। তখন স্বর্গাদি ফল মিথ্যাবোধে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ॥ (ক)

ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু অধিকারী ব্যক্তি কর্ম্মজালবিরচিত স্বর্গাদি লোকসমূহকে অনিত্য দুঃখরূপ জানিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। অশুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আদৌ উদয়ই হয় না। বিষয়সুখে দোষ দৃষ্টি করিতে পারিলেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। এইরূপ বৈরাগ্য হইলেই নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারিবে। বিষয়বৈরাগ্যবিহীন চিত্ত অতীব মলিন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ॥ ৫২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যে সময়ে) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (নানা মতের কথা শ্রবণে সংশয়যুক্ত) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (অন্তঃকরণ) সমাধৌ (সমাধিতে) নিশ্চলা (নিশ্চল) [হইয়া] অচলা (স্থির) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) [তুমি] যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইতিপূর্ব্বে নানা মতের কথা শ্রবণ করিয়া তোমার বুদ্ধি অতিশয় সংশয়যুক্ত হইয়াছে। যখন এই বুদ্ধি পরমাত্মাতে নিশ্চল হইয়া স্থিতি করিবে, সেই সময়ে তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মোহকলিলাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজপ্রজ্ঞঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ ? তচ্ছৃণু—শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না—অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না নানা প্রতিপন্না—[illegible]। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জ্জিতা সতী সমাধৌ। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা। তস্মিন্। আত্মনীত্যেতৎ। অচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জ্জিতেত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং। তদা তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না। ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে

(ক) মুণ্ড—উ—১।২।১২।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪॥

চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ। তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা। অত এবাচলা। অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদি ফলশ্রুতি জন্য চিত্তে নানা প্রকার বিক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় অর্জ্জুনের বুদ্ধি সিদ্ধান্তানুগামিনী হইতেই পারিতেছে না। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, স্বর্গাদি বিষয়ের দোষ দর্শনে যখন তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্র হইয়া পরমাত্মায় সমাধি করিবে, যখন জাগরণ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই তোমার চিত্ত বিষয়গ্রহশূন্য হইবে, তখনই তোমার জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির উদয় হইবে ॥ ৫৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটীই বিষয়। স্ত্রী ধনাদি সমস্তই এই পাঁচটীর অন্তর্গত। জাগ্রৎকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা ও স্মৃতির সাহায্যে বিষয়জ্ঞান হয়, এবং স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎকালীন মানসিক সংস্কার অভ্যাসবশে উত্থিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে বিষয়ের অজ্ঞানতা মাত্রেরই বোধ থাকে। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির অতিরিক্ত তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি। তখনই জীবব্রহ্মের একতা বোধ বা স্বরূপতঃ আত্মচৈতন্যের বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। কেশব (হে কেশব!) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞের) কা ভাষা (কি লক্ষণ)? স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিঃ প্রভাষেত (কিরূপ কথা বলেন)? কিম্ আসীত (কিরূপভাবে অবস্থিতি করেন)? কিং ব্রজেত (কিরূপে বিচরণ করেন)? ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে কেশব। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? তিনি কিরূপ কথা কহেন? কি প্রকারে অবস্থান করেন? এবং কিরূপেই বা বিচরণ করেন? ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জ্জুন উবাচ—লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভুৎসয়া—স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা—অহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি—প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা? কিং ভাষণং বচনম্? কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে? সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য। হে কেশব। স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত? কিমাসীত? ব্রজেত কিম্? আসনং ব্রজনং বা তস্য কথমিত্যর্থঃ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছ্যতে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ— স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্বভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য। অত এব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতেঽনয়েতি ভাষা। লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ। তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনং চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার স্থিরবুদ্ধি-পুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ দুই প্রকার, প্রথম যিনি সমাধিস্থ, দ্বিতীয় যিনি সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া মনোযুক্ত হয়েন। এই জন্য অর্জ্জুন স্থিতপ্রজ্ঞের সাধারণ লক্ষণ জিজ্ঞাসা না করিয়া "সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের" বিশেষ লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে সমাধি হইতে উত্থিত হইলে, দ্বিতীয়াবস্থাপন্ন চিত্তযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ স্তুতি-নিন্দায় হর্ষবিষাদাদিযুক্ত হইয়া অথবা অন্য কোন ভাবে কথাবার্ত্তা কহেন? ইহাই দ্বিতীয় প্রশ্ন। ঈদৃশ ব্যুত্থিত যোগী চিত্তের শান্তির জন্য বাহ্যেন্দ্রিয়াদির কিরূপ নিগ্রহই বা করিয়া থাকেন? ইহাই তৃতীয় প্রশ্ন। আর তিনি যতক্ষণ ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি না করেন, ততক্ষণ কিরূপ বিষয়েই বা বিলীন থাকেন? ইহাই অর্জ্জুনের চতুর্থ প্রশ্ন। সাধারণ লোকের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের কি বৈলক্ষণ্য আছে, তাহাই জানিবার জন্য অর্জ্জুন সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে একটী ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী। সর্ব্বান্তর্য্যামী ভিন্ন এ রহস্য কে বলিবে? এই জন্য অর্জ্জুন "কেশব" * এই পদদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। পার্থ (হে পার্থ!) আত্মনি (আপনাতে) আত্মনা (আপনি) তুষ্টঃ (তুষ্ট হইয়া) যদা (যখন) সর্ব্বান্ (সকল) মনোগতান্ (নিজ চিত্তস্থিত) কামান্ (কামনাসমূহ) প্রজহাতি (ত্যাগ করেন), তদা (তখন) [যোগী] স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্যতে (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়েন) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, যে সময়ে সমাধিস্থ পুরুষ নিজচিত্তনিহিত সমস্ত কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক আত্মার তৃপ্তি সাধন করেন, সেই সময়েই স্থিতপ্রজ্ঞ নামে উক্ত হয়েন ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যো হ্যাদিত এব সংন্যাস্য কর্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ কর্ম্মযোগেন তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনং চোপদিশ্যতে। সর্ব্বত্রৈব হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ। যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি চ ভবন্তি তানি। শ্রীভগবানুবাচ—

* অঃ ১।৩১ শ্লোকের টীঃ দ্রঃ কেশব অর্থ দ্রষ্টব্য।

প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি প্রবিষ্টান্। সর্ব্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণনিমিত্তশেষে চ সত্ত্বোন্মত্তপ্রমত্তস্যেব প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেতি। অত উচ্যতে—আত্মনোব। প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থ দর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলং প্রত্যয়বান্। স্থিতপ্রজ্ঞঃ—স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে। ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সংন্যাস্যাত্মারাম আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি। অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞান-সাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ সদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামনা সংকল্পাদি মনেরই ধর্ম্ম, এতাবৎকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করা বিষম ভ্রম। এ সকল আত্মার ধর্ম্ম হইলে অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্য বিদ্যমান থাকিত, কদাপি নিবৃত্ত হইত না। অগ্নি বিদ্যমান থাকিতে যেমন উষ্ণতার অভাব হওয়া সম্ভবপর নহে, তদ্রূপ আত্মা বিদ্যমান থাকিতে কামাদি (যদি আত্মার ধর্ম্ম হইত) নিবৃত্ত হইবে কিরূপে? এতদ্দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত "বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই আটটী আত্মার ধর্ম্ম" এ মতও খণ্ডিত হইল। সমাধিকালে মনের বিলয় হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কামনাদি মনের ধর্ম্ম আপনা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। সমাধিস্থ ব্যক্তির মুখ প্রভাযুক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্ট হয়। তাঁহার অন্তরে অন্তরে সন্তোষ না থাকিলে এরূপ প্রসন্নভাব হইবে কেন? এবং সন্তোষ থাকিলে মনোবৃত্তির নাশ হইল কৈ? এই শঙ্কানিবারণার্থ ভগবান্ কহিতেছেন, হে অর্জ্জুন! সমাধিস্থ পুরুষ পরমানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ আত্মাতেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়া প্রসন্ন থাকেন। তিনি মনোবৃত্তির বিষয়ভূত কোন পদার্থের জন্য সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রুতি বলিতেছেন—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥" (ক)

ইহার মনোগত কাম সংকল্পাদি যখন নিঃশেষ হইয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই সময় জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং এই দেহেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন। কামনার সম্পূর্ণ অভাব ও আত্মানন্দ উপভোগই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ ॥ ৫৫ ॥

(ক) কঠ—উ—২।৩।১৪; বৃ—উ—৪।৪।৭

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥ ৫৬॥

অন্বয়বোধিনী। দুঃখেষু (দুঃখসমূহে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (উদ্বেগশূন্যচিত্ত) সুখেষু (সুখরাশিতে) বিগতস্পৃহঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য), বীতরাগভয়ক্রোধঃ (রাগ, ভয়, ও ক্রোধ বিহীন) মুনিঃ (মননশীল পুরুষ) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) উচ্যতে (কথিত হয়েন)॥ ৫৬॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার চিত্ত দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও বিষয়সুখে নিঃস্পৃহ এবং যাঁহার রাগ ভয় ও ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই মননশীল পুরুষ স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং মনো যস্য সোঽয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ। তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য—নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখান্যনুবর্দ্ধতে—স বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধ ইতি। রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ। স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞো মুনিঃ সংন্যাসী তদোচ্যতে॥ ৫৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপ্যনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে॥ ৫৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। এখানে সমাধি হইতে উত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্ভাষণ, আসন ও গমন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে। দুঃখ তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। শোক-মোহাদি জনিত মানসিক এবং জ্বর-শূলাদি ব্যাধি জনিত শারীরিক দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। ব্যাঘ্র, সর্প, বৃশ্চিকাদি জনিত দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ বলিয়া কথিত হয়। অতিবায়ু, অতিবৃষ্টি, অগ্নি আদি জনিত দুঃখের নাম আধিদৈবিক দুঃখ। পাপকলুষিতচিত্ত অবিবেকীর কর্ম্মদোষে এই সকল সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। কোন মনুষ্যেরই শরীর কেবল পাপ বা কেবল পুণ্য দ্বারা বিরচিত হয় নাই। যোগিগণের শরীরও পাপ পুণ্য বাসনায় ফলে উৎপন্ন। কিন্তু সাধারণ লোকে দুষ্প্রারব্ধজনা দুঃখভোগে যেমন উদ্বেজিত বা বিকম্পচিত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ না হইয়া ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করিয়া থাকেন। দুঃখরূপ ভ্রমবুদ্ধি অজ্ঞানজনিত। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় দুঃখরূপ ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। সুখও আধ্যাত্মিকাদি ভেদে তিন প্রকার। প্রিয়বস্তুচিন্তা ও পাণ্ডিত্যাদি অভিমান জনিত সুখের নাম আধ্যাত্মিক সুখ। স্ত্রী, পুত্র, মিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত সুখকে আধিভৌতিক সুখ কহে। বসন্তবায়ু সেবাদিজনিত সুখকে আধিদৈবিক সুখ বলা যায়। সুখমাত্র পুণ্যকর্ম্মের ফল। স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কাম, সুতরাং কর্ম্মজনিত সুখের ইচ্ছা তাঁহার থাকে না। যাঁহার চিত্তবৃত্তি অন্তর্নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার প্রিয়বস্তুতে অনুরাগ

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৭॥

থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার চিত্ত সকলকেই আনন্দব্রহ্মরূপেই দর্শন করিতেছে, কাহাকে দেখিয়া তাঁহার ভয়ের উদ্রেক হইবে? যিনি সকলকেই আত্মবৎ মনে করিয়া থাকেন তিনি কি কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন? এই জন্য রাগ, ভয় ও ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞের অন্তঃকরণে আদৌ স্থান পায় না। তিনি শিষ্যকে উপদেশ কালে নিরুদ্বিগ্নতা, নিঃস্পৃহতা, রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি বিহীনতারূপ সাধুভাবপূর্ন কথাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সর্ব্বপদার্থে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তৎ তৎ (সেই সেই) শুভাশুভং (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়) প্রাপ্য (পাইয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) [অথবা] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষও করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)॥ ৫৭॥

বঙ্গানুবাদ। দেহাদি পদার্থে যাঁহার আদৌ স্নেহ নাই, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্তিতে যিনি প্রশংসা বা দ্বেষ করেন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৫৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যঃ সর্ব্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপানভিস্নেহঃ স্নেহবর্জ্জিতঃ। তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি। শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যতি। অশুভং চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টীত্যর্থঃ। তস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি॥ ৫৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং ভাষেত ইত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপ্যনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ। অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি। অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি। কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সদাই আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন, তিনি নিজ দেহ বা পুত্র পরিবার আত্মীয়াদির দেহপ্রভৃতি অনাত্মবস্তুতে স্নেহযুক্ত হয়েন না। দেহের সংযোগ বা বিয়োগে, জন্ম বা মরণে তাঁহার হর্ষ বা বিষাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন পুণ্যকর্ম্মরূপ প্রারব্ধ জনিত রূপবতী স্ত্রী, বিপুল ঐশ্বর্য্যাদি সুখ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হয়, এবং দুষ্প্রারব্ধবশাৎ কোন দুর্ব্বিপত্তি সমাগত হইলে সেই অবস্থায় কুৎসা কীর্ত্তন করিতে থাকে, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ তাদৃশ সুখ লাভে আনন্দ বা দুঃখ সমাগমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতেই অবিচলিত থাকেন। এইরূপ অবস্থা হইলে মননশীল মহাত্মার প্রজ্ঞা আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়॥ ৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥
বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব (কচ্ছপের অঙ্গ সকল আকর্ষণের ন্যায়) যদা (যখন) অয়ং (এই স্থিতিপ্রজ্ঞ) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদি বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সম্যক্ প্রকারে) সংহরতে (প্রত্যাহার করেন) [তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কূর্ম্ম যেমন নিজ শিরঃ-পাদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেইরূপ যখন মহাত্মা পুরুষ নিজ ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদিবিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যদা সংহরত ইতি। যদা সংহরতে সম্যগুপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ। যথা কূর্ম্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরতে সর্ব্বত এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ উপসংহরতে। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যদেতি। যদা চায়ং যোগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরত্যনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি। তদ্বৎ ॥ ৫৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মাতে রতি করিতে ইচ্ছা হইলেই মনকে অন্তর্ব্বৃত্তিশীল করিতে হয়। মন অন্তর্ম্মুখ হইলেই ইন্দ্রিয়সকল রূপ-রসাদি গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা, মনের সাহায্য ভিন্ন ইন্দ্রিয়সকল স্বয়ং কার্য্য করিতে অসমর্থ। চিত্তের বহির্ব্বৃত্তিশীলতা নষ্ট হইলেই মহাত্মা পুরুষের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কিমাসীত' এই প্রশ্নের উত্তর হয় শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে ॥ ৫৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বহিরিন্দ্রিয় দমনে বহুল আয়াস না করিয়া একান্তে বিবেক-বিচার ও ধ্যানের অভ্যাস দ্বারা মনের রজস্তমোগুণ ক্ষীণ করিবার চেষ্টা দ্বারা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে। মনোনিবৃত্তিই পরম শান্তির কারণ। (২ অঃ, ৬৪ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। নিরাহারস্য (নিরাহার) দেহিনঃ (ব্যক্তির) বিষয়াঃ (শব্দাদি পদার্থ) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয়), [কিন্তু] রসবর্জ্জং (তৃষ্ণাকে বাদ দিয়া, অর্থাৎ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না)। পরং (ব্রহ্ম) দৃষ্ট্বা (সাক্ষাৎকার করিয়া) [স্থিতস্য (অবস্থিত)] অস্য (এই স্থিতপ্রজ্ঞের) রসঃ অপি (বিষয় বাসনাও) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্রিয়গণের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত পীড়িত ব্যক্তির শব্দাদিগ্রহণ-শক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়; কিন্তু তত্তদ্বিষয়ে বাসনার শেষ হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মাকাংক্ষার দ্বারা সে বাসনা পর্য্যন্তও নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র বিষয়াননাহরত আতুরস্যাপীন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মাঙ্গানীব সংহ্রিয়ন্তে। ন তু তদ্বিষয়ো রাগঃ। স কথং সংহ্রিয়ত ইতি ? উচ্যতে—বিষয়া ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয় এব নিরাহারস্যানাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি বিনিবর্ত্তন্তে। দেহিনো দেহবতঃ। রসবর্জ্জং—রসো রাগো বিষয়েষু যস্তং বর্জ্জয়িত্বা। রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ। স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞ ইত্যাদিদর্শনাৎ। সোঽপি রসো রঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতেঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বোপলভ্যাহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সংপদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্‌দর্শনে রসস্যোচ্ছেদঃ। তস্মাৎ সম্যগ্‌দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি। জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাং চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিবিশেষাৎ। তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ। নিরাহারস্যেন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে। তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষঃ। তদ্বর্জ্জম্। অভিলাষস্তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাঽস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে। নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্যোপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে। ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যাপেক্ষাঽভাবাৎ। কিন্তু রসবর্জ্জম্। রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রোগীরও ইন্দ্রিয়বিকলতা প্রযুক্ত শব্দাদিগ্রহণশক্তির হানি হয়। রোগীর ও স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা, পাছে অর্জ্জুন একই রূপ মনে করেন, ভগবান্ তজ্জন্য এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন। রোগিগণ দেহাভিমানযুক্ত, সুতরাং মূঢ়। তাহাদিগের "ইন্দ্রিয়" শব্দাদি গ্রহণে অসমর্থ হইলেও তাহাদের "মন" তত্তদ্‌গ্রহণে পিপাসু থাকে। কেননা, দেহাভিমানী অজ্ঞানীর চিত্ত অন্তর্ম্মুখ নহে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞের চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়াদির সেবায় আর ধাবিত হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয়াদি কেবল নিরুদ্ধ হয় তাহা নহে, তাঁহার মনঃপ্রাণ পরমানন্দরসে নিমগ্ন হওয়ায় বাহ্য বিষয়ের বিন্দুমাত্র বাসনা থাকে না ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) প্রমাথীনি (বলবান্) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) যততঃ (যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ (বিবেকী) পুরুষস্য অপি (পুরুষেরও) মনঃ (মনকে) প্রসভং (বলপূর্ব্বক) হরন্তি হি (আকর্ষণ করে ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ যত্নশীল বিবেকী পুরুষগণের মনকেও বলপূর্ব্বক বিকারযুক্ত করিয়া দেয় ॥ ৬০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্যগ্দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতাদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি। যস্মাত্তদনবস্থাপনে দোষমাহ—যততঃ ইতি। যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি। হি যস্মাদপি কৌন্তেয়। পুরুষস্য বিপশ্চিতো মেধাবিনোঽপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলীকুর্ব্বন্তি। আকুলীকৃত্য চ হরন্তি। প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি। অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য। বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি। মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি। যত প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকিগণ সর্ব্বদা বিষয়ের দোষদর্শন দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আনেন, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা এমনই প্রবল ও পরাক্রমশীল যে, বিবেকশক্তি-পরাভব করিয়া মনকে বিকারের মহান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সাধারণ অবিবেকিগণের উপর ইন্দ্রিয়গণের যে কি ভয়ানক দুর্দ্দম্য আধিপত্য, তাহা ত কাহারও অগোচর নাই ॥ ৬০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সৎসঙ্গ বাস ও উপকরণসংহরণপ্রবৃত্তিই মনোবিকার দূর করিবার অনায়াসসাধ্য উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (৬ষ্ঠ অ, ১১ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৬০ ॥

অন্বয়বোধিনী। মৎপরঃ (আমার অনন্যভক্ত) তানি সর্ব্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযত করিয়া) যুক্তঃ (সমাহিত) [হইয়া] আসীত (অবস্থান করেন)। হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) বশে (বশীভূত) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমাতে অনন্যভক্ত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া নিগৃহীতচিত্ত হবেন। যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ॥ ৬১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাৎ—তানীতি। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য—সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা—যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীত। মৎপরঃ। অহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ। নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ। এবমাসীনস্য যতের্ব্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তেঽভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্নাসীত। যস্য বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য—বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেতি—উত্তরং ভবতি॥ ৬১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদিও ইন্দ্রিয়গণ অতীব বলবান্ ও দুর্জ্জয়, কিন্তু যিনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মরূপী বাসুদেবের একান্ত ভক্ত, তাঁহার হৃদয়ের সামর্থ্য ও বিবেকের তীব্রতা অতীব অপরিমেয়, এজন্য তিনি ইন্দ্রিয়বর্গের বিপুল বল মর্দ্দন করিতে সমর্থ হয়েন। যাঁহারা কেবল নিজ নিজ বিবেক বিচার ও বিজ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে চাহেন, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বিবেক-বলকে বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণ, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করে। ভগবানের শরণাগত ব্যক্তি স্বয়ং অতি দুর্ব্বল হইলেও ভগবান্ তাঁহার কামনা সিদ্ধির সহায়তা করেন।

"জো জাকো শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছলি চলে বহ্ যায় গজরাজ॥" তুলসীদাস।

যে যাহার শরণাগত হয়, সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছেন—যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি খরতর স্রোতস্বতীর তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে সন্তরণ দিতে থাকে, কিন্তু বলিষ্ঠ গজরাজ সেই নদী পার হইবার সময় কত দূর ভাসিয়া যায়। মৎস্য জলের আশ্রিত—শরণাগত, তজ্জন্য তীব্রবেগ অতিক্রম করিয়া উজান জলে যাইতে পারে, কিন্তু হস্তী নিজ বলে যাইতে চায় বলিয়া দূরে ভাসিয়া যায়। বস্তুতঃ ভগবদ্‌ভক্তির বলে যে অপরিসীম শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে, নিজের চেষ্টায় তাহার কণার্দ্ধও হইবার সম্ভাবনা নাই। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির বিঘ্নবাধা আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়। "ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।" বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তির কোন অমঙ্গলই থাকে না। আবার ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের একপক্ষ যদি কোন বিপুল পরাক্রান্ত মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে অপর পক্ষ অগত্যাই বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ যখন দেখে যে, জীব নিজ কুশল কল্যাণ কামনায় সর্ব্বশক্তিমান্ অন্তর্যামী পুরুষের শরণাগত হইয়াছে, তখন তাহারা সহজেই সঙ্কুচিত, ভীত ও বশীভূত হইয়া আসে। এইরূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েন॥ ৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩॥

অন্বয়বোধিনী। বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (মনুষ্যের) তেষু (তাহাতে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়)। কামাৎ (কামনা হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (জন্মে); ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সংমোহঃ (ভাল মন্দ বিবেচনার অভাবরূপ অবিবেক) ভবতি (জন্মে); সংমোহাৎ (অবিবেক হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মরণশক্তির ব্যতিক্রম); স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিবিভ্রম হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (জ্ঞাননাশ) [জন্মে]; বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [মনুষ্য] প্রণশ্যতি (বিনষ্ট হয়)॥ ৬২।৬৩॥

বঙ্গানুবাদ। মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের আসক্তি উৎপন্ন হয়। আসক্তি হইতে কামনা, ও কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ হইতে সংমোহ, এবং সংমোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয়॥ ৬২।৬৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং পরাভবিষতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে—ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তো বিষয়াঞ্ছব্দাদিবিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিস্তেষু বিষয়েষূপজায়ত উৎপদ্যতে। সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামস্তৃষ্ণা। তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ। সংমোহোঽবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমঃ। ভবতীতি সংবধ্যতে। ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি। সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তাবনুৎপত্তিঃ। ততঃ স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধের্নাশঃ। কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যম্। তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি। ততস্তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি। পুরুষার্থাযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৬৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি। আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি॥ ৬২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্য-

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪॥

বিবেকাভাবঃ। ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ। ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ। বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ। ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি॥ ৬৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া যদি মনে মনে কেহ শব্দাদি বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে বিষয়ের আসক্তি অর্থাৎ তাহা পাইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। তাহা হইলে উহা কবে পাইব, কোথায় পাইব, কিরূপে পাইব – এইরূপ তৃষ্ণা বা কামনা জন্মে। যদি কেহ এই কামনাসিদ্ধির বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বোধ থাকে না। সুতরাং মোহ উপস্থিত হয়। মোহাচ্ছন্ন পুরুষের গুরু বা শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থানুসন্ধান-রূপ স্মৃতির ভ্রম হয়। এইরূপে স্মৃতিবিভ্রম হইলে অদ্বিতীয় আত্মাকারাকারিত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ বিপর্য্যয় দশা প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবুদ্ধিবিহীন পুরুষ অমৃতত্ব লাভে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর করাল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। মন এবং ইন্দ্রিয় উভয় নিগ্রহ না করিতে পারিলে, মনুষ্যের প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদিও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন বিষয় গ্রহণ করিতে থাকে সত্য, কিন্তু মনে কামনার উদয় না হইলে ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে লিপ্ত হয় না॥ ৬২।৬৩॥

অন্বয়বোধিনী। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ তু (রাগদ্বেষবর্জ্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্ম-বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) চরন্ (গ্রহণ করিয়া) বিধেয়াত্মা (নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ) প্রসাদম্ (আত্মপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন)॥ ৬৪॥

বঙ্গানুবাদ। এরূপ নিগৃহীতচিত্ত পুরুষ রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত স্ববশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিলেও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৬৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্। অথেদানীং মোক্ষ-কারণমিদমুচ্যতে—রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ—রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ। তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী। তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভি-রিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ানবর্জ্জনীয়াংশ্চরন্ুপলভমান আত্মবশ্যৈঃ—আত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি তৈরাত্ম-বশ্যৈঃ—বিধেয়াত্মা—ইচ্ছাতো বিধেয় আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি। প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্॥ ৬৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগ-দ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্ত্যাত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি॥ ৬৪॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া মনের নিগ্রহ না করিলে যে কি দোষ হয়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে মন নিগৃহীত হইলে পর বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও যে, কোন দোষ হয় না, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনের "কিং ব্রজেত" (গী ২।৫৪) এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক হইতে আটটী শ্লোক দ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বাহ্য ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইলেও মনের বিষয়চিন্তাসত্ত্বে চিত্তশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যিনি চিত্তকে বশীভূত করিয়া রাগদ্বেষাদি শূন্য হইতে পারিয়াছেন, মনের অধীন ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে তাঁহার আর বাকী রহিল কৈ? ইন্দ্রিয়গণের রাজা মনঃ যাঁহার বশীভূত, ইন্দ্রিয়গণ অগত্যাই তাঁহার অবিরোধী। নিগৃহীতচিত্তের ইন্দ্রিয় সকল শাস্ত্রবিহিত শব্দাদি ভিন্ন অন্যান্য ব্যর্থ বিষয়গ্রহে তৎপর হয় না। ইন্দ্রিয়গণের এইরূপ বিশুদ্ধ ব্যাপার চিত্তের নির্ম্মলতাই বৃদ্ধি করে, ও এইরূপ নিগৃহীতচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের গতি আত্মপ্রসাদের দিকেই বেগবতী হয় ॥৬৪॥

অন্বয়বোধিনী। প্রসাদে (এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে) অস্য (ইঁহার) সর্ব্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (বিনাশ) উপজায়তে (হয়); হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) আশু (শীঘ্র) পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ প্রসাদ লাভ করিলে সমস্ত দুঃখের শান্তি হয়, এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রসাদে সতি কিং স্যাদিতি? উচ্যতে—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে। কিঞ্চ—প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে। আকাশমিব পরি সমন্তাদবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ। এবং প্রসন্নচেতসোঽবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিযুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষ্ববর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রসাদে সতি কিং স্যাদিতি? অত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশঃ। ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চিত্ত নির্ম্মল হইলে সকল বস্তুরই প্রকৃত প্রতিবিম্ব তাহাতে পতিত হয়। যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা হিতকারী, যাহা অপকারী, চিত্ত তখন এ সমস্তই উত্তমরূপে বুঝিতে পারে। যাহা দুঃখকর অথবা সুখকর, তাহাও চিত্তের বুঝিবার বাকি থাকে না। মলিনচিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিষয়কে সুখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ করিয়া

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অনেক দুঃখ বোধ করিয়া থাকে। নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির এরূপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য কোন প্রকার দুঃখ তাঁহাকে আশ্রয় করে না। নির্ম্মলচেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি মায়িক পদার্থমাত্রেই অনভিরুচিবশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান) নাস্তি (নাই), অযুক্তস্য (যোগবিহীন পুরুষের) ভাবনা চ (আত্মচিন্তাও) ন (নাই); অভাবয়তঃ চ (আত্মভাবনাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি) ন (নাই), অশান্তস্য (অশান্তচিত্ত পুরুষের) সুখং কুতঃ (সুখ কোথায়?) ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। *যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার বুদ্ধিও নাই, ভাবনাও নাই। ভাবনাশূন্য ব্যক্তির শান্তিও নাই। শান্তিবিহীন পুরুষের সুখ কোথায়* ॥ ৬৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে—নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া। অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য। ন চাযুক্তস্যেতি। ন চাস্যাযুক্তস্য ভাবনাত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ। তথা ন চাভাবয়তঃ। আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। ইন্দ্রিয়াণাং হি বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তির্যা তৎ সুখম্। ন বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা। দুঃখমেব হি সা। ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে। কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তেতি? অত্রাহ—ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানম্। ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখম্? মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনকে জয় করিতে না পারিলে শ্রবণ-মননরূপ বেদান্তবিচারদ্বারা আত্মবোধিনী বুদ্ধির উদয় হয় না। যাঁহার ঈদৃশী বুদ্ধি নাই, তাঁহার নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনারও সম্ভাবনা নাই। সেই নিদিধ্যাসনশূন্য ব্যক্তির অবিদ্যারোধক তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্তবাক্য প্রতিপাদ্য জীব ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধির প্রেরক আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ শান্তির উদয় হয় না। শান্তিবর্জ্জিত পুরুষের মোক্ষানন্দ-রূপ পরম সুখের আশা কোথায়? ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥ ৬৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বিষয় ভোগ তৃষ্ণার নিবৃত্তিই সুখ, ভোগাবিষয়ের প্রাপ্তিতে তৃষ্ণার সাময়িক নিবৃত্তিবশতঃ ক্ষনিক সুখ বোধ হয় মাত্র ; কিন্তু, তৃষ্ণার কারণ মনের রজস্তমোগুণ প্রবল থাকায় শীঘ্রই আবার অন্য বিষয়ের বাসনা হয়। যেমন রোগের যখন যে উপসর্গটী প্রবল থাকে, সেইটীই অনুভূত হয়, এবং তাহা নিবৃত্ত হইলে অপর একটী উদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মনের মলিনতা (রজস্তমোগুণ)-রূপ রোগ নিঃশেষ না হইলে বিষয় ভোগের তৃষ্ণা উদয় হইতে থাকিবে। একমাত্র আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই এই বিষয়-পিপাসার শান্তি হইতে পারে। (২য় অ, ৫৯ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য)॥ ৬৬॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) মনঃ (মন) চরতাম (অবশীভূত) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের) যৎ (যেটীকে) অনুবিধীয়তে (লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়), তৎ (সেই ইন্দ্রিয়) বায়ুঃ অম্ভসি নাবম ইব (বায়ু যেমন জলের উপর নৌকাকে বিচলিত করে সেইরূপ) অস্য (ইহার) প্রজ্ঞাং (বিবেকবুদ্ধি) হরতি (হরণ করে)॥ ৬৭॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটী মাত্রকেও যখন লক্ষ্য করিয়া মন ধাবিত হয়, জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচলিত করে, তদ্রূপ সেই একটী ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করে॥ ৬৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীতি। উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাচ্চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্তমানানাম্। যন্মনোঽনুবিধীয়তেঽনুপ্রবর্ততে। তদিন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতের্হরতি নাশয়তি। প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাম্। কথম্? বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি। উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্তয়ত্যেবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনো বিষয়বিষয়াং করোতি॥ ৬৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তেঽবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি। তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি। কিমুত বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি॥ ৬৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। অবশীভূত মন যদি অবশীভূত একটী মাত্র ইন্দ্রিয়কেও অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখ-পথে পরিচালিত হয়। প্রতিকূল বায়ুর ন্যায় মন ইন্দ্রিয়চঞ্চলতা-রূপ জলে ভাসমান নৌকা-রূপ প্রজ্ঞাকে তাহার আত্মসাধন-রূপ গম্য পথে যাইতে

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥
যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ ৬৯॥

দেয় না। একটী ইন্দ্রিয় অবশীকৃত থাকিলে যদি অবশীভূত মনের দ্বারা এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়, তবে যাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মন অবশীভূত, না জানি তাহাদের কি সর্ব্বনাশই হইয়া থাকে॥ ৬৭॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিবৃত্ত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে)॥ ৬৮॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, হে মহাবাহো! তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরভাবাপন্ন॥ ৬৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যততো হীত্যুপন্যস্তস্যার্থস্যানেকধোপপত্তিমুক্ত্বা তং চার্থমুপপাদ্যোপসংহরতি—তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাত্তস্মাৎ। যস্য যতেঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বং চোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি॥ ৬৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখবর্ত্তী থাকিলে প্রজ্ঞাও চঞ্চল ও বহির্ম্মুখ হইয়া যায়। যাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ নিগৃহীত হইয়াছে, সেই তত্ত্ববেত্তা সিদ্ধ পুরুষের অথবা মুমুক্ষু সাধকের আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা স্থির হইয়া থাকে। হে "মহাবাহো" এইরূপ সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে তুমি যেমন বাহিরের বৈরিবর্গদমনে সমর্থ, দুর্নিবার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিগ্রহ করিতেও তুমি তদ্রূপ পারগ॥ ৬৮॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বভূতানাং (সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে) যা (যাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (সেই রাত্রিতে) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় যোগী) জাগর্ত্তি (জাগ্রৎ থাকেন);

যস্যাং (যাহাতে) ভূতানি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে) পশ্যতঃ মুনেঃ (স্থিতপ্রজ্ঞের) সা (তাহা) নিশা (রাত্রিস্বরূপ)॥ ৬৯॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মসাক্ষাৎকার-রূপ প্রজ্ঞা অজ্ঞান পুরুষগণের পক্ষে রাত্রিস্বরূপ। ঈদৃশ রাত্রিতে সংযতেন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎ থাকেন, এবং যে অবিদ্যায় অজ্ঞান পুরুষগণ জাগ্রৎ, আত্মসাক্ষাৎকারবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সেই অবিদ্যা রাত্রিস্বরূপ॥ ৬৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোহয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ স সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততে। অবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিতি। এতমর্থং স্ফুটীকুর্ব্বন্নাহ—যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাম্। কিং তৎ? পরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ঃ। যথা নক্তঞ্চরাণামহরেব সদন্যেষাং নিশা ভবতি তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানামজ্ঞানাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বম্। অগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাম্। তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়ামজ্ঞাননিশায়াং প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্। জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ। যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিশায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যতে। যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা—অবিদ্যারূপত্বাৎ—পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতো মুনেঃ।

অতঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে। ন বিদ্যাবস্থায়াম্। বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা। প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারকফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ। প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে—নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি। যস্য তু পুনর্নিশেবাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং ভেদজাতমিতি জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ। ন প্রবৃত্তৌ। তথা চ দর্শয়িষ্যতি—তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মান ইত্যাদিনা—জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারম্।

তত্রাপি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতি চেৎ? ন। স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মজ্ঞানস্য। ন হ্যাত্মনঃ স্বাত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাপেক্ষতা। আত্মত্বাদেব। তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্বপ্রমাণানাম্। প্রমাণত্বস্য ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি। প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণম্। নিবর্ত্তয়দেব চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে। লোকে চ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য। তস্মান্নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধম্॥ ৬৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে। অতোহসম্ভাবিতমিদং। লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা। নিশেব নিশাত্মনিষ্ঠা। অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ। তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে। যস্যাং তু বিষয়-

নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সাত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা। তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—যথা দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে। এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টিঃ। ন তু বিষয়েষু। অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব ও ব্রহ্মে অভেদবোধই প্রজ্ঞা বলিয়া কথিত হয়। এই প্রজ্ঞা অজ্ঞান ব্যক্তির চক্ষে অপ্রকাশিত। সাধারণতঃ রাত্রি বলিলে যেমন লোকে অপ্রকাশ—অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষে এই প্রজ্ঞাও সেইরূপ। অজ্ঞান ব্যক্তির এই ব্রহ্মবিদ্যারূপ মহানিশাতে মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহশীল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া চেতন থাকেন, আর দ্বৈতদৃষ্টিরূপ নিদ্রায় বিমোহিত হইয়া অজ্ঞান পুরুষগণ স্বপ্নবৎ বিবিধ ব্যবহার করে। এই অবিদ্যা আবার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সম্মুখে অপ্রকাশ রাত্রিস্বরূপ। স্থিতপ্রজ্ঞ জাগ্রৎ। জাগ্রতের সংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? অজ্ঞানরূপ ভ্রমকালে বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব বা স্বরূপের আদৌ অনুভবই হয় না। রজ্জুর সমস্ত লক্ষণ বা স্বরূপ উত্তমরূপে নয়নগোচর হইলে তাহাতে সর্পভ্রম হইবার সম্ভবনা থাকিত না। সেইরূপ মনুষ্য যদি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে এক আত্মাতে দ্বৈত সংসার দৃষ্ট হইত না। আত্মাতে সমস্ত রহিয়াছে। আত্মাই সমস্ত। আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহাই আত্মজ্ঞ পুরুষের চরম সিদ্ধান্ত।

"যত্র বান্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ"। (ক)॥
"যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেৎ"। (খ)॥

যে অবিদ্যার প্রভাবে এই অদ্বিতীয় আত্মা দ্বৈতবৎ প্রতীত হয়েন, সেই অবিদ্যার জন্যই জীব আপনাকে অন্য পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। যখন বিদ্যার প্রভাবে সমস্তই আত্মময় বলিয়া প্রতীত হয়, তখন কিরূপে ও কি পদার্থই বা দৃষ্টি করিবে? ॥ ৬৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বেদান্ত-বিচারজাত সংস্কারসহ নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে যে আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয়, বিষয়াকুল (রূপরসাদির ভোগে বা চিন্তায় ব্যাপৃত) চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, নির্বিষয় চিত্তেই আত্মস্বরূপের আভাস অনুভূত হইতে পারে। জাগ্রদাদি কালে ইন্দ্রিয় দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব গৃহীত হইতেছে বলিয়া উহা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ জড় বিষয়রূপে প্রতীত হইতেছে। বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত মন নিশ্চল হইলেই আত্ম-চৈতন্যের নিত্য প্রকাশের কোন বাধা থাকে না। মনের বিষয়-গ্রহণ প্রবৃত্তিই জীবকে আত্ম-সাক্ষাৎকারে অসমর্থ করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য বিষয়ী মনুষ্যেরা এ জীবনে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব ভাবিয়া সংসারের সুখভোগেই পরিতৃপ্ত হইতেছে। জীবব্রহ্মের অভেদ বোধ অর্থাৎ অদ্বৈতভাব বিষয়ী মনুষ্যের বিচারে কল্পনা মাত্র, এই জন্য বিষয়-সেবাতেই তাহার সুখবোধ হইতে থাকে।

(ক) বৃ- [illegible]
(খ) বৃ—উ—৪।৫।১৫

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০॥

বিষয়ান্ধ মনুষ্য সাত্ত্বিক বুদ্ধির অভাব বশতঃ কোন ক্রমেই অতি সত্য আত্মতত্ত্বের পরিস্ফুট ধারণা করিতে পারে না॥ ৬৯॥

অন্বয়বোধিনী। যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (বারিসমূহ) আপূর্য্যমাণম্ (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠং (অতল গম্ভীর) সমুদ্রং (সাগরে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) সর্ব্বে (সকল) কামাঃ (বিষয়রাশি) যং (যাঁহাতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ পূর্ব্বক লীন হয়), সঃ (তিনি) [বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া] শান্তিম্ আপ্নোতি (শান্তি লাভ করেন)। কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শান্তি পায় না)॥ ৭০॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন সমস্ত নদ নদীর জলে পরিপূর্ণ অতল গম্ভীর সমুদ্রে বর্ষার বারিধারাও আসিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয় সকল স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রবিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে সে মহাত্মা কখনও বিক্ষোভযুক্ত না হইয়া বরং শান্তিই লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়কামী পুরুষের পক্ষে এই শান্তি দুর্লভ॥ ৭০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তিঃ। ন ত্বসংন্যাসিনঃ কামকামিন ইতি। এতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ—আপূর্য্যেতি। আপূর্য্যমাণমদ্ভিঃ। অচলপ্রতিষ্ঠম্ অচলতয়া প্রতিষ্ঠাঽবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠম্। সমুদ্রমাপঃ সর্ব্বতো গতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থমবিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽবিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে ন স্ববশং কুর্ব্বন্তি স শান্তিং মোক্ষমাপ্নোতি। নেতরঃ কামকামী। কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ। তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী। স নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৭০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু বিষয়েষু দৃষ্টাভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্ক্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপরা আপো যথা প্রবিশন্তি তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং তৈর- বিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি। ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ॥ ৭০॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত নদনদীর জলে সমুদ্র পরিপূর্ণ। উপরন্তু বর্ষাকা-

**বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥**

বৃষ্টির ধারা পড়িলেও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয় না। সমুদ্র সমানভাবেই অচল ও গম্ভীর থাকে। নির্বিকারচিত্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষে প্রারব্ধ জনিত শব্দাদি বিষয় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহার অটল হৃদয় বিক্ষুব্ধ হয় না। তিনি সর্ব্বথা শান্তিভোগই করিতে থাকেন। যেমন মহৎ অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাও অচিরাৎ অগ্নিরই পুষ্টি বর্দ্ধন করে, সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞের অটল জ্ঞানাগ্নিকুণ্ডে শব্দাদি সামান্য বিষয় সকল তাঁহার শক্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। ফলতঃ শান্তিই অবিচ্ছেদে তাহাতে বিরাজ করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে) পুমান্ (পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সকল কামনা) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ নিরহঙ্কারঃ নিঃস্পৃহঃ (নির্ম্মম, নিরহঙ্কার এবং নিস্পৃহ) [হইয়া] চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনি) শান্তিং (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি কামনা ত্যাগপূর্ব্বক নিঃস্পৃহ, নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া সংসারে বিচরণ করেন, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য। কামান্ যঃ সংন্যাসী পুমান্ সর্ব্বানশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন চরতি। জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিঃস্পৃহঃ সন্। নির্ম্মম ইতি মমত্ববর্জ্জিতঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহেঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জ্জিতঃ। নিরহঙ্কারঃ—বিদ্যাবত্ত্বাদি-নিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখো-পরমলক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় তাস্বুপেক্ষ্য। অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ। যতো নিরহঙ্কারোঽত এব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে। যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা। স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি মনোবিলাসের কোন বস্তুরই কামনা রাখেন না, যিনি ব্রহ্মপদকেও তৃণবৎ উপেক্ষা করিতে পারেন, যাঁহার শরীর থাকিলে বা নষ্ট হইলে ভ্রূক্ষেপ নাই, যাঁহার কুল শীল বিদ্যাদি জন্য অভিমান নাই, ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দেহে যাঁহার আত্মাভিমান নাই, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বদুঃখময়ী অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সকল লক্ষণই মুমুক্ষুব্যক্তির সাধন করা কর্ত্তব্য ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) এষা (এইরূপ) ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থাতে স্থিতি), এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (পাইয়া) [কেহ] ন বিমুহ্যতি (বিমুগ্ধ হন না)। অন্তকালে অপি (মৃত্যুকালেও) অস্যাং (এই অবস্থায়) স্থিত্বা (থাকিয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্ম নির্ব্বাণ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! এইরূপ অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতি (ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা) ইহা লাভ করিলে কেহই সংসারমায়ায় বিমুগ্ধ হন না। মৃত্যুকালেও যিনি (ক্ষণকালের জন্য) এই অবস্থায় স্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ পাইয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে—এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ। সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ। হে পার্থ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি। ন মোহং প্রাপ্নোতি। স্থিত্বাঽস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়াম্। অন্তকালেঽপ্যন্তে বয়স্যপি। ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি গচ্ছতি। কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সংন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষৈবংবিধা। এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপ্যস্যাং ক্ষণমাত্রমপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কিং পুনর্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২ ॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ক্রমশঃ চারিটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া এই শ্লোকে আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিতেছেন। আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদদৃষ্টিই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইবার

মুক্তস্থিতি। ইহারই নাম ব্রাহ্মী স্থিতি। যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ এই স্থিতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানের পুনরভ্যুদয়ের আশঙ্কা নাই। যেমন সূর্যের প্রকাশসত্ত্বে অন্ধকার আসিবার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ নির্ম্মল প্রতিভার সম্মুখে অজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। "নির্ব্বাণং"—"নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্তে ব্রহ্মণি তন্নির্ব্বাণম্" অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ করিয়া জন্ম মরণ রূপ গতি নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ॥ (ক) ॥

মৃত্যুকালে অজ্ঞান পুরুষের প্রাণ যেমন শরীর হইতে উৎক্রমণ করিয়া যায়, ব্রহ্মবেত্তা জ্ঞানী পুরুষের প্রাণ তদ্রূপ করে না। উহা শরীর মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। বাহ্য বিষয়ের চিন্তা বিদূরিত হইয়া যাঁহার চিন্তা আত্মাভিমুখেই অন্তঃপ্রবাহিত হয়, যাঁহার প্রাণবায়ু অন্তঃ প্রাণায়াম দ্বারা নাসারন্ধ্র পথে বিচরণ না করিয়া কেবল মেরুমধ্যস্থ সুষুম্না পথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত অনিবার্য্য গতিতে নিত্য প্রবাহিত থাকে, সেই জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মরূপ হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন। যিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাস পর্য্যন্ত এই সাধনার অভ্যাস করিতে থাকেন তাঁহার কথা ত দূরে থাকুক, যিনি মরণ মুহূর্ত্তেও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রজ্ঞাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। রাজর্ষি খট্টাঙ্গ মরণকাল জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের উপদেশে শেষমুহূর্ত্তের যত্ন মাত্রেই মুক্তি লাভ করেন।

"জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্।
তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥"

আত্মজ্ঞান, তাহার পরম্পরা সাধনরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধি হইতে জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকল কথিত হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অদ্বৈতভাবের সাধনাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানী পুরুষের আর পৃথক্ জীবভাবের সংস্কার থাকে না। সুতরাং প্রারব্ধক্ষয়ের সঙ্গে তাঁহার দেহাবসান হইলে তাঁহার সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। ভোগবাসনার অভাববশতঃ উহা ইহপরলোকে কোথাও গমন করে না। সমুদ্রে তরঙ্গের লয় যেমন তাহার বিনাশ নহে, সেই ব্রহ্মসত্তায় জীবভাবের লয়রূপ নির্ব্বাণে জীবের নাশ হয় না। কিন্তু ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া জীবরূপে প্রকাশিত ব্রহ্মসত্তা ভূমাবস্থায়—স্বস্বরূপে স্থিত হয়। (১৫ অঃ। ৭ম শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত
গতার্থসন্দীপনী নামক ভাষ্য তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৪।৪।৬

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা) বুদ্ধিঃ (আত্মজ্ঞান) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ) তে (তোমার) মতা (মত হয়), তৎ (তাহা হইলে) কেশব (হে কেশব!) কিং (কি জন্য) ঘোরে কর্ম্মণি (হিংসাজনক কার্য্যে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (প্রেরণা করিতেছ?) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আত্মজ্ঞানই যদি তোমার মতে নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল, তবে হে কেশব! এই ঘোরতর হিংসাত্মক কার্য্যের জন্য আমাকে প্রেরণা করিতেছ কেন? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে বুদ্ধিরিতি চ। তত্র প্রজহাতি যদা কামানিত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সংন্যাসকর্ত্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠতয়ৈব চ কৃতার্থতোক্তা এষা ব্রাহ্মী স্থিতিরিতি। অর্জ্জুনায় চ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণীতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য। ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্।

তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ—কথং ভক্তায় শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাচ্ছ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপ্যনৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাদিতি। যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জ্জুনস্য। তদনুরূপশ্চ প্রশ্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। প্রশ্নাপকরণবাক্যং চ ভগবতোক্তং যথোক্তবিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে।

কেচিত্ত্বর্জ্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি। যথা চাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতস্তৎপ্রতিকূলং চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি। কথং? তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতোঽর্থ ইত্যুক্তম্। পুনর্ব্বিশেষিতং চ যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যত ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতি। ইহ ত্বাশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ। তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জ্জুনায় ব্রূয়াদ্ভগবান্? শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ? তত্রৈতৎ স্যাৎ—গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি। এতদপি

পূর্ব্বোক্তবিরুদ্ধমেব। কথং? সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোঽর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়েহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াদাশ্রমান্তরাণাম্?

অথ মতং শ্রৌতকর্ম্মাপেক্ষয়ৈতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাচ্ছ্রৌতকর্ম্মবহিতাদ্‌গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি? তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্মাবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যত ইতি? এতদপি বিরুদ্ধম্। কথং? গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাজ্‌ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে। ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারয়িতুম্? কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যূর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে তথা গৃহস্থস্যাপীষ্যতাং স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ।

অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায়। ঊর্দ্ধরেতসাং তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাজ্‌ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি। তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাচ্ছ্রৌতং স্মার্ত্তং চ বহুদুঃখরূপং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ।

অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যান্মোক্ষঃ স্যাৎ। নাশ্রমান্তরাণাম্। শ্রৌতনিত্যকর্ম্মরহিতত্বাদিতি? তদপ্যসৎ। সর্ব্বোপনিষৎস্বিতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ। আশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ।

সিদ্ধস্তর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ঃ? ন। মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ "পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।" (ক)॥ "তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ।" (খ)॥ "ন্যাস এবাত্যরেচয়দি"তি। (গ)॥ "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরি"তি চ। (ঘ)॥ "ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ।" (ঙ)॥ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ।

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তৎ ত্যজ॥
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥" ইতি বৃহস্পতিঃ।
"পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি॥
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" ইতি শুকানুশাসনম্॥ (চ)

ইহাপি চ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যাদি। মোক্ষস্য চাকার্য্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মানর্থক্যম্। নিত্যানি প্রত্যবায়পরিহারার্থানীতি চেৎ? ন। অসংন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তেঃ। ন হ্যগ্নিকার্য্যাদ্যকরণাৎ সংন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যো যথা ব্রহ্মচারিণামসংন্যাসিনামপি

(ক) বৃ—উ—৩।৫।১ (খ) মহানারায়ণ—২৪।১ (গ) মহানারায়ণ—২১।২
(ঘ) মহানারায়ণ—১০।৫ (ঙ) জা—উ—৪ (চ) মহা, শান্তি—২৪১।৭

কর্ম্মিণাম্। ন তাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণামভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা। "কথমসতঃ সজ্জায়েত" (ক)—ইত্যসতঃ সজ্জন্মাসংভবশ্রুতেঃ।

যদি বিহিতাকরণাদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াদ্বেদস্তদানর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ। বিহিতস্য করণাকরণয়োর্দুঃখমাত্রফলত্বাৎ। তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যাৎ। ন চৈতদিষ্টম্। তস্মান্ন সংন্যাসিনাং কর্ম্মাণি। অতো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়ৈকেনানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ—জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিরিতি। অর্জ্জুনায় চেদ্বুদ্ধিকর্ম্মণী ত্বয়াঽনুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তে যা চ কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈবেতি। তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশবেত্যুপালম্ভো বা প্রশ্নো বা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চার্জ্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তম্। যেন জ্যায়সী চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ।

যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্ম্মণোর্বিরোধাদ্ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিঃ। অবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। ন চাজ্ঞাননিমিত্তং ভগবৎপ্রতিবচনং কল্পনীয়ম্। অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচনদর্শনাজ্ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ।

তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ।

জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চৈকবিষয়ৈব প্রার্থনাঽনুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে। কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বমিতি চ জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবমর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি—জ্যায়সী চেদিতি। জ্যায়সী শ্রেয়সী চেদ্যদি কর্ম্মণঃ সকাশাত্তে তব মতাঽভিপ্রেতা বুদ্ধির্জ্ঞানং হে জনার্দ্দন। যদি বুদ্ধিকর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদৈকং শ্রেয়ঃসাধনমিতি কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কর্ম্মণোঽতিরিক্তকরণং বুদ্ধেরনুপপন্নমর্জ্জুনেন কৃতং স্যাৎ। ন হি তদেব তস্মাৎ ফলতোঽতিরিক্তং স্যাৎ। তথা চ কর্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধিরশ্রেয়স্করং চ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি। তৎ কিংকারণমিতি ভগবত উপালম্ভমিব কুর্ব্বংস্তৎ কিং কস্মাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিয়োজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপপদ্যতে।

অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সর্ব্বেষাং ভগবতোক্তোঽর্জ্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সীত্যাদি কথং যুক্তং বচনম্? ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

সাংখ্যে যোগে চ বৈষম্যং মত্বা মুগ্ধায় জিষ্ণবে।
তয়োর্ভেদ-নিরাসায় কর্ম্মযোগ উদীর্য্যতে ॥

(ক) ছা—উ—৬।২।২

এবং তাবদশোচ্যানন্বশোচস্তমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা। তদনন্তরমেষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তম্। ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্ব-নিরহঙ্কারত্বাদাভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষান্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়স্যধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা তর্হি কিমর্থং তস্মাদ্ যুধ্যস্বেতি তস্মাদুত্তিষ্ঠেতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতার বক্তব্য বিষয়ের সূত্র স্বরূপ। বক্তব্য বিষয় যথা—তত্ত্বজ্ঞানাধিকারীর প্রথম নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা উৎপন্ন হইবে। তৎপরে অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তদনন্তর শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস, ও তাহার পর বেদান্ত-বাক্যবিচারযুক্ত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা জন্মিবে। ভক্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তাহা হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার নিবৃত্তি পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি লাভ হইবে। জীবন্মুক্ত প্রারব্ধফল ভোগ করেন, কিন্তু পরম পুরুষার্থ বশতঃ পরবৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়েন। শুভ বাসনা এই বৈরাগ্যের মূল। অশুভ বাসনা বৈরাগ্যের বিরোধী। সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা দ্বারা শুভ বাসনা লব্ধ হয়। রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধাই অশুভ বাসনার বীজভূমি। এতাবৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" (গী ২।৪৮) এতদ্বচন দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির সাধন রূপ নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার উল্লেখ হইয়াছে। ইহাই সামান্য ও বিশেষভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইবে। তদনন্তর "বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্" (গী ২।৭১) বচন দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ অধিকারী ব্যক্তি শমদমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস করিবেন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস-নিষ্ঠার বিষয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে, এবং এতদ্দ্বারা "ত্বং" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তৎপরে "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" (গী ২।৬১) বচন দ্বারা বেদান্তবাক্যবিচারের সহিত ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে। ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ—এই ছয় অধ্যায়ে ভক্তির নিগূঢ়মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে, এবং এতদ্দ্বারা "তৎ" পদার্থও নিরূপিত হইয়া যাইবে। তাহার পর "বেদাবিনাশিনং নিত্যং" (গী ২।২১) বচন দ্বারা "ত্বং", ও "তৎ," পদার্থের অভেদ জ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রকৃতিপুরুষবিবেক দ্বারা নিরূপিত হইবে। তদনন্তর "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" (গী ২।৪৫) বচন দ্বারা ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সূচিত হইয়াছে। ইহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। তৎপরে "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদম্" (গী ২।৫২) এতদ্বচনে পরবৈরাগ্যনিষ্ঠা লক্ষিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চদশাধ্যায়ে সংসাররূপ বৃক্ষোচ্ছেদন দ্বারা নিরূপিত হইবে। তাহার পর "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" (গী ২।৫৬) বচন দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ করিয়া পরবৈরাগ্যোপযোগী দৈবী সম্পৎ—শুভবাসনার আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং"

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥ ২॥

(গী ২।৪২) বচন দ্বারা পরবৈরাগ্যবিরোধী আসুরী সম্পৎ বা অশুভবাসনা যে পরিত্যাজ্য ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাবদ্বার্ত্তা ষোড়শাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইবে। তৎপরে "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" (গী ২।৪৫) বচন দ্বারা দৈবীসম্পদের অসাধারণ কারণ রূপ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সচিত হইয়াছে। উহা সপ্তদশ অধ্যায়ে রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার নিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে। তৎপশ্চাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্ব কথিত সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করিয়াছেন।

ভগবান্ সাংখ্যবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক দ্বিতীয় অধ্যায়ে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" (গী ২।৩৯) বচন দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া "যোগে ত্বিমাং শৃণু" (গী ২।৩৯) শ্লোক হইতে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (গী ২।৪৭) শ্লোক পর্যন্ত কর্ম্মনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" (গী ২।৪৯) বচন দ্বারা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হইয়াছে। "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" (গী ২।৭২) বচন দ্বারা প্রশংসাপূর্ব্বক জ্ঞানফলের উপসংহার করিয়াছেন। কর্ম্মীর জ্ঞানে এবং জ্ঞানীর কর্ম্মে অধিকার নাই, ইহা স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। তবে ভগবান্ এক ব্যক্তিকেই (অর্জ্জুনকে) কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপদেশ করিলেন কেন, এবং আত্মজ্ঞানই যদি শ্রেষ্ঠ হইল, তবে কষ্টসাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে মনুষ্যের প্রবৃত্তিই বা হইবে কেন, এইরূপে ব্যাকুলিতচিত্ত অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন।

অর্জ্জুন শিষ্য—ভক্ত হইয়া ভগবানের নিকট নিজ শ্রেয়ঃ উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উপদেশের অবতারণায় অর্জ্জুন দেখিলেন যে, নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তাই কাতরভাবে ভগবান্‌কে "জনার্দ্দন" সম্বোধন করিলেন। "সর্ব্বৈর্জনৈরর্দ্যতে যাচ্যতে স্বাভিলষিতসিদ্ধয় ইতি জনার্দ্দনঃ।" নিজ নিজ বাঞ্ছিত পদার্থ প্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁহার নিকট যাচ্ঞা করে, তাঁহার নাম জনার্দ্দন। অথবা "জনং জননং তৎকারণমজ্ঞানং চ স্বসাক্ষাৎকরণেনার্দ্দয়তি হিনস্তীতি জনার্দ্দনঃ"। জন্ম এবং জন্মের কারণ অজ্ঞানকে যিনি নিজ সাক্ষাৎকার দ্বারা বিনাশ করেন, তিনি জনার্দ্দন। আমি যখন তোমার শরণাগত, তখন হে ভক্তবৎসল। তুমি যাহা জ্ঞান—শ্রেষ্ঠ বুঝিয়াছ, আমাকে তাহা না বলিয়া বারংবার যুদ্ধার্থে প্রবর্ত্তনা দিতেছ কেন? ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। ব্যামিশ্রেণ ইব (মিশ্রিতের ন্যায়) বাক্যেন (কথাদ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) মোহয়সি ইব (যেন মুগ্ধ করিতেছ,) যেন (যাহা দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াম্ (লাভ করিতে পারি) তৎ (সেই) একং (একটী) নিশ্চিত্য (নিশ্চয় করিয়া) বদ (বল)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। কখন কর্ম্মের কখন বা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া তুমি বিমিশ্রিত বচন পরম্পরায় আমার বুদ্ধিকে যেন মোহবিভ্রান্ত করিতেছ। যাহাতে

আমার শ্রেয়ঃ বা মুক্তি লাভ হয়, তুমি নিশ্চয় করিয়া তাহারই উপদেশ কর ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণেব—যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবাংস্তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি। তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি। মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামোহাপনয়ায় হি প্রবৃত্তস্ত্বং তু কথং মোহয়সি? অতো ব্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীব মে মমেতি। ত্বং তু ভিন্নকর্ত্তৃকয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে তত্রৈবং সতি তত্তয়োরেকং—বুদ্ধিং কর্ম্ম বা—ইদমেবার্জ্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি। যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বাহনয়োরন্যতরেণ শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।

যদি হি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাত্তৎ কথং—তয়োরেকং বদেতি—একবিষয়ৈবার্জ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ? ন হি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্ম্মণোর্বক্ষ্যামি। নৈব দ্বয়মিতি। যেনোভয়প্রাপ্ত্যাসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। ননু ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ- ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা ক্বচিদ্ জ্ঞান-প্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব। পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব। তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীতীবশব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা—ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথমোক্তিতে পাছে ভগবান্ বলেন যে আমি জগতের কাহারও বাঞ্ছিত ফলদানে বিমুখ নহি, এবং কাহাকেও বঞ্চনা করি না ; তুমি পরম ভক্ত, তোমায় বঞ্চনা করিব কেন? এইজন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন হে ভগবন্। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" (গী ২।৪৫) ইত্যাদি বাক্যে কোন স্থানে বৈদিক নিষ্ঠার লাঘব করিয়াছ, আবার কোথাও বা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (গী ২।৪৭) ইত্যাদি বাক্যে বেদনিষ্ঠাতৎপর করিয়াছ। কোথাও বা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" (গী ২।৪৫) ইত্যাদি বাক্যে নিবৃত্তি-মার্গের উপদেশ করিয়াছ, কোথাও বা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" (গী ২।৩১) ইত্যাদি বাক্যে প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ দিয়াছ। তোমার অভিপ্রায় যাহাই হউক, এই উপদেশগুলি আমার পক্ষে বড়ই গোলযোগ-পূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার মন্দবুদ্ধিই ইহার কারণ হইবে। নতুবা তোমার ন্যায় ভ্রান্তির শান্তিবিধাতা উপদেষ্টাকে পাইয়াও আমার এ মোহ সমুৎপন্ন হইল কেন? কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়েরই অধিকারী কি এক ব্যক্তি? একই সময়ে একই ব্যক্তি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের দুইটী কার্য্য কেমন করিয়া সাধন করিবে? ইহা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ইহাই আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেণ যোগিনাম্॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান বলিলেন)। অনঘ (হে পুণ্যাত্মন!) অস্মিন লোকে (এই সংসারে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার ব্রহ্মনিষ্ঠা) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) পুরা (পূর্ব্বে) প্রোক্তা (কথিত হইয়াছে); জ্ঞানযোগেন (আত্মজ্ঞানযোগের দ্বারা) সাংখ্যানাং (জ্ঞানাধিকারীদিগের) কর্ম্মযোগেণ (নিষ্কামযোগের দ্বারা) যোগিনাম (কর্ম্মীদিগের) [নিষ্ঠা কথিত হইয়াছে] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান বলিলেন হে অনঘ! ব্রহ্মনিষ্ঠা ইহলোকে দুই প্রকার আছে ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি অর্থাৎ জ্ঞানাধিকারীদিগের নিমিত্ত জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মীদিগের জন্য কর্ম্মযোগ॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অস্মিন্লোকে শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিরনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থ সংপ্রদায়মবিষ্কর্ত্তা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ। হে অনঘ অপাপ। তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেতি? আহ—জ্ঞানেতি। তত্র জ্ঞানযোগেন—জ্ঞানমেব যোগঃ। তেন সাংখ্যানামাত্মানাত্ম-বিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা। কর্ম্মযোগেণ—কর্ম্মৈব যোগং। তেন কর্ম্মযোগেণ যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যর্থঃ। যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম চ সমুচ্চিতানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহার্জ্জুনায়োপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠে ব্রূয়াৎ? যদি পুনরর্জ্জুনো জ্ঞানং কর্ম্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি। অন্যেষাং তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতো ভগবান কল্পিতঃ স্যাৎ। তচ্চাযুক্তম। তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যচ্ছ্রেয়ং স্যাত্তদেকং বদেতি ত্বদীয় প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে। ন তু ময়া তথোক্তম। কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। গুণপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারি জনে—দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাদি। সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং

জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণাং ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহণার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেণ নিষ্ঠোক্তা—ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যত ইত্যাদিনা। অত এব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা—এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধচেতস্ক ব্যক্তিগণের জন্য জ্ঞানযোগ এবং মলিনান্তঃকরণ মানবগণের জন্য কর্ম্মযোগ। এই দ্বিবিধ অধিকারীর দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে। "অনঘ" সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রদর্শিত হইল। কেন না, "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।" পাপকর্ম্ম ক্ষয় পাইলেই মনুষ্য জ্ঞানাধিকারী হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি জ্ঞানাধিকারী, তবে বৃথা গ্লানিযুক্ত হইতেছে কেন? আত্মা ও পরমাত্মায় যাঁহার অভিন্ন বোধ জন্মিয়াছে, তাঁহারই জন্য জ্ঞানযোগ—নিবৃত্তিমার্গ। আর যাহাদের অন্তঃকরণ দ্বৈতবুদ্ধিবিকারযুক্ত, তাহাদিগকেই জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য কর্ম্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গ। যে উপায়ে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয় তাহার নাম যোগ। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা মনোমালিন্য বিদূরিত হয়, এইজন্য ইহার নাম কর্ম্মযোগ। অবস্থাভেদে দ্বিবিধ যোগই একই ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে উভয়েরই লক্ষ্য এক। ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক হইতে তেবটী শ্লোকে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা ব্যাখ্যা করিবেন। জ্ঞানীর যে কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন, তৎপরে ইহাও প্রদর্শিত হইবে। কর্ম্ম, বন্ধনের হেতু হইলেও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন জন্য উহা দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধি ও জ্ঞানোৎপত্তি হয় এবং তাহাতে মুক্তির পথ প্রস্তুত হয়, তাহাও তদনন্তর দেখাইবেন। পরিশেষে অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ইহাই বুঝাইয়া দিবেন যে, কামনার জন্যই কাম্যকর্ম্মের দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় না। তুমি কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই জ্ঞানের অধিকারী হইবে ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যোগ—চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগের মুখ্যার্থ। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে বিষয়প্রবৃত্তির ক্ষয়, এবং মন নিশ্চল হইয়া আইসে, এইজন্য নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানও যোগের অন্তর্ভুক্ত। রজঃ ও তমোগুণই অন্তঃকরণের মলিনতা। রজস্তমের প্রাবল্য থাকিতে চিত্তের স্থিরতা লাভ হয় না। সুতরাং বৈরাগ্যাদির অভাব বশতঃ প্রবৃত্তি-পীড়িত ব্যক্তি কিরূপে জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইবে? অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে থাকিলে এই দুইটীর কোনটীই সুদৃঢ় হইতে পারে না। এইজন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে কতক পরিমাণে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের জন্য স্ববর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মযোগ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করা উচিত। (৬।৩৫, ২৩।১৯ (শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৩ ॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম (নিষ্কাম কর্ম্মের) অনারম্ভাৎ (অনুষ্ঠান না করিলে) নৈষ্কর্ম্ম্যং (নিষ্ক্রিয় ভাব) ন অশ্নুতে (প্রাপ্ত হয় না); সংন্যাসনাৎ এব চ (এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নিষ্ক্রিয় ভাবের উৎপত্তি হয় না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণো জ্যায়স্তং বুদ্ধেঃ। তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাৎ। তস্মাচ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ। ভগবত এবমেবানুমতমিতি গম্যতে। মাং চ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যেব নিয়োজয়সীতি বিষণ্ণমনসমর্জ্জুনং কর্ম্ম নারভ ইত্যেবং মন্যমানমলক্ষ্যাহ ভগবান ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথবা জ্ঞানকর্ম্ম নিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতীতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থহেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বম্, ন স্বাতন্ত্র্যেণ। জ্ঞাননিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যানপেক্ষেতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞাদীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বাহনুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুনাম—

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥

ইত্যাদি স্মরণাদনারম্ভাদননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং—নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ—পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি বচনাত্তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুত ইতি গম্যতে। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি? উচ্যতে কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ। ন হ্যুপায়মন্তরেণোপেয়প্রাপ্তিরস্তি। কর্ম্মযোগোপায়ত্বং চ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন 'তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন' (ক) ইত্যাদিনা কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ইহাপি চ—

(ক) বৃ—উ—৪।৪।২২।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥

ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি। ননু চ "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" (ক) ইত্যাদৌ কর্ত্তব্যকর্ম্মসংন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি। লোকে চ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরম্। অতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনং কিং কর্ম্মারম্ভেণেতি প্রাপ্তম্। অত আহ—ন সংন্যাসনাদেবেতি। নাপি সংন্যাসনাদেব কেবলাৎ কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতঃ সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণামনারম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী" তি (খ) শ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি। কিং কর্ম্মভিঃ? ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি। চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" শ্রুতি (খ)। নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ইত্যাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া যিনি নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান না করেন, তাঁহার অন্তঃকরণশুদ্ধি হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে কোথা হইতে? যদি বল, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসও কোন কোন শ্রুতিতে জ্ঞানলাভের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি। (খ)। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" (গ)। সন্ন্যাসিগণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন; ব্রহ্মলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের দ্বারা, পুত্র বা ধনাদির দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করা যায় না, কেবল ত্যাগই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র কারণ। অতএব সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগই কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি সাধন ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও জীব মুক্তিভাগী হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাসই অসম্ভব। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (ঘ)। অর্থাৎ মনুষ্যের যখন সমস্ত বিষয়সুখে বৈরাগ্য হইবে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অশুদ্ধ চিত্তের বৈরাগ্য কোথায়? "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ" অর্থাৎ দণ্ডচিহ্নধারী হইলেই মনুষ্য নারায়ণের স্বরূপ হয়—এই রোচক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ *

(ক) প্রাণাগ্নি—২। (খ) বৃ-উ-৪।৪।২২। (গ) অথর্ব্ববেদীয় মহানারায়ণ-১০।৫ কৃষ্ণযজুঃ মহানারায়ণ, ১০।১০। (ঘ) জা—উ—৪

* "ব্রহ্মচারী ভূত্বা গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, ব্রহ্মচর্য্যাদ্বা, গৃহাদ্বা, বনাদ্বা বা, যদহরেব

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। জাতু (কখনও) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না), হি (যেহেতু) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণরাশি কর্তৃক) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) সর্ব্বঃ (সকল ব্যক্তি) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন ব্যক্তিই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণরাশি মনুষ্যগণকে অবশ করিয়া আপনা আপনিই কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসংন্যাসমাত্রাদেব কেবলাজ্জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিত্তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ সন্। কস্মাৎ? কার্য্যতে হি যস্মাদবশ এব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ। অজ্ঞ ইতি বাক্যশেষঃ। যতো বক্ষ্যতি—গুণৈর্যো ন বিচাল্যত ইতি। সাংখ্যানাং পৃথক্‌করণাদজ্ঞানামেব কর্ম্মযোগঃ। ন জ্ঞানিনাম্। জ্ঞানিনাং তু গুণৈরচাল্যমানানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং বেদাবিনাশিনমিত্যত্র ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মণাং চ সংন্যাসস্তেষ্বনাসক্তিমাত্রম্। ন তু স্বরূপেণ। অশক্যত্বাদিতি। আহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাংচিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানাজ্ঞানো বাঽকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ—প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে। কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে। অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহার চিত্ত অবশীকৃত, সে গুণত্রয়ের অধীন হইয়া পান-ভোজনাদি লৌকিক এবং অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক ক্রিয়া না করিয়া স্থির থাকিতেই পারে না। অতএব মলিনচিত্তের সন্ন্যাস সম্ভবে না। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—প্রাকৃতিক এই গুণত্রয় হইতেই রাগ দ্বেষাদির উৎপত্তি হয়। এই গুণপ্রেরণাপরতন্ত্রতা বশতঃই কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়ার প্রবাহ হয়। সুতরাং গুণবিকারবশংবদ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কর্ম্মের হাত এড়াইতে পারে না। অতএব অশুদ্ধচিত্ত পুরুষের কর্ম্মসন্ন্যাস কিরূপে হইবে? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যে একেবারে ক্রিয়াশূন্য, তাহাও নহে। কিন্তু কর্ম্মফলে অনুরাগ না থাকায় অর্থাৎ ফলোদ্দেশে কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনা না থাকায়, তাঁহাকে কর্ম্মজন্য দোষ স্পর্শ করে না। কর্ম্মানুরাগরহিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষই সন্ন্যাসী ॥ ৫ ॥

বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।" প্রকৃত বৈরাগ্য সহসা হয় না, ক্বচিৎ কাহারও কোনও জন্মে হয়, যাহার প্রকৃত বৈরাগ্য যখনই জন্মিবে, সে তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, কিন্তু প্রকৃত বৈরাগ্য না জন্মিলে যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য্যাদি তিনটি আশ্রম পালনান্তে চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করাই বিধেয়। এইরূপে ক্রম সন্ন্যাস-গ্রহণ দ্বারা বহু জন্মে সংস্কার উপচিত হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই সন্ন্যাস গ্রহণের প্রকৃত ফল—মুক্তি পাওয়া যায়। ইহাই শ্রুতি-সিদ্ধান্ত।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে) বিমূঢ়াত্মা (আত্মজ্ঞানহীন) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়াদির বিষয়) স্মরন্ (স্মরণ পূর্ব্বক) আস্তে (অবস্থিতি করে), সঃ (সে ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারী) উচ্যতে (কথিত হয় ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে মূঢ় ব্যক্তি বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মনে মনে শব্দরসাদির স্মরণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করে, তাহাকে মিথ্যাচার বলা হয় ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বনাত্মজ্ঞশ্চোদিতং কর্ম্ম নারভত ইতি তদসদেবেত্যাহ— কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরংশ্চিন্তয়ন্নি-ন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেনেন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে। অবিশুদ্ধতয়া মনস আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ। স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়সংযম করিলেই সন্ন্যাস হয় না। মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকেও নিগ্রহ করিতে হয়। বাহিরের কর্ম্মত্যাগের নাম কর্ম্মসন্ন্যাস নহে। কর্ম্মে "অনুরাগ" না থাকাই প্রকৃত সন্ন্যাস। বাহিরে ক্রিয়াত্যাগ, অথচ অন্তরে ক্রিয়ার প্রবাহ, এ অবস্থায় সন্ন্যাস হয় না—এ অবস্থায় চিত্তশুদ্ধিই হয় নাই বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল আগ্রহ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে ব্রহ্মবিচারে অসমর্থ হইয়া বহির্ম্মুখ সন্ন্যাস জন্য পতিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

"ত্বংপদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ ॥"

অতএব অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সন্ন্যাসী হইলেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!), যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনসা (মনের দ্বারা) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা) কর্ম্মযোগম্ আরভতে (অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন) ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! কিন্তু যে ব্যক্তি মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ পূর্ব্বক ফলবাঞ্ছাবর্জ্জিতচিত্তে কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি [অশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসী অপেক্ষা] শ্রেষ্ঠ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বিতি। যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতোঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা, নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন। কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাক্পাণ্যাদিভিঃ। কিমারভত ইতি? আহ—কর্ম্মযোগম্। অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ সন্। স বিশিষ্যত ইতরস্মান্মিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যেশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি। অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্। স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি। চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনের বাসনা বা সঙ্কল্পের দ্বারা পরমপুরুষার্থ বা অদৃষ্ট সঞ্চিত হয়। বাহিরে ক্রিয়া করিতেছি, অন্তরে তাহার ভাবনা বা ফলকামনা নাই—এইটী মহাত্মার লক্ষণ। বাহিরের কর্ম্ম মনুষ্যকে বন্ধন করে না, কিন্তু মনের বৃত্তিপ্রবাহই জীবের সুখ, দুঃখ বা বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। নিষ্কাম হইয়াই হউক অথবা স্পৃহাযুক্ত হইয়াই হউক, কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের সমানই পরিশ্রম। কিন্তু মনের কেবল শুদ্ধ বা অশুদ্ধ অবস্থানুসারেই পুরুষের মুক্তি বা বন্ধন হইয়া থাকে। অতএব যিনি কৌশলক্রমে মনকে কর্ম্মসন্ন্যাসী করিতে পারিয়াছেন, তিনি সুচতুর ও মহান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ত্বং (তুমি) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কার্য্য) কুরু (কর), হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম না করা অপেক্ষা) কর্ম্ম (কর্ম্মকরণ) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম না করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি চ (শরীরধারণ-ব্যাপারও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্ব্বাহিত হইবে না) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, কেননা, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্ব্বাহিত হইবে না ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতঃ এবমতঃ—নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টম্। যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম। তৎ কুরু ত্বম্। হে অর্জ্জুন। যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োঽধিকতরং ফলতঃ। হি যস্মাদকর্ম্মণোঽকরণাদনারম্ভাৎ। কথং? শরীরযাত্রা

শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকর্ম্মণোঽকরণাৎ। অতো দৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু। হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথাঽকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরযাত্রা শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন প্রসিধ্যেন্ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ বলিতেছেন, যতদিন তোমার চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততদিন তুমি স্বর্গাদিফলকামনাশূন্য হইয়া শ্রুতিস্মৃতিপ্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম এবং শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক ক্রিয়া, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান কর। ধর্ম্ম, সত্য, তপ, দম, শম, দান, প্রজনন, আহিতাগ্নিত্ব, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও মানস এই একাদশ সাধন, সন্ন্যাসের অধিকারমূলক, ইহা অগ্নিপুরাণে ১০ম অধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে কথিত হইয়াছে। এতাবৎ উত্তমরূপ অভ্যস্ত না হইলে কেহই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ কাহারও কাহারও মতে, সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার অধিকার নাই। কেহ কেহ বলেন, "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য। ত্রয়ো রাজন্যস্য। দ্বৌ বৈশ্যস্য।" ইতি। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমে ব্রাহ্মণের অধিকার; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয়মাত্রে ক্ষত্রিয়ের অধিকার; এবং ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য এই আশ্রমদ্বয়ে বৈশ্যের অধিকার। অতএব তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া সন্ন্যাসী কিরূপে হইবে? তুমি যদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি না কর এবং সন্ন্যাসীর ভিক্ষাবৃত্তিতেও যখন তুমি অনধিকারী, তখন দেখিতেছি তোমার জীবিকানির্ব্বাহ হওয়াই কঠিন। এরূপ ইঙ্গিতে পাছে অর্জ্জুন বলেন যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে অন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে নাই তাহা নহে, তবে "দণ্ডাদিলিঙ্গধারণং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োর্নিষিদ্ধম্" অর্থাৎ সন্ন্যাসী হইতে কাহারও নিষেধ নাই, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের পক্ষে "দণ্ডী" হওয়া নিষিদ্ধ। কেননা স্মৃত্যন্তরে ইহা স্পষ্টই লিখিত আছে যে—

> "ঋণত্রয়মপাকৃত্য নির্ম্মমো নিরহংকৃতিঃ।
> ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ ॥"

ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গৃহত্যাগপূর্ব্বক পরিব্রাজক হইবেন। অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইলেও সন্ন্যাসগ্রহণে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, তুমি মহাবীর রাজতনয়, পরকে দান করা তোমার অভ্যাস আছে, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা করা তোমার অভ্যাস নাই। সন্ন্যাসী হইলেও তুমি অন্যান্য সন্ন্যাসীর ন্যায় যাচ্ঞা করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমার উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়াই ভার হইবে ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বৈদিক কালে তমঃপ্রধান শূদ্রের জন্য সন্ন্যাস আশ্রমের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে অনুলোম বিবাহ জন্য গুণবৃত্তির তারতম্যে শূদ্রাদির মধ্যে সাত্ত্বিকগুণের বিকাশ দেখিয়া নারদপঞ্চরাত্র ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রাদিতে শূদ্রাদিকেও সন্ন্যাসের

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কলিযুগে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক বিধি অনেক স্থলে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী, শূদ্র, দ্বিজবন্ধুদিগের কোন কোন কার্য্যে সাধারণতঃ অনধিকার শাস্ত্রে উক্ত হইলেও, বিশেষ স্থলে তাহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক কালেও গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত বৈরাগ্যোদয় হইলে, স্ত্রী-শূদ্রাদিরও সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাস জীবনে লৌকিক ও সমাজিক সম্বন্ধ না থাকায় জাতিগত ভেদদৃষ্টি ত্যাগপূর্ব্বক কেবল সন্ন্যাসোচিত বিবেক-বৈরাগ্যাদির প্রতিই লক্ষ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। এইজন্য আর্য্যশাস্ত্রে বৈরাগ্যবান্ শূদ্রাদিকেও কলিযুগে সন্ন্যাসাধিকার দান করিয়াছেন।

কলিযুগে সর্ব্ববর্ণের সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার থাকিলেও ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে :—

যতিধর্ম্মবিবেকে পদ্মপুরাণম্—

"ন হি ভিক্ষাশ্রমে ধার্য্যৌ কলৌ দণ্ডকমণ্ডলূ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামেষ ধর্ম্মো বিশাম্পতে ॥"

হে রাজন্! কলিযুগে ভিক্ষাশ্রমে দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিবেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এই ধর্ম্ম।

আবার, কলিযুগের ৪৪০০ বৎসর অতীত হইলে ব্রাহ্মণও সন্ন্যাসী হইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিতে পারিবেন না, যথা পদ্মপুরাণে :—

চত্বার্য্যব্দ-সহস্রাণি চত্বার্য্যব্দ-শতানি চ।
কলের্যদা গমিষ্যন্তি তদা সোঽপি ন ধারয়েৎ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে (৮ম উল্লাসে) এবং নারদ-পঞ্চরাত্রে (২য় রাত্রে) ও কলিযুগে সন্ন্যাসীকে দণ্ডধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞার্থাৎ (ঈশ্বরারাধনার্থ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম হইতে) অন্যত্র (অন্য কর্ম্মানুষ্ঠানে) অয়ং লোকঃ (মনুষ্যগণ) কর্ম্মবন্ধনঃ (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়), কৌন্তেয় (হে কুন্তী-নন্দন!) [তুমি] মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) তদর্থং (ভগবানের উদ্দেশে) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্যগণ ভগবদারাধনার্থ কর্ম্ম না করিয়া অন্যথা অনুষ্ঠান করায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি সেইজন্য ফলকামনারহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি—তদপাসৎ। কথম্?—যজ্ঞার্থাদিতি। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু"রিতি (ক) শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ। তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্ যজ্ঞার্থং কর্ম্ম। তস্মাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রান্যেন কর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ। কর্ম্ম বন্ধনং যস্য সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনো লোকঃ। ন তু যজ্ঞার্থাৎ। অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুঃ। তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোঽত্র বিষ্ণুঃ। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু"রিতি (ক) শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্ব্বধ্যতে। ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা। অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া তু বিমুচ্যতে" (খ)। কর্ম্মের দ্বারাই জীব সংসারবন্ধনদশাগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে। ইহাতে কর্ম্মত্যাগ করাই বিধেয়। এই শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্ত-শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, যে কর্ম্ম ভগবানের [যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ (ক)] উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না। অতএব তুমি কেবল ভগবদুপাসনার্থ শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক আশ্রমোচিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুরা (পূর্ব্বে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীব সকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন যজ্ঞেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও), এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্টভোগপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। কল্পারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং—সহযজ্ঞা ইতি। সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ। প্রজাস্ত্রয়ো বর্ণাঃ। তাঃ সৃষ্ট্বোৎপাদ্য। পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ। উবাচোক্তবান্। প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা। অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্। প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তিঃ। তাং কুরুধ্বম্। এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমস্তু ত্বর্বিষ্টকামধুক্। ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

(ক) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ১।৭।৪।৪। (খ) মহাভারত, (বঙ্গবাসী সং) শান্তিপর্ব্ব, ২৪০।৭।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ। প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্ম—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বম্। প্রসবো হি বৃদ্ধিঃ। উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এস যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্। ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা। অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্ম প্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাঽপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থেত্যদোষঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। 'সহযজ্ঞ' অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই উদঘোষণা হইল। কিন্তু "মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্য কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই। এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এস্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। 'প্রজাগণ! তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও' ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই, কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য; কিন্তু এই কর্ম্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই পোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও, তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রফলের জন্যই যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সৌগন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফলকামনা না করিলেও উহা স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে। ফলের ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্মৃতিতে বিহিত আছে—

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥" (ক)

যাঁহারা শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক নিয়মিত সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপপরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি "প্রার্থনার" বশবর্ত্তী হইয়া তুমি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিও না। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া তুমি নিয়মিত রূপে করিতে থাকিলে কর্ম্মের স্বভাবগুণে তুমি ব্রহ্মলোক আপনা আপনিই প্রাপ্ত হইবে ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনেন (এই যজ্ঞের দ্বারা) [তোমরা] দেবান্ (দেবগণকে) ভাবয়ত (সন্তুষ্ট কর); তে দেবাঃ (সেই দেবতাগণ) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু

(ক) ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বধৃত যমবচন।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২।

(সংবর্দ্ধিত করুন); [এইরূপে] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ (পরস্পরের সন্তোষ সাধন দ্বারা) [তোমরা] পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে)॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। [হে প্রজাগণ।] এই যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তোমরা দেবগণকে সন্তুষ্ট কর, এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন। এইরূপে পরস্পরের সন্তোষ সাধন দ্বারা কল্যাণ লাভ কর॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথম্? দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত। অনেন যজ্ঞেন। তে দেবা ভাবয়ন্ত্বাপ্যায়য়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মান্। এবং পরস্পরমন্যোন্যং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণাবাপ্স্যথ। স্বর্গং বা পরং শ্রেয়োঽবাপ্স্যথ॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিতি? অত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত। তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনান্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ং চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থমবাপ্স্যথ প্রাপ্স্যথ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তৃপ্ত করিলে, তাঁহাদের জলবর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে; তাহাতে তোমরা তৃপ্ত হইবে। এইরূপে তোমাদের কার্য্যে দেবতাগণের এবং দেবতাগণের কার্য্যে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা করিলে তোমরা স্বর্গলাভ করিবে॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। দেবাঃ (দেবতাগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া) ইষ্টান্ (বাঞ্ছিত) ভোগান্ (ভোগ্য বস্তু সমূহ) বঃ (তোমাদিগকে) দাস্যন্তে (দিবেন); হি (যেহেতু) তৈঃ (তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক) দত্তান্ (প্রদত্ত) [ভোগ] এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ ভুঙ্‌ক্তে (যে ভোগ করে) সঃ (সে) স্তেন এব (নিশ্চয় চৌর)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতাগণ তোমাদের মনোবাঞ্ছিত ভোগ দান করিবেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া, যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে, সে নিশ্চয় চৌর॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্। যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞৈর্বর্দ্ধিতাঃ। তোষিতা ইত্যর্থঃ। তৈর্দেবৈর্দ্দত্তান্ ভোগানপ্রদায়াদত্ত্বা—আনৃণ্যমকৃত্বেত্যর্থঃ—এভ্যো দেবেভ্যঃ। যো ভুঙ্‌ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি। স্তেন এব তস্কর এব স দেবাদিস্বাপহারী॥ ১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে হি। অতো দেবৈর্দত্তান্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙক্তে স তু স্তেনশ্চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইলে, মনুষ্য অন্ন, পশু ও সুবর্ণ আদি মনোবাঞ্ছিত ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এতাবৎ দেবদত্ত ঋণ স্বরূপ জানিতে হইবে। দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য ব্রীহিযবাদির দ্বারা বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র ও জাতেষ্টি ইত্যাদি দেবোদ্দেশে যাগ করিবে। যে ব্যক্তি এরূপ না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করিতে থাকে, সে পরস্বাপহারী কৃতঘ্ন চৌরের ন্যায় কার্য্য করে বলিতে হইবে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশেষভোজী) সন্তঃ (সৎপুরুষগণ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সকল পাপ কর্ত্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়েন), যে তু পাপাঃ (কিন্তু যে পাপাত্মা পুরুষগণ) আত্মকারণাৎ (আপনাদিগের জন্য) পচন্তি (পাক করে), তে (তাহারা) অঘং (পাপ) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যে পাপাত্মা পুরুষগণ কেবল আপনাদিগের জন্যই [অন্ন] পাক করিয়া থাকে, তাহারা পাপ মাত্র ভোজন করিয়া থাকে॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। দেবযজ্ঞাদীন্নির্ব্বর্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ। প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈঃ। যে ত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপম্। স্বয়মপি পাপাঃ। যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি। আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠাঃ। নেতর ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তা—কণ্ডনী পেষনী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি॥ ইতি। আত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি—ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং—তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক যাঁহারা বেদবিহিত কার্য্য করেন, তাহারা নিষ্পাপ হয়েন। দেব-নিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিলে মনুষ্য পবিত্র হইয়া থাকে। যাহারা

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

কেবল মাত্র নিজ উদর ভরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পঞ্চসুনাদি পাপ হইতে নিস্তার পায় না।

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী চোদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসুনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥
পঞ্চসুনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি।"

গৃহস্থদিগের উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভী ও ঝাঁটা এই পাঁচপ্রকার জীবহিংসার স্থান আছে। ইহাদিগকে সুনা বলে। "সুনা" শব্দের অর্থ বধস্থান। এই হিংসার জন্য স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই। পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পঞ্চ পাপের নিবৃত্তি হয়।

"ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং চ সর্ব্বদা
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥" (ক)

বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যা-উপাসনাদির নাম ঋষিযজ্ঞ। অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ। বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ। অন্নাদির দ্বারা অতিথি-সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করিলে সে অন্ন পাপস্তূপ মাত্র ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শূদ্রগৃহস্থও এই পঞ্চমহাযজ্ঞের নিয়মিত অনুষ্ঠান করিবেন; *ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—*

ধর্ম্মেপ্সবস্তু ধর্ম্মজ্ঞাঃ সতাং বৃত্তিমনুষ্ঠিতাঃ।
মন্ত্রবর্জ্জং ন দুষ্যন্তি প্রশংসাং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ১০। ১২৭

ধর্ম্মজ্ঞ শূদ্রগণ ধর্ম্মলাভেচ্ছায় দ্বিজাতিগণের আচার ব্যবহারের (পঞ্চমহাযজ্ঞাদি কর্ম্মের) অমন্ত্রক অনুষ্ঠান করিলে কোনও প্রত্যবায় নাই, বরং তাহাতে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন। (*শূদ্রের সাত্ত্বিক ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে ১৮ অঃ ৪১, ৪২ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য*) ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়)। পর্জ্জন্যাৎ (মেঘ হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের জন্ম হয়,); যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) পর্জ্জন্যঃ (মেঘ) ভবতি (উৎপন্ন হয়), যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, মেঘের বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে, এবং যজ্ঞ হইতে মেঘ এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

(ক) মনু, ৪।২১।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যম। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম্ম। কথমিতি ? উচ্যতে—অন্নাদ্ভবন্তীতি। অন্নাদ্ভুক্তাল্লোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি। পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নস্য সম্ভবোঽন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥" ইতি স্মৃতেঃ (ক)। যজ্ঞোঽপূর্ব্বম। স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ঋত্বিগযজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম। ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাপূর্ব্বস্য স যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে। অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ। স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি। স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যঙ্‌নিষ্পদ্যত ইত্যর্থঃ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ (ক) ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্ত্রী পুরুষের অন্নজাত শুক্র-শোণিতসংযোগে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে ব্রীহিযবাদির উৎপত্তি হইবে কোথা হইতে ? ধর্ম্মসাধন-শক্তিজনিত অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টই যজ্ঞস্বরূপ। এই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না হইলে মন্ত্রপূত ঘৃতাদির পুষ্টিকর কণিকাবাহী ও বিশুদ্ধ বৈদিকমন্ত্রে নির্ম্মলীভূত দিব্যশক্তি সম্পন্ন ধূমরাশি উত্থিত হইয়া সারগর্ভ জলভারে আক্রান্ত মেঘরাশি রচনা করিবে কিরূপে ?

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥" (ক)

বৈদিক অগ্নিতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্ব্বক যে ঘৃতাদি পদার্থের আহুতি প্রদত্ত হয়, সেই দিব্যশক্তি-সম্পন্ন আহুতির আকর্ষক আদিত্য হইতে মেঘ দ্বারা জলবর্ষণ হয়। এই জলের গুণেই পুষ্টিগর্ভ ব্রীহিযবাদি জন্মে, এবং এই অন্ন হইতেই মনুষ্যাদির শরীর উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মরূপ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র কারীরী (যজ্ঞ বিশেষ), ইষ্টি (যাগ) আদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্ম (কর্ম্মকে) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদোৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবং (পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) যজ্ঞে (যজ্ঞে) নিত্যং (সদা) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। অগ্নিহোত্র আদি কর্ম্মসকল বেদ হইতে উৎপন্ন এবং

(ক) মনু ৩।৭৬।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ১৬॥

বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সর্ব্বগত অবিনাশি পরব্রহ্ম ধর্ম্মরূপ যজ্ঞাদিতে সদাই প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চৈবংবিধং কর্ম্ম কুতো জাতমিতি? আহ—কর্ম্মেতি। তচ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্। ব্রহ্ম বেদঃ। স উদ্ভবঃ কারণং যস্য তৎ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি জানীহি। ব্রহ্ম পুনর্ব্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবম্। অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম। বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাৎ পুরুষনিঃশ্বাসবৎ সমুদ্ভূতং ব্রহ্ম তস্মাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতমপি সন্নিত্যং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাদ্ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। ব্রহ্ম বেদঃ। তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি। তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদ" ইতি (ক) শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরতান্তমভিপ্রেতো যজ্ঞঃ—তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি। উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীরিতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যরূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্। অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্ম বেদের একটী নামান্তর মাত্র। সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্ম মাত্রই ব্রহ্মোদ্ভব বলা যায়। এতাবৎ কর্ম্মের দ্বারা অপূর্ব্বরূপ ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রকথিত কর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মলাভ হয় না। বেদ অপৌরুষেয়; সুতরাং ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সাদি কোন প্রকার দোষ নাই। ইহা অক্ষর পরব্রহ্মের নিঃশ্বাসরূপ, অর্থাৎ বিনা চেষ্টা ও উদ্যমে অপৌরুষেয় ভাবে ইহা নির্গত হইয়াছে॥ ১৫॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) যঃ (যে) এবং (এই প্রকারে) প্রবর্ত্তিতং (প্রবর্ত্তিত) চক্রম্ (কর্ম্মচক্র) ইহ (এই লোকে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন না করে), সঃ অঘায়ুঃ (সেই পাপাত্মা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) [পুরুষ] মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রের অনুবর্ত্তন না করে, সেই ইন্দ্রিয়াসক্ত পাপযুক্ত পুরুষের জীবন বৃথা॥ ১৬॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।১০।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং যো নানবর্ত্তয়তীহ লোকে কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ সন্। অঘায়ুঃ—অঘং পাপমায়ুর্জীবনং যস্য সোঽঘায়ুঃ। পাপজীবন ইতি যাবৎ। ইন্দ্রিয়ারামঃ—ইন্দ্রিয়ৈরারাম আরমণমাক্রীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামঃ। মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি।

তস্মাদজ্ঞেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ। প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-প্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেনানাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যত আরভ্য শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণ ইত্যেবমন্তেন—প্রতিপাদ্য—যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রেত্যাদিনা মোঘং পার্থ স জীবতীত্যেবমন্তেনাপি গ্রন্থেন—প্রাসঙ্গিকমধিকৃতস্যানাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহু কারণমুক্তম্। তদকরণে চ দোষসংকীর্ত্তনং কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদি-চক্রং প্রবর্ত্তিতং তস্মাত্তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যাৎ জ্ঞানঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ। ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ। ততঃ পর্জ্জন্যঃ। ততোঽন্নম্। ততো ভূতানি। ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিতি। এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সোঽঘায়ুঃ। অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ। যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেবারমতি। ন ত্বীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মণি। অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতে সর্ব্বার্থপ্রকাশক বেদের প্রাদুর্ভাব হয়। বেদ হইতে কর্ম্মবুদ্ধির উৎপত্তি হয়। সেই কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা অপূর্ব্বরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি। ধর্ম্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি, শস্যাদি হইতে মনুষ্যাদি ভূতসকল, এবং তদন-ন্তর মনুষ্যসকলের দ্বারা পুনঃ কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনের নাম কর্ম্মচক্র। যে মনুষ্য এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে তাহার মনুষ্যত্বহানি হয়, এবং তজ্জন্য সে ক্রমশঃ নীচযোনি প্রাপ্ত হইয়া চিরযাতনা ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু কর্ম্মত্যাগী ব্রহ্মবিদ্‌গণ এ শ্রেণীভুক্ত নহেন। যে সকল মনুষ্য ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিষয়সেবায় নিযুক্ত হইয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের জীবন পাপযুক্ত ও ব্যর্থ। জীবন্মুক্ত বিদ্যাবান্ পুরুষগণ "ইন্দ্রিয়ারাম" নহেন। এজন্য তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হয়েন না। কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাধনা পূর্ব্বক জীবন সার্থক করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। তু (কিন্তু) যঃ (যে) মানবঃ (ব্যক্তি) আত্মরতিঃ এব (আত্মা-তেই প্রীত), আত্মতৃপ্তঃ চ (আত্মাতেই তৃপ্ত), আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ চ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (হন), তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কর্ত্তব্য) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার আত্মাতেই রতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠান অনাবশ্যক॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্তনীয়ম্? আহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্তকর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামনাত্মবিদা জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিদ্ভিঃ সাংখ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তেনৈব? ইত্যেবমর্থমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেক-প্রতিপত্ত্যর্থম্ এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভির্বশ্যং কর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি (ক)। ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যৎ কার্য্যমস্তীত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্—যস্ত্বিতি। যস্তু সাংখ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠঃ। আত্মরতিঃ—আত্মন্যেব রতির্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরেব স্যাদ্ভবেৎ। আত্মতৃপ্তশ্চ। আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নরসাদিনা। স মানবো মনুষ্যঃ সংন্যাসী। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ। সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভে সর্ব্বস্য ভবতি। তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ। সর্ব্বতো বীততৃষ্ণ ইত্যেতৎ য ঈদৃশ আত্মবিত্তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে। নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। *তদেবং ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনাঽজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্।* আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। অত এবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। "ইন্দ্রিয়ারাম", বিষয়লম্পট পুরুষ, স্রকচন্দনবনিতাদি ভোগ্য বিষয়ে রতি করিয়া থাকে। উত্তম অন্নপানাদিই তাহার তৃপ্তিকর। ধন, পুত্র, পশু আদি পাইলেই এবং শরীর নীরোগ থাকিলেই তাহার পরম তুষ্টি। রতি, তৃপ্তি ও তুষ্টি মনের বৃত্তি। বিশেষতঃ মনের প্রবাহ সত্ত্বে কখনও পরমানন্দ লাভের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পরমার্থবিদ্ মহাত্মগণ বিষয়াদিকে তুচ্ছ করিয়া আনন্দস্বরূপ আত্মাতেই রতি করিতে থাকেন। যদি বল, আত্মাতে প্রাণিমাত্রেরই তো প্রীতি আছে, এবং স্ত্রী-পুত্রাদিতে যে অনুরাগ করে তাহাও আত্মপ্রীত্যর্থ। তবে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীতে প্রভেদ কি? তজ্জন্যই ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞানিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দেখাইয়া জ্ঞানীর তাহাতে অনাবশ্যকতা দেখাইতেছেন। অজ্ঞানিগণ মনোবিলাসের দ্রব্য ব্যতীত রতি, তৃপ্তি বা তুষ্টি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানিগণ অদ্বৈতবুদ্ধিতে একমাত্র আনন্দস্বরূপ আত্মাকেই বিদিত হইয়া তাঁহাতেই রমণ করিতে থাকেন—তাঁহাতেই শান্তি ও সন্তোষ লাভ করেন। যথা শ্রুতি—

"আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"। (খ)

যিনি আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মাতেই রতি করেন, সমস্ত ক্রিয়ার গতি ও সমাপ্তি

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—৩।৫।১ ও ৪।৪।২২ দ্রষ্টব্য। (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।৪।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

যাঁহার আত্মাতে, তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কর্ম্মানুষ্ঠানের কিছুমাত্র কারণ দেখা যাইতেছে না। যিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য, তাঁহার আবার কর্ম্মের প্রয়োজন কি? ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই জগতে) কৃতেন (কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা) তস্য (তাঁহার) কশ্চিৎ (কোনও) অর্থঃ (প্রয়োজন) ন এব (নাই), অকৃতেন চ (কর্ম্ম না করিলেও) কশ্চন (কোনও) [প্রত্যবায়] ন (নাই), সর্ব্বভূতেষু (সকল প্রাণীতে) অস্য (ইহার) কশ্চিৎ (কোন) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজনসম্বন্ধও) ন (নাই) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অথবা না করিলে জ্ঞানী ব্যক্তির পুণ্য বা প্রত্যবায় কিছুই হয় না। প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির কাহারও নিকট কোনও সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—নৈবেতি। নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণার্থঃ প্রয়োজনমস্তি। অস্তু তর্হ্যকৃতেনাকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোঽনর্থঃ। নাকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি। ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ। প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যপাশ্রয়ো ব্যপাশ্রয়ণমালম্বনম্। কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি। যেন তদর্থা ক্রিয়াঽনুষ্ঠেয়া স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি। ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি। নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ তথাপি—"তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুরি"তি (ক) শ্রুতের্ম্মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু ন কশ্চিদপ্যর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ। আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ। অর্থো মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতী"তি (খ)। চনেত্যবধারণার্থে। দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্যাভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব। যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদ্যুস্তদেষাং দেবানাং ন প্রিয়মিতি ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মারাম পুরুষ স্বর্গাদিরূপ অভ্যুদয়ের কামনা করেন না, সুতরাং পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার নিষ্প্রয়োজন। কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার অভীপ্সিত মুক্তি লব্ধ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—

(ক) বৃহদারণ্যক—১।৪।১০। (খ) বৃহদারণ্যক—১।৪।১০।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি ॥ (ক)

মোক্ষাধিকারী ব্রাহ্মণ পুণ্যকর্ম্ম বিরচিত স্বর্গাদিলোকের অনিত্যতা, সাতিশয়তা আদি দোষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে বীতরাগ হয়েন। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, ইহা শাস্ত্রে লিখিত আছে বটে, কিন্তু তাহা ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রতি লক্ষিত হয় নাই। কেননা, আত্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট কোনও সাহায্যের আশা করেন না। দেবতাগণ মোক্ষাকাঙ্ক্ষিগণের বিবিধ বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। এতাবৎ বিঘ্নবিনাশের জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু তাহাও জ্ঞানীদিগের জন্য নহে। কেননা, জ্ঞানলাভের পূর্ব্বেই এই সকল বিঘ্ন হইয়া থাকে। জ্ঞান লাভ করিলে এতাবতের আর প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানিগণ সাধনকালে সপ্ত জ্ঞানভূমিকা [শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনা ও তুর্য্যাবস্থা *] অতিক্রম করিয়া পূর্ণানন্দ স্বরূপে স্থিতি করিয়া থাকেন। সুতরাং এই বিনাশ ও অভ্যুদয় শূন্য অবস্থায় কর্ম্মে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। (১) সাধুসঙ্গে থাকিয়া মনুষ্য-জীবনের লক্ষ নির্ণয় পূর্ব্বক (২) আত্মানাত্ম বিচারের অনুকূল উপদেশ লাভ করিতে হয়, পরে সদ্‌গুরূপদিষ্ট সাধনাভ্যাস দ্বারা (৩) মানব তনুতা (সূক্ষ্মতা—রজস্তমঃশূন্যতা—নিশ্চলতা বা আত্মচৈতন্য-ধারণায় সামর্থ্য) বা চিত্তশুদ্ধি লাভ, ক্রমে (৪) সত্ত্বগুণাধিক্যবশতঃ বিবেকখ্যাতি বা অন্তঃকরণাদি হইতে পৃথক্‌-রূপে আত্মচৈতন্যের উপলব্ধি; অনন্তর (৫) অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপের বিকাশ, এবং সমাধি গাঢ়তর হইলে (৬) শরীর ও সংসারের অনস্তিত্বের নিশ্চয়তা, ও অবশেষে (৭) পরমাত্মস্বরূপে নিত্যস্থিতিরূপ তুর্য্যাবস্থা লাভ হয়। ইহাই সপ্তজ্ঞানভূমিকার সাধন। প্রথম তিনটী ভূমিকা জ্ঞানলাভের সাধন মধ্যে পরিগণিত, চতুর্থ ভূমিকায় আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এবং অপর তিন ভূমিকায় জীবন্মুক্তি সাধনার ফলরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [হইয়া] সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর); হি (যেহেতু) পুরুষঃ (লোক) অসক্তঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম্ম আচরন্ (কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ পদ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলে পুরুষ মুক্তি লাভ করে ॥ ১৯ ॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ—১।২।১২। * এতাবতের বিশেষ বিবরণ যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি প্রকরণ, ১৮৮ অধ্যায়, ৫।৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন ত্বমেতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বর্ত্তসে। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাদসক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। সততং সর্ব্বদা। কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়। অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তত্ত্বজ্ঞস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য তস্মাত্ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ—তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সমাচর। হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধি-জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানলাভ কর নাই, সুতরাং কর্ম্মের অধিকারী। বেদবিহিত কর্ম্মসকল নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তোমার আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভের পথ পরিষ্কার হইবে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। জনকাদয়ঃ (জনকাদি) [মহাত্মগণ] কর্ম্মণা এব হি (কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (জ্ঞান লাভ) আস্থিতাঃ (করিয়াছিলেন), [তোমারও] লোকসংগ্রহম্ এব অপি (লোক সংগ্রহেই) সংপশ্যন্ (দৃষ্টি রাখিয়া) কর্ত্তুম্ অর্হসি (কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। জনকাদি মহাত্মগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব তোমারও (তাঁহাদিগের ন্যায়) লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চ—কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব হি যস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তুমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ। কে? জনকাদয়ো জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ঃ। যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈবাসংন্যস্যৈব কর্ম্মসংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্তসম্যগ্দর্শনা জনকাদয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনত্বেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ম্।

অথ মন্যসে পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কৃতম্। তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি। তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মায়ত্তস্ত্বং লোক-সংগ্রহমেবাপি—লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহঃ—তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্‌জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহং স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনম্। ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি। অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজ-ধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেৎ। ইত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি। ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, জ্ঞানিগণের যেমন কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ আমার ন্যায় জ্ঞানলাভেচ্ছুগণেরও কর্ম্মের প্রয়োজন নাই; সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, রাজা জনক, অজাতশত্রু, অশ্বপতি, ভগীরথ আদি মহাত্মগণ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। তুমি তাঁহাদের পথ অনুসরণ কর। তুমি কর্ম্মের অধিকারী। আবার রাজসূয় আদি যজ্ঞসকল ক্ষত্রিয়েরাই অনুষ্ঠান করিবেন—ইহাও শাস্ত্রোক্ত। তুমি ক্ষত্রিয়, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমাকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। লোকসকলকে নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করার নাম "লোকসংগ্রহ"। এই লোকসংগ্রহার্থ তুমি ধর্ম্মরক্ষক রাজা—ক্ষত্রিয় হইয়া জনকাদির ন্যায় স্বধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মহারাজ জনক প্রভৃতি চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানলাভের পরও লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মরত থাকিলেও, উহাতে তাঁহাদের আসক্তি ছিল না। গৃহস্থাশ্রমে কর্ত্তব্য বলিয়াই তাঁহারা কর্ম্ম করিতেন, নতুবা জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রে সন্যাস গ্রহণের পরই গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে। জ্ঞানের উচ্চ ভূমিকায় অধিরূঢ় হইলে বিদ্বৎসন্ন্যাসে স্বতঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে। জনক রাজার উপদেষ্টা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তজ্জন্যই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকেও সন্ন্যাসধর্ম্মে স্বয়ং দীক্ষিত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ (অন্যান্য সাধারণ) তৎ তৎ এব (তত্তৎসমস্তেরই) [অনুসরণ করে]; সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং কুরুতে (প্রামাণিক মনে করেন) লোকঃ (অন্যান্য লোক) তৎ (তাহার) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

সাধারণ ব্যক্তিও তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠগণ যাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোকে তাহারই মর্য্যাদা করে। ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। লোকসংগ্রহঃ কিমর্থং কর্ত্তব্য ইতি? উচ্যতে—যদ্যদিতি। যদ্যৎ কর্ম্মাচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তত্তদেব কর্ম্মাচরতীতরো জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ স শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা লোকস্তদনুবর্ত্ততে। তদেব প্রমাণী করোতীতার্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তদাহ—যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মনুতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজা মহারাজাদি প্রধান পুরুষগণের আচরিত কর্ম্মই সাধারণ লোকের অনুকরণীয় হয়। শাস্ত্রীয় উপদেশাদির দিকে না তাকাইয়া প্রধান পুরুষদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার কারণ এই যে, রাজা মহারাজগণ বুদ্ধিমান্, বিদ্যাবান, ক্ষমতাবান্, এবং সর্ব্বদা বিদ্বন্মণ্ডলীপরিবৃত। অতএব তাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁহাদের কার্য্যে সন্দেহ করে না, এবং তাঁহারা যাহা প্রমাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাই যে শাস্ত্রের শেষ সমাধান, ইহাই তাহারা বিশ্বাস করে। হে অর্জ্জুন! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি একটী অন্যায় করিলেও সাধারণ লোকে তাহাই শ্রেয়ঃ বলিয়া সাধন করে। তুমি রাজা, তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্যান্য লোকেও তোমার দৃষ্টান্ত অনুসারে অনধিকারেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে। তুমি লোকের আদর্শস্থানীয় হও ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মে (আমার) কিঞ্চন (কিঞ্চিন্মাত্রও) কর্ত্তব্যং (করণীয়) নাস্তি (নাই), অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্তব্য) ন (নাই), [তথাপি] অহং (আমি) কর্ম্মণি (কর্ম্মানুষ্ঠানে) বর্ত্তে এব চ (ব্যাপৃতই রহিয়াছি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! ত্রিলোকমধ্যে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও কর্ত্তব্য কার্য্য নাই, কেননা, কোন দ্রব্যই আমার অপ্রাপ্ত ও অভীষ্টদায়ক নাই; কিন্তু তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়াই থাকি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি?—নেতি। হে পার্থ মে মম নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষ্বপি লোকেষু কিঞ্চন

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চিদপি। কস্মাৎ? নানবাপ্তমপ্রাপ্তম্। অবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ম্। তথাপি বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণ্যহম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ন মে ইতি ত্রিভিঃ। হে পার্থ মে কর্ত্তব্যং নাস্তি। যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষ্বনবাপ্তমপ্রাপ্তং সদবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি। তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্ত এব। কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের যে নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা ভগবান্ নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারাই বলিতেছেন। আমি জগতের একমাত্র স্বামী, সুতরাং আমার কোন বিষয়েরই অভাব নাই, আবশ্যকতাও নাই তথাপি আমি বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। আমি যদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করি, তবে সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য লোক কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িবে। "পার্থ" এই সম্বোধনবাক্যে নিজ পিতৃষ্বসৃপুত্র বলিয়া আত্মীয়তা জ্ঞাপন করিয়া ইহাই ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি আমারই আচরণের অনুসরণ কর ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!), যদি অহং জাতু (যদি আমি কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলস হইয়া) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) ন বর্ত্তেয় (প্রবৃত্ত না হই), [তাহা হইলে] মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্ত্ম হি (আমার অনুসৃত পথেরই) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) অনুবর্ত্তন্তে (অনুগমন করিবে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি আলস্যবর্জ্জিত হইয়া আমি শুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই, তবে কর্ম্মের অধিকারী মনুষ্যগণ সর্ব্বথা আমারই অনুগমন করিবে ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদীতি। যদি হি পুনরহং ন বর্ত্তেয় জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্। মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ। হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয় কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ম্। তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তে। অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি চ আমার কোনও কর্ম্মেরই প্রয়োজন নাই বটে, কিন্তু লোকে ভাবিবে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যখন কর্ম্মের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, তবে আমরা বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরি কেন? যাহা উপাদেয় ও উত্তম, ভগবান্ অবশ্য তাহাই করিতেছেন। অতএব আমরাও তাহাই করিব। এইরূপ আচরণে লোকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও বিপথগামী হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম্ম ন কুর্য্যাং (কর্ম্ম না করি), [তবে] ইমে (এই) লোকাঃ (লোকসমূহ) উৎসীদেয়ুঃ (উৎসন্ন হইয়া যাইবে); [তাহা হইলে আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা স্যাম্ (কারণ হইবে); চ (এবং) [আমি] ইমাঃ (এই) প্রজাঃ উপহন্যাম্ (লোকসমূহের বিনাশ করিব) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে সকল লোকই উৎসন্ন হইয়া যাইবে; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া প্রজা বিনষ্ট হইবে, এবং আমি তৎসমস্তের কারণ হইয়া উঠিব ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চ কো দোষ ইতি? আহ—উৎসীদেয়ুরিতি উৎসীদেয়ুর্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্ব্বে লোকাঃ। লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ। ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাম্। তেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ। প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং কুর্য্যামিতি মমেশ্বরস্যানুরূপমাপদ্যেত ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ম্। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমার কর্ম্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লোকসকল ক্রিয়াহীন হইলে জগতে যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট হইবে। সঙ্গে সঙ্গে লোকসকলও ভ্রষ্ট হইতে থাকিবে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে। অতএব আমি জগৎরক্ষাকর্ত্তা হইয়া কিরূপে সর্ব্বলোকের হানিকারক হইব? অথবা হে অর্জ্জুন। তুমি যদি লোকসংগ্রহার্থও কর্ম্ম না কর, শ্রেষ্ঠদিগের আচরিত কর্ম্মের তো অনুসরণ করিবে? আমি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও যখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি, তখন ইহার অনুগমন করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবদবতার হইয়াও শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থাশ্রমোচিত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতেন, এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে যুদ্ধও করিতে হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞান পুরুষগণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সক্তাঃ (আসক্ত হইয়া) যথা (যেরূপ) কুর্ব্বন্তি (অনুষ্ঠান করে), বিদ্বান্ (বিদ্বান্ পুরুষ) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [হইয়া] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (লোকরক্ষার ইচ্ছায়) তথা (সেইরূপ) কুর্য্যাৎ (অনুষ্ঠান করিবেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! অজ্ঞানী পুরুষগণ যেমন আসক্ত চিত্তে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, লোক-শিক্ষার ইচ্ছায় বিদ্বান্ পুরুষও অনাসক্ত চিত্তে সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা। তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহ এব কর্ত্তব্য ইত্যাহ—সক্তা ইতি। সক্তাঃ কর্ম্মণি—অস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি। কেচিদবিদ্বাংসঃ। যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বানাত্মবিত্তথা তদ্বদসক্তঃ সন্। কিমর্থং তদ্বৎ করোতি? তচ্ছৃণু—চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অকর্ত্তা এবং অনাসক্ত হইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু আমার [অর্জ্জুনের] ন্যায় একজন মনুষ্য লোকসংগ্রহার্থ কার্য্য করিতে গিয়া "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অভিমানের বশবর্ত্তী হইবার সম্ভাবনা। পাছে অর্জ্জুন এইরূপ আশঙ্কা করেন তৎপরিহারার্থ ভগবান্ কহিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত অজ্ঞানী পুরুষ অভিমানী ও স্বর্গকামী হইয়া যেরূপ যাগযজ্ঞাদি করে, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থ তত্তাবতের অনুষ্ঠান কর। "ভা" শব্দের অর্থ জ্ঞান, "রত" আসক্ত। জ্ঞানমার্গে যাঁহার ঐকান্তিকী প্রীতি, তিনি "ভারত" বলিয়া আখ্যাত হয়েন। অর্জ্জুনকে "ভারত" পদদ্বারা সম্বোধনপূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে ঈদৃশ কার্য্যের উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন। তুমি জ্ঞানেচ্ছু, অতএব এরূপ নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা, তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ * সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্মসঙ্গিনাম্ (কর্ম্মে আসক্ত) অজ্ঞানাং (অজ্ঞানিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (জন্মাইবে না), [এবং] বিদ্বান্ (তত্ত্ববিৎ) যুক্তঃ (অবহিত হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া) যোজয়েৎ (তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন)॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ। বিদ্বান্ পুরুষ কর্ম্মপরায়ণ অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের কখনও বুদ্ধিভেদ করিবেন না। এবং তিনি স্বয়ং আদর পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে নিযুক্ত রাখিবেন॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্মমাত্মবিদো ন কর্ত্তব্যমস্তি। অন্যস্য বা লোকসংগ্রহং মুক্ত্বা। ততস্তস্যাত্মবিদ ইদমুপদিশ্যতে—নেতি। বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধিভেদঃ। ময়েদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যং চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিশ্চয়রূপায় বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদঃ। তং ন জনয়েন্নোৎপাদয়েৎ। অজ্ঞানামবিবেকিনাম্। কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যাসক্তানামাসঙ্গবতাম্। কিং নু কুর্য্যাৎ? যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ম্। তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তোঽভিযুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কৃপায় তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তম্। নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামত এব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ। কর্ম্মণঃ সকাশাদ্‌বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথম্? যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্। বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তেজ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি মনে কর, লোকসংগ্রহার্থ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিলে ক্ষতি কি? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন যে, ফলকামনার আশায় যাহারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ অর্থাৎ তুমি [আত্মা] অকর্ত্তা, অভোক্তা ইত্যাদি শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন বিচালিত করিবে না। কেননা, কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা যাহাদিগের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, এইরূপ উপদেশ দ্বারা সেই মলিনচিত্তগণ কর্ম্ম ও জ্ঞান, উভয় পথ হইতেই ভ্রষ্ট হয়। তাহাতে তাহারা ভোগ ও মোক্ষ উভয় হইতেই বঞ্চিত হয়।

"অজ্ঞস্যাদ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ॥"

* জোষয়েদিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অশুদ্ধচিত্ত, বিষয়াসক্ত, কর্ম্মের অধিকারী, অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিই অজ্ঞানী পুরুষ। তাহাকে যে বিদ্বান্ ব্যক্তি "তুমি, আমি এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ"—এই উপদেশ দান করেন, তিনি ঐ অজ্ঞানী পুরুষকে মহারৌরব নরকে নিপাতিত করেন। অতএব এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অজ্ঞানী পুরুষকে কর্ম্মেই প্রবর্ত্তিত রাখিবে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণরাশি দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ক্রিয়মাণানি (সম্পন্ন হইতেছে), [কিন্তু] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা পুরুষ) অহং কর্ত্তা (আমি কর্ত্তা) ইতি (ইহা) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে, আমিই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অবিদ্বানজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইতি? আহ—প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা। তস্যাঃ প্রকৃতেগুণৈর্বিকারৈঃ কার্য্যকরণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা—কার্য্য-করণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারঃ। তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ় আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্য্য-করণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমান্যবিদ্যয়া কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎকর্ম্মণামহং কর্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষঃ? ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্ব্বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুণৈঃ প্রকৃতি-কার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি। তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ—অহঙ্কারেতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিম্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি বল, জ্ঞানিগণও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের সহিত অজ্ঞানিদিগের প্রভেদ রহিল কি? তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন যে, অনাদ্যা মায়ার (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আদি গুণসকলের) দ্বারাই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই মায়াপ্রকৃতির বিকারস্বরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণাদি কার্য্যকারণরূপ গুণ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং প্রকৃতির গুণরাশিই লৌকিক ও বৈদিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। নিঃসঙ্গ আত্মা কোন কার্য্যই করেন না। তথাচ বাহ্যকারণসংঘাতে আত্মবুদ্ধি-রূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমোহিত হইয়া মোহান্ধগণ আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির গুণ ভিন্ন ক্রিয়ানুষ্ঠানে সামর্থ্য কাহারও নাই। আত্মা নিষ্ক্রিয় ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ কর্ম্ম বিভাগের) তত্ত্ববিৎ (যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ) গুণাঃ (গুণসমূহ) গুণেষু (গুণসমূহে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে) ইতি (এই রূপ) মত্বা (জানিয়া) ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না)॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ বিদ্বান্ পুরুষ, প্রকৃতির গুণরাশি ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা রূপ-রসাদি কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। আত্মা নিঃসঙ্গ—এইরূপ জানিয়া তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়েন॥ ২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনর্ম্মন্যতে বিদ্বান্? আহ—তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো। কস্য তত্ত্ববিৎ? গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ। গুণাঃ করণাত্মকাঃ। গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে। নাত্মা। ইতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি॥ ২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিদ্বাংস্তু ন তথা মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। মাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ। ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বর্ত্তন্তে। নাহমিতি মত্বা॥ ২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। "অহম্" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কারের নাম গুণ। "মম" অভিমানের বিষয়রূপ দেহ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের ব্যাপারের নাম কর্ম্ম। এবং যাহা সর্ব্ব জড়বিকারের প্রকাশক হইয়াও তাহা হইতে পৃথক্, তাহার নাম বিভাগ। তিনিই স্বপ্রকাশক, জ্ঞানরূপ, নিঃসঙ্গ আত্মা। এই প্রকৃতি এবং চেতন তত্ত্বের জ্ঞাতা বিদ্বান্ পুরুষগণ ইহা বিদিত আছেন যে, প্রকৃতির গুণ-বিকাররূপ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা রূপাদি প্রতিভাসিত করে। নির্ব্বিকার আত্মা তত্তাবৎ ব্যাপারে লিপ্ত নহেন। আত্মা শ্রবণ করেন না দর্শন করেন না। তিনি কূটস্থ চৈতন্যরূপে তুষ্ণীম্ভাবে স্থিতি করেন। বিদ্বান্ পুরুষগণ এইরূপ বিদিত থাকিয়া "অহং" "মম" আদি অভিমানের বশীভূত হয়েন না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহাবাহু অর্থাৎ আজানুলম্বিতবাহু, সামুদ্রিক মতে শ্রেষ্ঠ পুরুষের এই লক্ষণের উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত করিলেন যে, তুমি অবিবেকীদিগের ন্যায় কার্য্য করিও না, অর্থাৎ অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাক॥ ২৮॥

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণে বিমোহিত পুরুষগণ) গুণকর্ম্মসু (গুণ ও তজ্জনিত কর্ম্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান অকৃৎস্নবিদঃ (সেই অল্পজ্ঞ) মন্দান (মন্দবুদ্ধিদিগকে) ন বিচালয়েৎ (বিচালিত করিবেন না) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল অজ্ঞানী জীব প্রকৃতির গুণে বিমোহিত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আসক্ত, আত্মবেত্তা বিদ্বান্ ব্যক্তি শুভকর্ম্ম হইতে তাহাদিগের শ্রদ্ধা বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতেরিতি। যে পুনঃ প্রকৃতেগুর্ণৈঃ সম্যগ্‌মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি। তান কর্ম্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান মন্দপ্রজ্ঞান কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ। বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনম্। তৎ ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন বুদ্ধিভেদমিত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। যে প্রকৃতেগুর্ণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তঃ। গুণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে। তানকৃৎস্নবিদো মন্দান মন্দমতীন কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যতক্ষণ পর্যান্ত প্রকৃতির বিকাররূপ গুণরাশিতে সত্যতার ভ্রম থাকে, ততক্ষণ স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের ক্রমশঃ নির্ম্মল বিকাশ ও আত্মার স্ফুরণ হইয়া থাকে। এইজন্য যতদিন আত্মজ্ঞানের উদয় না হয় ততদিন বিদ্বানগণ সেই অনাত্মবেত্তাদিগকে কর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দিবেন না। শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেই জ্ঞানের উদয় আপনিই হইয়া থাকে। যাহা জানিলে তাহা ভিন্ন অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না। এবং যাহা না জানিলেও অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম "অকৃৎস্ন"। যেমন তোমার, ঘটজ্ঞান থাকিতে পারে, কিন্তু পটজ্ঞান নাও থাকিতে পারে; কিন্তু ঘটজ্ঞান যদি নাও থাকে, তাহাতে পটজ্ঞানের বাধা হয় না। যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে সকল বস্তুই জানা যায়, এবং যাহা না জানিলে কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না, তাহার নাম "কৃৎস্ন"। এক অদ্বিতীয় আত্মার তত্ত্ব জানিলে সমস্ত অনাত্মপদার্থেরই তত্ত্ব জানা যায়। আবার আত্মাকে না জানিতে পারিলে কোন পদার্থেরই স্বরূপ জ্ঞানোদয় হয় না। এইজন্য আত্মা "কৃৎস্ন" বলিয়া কথিত হয়েন।

"মৈত্রেয়াত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।" (ক) শ্রুতি।

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২।৪।৫।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

হে মৈত্রেয়ি। অধিষ্ঠানরূপ আত্মার দর্শন দ্বারা, শ্রবণ দ্বারা, মনন দ্বারা, ও বিজ্ঞান দ্বারা অনাত্ম সমস্ত জগৎই জ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] সর্ব্বাণি (সকল) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (বিবেকবুদ্ধির দ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ বিগতজ্বরঃ চ ভূত্বা (এবং মমতা ও শোকশূন্য হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি বিবেকবুদ্ধি দ্বারা কর্ম্মরাশি আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক কামনা মমতা ও শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি ? উচ্যতে—ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা—অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা। কিঞ্চ নিরাশীস্ত্যক্তাশীঃ। নির্ম্মমঃ—মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বম। নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব। বিগতজ্বরো বিগতসন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম। ত্বং তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ। অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য। অধ্যাত্মচেতসা—অন্তর্য্যাম্যধীনোহহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা। নিরাশীর্নিষ্কামঃ। অত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা। বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা। যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথম অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর কর্ম্মের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী কর্ত্তৃত্বাভিমান পূর্ব্বক এবং জ্ঞানী নিরভিমান হইয়া কর্ম্ম করে। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদও ভগবান দেখাইয়াছেন। এক্ষণে অজ্ঞানীদিগকে মুমুক্ষু ও মোক্ষেচ্ছাবৰ্জ্জিত এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অমুমুক্ষু হইতে মমুক্ষুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে মুমুক্ষু অজ্ঞানীর মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বজগন্নিয়ন্তা বাসুদেবরূপ আমাতে সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা সমর্পণ কর। আত্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রের নাম আধ্যাত্মশাস্ত্র। তত্তৎ শাস্ত্রার্থবিচারতৎপর চিত্তের নাম অধ্যাত্মচেতঃ। এতদ্দ্বারা আত্মানাত্মজ্ঞানের উদয় হয়। অধ্যাত্মভাবে অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা নহি, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের অধীন থাকিয়া ভৃত্যবৎ কার্য্য করিতেছি, সমস্ত কর্ম্মই তাঁহারই জন্য সম্পাদিত হইতেছে" এইভাব পুত্রদারাদিতে মমতাভিমানবিহীন এবং শোকাদিরূপ জ্বরবর্জ্জিত হইয়া তুমি স্বধর্ম্ম কার্য্যে অর্থাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ঔষধ তিক্ত কষায় যেমনই হউক, আরোগ্যের নিমিত্ত তাহা যেমন চিকিৎসকের উপদেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেবন করা রোগীর কর্ত্তব্য, সেইরূপ সংসারাসক্তি নিবৃত্তির জন্য গৃহস্থ-জীবনে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা শ্রুতিসিদ্ধ মোক্ষলাভার্থ রজস্তমোগুণের ক্ষয় জন্য প্রত্যেকের স্বভাবানুকূল যে যে কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বৈরাগ্যোদয় এবং নিবৃত্তি-লাভের বাসনা বলবতী হইবে, তখনই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়াও যাঁহারা শাস্ত্রাচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে থাকেন, সেই নিষিদ্ধমার্গগামীদিগের কখনও চিত্তশুদ্ধি বা বিবেকজাত বৈরাগ্য লাভ হইতে পারে না, তাহাদের ক্রমে অধোগতিই হয়। সংসারে তীব্র আসক্তি সত্ত্বেও কোনও কোনও বিষয়ে বৈরাগ্য হইলেও শাস্ত্রানুসারে নিষ্কামভাবে আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে থাকিলে ক্রমে প্রবৃত্তিজাত সকল কার্য্যেই দুঃখরূপতা অনুভব হইতে থাকিবে, তখনই নিবৃত্তিমার্গ-গমনে—সন্ন্যাস-গ্রহণে অধিকার হইবে, অন্যথা সন্ন্যাসী হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। যাঁহার ভোগপিপাসা আছে অথচ অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি নাই, অথবা যাঁহার মাংসাহারে রুচি আছে কিন্তু পশু-হননে ক্লেশ হয়, তাঁহাদের বিবেকজাত প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই। তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় বিধিতে সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক দানাদি দ্বারা ত্যাগ শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের ভোগ-পিপাসা ও মাংসাহারের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ সংযত করিবার নিমিত্তই শাস্ত্রে যজ্ঞার্থ বৈধহিংসা করিবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যে মানবাঃ (যে মনুষ্যেরা) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়াবর্জ্জিত) [হইয়া] মে (আমার) ইদং (এই) মতং (মতের) নিত্যং (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরণ করে), তে অপি (তাহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহ কর্ত্তৃক) মুচ্যন্তে (মুক্ত হয়) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াবর্জ্জিত হইয়া আমার এই মতের অনুগমন করে, তাহারাও কর্ম্মজাল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তত্তথা—যে মে ইতি। যে মে মদীয়মিদং মতং নিত্যমনুতিষ্ঠন্ত্যনুবর্ত্তন্তে। মানবাঃ মনুষ্যাঃ। শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ। অনসূয়ন্তঃ—অসূয়াং চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তঃ। মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবম্ভূতাঃ। কর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে ম ইতি। মন্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তঃ—দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি—দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগজ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ঈশ্বরে ফলার্পণ পূর্ব্বক বেদবিহিত শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই আমার মত। ইহা অনাদি পরম্পরাসিদ্ধ নিত্য। আমাকে বলপূর্ব্বক কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছেন ইহা না ভাবিয়া যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং জ্ঞানের উদয় হইয়া পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, এবং জ্ঞানরূপ অগ্নিদাহে সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায়। যে প্রারব্ধকর্ম্মে এই শরীর গঠিত হইয়াছে তাহাও ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হইয়া যায়।

অস্য পুত্রা দায়মুপযান্তি। সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং। দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্ ॥" শ্রুতি।

জ্ঞানবান পুরুষের ধনাদি যাহা থাকে, তাহা পুত্র ও শিষ্যাদিতে লইয়া যায়। তৎকর্ত্তৃক নিঃস্পৃহভাবে যে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার ফল তাঁহার সেবক ভক্তগণ গ্রহণ করে। এবং যে পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল তাঁহার নিন্দাকারী দুষ্টগণ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়াও নিষ্ক্রিয় ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। যে তু (আর, যাহারা) মে (আমার) এতৎ (এই) মতম্ অভ্যসূয়ন্তঃ (মতের নিন্দা করিয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরন না করে) তান (তাহাদিগকে) অচেতসঃ (অজ্ঞানী) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান (সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়) নষ্টান (পুরুষার্থভ্রষ্ট) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে সকল ব্যক্তি অসূয়াপরবশ হইয়া আমার পূর্ব্বোক্ত মতের অনুসরণ না করে তাহাদিগকে দুর্ব্বুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় ও পুরুষার্থভ্রষ্ট বলিয়া জানিও ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতা এতন্মে মম মতমভ্যসূয়ন্তো নিন্দন্তো নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াস্তে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান বিদ্ধি জানীহি। নষ্টান নাশং গতান। অচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো বিদ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান। অত এব সর্ব্বস্মিন কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা গুরুশাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ও অসূয়াপরবশ

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

চিত্তে কর্ম্মরাশির অনুষ্ঠান না করে, তাহারা প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রয়োজন বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। ভগবদ্‌বাক্যের অবহেলন বশতঃ সমস্ত পুরুষার্থের হানি হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। নিষ্কামভাবে শাস্ত্রানুমোদিত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সুতরাং অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি অনুমান, আগমাদি প্রমাণ সাপেক্ষ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত-সমূহ ধারণা করিতে পারে না, এবং অশুদ্ধ চিত্তে প্রমেয় (প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চয়যোগ্য) আত্মারও কোন জ্ঞান হয় না। আত্মোপলব্ধিই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র প্রয়োজন তাহাও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বুঝিতে না পারিয়া 'ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট' হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ (নিজ) প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য্য করেন), [সুতরাং] ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির বশীভূত হয়), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ প্রকৃতির অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। যখন সকল প্রাণীই প্রকৃতির বশীভূত, তখন আমার শাসন তাহাদিগকে কি করিতে পারে? (কেননা, স্বভাবই বলবান্) ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তঃ পরধর্ম্মাননুতিষ্ঠন্তি? স্বধর্ম্মং চ নানুবর্ত্তন্তে? ত্বৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি ত্বচ্ছাসনাতিক্রমদোষাৎ? তত্রাহ—সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপম্। চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি। কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ। প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ। সা প্রকৃতিঃ। তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে। কিঃ পুনর্মূর্খঃ? তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্ত্যনুগচ্ছন্তি ভূতানি। নিগ্রহো নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি? মম চান্যস্য বা ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজবিধি না মানিলে দণ্ডিত হইতে হয়, সকল লোকের মনে এই আশঙ্কা আছে। তথাচ তাহারা বিধিবিগর্হিত কার্য্য করে। ভগবানের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলে মহাসঙ্কটে পড়িতে হয়; ইহা জানিয়াও লোকে কেন ভগবদ্ভাবোধ অনুসরণ করে না? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিরসনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও ইচ্ছাদির যে সংস্কার তাহা বর্ত্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়, এবং এই অভিব্যক্ত সংস্কারের নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অতীব প্রবলা, জ্ঞানিপুরুষগণও এই প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারে না। পানভোজনাদি প্রাকৃতিক ব্যবহার কালে পশু, পক্ষী ও বিদ্বান্ পুরুষ একই প্রকৃতির বশীভূত হইয়া থাকে। গুণদোষাদির তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিরই বশীভূত হইয়া কার্য্য করেন। এই প্রকৃতি অবিবেকিগণকে পুরুষার্থভ্রষ্ট করিতেছে দেখিয়াও লোকে তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির এমনই প্রবল প্রেরণা যে, জীব কুকর্ম্ম করিয়া উৎকট দণ্ড পাইবে, ইহা জানিয়াও তাহা ছাড়িতে চায় না। ইহাতে রাজদণ্ডের ন্যায় তাহারা ভগবদাজ্ঞায় ভয় করিবে কোথা হইতে? ॥ ৩৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। এতৎ শ্লোকে প্রকৃতির প্রবল প্রাদুর্ভাব বর্ণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি কর্ত্তৃক অন্তঃকরণাদি নিয়মিত হইলেও অচেতন প্রকৃতির অন্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য পুরুষের প্রভাব অপ্রতিহত। জন্মে জন্মে নানা ক্লেশ পাইয়া প্রবৃত্তিজাত প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইতে থাকিলেই পুরুষের প্রভাব লক্ষিত হয়। তখনই আত্মজ্ঞানের জন্য পুরুষার্থ হইয়া থাকে। যাহাদের সহজে সৎপ্রবৃত্তি হয় না, তাহাদের জীবনে নানা ক্লেশভোগ অনিবার্য্য। প্রবৃত্তির পথ ক্লেশকর বোধ হইলেই নিবৃত্তির দিকে মনোবেগ বৰ্দ্ধিত হয়। সৎসঙ্গ বা শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে যাহাদের সুযোগ হয় না বা তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাদের জীবনে পুরুষার্থ-প্রকাশ তীব্রাতিতীব্র ক্লেশসাপেক্ষ। কুপথ্য-সেবন পীড়াদায়ক জানিয়াও অজ্ঞ রোগী লোভ সংবরণ করিতে পারে না, কিন্তু, রোগের অসহ্য যন্ত্রণা কুপথ্য সেবারই ফল বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহা স্বতঃই ত্যাগ করিতে যত্নবান্ হয়। এইরূপে গুরুশাস্ত্রোপদেশে কার্য্য করিলেই পুরুষার্থ সাধিত হয়, ইহাই পর শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (সকল ইন্দ্রিয়ের) অর্থে (বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (নির্দ্দিষ্ট আছে), তয়োঃ (সেই উভয়ের) বশং (বশীভূততা) ন আগচ্ছেৎ (প্রাপ্ত হইবে না), হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (জীবের) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয় ভেদে অনুরাগ ও বিদ্বেষ আছে, এ উভয়ই জীবের পরম শত্রু। অতএব কদাচ উহাদের বশীভূত হওয়া কর্তব্য নহে ॥। ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি সর্ব্বো জন্তুরাত্মনঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে। ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি। ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে—ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে। ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোঽনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যংভাবিনৌ। তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য চ বিষয় উচ্যতে। শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্তঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ। যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষ-পুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা তদা স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানং চ ভবতি। যদা পুনা রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি। ন প্রকৃতিবশঃ। তস্মাত্তয়ো রাগদ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ। যতস্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিব পথীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্। অর্থে স্বস্ববিষয়েঽনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাববশ্যংভাবিনৌ। ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ। তথাপি তয়োর্ব্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ- বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানর্থহেতৌ পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি। শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি। ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবৃত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা, ঘ্রাণ এবং বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ, পায়ু—এই দশ ইন্দ্রিয়ের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বচন, আদান, গমন, আনন্দ ও মলত্যাগ দশটী বিষয় বলিয়া কথিত হয়। এই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়গণের প্রকৃতির অনুকূল। যদি কদাচিৎ তত্তাবৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধও হয়, তথাচ জীবগণের তাহাতেই অনুরাগ থাকে। আবার যদি কোন বিষয় ইন্দ্রিয়প্রকৃতির বিরুদ্ধ হয়, শাস্ত্রবিহিত হইলেও জীবের তাহাতে বিদ্বেষ-বুদ্ধিরই উদয় হয়। রাগ ও দ্বেষ—এই উভয়ই পরিহার করা মানুষের কর্তব্য। পরস্ত্রীগমনে মহাপাপ এবং অনিষ্ট হয় জানিয়াও ইন্দ্রিয়সুখসাধক বলিয়া উহাতে অনুরাগ জন্মে। এই অনুরাগই পরনারীগমনে প্রবৃত্তি দেয়। আবার সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম স্বর্গফলাদিপ্রদ হইলেও ইন্দ্রিয়সুখসাধক নয় বলিয়া উহাতে বিদ্বেষ বা বিরাগ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ের রাগ ও দ্বেষ—এই দুই বৃত্তির উপশম করিতে পারিলেই জীব যথাবৎ নিজ কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

তখন শাস্ত্রবিহিত উপদেশের মর্য্যাদা লংঘন করে না। তখন আপনা আপনিই পরদারাভিগমনে নিবৃত্তি ও সন্ধ্যাবন্দনাদিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রবিচারজনিত জ্ঞানপ্রভাবে ক্রমশঃ স্বাভাবিক রাগ ও দ্বেষের শান্তি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত এই স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষ বিদ্যমান থাকিবে, সে পর্য্যন্ত মুমুক্ষুর সাধু অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। এই রাগদ্বেষরূপ বিষম দস্যুটিই জীবকে বহুবিঘ্নবিড়ম্বিত করে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি রাগ-দ্বেষকে অবশ্যই বিদূরিত করিবেন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (অঙ্গহীন) স্বধর্ম্মঃ (স্বধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (স্বধর্ম্ম-পালনে) নিধনং (নিধন) শ্রেয়ঃ (কল্যাণকর), পরধর্ম্মঃ (পরধর্ম্ম) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ-অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম-অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল। স্বধর্ম্ম-পালনে দেহান্ত হইলেও কল্যাণলাভ হয় ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা—পরধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি। তদসৎ—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্মঃ স্বকীয়ো ধর্ম্মো বিগুণোঽপ্যনুষ্ঠীয়মানঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি। স্বধর্ম্মে স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ। কস্মাৎ? পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ। নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসংপূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ। পরধর্ম্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্যের সাধারণ প্রকৃতি রাগদ্বেষাদিযুক্ত। যুদ্ধ করিলে মনের এই হীন প্রবৃত্তিগুলিই অধিক উত্তেজিত হইবে। যদি কর্ম্মের দ্বারাই প্রকৃতি শুদ্ধ করিতে হয়, তবে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক অহিংসামূলক ভিক্ষায় ভোজন আদি কর্ম্মের দ্বারা জীবনাতিবাহন করা ভাল। অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি বর্ণ ও

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

পুরুষঃ (মনুষ্য) অনিচ্ছন্নপি (ইচ্ছা না করিলেও) বলাৎ ইব (যেন বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ (নিযুক্ত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ পাপাচরণে ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপে প্রেরণা করে? ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্যপ্যনর্থমূলং ধ্যায়তো বিষয়ান্—রাগদ্বেষৌ পরিপন্থিনাবিতি চোক্তম্। বিক্ষিপ্তমনবধারিতং চ যদুক্তং তৎ সংক্ষিপ্তং নিশ্চিতং চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ। জ্ঞাতে হি তস্মিংস্তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি—অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন প্রযুক্তঃ সন্—রাজ্ঞেব ভৃত্যঃ—অয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত। বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিত্যুক্তম্। তদেতদশক্যং মন্যানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। বৃষ্ণেবংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ। হে বার্ষ্ণেয়। অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরদারাভিগমন আদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম অথবা শত্রুনাশার্থ শ্যেন যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম নিন্দিত, এবং হে ভগবন্! তুমি যেরূপ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলে তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা জানিয়াও মনুষ্য শ্রেষ্ঠকার্য্য ছাড়িয়া ইচ্ছা না থাকিলেও কেন নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়? মনুষ্যকে স্ব-তন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না। স্ব-তন্ত্র হইলেই মনুষ্য ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিত। তোমার আজ্ঞাপালনে ইচ্ছাসত্ত্বেও আমার তাহাতে প্রবৃত্তি হইতেছে না কেন? কোন্ অদৃশ্য হেতু বলাৎকার পূর্ব্বক আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে প্রবৃত্তি দিতেছে? ইহা তুমি ব্যাখ্যা কর। আমিও বৃষ্ণিকুলে* জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই কুলের কুলপাবন দেবতা। অতএব আমার সংশয় ভঞ্জন কর ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অতিশয় উগ্র) এষঃ (এই) কামঃ

* অর্জ্জুনের মাতা কুন্তী বৃষ্ণিবংশপ্রসূতা; এখানে অর্জ্জুনের মাতৃকুল গ্রহণ করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে।

(কাম), এষঃ ক্রোধঃ (ইহাই ক্রোধরূপে পরিণত হয়) ; ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (ইহাকে) বৈরিণং (শত্রু) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, এই কামই ক্রোধস্বরূপ ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন। ইহা দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র। এই কামকেই বিষম বৈরী জানিবে॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি। শ্রীভগবানুবাচ। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা (ক)॥ ঐশ্বর্য্যাদিষট্‌কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবদ্ধত্বেন সামস্ত্যেন চ বর্ত্ততে। উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি (খ)॥ উৎপত্ত্যাদি-বিষয়ং চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি। কাম ইতি। কাম এষ সর্ব্বলোকশত্রুঃ। যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্। স এষঃ কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতে। অত ক্রোধোঽপ্যেষ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজশ্চ তদ্‌গুণশ্চেতি রজোগুণঃ। স সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবঃ। রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ। কামো হ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। তৃষ্ণয়া হ্যহঙ্কারিত ইতি দুঃখিতানাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ শ্রূয়তে। মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনঃ। অতএব মহাপাপ্মা। কামেন হি প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং করোতি। অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব। ননু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্ত ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থ ইত্যত্র। সত্যম্। নাসৌ ততঃ পৃথক্। কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষঃ। কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে। পূর্ব্বং পৃথক্তে্নোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা। অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি। অয়ং চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব। যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনঃ। মহদশনং যস্য সঃ। দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যঃ। যতো মহাপাপ্মাত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামই সকল কার্য্যের প্রবর্ত্তক। কামের দ্বারাই প্রাণীর বিষম অনর্থপাত হইয়া থাকে। যদি বল কামের ন্যায় ক্রোধও অনর্থকারী। তাহাতেই ভগবান্ বলিতেছেন, কামই ক্রোধের রূপ ধারণ করে। জীব যে বস্তুর কামনা করে তাহা প্রাপ্তির বিঘ্ন হইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। এই কামের নিবৃত্তি হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। দুঃখরাশি রজোগুণ হইতে উৎপত্তি হয়। কাম রজোগুণজ, সুতরাং দুঃখদায়ী। সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাম আপনিই বিনষ্ট হইয়া

(ক) বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৪ (খ) বিষ্ণুপুরাণ—৬।৫।৭৮

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যায়। নিবৃত্তি ব্যতীত কামরূপ বৈরিনিপাতের উপায়ান্তর নাই। কাম অপরিমিতভোজী (মহাশন)। যথেষ্ট ভোগ্য বস্তু পাইলেও উহার পূর্তি বা তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥" (ক)

ভোগের দ্বারা কামের শান্তি হয় না। ঘৃত-কাষ্ঠাদি দ্বারা যেমন অগ্নি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বহু পদার্থ ভোগে কামও সেইরূপ বর্দ্ধিত হয়। যদি পৃথিবীর সমস্ত ব্রীহি-যবাদি অন্ন, সুবর্ণাদি ধন, গো-অশ্বাদি পশু, পরমসুন্দরী স্ত্রী আদি ভোগ্য পদার্থ কামী ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার তৃপ্তি লাভ হয় না। তবে অল্পভোগে কিরূপে শান্তি হইবে? এতদ্‌বিচার পূর্ব্বক কামনা পরিত্যাগ করিবে। কামই তাবৎ দুঃখকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত হয়), যথা (যেমন) আদর্শ (দর্পণ) মলিন (ময়লার দ্বারা) [আবৃত হয়], যথা (যেমন) উল্বেন (জরায়ু দ্বারা) গর্ভঃ আবৃতঃ (গর্ভ আবৃত থাকে), তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামের দ্বারা) ইদম (এই জ্ঞান) আবৃতম (আবৃত হয়) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন ধূম অগ্নিকে, ও ময়লারূপ মল দর্পণকে আবৃত করে এবং যেমন জরায়ুচর্ম্ম গর্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ কাম জ্ঞানকে আবৃত করে ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং বৈরীতি? দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি—ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকোঽপ্রকাশাত্মকেন। যথা বাদর্শো মলেন চ। যথোল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভঃ। তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে। যথা চাদর্শো মলেনাগন্তুকেন। যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতঃ। তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের দ্বারা আবৃত। এই অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত কাম কারণের বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল হইতেও স্থূলতর হইয়া

(ক) মনু—২।৯৪; মহাভারত, আদিপর্ব—৭৫ অঃ ৫০—৫১, এবং বিষ্ণুপুরাণ—৪।১০।৮-১০।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

উঠে। ধূম যেমন অগ্নিকে মলিন করে, ধূলি যেমন দর্পণের স্বচ্ছতার হানি করে, জরায়ু যেমন জীবের স্বরূপ দেখিতে দেয় না, সেইরূপ কাম প্রথমাবস্থায় জ্ঞানের তেজ মলিন করে, দ্বিতীয় অবস্থায় জ্ঞানের প্রতিভার হানি করে, তৃতীয় অবস্থায় জ্ঞানকে আদৌ প্রকাশিত হইতেই দেয় না। অতএব কামই জীবের প্রধান বৈরী ॥ ৩৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। কাম (কামনা) জয় করিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখের শান্তি হইয়া থাকে। রজোগুণাত্মক কামনা, বিচার-ধ্যান দ্বারাই নিবৃত্ত হয়। কামনার বশীভূত হইলে জীব জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে অসমর্থ হইয়া পড়ে, এবং ইহপরলোকে ক্লেশ ও জন্মমরণরূপ দুঃখ পুনঃ পুনঃ ভোগ করিতে বাধ্য হয়। কামের দোষ ও তজ্জনিত দুঃখ সর্ব্বদা স্মরণ থাকিলে কাহাকেও অনর্থক ক্লেশ পাইতে হয় না ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) কামরূপেণ (কামরূপ) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) অনলেন চ (অগ্নির দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত হইয়া থাকে) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলোপম কাম, জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিতি? উচ্যতে—আবৃতমিতি। আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা। জ্ঞানী হি জানাতি—অনেনাহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবেতি। অতো দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব। অতোঽসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী। ন তু মূর্খস্য। স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি—তৃষ্ণয়াহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি। ন পূর্ব্বমেব। অতো জ্ঞানিন এব নিত্যবৈরী। কিংরূপেণ? কামরূপেণ। কাম ইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কামরূপঃ। তেন। দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরঃ। তেন। অনলেনালমস্য নাস্ত্যলং পর্য্যাপ্তির্বিদ্যত ইত্যনলঃ। তেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানমেতেনাবৃতম্। অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব। পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে। জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ। আপূর্য্যমাণশ্চ শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম বিবেকশক্তিকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। কাম যদিচ অবিচারসিদ্ধ বহু সুখের হেতুস্বরূপ, তথাচ উহা পরিহার্য্য। অবিবেকগণ বিষয়ভোগকালে কামকে মিত্র বলিয়া জ্ঞান করে বটে, কিন্তু পরিণামে তজ্জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কামের এই পরিণামবিরস প্রকৃতি জানিয়া জ্ঞানিগণ তাহাকে নিত্যবৈরী মনে করিয়া থাকেন। কাম ইচ্ছা ও তৃষ্ণারূপে জীবগণকে শত্রুর ন্যায় সদাই উত্তেজিত করে। কাষ্ঠ-ঘৃতাদির আহুতি দ্বারা অগ্নি যেমন উত্তেজিতই হয়, নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ কামনা অশেষবিধ ভোগ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না (৩।৩৭ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য)। ভোগ-ত্যাগই কাম-নিবৃত্তির একমাত্র উপায় ॥ ৩৯ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে কাম-জয়ের উপায়—

সংকল্পানুদয়ে হেতুর্যথাভূতার্থদর্শনম্‌।
অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোঽস্য বিদ্যতে ॥ ৬৮

বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বোধ তাহা হইতে অনিষ্টপাতের চিন্তা—এই দুইটী জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে মনে কামসংকল্পের উদয় হইতে পারে না।

যথার্থদর্শনং বস্তুনানর্থস্যাপি চিন্তনম্‌।
সংকল্পস্যাপি কামস্য তদ্বধোপায় ঈর্য্যতে ॥

এই জন্য ভোগ্য বিষয়ে যথার্দৃষ্টি, এবং উহা হইতে অনর্থপাতের চিন্তা—এই উভয়ই বাসনা ও কামের বধোপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্‌ (আশ্রয়) উচ্যতে (কথিত হয়), এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (ইহাদিগের দ্বারা) জ্ঞানম্‌ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আবৃত করিয়া) দেহিনং (দেহাভিমানী জীবকে) বিমোহয়তি (মোহাভিভূত করে) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই তিনটী কামের অধিষ্ঠানভূমি। এতাবতের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্বস্য লোকস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ—জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত্তুং শক্যমিতি—ইন্দ্রিয়া-

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহিহ্যেনং * জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

গীতি ? ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমাশ্রয় উচ্যতে। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্ব্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেষ কামো জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সংকল্পনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্ব্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রূপরসাদির আশ্রয়স্বরূপ চক্ষুঃকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ, এবং সংকল্পস্বরূপ মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া কাম জ্ঞানকে আবৃত, এবং দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে মুগ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। হে ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!), তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশকারী) পাপ্মানং (পাপস্বরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহিহি (পরিত্যাগ কর) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ! তুমি প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্ব পাপের মূলভূত ও জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশকারী এই কামকে পরিত্যাগ কর ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য ভরতর্ষভ পাপ্মানং পাপাচারং কামং প্রজহিহি পরিত্যজ। এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্। জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ। বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবঃ। তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনো নাশকঃ। তং নাশনং প্রজহিহ্যাত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং—তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিং চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্। বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। তয়োর্নাশনম্। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজম্। বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্। "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ(ক) ॥৪১॥

---

* প্রজহি হ্যেনমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ। (ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।২১

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন পর্ব্বত, দুর্গ আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে থাকিলেই কাম স্বত এব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই মন বুদ্ধিও ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসে। কেননা, বাহ্যেন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে। "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহাশৌর্য্যবীর্য্যবৎ-কুলসম্ভূত বলিয়া রিপুদলনে উৎসাহিত করিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন পুরুষ সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে। শাস্ত্রোক্ত "বিজ্ঞান" শব্দে কেহ যেন অধুনাতন ব্যক্তিদিগের ন্যায় 'সায়েন্স' (Science) বুঝিবেন না। শাস্ত্রোপদেশ জনিত আত্মবোধের নাম "জ্ঞান", এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষজ্ঞানের নাম "বিজ্ঞান"। কামই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ বদ্ধ করিয়া প্রধানরূপে পাপরাশির সূচনা করিয়া থাকে। অতএব কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ড-দান ও বিনাশ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) [দেহাদি হইতে] পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (কহিয়া থাকেন), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ পরা (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরতঃ (অন্তরে) সঃ (তিনিই আত্মা) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন-অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আন্তর) তিনিই আত্মা ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহিহীত্যুক্তম্। তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ। দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকম্। তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা। তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্য আভ্যন্তরঃ। যং দেহিনমিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তী-ত্যুক্তম্—বুদ্ধেঃ পরতস্তু স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ। অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি। ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরম্। তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা। নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংকল্পস্য।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা। তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ব্যতীত শরীর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনের উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যচেষ্টা উৎপন্ন হয় না। আবার বুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন মনের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না কেননা, সঙ্কল্প নিশ্চয়াত্মক, এবং আত্মার সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধিরও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য এতাবতের ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" (ক) —পরমাত্মা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ॥ ৪২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ সংক্ষেপে এই শ্লোক মধ্যে আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত করিয়াছেন। স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংঘাতরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিত। ইহারা পর পর সূক্ষ্ম। মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়গ্রহণ-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরে স্থিত ও অহংবুদ্ধিতে একাগ্র হইলে যোগশাস্ত্রীয় সানন্দ ও সাস্মিতা সমাধি লাভ হইয়া থাকে। অবশেষে অন্তঃকরণ বাহ্য বা আন্তর বিষয় (চিন্তা) গ্রহণে নিরস্ত হইলে (অর্থাৎ তমঃ ও রজঃ গুণের ক্ষয়বশতঃ চিত্তশুদ্ধি হইলে) মন আত্মসংস্থ হয় (৬।২৫ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। তখনই বুদ্ধ্যাদির প্রেরক (চৈতন্যকারক) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো।) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (বুদ্ধির দ্বারা) আত্মানং (চিত্তকে) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জ্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

(ক) কঠোপনিষৎ—১।৩।১১।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন পর্ব্বত, দুর্গ আদি রাজাদিগের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদিও কামের প্রশস্ত আশ্রয়স্থান। ইন্দ্রিয়গুলি স্ববশে থাকিলেই কাম হত এব বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলেই মন বুদ্ধিও ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া আসে। কেননা, বাহ্যেন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারাই মন ও বুদ্ধি মলিন হইয়া অনর্থপাত করে। "ভরতর্ষভ" সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে মহাশৌর্য্যবীর্য্যবৎ-কুলসম্ভূত বলিয়া বিপুদলনে উৎসাহিত করিলেন। জ্ঞানবিজ্ঞানবিহীন পুরুষ সমস্ত পাপেরই অনুষ্ঠান করিতে পারে। শাস্ত্রোক্ত "বিজ্ঞান" শব্দে কেহ যেন অধুনাতন ব্যক্তিদিগের ন্যায় 'সায়েন্স' (Science) বুঝিবেন না। শাস্ত্রোপদেশ জনিত আত্মবোধের নাম "জ্ঞান", এবং নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা আত্মার অনুভব বা বিশেষজ্ঞানের নাম "বিজ্ঞান"। কামই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া প্রধানরূপে পাপরাশির সূচনা করিয়া থাকে। অতএব কামকে মহা অনর্থকারী অপরাধীর ন্যায় দণ্ড-দান ও বিনাশ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণকে) [দেহাদি হইতে] পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (কহিয়া থাকেন), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন হইতে) বুদ্ধিঃ পরা (বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ), যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরতঃ (অন্তরে) সঃ (তিনিই আত্মা) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন-অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। এবং বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আন্তর) তিনিই আত্মা ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহিহীত্যুক্তম্। তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিতি? উচ্যতে—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ। দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকম্। তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা। তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্য আভ্যন্তরঃ। যং দেহিনমিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তী-ত্যুক্তম্—বুদ্ধেঃ পরতস্তু স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ। অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি। ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরম্। তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা। নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংকল্পস্য।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা। তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ব্যতীত শরীর কোন কার্য্যই করিতে পারে না। মনের উত্তেজনা ও প্রেরণা ভিন্ন ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যচেষ্টা উৎপন্ন হয় না। আবার বুদ্ধির সহায়তা ভিন্ন মনের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে না কেননা, সঙ্কল্প নিশ্চয়াত্মক, এবং আত্মার সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধিরও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য এতাবতের ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ" (ক) —পরমাত্মা হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই ॥ ৪২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ সংক্ষেপে এই শ্লোক মধ্যে আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত করিয়াছেন। স্থূল শরীরের অভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংঘাতরূপ সূক্ষ্ম শরীর অবস্থিত। ইহারা পর পর সূক্ষ্ম। মন ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়গ্রহণ-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তরে স্থিত ও অহংবুদ্ধিতে একাগ্র হইলে যোগশাস্ত্রীয় সানন্দ ও সাস্মিতা সমাধি লাভ হইয়া থাকে। অবশেষে অন্তঃকরণ বাহ্য বা আন্তর বিষয় (চিন্তা) গ্রহণে নিরস্ত হইলে (অর্থাৎ তমঃ ও রজঃ গুণের ক্ষয়বশতঃ চিত্তশুদ্ধি হইলে) মন আত্মসংস্থ হয় (৬।২৫ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। তখনই বুদ্ধ্যাদির প্রেরক (চৈতন্যকারক) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি হইতে) পরং (শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (বুদ্ধির দ্বারা) আত্মানং (চিত্তকে) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুর্জ্জয়) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (নাশ কর) ॥ ৪৩ ॥

(ক) কঠোপনিষৎ—১।৩।১১।

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! তুমি আত্মাকে এইরূপ বিদিত হইয়া, এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া, এই তৃষ্ণারূপ দুর্জ্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর॥ ৪৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততঃ কিম্?—এবমিতি। এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধ্বা জ্ঞাত্বা। সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ। জহোনং শত্রুম্। হে মহাবাহো। কামরূপং দুরাসদম্। দুঃখেনাসদ আসদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুরাসদম্। দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি॥ ৪৩॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ। আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বদ্ধ্বাত্মনৈবংভূতয়া নিশ্চিয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। নির্ম্মল বুদ্ধির নিশ্চয় সঙ্কল্প দ্বারা মন ক্রমশঃ অবিচলিত হইয়া আসে। মন যতদিন বিচলিত থাকে, ততদিন তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে ব্যাকুল হইয়া নানা দুঃখ ক্লেশ ও অনর্থের ভাগী হয়। বিচলিত মন ভগবদ্দর্শনাভিমুখ হয় না। এই কামরূপ মহাশত্রু বিনষ্ট না হইলে আত্মসাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র আশা নাই। "মহাবাহো" এই সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে তেজস্বী বলিয়া বৈরিনিপাতে উৎসাহিত করিলেন।

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত সার এই—

'উপায়ঃ কর্ম্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা।
উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্গুণত্বেন কীর্ত্তিতা॥'

জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ কর্ম্মনিষ্ঠাকে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রধানরূপে, এবং কর্ম্মনিষ্ঠার ফল স্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠাকে গৌণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান বলিলেন)। অহম (আমি) ইমম (এই) অব্যয়ং (অব্যয়) যোগং (যোগ) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) প্রোক্তবান (বলিয়াছিলাম); বিবস্বান (সূর্য্য) মনবে (মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন); মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন। এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি প্রথমে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য [নিজ পুত্র] মনুকে বলিয়াছিলেন, এবং মনু [স্বকীয় পুত্র] ইক্ষ্বাকুর নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোঽয়ং যোগোঽধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ সংন্যাসঃ। স কর্ম্মযোগোপায়ঃ। যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। গীতাসু চ সর্ব্বাস্বয়মেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা। অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মন্বানস্তং বংশকথনেন স্তৌতি ভগবান্—ইমমিতি। ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বত আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবানহমব্যয়ং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায়। তেন যোগবলেন যুক্তাঃ সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুম্। ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎ পরিপালয়িতুমলম্। অব্যয়মব্যয়ফলত্বাৎ। ন হ্যস্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং ব্যেতি। স চ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ। মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীৎ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বংপদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি॥

এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ। তমেবং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিবিধানেন তত্ত্বংপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্। ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বত আদিত্যায় কথিতবান্। স চ স্বপুত্রায় মনবে প্রাহ। স চ মনুঃ স্বপুত্রায়েক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যাহাতে জ্ঞানযোগ, কর্ম্ম-নিষ্ঠারূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা লব্ধ করা যায়। এই জ্ঞানযোগের সনাতনত্ব প্রমাণ করিবার

৩ এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ * ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

জন্য সূর্য্য ও মনু আদি পুরুষপরম্পরাগত উপদেশের উল্লেখ করিলেন। সূর্য্য ক্ষত্রিয়কুলের বীজস্বরূপ। এই জ্ঞানযোগই প্রথমাবস্থা হইতে ক্ষত্রিয়দিগকে পুষ্ট ও বলবান করিয়া আসিতেছে। জ্ঞানযোগের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান এইজন্য উহা অব্যয় এবং উহার মোক্ষরূপ ফলও অব্যয়। এই অব্যয় শক্তির সেবা করিয়াই ক্ষত্রিয়দিগের প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। অর্জ্জুনকে ভগবান্ ইহাই সঙ্কেত করিলেন ॥ ১ ।

অন্বয়বোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ !), এবং (এইরূপ) পরম্পরাপ্রাপ্তম (পুরুষ পরম্পরাগত) ইমং (এই যোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (বিদিত ছিলেন); ইহ (এই লোকে) স যোগঃ (সেই যোগ) মহতা কালেন (দীর্ঘ কালে) নষ্টঃ (বিলুপ্ত হইয়াছে) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! রাজর্ষিগণ এই যোগ পুরুষপরম্পরাগত উপদেশ দ্বারা বিদিত হইতো। কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং। রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। বিদুরিমং যোগম। স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টো বিচ্ছিন্ন সংপ্রদায়ঃ সংবৃত্তঃ। হে পরন্তপ! আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরা উচ্যন্তে। তান্ শৌর্য্যতেজো গভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ। শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমিতি। এবং রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি। অনোঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ। স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ শত্রুতাপন। স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই সূক্ষ্ম ও গুহ্য জ্ঞানযোগ নিমি জনক কৈকয় আদি রাজর্ষিগণ নিজ নিজ আচার্য্য পিত্রাদির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাজর্ষি পদটী রাজা ও ঋষি উভয়তঃ গৃহীত হইলে সনক, বশিষ্ঠ ইত্যাদি ঋষিগণও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবেন। যখন সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠবের সহিত ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় তখনই মহাত্মগণ এই জ্ঞানযোগ শিক্ষার অধিকারী হইয়া থাকেন। কালক্রমে সেই ধর্ম্মভাবের দুর্ব্বলতা অজিতেন্দ্রিয়তা এবং কাম-ক্রোধাদির বশবর্ত্তিতা জন্য জীবগণ অধুনা তাহার অনধিকারী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু "হে পরন্তপ"—ভগবান অর্জ্জুনকে এই সম্বোধন জিতেন্দ্রিয় ও যোগাধিকারী বলিয়া এই জ্ঞানযোগের সাধন প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। স্বর্গে উর্ব্বশী আদি অপ্সরার সঙ্গ উপেক্ষা করায় অর্জ্জুনের জিতেন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। অর্জ্জুন জ্ঞানযোগের যোগ্যাধিকারী ॥ ২ ॥

---

*এস্থলে "রাজর্ষয়োঽবিদুঃ" এইরূপ পাঠ হইলে "অবিদুঃ" পদটি অতীতকাল-বোধক হয়। শ্রীধরস্বামী বর্ত্তমানকালবোধক "বিদুঃ" পদটির "জানন্তি স্ম" এইরূপ অতীতকালই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমধর্ম্ম যথাযথ পালনপরায়ণ ব্যক্তিগণই জ্ঞান-যোগের অধিকারী হইতে পারেন। অধুনা ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান না করিয়াই শাস্ত্রালোচনা ও যোগাঙ্গের অভ্যাস করিতে গিয়া অনেকেই বিফল মনোরথ হয়েন। কিন্তু যথানিয়মিত আশ্রমধর্ম্ম ও তদনুকূল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানযোগের যোগ্যতা লাভ হইতে পারে। কেবল প্রাণায়াম করিয়া অথবা জ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চায় কোনও বিশেষ উপকারের আশা নাই ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ অসি (ভক্ত ও মিত্র) ইতি (এই জন্য) অয়ং (এই) সঃ পুরাতনঃ (সেই পুরাতন) যোগঃ (জ্ঞানযোগ) অদ্য (আজ) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) তে এব (তোমাকেই) প্রোক্তঃ (কথিত হইল), হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমং রহস্যম্ (অতি গূঢ় রহস্য) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই অনাদিসিদ্ধ জ্ঞানযোগ এক্ষণে আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। কেননা, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। তজ্জন্য আমি তোমাকে এই গূঢ় রহস্য কহিলাম ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দুর্ব্বলানজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকং চাপুরুষার্থসম্বন্ধিনং—স এবায়মিতি। স এবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যেদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ভক্তোঽসি মে সখা চাসীতি। রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগজ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সংপ্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ। যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চ। অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে। হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই জ্ঞানযোগ অনধিকারীকে বলিতে নাই। শিষ্য উপযুক্ত হইলেই গুরু তাহাকে এই যোগবৃত্তান্ত বলিবেন। আমি পূর্ব্বে সূর্য্যাদিকে বলিয়াছিলাম, এবং আপাততঃ তোমার প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া এই কথা বলিলাম। নতুবা এ উপদেশ আর কাহাকেও দান করি নাই। তুমি শরণাগত ভক্ত ও অনুগত। এই জন্যই তোমাকে বলিলাম। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় মা মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্ ॥" (ক)

(ক) মুক্তিকোপনিষৎ—১ অঃ, উপসংহারাংশে

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

এক সময়ে ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণদিগের নিকটে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে অতি গোপনে রক্ষা কর। আর যদি কখন অন্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া গোপনে রক্ষা করিতে না পার, তবে বিবেকবৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারী ব্যক্তিকে আমার উপদেশ করিও। অসূয়াযুক্ত, কুটিলপ্রকৃতি, অসংযতমনা ব্যক্তিকে উপদেশ করিও না। কেননা, তাহা হইলে আমি (ব্রহ্মবেত্তা) শুভফলপ্রসূ হইতে পারিব না ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। ভবতঃ (তোমার) জন্ম অপরং (জন্ম পরে), বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম পরং (জন্ম পূর্ব্বে হইয়াছে), ত্বম (তুমি) আদৌ (প্রথমে) প্রোক্তবান (কহিয়াছিলে) এতৎ (ইহা) কথম (কিরূপে) বিজানীয়াম (জানিব?) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন হে ভগবন্! তোমার জন্মিবার বহুদিন পূর্ব্বে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তবে তুমি যে সৃষ্টির প্রারম্ভকাল সূর্য্যকে এই জ্ঞানযোগের বৃত্তান্ত কহিয়াছিলে, তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারি? ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি। মা ভূৎ কস্যচিদ্বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি অপরমর্বাগ্বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম। পরং পূর্ব্বং সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্বিবস্বত আদিত্যস্য। তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া—যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং। স এব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরমর্ব্বাচীনং তব জন্ম। পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম। তস্মাত্তদধুনাতনস্ত্বং চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিতি—এতৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের মুখে অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"—আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেন না, বা মরেন না। কিন্তু শরীরের জন্ম আছে ও মরণ আছে জানিয়া ভগবানের বাসুদেবদেহ পরিগ্রহ অল্পদিনের এবং সূর্য্যের প্রকাশ সৃষ্টির আদিকাল, এইজন্য অর্জ্জুনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বাসুদেবদেহে সূর্য্যকে উপদেশ দান করা সম্ভব নহে। যদি পূর্ব্বে কোন দেহ ধারণ করিয়া থাকেন,

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

তাহাই বা বর্ত্তমান দেহে স্মরণ থাকিবে কিরূপে? কেননা, জন্মান্তরকৃত কার্য্যবৃত্তান্ত দেহীর স্মরণ থাকা সম্ভবই নহে। কারণ, দেহধারী জীবমাত্রই অসর্ব্বজ্ঞ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) মে (আমার) তব চ (এবং তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (অতীত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্ত) বেদ (বিদিত আছি), [কিন্তু] পরন্তপ (হে পরন্তপ!), ত্বং (তুমি) [তাহা] ন বেত্থ (অবগত নও) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন। আমার এবং তোমার বহুবার জন্ম হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ। আমি সে সমস্তই বিদিত আছি, তুমি তত্তাব-জ্জন্মবৃত্তান্ত অবগত নও ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যা বাসুদেবেঽনীশ্বরত্বাসর্ব্বজ্ঞত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তাং পরিহরন্ ভগবানুবাচ—যদর্থো হ্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ—বহূনীতি। বহূনি মে মম ব্যতীতান্যতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ। হে অর্জ্জুন। তান্যহং বেদ জানে সর্ব্বাণি। ত্বং ন বেত্থ ন জানীষে। ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-প্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ। অহং পুনর্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবত্বাদনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং। হে পরন্তপ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—বহূনীতি। তান্যহং বেদ বেদ্মি। অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ। ত্বং তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্বদা বিদ্যমান সূর্য্যের যেমন লোকজগতে উদয় ও অস্ত স্বীকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি অজ ও অমর হইলেও লোকদৃষ্টিতে পূর্ব্বে আমার অনেক দেহ পরিগৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ তোমারও অনেক দেহ গত হইয়াছে। আমার আত্মদৃষ্টি ও জ্ঞান অবিচলিত থাকায় আমি চিরদিন ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সেইজন্য আমার এবং তোমার সকল জন্মেরই কথা আমি অবগত আছি। তুমি অজ্ঞানজালে অভিভূত হইয়া বারংবার দেহাত্মবুদ্ধির বশতা স্বীকার করিয়াছ। এইজন্য অন্তর্বৃত্তি-প্রবাহের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ধারা খণ্ডিত হওয়ায় অনাদিকালসিদ্ধ তৎসমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তাই তোমার কিছুই স্মরণ নাই। রোগ, শোক, ভয়, জরা প্রভৃতি স্মরণশক্তিহানির প্রধান কারণ। একজন লোক ক্রমাগত ১০।১৫ দিন উপবাসী থাকিলে সে পর্য্যায়ে অনেক বিষয় বিস্মৃত

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

হইয়া যায়। রোগবিকারযুক্ত হইলে মস্তিষ্কের জড়তা ও বুদ্ধিবিকারের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণশক্তিরও যথেষ্ট হানি হয়। তাড়িত বা ভয়বিহ্বল হইলে লোকের চিরাভ্যস্ত বিষয়ও স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বহু গুরুতর বিষয় চিন্তনদ্বারা মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইলে, লোকে স্বভাবতঃ পর্ব্বের অনেক কথা ভুলিয়া যায়। এইরূপ এক একটী সাধারণ কারণেই যখন স্মৃতিশক্তি বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন মৃত্যুকালে এই সমস্ত ও অন্যান্য নানাবিধ স্মৃতিভ্রংশকর হেতুসমূহের একশেষ ও সমস্তাৎ আবির্ভাব হইলে এবং বিশেষ বিপ্লবরূপ দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিলে পূর্ব্বকৃত কার্যাকলাপের বিন্দুমাত্র স্মরণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তবে যাঁহাদিগের বুদ্ধিস্থান এই সকল বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থার বিষম তাড়নায় বিচলিত না হয়, তাঁহাদিগের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট হয় না। তাঁহাদিগকে "জাতিস্মর" কহে। জড়ভরত ও বীণাসরস্বতী আদির বৃত্তান্তে* ইহা সুস্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানপ্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ অজ্ঞানাভিভূত না হয়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। এইজন্য ভগবান্ বাসুদেব পূর্ব্বকৃত কোন কথাই বিস্মৃত হয়েন নাই। অর্জ্জুনের জীবস্বভাবসুলভ অজ্ঞানাবৃত চিত্তে পূর্ব্বকৃত কোন কার্য্যেরই স্বরূপ প্রতিবিম্ব পড়িতেছে না ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও), অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বর) [হইয়াও], ভূতানাং (প্রাণিসকলের) ঈশ্বরঃ সন্ অপি (প্রভু হইয়াও), স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (বশীভূত করিয়া) আত্মমায়য়া (নিজ মায়া দ্বারা) সম্ভবামি (জন্মগ্রহণ করি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি জন্মমরণরহিত এবং সর্ব্বভূতেশ হইয়াও নিজ মায়াকে অবলম্বন পূর্ব্বক জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্মেতি? উচ্যতে—অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্। তথা—অব্যয়াত্মাক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্। তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামীশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বাং বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্। যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে। যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি। তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য। সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া। ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু অনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম—যেন বহূনি মে ব্যতীতানীত্যুচ্যতে? ঈশ্বরস্য চ পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং জীববজ্জন্মেতি? অত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবম্। তথাপ্যজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্।

---

* যোগবাশিষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

তথাবায়াম্মাপানম্বস্বভাবোঽপি সন্। তথা—ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যাগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্তিরেব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শ-কলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্মেতি? অত উক্তং—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য। *বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ* ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অনাদি, তাঁহার জন্ম নাই। যিনি অবিনাশী, তাঁহার মরণ হইবে কিরূপে? এবং পুণ্য, পাপাদি সকাম ক্রিয়া অনুষ্ঠিত না হইলে ফলভোগায়তন-স্বরূপ দেহই বা রচিত হইবে কোথা হইতে? ভগবান্ বাসুদেবের কথিত—"আমার *বহবার জন্ম মরণ হইয়াছে" একথা স্বীকার করিলে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না।* আবার তাঁহাকে জীব বলিয়া মানিলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন কিরূপে? ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত জীব পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান বশতঃ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বেত্তা হইতে পারে না। সমষ্টি উপাধিযুক্ত বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ মূর্ত্তিতে সমস্ত জগৎ অন্তর্নিহিত থাকায় তাঁহার পৃথক্ দেহ পরিগ্রহ এবং তাহা-হইতে বিভিন্ন পদার্থের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। অতএব ভগবান্ বাসুদেব ইতিপূর্ব্বে বহু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং বামদেবাদি জাতিস্মর যোগীদিগের ন্যায় পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণ রাখিয়াছেন, ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? অর্জ্জুনের এই বিষম সন্দেহ অপসারণার্থ ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

অদৃষ্টজন্য দেহ-ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণের নাম জন্ম এবং ভোগাবসানে তত্তাবৎ বিয়োগের নাম মরণ। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মই জীবের জন্ম-মরণের হেতু। দেহাভিমানী অজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্ম্ম-স্বভাববশতঃই এই ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই ধর্ম্মাধর্ম্মের অধীন হইয়া ঈশ্বরের জন্ম পরিগ্রহ করা সম্ভব নহে। হে অর্জ্জুন! আমার কর্ম্মফল জন্য জন্ম-মরণ আদৌ নাই। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থের আমিই একমাত্র অধীশ্বর। আমার জন্ম ও মরণ না থাকিলেও অঘটনঘটনপটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাসযোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হই। এই অনাদ্যা মায়া আমার উপাধি মাত্র, ব্যবহার কাল পর্য্যন্ত উহা আমাতে থাকিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করে। এই মায়া দ্বারাই আমার বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। কার্য্যশেষ হইলেই মায়া তিরোহিত হইয়া যায়। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম আমার জন্ম ও মরণ। আমাকে যে সাধারণ জীবের ন্যায় স্থূলশরীরধারী ও কার্য্যনিষ্ঠ দেখিতেছ, তাহা লোকানুগ্রহার্থ আমারই বিশুদ্ধ মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র জানিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি ॥" (ক)

হে নারদ! তুমি চর্ম্ম চক্ষুতে আমার যে শরীর দেখিতেছ, উহা মায়ারচিত। এই মায়িক শরীরাদ্বতে আমার স্বরূপ তুমি চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছ না। এই স্বরূপ দেখিতে

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৯।৪৫।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

হইলে সৎ-চিৎ-আনন্দ-ঘন শরীরে সমাধি করিতে হইবে। মায়ার বিচিত্র মহিমাতেই স্থূলদর্শিগণ ভগবান্‌কে স্থূলরূপেই দর্শন করে।

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়াও ভক্তগণকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজ মায়ায় দেহী জীবের ন্যায় প্রতীত হইতেছেন। সাধারণ জীবগণ মায়ার আধিপত্যে অভিভূত হইয়া ভৌতিক দেহ ধারণে বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের দেহ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ। মায়া তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইয়া তাঁহার সাময়িক কার্য্য সাধনোপযোগী দেহ রচনা করিয়া দেয়। জীব মায়ার অধীন, এবং ঈশ্বর মায়ার অধিনায়ক। ঈশ্বর ও জীবে ইহাই বিষম প্রভেদ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) যদা যদা হি (যে যে সময়ে) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (হানি) [এবং] অধর্ম্মস্য (অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (সেই সময়ে) অহম্ (আমি) আত্মানং (আপনাকে) সৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি বা হানি হইয়া থাকে এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি দেহ রচনা করিয়া লই ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চ জন্ম কদেতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিহানির্বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্যাভাবো ভবতি। হে ভারত! অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য। তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ। অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বুঝিলাম, সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেহ ধারণ করা তৎপ্রকৃতিসিদ্ধ। কিন্তু কি জন্য ও কি অবস্থায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, অর্জ্জুনের এই ঔৎসুক্য নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যখন অগ্নিহোত্রাদি প্রবৃত্তিধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিবৃত্তিধর্ম্ম ও ভগবদ্ভক্তি গুরুজনে শ্রদ্ধা আদি উপাদেয় ধর্ম্মের ধারা ক্ষীণবল হইয়া আসে, এবং পাপাচার ও পাপবুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখনই আমি নিজ মায়া প্রভাবে আমার নিত্য সিদ্ধ শরীর ধারণ করিয়া থাকি।

ভগবান, "ভারত" সম্বোধন বাক্যে অর্জ্জুনের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জ্ঞাপন করিয়াছেন। "ভা" = জ্ঞান এবং "রত" = প্রীতিযুক্ত ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সাধূনাং (সাধুদিগের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য), দুষ্কৃতাং (দুষ্টদিগের) বিনাশায় (বিনাশের নিমিত্ত,) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত) [আমি] যুগে যুগে সম্ভবামি (প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাধুদিগের রক্ষা দুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থম্?—পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাম্। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাম্। কিঞ্চ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়—ধর্ম্মস্য সম্যক্ স্থাপনং ধর্ম্মসংস্থাপনম্। তদর্থম্। সম্ভবামি—যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতঃ। তেষাং বধায় চ। এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুম্। যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্, যথাহঃ—লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা বেদবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত এবং প্রাণান্তেও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন না, তাঁহারা সাধু, আর যাহারা বিষয়-বিলাসে উন্মত্ত হইয়া অথবা দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে অভিভূত হইয়া ধর্ম্মনিষিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা দুষ্কৃৎ। সাধুদিগকে রক্ষা করা ও দুষ্কৃৎ-সমূহকে বিনাশ করা এবং এতদ্দ্বারা ধর্ম্মকে প্রকৃতিস্থ করাই ভগবানের অবতার হওয়ার বিশেষ কারণ। অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিয়া থাকে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সঙ্কল্প করিলেই ক্ষণ মাধ্যে শতকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও বিলয় করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ দুষ্টদিগকে দমন করিতে অস্ত্রাদি ধারণ করেন কেন? অথবা মনুষ্য বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণাদিকে ভগবানের অবতার বলা দূরে থাকুক, সাধু পুরুষ বলিতেও তাহাদের চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। কেননা, সাধুগণ সদুপদেশ দ্বারাই দুষ্টগণকে বশীভূত করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাদি ঈশ্বরের অবতারসমূহ সাধুদিগের সৎপন্থা অবলম্বন না করিয়া দুষ্কৃৎদিগের "বিনাশ" রূপ গর্হিতাচরণ করিলেন কেন? ভগবান্ কোন্ কার্য্য কি জন্য করেন, তাহা মায়ামুক্ত স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন মায়াভিভূত জীব সহজে বুঝিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ, তবে তাঁহার আবার কোন্ অভাব পূরণার্থ তিনি এই জগদ্রূপ কার্য্যের সূত্রপাত করিলেন? তিনি দয়াময়, তাই জীবের ব্যাধিশান্তির জন্য ঔষধ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বলি, তিনি রোগ সৃষ্টি পূর্ব্বক ঔষধ বিধান না করিয়া, যদি আদৌ রোগেরই সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে অধিক দয়ার পরিচয় পাওয়া যাইত। এইরূপ এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরত্বের রহস্য রহস্যারাশি ভেদ করিতে কেহ সমর্থ হয়েন নাই। বস্তুতঃ এতাবৎ

তাঁহার অলৌকিকী মায়ার লীলামাত্র। "কেন" ও "কিরূপে" তিনি করিলেন? মায়াবরণ ভেদ না করিতে পারিলে তাহার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এই মাত্র যাহাকে "কার্য্য" বলিয়া স্থির করিলে, ক্ষণবিলম্বেই দেখিবে যে উহাই আবার অন্য একটী কার্য্যের "কারণ" রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলায় অনাদি কাল হইতে জগতের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। "অভাব" হইলেই ভাব-শক্তি স্বতএব আকর্ষিত হইয়া থাকে। তাই অধর্ম্মের বৃদ্ধি—ধর্ম্মের অভাব হইলেই মায়োপহিত চৈতন্য—ঈশ্বরের অনাদ্যা প্রকৃতি নিহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী শক্তি পৃথিবীর কল্যাণসাধনার্থ আকর্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ চৈতন্যাশ্রিতা নির্ম্মলা শক্তি পার্থিব প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন। "অভাব" পরিপূর্ণ হইয়া গেলেই সেই মায়াবিগ্রহ জগৎ হইতে তিরোহিত হয়েন। মহামায়ার অনন্ত লীলাপট এইরূপেই চিত্রিত।

দুষ্টদিগের বিনাশ-রূপ গর্হিত কার্য্যের জন্য ভগবানে যে দোষারোপ করা যায়, তাহা নিতান্ত ভ্রম। তাঁহার সমক্ষে একটী কীটাণুর নাশ ও বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সংহার একই কথা। তুমি জ্বরবিকারে গতাসু হও, বা অস্ত্রাঘাতে মরিয়া যাও, এ দুইটী তোমার দৃষ্টিতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু আত্মদর্শীর চক্ষে উহা একই ঘটনা, একই নিয়মে সাধিত বলিয়া বোধ হয়। মায়িক উপাদানে গঠিত তোমার অন্তকরণ ও চক্ষু বিবিধ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু পরমাত্মরূপী ভগবানে ত্রিলোকমধ্যস্থ সমস্ত সামগ্রীই একমাত্র আত্মসত্তা রূপে প্রবিবিম্বিত হইয়া থাকে। উহা অজ ও অমর। বস্তুতঃ ঈশ্বরের সম্মুখে "বিনাশ" বলিয়া একটা ঘটনা আদৌই নাই। সূর্য্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলেও লোকের উদয় ও অস্ত কল্পনার ন্যায় দুষ্কৃৎ-দিগের বিনাশ একটী কল্পনামাত্র। ভগবান্ নিজ কৃপাগুণে আত্মার মলিনপরিচ্ছদ-রূপ পাপদেহগুলিকে মোচন করিয়া দিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে আত্মার উর্দ্ধগতি ভিন্ন অধোগতি হয় না। স্বভাবকৌশলেই ভগবানের দেহধারণ, এবং স্বভাবের কুশলরক্ষণই সে দেহের একমাত্র কার্য্য ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। 'দুষ্টদিগের বিনাশ'ও তাহাদের কল্যাণপ্রদ। যে সমস্ত পাপকর্ম্মের ফলে দুষ্প্রবৃত্তির বিকাশ হইয়াছে, ক্লেশভোগ দ্বারাই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। ভগবানের শক্তি-প্রভাবেই জীবগণ পাপ ও পুণ্যের ফল প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের স্বতঃসিদ্ধ প্রেরণা ভিন্ন পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম কোনও ফল প্রদান করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবের কর্ম্মফল ঈশ্বর প্রেরণায় অন্য কাহাকেও নিমিত্ত করিয়া জীবনে সুখ ও দুঃখের কারণ হয়। স্বার্থ বুদ্ধিতে কেহ কাহারও ক্লেশের নিমিত্ত হইলে পাপভাগী হইতে হয়, কিন্তু, নির্লিপ্ত ঈশ্বরে দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া ভগবান তাহাদের কল্যাণসাধনই করেন ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯॥
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন), যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এই প্রকারে) জন্ম দিব্যং কর্ম্ম চ (জন্ম এবং অলৌকিক কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) দেহং ত্যক্ত্বা (শরীর ত্যাগ করিয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্ব্বার জন্ম) ন এতি (গ্রহণ করেন না); [কিন্তু] মাম্ (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হয়েন)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন। যিনি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত যথাবৎ বিদিত হয়েন তাঁহার দেহান্ত হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জন্মেতি। জন্ম মায়ারূপম্। কর্ম্ম চ সাধূনাং পরিত্রাণাদি। মে মম। দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বরম্। এবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবৎ। ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি। মামেত্যাগচ্ছতি। স মুচ্যতে। হে অর্জ্জুন॥৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি। স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি। কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সৎ-চিৎ-আনন্দঘনস্বরূপ। তিনি অজ ও নিত্য হইয়াও লোকানুগ্রহার্থ নিজ মায়াকল্পিত দেহ ধারণ দ্বারা জন্ম-মরণাধীন জীবের ন্যায় যে প্রকাশিত হয়েন, ও বেদবিহিত ধর্ম্মের স্থাপন পূর্ব্বক সংসার রক্ষার জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সে সমস্তই অলৌকিক। ভগবানকে মনুষ্যের ন্যায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, কর্ম্মানুষ্ঠানরত ও মৃত না জানিয়া যিনি তাঁহার লীলা অলৌকিক বলিয়া নিশ্চয় অবগত হয়েন, অর্থাৎ আত্মাকে যিনি সমস্ত লৌকিক ব্যাপার হইতে স্বতন্ত্র, নির্লিপ্ত ও অকর্ত্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, তিনি সংসারবন্ধন-মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধহীন) মন্ময়াঃ (আমাতে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) বহবঃ (অনেকে)

জ্ঞানতপসা (জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র হইয়া) মদ্ভাবম্ (আমার স্বরূপ) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জিত, আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাগত বহু ব্যক্তি জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। *নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ। কিং তর্হি? পূর্ব্বমপি*—বীতরাগেতি। বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। রাগশ্চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে বীতরাগভয়ক্রোধাঃ। মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনঃ। মামেব পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ। কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা—জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপঃ। তেন জ্ঞানতপসা। পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তঃ। মদ্ভাবমীশ্বরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ ইতরতপোনিরপেক্ষা জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিতি? অত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা। বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে। চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা। মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তঃ। মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানং চ তপশ্চ। তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ। তয়োর্দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ। মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ। ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বগীতাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্যেশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবে নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য সতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্ত-মিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের অলৌকিক দেহ ধারণাদির তত্ত্ব জানিলেই মুক্তিলাভ হয়, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে মুক্তিলাভের বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে। অন্তঃকরণকে বিষয়বাসনাদিবর্জ্জিত নির্ম্মল করিয়া, যিনি "তৎ" রূপ ব্রহ্ম ও "ত্বং" রূপ জীবকে অভিন্ন বোধে দেখেন, অথবা একমাত্র ভগবানেই মন সমর্পণ করেন, ও অনন্যপ্রেমভক্তিসহ ভগবানেরই শরণাগত হয়েন এবং আত্মজ্ঞানরূপ তপস্যাদ্বারা আপনাকে নির্ম্মল করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই পরমাত্মরতিরূপ পরমভাব লাভকরতঃ স্বানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!), যে (যাহারা) যথা (যে ভাবে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যন্তে (উপাসনা করে), অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথা এব (সেই ভাবেই) ভজামি (অনুগ্রহ করিয়া থাকি; মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারে) মম (আমারই) বর্ত্ম (পথের) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ। যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি। ন সর্ব্বেভ্য ইতি। উচ্যতে—যে যথেতি। যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া। মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তৎফলদানেন। ভজাম্যহমনুগৃহ্নাম্যহমিত্যেতৎ। তেষাং মোক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ। ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বং চ যুগপৎ সম্ভবতি। অতো যে যৎফলার্থিনস্তাংস্তৎফলপ্রদানেন। যে যথোক্তকারিণস্ত্বফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানপ্রদানেন। যে জ্ঞানিনঃ সংন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন। তথা আর্ত্তানার্ত্তিহরণেনেতি। এবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ। ন পুনা রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কংচিদ্ ভজামি। সর্ব্বথাপি সর্ব্বাবস্থস্য মমেশ্বরস্য বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ। যৎফলার্থিতয়া যস্মিন কর্ম্মণ্যধিকৃতা যে প্রযতন্তে তে মনুষ্যা অত্রোচ্যন্তে হে পার্থ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি? যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি। নান্যেষাং সকামানামিতি? অত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তে। তানহং তথৈব তদপেক্ষিত-ফলদানেন। ভজাম্যনুগৃহ্নামি। ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাসুদেব কেবলমাত্র নিত্য নিষ্কাম ভক্তগণকেই মুক্তি দান করেন, সকাম ব্যক্তিগণের প্রতি কি তিনি দয়া করেন না? অর্জ্জুনের এই সংশয় ভঞ্জনের জন্য ভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! কি শোক-দুঃখে কাতর, কি ধনাদি লাভের অভিলাষী, কি আত্মজ্ঞানাদিপরমু মুক্ষু, কি জ্ঞানী পুরুষ, সকাম বা নিষ্কাম হইয়া যে যে ভাবেই

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

আমার অশ্রয় গ্রহণ করে, আমি সেই ভাবেই তাহাদের বাঞ্ছিত পূর্ণ করিয়া থাকি। দুঃখীর দুঃখভঞ্জনকর্ত্তা আমিই ধনাকাঙ্ক্ষীর ধনদাতাও আমি, নিষ্কাম ভক্তের আত্মজ্ঞানোপদেষ্টাও আমি, এবং তত্ত্ববেত্তার মুক্তিদাতাও আমি। ভগবান ভাবময়, যে ভাবে যে ডাকে, ভাবসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি সেই ভাবেই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন। যাহারা সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে, ইন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি আদির উপাসনা করে, তাহারা তাঁহাকেই ইন্দ্রাদিরূপে পূজা করিয়া থাকে। তিনিই ইন্দ্রাদি উপাসকের সম্মুখে ইন্দ্রাদি রূপেই ফল দান করিয়া থাকেন। তিনিই ইন্দ্রাদি নানারূপে লীলা করিয়া থাকেন। সাধকের ভাবেরও সীমা নাই, তাঁহার রূপেরও সীমা নাই। একমাত্র তিনিই অনন্ত রূপ ধারণ করিয়া সকাম, নিষ্কাম, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলকেই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে, তিনি তাহার নিকট মা অন্নপূর্ণা, যে শত্রুভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাঁহার শরণাগত হয়, তাহার কাছে তিনি উগ্রচণ্ডা, মহাকালী দশভুজা, গদাধর, চক্রপাণি, যে তাঁহাকে বাৎসল্য ভাবে আদর করিতে চায়, তিনি তাহার সম্মুখে বালগোপাল, যে জ্ঞানলাভার্থ ভিক্ষা করে তিনি তাহার নিকট মহাত্মা শঙ্কর মহাদেব। যেমন তোমার পুত্র পিতা বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রী নাথ বলিয়া ডাকিলে, ভ্রাতা দাদা বলিয়া ডাকিলে পিতা পুত্র বলিয়া ডাকিলে, দাস প্রভু বলিয়া ডাকিলে একমাত্র তুমিই উত্তর দাও ও তাহাদের সম্বন্ধানুরূপ ব্যবহার কর সেইরূপ যে যে ভাবেই উপাসনা করুক না কেন, সকাম, নিষ্কাম, সগুণ নির্গুণ সকল অবস্থাতেই তিনিই একমাত্র ফলদাতা। একমাত্র তাঁহাকেই মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন নামে, ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে, এবং ভিন্ন ভিন্ন উপচারে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অভীপ্সন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিম্। যজন্ত ইহাস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ, অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ। যথা পশুরেবং স দেবানামিতি শ্রুতেঃ (ক)। তেষাং হি ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলকাঙ্ক্ষিণাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মান্মানুষে লোকে। মনুষ্যলোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোক ইতি বিশেষণাদন্যেষ্বপি কর্ম্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্। মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি বিশেষঃ। তেষাং চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। কর্ম্মণো জাতা ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীতি? অত আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে। ন তু সাক্ষান্মামেব। হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি। ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যম্। দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্ জ্ঞানস্য ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি ভগবান্ই সর্ব্বপ্রকার ফলদাতা, তবে লোকে তাঁহার আত্মস্বরূপের উপাসনা না করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রাদি রূপে পূজা করে কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, ধনপুত্রাদি ফল কামনা পূর্ব্বক যজ্ঞাদির বিধিবিহিত অনুষ্ঠান করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, এই জন্য সকাম ব্যক্তিবর্গ ইন্দ্রাদি দেবতারই পূজা করে অন্তঃকরণ শুদ্ধ ও চিত্ত নিষ্কাম না হইলে আত্মজ্ঞানবোধে অধিকার হয় না, এতৎসাধন দীর্ঘদিনসাধ্য বলিয়া সকল লোকে উহার চেষ্টা করে না ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ময়া (মৎকর্তৃক) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম্ম-বিভাগ অনুসারে) *চাতুর্ব্বর্ণ্যং (চারি বর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে), তস্য (তাহার) কর্ত্তারম্ অপি (কর্ত্তা হইলেও)* অব্যয়ম্ (অব্যয়) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) [বলিয়া] মাং (আমাকে) বিদ্ধি (জানিও) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। আমি তাহার স্রষ্টা হইলেও, আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষ্বিতি নিয়মঃ কিংনিমিত্ত ইতি? অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতা মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশ ইত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণান্নিয়মেন তবৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে? নান্যস্যেতি? উচ্যতে—

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।৪।১০

চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং—চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যম্। ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতম্। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিত্যাদিশ্রুতেঃ (ক)। গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি। তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ (গীতা ১৮।৪২) ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি। তমউপসর্জ্জন-রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি। রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্ম। ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু। অতো মানুষে লোক ইতি বিশেষণম্। হন্ত তর্হি চাতুর্ব্বর্ণ্যসর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্তৃত্বাত্তৎফলেন যুজ্যসে। অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইতি। উচ্যতে—যদ্যপি মায়াসংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্তারমপি সন্তং মাং পরমার্থতো বিদ্ধ্যকর্তারম্। অত এবাব্যয়মসংসারিণং চ মাং বিদ্ধি॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। *ননু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে। কেচিন্নিষ্কামতয়া।* ইতি কর্ম্মবৈচিত্র্যম্। তৎকর্তৃণাং চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তি? ইত্যাশঙ্ক্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যম্। স্বার্থে ষ্যঞ্প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বরজঃ-প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি। রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ। তেষাং কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি। তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ। তেষাং ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণি। ইত্যেবং গুণানাং কর্ম্মনাং চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যম্। তথাপ্যেবং তস্য কর্তারমপি ফলতোঽকর্তারমেব মাং বিদ্ধি। তত্র হেতুঃ—অব্যয়ম্ আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বশ্লোকে সকাম ও নিষ্কাম ভেদে অধিকারের ভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার দেহের মূলতত্ত্ব—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ভেদে অধিকার ভেদ কথিত হইতেছে। অনেকের সংস্কার এই যে, ভগবান্ সকলকে সমান করিয়া মনুষ্য-জাতি সৃষ্টি করিলেন। কালক্রমে জনসমাজ গঠিত হইল। পরে যে যেমন কর্ম্ম করিতে লাগিল তাহার সেইরূপ উপাধি হইল। যথা—যিনি কেবল পূজা পাঠ করিতেন, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেন, যিনি যুদ্ধাদিতে বল বিক্রম দেখাইলেন তিনি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এরূপ বাক্যের দার্শনিক, ঐতিহাসিক বা সাঙ্কেতিক কোন প্রমাণই নাই; বস্তুতঃ ইহা কল্পনামূলক। যদি বল, ঈশ্বর সমদর্শী, নিরপেক্ষ হইয়া ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রিয়াদিকে ক্রমানুসারে নিকৃষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি কর্তা হইয়াও অকর্তা। বস্তুতঃ এতাবৎ প্রকৃতির স্ফুরিত উচ্ছ্বাস মাত্র। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ও অনাদ্যা। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যাধিকারে প্রকৃতিসত্তাসাগর হইতে যে মনুষ্যের বুদ্বুদ্ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধাদি বৃত্তির বিকাশ হয়। এই বৃত্তিগুলি সত্ত্বগুণের কর্ম্ম।

(ক) ঋগ্বেদসংহিতা—১০।৯০।১২।

এই "গুণকর্ম্ম" অনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মানব "ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত হয়েন। সত্ত্বগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে প্রকৃতিসত্তাসমুদ্র হইতে যে শ্রেণীর মনুষ্যরূপ বুদ্‌বুদ স্ফুরিত হয়, তাহাতে শৌর্য্যবীর্য্যাদির বিকাশ হয়। এতাবৎ রজোগুণের কর্ম্ম। এই "গুণকর্ম্ম" অনুসারে মানব "ক্ষত্রিয়" নাম ধারণ করে। এইরূপ তমোগুণের গৌণ ও রজোগুণের মুখ্য অধিকারে কৃষিবাণিজ্যাদি বৃত্তিশীল "বৈশ্য", এবং তমোগুণের মুখ্যাধিকারে দ্বিজাতি-শুশ্রূষু "শূদ্র" জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই "গুণকর্ম্মবিভাগ" অনাদিকালসিদ্ধ। সুতরাং "বর্ণভেদও" অনাদিকালসিদ্ধ। তবে বর্ণধর্ম্মী মানবে স্ব স্ব বৃত্তিগুলি মলিন হইলে তাহাদের প্রতিভাহানি বা পতন হয়। ব্রাহ্মণ মলিনবৃত্তি হইলে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, শূদ্র-ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ আদিতে পরিণত হয়েন *। এই বৃত্তির গুণতারতম্যে ব্রাহ্মণ "শূদ্রত্ব" ও শূদ্র "ব্রাহ্মণত্ব" প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু "ব্রাহ্মণ" কখন "শূদ্র", ও "শূদ্র" কখন "ব্রাহ্মণ" হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম, সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব, বেদপাঠ পূর্ব্বক বিপ্রত্ব ও ব্রহ্মবোধ-যুক্ত পুরুষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। এতাবত্তের শেষ দিক হইতে যেমন এক একটীর ত্রুটী হয়, তেমনি ব্রাহ্মণের হীনত্ব হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলজাত, উপনীত ও বেদাধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন; ব্রাহ্মণকুলজাত ও দ্বিজ ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন; এবং কেবল ব্রাহ্মণকুলজাত অনুপনীত ব্রাহ্মণ, দ্বিজব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের সহিত যে সম্বন্ধ গুরু ও শিষ্যের সহিত যে সদ্ভাব ও সম্বন্ধ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। কেহ মনে করিবেন না যে, শূদ্র ব্রাহ্মণের ক্রীতদাস। বস্তুতঃ কনিষ্ঠ যেমন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করে, শিষ্য যেমন গুরুর শুশ্রূষা করে, সেইরূপ শূদ্র দ্বিজাতিগণের সেবা করিবে। যেমন সকল ভাইই জ্যেষ্ঠ হইতে পারে না, তদ্রূপ সকল বর্ণই একরূপ হয় না। ঈশ্বর কাহাকেও পক্ষপাতপূর্ব্বক ছোট-বড় করেন নাই, প্রকৃতির "গুণকর্ম্ম-বিভাগে" এরূপ হইয়াছে মাত্র ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। সেবা বলিলেই লোক সাধারণতঃ পদ-সেবা মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যে যথাযথ সহায়তা করাই সেবা। দেশ কাল পাত্রাদি ভেদে—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শরীর দ্বারা বা অর্থাদির দ্বারাও সেবা হইতে পারে। শূদ্র কি পিতা-মাতার সেবা কেবল শরীর দ্বারাই করিয়া থাকে? অবস্থানুসারে সেবা ও সহায়তা একই। ধনী শূদ্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে অর্থসাহায্য করিলে তাহাও সেবা মধ্যেই পরিগণিত হইবে।

অহিংসা, সত্য অস্তেয়, শৌচ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ চতুর্বর্ণেরই পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন। গৃহস্থ শূদ্রও পঞ্চমহাযজ্ঞ করিতে পারেন। প্রাচীন কালেও সূত, বিদুর প্রভৃতি সত্ত্বগুণপ্রধান শূদ্রগণ বিদ্যাবান্‌ ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। কলিযুগে বিদ্যাবান্‌ শূদ্রকেও তদনুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতর সন্ন্যাসাদি গুণকর্ম্ম

* ১৮।৪১ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী মধ্যে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪॥

শূদ্র মোক্ষের অধিকার লাভ করিলেও সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির কন্যা বিবাহ বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র ভোজন করিতে পারেন না, এবং হিন্দু-সমাজে সকল জাতির মধ্যেই এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ব্রাহ্মণেরই যে অন্য জাতির সঙ্গে বিবাহ ও আহার সম্বন্ধ নাই এরূপ নহে; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সমাজেও শ্রেণী-ভেদে পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিবাহের নিয়ম নাই। আবার বিভিন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর (বাঙ্গলার রাঢী, বারেন্দ্র ও বৈদিক; অথবা ভারতের বঙ্গ, পশ্চিমোত্তর, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও দ্রাবিড় দেশীয় ব্রাহ্মণদিগের) মধ্যেও পরস্পর বিবাহ ও ভোজন সম্বন্ধ না থাকিলেও কেহই অন্যাপেক্ষা উচ্চ বা নীচ নহেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের বিভিন্ন শ্রেণীমধ্যেও এইরূপ ব্যবহার ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, সুতরাং একত্র আহার ও বিবাহই যে তুল্যতার পরিচায়ক, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। সদ্গুণলাভই শ্রেষ্ঠতার পরিমাণ। ব্রাহ্মণেতর জাতীয় কোন কোনও ব্যক্তি সাত্ত্বিকগুণ সম্পন্ন হইয়া নিজেকে কখনই হীন মনে করেন না, এবং তিনি ব্রাহ্মণকে মর্য্যাদা দানেও কুণ্ঠিত হয়েন না; ব্রাহ্মণ-সমাজেও তাঁহার গৌরব বৃদ্ধিই হইয়া থাকে; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইলেও তাহা সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ব্যক্তিবিশেষের জন্য সাধারণ বিধির ব্যতিক্রম করিলে সমাজবন্ধন অতীব শিথিল হইয়া ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এইজন্য সামাজিক পার্থক্য সত্ত্বেও বৈরাগ্যবান্ শূদ্রকে সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার দিয়া শাস্ত্র তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। [৩ অঃ। ৮, ১৩ এবং ১৮ অঃ। ৪৪ শ্লোকের "সন্দীপনী-পরিশিষ্ট"ও দ্রষ্টব্য]॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্মাণি (কর্ম্মরাশি) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (স্পর্শ করে না) কর্ম্মফলে (কর্ম্মফলে) মে (আমার) স্পৃহা ন (স্পৃহা নাই), ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (অবদ্ধ হন না)॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মরাশি আমাকে স্পর্শ করে না, কর্ম্মফলের বাসনাও আমার নাই। এইরূপে আমাকে যিনি বিদিত হয়েন, কর্ম্মজালে তিনি আবদ্ধ হয়েন না॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেষাং তু কর্ম্মণাং কর্ত্তারং মাং মন্যসে পরমার্থতস্তেষামকর্ত্তৈবাহম্। যতঃ—ন মামিতি। ন মাং তানি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেন। অহঙ্কারাভাবাৎ। ন চ তেষাং কর্ম্মণাং ফলে মে মম স্পৃহা তৃষ্ণা। যেষাং তু সংসারিণামহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তম্। তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এবং যোঽন্যোঽপি মামাত্মত্বেনাভিজানাতি—নাহং কর্ত্তা—ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি—স কর্ম্মভির্ন বধ্যতে। তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যা-দীনাপি মাং ন লিম্পন্ত্যাসক্তং ন কুর্ব্বন্তি। নিরহঙ্কারত্বাৎ মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ। মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যম্? যতঃ কর্ম্মলেপরাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে। মম নির্লেপত্বে কারণং নিরহঙ্কারত্বনিঃস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদি-শৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নিরহঙ্কার—কর্তৃত্বাভিমানরহিত, সুতরাং কার্য্য করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। "আমি করিতেছি" এরূপ বুদ্ধির উদয় না হইলে কাহাকেও "কর্ত্তা" বলা যায় না। ব্যবহার দৃষ্টিতে লোকে তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া থাকে, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—শ্রুতি (ক)। সর্ব্বাত্মদৃষ্টিতে সমস্তই যাঁহাতে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আপ্তকাম পুরুষের আবার কোন্ বস্তুর কামনা হইবে? কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি জগৎ রচনাদি করেন নাই। এতাবৎ তাঁহার প্রকৃতিসুলভ জলতরঙ্গ লীলা মাত্র। এইরূপ আত্মতত্ত্ব জানিলে জীবের মুক্তি হয় ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পূর্ব্বৈঃ (প্রাচীন) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণ কর্তৃকও) কর্ম্ম কৃতম্ (কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল); তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ (প্রাচীনগণ কর্তৃক) পূর্ব্বতরং (পূর্ব্বপূর্ব্বযুগে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম এব কুরু (কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মাকে এইরূপ [অকর্ত্তা ও অভোক্তা] জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; যুগযুগান্তর পূর্ব্ববর্ত্তী মুমুক্ষুগণও সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব তুমিও তাঁহাদের ন্যায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নাহং কর্ত্তা—ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি—এবমিতি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপ্যতিক্রান্তৈর্মুমুক্ষুভিঃ। কুরু তেন কর্ম্মৈব ত্বম্। ন তূষ্ণীমাসনম্। নাপি সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যঃ। তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈরপ্যনুষ্ঠিতত্বাৎ। যদ্যনাত্মজ্ঞস্ত্বং তদাত্মশুদ্ধ্যর্থম্। তত্ত্ববিচ্চেল্লোক-সংগ্রহার্থম্। পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্। নাধুনাতনং কৃতং নির্ব্বর্ত্তিতম্ ॥ ১৫ ॥

(ক) গৌড়পাদকারিকা—১৯

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

বিবরণ না জানিলে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা। লৌকিক স্থূল দৃষ্টির দ্বারা যে বস্তুকে যেরূপ বলিয়া বোধ হয় প্রকৃতপক্ষে হয়তো তাহা সেরূপ নহে। স্থূল দৃষ্টিতে সূর্য্যকে একখানি কাঁসার থালার ন্যায় দেখায় কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা পৃথিবী অপেক্ষাও একটী প্রকাণ্ড গ্রহ ইত্যাদি। বস্তুতঃ স্থূল দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিষম প্রভেদ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মের মধ্যে) অকর্ম্ম (কর্ম্মাভাব) অকর্ম্মণি চ (এবং অকর্ম্মের মধ্যে) যঃ (যিনি) কর্ম্ম পশ্যেৎ (কর্ম্ম দর্শন করেন) সঃ (তিনি) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) বুদ্ধিমান (বুদ্ধিমান), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (যোগযুক্ত) [এবং] কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন তিনিই মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান তিনি যোগযুক্ত ও তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তত্ত্বং কর্ম্ম যদেয়দ্বোদ্ধব্যং—বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতম ? উচ্যতে —কর্ম্মণীতি। কর্ম্ম নি—ক্রিয়ত ইতি কর্ম্ম ব্যাপারমাত্রম। তস্মিন কর্ম্মণি। অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেৎ। অকর্ম্মণি চ কর্ম্মাভাবে কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোর্বস্তুপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্ব এব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারোঽবিদ্যাভূমাবেব কর্ম্ম যঃ পশ্যেদ্ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু। স যুক্তো যোগী চ। কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সমস্তকর্ম্মকৃচ্চ সঃ। ইতি স্তূয়তে কর্ম্মাকর্ম্মণোরিতরেতরদর্শী। ননু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিতি—অকর্ম্মণি চ কর্ম্মেতি। ন হি কর্ম্মাকর্ম্ম স্যাৎ। অকর্ম্ম বা কর্ম্ম। তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেদ্দ্রষ্টা ?

নন্বকর্ম্মৈব পরমার্থতঃ সৎকর্ম্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টের্লোকস্য। তথা কর্ম্মৈবাকর্ম্মবৎ। তত্র যথাভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অতো ন বিরুদ্ধম। বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ। বোদ্ধব্যমিতি (গীতা ৪।১৭) চ যথাভূতং দর্শনমুচ্যতে। ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভান্মোক্ষণং স্যাৎ। যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি (গীতা ৪।১৬) চোক্তম। তস্মাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণী বিপর্য্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভিস্তদ্বিপর্য্যয়গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতো বচনং—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য ইত্যাদি। ন চাত্র কর্ম্মাধিকরণমকর্ম্মাস্তি—কুণ্ডে বদরাণীব। নাপ্যকর্ম্মাধিকরণং কর্ম্মাস্তি। কর্ম্মাভাবত্বাদকর্ম্মণঃ। অতো বিপরীতগৃহীতে এব কর্ম্মাকর্ম্মণী লৌকিকৈঃ। যথা মৃগতৃষ্ণিকায়াম্ দকং। শুক্তিকায়াং বা রজতম।

ননু কর্ম্ম কর্ম্মৈব সর্ব্বেষাম। ন কচিদ্ব্যভিচরতি।

তন্ন। নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষ্বগতিষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ। দূরেষ

চক্ষুষোঽসংনিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু গতাভাবদর্শনাৎ। এবমিহাপ্যকর্ম্মণ্যহং করোমীতি কর্ম্মদর্শনং কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনম্। যেন তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি।

তদেতদুক্তপ্রতিবচনমপাসকৃদত্যন্তবিপরীতদর্শনভাবিততয়া মোমুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃত্তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্যাবতার্য্য চোদয়তীতি পুনঃপুনরুত্তরমাহ ভগবান্—দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং চালক্ষ্য বস্তুনঃ। অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং (গীতা ২।২৫) ন জায়তে ম্রিয়তে বা (গীতা ২।২০) ইত্যাদিনাত্মনি কর্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ। তস্মিন্নাত্মনি কর্ম্মাভাবেঽকর্ম্মণি কর্ম্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরূঢ়ম্। যতঃ—কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ (গীতা ৪।১৬)। দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্ম্মাত্মন্যধ্যারোপ্যাহং কর্ত্তা—মমৈতৎ কর্ম্ম—ময়াস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভোক্তব্যমিতি চ। তথাহং তূষ্ণীং ভবামি। যেনাহং নিরায়াসোঽকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়ব্যাপারোপরমং তৎকৃতং চ সুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য ন করোমি কিঞ্চিৎ তূষ্ণীং সুখমাস ইত্যভিমন্যতে লোকঃ। তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি।

অত্র চ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সৎ কার্য্যকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেঽবিক্রিয় আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তম্। যতঃ পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি মন্যতে। অত আত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেষ্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেন। অতোঽকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ। অকর্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবদাত্মন্যধ্যারোপিতে তূষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে—ইত্যহঙ্কারাভিসন্ধিহেতুত্বাত্তস্মিন্নকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। য এবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যেষু। স যুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ। সোঽশুভান্মোক্ষিতঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ।

অয়ং শ্লোকোঽন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ। কথম্? নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামীশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে—গৌণ্যা বৃত্ত্যা। তেষাং চাকরণমকর্ম্ম। তচ্চ প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কর্ম্মোচ্যতে গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা। তত্র নিত্যে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাৎ। যথা ধেনুরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি। তদ্বৎ। তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্ম্মণি কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি।

নৈতদ্যুক্তং ব্যাখ্যানম্। এবং জ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তেঃ—যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত। কথম্? নিত্যানামনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যাম্নাম মোক্ষণম্। ন তু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানাৎ। ন হি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানমশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতম্। নিত্যকর্ম্মজ্ঞানং বা। ন চ ভগবতৈবেহোক্তম্। এতেনাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং প্রত্যুক্তম্। ন হ্যকর্ম্মণি কর্ম্মেতি দর্শনং কর্ত্তব্যতয়েহ চোদ্যতে। নিত্যস্য তু কর্ত্তব্যতামাত্রম্। ন চাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যাৎ। নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতম্। নাপি কর্ম্মাকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণম্। ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃত্বাদি চ ফলমুপপদ্যতে। স্তুতির্ব্বা। মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপম্ কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণম্? ন হি তমস্তমসো নিবর্ত্তকং ভবতি।

ননু কর্ম্মণি যদকর্ম্মদর্শনমকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তন্মিথ্যাজ্ঞানম্। কিং তর্হি? গৌণং

ফলভাবাভাবনিমিত্তম্। ন। কর্ম্মাকর্ম্মবিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ ফলস্যাশ্রবণাৎ। নাপি শ্রুতহানাশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিদ্বিশেষো লভ্যতে। স্বশব্দেনাপি শক্যং বক্তুং—নিত্যকর্ম্মণাং ফলং নাস্তি। অকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি। তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিম্? তথৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোকব্যামোহার্থমিতি ব্যক্তং কল্পিতং স্যাৎ। ন চৈতচ্ছদ্মরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু। নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং বস্তুতত্ত্বং সুবোধং স্যাদিত্যেবং বক্তুং যুক্তম্। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে (গীতা ২।৪৭)—ইত্যত্র হি স্ফুটতর উক্তোঽর্থো ন পুনর্ব্বক্তব্যো ভবতি। সর্ব্বত্র চ প্রশস্তং বোদ্ধব্যং চ কর্ত্তব্যমেব। ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি। তৎপ্রত্যুপস্থাপিতং বা বস্ত্বাভাসম্। নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়ভাবোৎপত্তিঃ। নাসতো বিদ্যতে ভাব (গীতা ২।১৬) ইতি বচনাৎ। কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি (ক) চ দর্শিতম্। অসতঃ সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ। অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতাসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাপ্যসদ্ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ। তচ্চাপ্যযুক্তং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ। ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রং দুঃখস্বরূপত্বাৎ। দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্ব্বকতয়া কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ। তদকরণে চ নরকপাতাভ্যুপগমেঽনর্থায়ৈব। উভয়থাপি করণেঽকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ। স্বাভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্ম্মেত্যভ্যুপগম্য মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ।

তস্মাদ্ যথাশ্রুত এবার্থঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য ইত্যাদেঃ। তথা চ ব্যাখ্যাতোঽয়মস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে। অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ। তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ। অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ। মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ। তং স্তৌতি—স যুক্তো যোগী। তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ। স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং—ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতঃ। তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ। অনেনৈব যোগারূঢাবস্থায়াং যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ। যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি তদারূঢস্য কুতো বন্ধকং স্যাৎ—ইত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেনাকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ তথাকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেত্তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্যেত্যাদিনা। য এবংভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। তত্র হেতুঃ—যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানাহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব। অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।২।

কলত্রভক্ষণাদিকং ন দোষায়। অঞ্জসা তু বাণতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন নদীতীরস্থ বৃক্ষের গতি না থাকিলেও নৌকাবোহী ব্যক্তি বৃক্ষে গমনক্রিয়ার এবং নৌকাতে গতির অভাব আরোপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্ম-অকর্ম্মাদি ইন্দ্রিয়াদিব ক্রিয়া হইলেও মূঢ় জীব ভ্রমবশতঃ ততাবৎ "অহং করোমি" বুদ্ধিতে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে এবং দেহেন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়ার অভাব অনুমান করে। আকাশের চন্দ্র তারা আদির গতি থাকিলেও দূরত্ব দোষে তাহাদিগকেও যেমন একস্থলেই স্থায়ী বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমক্রমে সর্ব্বদাই ক্রিয়াশীল দেহেন্দ্রিয় আদিকে অকর্ত্তা ও বস্তুতঃ ক্রিয়ানির্লিপ্ত অকর্ত্তা আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদিতে মিথ্যারূপে আরোপিত "অকর্ম্ম" মধ্যে যিনি "কর্ম্ম" দেখিতে পান, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিকেই "কর্ত্তা" বলিয়া বুঝিতে পারেন, এবং আত্মাতে বৃথারোপিত "কর্ম্ম" মধ্যে যিনি অকর্ম্ম বা ক্রিয়াব অভাব বুঝিতে পারেন, তিনিই সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্। যিনি আত্মাকে অহংকর্তৃত্বাভিমান হইতে পৃথক্ দেখিয়াছেন তিনিই যোগযুক্ত।

পক্ষান্তরে এ শ্লোকের এরূপ অর্থও হইতে পাবে যে, প্রকৃতি-বিরচিত এই প্রপঞ্চ জগৎই "কর্ম্ম", ও চৈতন্যস্বরূপ আত্মা "অকর্ম্ম"। যিনি জগতে (কর্ম্মে) ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না, এবং আত্মাতে (অকর্ম্মে) সমস্ত জগতেরই স্ফুরণ (কর্ম্ম) দেখিতে পান, তিনিই শ্রেষ্ঠ ও মহাযোগী। আবার এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, শাস্ত্রীয় অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের বৈধতা প্রযুক্ত উহাতে বন্ধনভয়-রূপ দোষ নাই। বরং তত্ত্বাবতের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় আছে। অগ্নিহোত্রাদি "কর্ম্ম" হইলেও বন্ধনের কারণ নহে বলিয়া উহা "অকর্ম্ম", এবং তাহাব ত্যাগ রূপ "অকর্ম্মে" প্রত্যবায় জন্য বন্ধনের কারণ থাকায় উহা "কর্ম্ম"। এইরূপ কর্ম্ম মধ্যে অকর্ম্ম ও অকর্ম্ম মধ্যে কর্ম্ম যিনি দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মকর্ত্তা। কর্ম্ম-বিকর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া অনেক বুদ্ধিমান্ই ভ্রমচক্রে বিঘূর্ণিত হয়েন। মনে কর, পশু হিংসা করা নিতান্ত অন্যায় বা "বিকর্ম্ম", কিন্তু সকাম যজ্ঞকারীব পক্ষে উহাই আবার "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "কর্ম্ম" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভোজন করিবার জন্য হিংসাবৃত্তির বশীভূত হইয়া পশুবধ করিলে উহা "বিকর্ম্ম" হইত। কিন্তু যজ্ঞসম্বন্ধে পশুবধ করিলে উহাকে আর "বিকর্ম্ম" বলা যায় না। কাহারও প্রতি দ্বেষবুদ্ধি পরতন্ত্র হইয়া উচ্ছেদসাধনের নামই হিংসা। কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত প্রবৃত্তিমার্গীয় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অথবা আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মযুদ্ধকালে প্রাণিহানি করা হিংসা বলিয়া কথিত হয় না। সত্য-কথন অতি উত্তম, এজন্য উহা "কর্ম্ম" মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু যদি সত্য কথায় অন্যের প্রাণহানি বা অন্য কোন গুরুতর অসৎ ফল উৎপন্ন হয়, তবে উহা "বিকর্ম্ম" হইবে। আবার মিথ্যা-কথন "বিকর্ম্ম" হইলেও, যদি গো-ব্রাহ্মণ-মহাত্মাদির প্রাণরক্ষার জন্য উহা আবশ্যক হয়, তবে উহা "কর্ম্ম" বলিয়া গণ্য হইবে। অসৎ-সম্বন্ধে সত্যকথা বলিলে উহা অসত্য-কথনেরই ফলদান করে, আবার সৎ-সম্বন্ধে অসত্য কহিলেও উহা সত্য-কথনেরই

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

শুভফল প্রসব করিয়া থাকে। এতাবতের গুহ্য রহস্য উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে অনেক সময়েই মনুষ্য ভ্রমে পতিত হয়। কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করা কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে হইবার সম্ভাবনা নাই। যেমন সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সুবর্ণকে কুণ্ডলরূপে ও কুণ্ডলকে সুবর্ণময় দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি কর্ম্মে ও অকর্ম্মে উভয়ের আদর্শ দেখিতে পান, তিনিই বুদ্ধিমান্, যোগী ও কর্ম্মকর্ত্তা॥ ১৮॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। সকাম পুরুষই বৈধহিংসার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে কামনানুরূপ ফল ও হিংসা নিমিত্ত পাপ উভয়ই উৎপন্ন হয়। কামনাসক্ত লোকের প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিবার জন্যই শাস্ত্রে হিংসাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। নতুবা হিংসাময় কর্ম্ম করিতে বলা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কেননা, শাস্ত্রের বিধি (যেমন, নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান) লঙ্ঘন করিলে প্রত্যবায় হয়, কিন্তু কাম্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কোনও পাপ হয় না, কেবল সেই কর্ম্মের ফল মাত্র হইবে না। এই জন্য হিংসাত্মক কর্ম্মাদির ব্যবস্থা "পরিসংখ্যা" মাত্র, "বিধি" নহে, অর্থাৎ সকাম ব্যক্তির যথেচ্ছাকে সংযত করিবার নিমিত্তই শাস্ত্রে বৈধহিংসাজনক কর্ম্মের উপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত নীলকণ্ঠও অনুশাসন পর্ব্বের, ১৫৫ অঃ। ১৮ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"ন হি কৃৎস্নো বেদস্তথা তদ্বোধিতা যজ্ঞাশ্চ পুরুষং হিংসায়াং প্রবর্ত্তয়ন্তি। কিন্তু পরিসংখ্যা-বিধয়া নিবৃত্তিমেব বোধয়ন্তীত্যর্থঃ"—সমস্ত বেদ এবং বেদবিহিত যজ্ঞসমুদয় পুরুষকে হিংসা কার্য্যে প্রেরণা করিতেছেন না, কিন্তু পরিসংখ্যা-বিধি দ্বারা নিবৃত্তিরই উপদেশ প্রদান করিতেছেন, অর্থাৎ যজ্ঞে পশুবধ করিবার বিধি বেদে উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু আমিষাশী লোকের যথেচ্ছ মাংসাহার প্রবৃত্তি সংযত করিবার উদ্দেশ্যেই বৈধহিংসার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। যস্য (যাঁহার) সর্ব্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম) কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ (কামসংকল্পবর্জ্জিত), বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মা) তং (তাঁহাকে) পণ্ডিতম্ (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার সমস্ত কর্ম্মই কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত, এবং জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিদগ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেতৎ কর্ম্মণ্যকর্ম্মাদিদর্শনং স্তূয়তে—যস্যেতি। যস্য যথোক্তদর্শিনঃ। সর্ব্বে যাবন্তঃ। সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি। সমারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ। কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ—কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সংকল্পৈর্ব্বর্জ্জিতাঃ। মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে। প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থম্। নিবৃত্তেন চেজ্জীবনযাত্রার্থম্। তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্ কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানম্।

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০

তদেবাগ্নিঃ। তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তম্। আহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধা ব্রহ্মবিদঃ॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন শ্রুতার্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্ত-মর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি। কাম্যত ইতি কামঃ ফলম্। তৎসংকল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ। তত্র হেতুঃ—যতস্তৈঃ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধান্যকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্। আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ। তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সংকল্পঃ। তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। সঙ্কল্পই মনুষ্যের জন্মজন্মান্তর ভোগরূপ সংসারপাশের বীজস্বরূপ। ফলকামনা দ্বারা ইহা আরও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। যিনি স্বর্গাদি ফলকামনা ও অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান-মূলক সঙ্কল্প পরিহার পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং সমস্ত প্রপঞ্চজগৎই ব্রহ্মময় এইরূপ জ্ঞানাগ্নিশিখায় শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ফলরাশি দগ্ধ করিয়াছেন, ব্রহ্মবেত্তা পুরুষগণ তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করেন। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মচৈতন্যোপলব্ধি হয় সেই বৃত্তির নাম পণ্ডা; তাদৃশ বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পণ্ডিত॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (তিনি) কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নিত্যতৃপ্তঃ (সর্ব্বদা তুষ্ট) [এবং] নিরাশ্রয়ঃ (নিরবলম্ব) [হইয়া] কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (প্রবৃত্ত থাকিয়াও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না)॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি কর্ম্ম ও ফলের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদাই পরিতৃপ্তান্তঃ-করণ ও নিরবলম্ব থাকেন, তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্তু কর্ম্মাদিদর্শী সোঽকর্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্ম্মা সংন্যাসী জীবনমাত্র-র্থচেষ্টঃ সন্ কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে—যদ্যপি প্রাগ্বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ। যস্তু প্রারব্ধকর্ম্মা সন্নুত্তরকাল-মুৎপন্নাত্মসম্যগ্দর্শনঃ স্যাৎ স কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যজত্যেব। স কুতশ্চি-ন্নিমিত্তাৎ কর্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্র-হার্থং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম্মা-কর্ম্মৈব সম্পদ্যত ইতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ—ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্ম্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গং চ। যথোক্তেন জ্ঞানেন নিত্যতৃপ্তঃ। নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েম্বিত্যর্থঃ। নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিতঃ।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ২১॥

আশ্রয়ো নাম যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিসাধয়িষতি। দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। বিদুষা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্মৈব। তস্য নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বাৎ। তেনৈবংভূতেন প্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি প্রাপ্তে ততো নির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ। অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ। এবংভূতো যঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি। তস্য কর্ম্মাকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যানুষ্ঠানকালে যে অহংকর্ত্তৃত্বাভিমান হয় তাহার নাম "কর্ম্মাসঙ্গ" ও তজ্জন্য স্বর্গাদি ফলকামনার নাম "ফলাসঙ্গ"। যিনি এতদাসঙ্গদ্বয় ত্যাগ করিয়া আত্মাকে অকর্ত্তা, অভোক্তা ও অসঙ্গ জানিয়া সদাই পরিতৃপ্ত বা পরমানন্দযুক্ত থাকেন এবং যিনি আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি কাহারও আশ্রিত মনে করেন না, তিনি লোকদৃষ্টিতে কার্য্য করিলেও সে কার্য্য তাঁহার অদৃষ্ট রচনা করিতে পারে না। ফলাসঙ্গ নিবৃত্তি জন্য তিনি সদাই "তৃপ্ত" ও কর্ম্মাসঙ্গের অভাব প্রযুক্ত তিনি সদাই "নিরাশ্রয়"। আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলেই কর্ম্মফলানুরূপ অদৃষ্ট রচিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে; জীবও তদনুসারে শুভাশুভ কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। অন্যথা পরমানন্দময় পুরুষকে কার্য্য ও ফল কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না॥ ২০॥

অন্বয়বোধিনী। নিরাশীঃ (নিষ্কাম) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সর্ব্বপ্রকারপরিগ্রহত্যাগী ব্যক্তি) কেবলং (কেবলমাত্র) শারীরং (শারীরিক) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (কর্ম্ম করিয়া) কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন না)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি তৃষ্ণারহিত, যাঁহার আত্মা ও চিত্ত সংযত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পাপভাগী হয়েন না॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্ম্মারম্ভাৎ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ে সংজাতাত্মদর্শনঃ। স দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়াশীর্বিবর্জ্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম সংন্যস্য শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যত ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—নিরাশীরিতি। নিরাশীঃ নির্গতাঃ আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ। যতচিত্তাত্মা—

চিত্তমন্তঃকরণম্। আত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণসংঘাতঃ। তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ যেন স যতচিত্তাত্মা। ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ—ত্যক্তঃ সর্ব্বঃ পরিগ্রহো যেন স ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনং কেবলং—তত্রাপ্যভিমানবর্জ্জিতং—কর্ম্ম কুর্ব্বন্। নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষমনিষ্ট-রূপং পাপং ধর্ম্মং চ। ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপং কিল্বিষমেব। বন্ধাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্ব্বর্ত্যং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতম্? আহোস্বিচ্ছরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মেতি। কিঞ্চাতো যদি শরীরনির্ব্বর্ত্যং শারীরং কর্ম্ম? যদি বা শরীর-স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিতি? উচ্যতে—যদা শরীরনির্ব্বর্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাত্তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি ব্রুবতো বিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত। শাস্ত্রীয়ং চ কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্যং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মশব্দবাচ্যং কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ। তত্রাপি বাঙ্মনসাভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত। প্রতিষিদ্ধসে-বাপক্ষেঽপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ। যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতং ভবেত্তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্যমন্যদকুর্ব্বংস্তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জ্জিতঃ শরীরাদি-চেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্। এবংভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসর্ব্বকর্ম্মত্বাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যত এবেতি। পূর্ব্বোক্ত-সম্যগ্দর্শনফলানুবাদ এবৈষঃ। এবং শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিংচ—নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ। যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরং চ যস্য। ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন। স শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢপক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রো-পযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদিতে যাঁহার কামনা নাই, অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ চিত্ত এবং বাহ্যেন্দ্রিয় সহিত দেহরূপ আত্মাকে যিনি নিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সহজেই সর্ব্বত্যাগী, কোন বস্তু গ্রহণেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, কেবল প্রারব্ধভোগার্থ শরীরের দ্বারা কর্ম্ম করেন মাত্র। যে শুভ ও অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মনের আসক্তি আকৃষ্ট না হয়, সে কর্ম্মের জন্য অনুষ্ঠাতা পাপপুণ্যরূপ ফলভাগী হয়েন না ॥ ২১॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে তাহাতে প্রকৃত আসক্তি আছে কি না, শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে কেবল কার্য্যকালে অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছি এইরূপ মনে করিলেই নিষ্কামভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্ম্ম ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ না হইয়া তাহাতে অনুষ্ঠাতার স্বার্থ থাকিলে বা নিজ মনের তৃপ্তিমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হইলে, কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী ॥ ২১ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

কার্য্যকালে ফললাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, তিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শরীরযাত্রামাত্র নির্ব্বাহার্থ এইরূপ নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান আদর্শ সন্ন্যাসজীবনেই সম্ভবপর। মুমুক্ষু গৃহস্থগণেরও এই আদর্শানুরূপ জীবন অতিবাহিত করিতে অভ্যাস করা উচিত ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। গতসঙ্গস্য (নিষ্কাম) মুক্তস্য (রাগবর্জ্জিত) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবিচলিতচিত্ত) যজ্ঞায় কর্ম্ম আচরতঃ (যজ্ঞের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির) সমগ্রং (সমস্ত কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (বিনষ্ট হয়) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ফলকামনাবিহীন ও কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাধ্যাসবর্জ্জিত, যাঁহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিচলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে, তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম *সকলকে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সেই কর্ম্মসকল ফলসহিত বিনষ্ট* হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গমিত্যনেন শ্লোকেন (গীতা ৪।২০) যঃ প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ তদা তস্যাত্মনঃ কর্ত্তৃকর্ম্মপ্রয়োজনাভাবদর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্নিমিত্তাত্তদসম্ভবে সতি পূর্ব্ববৎ তস্মিন্ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ (গীতা ৪।২০) ইতি কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ। যস্যৈবং কর্ম্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব—গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য সর্ব্বতো নিবৃত্তাসক্তেঃ। মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাধর্ম্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। জ্ঞান এবাবস্থিতং চেতো যস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাঃ। তস্য। যজ্ঞায় যজ্ঞনিবৃত্ত্যর্থমাচরতো নির্ব্বর্ত্তয়তঃ কর্ম্ম সমগ্রং। সহাগ্রেণ কর্ম্মফলেন বর্ত্তত ইতি সমগ্রং কর্ম্ম। তৎ সমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভির্মুক্তস্য। জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য তস্য। যজ্ঞায় পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে। অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে। আরুরুক্ষোপক্ষে—যজ্ঞায়েতি। যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহার ফলভোগে বাসনা নাই, "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এ অধ্যাসও যাঁহার নাই, "তত্ত্বমসি" (ক) মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মায় অভেদ

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার চিত্তবৃত্তি আত্মবৃত্তিতে বিলীন হইয়াছে, তিনি যদি প্রারব্ধবশাৎ অথবা লোকানুগ্রহার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার যজ্ঞাদি কর্ম্ম সমগ্র বিনষ্ট হইয়া যায়। "সমগ্র" এই শব্দের "অগ্র" পদের অর্থ "ফল"। অর্থাৎ ফল সহ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। "তদ্যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" (ক) ইতি শ্রুতি। যেমন ইষীকা তূল (কেশো ঘাসের তুলার ন্যায় ফুল) প্রজ্বলিত অগ্নিতে ইষীকার সহিত বিদগ্ধ হইয়া যায়, জ্ঞানাগ্নিদীপ্ত ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের নিকট ফল সহিত কর্ম্মরাশি তদ্রূপ নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্পণং (আহুতি দানের স্রুবাদি) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), হবিঃ (ঘৃতও) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), [এবং] ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) ব্রহ্মণা (ব্রহ্মরূপ হোতা কর্ত্তৃক) হুতং (হোম) [ব্রহ্ম];—[এইরূপ যিনি দেখেন], তেন (সেই) ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (কর্ম্মে ব্রহ্মবুদ্ধি-পরায়ণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যম্ (লব্ধ হয়েন) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্পণ [আহুতি দানের স্রুবাদি] ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্ম রূপ হোতা যে হোম করিতেছেন তাহাও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ কর্ম্মে যাঁহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম স্বকার্য্যারম্ভমকুর্ব্বৎ সমগ্রং প্রবিলীয়ত ইতি? উচ্যতে যতঃ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন ব্রহ্মবিদ্ধবিরগ্নাবর্পয়তি তদ্‌ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি। তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতি। যথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি। তদুচ্যতে ব্রহ্মৈবার্পণমিতি। যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি। ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্ম হবিঃ—তথা যদ্ধবির্বুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণং তদ্‌ব্রহ্মৈবাস্য। তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদম্। অগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা। ব্রহ্মৈব কর্ত্তেত্যর্থঃ। যত্তেন হুতং হবনক্রিয়া তদ্‌ ব্রহ্মৈব। যত্তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব। ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা। ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম। তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃ। তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্। এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽ-কর্ম্ম। ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাৎ। এবং সতি নিবৃত্তকর্ম্মণোঽপি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শনস্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে। যদর্পণাদ্যধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্মং ব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিন ইতি। অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। তস্মাদ্‌ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিতি অভিজানতো বিদুষঃ কর্ম্মাভাবঃ। কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ। ন হি

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫।২৪।৩।

কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম্ম দৃষ্টম্। সর্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম শব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষসম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কর্ত্রভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টম্। নোপমর্দিতক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতং বা। ইদং তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমর্দিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধি কর্ম্ম। অতোঽকর্ম্মৈব তৎ। তথা চ দর্শিতম্—কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ (গীতা ৪।২৮) কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ (গীতা ৪।২০)। গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে (গীতা ৩।২৮) নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ (গীতা ৫।৮) ইত্যাদিভিঃ। তথা চ দর্শয়ংস্তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দ্দং করোতি। দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দ্দেন কাম্যাগ্নিহোত্রাদিহানিঃ। তথা মতিপূর্ব্বকামতিপূর্ব্বকাদীনাং কর্ম্মণাং কার্য্যবিশেষস্যারম্ভকত্বং দৃষ্টম্। তথেহাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমর্দিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্ম্মাপি বিদুষোঽকর্ম্ম সম্পদ্যতে। অত উক্তং—সমগ্রং প্রবিলীয়তে (গীতা ৪।২৩) ইতি।

অত্র কেচিদাহুঃ—যদ্ব্রহ্ম তদর্পণাদীনি। ব্রহ্মৈব কিলার্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সত্তদেব কর্ম্ম করোতি। তত্র নার্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যতে। কিন্ত্বর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাধীয়তে। যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধিঃ। যথা বা নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরিতি। সত্যম্—এবমপি স্যাদ্যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং ন স্যাৎ। অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষানুপন্যস্য শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞ (গীতা ৪।৩৩) ইতি জ্ঞানং স্তৌতি। অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে। অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। যে তু—অর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুবুদ্ধিবদ্ ব্রহ্মবুদ্ধিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিষ্বিব চ—ইতি ব্রুবতে ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা স্যাৎ। অর্পণাদিবিষয়ত্বাজ্ জ্ঞানস্য। ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি চোচ্যতে। বিরুদ্ধং চ সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যত ইতি। প্রকৃতবিরোধশ্চ। সম্যগ্দর্শনং চ প্রকৃতম্। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ (গীতা ৪।২৮) ইত্যত্রান্তে চ সম্যগ্দর্শনং তস্যোপসংহারাৎ। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ (গীতা ৪।৩৩)। জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিম্ (গীতা ৪।৩৯) ইত্যাদিনা সম্যগ্দর্শনস্তুতিমেব কুর্ব্বন্নুপক্ষীণোঽধ্যায়ঃ। তত্রাকস্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরপ্রকরণে প্রতিমায়ামিব বিষ্ণুবুদ্ধিরুচ্যত ইত্যনুপপন্নম্। তস্মাদ্যথা-ব্যাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি ত্যাগের নাম "যাগ"; ঘৃতাদি দ্রব্য অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে "হোম" নামে কথিত হয়। যে ইন্দ্রাদি দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া ঘৃতাদি দান করা যায়, তাঁহাদের নাম "সম্প্রদান"; যজ্ঞের ঘৃতাদি "হবিঃ" শব্দে প্রসিদ্ধ। ঘৃতাদি প্রক্ষেপই "কর্ম্ম", জুহু আদি "করণ", অধ্বর্য্যু "কর্ত্তা" আহবনীয়াগ্নি "অধিকরণ"। এইরূপ কর্ম্মেতে ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ সমাধি হইলে অনুষ্ঠাতার ব্রহ্মই লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যজ্ঞের প্রত্যেক অঙ্গে—কর্ত্তা-কর্ম্মাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি হইলে আসক্তির উদ্রেক হয় না। সুতরাং যজ্ঞকর্ত্তা কর্তৃত্বাভিমান-বর্জ্জিত হইয়া ক্রমে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করেন। (অথবা, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি লোকসংগ্রহার্থ যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা ব্রহ্মবুদ্ধিতে করেন বলিয়া, তাঁহার কোন কার্যই বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। এই শ্লোকে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন জন্য জ্ঞানীর কার্যকে যজ্ঞরূপে স্তুতি করা হইয়াছে) ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অপরে (কোন কোন) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈব যজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (অনুষ্ঠান করেন); অপরে (অন্য কেহ কেহ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) যজ্ঞেন এব (ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞের দ্বারাই) যজ্ঞম্ (আত্মাকে) উপজুহ্বতি (আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কতকগুলি যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈব যজ্ঞই করিয়া থাকেন, অপর তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রাধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থমন্যেঽপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে—দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব—দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞঃ। তমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে। কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ব্রহ্মাগ্নৌ—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (ক)। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (খ)। যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ (গ) ইত্যাদিবচনোক্তমশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং নেতি নেতীতি (ঘ) নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ স হোমাধিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিঃ। তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নাব-

---

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৮।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৪।১। (ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।২।৪।

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

পরেহনো ব্রহ্মবিদো যজ্ঞম্। যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা। আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ। তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্ব্বোপাধিধর্ম্মকমাহুতিরূপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপজুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি ; সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমঃ। তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিন ইত্যর্থঃ। সোঽয়ং সম্যগ্দর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষূপক্ষিপ্যতে—ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি শ্লোকৈঃ—শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ ইত্যাদিনা স্তুত্যর্থম্ ॥ ২৫।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়-ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি। যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ। ২৫।

গীতার্থসন্দীপনী। দর্শ, পূর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোমাদি যে সকল যজ্ঞে ইন্দ্র, অগ্নি বায়ু আদির তৃপ্তি সাধন করা হয়, তাঁহার নাম দৈব যজ্ঞ ; আর ব্রহ্ম বা "তৎ" রূপ জ্বলন্ত অনলে "ত্বং" রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম "জ্ঞানযজ্ঞ"। সন্ন্যাসিগণ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়-সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়ঃ। তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি। বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষ্বিন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতাঞ্ছব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম সাধন পূর্ব্বক প্রত্যাহার-পরায়ণ পুরুষ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ।" (ক)। ভগবান্ পতঞ্জলি ঋষি একমাত্র বস্তুর ধারণা, ধ্যান, ও সমাধিকে সংযম বলিয়াছেন। হৃদয়কমলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অবচলিত ভাবে মনঃসংস্থাপনের নাম ধারণা। এই রূপ ধারণাযুক্ত চিত্তে উত্তরোত্তর বিজাতীয় বৃত্তিসমূহকৃত ব্যবধানের সহিত ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহের নাম "ধ্যান"। এইরূপ ধ্যানযুক্ত চিত্তের বিজাতীয় বৃত্তি সমূহের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া যে কেবল মাত্র ভগবদাকারে সজাতীয় বৃত্তিপ্রবাহ হয় তাহার নাম "সমাধি"। চিত্তের অবস্থা (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ, এই পাঁচ প্রকার) ভেদানুসারে, সমাধি "সম্প্রজ্ঞাত" ও "অসম্প্রজ্ঞাত" এই দুই ভাগে বিভক্ত। রাগদ্বেষাদিদূষিত বিষয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত "ক্ষিপ্ত"। নিদ্রাতন্দ্রাদিযুক্ত চিত্ত "মূঢ়"। বিষয়াসক্ত হইয়াও যে চিত্ত দৈবাৎ কোন কোন সময়ে ধ্যাননিষ্ঠ হয়, সে চিত্ত "বিক্ষিপ্ত"। চিত্তের প্রথম দুই অবস্থাতে সমাধি আদৌ হইতে পারে না। বিক্ষিপ্তাবস্থায় কখন কখন সমাধি হইলেও উহা যোগমধ্যে পরিগণিত হয় না। এ সমাধি আপনি হইয়া আপনিই ভঙ্গ হইয়া যায়। চিত্তের এক বস্তুতে ধারাবাহিক বৃত্তিপ্রবাহের নাম "একাগ্রাবস্থা" এই অবস্থায় সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি বশতঃ তমোগুণজনিত নিদ্রাতন্দ্রাদির এবং রজোগুণকৃত চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপাদির অভাব হওয়ায় "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" হইয়া থাকে। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় আপনাকে ধ্যেয়াকারাকারিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু যখন ঈদৃশ প্রতীতিরূপ বৃত্তিরও অভাব হয়, তখন চিত্তের "নিরুদ্ধাবস্থা"। এই অবস্থায় "অসম্প্রজ্ঞাত" সমাধি হইয়া থাকে। এইরূপে যোগশাস্ত্রে ধারণাদি সংযমের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই সংযমরূপ অগ্নিরাশিতে কেহ কেহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দান করেন, অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। আবার কোন কোন যোগী সমাধি অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের নিরোধরূপ যজ্ঞও করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ২৬, ২৭, ২৮ শ্লোকে যে সমস্ত ক্রিয়াযোগের ইঙ্গিত আছে, যোগসূত্রের সাধন পাদে তাহাই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র ৩।৪

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অপরে (অন্য কেহ কেহ) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম) প্রাণকর্ম্মাণি চ (ও প্রাণাদির কর্ম্মরাশিকে) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানকর্তৃক প্রদীপিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমযোগরূপ অগ্নিতে) জুহ্বতি (হোম করিয়া থাকেন) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অপর কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম ও প্রাণাদির কর্ম্মরাশিকে জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযম-যোগরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সর্ব্বাণীতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি—ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি। তথা প্রাণকর্ম্মাণি। প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকঃ। তৎকর্ম্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি। তানি চাপর আত্মসংযমযোগাগ্নৌ। আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ। স এব যোগাগ্নিঃ। তস্মিন্নাত্মসংযমযোগাগ্নৌ। জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি। জ্ঞানদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ্বলভাবমাপাদিতে। জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠাঃ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি। প্রাণানাং চ দশানাং কর্ম্মাণি। প্রাণস্য বহির্গমনম্। অপানস্যাধোনয়নম্। ব্যানস্য ব্যানয়নমাকুঞ্চনপ্রসারণাদি। সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নম্। উদানস্যোর্দ্ধনয়নম্। "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতং চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ।" ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি। আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যম্। স এব যোগঃ। স এবাগ্নিঃ। তস্মিন্। জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা তস্মিন্মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যুপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমাধি দ্বিবিধ—লয়পূর্ব্বক সমাধি ও বাধপূর্ব্বক সমাধি। লয়পূর্ব্বক সমাধিতে ব্যষ্টি-কার্য্যকে সমষ্টিরূপ কারণে, সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য, অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতরূপ কারণে; শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-যুক্ত পৃথিবী, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-যুক্ত জলে; জল, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-যুক্ত তেজে; তেজ, শব্দ-স্পর্শ-যুক্ত বায়ুতে; বায়ু, শব্দগুণ-বিশিষ্ট আকাশে, আকাশ, মহাকাশে; মহাকাশ, সংকল্পরূপ অহঙ্কারে; অহঙ্কার, মহত্তত্ত্বে; মহত্তত্ত্ব, মায়াতে; এবং মায়া, চৈতন্যে লয় করিতে হয়। এই লয়সমাধিতে অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং তত্ত্বমস্যাদি (ক) মহাবাক্যপ্রতিপাদিত ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হইবার সম্ভবনা নাই। তত্ত্বসাক্ষাৎকারানন্তর অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া গেলে নির্ব্বীজ বাধসমাধি প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পুনর্ব্বিকাশের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ এই শ্লোকে বাধসমাধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশাত্মক সূক্ষ্মশরীর অন্য কোন

(ক) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭ ইত্যাদি।

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

কোন্ যোগী আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। নিরোধসমাধি রূপ যোগের নাম আত্মসংযম। "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ" (ক)। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, এই তিন অবস্থার নাম ব্যুত্থান। ইহা যোগের বিরোধী, এবং জীব ক্ষণে ক্ষণে ইহাতে অভিভূত হইয়া থাকে। ব্যুত্থান সংস্কারের বিরোধী নিরোধ সংস্কারের দ্বারা জীব দিন দিন ও ক্ষণে ক্ষণে প্রাদুর্ভাব লাভ করিয়া থাকে। তদনন্তর নিরোধমাত্রক্ষণের সহিত চিত্তের অন্বয়ের নাম নিরোধপরিণাম। এই নিরোধপরিণামের পর প্রশান্ত অবস্থা উপস্থিত হয়। এইরূপ আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নি যখন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত হয়, তখন কোন কোন যোগী তাহাতে লিঙ্গশরীরকে আহুতি দিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। লয়পূর্ব্বক সমাধিতে ব্রহ্মাত্মবিচারের অভাববশতঃ জীবাত্মা প্রকৃতিলীন হইয়া থাকে মাত্র। ইহাতে অবিদ্যার মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়সহ চৈতন্যরূপে জীবব্রহ্মের অভিন্নতার সংস্কার হয় না বলিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা নাই। বাধপূর্ব্বক সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে মহাবাক্য বিচার দ্বারা আত্মানাত্ম-বিবেকের সংস্কার সুদৃঢ় করিয়া নিদিধ্যাসন অভ্যাস করিতে হয়, সুতরাং দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি আদিতে (অর্থাৎ কোন মায়িক বিষয়েই) আত্মভ্রম হয় না, এবং কেবল ব্রহ্মচৈতন্যেই জীবচৈতন্য (প্রত্যক্ চেতন) সমাহিত হয়। 'বাধ' অর্থাৎ মায়ার মিথ্যাত্ব নিশ্চয়। নানারূপময় দৃশ্যজগৎ জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করাই বাধ। যেমন প্রতিবিম্বগ্রহণ জলেরই গুণ, কেননা অস্বচ্ছপদার্থে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, সেইরূপ জগদ্দৃশ্য মায়ারই ক্রিয়া, উহার সত্যতা নাই। জল শুষ্ক হইলে যেমন প্রতিবিম্বের অভাব হয়, কেবল সূর্য্যই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ বাধপূর্ব্বক মায়াজ্ঞান তিরোহিত হইলে, একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশিত থাকেন। (গীঃ সঃ ১৩।৩২) ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। [কোন কোন ব্যক্তি] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোযজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগযজ্ঞপরায়ণ), তথা (আর) অপরে (অন্য কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদাভ্যাস ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ) চ (এবং) [কোন কোন] যতয়ঃ (যত্নশীল পুরুষ) সংশিতব্রতাঃ (অত্যন্ত সুদৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [হয়েন] ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি তপোরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি যোগরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ, কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানরূপ যজ্ঞ এবং কোন কোন যত্নশীল পুরুষ অত্যন্ত সুদৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

(ক) পাতঞ্জলদর্শন, ৩।৯।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞাঃ—তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। তপোযজ্ঞাঃ—তপো যজ্ঞো যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগযজ্ঞাঃ—প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। তথাপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ। স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ। জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ—জ্ঞানং শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাঃ। যতয়ো যতনশীলাঃ। সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতানি তনূকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তপোযজ্ঞাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ। স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ। যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ। যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ। সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কূপ-তড়াগ খনন, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, শরণাগত জীবের রক্ষণ এবং শ্রৌতবিধানোক্ত বিবিধ দানের নাম দ্রব্যযজ্ঞ। কৃচ্ছ্র চন্দ্রায়ণাদি সাধনের ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উষ্ণ সহিষ্ণুতার নাম তপোযজ্ঞ। চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম যোগযজ্ঞ। অষ্টাঙ্গ যোগ যথা,—যম—যোগশাস্ত্র মতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (ক), এবং পুরাণের মতে অস্তেয়, করুণা, আর্জ্জব, শান্তি, শৌচ, ধৃতি, মিতাহার, সত্যভাষণ, অহিংসা ও ব্রহ্মচর্য্য—যম বলিয়া কথিত হয়; নিয়ম—যোগশাস্ত্র মতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান (খ), এবং পৌরাণিক মতে আস্তিক্য, হর্ষ, তপঃ দেবার্চ্চনা, দান, লজ্জা, সৎ জ্ঞান, হোম, সৎকথা শ্রবণ ও জপ—নিয়ম বলিয়া কথিত হয়; আসন—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি; প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। ব্রহ্মচর্য্য (স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ) ধারণ করিয়া গুরুশুশ্রূষা পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম বেদযজ্ঞ (স্বাধ্যায়)। গূঢ়ার্থযুক্তিপূর্ব্বক বেদার্থ নিশ্চয়াবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ। কোন নিয়মের কিঞ্চিদংশেরও ক্ষতি না হয় তাহার নাম দৃঢ়ব্রতযজ্ঞ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। তথা (অপরে) অপরে (অন্যান্য যোগিগণ) অপানে (অপান বায়ুতে) প্রাণং (প্রাণকে), প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) অপানং (অপান বায়ুকে) জুহ্বতি (হোম করেন)।

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ২।৩০। (খ) পাতঞ্জলসূত্র, ২।৩২।

অপরে (অন্য কেহ কেহ) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতি) রুদ্ধা (রোধ পূর্ব্বক) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ) [হইয়া থাকেন]। ২৯॥

বঙ্গানুবাদ। অন্যান্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণের আহুতি প্রদান করেন অপর কেহ কেহ প্রাণে অপানের হোম করেন এবং অন্যান্য কোন কোন যজ্ঞাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতি রোধ পূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন॥ ২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অপান ইতি। অপানেঽপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি প্রাণং প্রাণবৃত্তিম্। পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। প্রাণেঽপানং তথাপরে জুহ্বতি। রেচকাখ্যঞ্চ প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎ। প্রাণাপানগতী—মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতিঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য। তে প্রাণাপানগতী। এতে রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥ ২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অপান ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেন জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি। তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি। এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ—অপরে ইতি। অপরে ত্বাহারসঙ্কোচমভ্যাসন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা—অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানোঽজপামন্ত্রেণ তত্ত্বং পদার্থৈক্যং বর্ত্তীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—সকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ॥ ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন তু শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে। তদ্যমর্থঃ—দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥ ইতি (ক)। এবমাদিবচনোক্তা নিয়ত আহারা যেষাং তে। কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি। কুম্ভকে হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তীতি তত্রৈব লীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা॥ ইতি॥ ২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ কেহ অপান বায়ুর প্রশ্বাসরূপ বৃত্তিতে প্রাণবায়ুর শ্বাসরূপ বৃত্তির আহুতি দান করেন অর্থাৎ বাহ্য বায়ুকে শরীরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া পূরক অভ্যাস করেন এবং অপর শ্বাসরূপ বৃত্তিতে অপানের প্রশ্বাসরূপ বৃত্তির হোম অর্থাৎ রেচক করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ভগবান অন্তরকুম্ভক ও বাহ্যকুম্ভক এই দ্বিবিধ কুম্ভকের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। যথাশক্তি বাহ্যবায়ুকে নাসিকা দ্বারা শরীরের ভিতর প্রবেশপূর্ব্বক শ্বাস প্রশ্বাস রোধ করার নাম অন্তরকুম্ভক। আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে যথাশক্তি নাসা দ্বারা নির্গত করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধের নাম

(ক) পুরাণ ও আয়ুর্ব্বেদের বহুগ্রন্থে এইরূপ উক্তি আছে।

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ * ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

বাহ্যকুম্ভক। প্রাণ ও অপানের গতির নাম শ্বাস ও প্রশ্বাস। পূরকের দ্বারা অপানের, এবং রেচকের দ্বারা প্রাণবায়ুর গতি নিরুদ্ধ হয়। কুম্ভককালে প্রাণ ও অপানের গতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এই স্তম্ভনরূপ কুম্ভক অত্যন্ত স্থির হইলে যোগী ইন্দ্রিয়গণকে সেই নিগৃহীত প্রাণবায়ুতে লয় করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম বাহ্যবৃত্তি বা পূরক, আন্তরবৃত্তি বা রেচক, স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক ও তুরীয় এই চারিভাগে বিভক্ত। কোন কোন যোগী অজপা মন্ত্রের অনুলোম বিলোমে হংসঃ ও সোঽহমিতি দ্বারা তত্ত্বমসীতি বাক্যে জীবব্রহ্মের একত্বানুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। তুরীয় কুম্ভক বা কেবল কুম্ভক চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারাই সাধিত হয়, ইহাতে বায়ুসংযমের আবশ্যকতা নাই। মন আত্মচৈতন্যে নিরুদ্ধ হইলেই এই তুরীয় কুম্ভক সাধিত হয়। বৈরাগ্যসহ ঈশ্বর প্রণিধানই ইহার প্রধান সাধন। ইহাতেও ক্রমে ক্রমে প্রাণগতি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, অথচ হঠযোগের প্রাণায়াম জন্য ক্লেশাদির আশঙ্কা ইহাতে নাই ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অপরে (অন্য কোন কোন) নিয়তাহারাঃ (সংযতাহারী) প্রাণান্ (বায়ু সকলকে) প্রাণেষু (বায়ুসমূহে) জুহ্বতি (হোম করেন)। এতে সর্ব্বে অপি (এই সকল) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞকারিগণ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (এবং যজ্ঞশেষ অমৃতভোজনশীল হইয়া) সনাতনং ব্রহ্ম (নিত্য ব্রহ্মলোকে) যান্তি (গমন করেন)। কুরুসত্তম (হে কুরুসত্তম!), অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠানশূন্য ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (এই লোক) ন অস্তি (নাই), অন্যঃ (অন্য লোক) কুতঃ (কোথায়?) ॥ ৩০।৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ, যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন মনুষ্যগণ এই মনুষ্য লোকই প্রাপ্ত হয় না, স্বর্গাদিলাভ তো দূরের কথা ॥ ৩০।৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অপরে ইতি। অপরে নিয়তাহারাঃ—নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ। প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণেষ্বেব জুহ্বতি। যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ তস্মিন্ জুহ্বতি। তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ। যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষপিতং নাশিতং কল্মষং যেষাং তে যজ্ঞক্ষপিত-কল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥

---

* ক্ষপিতকল্মষাঃ ইত্যপি পাঠঃ।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্ব্বর্ত্ত্য—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং। যজ্ঞশিষ্টং চ তদমৃতং চেতি যজ্ঞশিষ্টামৃতম্। তদ্ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথাবিধিচোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যান্তি গচ্ছন্তি। ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম্। মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাদবগম্যতে। নায়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণোঽপ্যস্তি। যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞঃ। তস্য। কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ। হে কুরুসত্তম॥ ৩১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্ব ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দতি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদঃ। যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা। যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈস্তে॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি। যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টং কালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা। তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি। কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ। অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ॥ ৩১॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ * প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরুশাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন, অথবা তত্তাবৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পন্ন করেন তিনিই যজ্ঞবিৎ। যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজ্ঞবিৎ ও যজ্ঞজন্য নিষ্পাপ মহাত্মগণ অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ-ব্রত করে না, তাহাদের মুক্তি ও স্বর্গাদি সুখ-সম্পৎ লাভ তো দূরের কথা, সামান্য সুখসাধক মনুষ্যলোক লাভও দুষ্কর হয়॥ ৩০।৩১॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মণঃ (বেদের) মুখে (দ্বারা) এবং (এইরূপ) বহুবিধাঃ (বহু প্রকার) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে), তান্ (সেই) সর্ব্বান্ (সকলকে) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজ) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিবে)॥ ৩২॥

বঙ্গানুবাদ। এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি তৎসমস্ত যজ্ঞকে "কর্ম্মজন্য" বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ কর॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ। বিততা বিস্তীর্ণাঃ। ব্রহ্মণো বেদস্য। মুখে দ্বারে। বেদদ্বারেণাবগম্যমানা ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে।

* ২৪—২৭শ্লোকে চারিটী, ২৮ শ্লোকে ছয়টী এবং ২৯ ও ৩০ শ্লোকে দুইটী যজ্ঞের বিষয় কথিত হইয়াছে।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং যথোক্তান যজ্ঞান নিবর্ত্ত্য—যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ—যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং। যজ্ঞশিষ্টং চ তদমৃতং চেতি যজ্ঞশিষ্টামৃতম। তদ্ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যথোক্তান যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথাবিধিচোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ। যান্তি গচ্ছন্তি। ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম। মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাদবগম্যতে। নায়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণোঽপ্যস্তি। যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞঃ। তস্য। কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ। হে কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্ব ইতি। যজ্ঞান বিন্দতি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদঃ। যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা। যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈস্তে ॥৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজ ইতি। যজ্ঞান কৃত্বাবশিষ্টং কালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা। তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি। কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ। অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ * প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরুশাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন অথবা তত্তাবৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পন্ন করেন তিনিই যজ্ঞবিৎ। যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজ্ঞবিৎ ও যজ্ঞজন্য নিষ্পাপ মহাত্মগণ অমৃতত্ব বা মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ ব্রত করে না, তাহাদের মুক্তি ও স্বর্গাদি সুখ সম্পৎ লাভ তো দূরের কথা, সামান্য সুখসাধক মনুষ্যলোক লাভও দুষ্কর হয় ॥ ৩০।৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মণঃ (বেদের) মুখে (দ্বারা) এবং (এইরূপ) বহুবিধাঃ (বহু প্রকার) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞসমূহ) বিততাঃ (বিস্তৃত হইয়াছে) তান্ (সেই) সর্ব্বান্ (সকলকে) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজ) বিদ্ধি (জানিবে) এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (মুক্তি লাভ করিবে) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইপ্রকার বহুবিধ যজ্ঞ বেদমুখে বিস্তৃত হইয়াছে তুমি তৎসমস্ত যজ্ঞকে 'কর্ম্মজন্য' বিদিত হইয়া সংসার হইতে মুক্তি লাভ কর ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ। বিততা বিস্তীর্ণাঃ। ব্রহ্মণো বেদস্য। মুখে দ্বারে। বেদদ্বারেণাবগম্যমানা ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে।

* ২৪—২৭ শ্লোক চারিটী, ২৮ শ্লোক ছয়টী এবং ২৯ ও ৩০ শ্লোক দুইটী যজ্ঞের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুরুসেবা না করিলে, গুরুমুখে উপদেশ না শুনিলে, কেবল নিজ-বুদ্ধিবিচারে কিংবা জ্ঞানগ্রন্থ পাঠ করিলে তত্ত্বজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। আমি কে? কিরূপে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলাম? কি উপায়েই বা মুক্তি পাইব? শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করযোড়ে গুরুকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে হয়। যে সে গুরুর নিকট প্রশ্ন করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভগবান্ তত্ত্বদর্শী আত্মসাক্ষাৎকারবান্ গুরুর নিকট উপদেশ লইতে আজ্ঞা করিলেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (ক) ইতি; অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারার্থ সমিৎপাণি হইয়া (অর্থাৎ যথাসাধ্য উপঢৌকন লইয়া) শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবে ॥ ৩৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ব্রহ্মনিষ্ঠ (তত্ত্বজ্ঞ) না হইলে কেহ অপরোক্ষ জ্ঞানের উপদেশ করিতে পারেন না; এবং শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ দূর করিতেও কেহ সমর্থ হয়েন না। এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই প্রকৃত সদ্‌গুরু ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এই প্রকার) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না), যেন (যদ্দারা) অশেষেণ (অশেষপ্রকারে) ভূতানি (সর্ব্বপ্রাণীকে) আত্মনি (আত্মাতে) অথো (অনন্তর) ময়ি (আমাতে) দ্রক্ষ্যসি (দেখিবে) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি আর মোহাভিভূত হইবে না, এবং যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীতে স্বীয় আত্মা ও আমার (পরমাত্মার) সহিত অভিন্নরূপ দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং—যদিতি। যজ্‌ জ্ঞাত্বা যজ্‌ জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোঽসি পুনরেবং ন যাস্যসি। হে পাণ্ডব কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতান্যশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি। অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানফলমাহ—যজ্‌ জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুঃ—যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতা-পুত্রাদীনি স্ববিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো— অনন্তরমাত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মযজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়াঞ্ছ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃপরিণামেঽভিব্যক্তিমাত্রম্। ন তজ্জন্যত্বমিতি। দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ। শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। অন্তর্ভবতীত্যর্থ। সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তীতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্," জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সোমযজ্ঞ, চয়নযজ্ঞ ও উপাসনাদি সমস্ত কর্ম্মই আত্মজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। নিষ্কাম কর্ম্ম, তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, উপাসনা, যোগাভ্যাস প্রভৃতি সমস্তই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাসহ ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ যে কোনও শুভকর্ম্ম করিতে পারিলে তাহা পরম্পরাক্রমে জ্ঞানলাভেরই সহায়তা করিবে। ৬।৩১ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। প্রণিপাতেন (প্রণামদ্বারা) পরিপ্রশ্নেন (প্রশ্নদ্বারা) সেবয়া [চ] (ও সেবা করিয়া) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) বিদ্ধি (শিক্ষা কর), তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ করিবেন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। [ব্রহ্মবেত্তা গুরুর চরণে] প্রণাম পূর্ব্বক প্রশ্ন ও সেবা করিয়া আত্মজ্ঞান শিক্ষা কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রাপ্যত ইতি? উচ্যতে তদ্বিদ্ধীতি। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইতি। আচার্য্যানভিগম্য। প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারঃ। তেন। কথং বন্ধঃ? কথং মোক্ষঃ? কা বিদ্যা? কা চাবিদ্যা? ইতি পরিপ্রশ্নেন। সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া। এবমাদিনা প্রশ্রয়েণাবর্জ্জিতা আচার্য্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনঃ। জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্ যথাবত্তত্ত্বদর্শনশীলা ন ভবন্তি। অপরে তু ভবন্তি। অতো বিশিনষ্টি—তত্ত্বদর্শিন ইতি। যে সম্যগ্দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি। নেতরদিতি ভগবতো মতম্ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবন্নমস্কারেণ। ততঃ পরিপ্রশ্নেন। কুতোঽয়ং মম সংসারঃ? কথং বা নিবর্ত্তেত? ইতি পরিপ্রশ্নেন। সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ। জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ। তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ। তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪।১।৪।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন।) যথা (যেমন) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (বহ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠরাশিকে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করে)॥ ৩৭॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে॥ ৩৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে—যথেতি। যথৈধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যগিদ্ধো দীপ্তোঽগ্নির্ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতে। অর্জ্জুন। এবং জ্ঞানমেবাগ্নি-জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। নির্ব্বীজীকরোতীত্যর্থঃ। ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীন্ধনবদ্ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি। তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনং সর্ব্বকর্ম্মণাং নির্ব্বীজত্বে কারণমিত্যভি প্রায়ঃ। সামর্থ্যাদ্ যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তে। অতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে॥ ৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্যাতিলঙ্ঘনমাত্রম্। ন তু পাপস্য নাশঃ। ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি তথাত্মজ্ঞানরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞানরূপ নৌকারোহণে পুণ্যপাপকর্ম্মরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মরূপ সমুদ্র তো বিনষ্ট বা শুষ্ক হয় না। অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, জ্ঞানবলে তুমি স্বয়ং তো উত্তীর্ণ হইবেই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত অনলস্পর্শে কাষ্ঠরাশিদহনের ন্যায় জ্ঞানাগ্নিতে তোমার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশিও বিদগ্ধ হইয়া যাইবে। "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ক)। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত কর্ম্মরাশি নষ্ট হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যতে যে যে পুণ্যপাপরূপ কার্য্য করিতে থাকেন তাহা পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে তিনি শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তৃরূপে পরিগণিত হয়েন না॥ ৩৭॥

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ন্যায়) পবিত্রং (পবিত্রতা-কারক) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই), [মুমুক্ষু] কালেন (কালসহকারে) যোগসংসিদ্ধঃ

(ক) বেদান্তসূত্র, ৪।১।১৩।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানশিক্ষা করিলে কি লাভ হইবে? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান বলিতেছেন যে, গুরূপদিষ্ট আত্মজ্ঞান লাভ করিলে দেখিতে পাইবে যে, ব্রহ্মা হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই এক আমারই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র। তুমি ও অন্যান্য সমস্তই আমারই নিত্য সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছ। এতদ্দ্বারা তোমাকে বন্ধুবধাদি বৃথা পাপভয়ে ভীত ও মোহিত হইতে হইবে না ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ (সকল) পাপেভ্যঃ অপি (পাপিগণ হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অতিশয় পাপাচারী) অসি (হও), [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেনৈব (জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারাই) সর্ব্বং (সকল) বৃজিনং (পাপ) সংতরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি তুমি অন্যান্য পাপী সকল হইতে অধিকতর পাপাচারীও হও তথাপি সেই পাপরূপ সমুদ্র এই জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্—অপীতি। অপি চেদসি পাপেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব। জ্ঞানমেব প্লবং কৃত্বা। বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সংতরিষ্যসি। ধর্ম্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যঃ পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি। তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন পাপাচারী নহেন, তথাপি ভগবান্ আত্মজ্ঞানের আশ্চর্য্য সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য "অপি চেৎ" পদ দ্বারা অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তির নিস্তারের তো কোন আশঙ্কাই নাই, তুমি পাপী হইতে মহাপাতকী হইলেও অনায়াসে জ্ঞানবলে পাপপয়োধি পার হইয়া যাইবে ॥ ৩৬ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। নিষ্পাপ না হইলে আত্মজ্ঞান লাভের প্রবৃত্তি হয় না, সাত্ত্বিক বুদ্ধিতেই বিষয়-বৈরাগ্য ও মুক্তির ইচ্ছা হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার অকর্ত্তৃত্বাদি নিশ্চয় হইলে আর কোনরূপেই অন্তঃকরণে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। অপিচ অপরোক্ষজ্ঞান হইলে আর কিরূপে পাপের প্রবৃত্তি হইবে? (৩৭ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৩৬ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

গুর্বাপাসনাদাবভিযুক্তঃ। জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদিতি। অত আহ— সংযতেন্দ্রিয়ঃ। সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ো যোগী। য এবংভূতঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে। প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি। মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ। ন তু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদাবিত্যেকান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ। কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাদিতি? উচ্যতে—জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং শান্তিমুপরতিমচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি। *সম্যগ্দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষো ভবতীতি সর্ব্বশাস্ত্রন্যায়প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ* ॥৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টেঽর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্। তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ। সংযতেন্দ্রিয়শ্চ। তজ্জ্ঞানং লভতে। নান্যঃ। অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভানন্তরং তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্—ইত্যাহ জ্ঞানং লব্ধ্বা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মবেত্তা গুরুর বাক্যে ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে যাঁহার স্থির বিশ্বাস, এবং বিশ্বাসযুক্ত চিত্তে জ্ঞানলাভের উদ্দেশে যিনি গুরুসেবায় তৎপর থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে যিনি আপনার ইন্দ্রিয়বর্গকে নিজসাধনানুকূল করিয়া আনিতে পারেন, তিনিই আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ। যেমন অন্ধকার-বিনাশ-কালে দীপশিখাকে অন্যের সাহায্য লইতে হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা-বিনাশের জন্য আত্মজ্ঞানকে অন্য সাধনের অপেক্ষা করিতে হয় না ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অজ্ঞঃ চ (অজ্ঞানী) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাহীন) সংশয়াত্মা চ (এবং সংশয়যুক্ত ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়); সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মার) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন অস্তি (নাই), ন পরঃ (পরলোক নাই), ন সুখম্ (সুখও নাই) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক বা পরলোক কোথায়ও সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ। কথমিতি? উচ্যতে— অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞঃ। অশ্রদ্দধানশ্চ। সংশয়াত্মা চ। বিনশ্যতি। অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতস্তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা। স তু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাম্। কথম্? নায়ং সাধারণোঽপি লোকোঽস্তি। তথা পরো লোকো ন। তথা ন সুখম্। তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য। তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ। কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্রাশ্রদ্দধানশ্চ। জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি। স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি। এতেষু ত্রিস্বপি সংশয়াত্মা

শ্রদ্ধাবাল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

(কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ হইয়া) স্বয়ম্ আত্মনি (আপনি আপনাতে) তৎ (সেই জ্ঞান) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্রতাকারক আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগ দ্বারা কালসহকারে মনুষ্যগণ আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—ন হীতি। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে তজ্জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো যোগেন কর্ম্মযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নো মুমুক্ষুঃ কালেন মহতাত্মনি বিন্দতি। লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্। ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব। তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিত্যাত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্ত ইতি? অত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মনি বিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেণ সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে। ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত সাধনের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কেননা কর্ম্ম উপাসনাদি দ্বারা পাপ আদি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা পাপাদির মূলভিত্তি স্বরূপ অজ্ঞানতা বিনষ্ট হয় না, সুতরাং পুনঃ পাপাচারের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান সেই অজ্ঞানরূপ মূল কারণ সহিত পাপাদি কার্য্যের বিনাশ করিয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় যদি বল, সকল লোকে অন্যান্য সাধন ছাড়িয়া কেবল আত্মজ্ঞানেরই সাধনা করে না কেন? তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে কর্ম্মযোগাদিসিদ্ধিসম্পন্ন না হইলে আত্মজ্ঞানে অধিকার হয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান-লিপ্সু পুরুষগণ অবশ্য অবশ্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বা ভক্তিযোগ সাধনা করিবেন, এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইবে ॥ ৩৮।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তম্। আত্মবন্তমপ্রমাদিনম্। কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবদারাধনা বা পরমার্থদর্শন দ্বারা কর্ম্মবাসনা ক্ষয় হইয়া যায়, অথবা কর্ম্ম করিয়াও তৎফলরাশি ভগবদর্থে সমর্পিত হয় এবং যখন নিজ কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইয়া সমস্তই আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, সে অবস্থায় বিদ্বান্ ব্যক্তিকে ভিক্ষাটনাদি কর্ম্মরাশি বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) তস্মাৎ (অতএব) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা) আত্মনঃ (নিজের) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানজাত) হৃৎস্থম্ (হৃদয়স্থিত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (যোগকে) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব হে ভারত! তুমি জ্ঞানরূপ খড়্গ দ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়রাশিকে ছেদন করিয়া কর্ম্মযোগ আশ্রয় কর ও যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংছিন্নসংশয়ো ন নিবধ্যতে কর্ম্মভিঃ। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাদেব। যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসংভূতমজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতম্। জ্ঞানাসিনা—শোকমোহাদিদোষহরং সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানম্। তদেবাসিঃ খড়্গঃ। তেন জ্ঞানাসিনা। আত্মনঃ স্বস্য। আত্মবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য। ন হি পরস্য সংশয়ঃ পরেণ চ্ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তঃ। যেন স্বস্যেতি বিশেষ্যেত। অত আত্মবিষয়োঽপি স্বস্যৈব ভবতি। জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতম্। যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়ং কর্ম্মানুষ্ঠানমাতিষ্ঠ। কুর্ব্বিত্যর্থঃ। উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বথা নশ্যতি। যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনাৰ্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ। ন চ পরলোকো ধর্ম্মসাধ্যনিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি বেদান্তাদি-শাস্ত্রাধ্যয়নবিহীন হওয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না সেই অজ্ঞ। গুরুকথিত শাস্ত্রার্থের প্রতি যাহার অনাস্থা সে ব্যক্তি অশ্রদ্দধান। লৌকিক বা শাস্ত্রীয় কোন বিষয়েই যাহার চিত্ত স্থিরনিশ্চয় করিতে পারে না সে ব্যক্তি সংশয়াত্মা। এই তিনপ্রকার ব্যক্তিই সাধন হইতে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি সদা সংশয়যুক্ত, তাহার ইহ পরলোকে অশান্তি। মনের দোষে সে মিত্রকে শত্রু মনে করিয়া ব্যাকুল হয়, কখন নিজ সাধ্বী নারীকে কুলটা বোধে ক্ষিপ্তবৎ হয়, কখন ভোজনদ্রব্য বিষমিশ্রিত বা দোষাশ্রিত বলিয়া জ্ঞান করিয়া আহারও করিতে পারে না। এইরূপে লৌকিক সুখে সে বঞ্চিত থাকে। আবার গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রাদিতে সংশয় হওয়ায় স্বর্গাদিফলসাধন ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে না। সুতরাং তাহার পারলৌকিক সুখের আশাও নাই। অজ্ঞ ও শ্রদ্ধাহীনের পারলৌকিক সুখ না হইলেও ঐহিক সুখে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রবিদ্গণ বলেন যে অজ্ঞের গতিলাভ সুসাধ্য, অশ্রদ্দধানের গতিলাভ যত্নসাধ্য, কিন্তু সংশয়াত্মার গতিলাভ অসাধ্য ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়।) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যিনি যোগ দ্বারা ভগবানে কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (আত্মজ্ঞান দ্বারা যাহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (সেই আত্মজ্ঞকে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মরাশি) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়। সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবান্‌কে অর্পণ করিয়াছেন, এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, কর্ম্মরাশি সেই আত্মজ্ঞকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ ?—যোগেতি। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সংন্যস্তানি কর্ম্মাণি ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যানি যেন তং যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণম্। কথং যোগসংন্যস্তকর্ম্মেতি আহ—জ্ঞানেনাত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ো যস্য স জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ। য এবং যোগসংন্যস্তকর্ম্মা তমাত্মবন্তমপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি। অনিষ্টমিষ্টং ফলং নারভন্তে। হে ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সংন্যাসং (ত্যাগ) পুনঃ (আবার) যোগং চ (কর্ম্মযোগ) শংসসি (বলিতেছ), এতয়োঃ (এই উভয়ের) যৎ (যাহা) মে (আমার পক্ষে) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলকর) তৎ একং (সেই একটী) সুনিশ্চিতং (নিশ্চয় করিয়া) ব্রূহি (বল) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসংন্যাস তুমি এ উভয়েরই ব্যাখ্যা করিলে। কিন্তু আমার পক্ষে এই দুইটীর মধ্যে যাহা শ্রেয় তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ (গীতা ৪।১৮) ইত্যারভ্য স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (গীতা ৪।১৮)। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্ (গীতা ৪।১৯)। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ (গীতা ৪।২১) যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (গীতা (৪।২২)। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ (গীতা ৪।২৪)। কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্ (গীতা ৪।৩২)। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ (গীতা ৪।৩৩)। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি (গীতা ৪।৩৭)। যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণম্ (গীতা (৪।৪১) ইত্যন্তৈর্ব্বচনৈঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমবোচদ্ভগবান্। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ (গীতা ৪।৪২) ইত্যনেন বচনেন যোগং চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমনুতিষ্ঠে-ত্যুক্তবান্। তযোরুভয়োশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চানুষ্ঠানবিধানাভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তৌ সত্যাং যৎ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োস্তৎ কর্ত্তব্যম্। নেতরদিতি। এবং মন্যমানঃ প্রশস্যতরবুভুৎসয়ার্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ (গীতা ৫।১) ইত্যাদিঃ।

ননু চাত্মবিদো জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপিপাদয়িষন্ পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাসমবোচৎ। ন ত্বনাত্মজ্ঞস্য। অতশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যাসয়োর্ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্যতরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ।

সত্যমেব ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে। প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুজ্যত এবেতি বদামঃ। কথম্?

পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবতা কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যম্। অন্তরেণ চ কর্ত্তারং তস্য কর্ত্তব্যত্বাসম্ভবাৎ। অনাত্মবিদপি কর্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যত এব। ন পুনরাত্ম-বিৎকর্ত্তৃকত্বমেব সংন্যাসস্য বিবক্ষিতমিতি। এবং মন্যমানস্যার্জ্জুনস্য কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসংন্যা-সয়োরবিদ্বৎপুরুষকর্ত্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্যতরস্য

১ **শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।** তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সংভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তম্। দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা। পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠাশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারতেতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪২ ॥

পুম্বস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। সংশয়ই সমস্ত অনর্থের মূল, কেননা উহা অবিবেকসম্ভূত। হে অর্জ্জুন! তুমি আত্মজ্ঞানলাভপূর্ব্বক দৃঢ়নিশ্চয়বুদ্ধি দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধ হও, এবং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান কর। হৃদয়ে বৃথা সংশয় পোষণ করিও না। নিষ্কামচিত্তে যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। উঠ উঠ, শীঘ্র প্রস্তুত হও। তুমি ভরতবংশাবতংস হইয়া অবিবেকীর ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না।

"স্বসাধীনত্ববাধেন ভক্তিমাহ দৃঢ়ীকৃতে।
শীঘ্রেঃ কর্ম্মনিষ্ঠা চ হরিণ্যোপসংহৃতা ॥"

চতুর্থাধ্যায়ে ভগবান্ নিজ ঈশ্বরত্ব স্থাপন পূর্ব্বক আপনাতে অর্জ্জুনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ় করিলেন, এবং আত্মজ্ঞানের বীজস্বরূপ কর্ম্মনিষ্ঠার উপসংহার করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
"গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায়
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

(গীতা ৩।১৭) ইতি কর্ত্তব্যাভাবাভাববচনাচ্চ। ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ (গীতা ৩।৪) সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ (গীতা ৫।৬)—ইত্যাদিনা চাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ। যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে (গীতা ৬।৩) ইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্দর্শনস্য কর্ম্মযোগাভাববচনাৎ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ (গীতা ৪।২১) ইতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্য কর্ম্মণো নিবারণাৎ। নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ (গীতা ৫।৮) ইত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষ্বপি দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মস্বাত্মযাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদাকর্ত্তব্যত্বোপদেশাদাত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্দর্শনবিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্ম্মযোগঃ স্বপ্নেঽপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে যস্মাত্তস্মাদনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োরেব সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ পূর্ব্বোক্তাত্মবিৎকর্ত্তৃকসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যেব কর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্ম্মৈকদেশবিষয়াদ্যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ সুকরত্বেন চ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানম্—ইত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়ত ইতি স্থিতম্।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে (গীতা ৩।১ ইত্যত্র জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহাসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি (গীতা ৫।১)—ইত্যেবং পৃষ্টোঽর্জ্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং সংন্যাসিনাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্ম্মযোগেণ যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি নির্ণয়ং চকার। ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি (গীতা ৩।৪) ইতি বচনাজ্জ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টম্। কর্ম্মযোগস্য চ বিধানাৎ।

জ্ঞানরহিতস্য সংন্যাসঃ শ্রেয়ান্? কিং বা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্? ইত্যেতয়োর্ব্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। সংন্যাসং পরিত্যাগং কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণামনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি। কথয়সীত্যেতৎ। পুনর্যোগং চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যকর্ত্তব্যং শংসসি। অতো মে কতরচ্ছ্রেয় ইতি সংশয়ঃ। কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ। কিং বা তদ্ধানমিতি? প্রশস্যতরং চানুষ্ঠেয়ম্। অতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং তয়োঃ কর্ম্মসংন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাচ্ছ্রেয়োঽবাপ্তির্মম স্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরং সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবাদ্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসংন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥

অজ্ঞানসংভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠেত্যুক্তম্। তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদিনা সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থেত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি। জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগং চ কথয়সি। ন চ কর্ম্মসংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সংভবতঃ। বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মাদেতয়োর্মধ্য একস্মিন্নুষ্ঠাতব্যে যতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তন্মেকং ব্রূহি॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের ও জ্ঞানের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ রূপ সন্ন্যাসতত্ত্ব নির্ণীত হইবে।

কর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্যতরং চ কর্ত্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্যতরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ। প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে। কথম্?

সংন্যাসকর্ম্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ। তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে (গীতা ৫।২) ইতি প্রতিবচনম্। এতন্নিরূপ্যং–কিমনেনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্ত্বা তয়োরেব কুতশ্চিদ্বিশেষাৎ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? আহোস্বিদনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি? কিঞ্চাতো যদ্যাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে? যদি বানাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে। আত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নম্। যদ্যনাত্মবিদঃ কর্ম্মসংন্যাসস্তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণঃ কর্ম্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কর্ম্মযোগস্য চ কর্ম্মসংন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত। আত্মবিদস্তু সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাত্তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্ম্মসংন্যাসাচ্চ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি চানুপপন্নম্।

অত্রাহ। কিমাত্মবিদঃ সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োরপ্যসম্ভবঃ? আহোস্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ? যদা চান্যতরস্যাসম্ভবস্তদা কিং কর্ম্মসংন্যাসস্য? উত কর্ম্মযোগস্যেতি? অসম্ভবে কারণং চ বক্তব্যমিতি।

অত্রোচ্যতে। আত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলস্য কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাৎ। জন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যো বেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্দর্শনাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য মিথ্যাজ্ঞানমূলকর্ত্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানরূপস্য কর্ম্মযোগস্যেহ গীতাশাস্ত্রে তত্র তত্রাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাদভাবঃ প্রতিপাদ্যতে যস্মাত্তস্মাদাত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলঃ কর্ম্মযোগো ন সম্ভবতীতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ।

কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষ্বাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে অবিনাশি তু তৎ (গীতা ২।১৭) ইতি প্রকৃত্য য এনং বেত্তি হন্তারং (গীতা ২।১৯) বেদাবিনাশিনং নিত্যম্ (গীতা ২।২১) ইত্যাদৌ তত্র তত্রাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাব উচ্যতে। ননু চ কর্ম্মযোগোঽপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব। যথা—তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত (গীতা ২।১৮)। স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য (গীতা ২।৩১)। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে (গীতা ২।৪৭) ইত্যাদৌ। অতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি?

অত্রোচ্যতে। সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাৎ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ (গীতা ৩।৩) ইতি সাংখ্যানামাত্মতত্ত্ববিদামনাত্মবিৎকর্ত্তৃককর্ম্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়াঃ পৃথক্করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ। তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে—

শ্রীভগবানুবাচ।

সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই একজন অধিকারী এক সময়ে কখনও সাধন করিতে পারে না। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে যে সাধনটী আমার পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়ঃ, তাহাই আমাকে উপদেশ কর ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। কর্ম্মফলে আসক্তিবশতঃ সকাম বৈদিক ও লৌকিক কর্ম্মে চিত্ত বিক্ষেপ হয় বলিয়া নিষ্কামভাবে উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হইলে ক্রম-সন্ন্যাস উপেক্ষাপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, অথবা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারা যায়। জাবালোপনিষদে মহারাজ জনক সন্ন্যাসগ্রহণবিষয়ক প্রশ্ন করিলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দান করিয়াছিলেন, যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্ব। অথ পুনর্ব্রতী বা অব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—জাবালোপনিষৎ।

ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহী হইবে, পরে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে; কিন্তু তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে অধিকারী পুরুষ ক্রম-সন্ন্যাসের নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি অব্রতীই (অসমাপ্তাধ্যয়ন) হউন বা ব্রতীই হউন, স্নাতকই (ব্রহ্মচর্য্যান্তে কৃতস্নান) হউন বা অস্নাতকই হউন অথবা উৎসন্নাগ্নিকই (মৃতদার) হউন বা অনগ্নিকই (অগৃহীতাগ্নিক) হউন, তাঁহার যে দিনই বিষয়ে বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই অন্যান্য আশ্রমের সম্বন্ধ ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ইহাই শ্রুতির আদেশ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন)। সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়ে) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তির হেতু); তয়োঃ তু (কিন্তু তন্মধ্যে) কর্ম্মসংন্যাসাৎ (কর্ম্মত্যাগ হইতে) কর্ম্মযোগঃ (কর্ম্মযোগ) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মুক্তির হেতু; কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায়-শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ। কর্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানম্। তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে। জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন। উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেতোঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি ॥২॥

অল্পাধিকারীর কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা ও আত্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে তাহার নিষ্প্রয়োজনীয়তা তৃতীয়াধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন তিমির ও রৌদ্র একত্র থাকে না, তদ্রূপ জ্ঞান ও কর্ম্ম একসময়ে থাকিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি কর্ম্মের ভিত্তিভূমি ও অভেদ-ভাবই জ্ঞানলাভের লক্ষ্য ও ফল। সুতরাং দুইটী বিপর্য্যয় একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না। আবার চতুর্থাধ্যায়ে ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, জ্ঞানীর কর্ম্মে ও কর্ম্মীর জ্ঞানে অধিকার নাই। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধ কর্ম্মরাশি ভোগ করিয়া থাকেন মাত্র। তাঁহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি বা কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা নাই। অজ্ঞানিগণ কর্ম্মদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তবে আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইবে। আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই কর্ম্মসন্ন্যাস করিবে। শ্রুতি বলিতেছেন—

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি।" (ক)

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি॥" (খ)

সন্ন্যাসিগণের উপযোগী আত্মরূপ লোক লাভের ইচ্ছা হইলে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—এই ষট্সম্পত্তি-সম্পন্ন হৃদয়ে প্রত্যগাত্মার দর্শন হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাস একাধিকারে কখনই থাকিতে পারে না। যদি বল কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ, এতদুভয়ের দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হয়, তবে উভয়ের একত্র সংস্থানের অসম্ভাবনা নাই। তাহাতে এই মাত্র বক্তব্য যে, পাপাদি কর্ম্ম আত্মবোধের বিরোধী, এই পাপনাশার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রয়োজন। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে যাঁহার চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়, তিনি আত্মজ্ঞানের অনধিকারী। কেবল সন্ন্যাস দ্বারাই উক্ত বিক্ষেপের নিবৃত্তি হয়। কর্ম্ম ও কর্ম্মসন্ন্যাস আত্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ হইলেও কর্ম্মে চিত্তবিক্ষেপ ও সন্ন্যাসে বিক্ষেপনিবৃত্তি রূপ ফল দৃষ্ট হওয়ায়, উভয়ই একাধিকারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। সন্ন্যাসী হইয়া কর্ম্ম করা ও সম্ভব নহে; কেননা, ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি কর্ম্মই করিবেন, তবে সন্ন্যাসাশ্রম লওয়াই ব্যর্থ হইল। আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন না করা বেদবিরুদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তদনন্তর বানপ্রস্থ ও সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহা "ক্রম সন্ন্যাস" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর যদি কাহারও প্রথমেই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে তিনি ব্রহ্মচর্য্য হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞানিগণ ক্রমানুসারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। অবিরক্ত অবস্থা ও বৈরাগ্যাবস্থাভেদে কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতা ভগবান্ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, ভগবান্ আত্মজ্ঞানেচ্ছুর জন্য কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয়ই ব্যবস্থা করিলেন, অথচ কর্ম্ম ও সন্ন্যাস তেজ-তিমিরবৎ পৃথক্ দেখাইলেন। এইক্ষণে আমার পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা সন্ন্যাস কর্ত্তব্য?

এই সংশয় দূর করিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! হে ভক্তবৎসল! এক ব্যক্তির একই সময়ে বসিয়া থাকা ও দাঁড়াইয়া থাকা যেমন সম্ভব নহে, সেইরূপ তোমার কথিত

(ক) বৃহদারণ্যক—১।৪।১০। (খ) বৃহদারণ্যক—১।৪।১০।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ পূর্ব্বক যিনি ফলকামনাবর্জ্জিত এবং আত্মানাত্মজ্ঞান-বিচারের দ্বারা আত্মাকে রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বেশভূষা বা আশ্রম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস হয় না; কিন্তু আত্মা যে "অহং মমেতি" বোধরূপ আবরণে আবদ্ধ আছে, সেই মলিন আবরণ ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্মসাধন ও সন্ন্যাস একই পদার্থ ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যাঁহার প্রবৃত্তিবেগ সংযত হয় নাই, এবং সংসারে আসক্তি আছে, তাঁহারই পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মসাধন কল্যাণকর; কেননা, রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকিতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শান্তি লাভ হয় না। কিন্তু যিনি বিবেক-বিচারসহ নিবৃত্তিই প্রকৃত সুখ বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারই জন্য শাস্ত্রে সন্ন্যাস-গ্রহণ বিহিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। বালাঃ (অজ্ঞানগণ) সাংখ্যযোগৌ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ (ভিন্ন) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকে)। [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) ন (তাহা বলেন না); একম্ অপি (একটিরও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ (উভয়ের) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অজ্ঞানগণ বলে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের ফল ভিন্ন, কিন্তু পণ্ডিতগণ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসের একই ফল কহিয়া থাকেন। কেননা একতরেরও অনুষ্ঠানকারী উভয়েরই (নিঃশ্রেয়সরূপ) ফল লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ননু সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োর্বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধো যুক্তঃ। ন তূভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেব -ইতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বিরুদ্ধভিন্নফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি। ন পণ্ডিতাঃ। পণ্ডিতাস্তু জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি। কথম্? একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ—সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ -উভয়োর্বিন্দতে ফলম্। উভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলম্। অতো ন ফলে বিরোধোঽস্তি।

ননু সংন্যাসকর্ম্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্য সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি? নৈষ দোষঃ। যদ্যপ্যর্জ্জুনেন সংন্যাসং কর্ম্মযোগং চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতঃ। ভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেনৈব স্বাভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ—সাংখ্যযোগাবিতি। তাবেব সংন্যাসকর্ম্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতো মতম্। অতো নাপ্রকৃতপ্রক্রিয়েতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। [illegible] —

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং—শ্রীভগবানুবাচ সংন্যাস ইতি। অয়ং ভাবঃ—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি। যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সংন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ। অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদি কৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সংন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। এবং সত্যঙ্গপ্রধানযোর্ব্বিকল্পাযোগাৎ সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ। তথাপি তু তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসংন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুনের সংশয়াপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ হইলেও যাহা সর্ব্বসাধারণের বা সাধনাধিকারীর উপযোগী সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই তোমার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কেননা অন্তঃকরণের সম্পূর্ণ শুদ্ধি না হইলে সন্ন্যাস কিছুমাত্র ফলদান করিতে পারে না অধিকন্তু হানি করিয়া থাকে। সুতরাং উহা আপাততঃ তোমার কল্যাণকারক নহে॥ ২॥

———

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ॥
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে। অতঃ সাংখ্যং চ যোগং চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগ এবং সন্ন্যাস এতদুভয়ের একতরের অনুষ্ঠানকারী কিরূপে উভয়ের অনুষ্ঠানসুলভ ফল লাভ করিবেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের প্রভাবে ইহজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন এবং এবার শ্রবণ মননাদি জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা মুক্তি লাভ করিবেন। এই কৈবল্যস্থান (একত্ব) প্রভাবে তাঁহাদের কখনও পুনরাবৃত্তি হইবে না। আর ফলকামনাবর্জ্জিত অর্থাৎ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে যিনি কর্ম্ম-সাধন করিয়া থাকেন, সেই কর্ম্মযোগীই এজন্মে না হউক, পরজন্মে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া জ্ঞানবলে মুক্তি লাভ করিবেন। সুতরাং কর্ম্মী ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমফলভোগী। যাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাঁহারাই তত্ত্বদর্শী ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যিনি যথাবিহিত উপায়ে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, এবং মোক্ষশাস্ত্রের শ্রবণ দ্বারা সংসারে আসক্তিশূন্য হইবার জন্য নিয়মিত চেষ্টা করেন, তিনি এই জন্মেই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নিদিধ্যাসনরূপ ব্রহ্মাভ্যাসের অধিকার লাভ করিতে পারেন। সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন হইতে পারিলে যথাসময়ে বিবেকজনিত বৈরাগ্যোদয় হইবেই। এইরূপে ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের প্রবৃত্তি স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) অযোগতঃ (কর্ম্মযোগব্যতীত) সংন্যাসঃ তু (কেবল কর্ম্মত্যাগ) দুঃখম্ আপ্তুং (দুঃখ পাইবার নিমিত্ত)। যোগযুক্তঃ মুনিঃ (কর্ম্মযোগী) ন চিরেণ (শীঘ্রই) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (ব্রহ্ম লাভ করেন) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস গ্রহণ করা নিতান্ত দুঃখজনক। কর্ম্মযোগিগণ সিদ্ধ হইয়া শীঘ্রই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং তর্হি যোগাৎ সংন্যাস এব বিশিষ্যতে। কথং তর্হীদমুক্তং— তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি? শৃণু তত্র কারণম্। ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্ম্মসংন্যাসং কর্ম্মযোগং চাভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ শ্রেয়ানিতি? তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য। জ্ঞানাপেক্ষস্তু সংন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়াভিপ্রেতঃ। পরমার্থযোগশ্চ স এব। যস্তু কর্ম্মযোগো বৈদিকঃ স তাদর্থ্যাৎ যোগঃ সংন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে। কথং তাদর্থ্যমিতি?—উচ্যতে—সংন্যাস ইতি। সংন্যাসস্তু পারমার্থিকো হে মহাবাহো দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুম্। অযোগতো যোগেন বিনা। যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্ম্মযোগেনেশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তঃ। মুনিঃ-মননাদীশ্বর-স্বরূপস্য মুনিঃ। ব্রহ্ম-পরমাত্মজ্ঞানলক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সংন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে। ন্যাস ইতি ব্রহ্মা।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যঞ্শৃণ্বন্ স্পৃশঞ্জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপঞ্শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) বিশুদ্ধাত্মা (শুদ্ধচিত্ত) বিজিতাত্মা (বিজিত-দেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বভূতের আত্মায় নিজ আত্মভাবদর্শী) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ॥ যিনি যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মায় যাহার নিজাত্মভাব, তিনি কর্ম্ম করিলেও নির্লিপ্ত ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদা পুনরয়ং সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তো যোগযুক্তঃ। বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তঃ। বিজিতাত্মা বিজিতদেহঃ। জিতেন্দ্রিয়শ্চ। সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা—সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা প্রত্যক্চেতনো যস্য স সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। সম্যগ্দর্শীত্যর্থঃ। স তত্রৈবং বর্ত্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। যোগযুক্তো ন কর্ম্মভির্ব্বধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ। অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য। অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন। অত এব জিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ম্মের দ্বারা জীবের বন্ধন হয়, অতএব কর্ম্মযোগী কিরূপে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন,—যিনি ফলকামনাবৰ্জ্জিত ও কর্ম্মানুষ্ঠানশীল, তাঁহার অন্তঃকরণ প্রথমে রজস্তমোগুণবর্জ্জিত হয়, শরীর বশীভূত হয়, ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার আয়ত্তাধীন হয়, অর্থাৎ তিনি মনোদণ্ড, কায়দণ্ড, ও বাগ্দণ্ড যুক্ত হইয়া ত্রিদণ্ডী হয়েন। এখানে বাক্‌শব্দ বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই উপলক্ষক বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থেই নিষ্কাম-কর্ম্মীর আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। ঈদৃশ কর্ম্মযোগীর কর্ত্তৃত্বাভিমানাদি না থাকায় কোন কর্ম্মফলই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইলেও উহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে বন্ধন করিতে পারে না ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যুক্তঃ (যোগযুক্ত) তত্ত্ববিৎ (পরমার্থদর্শী পুরুষ) পশ্যন্ (দর্শন

ব্রহ্মা হি পর ইতি শ্রুতেঃ (ক)। ব্রহ্ম পরমার্থসন্ন্যাসং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। অতো ময়োক্তং—কর্মযোগো বিশিষ্যত (গীতা ৫।২) ইতি॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি কর্মযোগিনোঽপ্যন্তে সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা তর্হ্যাদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্তুং যুক্ত ইতি মন্বানং প্রত্যাহ—সন্ন্যাস ইতি। অযোগতঃ কর্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুঃ। অশক্য ইত্যর্থঃ। চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্তত্বাৎ মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বাচিরেণৈব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি। অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥ (খ) ইতি॥ ৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধান্তঃকরণযুক্ত ব্যক্তিগণ যথা জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তথা অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিও জ্ঞাননিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাস কেন না গ্রহণ করিবে? অর্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে কর্মযোগ সাধন ব্যতীত অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় না। অসিদ্ধকর্মা অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি হঠপূর্বক সন্ন্যাসী হইলে তাহার ক্লেশমাত্রই সার হয়। শুদ্ধান্তঃকরণসুলভ নির্মল আনন্দ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কর্মের দ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া যিনি সন্ন্যাসী হয়েন তিনিই সত্বর ব্রহ্ম লাভ করেন॥ ৬॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন না হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। এইজন্য অধুনা অনেক অসময়ে সন্ন্যাস ধারণ পূর্বক আবার কর্মেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে সন্ন্যাসাশ্রমের অমর্যাদা মাত্র হয় এবং সন্ন্যাস গ্রহণের শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্য—আত্মজ্ঞান লাভও হয় না। লোকের দেহসেবারূপ ব্রত সন্ন্যাসি জীবনের ধর্ম নহে উহা গৃহস্থের কর্তব্য। মনুষ্যজীবনের বিশেষ লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশসহ তদনুরূপ আদর্শ দ্বারা উপকারই সন্ন্যাসিগণ করিতে পারেন। সুতরাং প্রথমে সমাজে থাকিয়া সদাচার ও সৎকর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসীর নিকট বেদোপদেশ শ্রবণ করিলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। পরে বিবেক বিচারসহ বৈরাগ্যোদয় হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
যতেশ্চত্বারি কর্মাণি পঞ্চমং নোপপদ্যতে॥

আত্মধ্যান শরীর ও মনের শুদ্ধিসাধন ভিক্ষান্নভোজন এবং একান্ত বাস—এই চারিটি ব্যতীত সন্ন্যাসীর পক্ষে পঞ্চম (অতিরিক্ত) বলিয়া কোনও কার্য নাই॥ ৬॥

(ক) নারায়ণোপনিষৎ—৭৮। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ভাষ্যবার্তিক ১।৪।১৫৮৪॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (ঈশ্বরে) (ফল) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) করোতি (করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন (পাপ দ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, জলে কমলপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হয়েন না ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণীশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য। তদর্থং করোমীতি ভৃত্য ইব স্বামার্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি—মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা—করোতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি। লিপ্যতে ন স পাপেন ন সংবধ্যতে। পদ্মপত্রমিবাম্ভসোদকেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ। তথাবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সংন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য। তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা। যঃ কর্ম্মাণি করোতি। অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে। যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জল প্রায় সকল বস্তুতেই প্রবিষ্ট হইয়া আর্দ্র করে, কিন্তু পদ্মপত্রের উপরে জলের সে শক্তি কার্য্যকরী হয় না। এইরূপ কর্ম্ম, অনুষ্ঠানকারীমাত্রকেই বন্ধন করে, কেবল ফলকামনাবর্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠাতাকে লিপ্ত করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। লোকসমাজে থাকিয়া নিষ্কামভাবে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাও সহজসাধ্য নহে। এইজন্য যিনি সমাজে লোকব্যবহারের বিড়ম্বনায় বিব্রত হইয়া জীবনের লক্ষ্য সাধনে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তাঁহারই জন্য পরিণতবয়সে শাস্ত্রে বিবিদিষা সন্ন্যাসের (ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছায় সন্ন্যাস) ব্যবস্থা আছে। বিবিদিষা-সন্ন্যাস ধারণপূর্ব্বক চিত্তমল দূর করিবার জন্য লৌকিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। ভগবান্ ১৮।৫২ শ্লোকে এইরূপ সন্ন্যাসের কর্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। আচার্য্য শঙ্কর ও শ্রীচৈতন্যদেব নিজ নিজ সম্প্রদায়ে বিভিন্নভাবে এই সন্ন্যাস ধারণেরই প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের সংস্কার দৃঢ় করিবার জন্য এখনও দাক্ষিণাত্যে কেহ কেহ মুমূর্ষু অবস্থাতেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

করিয়া) শৃণ্বন্ (শ্রবণ করিয়া) স্পৃশন্ (স্পর্শ করিয়া) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ করিয়া) অশ্নন্ (ভোজন করিয়া) গচ্ছন্ (গমন্ করিয়া) স্বপন্ (শয়ন করিয়া) শ্বসন্ (নিঃশ্বাসগ্রহণ করিয়া) প্রলপন্ (কথন করিয়া) বিসৃজন্ (ত্যাগ করিয়া) গৃহ্নন্ (গ্রহণ করিয়া) উন্মিষন্ (উন্মেষ করিয়া) নিমিষন্ অপি (নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (নিশ্চয় করিয়া) (আমি) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোমি (করিতেছি না) ইতি (ইহা) মন্যেত (মনে করেন) ॥৮।৯॥

বঙ্গানুবাদ। পরমার্থদর্শী কর্ম্মযোগিগণ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, নিঃশ্বাসগ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও মনে করেন, আমি কিছুই করিতেছি না, এ সমস্তই ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্য ॥ ৮।৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতি। অতঃ—নৈব কিঞ্চিৎকরোমীতি। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ মন্যেত চিন্তয়েৎ তত্ত্ববিৎ। আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শীত্যর্থঃ। কদা কথং বা তত্ত্বমবধারয়ন্ মন্যেতেতি? উচ্যতে—পশ্যন্নিতি। মন্যেতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মস্বকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ। কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে॥ ৮ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্ন বিরুদ্ধমিত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেণ যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত, মন্যতে তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ। গতিঃ পাদয়োঃ। স্বাপো বুদ্ধেঃ। শ্বাসঃ প্রাণস্য। প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য। বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ। গ্রহণং হস্তয়োঃ। উন্মেষণনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপ্যভিমানাভাবান্মুক্ত এব ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি (ক) ॥ ৮।৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি নিরুদ্ধচিত্ত (সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধিযুক্ত) কর্ম্মযোগী, যিনি তত্ত্ববেত্তা, যিনি পরমার্থদর্শী, অথবা যিনি প্রথমতঃ নিষ্কাম-কর্ম্ম করিয়া তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়াছেন, তিনি সমস্ত কর্ম্মরাশিকেই চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ প্রাণের ও বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণবৃত্তিচতুষ্টয়ের কার্য্য বলিয়া মনে করেন, এবং আত্মাকে অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় বলিয়া জানেন॥ ৮।৯॥

(ক) বেদান্তসূত্র ৪।১।১৩।

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চ—যুক্ত ইতি। যুক্ত ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি করোমি। ন মম ফলায়েত্যেবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি। নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাম্। সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণেতি। বাক্যশেষঃ। যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ। কামকারেণ। করণং কারঃ। কামস্য কারঃ কামকারঃ। তেন কামকারেণ। কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ। মম ফলায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে অতস্ত্বং যুক্তো ভবেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা? অত আহ–যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভোগবাসনাই বন্ধনের কারণ। সুতরাং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর বন্ধনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ভগবদর্পিত নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রথমতঃ অন্তঃকরণের শুদ্ধি, তৎপরে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, তদনন্তর সন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠার উদয় হইয়া মোক্ষরূপ শান্তি লাভ হয়। কিন্তু কামী পুরুষগণ নিজ নিজ ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বারংবার বন্ধনদশাগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা (মন দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) সংন্যস্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নবদ্বারে (নবদ্বারযুক্ত) পুরে (দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (কিছুই না করিয়া) ন এব কারয়ন্ (অন্যকেও কিছু না করাইয়া) সুখম্ (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। জিতেন্দ্রিয় আত্মদর্শী ব্যক্তি কর্ম্মরাশিকে মন হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বারযুত দেহে সুখে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না, এবং অন্যকেও কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন না ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্তু পরমার্থদর্শী সঃ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি। সংন্যস্য পরিত্যজ্য। নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধং চ তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদাবকর্ম্মসংদর্শনেন সংত্যজ্যেত্যর্থঃ। আস্তে তিষ্ঠতি সুখম্। ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়চেষ্টো নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্ত আত্মনোঽন্যত্র নিবৃত্তসর্ব্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্ত ইত্যুচ্যতে বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। ক্ব কথমাস্ত ইতি? আহ—নবদ্বারে পুরে। সপ্ত শীর্ষণ্যানাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি। অর্ব্বাগ্ দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে। তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে শরীরম্।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) কায়েন (শরীরদ্বারা) মনসা (মনদ্বারা) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) কেবলৈঃ (কেবল) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (কর্ম্ম করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মযোগিগণ ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্য কর্ম্মণঃ স্যাৎ। যস্মাৎ—কায়েনেতি। কায়েন দেহেন। মনসা। বুদ্ধ্যা চ। কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈর্ম্মমত্ববর্জ্জিতৈরীশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমীতি ন মম ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি। কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সংবধ্যতে। সর্ব্বব্যাপারেষু মমতাবর্জ্জনায়। যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ। কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়ম্। আত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তত্রৈব তবাধিকার ইতি। কুরু কর্ম্মৈব ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বন্ধকস্বভাবমপ্যুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি। মনসা ধ্যানাদি। বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি। কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনি-বেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈশ্চ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযো-গিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা নিষ্কাম, তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের অন্য কোন প্রয়োজন না থাকিলেও অন্তঃকরণবৃত্তিকে নির্ম্মল করিবার জন্য তত্তাবৎ অনুষ্ঠান করিতে হয়। ফলকামনা না থাকায় তাঁহাদিগের "অহং কর্ত্তেতি" অভিমান হয় না। বস্তুতঃ তাঁহারা সমস্ত কর্ম্মই ঈশ্বরার্থ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। যুক্তঃ (কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) নৈষ্ঠিকীং (আত্যন্তিক) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন)। অযুক্তঃ (অ-যোগী) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (ফললাভে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (বন্ধনদশাগ্রস্ত হয়) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যুক্ত অর্থাৎ কর্ম্মযোগী কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষ-রূপ শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং অযুক্ত ব্যক্তি কামনাবশতঃ ফললাভে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশাগ্রস্ত হয় ॥ ২২ ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

থাকায় সন্ন্যাসী প্রবাসীর ন্যায় যেন কোন বাসা বাটীতে কিয়ৎকালের জন্য নিবাস করিতেছেন এইরূপ অনুভব করেন। গৃহের রোগ, বিকার বা পতনে তিনি বিষণ্ণ বা প্রসন্ন হয়েন না। কিন্তু বিষয়িগণ "দেহই আমি" এই অজ্ঞান দোষে আপনাকে পুরমধ্যবাসী পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে না। সন্ন্যাসী নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন বলিয়া দেহাদির কার্য্য তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে নহে এবং কাহারও কোন কার্য্যের প্রবর্ত্তকও তিনি নহেন॥ ১৩॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যিনি অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্রতার নিশ্চয় তাঁহারই হইয়া থাকে। যাঁহারা শাস্ত্রীয় যুক্তিমাত্র জানিয়া অনুমান দ্বারা আত্মাকে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধিও যায় না, ভোগবাসনাও ক্ষয় হয় না, সুতরাং জীবন্মুক্তির শান্তিই বা কোথায়? ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (লোকের) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃভাব) ন (উৎপন্ন করেন না), কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ন সৃজতি (উৎপন্ন করেন না), কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মফল-সম্বন্ধ) ন (রচনা করেন না)। তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (অজ্ঞান রূপ মায়াই) প্রবর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। জগৎপ্রভু লোকের দেহাদি কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম উৎপন্ন করেন না, অথবা কর্ম্মফল সম্বন্ধও রচনা করেন না। অজ্ঞান রূপ মায়াই সমস্ত কার্য্যে কর্ত্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কর্ত্তৃত্বমিতি। ন কর্ত্তৃত্বং স্বতঃ কুর্বিতি—নাপি কর্ম্মাণি রথঘট-প্রাসাদাদীনীপ্সিততমানি লোকস্য সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা। নাপি রথাদি কৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং কর্ম্মফলসংযোগম্। যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্তত ইতি? উচ্যতে—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। স্বো ভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতির্মায়া প্রবর্ত্ততে—দৈবী হি (গীতা ৭।১৪) ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু—এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং কারয়তি তং যমধো নিনীষতে॥ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব তানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যজতীতি চেৎ? এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রয়োজককর্ত্তৃত্বাৎ পুণ্যাপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি। কিন্তু

(ক) কৌষীতকিব্রাহ্মণ, ৩।৮।

পুরমিব পুরম্, আত্মৈকস্বামিকম্। তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফলবিজ্ঞানস্যোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতম্। তস্মিন্নবদ্বারে পুরে দেহী সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্যাস্তে।

কিং বিশেষণেন? সর্ব্বো হি দেহী সংন্যাসী অসংন্যাসী বা দেহ এবাস্তে। তত্রানর্থকং বিশেষণমিতি? উচ্যতে—যস্ত্বজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী স সর্ব্বোঽপি গেহে ভূমাবাসনে বাস ইতি মন্যতে। ন হি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো গেহ ইব দেহ আস ইতি প্রত্যয়ঃ সংভবতি। দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহ আস ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে। পরকর্ম্মণাং চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়াধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সংন্যাস উপপদ্যতে। উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনোঽপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুর আসনম্। প্রারব্ধফলকর্ম্মসংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহ এব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তেঃ। দেহ এবাস্ত ইত্যস্ত্যেব বিশেষণফলং। বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষত্বাৎ।

যদ্যপি কার্য্যকরণকর্ম্মাণ্যবিদ্যয়াত্মন্যধ্যারোপিতানি সংন্যস্যাস্ত ইত্যুক্তং তথাপি কৃতসংন্যাসস্যাত্মসমবায়ি তু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈব কুর্ব্বন্ স্বয়ং। ন চ কার্য্যকরণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্। কিং যৎ তৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সংন্যাসান্ন সম্ভবতি—যথা গচ্ছতো গতির্গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাৎ তদ্বৎ? কিং বা স্বত এবাত্মনো নাস্তীতি?

অত্রোচ্যতে। নাস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং চ। উক্তং হি—অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে (গীতা ২।১৫)। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে (গীতা ১৩।৩১) ইতি। ধ্যায়তীব লেলায়তীবেতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং তাবচ্চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সংন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে। ক্বাস্ত ইতি? অত আহ—নবদ্বারে। নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখং চেতি সপ্ত শিরোগতান্যধোগতে দ্বে পায়ূপস্থাখ্যে ইতি? এবং নব দ্বারাণি যস্মিংস্তস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহেঽবতিষ্ঠতে। অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্। মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ন্—ইত্যবিশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা। অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ। ন ত্বয়ং তথা। অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মতত্ত্বদর্শী সন্ন্যাসী অহংকর্তৃত্ববুদ্ধির পরিহার করায় নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কোন কর্ম্মেরই তিনি কর্তা নহেন। ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্ম করিতে পারে না বলিয়া, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ দুঃখও হয় না, কেননা, ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার বশীভূত। দুই নেত্র, দুই শ্রোত্র, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখ—এই সপ্ত ঊর্দ্ধদ্বার, এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নিম্নদ্বারদ্বয় বিশিষ্ট স্থূলশরীররূপ পুরমধ্যে সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত হইয়া থাকেন। দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র এই জ্ঞা

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৭।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

অকর্ত্তা কবিলেন বটে, কিন্তু অর্জ্জুনের মনে এখনও সন্দেহ রহিল। তিনি শ্রুতিতে অবগত হইয়াছেন যে, "এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।" (ক)। যাহাকে ভগবান্ স্বর্গলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এখানে পুণ্যকর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন, আর যাহাকে নরকাদি নীচ লোকে পাঠাইতে চাহেন, তাহাকে পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। আবার স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—

"অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা ॥"

অজ্ঞানী জীব নিজ সুখ-দুঃখ সাধনে স্বয়ং অসমর্থ, কেননা ভগবৎপ্রেরণাতেই জীব পুণ্যপাপকার্য্য দ্বারা স্বর্গে বা নরকে গমন করে। ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তৃত্বারোপ করিয়া অর্জ্জুন সন্দিগ্ধচিত্ত রহিলেন, তাই ভগবান্ কহিতেছেন যে, যখন পরমার্থদৃষ্টিতে জীবেরই পুণ্য-পাপের কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হয় না, তখন সর্ব্বত্রব্যাপী নিষ্ক্রিয় পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বারোপ করিবে কিরূপে? তিনি বস্তুতঃ পাপ-পুণ্যের উৎপাদক বা ফলভাগী নহেন। আবরণ বিক্ষেপাদি শক্তিযুক্ত অবিদ্যাজালে নিত্য প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান মেঘাচ্ছন্নবৎ আবৃত থাকায় জীব নিজ স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ হয়, এবং মায়ার মোহনমন্ত্রে বিমুগ্ধ হইয়া জীব এইরূপ ভ্রমে পতিত হয়। শ্রুতিবচনে যে ঈশ্বরের "ইচ্ছা" কথিত হইয়াছে, উহা প্রকৃতির নামান্তর, এবং স্মৃতিতে যে "ঈশ্বর-প্রেরণা" উক্ত হইয়াছে, উহাও প্রকৃতির উপলক্ষক। অতএব আত্মরূপ পরমেশ্বরে কর্ত্তৃত্বারোপ করা বিষম ভ্রম ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেষাং তু (যাঁহাদিগের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিচার দ্বারা) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে) তেষাং (তাঁহাদের) তৎ জ্ঞানং (সেই আত্মজ্ঞান) আদিত্যবৎ (সূর্য্যবৎ) পরং (পরব্রহ্মকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের সেই অজ্ঞানতা আত্মবিচার দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই আত্মজ্ঞান সূর্য্যবৎ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয় ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানেন তু যেনাজ্ঞানেনাবৃতা মুহ্যন্তি জন্তবস্তদ-জ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষামাদিত্যবৎ যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতমবভাসয়তি তদ্বজ্ জ্ঞানং চ বস্তু সর্ব্বং প্রকাশয়তি। তৎ পরং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো

(ক) কৌষীতকিব্রাহ্মণ, ৩৮।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রকৃতিস্বভাবঃ জীবলোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্ক্তে। ন তু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি আত্মা নির্লিপ্ত হওয়ায় কর্ত্তৃত্বদোষে দূষিত না হয়েন, দেহাদি জড়ত্ব প্রযুক্ত যদি কর্ত্তা না হইল, তবে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্‌কেই পাপপুণ্যের বিধাতা, ফলদাতা ও ভোক্তা বলিতে হইবে। অর্জ্জুনের এই বিষম সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, আত্মা স্বয়ং কর্ম্মেরউৎপাদক নহেন, প্রেরকও নহেন, জীবের কর্ম্মসম্বন্ধ-বন্ধনের নিয়ামকও নহেন। তিনি ফলদাতাও নহেন, ফলভাগীও নহেন। অনাদি অবিদ্যাই জীবের পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল। চৈতন্যের সহিত কার্য্যের কিছুমাত্র আপেক্ষিক সম্বন্ধই নাই ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিভুঃ (পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং (পাপ) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না), সুকৃতং চ এব (এবং পুণ্যও) ন (গ্রহণ করেন না)। অজ্ঞানেন (অজ্ঞানের দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত), তেন (সেই জন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মুগ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যাকৃত জ্ঞানে জীব মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পরমার্থতস্তু—নেতি। নাদত্তে ন চ গৃহ্ণাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপম্। ন চৈবাদত্তে সুকৃতং ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ। কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুজ্যত ইতি? আহ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানম্। তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্তা ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—নাদত্ত ইতি। প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতং চ নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ। আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ। ন ত্বেতদস্তি। আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্য-নিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। ননু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিতি? অত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেতি। এবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবংভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ প্রকৃতির স্কন্ধে কর্ত্তৃত্বের ভার বিন্যস্ত করিয়া আত্মাকে

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮॥

নিষ্ঠাভিনিবেশস্তাৎপর্য্যম্। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ। তৎপরায়ণাশ্চ। তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ। কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ। তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিম্ পুনর্দ্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্ণন্তীত্যর্থঃ। জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ—যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্ধূতো নিবৃত্তো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। যতয় ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাম্। তস্মিন্নেবাত্মা মনো যেষাম্। তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্। তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাম্। ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাম্। তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকবিচার দ্বারা যাঁহাদের বুদ্ধি বাহ্য বিষয়-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া অন্তর্মুখ বৃত্তিপ্রবাহে ব্রহ্মপদার্থেই স্থির হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের আত্মা পরমাত্মায় ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়া বোদ্ধৃ ও বোদ্ধব্য এ ভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা সমস্ত কার্য্যকালেই একমাত্র আত্মার প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়াই অনুষ্ঠান করেন, কর্ম্মের ফলরূপ স্বর্গাদিতে যাঁহারা আস্থা না করিয়া একমাত্র ব্রহ্মলাভেই তৎপর, তাঁহাদের আর জন্ম-মরণ হয় না। কেননা জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের পুণ্যপাপরূপ জন্মজন্মান্তরের মূলসূত্র বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১৭॥

অন্বয়বোধিনী। পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়-যুক্ত) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে), গবি (গোরুতে), হস্তিনি (হস্তীতে), শুনি (কুক্কুরে), শ্বপাকে চ (ও চণ্ডালে) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) [হইয়া থাকেন] ॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ, বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী কুক্কুর ও চণ্ডাল, সকলেতেই সমদৃষ্টি করিয়া থাকেন॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। *যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীতি?* উচ্যতে—বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে—বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ। বিদ্যাত্মনো বোধঃ। বিনয় উপশমঃ। তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নঃ। বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণঃ। তস্মিন্ গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে। মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং গবি। *সংস্কারহীনায়ামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ। সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ ১৮॥*

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপনম্ভকমজ্ঞানং নাশিতম্। তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎ পরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি। যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন অন্ধকার যে গৃহের আশ্রিত সেই আশ্রয়দাতা গৃহকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইরূপ অনাদি অজ্ঞান যে আত্মার আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, তাঁহাকেই অবাধে আবৃত করে। কিন্তু সাধনাসুলভ জ্ঞানের উদয় হইলে সূর্য্যোদয়ে তিমির তিরোভাবের ন্যায় সেই ঘোর আবরণ বিদূরিত হয়। আলোকে যেমন সমস্ত বস্তু সুন্দররূপ দেখিতে পাওয়া যায় সেইরূপ জ্ঞানালোকে পরমাত্মাও অনুভূত হইয়া থাকেন। ভগবান্ অজ্ঞানকে আবরণশক্তি বলায় অজ্ঞানের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল। নৈয়ায়িকদিগের 'জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান' একথা খণ্ডিত হইল কেননা অভাব বস্তু আবরণরূপ ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট হইতে পারে না। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। অবান্তর বাক্য জনিত জ্ঞানই পরোক্ষ জ্ঞান। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (ক)—ইহা পরোক্ষ জ্ঞান কেননা ইহাতে পরমাত্মার আভাস বুঝিলাম বটে কিন্তু তবু যেন তৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না যেন মাঝে কি একটি আবরণ রহিল। পক্ষান্তরে তত্ত্বমসি (খ)—এই মহাবাক্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা যে একটি অপূর্ব্ব—অনুভবাত্মক জ্ঞানের উদয় হয় উহা অপরোক্ষ। এ অবস্থায় আমি ও ব্রহ্মে যেন কোন ব্যবধান থাকিল না যেন গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সব একাকার হইয়া গেল। এই অপরোক্ষ জ্ঞানেই জীব ব্রহ্মদর্শন করিয়া থাকে॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিনী। তদ্বুদ্ধয়ঃ (যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ) তদাত্মানঃ (পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব) তন্নিষ্ঠাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত) তৎপরায়ণাঃ (ব্রহ্মপরায়ণ) জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) [সেই সন্ন্যাসিগণ] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তিপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন)॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরব্রহ্মেই যাঁহাদের আত্মভাব, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠাযুক্ত, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, এবং জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপপুণ্য নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই বিদ্বান্ সন্ন্যাসিগণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ। তদাত্মানঃ—তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ। তন্নিষ্ঠাঃ—

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১। (খ) ছান্দোগ্য ৬।৮।৭।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥২০॥

পূজাবিষয়ত্বেন বিশেষণাৎ। দৃশ্যতে হি—ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিচ্চতুর্ব্বেদবিদিত পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণম্। ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জ্জিতমিতি। অতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্। কর্ম্মবিষয়ং চ সমাসমাভ্যামিত্যাদি (ক)। ইদং তু সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতম্। "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" (গীতা—৫।১৩) ইত্যারভ্য আ অধ্যায় পরিসমাপ্তেঃ॥১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বতোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ? যথাহ গোতমঃ—সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ (ক) ইতি। অস্যার্থঃ—সমায় পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ। সর্গঃ জিতো ইতি সর্গঃ সংসারঃ। জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতম্। তত্র হেতুঃ-হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ। তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ। ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গোতমোক্তস্ত দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব। পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহাদিগের মন ব্রহ্মমনন-বিশিষ্ট তাঁহারা বিপুল বৈষম্যময় পঞ্চভূতাত্মক জগতের অণু-পরমাণু মধ্যে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টি করেন না। এইজন্য জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা মায়ামুক্ত হয়েন। রূপ, গুণ, অবস্থা ও উপাধি—এতৎ চতুষ্টয়ের ভিন্নতা বশতঃ দ্বৈতবুদ্ধির লীলাভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু সকলের অতীত কেবলমাত্র আত্মায় মনোবৃত্তি-প্রবাহ পর্য্যবসিত হইলে দ্বৈতবুদ্ধির প্রকাশ হইতেই পারে না। আত্মা দ্বৈতবোধাদি দোষ-বর্জ্জিত—তাঁহাতে বৈষম্যের বিকৃত ছায়া পড়িতেই পায় না। সুতরাং সমদর্শী বা ব্রহ্মদর্শী পুরুষগণ, নিরন্তর ব্রহ্মরতি দ্বারা ব্রহ্মেই স্থিতি করিয়া থাকেন। অবোধ ব্যক্তিগণ স্বর্ণসিংহাসনের উপর স্বর্ণপ্রতিমা দর্শনকালে প্রতিমা ও সিংহাসন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির চক্ষে উভয়ই ধাতুগত এক, অর্থাৎ দুইটিই একমাত্র স্বর্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ অজ্ঞানীর চক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চ, এবং তত্ত্বজ্ঞের সম্মুখে সমস্তই একমাত্র অদ্বিতীয়॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরজ্ঞান) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিত) ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ) [ব্যক্তি] প্রিয়ং (প্রিয়বস্তু) প্রাপ্য (পাইয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (হৃষ্ট হন না), অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয়বস্তু পাইয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না)॥২০॥

বঙ্গানুবাদ। বিদ্যাবান ব্যক্তি প্রিয়বস্তুলাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়সমাগমে

(ক) গৌতমধর্ম্মসূত্র, ১৭।১৮।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২॥

যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তস্মাদ্বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ ॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ—বাহ্যস্পর্শেষ্বিতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষ্বসক্তাত্মানাসক্তচিত্তঃ। আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সংসারের বাহ্য বিষয়ে আসক্তি থাকিলে মন সদাই বহির্মুখ ও বিচলিত হইয়া থাকে। মন যখন বাহ্য বিষয়সুখে অনাসক্ত হইয়া প্রত্যাহৃত ও নিশ্চল হয়, সে সময় তাহার শান্তিসুখের সীমা থাকে না। কেননা কামনাযুক্তচিত্ত সদাই অসুখী। চিত্ত নিষ্কাম হইলে সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করে। বাহ্যবিষয়চিন্তাবর্জ্জিত চিত্ত পরব্রহ্মে সমাহিত হইলে যে অবস্থার উদয় হয় তাহার নাম ব্রহ্মযোগ। এই ব্রহ্মযোগকালে "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়; অবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখও নির্ম্মূল হয় এবং যোগী কেবল পরম আনন্দই ভোগ করিতে থাকেন॥ ২১॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। তৎ=বিশুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য, এবং ত্বং—বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য (অন্তঃকরণবিযুক্ত কূটস্থ চৈতন্য)। মায়োপাধির অতীত ব্রহ্ম ও অবিদ্যারহিত জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন ও এক ॥ ২১॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সুখভোগ সমূহ) সংস্পর্শজাঃ (ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে উৎপন্ন) তে (তৎসমুদায়) দুঃখযোনয়ঃ এব (নিশ্চয়ই দুঃখের কারণ), আদ্যন্তবন্তঃ (আদি ও অন্তযুক্ত), তেষু (তাহাতে) বুধঃ (পণ্ডিত ব্যক্তি) ন রমতে (প্রীতি লাভ করেন না)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! পণ্ডিতগণ ইন্দ্রিয়বিষয়সমুৎপন্ন ভোগ-সুখে আসক্ত হয়েন না; কেননা তত্তাবৎ দুঃখকর ও ক্ষণবিধ্বংসী॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ—যে হীতি। যে হি—যস্মাৎ সংস্পর্শজাঃ-বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভুক্তয়ঃ। দুঃখযোনয় এব তে। অবিদ্যাকৃতত্বাৎ। দৃশ্যন্তে হ্যাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব। যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপীতি গম্যতে এবশব্দাৎ। ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধ্বা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ। ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ। আদ্যন্তবন্তশ্চ। আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানাম্। অন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব। অত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যাঃ। মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। যে কৌন্তেয় ন তেষু ভোগেষু রমতে বুধো বিবেকী অবগতপরমার্থতত্ত্বঃ। অত্যন্তমূঢ়ানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে।

বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

উদ্বিগ্ন হয়েন না। কেননা তিনি স্থিরবুদ্ধি মোহবর্জ্জিত, ব্রহ্মবেত্তা এবং ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মান্নির্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ—নেতি। ন প্রহৃষ্যেৎ প্রহর্ষং কুর্য্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা। নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়মনিষ্টং লব্ধ্বা। দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্ব্বাতে। ন কেবলাত্মদর্শিনঃ। তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ সর্ব্বভূতেষ্বেক সমো নির্দোষ আত্মেতি স্থিরা নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ। অসংমূঢ়ঃ স মোহবর্জ্জিতশ্চ স্যাৎ। যথোক্তব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—নেতি। প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণ্যেব স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ প্রকৃষ্টহর্ষবান্ স্যাৎ। অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ। ন বিষীদেদিত্যর্থঃ। যত স্থিরবুদ্ধিঃ। স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ ? যতোঽসংমূঢ়ো নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মস্থ ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী সুতরাং তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় ভাব নাই তাঁর মন্দ বিচার নাই ছোট বড় জ্ঞান নাই সকলই তাঁহার সমান। এজন্য একটির লাভে প্রীতি ও অন্যটির জন্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সকল যাঁহার এক দৃষ্টি স্থিরবস্তি যাঁহার বিচারজ্ঞান সেই স্থিরবুদ্ধি মোহমুক্ত ব্যক্তি অস্থির জগতে ভ্রম হইবে কেন ? এবং অস্ ব্রহ্মাস্মি (ক) এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি তাঁহার আবার প্রিয় ও অপ্রিয় লোকান বিষয় হইবে কেন হইবে ? ॥ ২০ ॥

ইহৈব জীবন্নেব। যঃ সোঢ়ুং, প্রসহিতুম্। প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণাদামরণাৎ। মরণসীমা-করণং—জীবতোঽবশ্যংভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। অনন্তনিমিত্তবান্ হি স ইতি। যাবন্মরণং তাবন্ন বিশ্রম্ভণীয় ইত্যর্থঃ। কামঃ—ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্ত ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে বানুভূতে সুখহেতৌ যা তৃষ্ণা স কামঃ। ক্রোধশ্চ—আত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধঃ। তৌ কামক্রোধাবুদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ। গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টৌষ্ঠপুটবক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ। তং কাম-ক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে সোঢ়ুং প্রসহিতুম্। স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ ॥২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থঃ। তস্য চ কামক্রোধ-বেগোঽতিপ্রতিপক্ষঃ। অতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগো মনোনেত্রাদিক্ষোভাদিলক্ষণঃ। তমিহৈব তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি। তদপি ন ক্ষণমাত্রম্। কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্। যাবদ্দেহ-পাতমিত্যর্থঃ। স এবংভূতঃ এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি। নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্য়ুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন —প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥ (ক) ইতি ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য যে লোভ ও তীব্র তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহারই নাম 'কাম'। কামপূর্ত্তির জন্য বাধা সমুৎপন্ন হইলে মনের যে উত্তেজনা হয়, তাহারই নাম 'ক্রোধ'। এই দুইটি বৃত্তির বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য্য ও জ্ঞানের প্রতিকূল। যেমন বর্ষাকালীন প্রবল নদীর বেগ মনুষ্যকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং তাহার ইচ্ছা না থাকিলেও দুস্তর গহন গর্ত্ত মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ কামক্রোধাদির বেগ রোধ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, মানব স্বভাবের দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত তাহার অধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যিনি নিজ বিচারশক্তির দ্বারা ভোগ-সুখের অনিত্যতা ও অসারতা বুঝিতে পারিয়াছেন, বৈরাগ্যের প্রবল তাড়নায় তাঁহারই মনোবেগরাশি বিষয়বিমুখ হইয়া অন্তর্মুখ হয়। কোন কোন ব্যক্তি এই বেগ রোধ করিবার জন্য বাহ্যতঃ চক্ষুকর্ণনাসাদির ক্রিয়াপথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতে সাধকের শুভাভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। কেননা, মনোবেগ ইন্দ্রিয়াভিমুখে ধাবিত ও তৎসহ সংযুক্ত হইলেই আধ্যাত্মিক বল বিনষ্ট হয়। সুন্দরী স্ত্রী দেখিতে যদি মনে বেগের সঞ্চার হয়, এবং যদি সেই বেগ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অবলম্বন করে, তাহা হইলে, তুমি স্ত্রী দর্শন করিতে পাও বা নাই পাও, তোমার আধ্যাত্মিকী শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, মনোবেগ ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি সেই বেগ সংবরণ করিতে পারেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন, তিনিই যোগযুক্ত ও সুখী। দুঃখের আশ্রয়ভূমি ভোগাসক্ত

(ক) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ? তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াঃ। তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি। তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ। তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে॥ ২২॥

গীতার্থসন্দীপনী। শব্দরূপাদি-সংস্পর্শে শ্রোত্রনেত্রাদি-জনিত সুখ সদাই চঞ্চল ও মনোবিকারজনক। ইহা পণ্ডিতগণের ঈপ্সিত নহে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

'যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥'' (ক)

জীব যতই বাহ্য বিষয় ভালবাসিবে, ততই শোকরূপী শঙ্কু তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিবে। অনুরাগবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আসক্ত হয়। ভোগ্য বিষয় লাভ করিতে পারিলে জীবের আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু বিষয় লাভে বাধা জন্মিলে আবার দুঃখের একশেষ হয়। এই জন্য সাধুগণ এরূপ দুর্দ্দশায় প্রীতি লাভ করেন না। বিষয়ে প্রতি অনুরাগই দুঃখের কারণ ও এই অনুরাগের নিবৃত্তিই পরম সুখ। বিষয়-ভোগ করিতে করিতে জীবের ভোগপিপাসার বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের স্রোতও বেগে বহিতে থাকে। অবিদ্যাই এই দুঃখের কারণের মূল কারণ। স্বপ্নবৎ ক্ষণোৎপত্তিবিনাশযুক্ত সংসারে অনুরাগ, মৃগমরীচিকায় জলবোধের ন্যায় অনিত্য বিষয়ে বিশ্বাস, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সংসারে সত্যবোধ, শুক্তিকায় রজত-ভ্রমের ন্যায় মায়াময় সংসারের নিত্যত্ব জ্ঞানই অনন্ত দুঃখের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। বুধগণ এই দুঃখময় বিষয়রাজ্যে প্রবেশ করেন না॥ ২২॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন) বেগং (বেগকে) ইহ এব (এই লোকেই) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হয়েন) সঃ যুক্তঃ (তিনি যুক্ত), সঃ সুখী নরঃ (সেই ব্যক্তি সুখী)॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কামক্রোধাদির বেগ বাহেন্দ্রিয়ে প্রবর্ত্তিত হইতে না হইতেই সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই যুক্ত ও তিনিই সুখী পুরুষ॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অয়ং চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবারশ্চেতি তৎ পরিহারে যত্নাধিক্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্—শক্নোতীতি। শক্নোত্যুৎসহতে।

(ক) বিষ্ণুপুরাণ, ১৷১৭৷৬৬।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥

অন্বয়বোধিনী। ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়বর্জ্জিত) যতাত্মানঃ (একাগ্রচিত্ত) সর্ব্বভূতহিতো রতাঃ(সর্ব্বভূতহিতৈষী) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষ) লভন্তে (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা নিষ্পাপ, সন্ন্যাসযুক্ত, সংশয়বর্জ্জিত একাগ্রচিত্ত ও সর্ব্বভূতহিতৈষী তাঁহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—লভন্ত ইতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষম্। ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ সংন্যাসিনঃ। ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ। ছিন্নদ্বৈধাশ্ছিন্নসংশয়াঃ। যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ। সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিত আনুকূল্যে রতাঃ। অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥২৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ। ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্। ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্। যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্। সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ কৃপালবঃ। যে তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়-স্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভগবান্ অনেক সাধনের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। এক্ষণে অন্যরূপ সাধনের কথা বলিতেছেন। যাঁহারা যজ্ঞ-দানাদি নিষ্কামকর্ম্ম করিয়া কল্মষ ধ্বংস করিয়াছেন, যাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া বিবেক-বিচার দ্বারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যাঁহাদের বেদান্ত-শাস্ত্র শ্রবণ-মনন দ্বারা দ্বিধা-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের পরিপাক বশতঃ যাঁহাদের চিত্ত একাগ্র হইয়াছে এবং অদ্বৈত-বুদ্ধির দ্বারা যাঁহারা সর্ব্বভূতেই সমান প্রীতিযুক্ত, তাঁহারাই ব্রহ্মনাভে সমর্থ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ॥ (ক)

যে সময় সর্ব্বভূতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তখন জ্ঞানীর মোহ-শোকাদি কিছুই থাকে না। সমস্তই একরূপ দৃষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। কামক্রোধবিযুক্তানাং (কামক্রোধাদি হইতে বিযুক্ত) যতচেতসাং (সংযতচেতা) বিদিতাত্মনাং (আত্মজ্ঞ) যতীনাম্ (সন্ন্যাসীদিগের) অভিতঃ (উভয়ত্রই) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (নির্ব্বাণপদ) বর্ত্ততে (হইয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

হইতে যিনি যতই দূরে থাকিবেন, তিনি ততই সুখী হইবেন। 'প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ'—কোন কোন টীকাকার "শরীরত্যাগের পূর্ব্বে" এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবানের উদ্দেশ্য এই যে—শরীরত্যাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ দেহোঽহং ভাব (দেহে অহংভাব) পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া, যিনি মনোবেগরাশির ক্রিয়ানিষ্পত্তি না করিয়া মনোমধ্যে বিলীন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য, তিনিই সাধু ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) অন্তঃসুখ (আত্মাতেই সুখী) অন্তরারামঃ (আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত), তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মদৃষ্টিযুক্ত), সঃ এব যোগী (সেই যোগীই) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (মোক্ষ) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার আত্মাতেই সুখ, আত্মাতেই আরাম, আত্মাতেই যাঁহার প্রকাশ, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী পুরুষ ব্রহ্মে লয় (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথংভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীতি? আহ ভগবান্—য ইতি। যোঽন্তঃসুখঃ অন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখঃ। তথান্তরেবাত্মন্যারাম আক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামঃ। তথৈবান্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিরেব। যঃ ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অপি তু—যোঽন্তঃসুখ ইতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য। ন বিষয়েষু। অন্তরেবারাম আক্রীড়া যস্য। ন বহিঃ। অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য। ন গীতনৃত্যাদিষু। এব স ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্য বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া যিনি স্বরূপানুভূতিতে সুখী হয়েন, যিনি বাহ্য বিষয়সুখ ভুলিয়া অন্তরারাম হয়েন, যিনি বাহ্য পদার্থে দৃষ্টি না রাখিয়া বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মাতেই জ্যোতিঃ বিলীন করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি সমাহিত হইয়া মনকে বাহ্য জগৎ হইতে—অবিদ্যার রাজ্য হইতে—আকর্ষণ করিয়া আত্মাতেই স্থাপিত করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমরণাতীত ব্রহ্মত্বেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জ্যোতিঃ শব্দে স্বপ্রকাশ চৈতন্য মাত্রই বুঝিতে হইবে। বাহ্য বা আন্তর আলোকাদির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। চৈতন্য ব্যতীত অন্য সমস্ত জ্যোতিঃই জড়। আন্তরজ্যোতিঃ-বিশেষকে চৈতন্যাত্মা বলিয়া ধারণা করা নিতান্তই ভ্রম। বিশুদ্ধ চৈতন্য অন্তঃকরণগ্রাহ্যও নহেন, কেননা বুদ্ধ্যাদিও তাঁহারই প্রভাবে চেতনবৎ প্রতীত হয় মাত্র। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ ও স্বয়ংপ্রকাশ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে মনুষ্যগণ যোগ, ধ্যান, ব্রত ইত্যাদি করিয়া কি অপূর্ব্ব ফল লাভ করেন যে, মুক্তিপদ তাঁহাদের এত সুলভ হয়? তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং তত্তাবতের যজমান আদি কর্ত্তা এবং ইন্দ্রাদি দেবতারূপ ভোক্তা—সমস্তই "আমি" (ভগবান্)। মহাত্মগণ ইহা জানিয়া এবং আমি যে ত্রিলোকের বিধাতা ও আত্মরূপে সকল প্রাণীর একমাত্র সুহৃৎ, ইহা সাধুগণ বিদিত হইয়া সংসার পাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ ভগবান্‌কে সম্মুখে দর্শন করিয়াও অর্জ্জুন যে অজ্ঞানপাশ হইতে বিমুক্ত হয়েন নাই, সেইজন্য "যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং" বিশেষণে ভগবান্ আপনার গুণ আপনি ব্যাখ্যা করিলেন। কেননা, ভগবান্‌কে এইরূপে বিদিত না হইয়া কেবল তাঁহার স্থূলভাব দর্শন করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

"অনেকসাধনাভ্যাসানিষ্পন্নং হরির্ণেরিতম্।
স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং সর্ব্বেষাং মুক্তিসাধনম্॥"

অনেক প্রকার সাধন অভ্যাস করিয়া মুক্তিলাভের জন্য অধিকারিগণের যে স্বস্বরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইল॥ ২৯॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে মাত্র, এবং তাহাতে ব্রহ্মলোকাদি লাভ হয়। যাঁহারা নিদান উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারাই ব্রহ্মার আয়ুকাল তল্লোকে নির্গুণব্রহ্মস্বরূপের সাধনাভ্যাস পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করেন নতুবা ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। আর ইহলোকেই যিনি বিবেক-বৈরাগ্যাদি সহ নিদিধ্যাসন দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে নিজের অভিন্নতার নিশ্চয় করিতে পারেন, তাঁহার এই জন্মেই অদ্বৈতবোধের বিকাশ হয়, এবং জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (৫।১৬ শ্লোকের গীতার্থ সন্দীপনী দ্রষ্টব্য)॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত
"গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সংন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়।

অভ্যাসে কথঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারে। হঠযোগোক্ত ঈদৃশ উপায় ক্রিয়াযোগের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা ভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া অন্তঃপ্রাণায়াম সহ রাজযোগোক্ত নিয়মে চিত্তনিরোধের অভ্যাস করিতে পারেন তাঁহাদিগকে বাহ্যবায়ু স্তম্ভনরূপ কুম্ভক করিতে হয় না। চিত্ত নিরোধের সঙ্গে স্বতঃই তুরীয় (কেবল কুম্ভক) অভ্যস্ত হইয়া থাকে। (৪।২৯ শ্লোকের গীতার্থ সন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ২৭।২৮॥

অন্বয়বোধিনী। (মানবগণ) মাং (আমাকে) যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যার) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বলোকের মহেশ্বর) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সুহৃদং (সুহৃৎ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) শান্তিং (মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। মানবগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর এবং সকলের সুহৃৎ জানিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে—ভোক্তারমিতি। ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং যজ্ঞানাং তপসাং চ কর্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ। সর্ব্বলোকমহেশ্বরং— সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্। সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

বহুত্বাৎ যত্নেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম। অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি। ন চ কর্ম্মণি সত্যুভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ। কর্ম্মণো বিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ।

কর্ম্ম কৃতমীশ্বরে সংন্যস্যেত্যতঃ কর্ত্তরি কর্ম্মফলং নারভত ইতি চেৎ?

ন। ঈশ্বরে সংন্যাসস্যাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তেঃ।

মোক্ষায়েবেতি চেৎ?

স্বকর্ম্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব। ন ফলান্তরায়।

যোগসহিতো যোগাচ্চ বিভ্রষ্টঃ—ইত্যতস্তং প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তৈবেতি চেৎ?

ন। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ। (গীতা ৬।১০) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (গীতা ৬।১৪) ইতি কর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ। ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে। ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমনুকূলম্। উভয়বিভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ।

অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্ম্মিণ এব সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চোক্তম্। প্রতিষিদ্ধং চ নিরগ্নের-ক্রিয়স্য চ সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চেতি চেৎ?

ন। ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্ম্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষাসংন্যাসস্তুতিপরত্বাৎ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগী চ। কিং তর্হি? কর্ম্ম্যপি। কর্ম্মফলাসঙ্গং সংন্যস্য কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং সংন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে। ন চৈকেন বাক্যেন কর্ম্মফলাসঙ্গসংন্যাসস্তুতিশ্চচতুর্থাশ্রমপ্রতিষেধশ্চোপপদ্যতে। ন চ প্রসিদ্ধং নিরগ্নেরক্রিয়স্য পরমার্থসংন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রতিষেধতি ভগবান্। স্ববচনবিরোধাচ্চ। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্তে। (গীতা ৫।১৩) মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ। (গীতা ১২।১৯) বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ। (গীতা ২।৭১) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। (গীতা ১২।১৬) ইতি চ—তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দর্শিতানি। তৈর্বিরুধ্যেত চতুর্থাশ্রমবি-প্রতিষেধঃ। তস্মান্মুনের্যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ফলনিরপেক্ষ-মনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণসাধনত্বং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতিপদ্যত ইতি স সংন্যাসী চ যোগী চেতি স্তূয়তে—অনাশ্রিত ইতি।

অনাশ্রিতো নাশ্রিতোঽনাশ্রিতঃ। কিং? কর্ম্মফলম্। কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং যত্তদনাশ্রিতঃ। কর্ম্মফলতৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ। যো হি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান্ স কর্ম্মফলমাশ্রিতো ভবতি। অয়ং তু তদ্বিপরীতঃ। অতোঽনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্। এবংভূতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি। যঃ কশ্চিদীদৃশঃ কর্ম্মী স কর্ম্ম্যন্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইতি। এতমর্থমাহ—স সংন্যাসী চ যোগী চেতি। সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ। স যস্যাস্তি স সংন্যাসী। যোগী চ। যোগশ্চিত্তসমাধানম্। স যস্যাস্তি স যোগী চ। ইত্যেবংগুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যঃ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরগ্নিঃ। অক্রিয়শ্চ। অনগ্নিসাধনা অপ্যবিদ্য-মানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্যাসাবক্রিয়ঃ॥ ১॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। যঃ (যিনি) কর্ম্মফলম্ (কর্ম্মফলে) অনাশ্রিতঃ (আশা না রাখিয়া) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্তব্য কর্ম্ম) করোতি (করেন), ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসংস্পর্শত্যাগী না হইলেও) ন চাক্রিয়ঃ চ (এবং কর্ম্মত্যাগী না হইলেও) সঃ চ (তিনিই) সংন্যাসী যোগী চ (সন্ন্যাসী ও যোগী) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন, যিনি কর্ম্মফলের আশা না রাখিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিরগ্নি এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও সন্ন্যাসী---তিনিই যোগী ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ—স্পর্শান্ কৃত্বা বহিরিত্যাদয়ঃ—উপদিষ্টাঃ। তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদ্ গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি। অতস্তৎ স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি।

ননু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণম্? যাবতানুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবম্। ন। 'আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে'' (গীতা ৬।৩) ইতি বিশেষণাৎ। আরূঢ়স্য চ শমেনৈব সম্বন্ধকরণাৎ। আরুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাভিপ্রেতং চেৎ স্যাত্তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি শমকর্ম্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণং চানর্থকং স্যাৎ।

তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিদ্যোগমারুরুক্ষুর্ভবতি। আরূঢ়শ্চ কশ্চিৎ। অন্যে নারুরুক্ষবো ন চারূঢ়াঃ। তানপেক্ষ্যারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চোপপদ্যত এবেতি চেৎ?

ন। তস্যৈবেতি বচনাৎ। পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢ়স্যেতি য আসীৎ পূর্ব্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢ়স্য শম এব কর্ত্তব্যঃ কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইতি। অতো ন যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ।

যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে? স যোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কানুপপন্না স্যাৎ। অবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা—মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বে—স্বং ফলমারভত এব। নিত্যস্য চ কর্ম্মণো বেদপ্রমাণা-

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

অনুষ্ঠান, উভয়ই কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। নিকাম-কর্ম্ম ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ করিলে সহজেই বৈরাগ্যের উদয় হইতে পারে; কিন্তু অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগে সমাধি হইতেও বৈরাগ্যের অভাববশতঃ সিদ্ধি-লাভের প্রলোভন আছে। ঈশ্বরপ্রণিধান ক্রিয়াযোগের অঙ্গ মাত্র; কিন্তু নিকামকর্ম্মানুষ্ঠানে উহাই মুখ্য। এইজন্য নিকাম-কর্ম্ম দ্বারা আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরে চিত্তনিরোধ করিবার অভ্যাস অধিক কল্যাণপ্রদ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মফলে বৈরাগ্যপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তনিরোধের অভ্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে যে সারোপদেশ দিয়াছেন, যোগসূত্রের সমাধি ও সাধনপাদে তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নিকাম-কর্ম্মযোগে ভগবৎসাক্ষাৎকার ও কৈবল্যমুক্তি লাভই প্রধান লক্ষ্য, ইহাতে ক্রিয়াযোগানুষ্ঠানজনিত বিভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া সহজেই ভগবন্নিষ্ঠা সুদৃঢ় হইয়া থাকে। নিকাম-কর্ম্মী ঈশ্বরে একনিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার কর্ম্মফলে আসক্তি থাকে না, এবং তাঁহার চিত্তও ভগবচ্চরণে একাগ্র হইতে থাকে। সুতরাং তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ এবং অষ্টাঙ্গ যোগসাধন না করিলেও সন্ন্যাসী ও যোগিরূপে অভিহিত হইলেন। (পরশ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী মধ্যে এ বিষয়টী বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে)॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) (শ্রুতি সকল) যং (যাহাকে) সংন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস) প্রাহুঃ (বলেন) তং (তাহাকেই) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে), হি (কেননা) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (সংকল্পত্যাগী না হইলে) কশ্চন (কেহই) যোগী ন ভবতি (যোগী হইতে পারে না)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডুপুত্র! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই যোগ। কেননা, সংকল্প ত্যাগ না করিলে কখনই যোগী হওয়া সম্ভব নহে॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ননু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রসিদ্ধম্। কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি? নৈষ দোষঃ। কয়াচিদ্ গুণবৃত্ত্যোভয়স্য সংপিপাদয়িষিতত্বাৎ। তৎ কথম্? কর্ম্মফলসংকল্পসংন্যাসাৎ সংন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্ যোগিত্বং চেতি গৌণমুভয়ম্। ন পুনর্মুখ্যং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাভিপ্রেতমিতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—যং সংন্যাসমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসংন্যাসং প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদো যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসংন্যাসং বিদ্ধি জানীহি। হে পাণ্ডব। কর্ম্মযোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসংন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যত ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে—অস্তি হি পরমার্থসংন্যাসেন সাদৃশ্যং

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা।

চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সংন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যেত্যারভ্য সংন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সংন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সংন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সংন্যাসী যোগী চ। ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্টাখ্যকর্ম্মত্যাগী। ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী চ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী।

"যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতম্।
ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায়স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ॥"

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ যে তিনটী শ্লোকের দ্বারা যোগসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিবার জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের অবতারণা করিলেন।

হে অর্জ্জুন। যিনি কর্ম্মফলবাসনা ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইয়াও যোগী ও সন্ন্যাসী। ত্যাগী পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যাঁহার মন বিক্ষেপবিহীন তিনিই প্রকৃত যোগী। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, নিষ্কামকর্ম্মী পুরুষ ফলকামনাত্যাগ ও ত্যাগজন্য মনের বৃথা বিক্ষেপে উদ্বেজিত হয়েন না; এই জন্য তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। কর্ম্মরাশির সহিত ফলকামনাত্যাগ ও কামনাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের নাশরূপ সন্ন্যাসী ও যোগীর দুরূহ সাধনাও নিষ্কাম-কর্ম্মীর শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া আসে। এই শ্লোকে যে "নিরগ্নি" ও "অক্রিয়" শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দোষ বলিয়া বোধ হয়। কেননা, অগ্নিরক্ষণাদি কর্ম্ম শ্রৌত ক্রিয়া বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে। "অক্রিয়" বলাতেই অগ্নিরক্ষণাদি শ্রৌত ও শাস্ত্রবিহিত সমস্ত ক্রিয়াই বুঝাইল। তবে আবার পৃথক্ করিয়া "নিরগ্নি" পদ-প্রয়োগের প্রয়োজন কি? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অগ্নিরক্ষণাদি ক্রিয়ার দ্বারা ভগবান্ বহিরনুষ্ঠানযোগ্য সমস্ত কার্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং "অক্রিয়" পদ দ্বারা মনের সংকল্প-বিক্ষেপাদি ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রৌত অগ্নি রক্ষিত না হইলে সন্ন্যাস হয় না এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও যোগী হওয়া যায় না। নিষ্কাম-কর্ম্মী এতদুভয়যুক্ত না হইলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী ও যোগী বলিতে হইবে॥ ১॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহার নাম স্মৃতি। এইরূপ তাবৎ চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগী। নিষ্কাম-কর্ম্মী ও সংকল্পাদিত্যাগ জন্য চিত্তবৃত্তি নিরোধ সমর্থ, এই জন্য তিনিও যোগী নামের যোগ্য ॥ ২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চিত্তবৃত্তিগুলি চিত্তের পরিণাম বা চিন্তাতরঙ্গ মাত্র। নিদ্রাও অভাবজ্ঞানের চিন্তা, অর্থাৎ কোন জ্ঞানই নাই এইরূপ অস্ফুট চিন্তা। একটী চিন্তা থাকিলে যেমন অন্য চিন্তার উদয় হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণে কোনও রূপ চিন্তা থাকিলে আত্মচৈতন্যের জ্ঞান হয় না। চিত্তের বৃত্তিনিরোধই চিত্তশুদ্ধি। ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে করিতে রজস্তমোগুণের ক্ষয় হইলেই চিত্ত সত্ত্বপ্রধান ও শান্ত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যোগম্ আরুরুক্ষোঃ (যোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনির) কর্ম্ম কারণম্ (কর্ম্মই সাধনের কারণ-স্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়)। যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ় হইলে) তস্য (তাঁহার) শমঃ এব (কর্ম্মত্যাগই) কারণম্ (সাধনের কারণ-স্বরূপ) উচ্যতে (কথিত হয়)॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে কর্ম্মই তাঁহার কারণ-স্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম-সন্ন্যাসই পরম সাধন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগো বহিরঙ্গং সাধনমিতি তং সংন্যাসত্বেন স্তুত্বাধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি—আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষো-রারোঢুমিচ্ছতঃ। অনারূঢ়স্য ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈবেত্যর্থঃ। কস্যারুরুক্ষোঃ? মুনেঃ—কর্ম্মফলসংন্যাসিন ইত্যর্থঃ। কিমারুরুক্ষোঃ? যোগম্। কর্ম্ম কারণং সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ। যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শম উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়স্য ইত্যর্থঃ। যাবদ্যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবত্তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে। তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি। তথা চোক্তং ব্যাসেন—নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥ (ক) ইতি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপক-কর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণশুদ্ধিজনিত বিষয়দ্বেষোত্থ বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি

(ক) মহাভারত (বঙ্গবাসী সং) শান্তিপর্ব্ব, ১৭৫।৩৭ ॥

কর্তৃধারকং কর্মযোগস্য। যো হি পরমার্থসংন্যাসী স ত্যক্তসর্ব্বকর্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্মতৎফলবিষয়ং সংকল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সংন্যস্যতি। অয়মপি কর্মযোগী কর্ম কুর্ব্বাণ এব ফলবিষয়ং সংকল্পং সংন্যস্যতীতি। এতমর্থং দর্শয়ন্নাহ—ন হি যস্মাদসংন্যস্তসংকল্পঃ—অসংন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সংকল্পোঽভিসন্ধির্যেন সোঽসংন্যস্তসংকল্প কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ভবতি। ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ফলসংকল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। তস্মাদ্যঃ কশ্চন কর্ম্মী সংন্যস্তফলসংকল্পো ভবেৎ স যোগী সমাধানবানবিক্ষিপ্তচিত্তো ভবেৎ। চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসংকল্পস্য সংন্যস্তত্বাৎ—ইত্যভিপ্রায়ঃ। যোগাঙ্গত্বেন কর্মানুষ্ঠানাৎ কর্মফলসংকল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্ যোগিত্বং চেতি সংন্যাসিত্বং চেত্যভিপ্রেতমুচ্যতে। এবং পরমার্থসংন্যাসকর্মযোগয়োঃ কর্তৃধারকং সংন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেতি কর্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সংন্যাসত্বমুক্তম্ ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্মযোগস্যৈব সংন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সংন্যাসমিতি প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ। ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। কেবলাৎ ফলসংন্যাসনাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতিশব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফলসংকল্পো যেন স কর্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী হি ন ভবতি। অতঃ ফলসংকল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসী চ ফলসংকল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামনা-ত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ। নিকাম-কর্ম্মযোগী যখন ফলকামনাত্যাগী, তখন তাঁহাতে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ কি? কর্ম্ম ও ফল উভয়ই যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মুখ্যতঃ সন্ন্যাসী। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মফলবাসনাত্যাগই পরমার্থতঃ শ্রেষ্ঠ। এই জন্য নিকাম কর্ম্মযোগী সর্ব্বতোভাবে সন্ন্যাসলক্ষণযুক্ত না হইলেও কামনাত্যাগ জন্য তিনি পরমার্থতঃ সন্ন্যাসী। আবার মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। ফলকামনা না থাকা বশতঃ নিকাম কর্ম্মযোগীর কিছুতেই প্রবৃত্তি থাকে না, অর্থাৎ মনোবেগের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন কার্য্যই করেন না, বা কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। এই জন্য কামনাবিহীন কর্ম্মী যোগীর সমান বলিতে হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"(খ)—মনের সমস্ত বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। চিত্তবৃত্তি পাঁচ প্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি। ১—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ। ২—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তিভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। ৩—শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিন্তাবিশেষের নাম বিকল্প। যেমন বন্ধ্যার পুত্র, ঘোড়ার ডিম ইত্যাদি শব্দ শ্রবণে তত্তাবত্তের প্রকৃতার্থ অভাবে যথার্থ কোন অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। ৪—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয় যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। ৫—পূর্ব্বানুভূত

(ক) অথর্ব্ববেদীয় মহানারায়ণোপনিষৎ, ২১।২ ॥ (খ) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১।২ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পান্ সংন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যা জ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, নিষিদ্ধ কোন প্রকার কর্ম্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না, এবং "অমুক কার্য্য করিতে হইবে," "অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে," মনোবৃত্তির অন্তর্মুখতা বশতঃ অন্তঃকরণে যাঁহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উত্থিত না হয়, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগারূঢ় ॥ ৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। (১) ব্রহ্মসত্তাই সত্য, এবং নামরূপময় জগৎ তাহাতে কল্পিত মাত্র, অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ব্যতীত জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। নিরুদ্ধচিত্তেই ব্রহ্মচৈতন্য স্বতঃ প্রকাশিত হয়েন; কিন্তু বিক্ষিপ্তচিত্তে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দস্পর্শাদিময় স্থাবর-জঙ্গম জগদ্রূপে প্রতীত হইতেছেন।

(২) সংকল্প হইতেই কামনার উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বসঙ্কল্প-ত্যাগ করিলেই কামনার শান্তি হইতে পারে। মহাভারতেও আছে—

"কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি সমূলো ন ভবিষ্যসি॥" (ক)

হে কাম, আমি তোমার উৎপত্তির কারণ অবগত আছি, তুমি সঙ্কল্প হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাক। সুতরাং আর তোমার সঙ্কল্প করিব না। তাহা হইলেই তুমি আর উৎপন্ন হইতে পারিবে না। (৩।৩৯ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। আত্মনা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানম্ (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে); আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অবসন্ন করিবে না)। হি (কেননা) আত্মা এব (এই আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু), আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। জীবাত্মা আপনিই আপনাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে; আত্মাকে কখন অবসন্ন করিবে না। কেননা, আত্মাই আত্মার সুহৃৎ, আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ ৫ ॥

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব (বঙ্গবাসী সং) ১৭৭।২৫ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢস্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত হয়েন। ফলকামনাত্যাগী আরুরুক্ষু ব্যক্তিই এ শ্লোকে মুনি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইলেই সাধু যোগারূঢ় হয়েন। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ব হইলে তাঁহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না। কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কর্ম্ম কখনই ত্যাগ করিতে নাই ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী (সর্ব্বসংকল্পত্যাগী ব্যক্তি) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (না ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে) ন কর্ম্মসু (এবং না কর্ম্মসমূহে) অনুষজ্জতে (আসক্ত হন), তদা (তখন) (তাঁহাকে) যোগারূঢ় (যোগারূঢ়) উচ্যতে (বলা যায়) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত, এবং সমস্ত প্রকার সঙ্কল্প-বর্জ্জিত হয়েন, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায় ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং কদা যোগারূঢো ভবতি? উচ্যতে—যদেতি। যদা সমাধীয়মানচিত্তো যোগী হীন্দ্রিয়ার্থেষু—ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়ঃ। তেষু। কর্ম্মসু চ নিত্য-নৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু চ। প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতেঽনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী-সর্ব্বান্ সংকল্পানিহামুত্রার্থকামহেতূন্ সংন্যসিতুং শীল-মস্যেতি সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী। যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ। তদা তস্মিন্ কাল উচ্যতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সংন্যস্যেদিত্যর্থঃ। সংকল্প-মূলা হি সর্ব্বে কামাঃ। "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ" ॥ (ক) "কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাৎ *কিল জায়সে। ন ত্বাং সংকল্পয়িষ্যামি সমূলো † ন ভবিষ্যসি ॥ (খ) ইত্যাদিস্মৃতেঃ ॥ সর্ব্বকামপরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি। যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে। (গ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ॥ "যদ্‌যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিত্তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।" (ঘ) ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ন্যায়াচ্চ। ন হি সর্ব্বসং-কল্পসংন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তঃ। তস্মাৎ সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইতি?

(ক) মনু ২।৩। (খ) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব (বঙ্গবাসী সং) ১৭৭।২৫। (গ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫।
(ঘ) মনু, ২।৪। * সংকল্পাত্ত্বং হি ইতি পাঠান্তরম্। † ভবিতা মে ইতি পাঠান্তরম্।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

বন্ধু এবং যে আত্মা আত্মাকে জয় করিতে অসমর্থ, সেই আত্মাই বাহ্য শত্রুর ন্যায় আত্মার শত্রু ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবাত্মনো বন্ধুঃ। আত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তম্। তত্র কিংলক্ষণ আত্মাত্মনো বন্ধুঃ? কিংলক্ষণো বাত্মাত্মনো রিপুরিতি? উচ্যতে—বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য। তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্যেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ। আত্মা কার্যকরণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতঃ। জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। অনাত্মনস্ত্বজিতাত্মনস্ত শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ। যথানাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথাত্মনোঽপকারে বর্তেতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথংভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ? কথংভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্ত্বাত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে বিজ্ঞানময়াখ্য আত্মার সূক্ষ্ম শক্তি প্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভাবে প্রকাশিত এই শরীররূপ আত্মা বশীভূত হয় সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আর বিবেক-বিচারহীন অবিদ্যাধীভূত আত্মাই শত্রুর ন্যায় মহা অপকারী হইয়া জীবকে জন্ম, মরণ, জরা শোকাদি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চিত্তবৃত্তি নিরোধের সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধি দূর করিবার নিমিত্ত আত্ম-অনাত্ম বিচারতৎপর হওয়া একান্ত আবশ্যক। আত্মা যে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর (ইন্দ্রিয়-শক্তিসহ অন্তঃকরণ) এবং অজ্ঞানরূপ কারণ শরীরের অতীত, বিবেক-বিচার দ্বারা এই সংস্কার সুদৃঢ় না হইলে আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং শরীরের জন্ম-মরণাদিও নিবৃত্ত হয় না ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষশূন্য) জিতাত্মনঃ (জিতাত্মার) [হৃদয়ে] পরমাত্মা (পরমাত্মা) সমাহিতঃ (নিশ্চলভাবে বিরাজ করেন) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। শীতোষ্ণসুখদুঃখ-সহিষ্ণু হইয়া ও মানাপমান সমান বোধ করিয়া যে আত্মা জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন, সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমাহিত অর্থাৎ নিশ্চলভাবে বিরাজিত থাকেন ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ—কার্যকরণাদিসংঘাত আত্মা জিতো

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদেবং যোগারূঢ়স্তদা তেনাত্মাত্মনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থজাতাৎ। অতঃ উদ্ধরেদিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মানম্। তত উৎ উদ্ধৃং হরেদুদ্ধরেৎ। যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ। নাত্মানমবসাদয়েন্নাধোগময়েৎ। আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনো বন্ধুঃ। ন হ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুর্যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি। বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব। স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাৎ। তস্মাদ্যুক্তমবধারণম্—আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি। আত্মৈব রিপুঃ শত্রুঃ। যোহন্যোঽপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মপ্রযুক্ত এবেতি যুক্তমেবাবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ। হি যত আত্মৈব মনঃসঙ্গাদুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ। রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্ত্রী, পুত্র, মিত্র, সম্পত্তি আদি—নক্র-আবর্ত্তাদি-যুক্ত সংসার-রূপ সমুদ্র পার হইবার জীবের অপর কেহ সহায় নাই। আপনিই বস্তুবিবেকবিচারাদি-রূপ নৌকাবলম্বনে পার হইতে হইবে। আপনি ভিন্ন আপনার প্রিয় বন্ধু আর কেহ নাই। আপনার হিতার্থ আপনি যত্ন না করিলে অন্যের দ্বারা কিছুই হইবে না। আপনি আপনাকে সাবধানে না চালাইলে তুমিই তোমার শত্রু হইবে। অমুক আমাকে কুপথে লইয়া গেল, নরকে ডুবাইল বলিয়া অন্যের গ্লানি করা ব্যর্থ ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। নিজের পরম কল্যাণ—মুক্তির জন্য নিজেই চেষ্টা করিতে হইবে। গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে বিবেক বিচারসহ মুক্তির পথে নিজেই অগ্রসর হইতে হইবে। মনুষ্যজীবন বৃথা ব্যয়িত হইলে শীঘ্র আর মুক্তি লাভের আশা নাই। স্বর্গলোকেও সাময়িক সুখ ভোগ ব্যতীত নিত্য শান্তির সম্ভাবনা নাই। পুত্রাদিকৃত শ্রাদ্ধ তর্পণ অক্ষয় সুখদানে অসমর্থ, কেননা স্বর্গাদিও ক্ষয়শীল। এই নিমিত্ত নিজের উদ্ধারের উপায় নিজেই করিতে হইবে, পুত্র-পৌত্রাদির পিণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া কোনই লাভ নাই ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেন আত্মনা এব (যে আত্মা কর্ত্তৃক) আত্মা জিতঃ (আত্মা বশীভূত হইয়াছে) [সঃ] আত্মা (সেই আত্মা) তস্য আত্মনঃ (সেই আত্মার) বন্ধুঃ (হিতকর); অনাত্মনঃ তু (অজিতাত্মার) আত্মা এব (আত্মাই) শত্রুত্বে (শত্রুতা করিতে) শত্রুবৎ (শত্রুর ন্যায়) বর্ত্তেত (অবস্থান করে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে আত্মা আত্মাকে জয় করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

পদার্থানুভব-রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিতৃপ্ত আত্মা কূটস্থ অর্থাৎ অবিচলিত। ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ সম্মুখে থাকিতেও যাঁহার মন বিচলিত হয় না, যিনি রাগদ্বেষাদি বর্জ্জিত, তিনিই বিজিতেন্দ্রিয়। জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ পুরুষের তীব্র বৈরাগ্য জন্য মৎকাঞ্চনাদিতে সমজ্ঞান হয়। এই অবস্থাতে সাধু যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে) সাধুষু (সাধুতে) পাপেষু অপি চ (এবং অসাধু পুরুষেও) সমবুদ্ধিঃ (সমজ্ঞান ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়েন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে এবং সাধু, অসাধু ও অন্য সর্ব্ব প্রাণীতে যাঁহার সমবুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সুহৃদিতি। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্দ্ধমেকং পদম্। সুহৃদিতি প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্যোপকর্ত্তা। মিত্রং স্নেহবান্। অরিঃ শত্রুঃ। উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে। মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়োর্হিতৈষী। দ্বেষ্য আত্মনোঽপ্রিয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। ইত্যেতেষু। সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষু অপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু। সর্ব্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ। কঃ কর্ত্তা কিং কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিশিষ্যতে। বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরম্। যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়মুত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী। মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ। অরির্ঘাতুকঃ। উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ। মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী। দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। সাধবঃ সদাচারাঃ। পাপা দুরাচারাঃ। এতেষু সমা রাগদ্বেষাদি-শূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। (১) যিনি উপকারের আশা না রাখিয়া অন্যের উপকার করেন, (২) যিনি নিজ উপকারের আশা রাখিয়া অন্যের উপকার করেন, (৩) যে নিজ অপকার না হইতেই অন্যের অপকার করে, (৪) যিনি লোকের হিত বা অহিত সাধনের কিছুতেই প্রবৃত্ত নহেন, (৫) যিনি বিবদমান ব্যক্তিদ্বয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন, (৬) যে অন্যে অপকার করিবে বলিয়া তাহার অপকার করে, ও (৭) কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে বলিয়া যিনি উপকার করেন—এইরূপ (১) সুহৃৎ, (২) মিত্র, (৩) অরি, (৪) উদাসীন, (৫) মধ্যস্থ, (৬) দ্বেষ্য ও (৭) বন্ধুকে, এবং শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকর্ত্তাকে ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮ ॥

যেন স জিতাত্মা। তস্য জিতাত্মনঃ। প্রশান্তস্য প্রসন্নান্তঃকরণস্য সতঃ সংন্যাসিনঃ। পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানেঽবমানে চ মানাবমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ। সমঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব। পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিতঃ স্বাত্মনিষ্ঠো ভবতি। নান্যস্য। যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। চিত্তের বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইলেই জীব শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়। এইরূপ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষের পক্ষে স্তুতি ও নিন্দা, মান ও অপমান সকলই সমান। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে মন ধাবিত না হইলেই মানব প্রশান্ত হয়েন। নির্দ্বন্দ্ব ও প্রশান্তাত্মা হইলেই পরমাত্মানুভূতি নিত্য নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় আত্মাতে প্রকটিত হয়॥ ৭॥

অন্বয়বোধিনী। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্তচিত্ত) কূটস্থঃ (বিকার-শূন্য) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃৎ, শিলা ও সুবর্ণে সমদর্শী) যোগী (যোগী পুরুষ) যুক্তঃ ইতি (যোগারূঢ়) উচ্যতে (কথিত হয়েন)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার চিত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি বিকারশূন্য ও জিতেন্দ্রিয়, এবং মৃৎ, শিলা ও সুবর্ণে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই যোগী পুরুষই যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়েন॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্। বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণম্। তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সংজাতালংপ্রত্যয় আত্মান্তঃকরণং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা। কূটস্থোঽপ্রকম্প্যো ভবতীত্যর্থঃ। বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ। য ঈদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে। স যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং। বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ। তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য। অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ। অত এব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। অত এব সমানি লোষ্টাদীনি যস্য। মৃৎপিণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ। স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুরূপদেশমার্জ্জিত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বুঝিবার নির্ম্মলা বুদ্ধির নাম জ্ঞান, এবং সেই দিব্যবুদ্ধিবৃত্তির অনুমোদিত অপ্রামাণ্যাশঙ্কা-নিবারণক্ষম বিচারদ্বারা শাস্ত্রোক্ত

(অতি উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতি নিম্ন নয়) চৈলাজিনকুশোত্তরং (ক্রমানুয়ে কুশ, অজিন ও বস্ত্র দ্বারা রচিত) আত্মনঃ (নিজের) আসনং (আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (সংস্থানপূর্ব্বক) [যোগ অভ্যাস করিবেন] ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়, এই আসন যেন অতি উচ্চ অথবা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন ও বস্ত্র আচ্ছাদন করিতে হয় ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যোগং যুঞ্জত আসনাহারবিহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ। প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে। তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে—শুচাবিতি। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা। দেশে স্থানে। প্রতিষ্ঠাপ্য। স্থিরমচলমাত্মন আসনম্। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং। নাপ্যতিনীচম্। তচ্চ চৈলাজিনকুশোত্তরম্। চৈলমজিনং কুশাশ্চোত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং চৈলাজিনকুশোত্তরম্। পাঠক্রমাদ্বিপরীতোঽত্র ক্রমশ্চৈলাদীনাম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে। আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশং? স্থিরমচলং। নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোন্নতম্। ন চাতিনীচম্। চৈলং বস্ত্রম্। অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম। চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য। কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেখানকার স্থানীয় প্রকৃতি স্বাভাবিক শুদ্ধ [গোময় মৃত্তিকাদি-লেপনের দ্বারা স্থান শুদ্ধ করিয়া লইলেও হয়], যেখানে ভয় কোলাহলাদি নাই, এইরূপ নির্ম্মল ও নির্জ্জন স্থানে যোগার্থী আসন স্থাপন করিবেন। কাষ্ঠাদির উপর আসন না করিয়া মৃত্তিকা বা শিলাদির উপর আসন করিবেন। আসন সমতল স্থান হইতে অধিক উচ্চ বা নিম্ন না হয়। আসন উচ্চ হইলে পড়িয়া যাইবার এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে বর্ষাদি কালে ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। প্রথমে মৃত্তিকা সমান করিয়া তাহার উপর কুশাসন, কুশাসনের উপর কোমল মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তাহার উপরে কোমল বস্ত্র বিছাইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। গৃহস্থদিগের পক্ষে বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ। যোগী অন্যের আসনে কখনও উপবেশন করিবেন না, এবং যোগীর বা সন্ন্যাসীর আসনেও অন্যের বসিতে নাই ॥ ১১ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। স্বাভাবিক নিয়মে মৃত মৃগাদির চর্ম্মই ব্যবহার করা উচিত। কৃতবধ-ব্যাঘ্রাদির চর্ম্ম আসনরূপে ব্যবহার করিলে হিংসাজনিত দোষ স্পর্শ করিবে। প্রাচীন-কালে স্বয়ংমৃত ব্যাঘ্রাদির অজিন সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না। রেশমী বস্ত্রের ব্যবহারেও কোষ-কীট-বিনাশের জন্য দোষ দৃষ্ট হয়। অধুনা কম্বলাসন ব্যবহার করিলে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন অথবা কৌষেয় বস্ত্রাসন ব্যবহারের ন্যায় কোনরূপ বিশেষ দোষস্পর্শ হইতে পারে না ॥ ১১ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১০ ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাকে, এবং সর্ব্ববিধ প্রাণীকেই রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত চিত্তে যিনি সমান জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী। যোগী (যোগারূঢ় ব্যক্তি) সততং (নিরন্তর) রহসি (নির্জ্জন স্থানে) স্থিতঃ (থাকিয়া) একাকী (সঙ্গশূন্য হইয়া) যতচিত্তাত্মা (চিত্ত ও দেহ সংযম পূর্ব্বক) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষ) অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য) (হইয়া) আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবেন॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। যোগারূঢ় ব্যক্তি নিরন্তর নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া দেহ ও অন্তঃকরণের সংযম এবং আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে সমাহিত করিবেন॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত এবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে—যোগীতি। যোগী ধ্যায়ী। যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ। সততং সর্ব্বদা। আত্মানমন্তঃকরণম্। রহস্যেকান্তে গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্। একাক্যসহায়ঃ। রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সংন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ। যতচিত্তাত্মা—চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যস্য স যতচিত্তাত্মা। নিরাশীর্বীতকৃষ্ণঃ। অপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ। সংন্যাসিত্বেঽপি সতি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—যোগীত্যাদিনা স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগীতি। যোগী যোগারূঢ়ঃ। আত্মানং মনঃ। যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ। সততং নিরন্তরং। রহস্যেকান্তে স্থিতঃ সন্। একাকী সঙ্গশূন্যঃ। যত সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য। নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ। অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে যোগাঙ্গলক্ষণ বলিতেছেন। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত এই তিন অবস্থা অতিক্রম করিয়া চিত্তের একাগ্রনিরোধের নাম চিত্তসমাধান। এইরূপ চিত্তসমাধান করিতে হইলে গৃহ, পরিবার ও কোলাহলপূর্ণ জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতগুহা বা বিজন বনে একাকী বাস করিতে হয়; অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণসহ শরীরকে যোগবিরোধি-কার্য্য হইতে বিমুখ করিতে হয়, বিষয়ে দোষদর্শন করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত হইতে হয় ও যোগের প্রতিবন্ধক-রূপ পদার্থসংগ্রহে বিরত হইতে হয়॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী। শুচৌ (পবিত্র) দেশে (স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অত্যুচ্ছ্রিতং

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

সংপ্রেক্ষ্য (দর্শন করতঃ) দিশঃ চ (ও দিক্‌সমূহ) অনবলোকয়ন্ (অবলোকন না করিয়া) [যোগাভ্যাসী পুরুষ অবস্থিতি করিবেন] ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। [যোগাভ্যাসী ব্যক্তি] যত্ন পূর্ব্বক কায়, শির ও গ্রীবা সমান ও অচল ভাবে রাখিয়া স্থিরতার সহিত নাসাগ্র দর্শন করিবেন, অন্য কোন দিকে তাকাইবেন না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বাহ্যমাসনমুক্তম্। অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমিতি? উচ্যতে—সমমিতি। সমং কায়শিরোগ্রীবং—কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্। তৎ সমং ধারয়ন্। অচলং চ। সমং ধারয়তশ্চলনং সংভবতি। অতো বিশিনষ্টি—অচলমিতি স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতি শব্দো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ। ন হি স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতম্। কিং তর্হি চক্ষুষোর্দৃষ্টিসন্নিপাতঃ। স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ। স্বনাসিকাগ্রসংপ্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি। আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যতি—আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি। তস্মাদিবশব্দলোপেনাক্ষ্ণোর্দৃষ্টিসন্নিপাত এব সংপ্রেক্ষ্যেত্যুচ্যতে। দিশশ্চানবলোকয়ন। দিশাং চাবলোকনমন্তরাকুর্ব্বন্নিত্যেতৎ ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি সার্দ্ধেন। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ। কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্ মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং। অচলং নিশ্চলম্। ধারয়ন্। স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্যার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসনস্থ যোগাভ্যাসী কটিদেশ, মেরুদণ্ড, গ্রীবা ও মস্তক দণ্ডবৎ সরল রাখিবে। বামে, দক্ষিণে বা সম্মুখে দৃষ্টি না পড়ে, এই জন্য নিম্ন নাসাগ্রবর্ত্তী আকাশে দৃষ্টি স্থির রাখিবে। নাসাগ্র শব্দে নাসার অগ্রভাগ দর্শন করিতে বলা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে। চাক্ষুষী বৃত্তির দ্বারা মন নাসাগ্রে নিবিষ্ট হইলে উহা ব্রহ্মাকারাকারিত না হইয়া নাসাগ্রাকারাকারিত হইয়া যাইবে। ইহাতে যোগসিদ্ধির বিপর্য্যয় হইতে পারে। এই জন্য ভগবান্ নাসার অগ্র আকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্যান্য দিক্ হইতে আকর্ষণ করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন ॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিনী। প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচেতাঃ) বিগতভীঃ (ভয়বর্জ্জিত) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যশীল) মনঃ সংযম্য (মনঃসংযম পূর্ব্বক) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) [হইয়া] যুক্তঃ (যোগাভ্যাসী পুরুষ) আসীত (অবস্থিতি করিবেন) ॥ ১৪ ॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২ ॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। তত্র (সেই আসনে) উপবিশ্য (বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়া সংযম পূর্ব্বক) [যোগী] মনঃ (মনকে) একাগ্রং কৃত্বা (এক পদার্থে স্থাপন করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত) যোগং (সমাধি) যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাস করিবেন)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ আসনে বসিয়া জিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রিয় পুরুষ নিজ মনকে একাগ্র করিয়া অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত সমাধি অভ্যাস করিবেন॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রতিষ্ঠাপ্য কিম্?—তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসন উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ। কথম্? সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা। যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ—চিত্তঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি। তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ। স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিতি? আহ—আত্মবিশুদ্ধয়ে। অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিত্যেতৎ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাসন উপবিশ্যৈকাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ। যতাঃ সংযতাশ্চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া যস্য সঃ। আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয় উপশান্তয়ে॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াসকলকে যোগবিরুদ্ধ পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ঈদৃশ আসনের অধিকারী। যোগাসনোপবিষ্ট মহাত্মা প্রত্যাহৃত চিত্তকে আত্মসাক্ষাৎকারার্থ অন্তর্বিলীন করিতে চেষ্টা করিবেন। এই সময়ে মানব বিজাতীয় বৃত্তি সকল বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়াকৌশলে চিত্তের একাগ্রতাবৃদ্ধির নিমিত্ত, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস হইবে। এই ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিপ্রবাহকেই নিদিধ্যাসন কহে॥ ১২॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। "বিজাতীয়বৃত্তিং তিরস্কৃত্য স্বজাতীয়বৃত্তিপ্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনম্"—অনাত্মবিষয়ক চিন্তাত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তকে একাগ্র করিয়া ব্রহ্মচৈতন্যে নিবিষ্ট করাই নিদিধ্যাসন। বিবেক, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারাই এইরূপ সাধনে অভ্যাস সুদৃঢ় হইয়া থাকে॥ ১২॥

অন্বয়বোধিনী। কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গলদেশকে) সমম্ (সরল) অচলং (নিশ্চলভাবে) ধারয়ন্ (রাখিয়া) স্থিরঃ (স্থির) [হইয়া] স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসাগ্র)

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

সদা (সর্ব্বদা) আত্মানাং (মনকে) যুঞ্জন্ (নিরোধ করিয়া) মৎসংস্থাং (আমার স্বরূপভূত) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণরূপ পরম) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত প্রকারে যথোক্তবিধানে সংযতচিত্ত যোগাভ্যাসী পুরুষ সর্ব্বদা মন নিরোধ করিয়া আমার স্বরূপভূত নির্ব্বাণরূপ পরম শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে—যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্। এবং যথোক্তেন বিধানেন। সদাত্মানম্। যোগী। নিয়তমানসঃ—নিয়তং সংযতং মানসং মনো যস্য সোঽয়ং নিয়তমানসঃ। স শান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণপরমাং। নির্ব্বাণং মোক্ষঃ। তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা। তাং নির্ব্বাণপরমাম্। মৎসংস্থাং মদধীনাম্। অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদাত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্। নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি। কথংভূতাম্? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাম্। মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতাম্ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে যোগীর চিত্ত সংযত এবং আত্মাতে সমাহিত হইলে মনের আর বহির্বিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি হয় না। মনের এইরূপ বৃত্তি-সমূহের বিনিবৃত্তি হইলে যোগীর পরম শান্তি লাভ হয়। ঈদৃশী শান্তির কালে কামনা, কর্ম্ম ও অবিদ্যার সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়। সেই সময়েই যোগী একমাত্র আনন্দস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। অনাত্মবস্তুসাধক ঐশ্বর্য্যাদির দিকে ঈদৃশ যোগী দৃষ্টিপাতও করেন না। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে, ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিসকল ব্রহ্মসমাধিমার্গের উপ-সর্গস্বরূপ (ক)। ঐশ্বর্য্যসিদ্ধি কালে দেবত্ব, দেবকন্যা, অতুল বিভব, বিমান আদি যোগীর সেবা ও অভিরমণার্থ উপস্থিত হইতে থাকে। বিষয়মুখী চিত্ত তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া আপনাকে সাধু ও সিদ্ধ মনে করিতে পারে বটে, কিন্তু নিরুদ্ধচিত্ত যোগীন্দ্র পুরুষ তত্তাবৎ তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া, বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণায় বিমুগ্ধ না হইয়া, একমাত্র স্বরূপানু-ভূতিতেই নিমগ্ন হইয়া যান। যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে জীবের বাসনা-বিকাশের বীজ বিদগ্ধ হইয়া যায়, তাহারই নাম পরম নির্ব্বাণ। সেই নির্ব্বাণ, সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অত্যশ্নতঃ তু (অতিভোজীর) যোগঃ

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ৩।৩৭।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে প্রশান্তাত্মা, ভয়বর্জিত, ব্রহ্মচর্য্যশীল, নিগৃহীত-মনাঃ, মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাসী পুরুষ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে অবস্থিতি করিবেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা—প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা। বিগতভীর্বিগতভয়ঃ। ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ। ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচারিব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষাভিক্ষান্নভুক্ত্যাদি। তস্মিন্ স্থিতঃ। তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মনঃ সংযম্য। মনসো বৃত্তীরুপসংহৃত্যেত্যেতৎ। মচ্চিত্তঃ—ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তঃ। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্নাসীতোপবিশেৎ। মৎপরঃ—অহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরঃ। ভবতি কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তঃ। ন তু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্ণাতি। কিং তর্হি? রাজানং মহাদেবং বা। অয়ং তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য। ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্। মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। ময্যেব চিত্তং যস্য। অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ। এবং যুক্তো ভূত্বাসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগাভ্যাসীর আসন স্থির হইলে রাগ-দ্বেষাদি পরিহার করিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ নিশ্চয় বুদ্ধির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত কিনা এই ভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গুরুশুশ্রূষু ও ভিক্ষান্নভোজী হইয়া, বিষয়-বৈরাগ্য পূর্ব্বক ভগবন্নিষ্ঠা-যুক্ত হইয়া, এবং কোন ভোগ সুখের আশা না করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রেমাসক্ত হইয়া যোগাধিকারী সমাধি অভ্যাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠানে অর্থাৎ আসন প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তনিরোধ অভ্যাস করিলে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হয়, তাহাতে পরবৈরাগ্যের অভাব-বশতঃ ব্রহ্মচৈতন্যের বিকাশ না হইয়া বিভূতি লাভ হইতে পারে, বৈরাগ্যসহ ঈশ্বর প্রণিধান—ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত না হইলে আত্ম-চৈতন্য প্রকাশিত হয় না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (ক)—তিনি (ব্রহ্ম) স্বয়ং যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

সন্ন্যাসধারণই এইরূপ যোগসাধনের অনুকূল। সুতরাং আত্মানুসন্ধান ব্যতীত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি অন্য কোনও কর্ম্মই তখন অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। এই জন্য যোগা-ভ্যাসীর অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোনও প্রকার ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। এবং (উক্তপ্রকারে) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগাভ্যাসী)

(ক) কঠোপনিষৎ ১।২।২২।

**যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥**

তন্মধ্যে আবার রাত্রির প্রথম ও চতুর্থ প্রহর জাগ্রৎ থাকিয়া ভগবদারাধনা করিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর নিদ্রা যাইবে॥ ১৬॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ তুরীয় বা চতুর্থাবস্থায় ব্রহ্ম-চৈতন্য প্রকাশিত হন। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সুতরাং চিৎ-স্বরূপের বিকাশ হয় না। তুরীয় অবস্থায় ব্রহ্মস্বরূপতা—নির্ব্বাণ লাভ হয়। 'নির্ব্বাণ' অবস্থা বিশেষ বা অচেতন শূন্য নহে, ইহা বিষয়াকার-বৃত্তি-শূন্য অদ্বৈতজ্ঞান বা বিশুদ্ধ চৈতন্য। (গীঃ সঃ ২।৭১ দ্রষ্টব্য)॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিনী। যুক্তাহারবিহারস্য (নিয়মিত আহারবিহারকারী) কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে নিয়মিতচেষ্ট) যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (পরিমিত নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির) যোগঃ (সমাধি) দুঃখহা (দুঃখহরণক্ষম) ভবতি (হয়)॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, প্রণব-জপাদিতে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি নিয়মপূর্ব্বক নিদ্রিত ও জাগ্রৎ থাকেন, সমাধিরূপ যোগ তাঁহারই দুঃখ-নিবারণক্ষম হয়॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনর্যোগো ভবতীতি? উচ্যতে—যুক্তেতি। যুক্তাহার-বিহারস্য। আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নম্। বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ। তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহারবিহারঃ। তস্য। তথা যুক্তচেষ্টস্য যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্ম্মসু। তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগো ভবতি দুঃখহা। দুঃখানি সর্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা। সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্ যোগো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কথংভূতস্য যোগো ভবতীতি? অত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য। কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য। যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য। তস্য দুঃখহা দুঃখ-নিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অনিয়মিত ভোজন ও অনিয়মিত বিচরণ বর্জ্জিত, প্রণবাভ্যাসে বা উপনিষদাদি পাঠে যাঁহার নিয়মের ত্রুটি নাই, যিনি অযথা কালে নিদ্রা বা জাগরণ করেন না, সেই সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিরই যোগসিদ্ধি হয়। এই সমাধিসিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশ হয়—অবিদ্যার পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে জীবের সকল দুঃখই বিনষ্ট হইয়া যায়॥ ১৭॥

(সমাধি) ন অস্তি (হয় না), একান্তম্ (নিতান্ত) অনশ্নতঃ (অনাহারীরও) ন চ (হয় না); অতিস্বপ্নশীলস্য চ (অত্যন্ত নিদ্রালুরও) ন (হয় না), জাগ্রতঃ এব চ (অনিদ্রাভ্যাসীরও) ন (হয় না)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি অধিকভোজী বা নিতান্ত অনাহারী, এবং যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিদ্রালু বা নিতান্ত অনিদ্রাভ্যাসী, হে অর্জ্জুন! তাহার যোগ-সমাধি হয় না॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে—নাত্যশ্নত ইতি। নাত্যশ্নত আত্মসংমিতমন্নপরিমাণমতীত্যাশ্নতো ন যোগোঽস্তি। ন চৈকান্তমনশ্নতো যোগোঽস্তি। যদু হ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি। তন্ন হিনস্তি। যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়ঃ। ন তদবতীতি শ্রুতেঃ। তস্মাদ্ যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াৎ। অথবা যোগিনা যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রশ্নতো যোগো নাস্তি। উক্তং হি—"অর্দ্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থং তু চতুর্থমবশেষয়েৎ" (যোগশাস্ত্রে) ইত্যাদি পরিমাণম্। তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি। নৈব চাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো ভবতি চ। অর্জ্জুন॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্যৈকান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি। তথাতি-নিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতি ভোজনে শারীর ধাতুর বিকার উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র শক্তির হানি হওয়ায় যোগী সমাধি করিতে সমর্থ হন না, আবার নিতান্ত অনাহারে থাকিলে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একাগ্র হইতে পারে না, ও শারীর রস ধাতু আদির পুষ্টি না হওয়ায় শরীর দুর্ব্বল হয় ও যোগাভ্যাসে অসামর্থ্য জন্মে। যথেচ্ছ-ভোজন না করিয়া স্মৃতি-শাস্ত্রোক্ত আত্মসম্মিত—অষ্টগ্রাসপরিমাণ—অন্ন ভোজন করা আবশ্যক (ক)। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"যদু হ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি। যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্ যৎ কনীয়োঽন্নং। ন তদবতি।" (খ)। যিনি আত্মসম্মিত অন্ন ভোজন করেন, তাহাতে সেই অন্ন বেদার্থানুষ্ঠানযোগ্য শক্তির সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে। অতএব ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য যোগী অবশ্যই শাস্ত্রবিহিত অন্ন যথা পরিমাণে ভোজন করিবেন। যোগী পাকস্থলীর দুই ভাগ অন্নের দ্বারা, ও এক ভাগ জলের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ বায়ুর সরল গতিবিধির জন্য খালি রাখিবেন। অতিনিদ্রায় শরীর অবসন্ন হয়, তাহাতে যোগসাধনের সামর্থ্য থাকে না। আবার সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিলে যোগাভ্যাস কালে নিদ্রা আসিবার সম্ভাবনা। এই জন্য যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অতি নিদ্রা বা অনিদ্রা এতদুভয়েরই পরিহার করিবেন। দিবাভাগে জাগরণের ও রাত্রিকালে নিদ্রার সময়।

(ক) অষ্টৌ গ্রাসা মুনের্ভক্ষ্যাঃ ষোড়শারণ্যবাসিনঃ। বৌধায়ন, ২৭।৭।৩১॥ (খ) শতপথ ব্রাহ্মণ।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিরুদ্ধচিত্ত যোগানুষ্ঠানশীল পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি নিবাতস্থানস্থিত দীপশিখার ন্যায় নিশ্চল থাকে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্য যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে—যথেতি। যথা দীপঃ প্রদীপঃ। নিবাতস্থঃ—নিবাতে বাতবর্জ্জিতে দেশে স্থিতঃ। নেঙ্গতে ন চলতি। সোপমা। উপমীয়তেঽনয়েত্যুপমা। যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ। স্মৃতা চিন্তিতা। যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগমনুতিষ্ঠতঃ। আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আত্মৈক্যাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন বিচলতি। সোপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনঃ। যতং নিয়তং চিত্তং যস্য তস্য নিকম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং। তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বায়ুর তাড়নায় সবল দীপশিখা বক্র বা বিচলিত হয়। কিন্তু যেখানে বায়ুর গতি নাই, সেস্থানে দীপশিখা অচঞ্চল থাকে। সেইরূপ বাহ্যবিষয়সংসর্গের অভাব জন্য যোগীর অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না। সদাই নিশ্চলভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। দীপশিখার দৃষ্টান্ত হইতে কেহ অন্তঃকরণকে কোনও রূপ আকারবিশিষ্ট মনে করিবেন না। চিন্তাস্রোত সংযত হইলেই অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের পৃথক অস্তিত্ব অনায়াসে ধারণা হইতে পারে। অন্তঃকরণ আত্মচৈতন্যের প্রভাবে জ্ঞানযুক্ত ও অহংবৎ প্রতীত হয় বলিয়াই দীপ-শিখার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে, নতুবা উহা জ্যোতির্ব্বিশেষ নহে। অন্তঃকরণে কোন বিষয়াকার বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তার উদয় না হইলেই উহা নিশ্চল থাকে। চিত্ত নির্ব্বিষয় আত্মচৈতন্যে নিরুদ্ধ হইলে উহা নির্ব্বৃত্তিক হইয়া যায়; কেননা, বিষয় সংস্রবেই চিত্তের বিক্ষেপ বা চিন্তারূপ বৃত্তির উদয় হয় ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসের দ্বারা) নিরুদ্ধং চিত্তম্ (নিরুদ্ধ চিত্ত) উপরমতে (উপশম প্রাপ্ত হয়); যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্ (সাক্ষাৎ করিয়া) আত্মনি (আত্মাতে) তুষ্যতি এব (তুষ্টি লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থায় যোগাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়, যে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করে ॥ ২০ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) বিনিয়তং (সংযত) চিত্তম্ (মন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (স্থিতি করে), তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (সর্ব্ব কামনা হইতে) নিঃস্পৃহঃ (বিরত) পুরুষ (সেই যোগী পুরুষ) যুক্তঃ (যোগসিদ্ধ) ইতি উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হন) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। চিত্ত সংযত হইয়া যখন আত্মাতে স্থিতি করিতে থাকে, কোন বিষয়েই যখন স্পৃহা থাকে না, তখনই যোগীর যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীতি? উচ্যতে—যদেতি যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তম্। হিত্বা বাহ্যার্থচিন্তামাত্মন্যেব কেবলেঽবতিষ্ঠতে। স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ। নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ। স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে। তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সচ্চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ সর্ব্বকামেভ্য ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যো নিঃস্পৃহো বিগততৃষ্ণো ভবতি। তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন অন্তঃকরণের সকল বৃত্তিই অন্তর্নিবৃত্ত হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয়, তখন বৃত্তিসমূহের বহির্ব্যাপারে "চেষ্টা" বা "উদ্যম" না থাকিলেও স্পৃহা বা প্রবৃত্তি-রূপ বীজ থাকা অসম্ভব নহে। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যখন পূর্ণ বৈরাগ্য জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির ক্রিয়া, চেষ্টা ও অন্তর্নিহিত স্পৃহা—সমস্তেরই শেষ হইয়া যাইবে, তখনই যোগী যোগসম্পত্তি লাভে সমর্থ হইবেন ॥ ১৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যোগ-সম্পত্তি বা যোগ-সিদ্ধি বলিলে কেহ বিভূতি বিশেষ বুঝিবেন না। বৈরাগ্যসহ আত্মানাত্মের বিচার পূর্ব্বক চিত্তনিরোধ অভ্যস্ত হইলে কোনও রূপ প্রাকৃতিক বিভূতি লাভ হয় না, উহাতে আত্মচৈতন্যের বিকাশরূপ পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। আত্মবোধ হইলে আর কোন সিদ্ধিলাভে প্রবৃত্তিই হয় না ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ (নির্ব্বাত স্থানে স্থিত) দীপঃ (দীপশিখা) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং (যোগ) যুঞ্জতঃ (অনুষ্ঠানশীল) যতচিত্তস্য (একাগ্রচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) [পক্ষে] সা (সেই) উপমা (দৃষ্টান্ত) স্মৃতা (জানিবে) ॥ ১৯ ॥

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥

তৎ (তাহা) বেত্তি (অনুভব করেন); স্থিতঃ চ (এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপভাব হইতে) ন চলতি (বিচলিত হয়েন না) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত ও কেবল শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য অত্যন্ত সুখের অনুভব করেন, এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে যোগী আত্মস্বরূপভাব হইতে কিছুতেই বিচলিত হয়েন না ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিকম্। অত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকম্। অনন্তমিত্যর্থঃ। যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যং। বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যম্। অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতং। অবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ। বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি। যত্র যস্মিন্ কালে। ন চৈবায়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতঃ। তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ। তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থা-বিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। নমু তদা বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ? তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতম্। কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্। অত এব চ যত্র স্থিতঃ সংস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিষয়াস্বাদে যত দূর সুখ হওয়া সম্ভব, আত্মানন্দ তৎসর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও অবর্ণনীয়। চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বা মলিন বুদ্ধি দ্বারা সে আনন্দ গ্রহণ বা অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই, এবং সেই আনন্দ অনুভব কালে "আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি"—এরূপ বোধ হয় না। কেননা, এ অবস্থায় অন্তঃকরণ-বৃত্তি আত্মা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইতে পায় না ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। যং চ (এবং যে অবস্থা বিশেষ) লব্ধা (লাভ করিয়া) [যোগী] অপরং লাভং (অন্য লাভকে) ততঃ (তাহা হইতে) অধিকং (অধিক বলিয়া) ন মন্যতে (বোধ করেন না); যস্মিন্ (যে অবস্থা বিশেষে) স্থিতঃ (অবস্থিতি করিয়া) গুরুণা (দুঃসহ) দুঃখেন অপি (দুঃখের দ্বারাও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হয়েন না) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে অবস্থা লাভ করিয়া যোগী অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ করেন না, এবং যে অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া কোন দুঃসহ দুঃখেই বিচলিত হয়েন না ॥ ২২ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্‌।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্‌ কালে। উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি। নিরুদ্ধং সর্ব্বতো নিবারিতপ্রচারম্‌। যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন। যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে। আত্মন সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন। আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্ব্বতো জ্যোতিঃস্বরূপম্‌। পশ্যন্‌ পলভমানঃ। স্ব এবাত্মনি। তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডবেত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তম্‌। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তীত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ। তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্‌ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপলক্ষণমুক্তম্‌। তথা চ পাতঞ্জলং সূত্রম্‌—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ (ক) ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে। আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন তু দেহাদি। পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি। ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেন শ্লোকেনান্বয়ঃ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন নিক্ষেপ না করিলে উহা ক্রমশঃ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, সেইরূপ যোগাভ্যাস বশতঃ বাহ্য বিষয়ের সংসর্গ না হওয়ায় যোগীর চিত্তবৃত্তি উপশম প্রাপ্ত হয়। এইরূপ চিত্তের উপরতি হইলে, রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব বশতঃ শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবের উদ্রেক হয়। চিত্তের এই নির্ম্মল স্বচ্ছাবস্থায় সৎ চিৎ আনন্দ ঘন পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয়, এবং সেই সময়ে যোগী আত্মানন্দ লাভ করেন॥ ২০॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। রজঃ ও তমোগুণই অন্তঃকরণের মলিনতা। উহাদের ক্ষয়েই সত্ত্বভাবের অর্থাৎ চিত্তের নিশ্চলতা লাভ হয়। চিত্তে বাহ্য ও আন্তর কোনও বিষয়ের চিন্তা না থাকিলে, এমন কি "আমি চিন্তা করিতেছি" এইরূপ চিন্তাও নিবৃত্তি হইলে, পরমাত্মা স্বতঃই প্রকাশিত থাকেন। তিনি সৎ (নিত্য), চিৎ (চৈতন্যস্বরূপ), আনন্দ (আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রিয়তম), এবং তাঁহার তুরীয়-স্বরূপ জাগ্রদাদির বিষয়-জ্ঞান দ্বারা খণ্ডিত নহে বলিয়া তাহা সচ্চিদানন্দঘন। যোগীর আত্মানন্দ বিষয়জন্য সুখ নহে, কেনন্য উহা মন ও বুদ্ধির অতীত॥ ২০॥

অন্বয়বোধিনী। যত্র এব (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্‌ (শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য) অতীন্দ্রিয়ম্‌ (ইন্দ্রিয়ের অতীত) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সুখং (যে সুখ)

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১৷২।

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত্রোপরমতে (গীতা ৬।২০) ইত্যাদ্যাবভ্য যাবদ্ভির্বিশেষণৈর্বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ উক্তঃ—তমিতি। তং বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ। দুঃখসংযোগবিয়োগং—দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগঃ। তেন বিয়োগো দুঃখসংযোগবিয়োগঃ। তং দুঃখসংযোগবিয়োগম্। যোগ ইত্যেবংসংজ্ঞিতং। বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাদ্বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বারম্ভেণ যোগস্য কর্ত্তব্যতোচ্যতে। নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োর্যোগসাধনত্ববিধানার্থম্। স যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন যোক্তব্যঃ। অনির্ব্বিণ্ণচেতসা—ন নির্ব্বিণ্ণমনির্ব্বিণ্ণম্। কিং তৎ? চেতঃ। তেন নির্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমিতি। য এবংভূতোঽবস্থাবিশেষস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে। দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ। যদ্বা দুঃখসংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে। কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মাতে চিত্তবৃত্তির এইরূপ প্রগাঢ় সমাধান হইলে সেই অবস্থাকেই প্রকৃত যোগ বলা যায়। মহর্ষি পতঞ্জলির কথিত—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (ক) এই সূত্রও ইহার পোষকতা করিতেছে। দুশ্চিন্তা ও হৃদয়ের সঙ্কোচ সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ এই যোগ অভ্যাস করিতে হয়॥ ২৩॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আত্মায় চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই সমস্ত বৃত্তি (চিন্তা) তিরোহিত হয়; কেননা, বিষয় সম্বন্ধেই চিত্তের পরিণাম হয়, নির্ব্বিষয় আত্মচৈতন্য প্রকাশিত হইলে চিত্ত বৃত্তিশূন্য (পরিণামহীন) বা প্রলীন হইয়া যায়। ইহাই চৈতন্যসমাধি বা রাজযোগ, ইহাতে শ্বাসরোধ দ্বারা জড়সমাধির প্রয়োজন হয় না॥ ২৩॥

---

* **অন্বয়বোধিনী।** সংকল্পপ্রভবান্ (সংকল্প হইতে জাত) সর্ব্বান্ কামান্ (কামনাসমূহকে) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) সমন্ততঃ (সর্ব্ববিষয় হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া) [যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য] ॥ ২৪॥

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১।২।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যং লব্ধ্বেতি। যং লব্ধ্বা—যমাত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চাপরং লাভমন্যল্লাভান্তরং ততোঽধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি। কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাপি ন বিচাল্যতে॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মস্বরূপং লব্ধ্বা ততোঽধিকমপরং লাভং ন মন্যতে। তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ। যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে। এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগী যখন এই আত্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, তখন তাঁহার স্বর্গভোগ অষ্টসিদ্ধি ও ষড়ৈশ্বর্য্যাদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই আত্ম-সংস্থিতিকালে শীত, আতপ, বায়ু, মশক, দংশকাদির উপদ্রব যোগীকে অনুভব করিতে হয় না। কেননা, যে অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে সুখ-দুঃখ অনুভব হয়, তাহা নিরুদ্ধ ও আত্মাতে সমাহিত থাকায় যোগীর বাহ্য কোন ক্লেশাদি হইলেও তাহা তিনি জানিতে পারেন না, এবং তজ্জন্য তিনি বিচলিত ও হয়েন না ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মনোনাশের (চিত্তের বিক্ষেপ ক্ষয় পাইলে) সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাক্ষয় হইতে থাকে, এবং আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। সুতরাং আত্মবোধ হইলে আর কোনও সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা থাকে না। সিদ্ধিতে বৈরাগ্য হইলেই কৈবল্য মুক্তি লাভ হয়, এবং কোনও সিদ্ধি না হইলেও চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই আত্মজ্ঞান হইবে। কিন্তু সিদ্ধিতে বৈরাগ্যবুদ্ধি না হইলে আত্মজ্ঞান লাভের আশা নাই (যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৫৫ সূত্র)। বৈরাগ্য সহ ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ ভক্তিযোগই আত্মজ্ঞানলাভের সুগম উপায়॥২২॥

অন্বয়বোধিনী। তং (সেই) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ অবস্থা বিশেষকে) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে)। অনির্বিণ্ণচেতসা (অবসাদশূন্য হৃদয়ে) সঃ যোগঃ (সেই যোগ) নিশ্চয়েন (অধ্যবসায় সহকারে) যোক্তব্যঃ (অভ্যাস করা কর্ত্তব্য) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই অবস্থার নামই যোগ। এ অবস্থায় দুঃখের লেশ মাত্রও নাই ইহা স্থির জানিবে, এবং নির্ব্বেদশূন্য হৃদয়ে ইহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেত্তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা। তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা। আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বোপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ। ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বাত্মধ্যানাদপি নিবর্ত্তেতেত্যর্থঃ।। ২৫।।

গীতার্থসন্দীপনী। বাহ্যব্যাপারবিমুখকারিণী মনোবৃত্তির নাম ধৃতি। যখন সাধকের পবিত্র চিত্ত এই ধৃতির অনুগত হয়, তখনই তাঁহার যোগাভ্যাসের সুফল ফলিয়া থাকে। যোগীর মন সংযত হইয়া আসিলেও, চিত্তের স্বাভাবিক চঞ্চলতা সাধককে সময়ে সময়ে স্বপ্নবৎ বহির্বিষয়ে প্রবর্ত্তনা করিলেও করিতে পারে। এইজন্য সেই স্বভাবচঞ্চল সংযত চিত্তকেও ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বলপূর্ব্বক মনকে কেহ আত্মাতে নিহিত রাখিতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রথম তন্দ্রা, তৎপরে স্বপ্নাবস্থা ও পরিশেষে সুষুপ্ত্যবস্থার উদয় হয়, সেইরূপ সাধকের ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে মনে, মনকে অহংতত্ত্বে, অহংতত্ত্বকে মহত্তত্ত্বে, ধীরে ধীরে পর্য্যবসিত করিতে পারিলে, তবে যোগীর মন আত্মাতে সংস্থিত ও আত্মাকারাকারিত হইয়া অবিচলিত ভাবে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। এই কৌশলক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভগবান্ যোগীর মনকে "শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ" এই উপদেশ দান করিয়াছেন। এখানে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, মন "বিষয়চিন্তা" হইতে বিরত হইলেও, তাহার "আত্মচিন্তার" নিবৃত্তি কই? ভগবান্ যোগীর উপরত চিত্তকে যে কোনরূপ চিন্তা করিতে নিষেধ করিলেন, তাহা যেন নিষ্ফল বোধ হইতেছে। কিন্ত সাধক একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ভগবান্ যোগীকে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী শৃঙখল হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। "আমি আত্মার ধ্যান করিতেছি" এই অভিমানপূর্ণ চিন্তার পরিহার করিতে বলাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক, রক্তজবার নিকটে থাকিলে উহা রক্তবর্ণাকার ধারণ করে, সেইরূপ যোগকৌশলে মন নির্ম্মল হইলে উহাতে আত্মার স্বরূপ প্রতিভাসিত হয়। "আমি আত্মদর্শন করিতেছি", অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে মনে এ ভাবের উদয় হয় না। 'আমি ঈশ্বর হইয়াছি" তাহাও অনুভব হয় না। তখন যে কি অবস্থা হয় তাহা তদবস্থাপন্ন ব্যক্তিরও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য থাকে না। উহা অনির্ব্বচনীয়।। ২৫।।

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ধ্যানের দ্বারা রজঃ ও তমঃ ক্ষয় হইতে থাকিলেই মনের চিন্তারূপ বিক্ষেপ এবং বহির্বিষয়ে আসক্তি ক্ষীণ হইয়া যায়, সুতরাং বিশুদ্ধ জ্ঞানবিকাশের অনুকূল সত্ত্বভাবের আধিক্য হইলে মন নির্ম্মল হয় এবং আত্মার চৈতন্যস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হয়, নতুবা মন আত্মাকে দর্শন করিতে পারে না, আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশেই অন্তঃকরণ অহংরূপ চেতনতা বোধ হয় মাত্র। প্রদীপ যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ অন্তঃকরণে, ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃতিক কোন পদার্থই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না, উহা স্বয়ংপ্রকাশ। আত্ম-সমাধিকালে তুরীয় অবস্থায় মন নিরুদ্ধ

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ। সঙ্কল্পজাত কামনাসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া [যোগী যোগ সাধন করিবেন]॥ ২৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পপ্রভবাঃ—সঙ্কল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সঙ্কল্পপ্রভবাঃ কামাঃ। তান্ কামান্ ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বানশেষতো নির্লেপেন। কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেনেন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং। বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা। সমন্ততঃ সমন্তাৎ॥ ২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য। যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়॥ ২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভোগবাসনাযুক্ত জীবের মনোমধ্যে প্রযুক্ত কখন স্রক চন্দন বনিতাদি ভোগের কথা বা স্বর্গীয় অমৃত বা অপ্সরা সম্ভোগের সঙ্কল্প উদয় হয়। এই সঙ্কল্প হইতেই লোকের কাম্য কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বাহিরের কর্ম্মত্যাগ করিলেই যোগী হওয়া যায় না। সঙ্কল্পজ কামনা ত্যাগই যোগ-সাধনের অনুকূল। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষুব্ধ করে বলিয়া কোন কোন সাধক ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা চক্ষুকে অন্ধ কর্ণকে বধির করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা যোগ সাধনার সাহায্য হয় না। যোগী চিত্তকেই অন্তর্মুখ করিয়া বিষয়ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয় বৃত্তি প্রত্যাহার করিয়া চক্ষুরাদির নিগ্রহ করিবেন। চক্ষুরাদির অভিমুখে মনের গতি না হইলে চক্ষুরাদি আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া আসে॥ ২৪॥

অন্বয়বোধিনী। ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যানুগত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (মন নিরুদ্ধ করিবেন) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাকে নিহিত) কৃত্বা (করিয়া) কিঞ্চিদপি (কিছুমাত্রও) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবেন না)॥ ২৫॥

বঙ্গানুবাদ। ধৈর্য্যানুগত বুদ্ধির দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে মন নিবদ্ধ করিবেন, এবং মনকে আত্মাতে নিহিত করিয়া আর কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না॥ ২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈঃ ন সহসা। উপরমেদুপরতিং কুর্য্যাৎ। কয়া? বুদ্ধ্যা। কিংবিশিষ্টয়া? ধৃতিগৃহীতয়া। ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া। ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ। আত্মসংস্থমাত্মনি সংস্থিতম্। আত্মৈব সর্ব্বং। ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তি ইত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ॥ ২৫॥

**প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥**

চিত্তকে আত্মাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে নিজস্বভাবগুণে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি, তন্দ্রা, অতিভোজন ও অতিশ্রম আদি সমাধিবিরোধী ব্যাপারে ধাবিত হইবে। কিন্তু সাধক ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা মনকে আত্মার স্বরূপানন্দ অনুভব করিতে শিখাইবেন। অবশেষে মন আত্মাকারাকারিত হইয়া গেলে তাহার প্রকৃতিগত চাঞ্চল্যদোষের নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন নিবাত দীপশিখার ন্যায় মন আত্মাতে স্থির থাকিবে॥ ২৬॥

অন্বয়বোধিনী। শান্তরজসং (রজোবৃত্তিরহিত) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (নিষ্পাপ) ব্রহ্মভূতম (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত) এনং হি যোগিনম (এই যোগীকেই) উত্তমং সুখম্ (পরম সুখ) উপৈতি (আশ্রয় করে)॥ ২৭॥

বঙ্গানুবাদ। প্রশান্তচিত্ত যোগী যখন রজস্তমোগুণাদি হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি নিরতিশয় সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রশান্তমনসমিতি। প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনাঃ। তং প্রশান্তমনসং। হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপগচ্ছতি। শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তম্। ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যেবং নিশ্চয়বন্তং ব্রহ্মভূতম্। অকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতম্॥ ২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশীকুর্ব্বতঃ রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্। অত এব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিকল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি॥ ২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সময়ে যোগীর চিত্ত রজোগুণাভাবে বহির্বিষয়ে বিক্ষেপযুক্ত হয় না, ও তমোগুণাভাবে তন্দ্রাদিতে আসক্ত হয় না, এবং সম্পূর্ণ চাঞ্চল্যবর্জ্জিত হইয়া আত্মাতেই অবিচলিত থাকে, তখন সংযোগ, ভোগ, বিয়োগ আদি দুঃখের হেতু সকল আর তাহাতে আদৌ প্রতিবিম্বিত হইতেই পায় না। চিত্তের সেই আত্মাকারাকারিতাবস্থায় অনির্ব্বচনীয় সুখের উদয় হইয়া থাকে॥ ২৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। রজস্তমোগুণের ক্ষয় দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান হইলে চিত্ত আত্মবৎ প্রতীত হইতে থাকে, তখনই আত্ম-চৈতন্যের বিকাশ হয় ("সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্"—বুদ্ধি পুরুষের (আত্মার) ন্যায় বিশুদ্ধ হইলে কৈবল্য লাভ হয়।—যোগদর্শন, বিভূতিপাদ, ৫৫সূত্র)॥ ২৭॥

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

থাকে, সুতরাং তখন আমি আত্মদর্শন করিব কিরূপে? ব্যুত্থানকালে জাগ্রদাদি হইতে পৃথক্ —চতুর্থ বা নিরুদ্ধ—অবস্থার নিশ্চয় হয় মাত্র, জাগ্রদাদি অবস্থায় আত্মচৈতন্য অন্তঃকরণের বিষয়-চিন্তা দ্বারা আবৃত থাকে, কিন্তু তুরীয় অবস্থায় চিত্তের নিরোধ বশতঃ উহা স্বতঃই প্রকাশিত থাকে। (৫।১৬ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। চঞ্চলম্ (চঞ্চল) [সেইজন্য] অস্থিরং (অস্থির) মনঃ (চিত্ত) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ে) নিশ্চরতি (ধাবিত হয়), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) নিয়ম্য (প্রত্যাহরণ করিয়া) এতৎ (এই মনকে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (বশীভূত করিবে) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। স্বাভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে যত্নপূর্ব্বক চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া দৃঢ়তর রূপে আত্মারই অনুগত করিয়া রাখিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তো যোগী—যত ইতি। যতো যতো যস্মাদ্যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্নিশ্চরতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষাৎ। মনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলম্। অত এবাস্থিরম্। ততস্ততস্তস্মাত্তস্মাচ্ছব্দাদের্নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তযাথাত্ম্যনিরূপণেনাভাসীকৃত্য। বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্মন আত্মন্যেব বশং নয়েৎ। আত্মবশতামাপাদয়েৎ। এবং যোগাভ্যাসবলাদ্ যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ ॥২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেত্তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কৌশলক্রমে মন সংযত হইলেও তাহার স্বাভাবিক অস্থির ভাব শীঘ্র বিদূরিত হয় না। মনের এই চঞ্চল স্বভাব যে পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় অভিভূত বা তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগসিদ্ধির আশা অতি অল্প। যে নারী পিত্রালয়ে অবস্থিতি কালে প্রতিবাসিনগণের গৃহে গৃহে বেড়াইয়া বেড়ায়, সে প্রথম প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিলে তাহার গৃহ-নিরুদ্ধ হইয়া বাস করা বড়ই কঠিন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে বহির্বিচরণে তাহার একান্ত ইচ্ছা হইলেও, শ্বশ্রূ ও ননদাদির তাড়নাভয়ে বাহিরে যাইবার সুবিধা হয় না। এই অবস্থায় মর্ম্মব্যথা পাইয়া সেই নারী অত্যন্ত ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু ক্রমশঃ যখন তাহার ইহপরলোকের একমাত্র গতি প্রাণপতির সহিত প্রণয় প্রগাঢ় হয়, তখন সে আর বাহিরে যাইতে চাহে না; পতির নিরুদ্ধ গৃহই তাহার আনন্দনিকেতন হইয়া উঠে। সেইরূপ জন্ম-জন্মান্তরের বহির্বিষয়ভোগসংস্কারাপন্ন ও বহির্বিচরণশীল

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ ২৯ ॥

অধিকারী হয় না। যাহার যেরূপ সামর্থ্য হইবে, তাহার তদনুরূপ সাধনকৌশল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কঠোর হইতে কঠোরতর সাধনার অনুকূল, তাঁহারা অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা ব্রহ্ম লাভ করিবেন। কিন্তু যে সাধু মহাত্মাদিগের চিত্ত কোমল-ভাবরসামৃতসিক্ত, তাঁহারা ঈশ্বরপ্রণিধান রূপ ভক্তিযোগের সাধনা করিলে সমস্ত বাধাবিমুক্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ("সুখেন") পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেন। অতএব মানব! যদি অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে চাও, তবে ভক্তিযোগের সাধনা কর, ইহাই ভগবদুপদেশের লক্ষ্য॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শী) যোগযুক্তাত্মা (যোগনিরত পুরুষ) আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে স্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বভূত) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন)॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্র সমদর্শী যোগযুক্তাত্মা পুরুষ সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করিয়া থাকেন॥ ২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসারবিচ্ছেদকারণং তৎ প্রদর্শ্যতে—সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানম্। সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্ব্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি। ঈক্ষতে পশ্যতি। যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সন্। সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সর্ব্বভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ। সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। তথা স স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষ্ববস্থিতং পশ্যতি। তানি চাত্মন্যভেদেন পশ্যতি॥ ২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। নির্ব্বিঘ্নযোগসমাধি কালে যোগীর মন যখন আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন তাহার পূর্ব্বাবস্থায় (মলিনাবস্থায়—আত্মযোগ-বিরহিতাবস্থায়) যে জগৎ-প্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হইত, এবং মনোবৃত্তির বৈষম্য-গুণে এক ব্রহ্মের অনন্ত বিকাশস্বরূপ দৃশ্যমান সংসারে সমস্ত বস্তুই স্বতন্ত্র, এইরূপ যে ভেদবুদ্ধির উদয় হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হইতে পারে না। মনোবৃত্তি যখন বিষয়াকারাকারিত থাকে, তখন জীবের ব্রহ্মদৃষ্টি হয় না। আবার যখন সেই বৃত্তি যোগের সুকৌশলে ব্রহ্মাকারাকারিত হইয়া যায়, তখন বিষয়-দৃষ্টি হয় না। ইন্ধন যেমন প্রজ্বলিত হুতাশনকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলে সে ইন্ধনরূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করে, সেইরূপ মন আত্মাতে সংস্থিতি কালে তাহার স্বভাবাত

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। এবং (এই প্রকারে) আত্মানং (মনকে) সদা (সর্ব্বদা) যুঞ্জন্ (যুক্ত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) অত্যন্তং সুখং (নিরতিশয় সুখরূপ) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসংস্থিতি) অশ্নুতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই প্রকারে নিজ মনকে সর্ব্বদা বশীভূত করিয়া নিষ্পাপ (ধর্ম্মাধর্ম্ম-বর্জ্জিত) যোগী অনায়াসে ব্রহ্মরূপ অবিচ্ছিন্ন সুখ অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়বর্জ্জিতঃ। সদা সর্ব্বদা আত্মানং। বিগতকল্মষো বিগতপাপঃ। সুখেনানায়াসেন। ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তদ্‌ব্রহ্মসংস্পর্শম্। সুখমত্যন্তং অন্তমতীত্য বর্ত্তত ইতি অত্যন্তমুৎকৃষ্টং নিরতিশয়সুখমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদাত্মানং যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্। বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা। বিগতং কল্মষং যস্য সঃ। যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সুখমশ্নুতে। জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মনকে আত্মাতে সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার বিষয়দৃষ্টি জনিত সুখদুঃখ, পাপ-পুণ্য আদি বিকারবুদ্ধি নাই, তিনি ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ সুগম উপায়ে ("সুখেন") সমাধির অন্তরায় সমস্ত নিবারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যোগসমাধির অন্তরায়, যথা—১ ব্যাধি—[জ্বরাদি বিকার], ২ স্ত্যান [যোগের আসনাদি করিবার অযোগ্যতা], ৩ সংশয় [আমি সিদ্ধ হইতে পারিব কি না ইত্যাদি ভাবনা], ৪ প্রমাদ [যোগসাধন করিবার সামর্থ্য সত্বেও তাহা না করা], ৫ আলস্য [কফাদি-জনিত শরীরের ও তমোগুণাদি-জনিত মনের নিরুদ্যোগ], ৬ অবিরতি [বিষয়বিশেষের জন্য নিরন্তর আকাঙ্ক্ষা], ৭ ভ্রান্তিদর্শন [যোগ করিয়া হয়ত সিদ্ধি হয় না এবং যোগ না করিয়া কৌশলে সিদ্ধি (ইন্দ্রজালাদির ন্যায়) হয় ইত্যাকার বুদ্ধি], ৮ অলব্ধভূমিকত্ব [যোগে একাগ্রতার অভাব], ৯ অনবস্থিতত্ব [যোগসাধনের যত্নের শৈথিল্য] —এই অন্তরায়সকল উত্তরণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করা অতিতীব্র-বৈরাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠা কঠিন। এই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (ক) [অথবা ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা] এই যোগসূত্রে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার সুগম উপায়ের সঙ্কেত করিয়াছেন। সকলে সমান

(ক) পাতঞ্জলসূত্র, ১২৩ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

পান, সেই যোগী তাঁহাকে সাধারণ জীববুদ্ধি গম্য পরোক্ষ বিষয় মনে না করিয়া অপরোক্ষ ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পরোক্ষ ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রুতিতে কথিত আছে "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" (ক)—পরমাত্মা জীবের আত্ম-রূপেই বিরাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু জীবের অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাতে পরোক্ষ জ্ঞান থাকায় তিনি জীবকে জন্ম-মরণ-রূপ সংসার হইতে রক্ষা করেন না। গৃহমধ্যে যদি গুপ্তধন থাকে, তাহা জানিতে না পারিলে সে ধন থাকায় গৃহস্বামীর কিছুমাত্র ফল হয় না ॥ ৩০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অন্তঃকরণরূপ উপাধিবর্জ্জিত কূটস্থ আত্ম-চৈতন্য (৩ অ। ৪২ দ্রষ্টব্য)। অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানই জীবাত্মা, ইহাই 'ত্বং'পদের বাচ্য, এবং বিশুদ্ধ আত্মচৈতন্যই 'ত্বং'পদের স্বরূপ। প্রপঞ্চোপহিত ব্রহ্মচৈতন্যই 'তৎ'পদবাচ্য, এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই 'তৎ'পদের স্বরূপ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে যোগী) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতস্থিত) মাম্ (আমাকে) একত্বম্ আস্থিতঃ (অভিন্নরূপে অবধারণ পূর্ব্বক) ভজতি (আরাধনা করেন), সঃ (সেই) যোগী (যোগী পুরুষ) সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (সকল প্রকার অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতে) বর্ত্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ("তৎ" পদার্থকে) আপনার ("ত্বং" পদার্থের) সহিত অভিন্নরূপে অবধারণ পূর্ব্বক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন, সেই যোগী পুরুষ যে কোন প্রকারে যে কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি আমাতেই অভেদ-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ।

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চাহমেব সর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী—ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্থং সম্যগ্দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষোঽভিধীয়তে—সর্ব্বেতি। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানোঽপি সম্যগ্দর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত্ততে। নিত্যমুক্ত এব সঃ। ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চৈবংভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে। ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বারা ত্বং ও তৎ পদার্থের নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে তদুভয়ের অভেদ ভাব দেখাইয়া "তত্ত্বমসি" (খ) মহাবাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন। সূক্ষ্ম

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১৫। (খ) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭, ৬।৯।৪ ইত্যাদি।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

জড়-মলিন ভাব পরিহার করিয়া চৈতন্যাংশমাত্রে আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই অবস্থায় যোগীন্দ্র পুরুষ সূত্রজালে বস্ত্রত্ব এবং বস্ত্রে সূত্রত্ব দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই সর্ব্ব প্রপঞ্চজগৎ, এবং প্রপঞ্চ-জগৎ একমাত্র আত্মারই বিকাশ, এইরূপ দর্শন করিয়া থাকেন। স্বাতন্ত্র্যদৃষ্টি বা বৈষম্যবুদ্ধি যোগযুক্তাবস্থায় বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (জগতের সকল পদার্থে) মাং (আমাকে) পশ্যতি (দেখেন), ময়ি চ (এবং আমাতে) সর্ব্বং (সমস্ত) [প্রপঞ্চ] পশ্যতি (দেখেন), তস্য (তাঁহার পক্ষে) অহং (আমি) ন প্রণশ্যামি (পরোক্ষ হই না), স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (পরোক্ষ হন না) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ সর্ব্ব প্রপঞ্চ মধ্যে আমাকে (আত্মরূপ ভগবান্‌কে) দর্শন করেন, এবং আমার মধ্যে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে পান, সেই যোগী পুরুষের পক্ষে আমি পরোক্ষ হই না, এবং সেই যোগী পুরুষও আমার পরোক্ষ হন না ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে—যো মামিতি। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং সর্ব্বস্যাত্মানং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু। সর্ব্বং চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি। তস্যৈবমাত্মৈকত্বদর্শিনোঽহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি। স চ মে ন প্রণশ্যতি স চ বিদ্বান্ মে মম বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি। ন পরোক্ষো ভবতি। তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ। স্বাত্মা হি নামাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি। সর্ব্বং চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি। অদৃশ্যো ন ভবামি। স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি। প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্লামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্ব শ্লোকে তত্ত্বমসি (ক) মহাবাক্যের শুদ্ধ "ত্বং" পদ নিরূপিত হইয়াছে। এই শ্লোকে "তৎ" পদ নিরূপিত হইতেছে। "তৎ" পদ-প্রতিপাদ্য চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দঘন হইয়াও মায়োপহিত সমস্ত প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ। যে যোগী পুরুষ প্রপঞ্চজগতের দিকে তাকাইলে তাঁহাকেই সত্তারূপে দেখিয়া থাকেন, এবং তাঁহার দিকে তাকাইলে তৎশক্তিরূপিণী মহামায়ার মহাতত্ত্বে মধ্যে জগৎ-প্রপঞ্চকে নৃত্য করিতে দেখিতে

(ক) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭, ৬।৯।৪ ইত্যাদি।

অর্জ্জুন উবাচ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥ ৩৩॥

মহামূর্চ্ছারূপ সমাধি কালে যোগীর সাময়িক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইতে পারে, সাময়িক আরপর ভেদ-বুদ্ধির তিরোভাব হইতে পারে, সাময়িক আপনাকে ব্রহ্ম-স্বরূপ বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনের সম্পূর্ণ বিনাশ ও বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হইলে এ অবস্থা নিত্য নিরবচ্ছিন্নরূপে যোগীর আয়ত্ত হইতে পারে না। সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মসমাধি করিলে সংসারের বীজ-স্বরূপ সংস্কারময় বাসনারাশি ও ভেদবুদ্ধির আধার ভূমি মন সম্পূর্ণরূপে বিশীর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থায় তুমি, আমি, তিনি, এ ভেদবুদ্ধি থাকে না। তখন সমস্ত সংসার একটি সূক্ষ্ম সত্তায়, দৃশ্যমান বিরাট্ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। যেমন তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে শরীরের যে কোন অঙ্গে বা প্রত্যঙ্গে শুশ্রূষা বা আঘাত হইলে, তোমার হৃদয়ে সুখ বা দুঃখের বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মজ্ঞান কালে, সমস্ত প্রাণীই আত্মার সত্তারূপ বিরাট্‌দেহের এক একটী অঙ্গ বা অংশবিশেষ বলিয়া প্রতীত হয়। জগতের কোথাও কোন প্রাণীর কোন সুখ বা দুঃখ হইলে, সূক্ষ্মশক্তি-সূত্রযোগে যোগীর হৃদয়েও সেই সুখ বা দুঃখ তরঙ্গের আঘাত আসিয়া পৌঁছিবে এবং যে যোগী সেই সুখ-দুঃখ নিজ সুখ-দুঃখেরই ন্যায় অনুভব করিবেন, তিনিই যোগীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ॥ ৩২॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনার ক্ষয় একসঙ্গেই অভ্যাস করিতে হয়, মহাবাক্য বিচারসহ নিদিধ্যাসন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইবার পরও মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মচৈতন্যে সমাধি অভ্যাস করিতে হয়, এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম জ্ঞানভূমিকায় আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপ যোগাভ্যাসী ব্যুত্থানকালে সর্ব্ব প্রাণীর প্রতিই পরম প্রীতি প্রদর্শন করেন॥ ৩২॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। মধুসূদন (হে মধুসূদন।) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) সাম্যেন (সমতারূপে) অয়ং (এই) যঃ (যে) যোগঃ (যোগতত্ত্ব) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল), [মনের] চঞ্চলত্বাৎ (চঞ্চলতাবশতঃ) এতস্য (ইহার) স্থিরাং (অচল) স্থিতিং (অবস্থান) অহং (আমি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে মধুসূদন। তুমি যে আত্মার সমতারূপ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, মন যেরূপ চঞ্চল, তাহাতে তাদৃশ ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না॥ ৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃখসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুর্ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৩২ ॥

পরমাত্মার সত্তারূপ পরব্রহ্মের মায়োপহিত বিকাশবিশেষের নাম 'ঈশ্বর', এবং মায়োপাধি ঘনীভূত হইলেই সেই চিদংশজের নাম 'জীব'। এইরূপ বস্তুবিচার পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" (ক) এইরূপে অপরোক্ষানুভব করিয়া জীব আপনাতে ও ব্রহ্মেতে অভিন্ন বোধ করিয়া থাকে। তখন উপাস্য-উপাসক আদি পরোক্ষ বুদ্ধি তিরোহিত হয়॥ ৩১॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। 'অহং'-প্রতিপাদ্য জীবাত্মার শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি উপাধি ত্যাগ করিলে এবং ঈশ্বরের বিশ্বরূপও মায়োপাধি ত্যাগ করিলে চিদংশে জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞানে নিশ্চয় হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে জীব-চৈতন্যের পৃথক্ সত্তা নাই। চিত্তের অতীত চৈতন্য-সত্তায় সমাহিত হইতে না পারিলে অহং ব্রহ্মাস্মি (ক), তত্ত্বমসি (খ) ইত্যাদি মহাবাক্যের বিচারজনিত অদ্বৈতবোধ সুদৃঢ় হইতে পারে না॥ ৩১॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যে ব্যক্তি) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) আত্মৌপম্যেন (নিজের ন্যায়) [অন্যের] সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ বা দুঃখকে) সমং (সমভাবে পশ্যতি (দেখেন) স (তিনিই) পরমঃ মতঃ (সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগী)॥৩২॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি নিজের ন্যায় অন্যেরও সুখ-দুঃখের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি রাখেন সেই যোগী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চান্যৎ—আত্মেতি। আত্মৌপম্যেনাত্মা স্বয়মেবোপমীয়ত ইত্যুপমা। তস্যা উপমায়া ভাব ঔপম্যম্। তেনাত্মৌপম্যেন। সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু। সমং তুল্যং। পশ্যতি যোঽর্জ্জুন। স চ কিং সমং পশ্যতীতি? উচ্যতে—যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলম্। বাশব্দশ্চার্থে। যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মৌপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি। ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরতি। অহিংসক ইত্যর্থঃ। য এবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোঽভি-প্রেতঃ সর্ব্বযোগিণাং মধ্যে॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখং চাপ্রিয়ম্ তথান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি। ন তু কস্যাপি দুঃখম্। স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ব্রহ্মসমাধির অবস্থা লাভ করিলেই যে সাধনার শেষ হইল তাহা নহে। মূর্চ্ছাকালে যেমন রোগী সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়, সেইরূপ যোগের সুকৌশলে এই

(ক) বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০। (খ) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭, ৬।৯।৪ ইত্যাদি।

শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

মনের যাহাতে আগ্রহ হইবে সে তাহাই করিতে যাইবে। সে এমনই বলবান্ যে, কেহই তাহাকে সে দিক্ হইতে ফিরাইতে পারে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের সংস্কাররাশি মনকে এত দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছে যে, তাহাকে ছেদন বা মর্দ্দন করা অতিশয় কঠিন বলিয়া বোধ হয়। যখন অত্যন্ত ঝড় বহিয়া যায়, তখন সেই প্রবল বায়ুকে ধরিয়া বাঁধা যেমন কঠিন, অব্যাহতগতি চঞ্চল মনকে নিরুদ্ধ করাও সেইরূপ দুষ্কর। "কৃষ্ণ" এই পদের দ্বারা ভক্তবর্গের পাপদৌর্ব্বল্যবারকত্ব ও সর্ব্বপুরুষার্থসিদ্ধির সামর্থ্য সূচিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! এই সম্বোধন দ্বারা এই অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধির তুমিই একমাত্র উপায়-বিধান-কর্ত্তা, ইহাই অর্জ্জুন প্রকাশ করিলেন॥ ৩৪॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (সহজে নিগৃহীত হয় না) [এবং] চলং (চঞ্চল) [তাহাতে] অসংশয়ং (সন্দেহ নাই)। তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) [উহা] অভ্যাসেন (অভ্যাস দ্বারা) বৈরাগ্যেণ চ (এবং বৈরাগ্যের দ্বারা) গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়)॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন—হে মহাবাহো! মন যে দুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা উহা নিগৃহীত হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীভগবানুবাচ এবমেতদ্‌যথা ব্রবীষি—অসংশয়মিতি। অসংশয়ং নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো। কিন্ত্বভ্যাসেন তু—অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাংচিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য। বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে। বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্বৈতৃষ্ণ্যম্। তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্য। এবং তন্মনো গৃহ্যতে। নিগৃহ্যতে নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদুক্তং চঞ্চলত্বাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি—এতন্নিঃসংশয়মেব। তথাপি ত্বভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যাসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥ ৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন রুদ্রাদিকেও পরাভব করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কোন প্রকার শক্তি ও সামর্থ্যের অভাব নাই, এই জন্য "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা তুমি মনকে জয়

করিতে পারিবে, নিরাশ হইও না—এইরূপ সঙ্কেত করিলেন। এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা, তুমি আমার পিতৃষ্বস্বপুত্র—পরমাত্মীয়, সুতরাং আমি উপদেশাদি দ্বারা তোমার কার্য্যার্থ যথোচিত সাহায্য করিব, এই আভাস প্রকাশ করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা অনেকে মনোনিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন। যেমন সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে ভোগেচ্ছার উদয় হয় বলিয়া কেহ কেহ রূপবতী স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। এইরূপ হঠকারিতা দ্বারা মনোবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা নিতান্ত মূঢ়ের চেষ্টা। মন শাসন করিতে হইলে অধ্যাত্ম-বিদ্যালাভ, সজ্জনসমাগম, বাসনাত্যাগ ও প্রাণস্পন্দননিরোধ—এই চারিটি উৎকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মবিদ্যা লাভ করিলে প্রপঞ্চ-জগতের মিথ্যাত্ব অনুভূত হইয়া, চিত্তবৃত্তি পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত ও আত্মানন্দ উপভোগে অনুরক্ত হয়। সজ্জনসমাগমে পুনঃ পুনঃ তত্ত্বোপদেশশ্রবণে চিত্ত প্রবুদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদের দেখাদেখি বিষয়-ভোগ-স্পৃহা কমিয়া আসে। সংসারবাসনা ক্ষীণ হইয়া আসিলে মনে নিত্য নূতন সংকল্পের ঢেউ উঠে না। তাহাতে মনের চঞ্চলতা কমিয়া যায় এবং প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণস্পন্দন রোধ করিতে পারিলে মনের ক্রিয়াশক্তি বাহিরের দিকে স্ফুরিত হয় না। আত্মাতে মনের সমাধি ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসে। ভগবান্ দুর্জ্জয় মনকে নিগৃহীত করিবার বহুল সদুপায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল মাত্র অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই মনোরূপ মত্তমাতঙ্গশাসনের অঙ্কুশস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। ভগবান্ পতঞ্জলিও তাঁহার যোগসূত্রে "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" (ক)—অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারাই মন নিরোধ করিতে হয়, ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" (খ)—শুদ্ধ চিদাত্মাতে প্রশান্তভাবে চিত্তবৃত্তিকে স্থির রাখিবার জন্য, মানসিক উৎসাহরূপ যত্ন দৃঢ় করিবার জন্য বারংবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। এই অভ্যাসকে বিষয়বাসনা বিচলিত করিতে পারে না। এই অভ্যাস প্রবল থাকিলে যোগ-সিদ্ধির বিঘ্ন হইবার ভয় থাকে না। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (গ)—স্ত্রী, অন্ন, পান, মৈথুন, ঐশ্বর্য্যাদি জনিত দৃষ্ট বিষয়সুখ, এবং শাস্ত্রমুখে বিস্তৃত স্বর্গাদির সুখ (আনুশ্রবিক)—এই উভয় প্রকার সুখে বিতৃষ্ণাকেই বশীকার নামক পরম বৈরাগ্য কহে। এই বশীকার বৈরাগ্যের উদয় হইলে ত্রিগুণাত্মক কোন বিষয়-ব্যবহারে চিত্তে তৃষ্ণার উদয় হয় না। এই জন্যই ভগবান্ মনোনিগ্রহের বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায়ের কথা উল্লেখ না করিয়া অভ্যাস ও বৈরাগ্যকেই প্রধান বলিয়া বর্ণন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্তস্থিরতার সর্ব্বোত্তম উপায়। "বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে। অভ্যাসেন কল্যাণস্রোত উদঘাট্যতে" (যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ১২ সূত্র, ব্যাসভাষ্য)-বিবেক-বিচারসহ বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়াসক্তি ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়, এবং প্রত্যক্‌চেতনে মনোনিরোধের অভ্যাস করিলে মনের নিশ্চলতা বা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। বিষয়ের দুঃখরূপতা অনুসন্ধান পূর্ব্বক বৈরাগ্যের বৃদ্ধি করিতে পারিলে, এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার ভাবে তন্ময় হইতে পারিলে চিত্ত স্বতঃই শান্ত হইয়া আইসে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহ অন্তরঙ্গ সাধনের অভ্যাস এবং বিষয়ে বৈরাগ্য একত্র

(ক) পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।১২। (খ) পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।১৩। (গ) পাতঞ্জল যোগসূত্র, ১।১৫।

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বৈরাগ্য ও অভ্যাসের অনুষ্ঠান চিত্তস্থিরতার দুইটী অঙ্গ মাত্র। অন্তরে অভ্যাসের গাঢ়তা হইলেই বহির্বিষয়ে বৈরাগ্য, এবং বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইলে মন বিষয় ব্যাপার ত্যাগ পূর্ব্বক স্বতঃই অন্তরে একাগ্র হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) যোগঃ (যোগ) দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (মত)। তু (কিন্তু) যততা (যত্নশীল) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক) উপায়তঃ (সদুপায়ের দ্বারা) [যোগ] অবাপ্তুম্ (লাভ করা) শক্যঃ (সাধ্য) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অসংযতাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমারও মত। কেবল যে ব্যক্তি যত্নশীল ও যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তিনিই সদুপায় দ্বারা ইহা লাভ করিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা—অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽসংযতাত্মা। তেন যোগো দুষ্প্রাপো দুঃখেন প্রাপ্যত ইতি মে মতিঃ। যস্তু পুনর্বশ্যাত্মা—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমাপাদিত আত্মা মনো যস্য স বশ্যাত্মা। তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাদুপায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। উক্তপ্রকারেণা-ভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাসবৈরা-গ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তকে আত্মাতে সংযত করিতে না পারেন, তাঁহার এ যোগসিদ্ধি হওয়া সম্ভব নয়। বৈরাগ্যের পরিপাকদ্বারা যাঁহার চিত্ত বাসনাবিমুক্ত হইয়াছে, তিনিই কেবল পুরুষার্থ সাধন দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। অনেক লোক বেদান্ত-শাস্ত্রাদি পাঠানন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াও আলস্য বা অযত্ন বশতঃ ব্রহ্মানন্দ-লাভে বঞ্চিত থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রারব্ধই বলবান্। এই পুরুষগণ "আমার প্রারব্ধে নাই, তাই, হইল না" এই বলিয়াই মনকে প্রবোধ দেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ চিরদিনই পুরুষার্থ সাধনের দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিয়া আসিয়া-ছেন। সাংসারিক সুখ ও দুঃখভোগ শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল-স্বরূপ—প্রারব্ধসংজ্ঞিত বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রারব্ধে যাহা আছে তাহাই হইবে—

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সংসারের সুখ-দুঃখ ভোগ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সকল কর্ম্মে (নিষ্কাম-কর্ম্ম, ভগবদ্ভক্তি, তপ, যোগাদি) ভোগার্থ অদৃষ্ট বিবচিত হয় না, তাহার উন্নতির জন্য, পুরুষার্থ-সাধন ব্যতীত প্রারব্ধের উপর নির্ভর করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। এ বিষয়ে যোগবাশিষ্ঠে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। "উপায়তঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ পুরুষার্থ-সাধনের পরামর্শ দিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। লোকে সাধারণতঃ যাহা প্রারব্ধ বলিয়া থাকে তাহাও পুরুষকারের প্রকার-ভেদ মাত্র। এক ব্যক্তি যে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করে, অপর ব্যক্তি সেই দুঃখ সহ্য করিবার চেষ্টা করে এইমাত্র প্রভেদ, নতুবা উভয়ই যত্ন-সাপেক্ষ, এবং উভয়ত্রই চেষ্টার অনুরূপ ফল হইয়া থাকে। মনুষ্যজীবনেই পুরুষতত্ত্বসাক্ষাৎকার অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইতে পারে এই হেতু জীবনধারণের জন্য চেষ্টা করা গৌণ পুরুষার্থ, এবং আত্মস্বরূপ বোধই পরম পুরুষার্থ। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই দেহেন্দ্রিয়াদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে সুতরাং শুভাশুভ প্রারব্ধ কর্ম্মও পুরুষের আশ্রিত। সূর্য্যালোকে প্রকাশিত হইয়াও মেঘ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, কিন্তু মেঘ কতক্ষণ সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে? অশুভ প্রারব্ধ ক্ষণিক, উহা স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাকে মোহমুগ্ধ করিলেও শুভ প্রারব্ধের প্রভাবে স্থায়ী হইতে পারে না। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া কেহই শুভ প্রারব্ধে বঞ্চিত হন না। বহু পুণ্য-ফলেই পুরুষার্থসাধনের উপযোগী নরজন্ম (স্ত্রী বা পুরুষ দেহ) লাভ হইয়া থাকে। এই সত্যের বিস্মৃতি বশতঃই অনেকে জীবনে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন, এবং পুরুষার্থকে প্রারব্ধ ভাবিয়া বৃথা কষ্ট পাইয়া থাকেন। যিনি সংসারের অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও গৌণ পুরুষার্থ করিতে সমর্থ, তিনি আত্মবোধের নিমিত্ত প্রকৃত পৌরুষ প্রকাশ করিতে পারিবেন না কেন? (৬।৪৫ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (প্রযত্নহীন পুরুষ) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (বিচলিতচিত্ত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিং (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (লাভ না করিয়া) কাং গতিং (কি প্রকার গতি) গচ্ছতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকেন?) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যোগ সাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই, অথবা যোগ-সাধন করিতে করিতে চিত্তচাঞ্চল্যদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন? ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মাণি সংন্যস্তানি। যোগসিদ্ধিফলং চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। অযতিরপ্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা চোপেতঃ। যোগাদন্তকালেঽপি চলিতং মানসং মনো যস্য স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্মৃতিঃ। সোঽপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি॥ ৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীতি অর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ। ন তু মিথ্যাচারতয়া। ততঃ পরং অযতিঃ সম্যগ্ন যততে। শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য। মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি॥ ৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে পরম যোগীদিগের যোগসিদ্ধির কথা ব্যাখ্যাত ও মীমাংসিত হইয়াছে। এক্ষণে-অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য এই যে, কেহ নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র ফল ভোগবৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান আদি সাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ-গুরুর নিকট বেদান্তবাক্য শ্রবণ মননাদি করিয়াও পরমায়ুর অল্পতা বশতঃ যদি যোগসিদ্ধির জন্য সম্যক্ যত্ন করিতে অবকাশ না পান, অথবা চিত্তবৈকল্য বশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তত্ত্বসাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ অপুনরাবৃত্তি, ও অবিদ্যাবীজের বিনাশ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে বলিয়া বোধ হয় না। হে অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ! তাঁহার তবে কি প্রকার গতি হইবে?॥ ৩৭॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয়) উভয়বিভ্রষ্টঃ (উভয় হইতেই ভ্রষ্ট) [ব্যক্তি] ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায়) কচ্চিৎ (কি) ন নশ্যতি (বিনষ্ট হয় না?)॥ ৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! তত্ত্বজ্ঞানবিমূঢ় এবং কর্ম্ম ও উপাসনা এতদুভয় হইতেই ভ্রষ্ট ব্যক্তি কি ছিন্ন ভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না?॥ ৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিমুভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাদ্ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সংছিন্নাভ্রমিব ন নশ্যতি? কিং বা নশ্যতি? অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ। হে মহাবাহো বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে॥ ৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি। যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥ ৩৯॥

প্রাপ্নোতি। এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ। অত এব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি? কিং বা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ—যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরং চাপ্রাপ্তং মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ভক্তগণের বিঘ্ন-বিপদ্‌রাশি নিজ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষফলপ্রদ মঙ্গলময় ভুজবলে নিবারণ করিয়া থাকেন বলিয়া অর্জ্জুন "হে মহাবাহো" এই সম্বোধন করিলেন। যিনি অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ পিতৃযান মার্গে গমনের সাধনরূপ "কর্ম্মের" অনুষ্ঠান করেন না, এবং দেবযান মার্গে গমনের সাধনরূপ "উপাসনা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ যোগ-সাধন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না, এইরূপে কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়েরই ফল লাভে যিনি বঞ্চিত, তিনি কি বায়ুবিতাড়িত ছিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হয়েন না? ॥ ৩৮॥

অন্বয়বোধিনী। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সংশয়) অশেষতঃ (সর্ব্বতোভাবে) ছেত্তুম্ (ছেদ করিতে) [তুমি] অর্হসি (সমর্থ), হি (যেহেতু) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন) অস্য (এই) সংশয়স্য (সংশয়ের) ছেত্তা (নিবারক) ন উপপদ্যতে (পাওয়া যায় না)॥ ৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় তুমি সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত করিয়া দাও; কেননা তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহই ছেদন করিতে পারিবে না॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমপনেতুমর্হস্যশেষতঃ। ত্বদন্যস্ত্বত্তোঽন্য ঋষির্দ্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন সম্ভবতি। অতস্ত্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ। ত্বত্তোঽন্যস্ত্বেতৎ-সন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ এতদিতি। এতদেনম্। ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভাবিলেন, ভগবানের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকৃপালু জগদ্‌গুরু-আর কোথায় পাইব? অন্য ঋষি বা দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন বটে, কিন্তু আমার মনের বিকলতা বশতঃ অথবা প্রশ্ন করিবার ভাষার অপটুতা ও অপূর্ণতা জন্য যে সংশয় আমি ব্যক্ত করিতে পারিব না, আমার মনের কথা মনেই রহিয়া যাইবে, সেই সকল কথার বিচারপূর্ব্বক সদুত্তর দান করা অন্তর্য্যামী ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারই সামর্থ্য নাই। তাই ভগবানকে

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০॥

বলিলেন, তুমি ভিন্ন আমার এ সংশয় আর কেহ দূর করিতে পারিবে না ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। পার্থ (হে পার্থ।) তস্য (তাহার) ইহ এব (ইহলোকে) বিনাশঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই), অমুত্র (পরলোকে) ন (বিনাশ নাই), তাত (হে তাত।), হি (যেহেতু) কল্যাণকৃৎ (শুভানুষ্ঠায়ী) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৪০॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে বিনষ্ট হন না। হে তাত! শাস্ত্রবিহিতকার্য্যের অনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিরই দুর্গতি হয় না ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পার্থেতি। হে পার্থ নৈবেহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি। নাশো নাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ। স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি। ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃচ্ছুভকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিম্। হে তাত তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে। পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। শিষ্যোঽপি পুত্রবদিত্যপুত্রোঽপি তাত উচ্যতে। গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে বিনাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্। অমুত্র পরলোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিঃ। তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃচ্ছুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয়ং চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যোপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা স্বেচ্ছাচার পূর্ব্বক কর্ম্ম বা উপাসনা পরিত্যাগ করে, তাহারা পিতৃযানের বা দেবযানের অধিকারী নহে, তাহারা ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়গামী হয়। কিন্তু যোগিগণ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থানুসারেই যোগ-সাধনার্থ কর্ম্ম ও উপাসনা মার্গ পরিত্যাগ করেন, শাস্ত্রবিহিত একটী মাত্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও যখন জীবের সদ্গতি হয়, তখন যে যোগী কার্য্যারম্ভ হইতে মরণ পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার দুর্গতি হইবে কেন? শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মবিচার ও সন্ন্যাস—ইহাদের অন্যতম একটীরও সাধন করিলে জীবের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। যোগী যখন এই চারিটীরই সাধন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার যে কোন দুর্গতিই হইবে না তাহাতে সংশয় নাই। অর্জ্জুন ভগবানকে

**প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১ ॥**

পরমগুরু জানিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন, এই জন্য এই শ্লোকে জগদ্‌গুরু ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভ্রাতা বা সখা সম্বোধন না করিয়া, শিষ্যের ন্যায় হে "তাত" এইরূপ বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিলেন॥ ৪০॥

অন্বয়বোধিনী। যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্টপুরুষ) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যাত্মাদিগের) লোকান্ (লোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু দৈব বর্ষ [তথায়] উষিত্বা (নিবাস করিয়া) শুচীনাং (পবিত্র) শ্রীমতাং (ধনবান্‌দিগের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন)॥ ৪১॥

বঙ্গানুবাদ। যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক লাভ করিয়া তথায় বহু (দৈব) বর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং তস্য ভবতি?—প্রাপ্যেতি। যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সংন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্। তত্র চোষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরান্। তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাম্। শ্রীমতাং বিভূতিমতাম্। গেহে গৃহে। যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাম্। শ্রীমতাং ধনিনাম্। গেহে স যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে জন্ম প্রাপ্নোতি॥ ৪১॥

গীতার্থসন্দীপনী। কোন কোন যোগী বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মনোবৈকল্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট হয়েন; আর কেহ বা অল্পকালে মৃত্যুসমাগম জন্য বিষয়বৈরাগ্যসত্ত্বেও যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ভগবান্ এই শ্লোকে প্রথম প্রকার যোগভ্রষ্ট দিগের কিরূপ গতি হইবে তাহাই বলিতেছেন, তাঁহারা অর্চিরাদি মার্গের দ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মার আয়ু পরিমাণে সংবৎসরকাল তথায় বাস করেন; তথাকার ভোগাবসান হইলে পৃথিবীস্থ কোন পবিত্র রাজকুলে জনকাদি মহারাজের ন্যায়, অথবা কোন ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অসদ্‌বৃত্তিশীল ধনাঢ্যগণ সম্পত্তি পাইয়া অনেক দুষ্কার্য্য করিয়া থাকেন। এইজন্য যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি সেরূপ দুষ্টকুলে না জন্মিয়া সদাচারসম্পন্ন শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিয়া থাকেন॥ ৪১॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ব্রহ্মার আয়ুপরিমাণ-বিষয়ক গণনা ৮ম অঃ, ১৭শ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে বৈরাগ্যবান্ যোগিগণ আয়ুর অল্পতাবশতঃ জীবিত কালে

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩ ॥

মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মার সহিত মুক্তিভাগী হয়েন, তাঁহাদিগকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, কিন্তু সকাম যোগিগণকে ব্রহ্মলোকের সুখ ভোগের পর পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য সাধনাভ্যাস করিতে হয়॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অথবা (অথবা) যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (কুলে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন)। ঈদৃশং (এইরূপ) যৎ জন্ম (যে জন্ম) এতৎ হি (ইহাই) লোকে (জগতে) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ)॥ ৪২॥

বঙ্গানুবাদ। অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এরূপ জন্ম জগতে অতি দুর্লভ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথবেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে। ধীমতাং বুদ্ধিমতাম্। এতদ্ধি জন্ম যদ্দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য। লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে॥ ৪২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা। চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে। ন তু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে। এতজ্জন্ম স্তৌতি—ঈদৃশ্যং যজ্জন্ম—এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং। মোক্ষহেতুত্বাৎ॥ ৪২॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে ভগবান্ দ্বিতীয় প্রকার যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির কিরূপ গতি হইবে তাহারই ব্যাখ্যান করিতেছেন। তিনি মরণান্তে ক্ষণবিধ্বংসী স্বর্গসুখ বা পার্থিব ঐশ্বর্য্যসুখরূপ মহাগর্ত্তে নিপতিত হয়েন না, তাঁহার সাধনকালীন শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যসূত্র ব্রহ্মবেত্তা দরিদ্র যোগীর গৃহে তাঁহাকে আবির্ভূত করে। পৃথিবীতে যোগীর গৃহে জন্ম হওয়া বড়ই দুর্লভ। শ্রীমন্তের গৃহে জন্মাপেক্ষা যোগীর গৃহে জন্ম শ্রেষ্ঠতর। কেননা, শ্রীমন্তের গৃহে জন্মিলে উত্তম ভোজন, উত্তম বস্ত্রালঙ্কার, সুন্দরী স্ত্রীর সমাগম ইত্যাদি চিত্তবিক্ষেপকর অনেক কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যোগীর গৃহে সে সকল উপদ্রব নাই, কেবল কিরূপে ব্রহ্মলাভ হইবে, কিরূপে হারান-ধন পুনর্লাভ হইবে, তাহারই সম্যবস্থা হইয়া থাকে॥ ৪২॥

অন্বয়বোধিনী। কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) [সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ] তত্র (সেই জন্মে) পৌর্ব্বদেহিকম্ (পূর্ব্বজন্মকৃত) তং (সেই) বুদ্ধিসংযোগং (জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি) লভতে

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

(লাভ করেন) তত চ (তদান্তর) ভূয় (পুনর্ব্বার) স সিদ্ধৌ (মুক্তির নিমিত্ত) যততে (যত্ন করেন) ॥ ৪৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন। যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন, এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন ॥ ৪৩।

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—তত্রেতি। তত্র যোগিনা কুলে ত বুদ্ধিস যোগ বুদ্ধ্যা স যোগ বুদ্ধিস যোগ লভতে। পৌর্ব্বদেহিক পূর্ব্বস্মিন দেহে ভব পৌর্ব্ব দেহিকম। যততে চ প্রযত্ন করোতি। ততস্তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ স স্কারাদ্ভূয়ো বহুতর স সিদ্ধৌ স সিদ্ধিনিমিত্ত হে কুরুনন্দন ॥ ৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত কিম? অত আহ—তত্রেতি সিদ্ধৌ। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভব পৌর্ব্বদেহিক। তমেব ব্রহ্মবিষয়া বুদ্ধ্যা স যোগ লভতে। ততশ্চ ভূয়োঽধিক স সিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্ন করোতি ॥ ৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। মহারাজ কুরু ভারতবর্ষের অতি পুণ্যশ্লোক ও চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। ভগবান অর্জ্জুনকে কুরুনন্দন বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক এই সঙ্কেত করিলেন যে তুমিও যোগভ্রষ্ট তুমি যত্ন করিলেই আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। আমরা লোককে যে কুকর্ম্মে ও সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখি তাহা লোকের কেবলমাত্র ইহজন্ম কৃত ইচ্ছার উচ্ছ্বাস নহে তাহার পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুরূপ প্রবৃত্তিই এজন্মে সৎ বা অসৎ কার্য্যক্ষেত্রে প্রেরণা করে। মৃত্যু হইলে স্থূল দেহ নষ্ট হয় বটে কিন্তু মনোময় সূক্ষ্ম শরীর বিনষ্ট হয় না। দেহধারণ কালে জীব কার্য্যক্ষেত্রে যে শুভ ও অশুভ সঙ্কল্প পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকে সেই কর্ম্মফলগুলি সংস্কারস্বরূপে লিঙ্গশরীরকে বেষ্টন করিয়া ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম রূপ অদৃষ্ট রচনা করে। এই সংস্কারই পরজন্মের প্রবৃত্তিরাশির নিয়ন্তা। মনে কর তুমি কলিকাতা হইতে কাশী আসিতেছ—প্রথম দিন বাষ্পীয় যান হইতে বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ অবতরণ করিলে তৎপর দিন যখন কাশী আসিতে থাকিবে তখন কি তুমি বৈদ্যনাথ হইতে যাত্রা না করিয়া আবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতে পার? অর্থাৎ যতটুকু পথ আসিয়াছ তথা হইতেই চলিতে হইবে। সেইরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মজন্মান্তরে যতটুকু সাধন করিয়া আসিয়াছেন এজন্মে তাহারই পর হইতে সাধন আরম্ভ করিবেন তাঁহাকে জ্ঞান সাধনের প্রথম সূত্রপাত করিতে হইবে না ॥ ৪৩॥

অন্বয়বোধিনী। স (তিনি) অবশ অপি (যত্ন না করিলেও) তেন এব (সেই) পূর্ব্বাভ্যাসেন (পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ) হ্রিয়তে (অভিভূত হন) যোগস্য (তত্ত্বজ্ঞানের) জিজ্ঞাসু অপি (জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। তিনি আত্মজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্ম ফলের অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পূর্ব্বদেহবুদ্ধিসংযোগ ইতি? উচ্যতে—পূর্ব্বেতি। যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ স পূর্ব্বাভ্যাসঃ। তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ। হি যস্মাদবশোঽপি স যোগভ্রষ্টঃ। ন কৃতং চেদ্যোগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরমধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণ হ্রিয়তে। অধর্ম্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগজোঽপি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব। তৎক্ষয়ে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে। ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশস্তস্যাস্তীতি। অতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্নপি যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ—সংন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ —সোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততেঽপাকরিষ্যতি। কিমুত বুদ্ধা যো যোগং তন্নিষ্ঠোঽভ্যাসং কুর্য্যাৎ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুঃ—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্নৈর্ন্নুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্ফুটয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলম্। ন তু প্রাপ্তযোগঃ। এবংভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্ যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে। বেদোক্তকর্ম্মফলান্যতিক্রামতি। তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি দরিদ্র যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে কামিনী-কাঞ্চন আদির অভাব বশতঃ তাঁহার জ্ঞানলাভের বিঘ্ন না হইতে পারে, কিন্তু যিনি আমোদ-প্রমোদ ও উৎসব পূর্ণ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জ্ঞান লাভ করা সুদূরপরাহত; কেননা বিষয়রাশি তাঁহাকে ভোগাসক্ত করিয়া তুলে। অর্জ্জুনের মনোগত এইরূপ আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, শ্রীমন্তের গৃহজাত যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পূর্ব্ব জ্ঞানাভ্যাসের সংস্কার এতই প্রবল ও তীব্র যে, বিষয়রাশি সম্মুখে আসিলেও পূর্ব্ব সংস্কারের তীব্রতেজের সম্মুখে ভোগ-বাসনারূপ তিমিররাশি কিছুতেই উপস্থিত হইতে পারে না। বিনা যত্নে তাঁহার মন তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ধাবিত হইবে। বেদোক্ত কর্ম্মরাশির ফল তত্ত্বজিজ্ঞাসার অপরিমেয় পবিত্র বলকে অভিভূত করিতে পারে না; তাই যোগীর পূর্ব্ববাসনানুরূপ ভোগার্থ বিষয় উপস্থিত হইয়াও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারকে অভিভূত করিতে পারে না। অর্জ্জুনই ইহার সাক্ষিস্বরূপ। আজ কোথায় ভারতসাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য বীরদর্পে মহা সমরানল প্রজ্বলিত করিবেন, রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আজ কোথায় বৈরি-শোণিতে অবগাহন করিবেন; তাহা না করিয়া বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত। আজ তাঁহার পূর্ব্বজ্ঞানসংস্কার ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের

প্রযত্নাদ্‌ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ৪৫ ॥
তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬ ॥

প্রভাবে উত্তেজিত হওয়ায় তিনি ভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে যোগতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আজ সাম্রাজ্যসুখও অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান-চিন্তাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। তু (কিন্তু) প্রযত্নাৎ (প্রযত্নপূর্ব্বক) [অধিক] যতমানঃ (যত্ন করিয়া) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ হইয়া) যোগী (যোগী পুরুষ) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বহুজন্মে সিদ্ধ হইয়া) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (পরমা গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে যোগী পুরুষ পূর্ব্ব প্রযত্ন হইতে অধিক প্রযত্ন করেন, তিনি নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে ঐ জন্ম গ্রহণ করেন, এবং সাধনপরিপাকদ্বারা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি?—প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাদ্‌যতমানোঽধিক তরং যতমান ইত্যর্থঃ। তত্র যোগী বিদ্বান্‌ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ। অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোঽনেকজন্মসংসিদ্ধঃ। ততো লব্ধসম্যগ্দর্শনঃ সন্‌ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্‌॥ ৪৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রযত্নাদিতি। যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্‌ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতো যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্মে জন্মে পুণ্য করিতে করিতে জীবের পাপ বাসনা বিনষ্ট হয়। তৎপরে মুমুক্ষাকাংক্ষাবের নিমিত্ত বিমল বুদ্ধির উদয় হয়। অতঃপর তত্ত্বজিজ্ঞাসার দ্বারা যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি হয়। এই যোগাভ্যাসক্রমে জীবের আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সাধনার পরিপাক হইলে মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যোগী (যোগী পুরুষ) তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি (পরোক্ষজ্ঞানিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), যোগী (যোগী পুরুষ) কর্ম্মিভ্যঃ চ (কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইহা আমার] মতঃ (অভিমত), তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) [তুমি] যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। তত্ত্ববেত্তা যোগী তপস্বিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরোক্ষ-জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও॥ ৪৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী। জ্ঞানিভ্যোঽপি। জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যম্। তেভ্যোঽপি মতো জ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। কর্ম্মিভ্যঃ—অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম। তেভ্যোঽধিকো যোগী বিশিষ্টো যস্মাত্তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৪৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যঃ। জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি। কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্ম-কারিভ্যোঽপি। যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ। তস্মাত্ত্বং যোগী ভব॥ ৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা কেবল কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোব্রত করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা যাগ-যজ্ঞাদির কার্য্যে ব্যস্ত, আর যে সকল জ্ঞানী আত্মাকে পরোক্ষ বোধ করেন, তৎসমুদয় অপেক্ষা একমাত্র মুক্তিপিপাসু যোগী শ্রেষ্ঠ, কেননা তাদৃশ যোগী তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনা-ক্ষয়দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৬॥

অন্বয়বোধিনী। *সর্ব্বেষাং (সকল) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণের মধ্যেও) যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) মদ্গতেন অন্তরাত্মনা (মদ্গত চিত্ত দ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (আরাধনা করেন), সঃ (সেই যোগী) মে যুক্ততমঃ মতঃ (আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)॥ ৪৭॥*

বঙ্গানুবাদ। যোগিগণের মধ্যে যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন, তিনি সকল অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ॥ ৪৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরাণাং মধ্যে মদ্গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাত্মনান্তঃকরণেন। শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাম্। স মে মম যুক্ততমোঽতিশয়েন যুক্তো মতোঽভিপ্রেত ইতি॥ ৪৭॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন মদ্যাসক্তেন। অন্তরাত্মনা মনসা। যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং। শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে। স যোগযুক্তেষু শ্রেষ্ঠো মম সংমতঃ। অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ॥ ৪৭॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তশেবধিম্॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জন্মজন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ সাধন করিয়া সজ্জনসঙ্গ ও যোগাভ্যাস করিয়া ভগবদ্গতপ্রাণ ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হয়েন, তিনিই অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ যোগীই সকল সাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি ভক্তিহীন হইয়া যোগাভ্যাস করে, সে বিশুষ্ক নীরস ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বণ করে মাত্র। এই শ্লোকে ভগবান্ ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ এবং অর্জ্জুনকে ভক্তিযোগের নির্ম্মল পথের পথিক হইতে সঙ্কেত করিলেন।

ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ চিত্তশুদ্ধির হেতুভূত কর্ম্মযোগের ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর কর্ম্মসন্ন্যাস এবং সাঙ্গোপাঙ্গ যোগতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে অর্জ্জুনের আক্ষেপ নিবারণ পূর্ব্বক মনোনিগ্রহের উপায় বলিয়াছেন। তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষার্থশূন্যতার সংশয় নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল উপদেশ দ্বারা কর্ম্মকাণ্ড এবং "ত্বং" পদ নিরূপণ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন। 'শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাম্'' এই বচনে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা দ্বারা "তৎ" পদার্থ নিরূপণ করিবেন তাহারই সূচনা করিলেন॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত "গীতার্থসন্দীপনী" নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ প্রথম ষট্‌ক॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

**ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥**

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। পার্থ (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) (তুমি) যোগং যুঞ্জন্ (যোগাভ্যাস করিয়া) সমগ্রং (সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন) মাং (আমাকে) যথা (যেরূপে) অসংশয়ং (নিঃসংশয়রূপে) জ্ঞাস্যসি (বিদিত হইবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! তুমি আমাতে (পরমেশ্বরে) একান্ত আসক্তচিত্ত ও আমার নিতান্ত শরণাগত, অতএব পূর্ব্বোক্ত যোগাভ্যাস করিয়া তুমি নিঃসংশয়রূপে সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে (পরমেশ্বরকে) কি প্রকারে বিদিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীতা ৬।৪৭) ইতি প্রশ্নবীজমুপন্যস্য স্বয়মেবেদৃশং মদীয়ং তত্ত্বমেবং মদ্গতান্তরাত্মা স্যাদিত্যেতদ্বিবক্ষুর্ভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি বক্ষ্যমাণবিশেষণে পরমেশ্বরে আসক্তং মনো যস্য স ময্যাসক্তমনাঃ। হে পার্থ। যোগং যুঞ্জন্ মনঃসমাধানং কুর্ব্বন্। মদাশ্রয়োঽহমেব পরমেশ্বর আশ্রয়ো যস্য মদাশ্রয়ঃ। যো হি কশ্চিৎ পুরুষার্থেন কেনচিদর্থী ভবতি স তৎসাধনং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি তপো দানং বা কিঞ্চিদাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। অয়ং তু যোগী মামেবাশ্রয়ং প্রতিপদ্যতে। হিত্বান্যৎ সাধনান্তরং ময্যেবাসক্তমনা ভবতি। যস্ত্বমেবংভূতঃ সন্নসংশয়ং সমগ্রং সমস্তং বিভূতিবলশক্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্নং মাং যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাস্যসি সংশয়মন্তরেণ—এবমেব ভগবানিতি—তচ্ছৃণুচ্যমানং ময়া॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বিজ্ঞেয়নাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তম্। তত্র কীদৃশস্ত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময্যাসক্তমনা ইতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ। মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য। অনন্যশরণঃ সন্। যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্। অসংশয়ং যথা ভবত্যেবং। মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার প্রথম ষট্‌কে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসরূপ সাধনের বিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে, উহারই মধ্যে যোগ ও "ত্বং" পদের লক্ষ্যস্বরূপ জ্ঞেয় বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় (মধ্য) ষট্‌কে ভগবান্ ধ্যেয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনপূর্ব্বক "তৎ" পদার্থের লক্ষ্য স্বরূপ পরমাত্মার ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবান্ ইতঃপূর্ব্বে "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" শ্লোকে যে ভগবদ্ভক্তিমার্গের সূচনা করিয়াছেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহারই বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। ভগবানের কি প্রকার স্বরূপের আরাধনা করিতে হইবে, কি প্রকারে তাহাতে মন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, অর্জ্জুন এ কথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তের প্রাণসখা কৃপালু ভগবান্ তাঁহার মনোগত ভাব জানিয়াই এতৎ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দিতেছেন।

ভৃত্য প্রভুর আশ্রিত হইয়াও তাঁহাতে আসক্ত না হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিতেই আসক্ত হয়, কিন্তু অর্জ্জুনকে আশ্রিত ও আসক্ত উভয়তঃ অনুগত জানিয়াই কৃপা ও প্রেমের বশীভূত হইয়া ভগবান্ কহিতেছেন, যে, আমার পূর্ব্বোক্ত মনোনিরোধাদি যোগ-কৌশলের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু তদভ্যাসের কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গ হইলে হয়তো পরমাত্মাকে নাও জানিতে পার। কিন্তু যে উপায়ে সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে "নিঃসংশয়" জানিতে পারিবে, তাহা তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (অনুভব সহিত) ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ (অশেষপ্রকারে) বক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ইহ (এই শ্রেয়োবিষয়ে) ভূয়ঃ অন্যৎ (আর কিছু) জ্ঞাতব্যং (জানিবার) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। আমি তোমাকে যে সাধন-ফলাদি সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলিতেছি, সেই চৈতন্যরূপ জ্ঞানকে বিদিত হইলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চ মদ্বিষয়ং—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং তে তুভ্যমহং সবিজ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং স্বানুভবসংযুক্তমিদং বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। অশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন। তজ্ জ্ঞানং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতুরভিমুখীকরণায়। যজ্‌জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়ঃ পুনর্জ্ঞাতব্যং পুরুষার্থসাধনমবশিষ্যতে নাবশেষো ভবতীতি। মত্তত্ত্বজ্ঞো যঃ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতীত্যর্থঃ। অতো বিশিষ্টফলত্বাদ্দুর্লভতরং জ্ঞানম্॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতম্। ইদং মদ্বিষয়ম্। অশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্জ্ঞাত্বেহ শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি। তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপ, এইরূপ বুঝিতে পারার নাম "জ্ঞান", এবং শ্রবণ-মনন-বিচারাদি দ্বারা আত্মাতে পরমাত্মাকে অনুভব করার নাম "বিজ্ঞান"। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা কিরূপে করিতে হয়, ও তত্তাবতের ফলই বা কিরূপ, তাহা সমস্তই ভগবান্ বলিবেন। *তিনি সর্ব্বজ্ঞ, এইজন্য অর্জ্জুনের জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই তিনি উপেক্ষা* করিবেন না। জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে বুঝিলে ও বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে আর জীবের জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না ॥ ২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। *৩য় অধ্যায় ৪১শ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী মধ্যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান'* বিষয়ক ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যে) কশ্চিৎ (কেহ) সিদ্ধয়ে (জ্ঞানলাভের জন্য) যততি (চেষ্টা করে), (সেই) সিদ্ধানাং (সিদ্ধিলাভার্থি সাধক-দিগের) যততাম্ অপি (প্রযত্নশীলদিগের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তি) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) বেত্তি (বিদিত হয়) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে একজন হয়তো জ্ঞানলাভের জন্য যত্ন করে, আর তাদৃশ সহস্র সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়তো আমার (পরমেশ্বরের) স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমিতি? উচ্যতে—মনুষ্যাণামিতি। মনুষ্যাণাং মধ্যে সহস্রেষ্বনেকেষু কশ্চিদ্ যততি প্রযত্নং করোতি সিদ্ধয়ে সিদ্ধ্যর্থম্। তেষাং যততামপি সিদ্ধানাম্। সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে। তেষাং কশ্চিদেব মাং বেত্তি তত্ত্বতো যথাবৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্ জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি। *অসংখ্যাতনাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেব নাস্তি। মনুষ্যাণাং* তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে। প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানাং বেত্তি। তাদৃশানাং চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি। তদেবমতিদুর্লভমপি মজ্জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যপুঞ্জফলে জীব মনুষ্যদেহ লাভ করে। তন্মধ্যে যোগাধিকারী দ্বিজদেহ লাভ করা আবার সকলের সম্ভব নহে। দ্বিজ হইলেও সকলেই যে

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

বিবেকী ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে কর্ম্ম ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানে অধিকারী অতি বিরল। আবার অনুষ্ঠান করিতে করিতেও বিপুল বিঘ্নবশতঃ অনেকেই আত্মাকে জানিতেও পারে না। পাছে অর্জ্জুনের এরূপ আশঙ্কা হয় যে দেব দানব মানব গন্ধর্ব্বাদি সকলেই তো রামকৃষ্ণাদিরূপী ভগবানকে বিদিত আছে তবে সহস্রের মধ্যে কোনও ব্যক্তি এরূপ বলিলেন কেন? এই সংশয় পরিহার করিবার জন্যই ভগবান তত্ত্বতঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবানকে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী রাম কৃষ্ণ আদিরূপে অনেকে জানিতে পারে বটে কিন্তু তাহা তো তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নহে—এতাবৎ নিজ মায়াকল্পিত বিগ্রহ মাত্র। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে গুরুর নিকট মহাবাক্যাদির উপদেশ না পাইলে উপায় নাই। এই জন্য অতি অল্প মনুষ্যই প্রকৃত জ্ঞানে অধিকারী হয়॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। ভূমি (পৃথিবী) আপ (জল) অনল (তেজ) বায়ু (বায়ু) খং (আকাশ) মনঃ বুদ্ধি অহংকার এব চ (মন বুদ্ধি ও অহংকার) ইতি ইয়ং (এই) মে (আমার) অষ্টধা (অষ্টবিধ) ভিন্না প্রকৃতি (ভিন্ন প্রকৃতি)॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—আমার [পরমেশ্বরের] এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রোক্তাং প্রকৃতিং নির্দিশ্যাহ—ভূমিরিতি। ভূমিরিতি পৃথিবীতন্মাত্রমুচ্যতে। ন স্থূলা। ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধেতি বচনাৎ। তথাবাদয়োঽপি তন্মাত্রাণ্যেবোচ্যন্তে—আপোঽনলো বায়ুঃ খম্। মন ইতি মনসঃ কারণমহঙ্কারো গৃহ্যতে। বুদ্ধিরিতি অহঙ্কারকারণং মহত্তত্ত্বম্। অহঙ্কার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তম্। যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে। এবমহঙ্কারবাসনাবদব্যক্তং মূলকারণমহঙ্কার ইত্যুচ্যতে। প্রবর্ত্তকত্বাদহঙ্কারস্য। অহঙ্কার এব হি সর্ব্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে। ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী মায়াশক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা॥ ৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা। চতুর্ব্বিংশ-তিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি—মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ইতি॥ ৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। সাংখ্যমতে পঞ্চতন্মাত্র, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত এই অষ্টবিধ প্রকৃতি। এই অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শ বিকার একত্র গণনায় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব কথিত হয়। পৃথিব্যাদি ভূতের উল্লেখ করিয়াও ভগবান্ এ শ্লোকে তন্মাত্রকে [গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ] লক্ষ্য করিয়াছেন। মন অব্যক্তবোধক এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কার স্বনামপ্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশক। বেদান্তমতে বুদ্ধি ঐশী মায়ার পরিণাম "ঈক্ষণ" এবং অহঙ্কার "সঙ্কল্প" রূপে কথিত হইয়াছে॥ ৪॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সাংখ্যোক্ত ষোড়শ বিকার যথা:—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম; পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন। সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিকার অর্থাৎ পরিণাম বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির বিকার অহঙ্কার; কিন্তু বেদান্তমতে উহারা সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের মায়িক সঙ্কল্প ও সৃষ্টির ইচ্ছা (ঈক্ষণ) মাত্র। বেদান্তমতানুসারে জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র, উহা ব্রহ্মের বিকার নহে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বিবর্ত্ত মাত্র, উহাতে রজ্জু বিকৃত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মে জগৎজ্ঞান জীবের অনাদি অজ্ঞান বশতঃই হইয়া থাকে; ব্রহ্মে কোনও বিকার বশতঃ জগৎ সৃষ্ট হইতেছে না। (৭।৬ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য)॥ ৪॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ইয়ং তু (ইহা) অপরা (অপরা প্রকৃতি); ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যাং (অন্য) জীবভূতাং (জীবরূপ) মে (আমার) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (জানিও), যয়া (যদ্দ্বারা) ইদং (এই) জগৎ (জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত রহিয়াছে)॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা বলিয়া কথিত হয়। হে মহাবাহো! এই অপরা প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অপরেতি। অপরা—ন পরা নিকৃষ্টাশুদ্ধানর্থকরী সংসারবন্ধনাত্মিকেয়ম্। ইতোঽন্যাং যথোক্তায়াস্ত্বন্যাং বিশুদ্ধাং প্রকৃতিং মমাত্মভূতাং বিদ্ধি। মে পরাং প্রকৃষ্টাং জীবভূতাং ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং প্রাণধারণনিমিত্তভূতাং হে মহাবাহো। যয়া প্রকৃত্যেদং ধার্য্যতে জগদন্তঃপ্রবিষ্টয়া॥ ৫॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তেয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অপরা প্রকৃতি জড়ত্ব, পরার্থীনত্ব ও সংসারবন্ধনকারিত্ব-দোষ জন্য নিকৃষ্ট ও ক্ষেত্রস্বরূপ, এবং চেতন জীবাত্মস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ পরা প্রকৃতিই শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ। চেতন প্রকৃতিই অচেতন প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। জীবচৈতন্যকে জানিতে পারিলে পরমাত্মাকে বিদিত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ক)। "আমি (পরমাত্মা) জীবে প্রবিষ্ট হইয়া নাম-রূপ (জগৎ) প্রকাশ করি।" চেতন প্রকৃতিই [পরা] অচেতন প্রকৃতির [অপরার] আধার-ভূমি। অপরা প্রকৃতি বা জড়তত্ত্ববাদ লইয়া চিন্তা করিলে মানব বন্ধনাগ্রস্ত হয়, ও পরা প্রকৃতি বা চেতন প্রকৃতিকে বিদিত হইলে জীব মায়ামুক্ত হয় ॥ ৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। প্রত্যক্ চেতন অর্থাৎ প্রত্যেক দেহস্থিত পরমাত্মার চৈতন্য প্রকাশ। ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া উপাসনা করিতে করিতে প্রত্যক্ চেতনের প্রকাশ হয়। (যোগসূত্র, ১।২৯)। (১৫।১৬ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। জড় ও জীবরূপ অপরা ও পরা প্রকৃতি উভয়ই পরব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় মায়ার বিবর্ত্ত বিকাশ মাত্র। (৬ ও ৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং ১৩।৩ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূতসমূহ) এতদ্‌যোনীনি (এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন), ইতি (ইহা) উপধারয় (বিদিত হও), অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা (ও) প্রলয়ঃ (প্রলয়ের কারণ) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত ভূতই এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আমিই ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতদিতি। এতদ্‌যোনীনি—এতে পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে প্রকৃতী যোনী যেষাং ভূতানাং তান্যেতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যেবমুপধারয় জানীহি। যস্মান্মম প্রকৃতী যোনিঃ কারণং সর্ব্বভূতানাম্। অতোঽহং কৃৎস্নস্য সমস্তস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ। তথা প্রলয়ো বিনাশঃ। প্রকৃতিদ্বয়দ্বারেণাহং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনয়োঃ প্রকৃতিভ্যাং সর্ব্বত্র কার্য্যত্বং তদ্বারা স্বস্য সর্ব্বকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তান্যেতদ্‌যোনীনি। স্থাবর-

---

(ক) ছান্দোগ্য ৬।৩।২ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

জঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীত্যুপধারয় বুধ্যস্ব। তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে। চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি। তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সংভূতে। অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ। প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ। পরং কারণমহমিত্যর্থঃ। তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ। সংহর্ত্তাপ্যহমেবেতিভাবঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরা প্রকৃতি জন্য জীব ভোক্তারূপে, ও অপরা প্রকৃতি জন্য জড়দেহ ভোগভূমিরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল প্রকৃতির গুণেই যে জগতের উৎপত্তি ও লয় হয়, তাহা নহে, ভগবানের সত্তাই তাহার মূল কারণ। তাঁহারই প্রকৃতি-যোগে তিনিই জগদুৎপত্তিবিনাশের হেতুভূত হইয়া, তিনিই মায়িক জগতে মায়ালীলা করিয়া থাকেন। যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, সমস্তই তদাত্মক ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়।) মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) না অস্তি (নাই), সূত্রে মণিগণাঃ ইব (সূত্রে গ্রথিত মণি-সমূহের ন্যায়) ইদং সর্ব্বং (এই সমস্ত জগৎ) ময়ি (আমাতে) প্রোতম্ (গ্রথিত) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে কোন পদার্থই পরমার্থতঃ সত্য বা স্বতন্ত্র নহে। মণিসমূহ যেমন সূত্রে গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ সকল পদার্থই আমাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি। মত্তঃ পরমেশ্বরাৎ পরতরমন্যৎ কারণান্তরং কিঞ্চিন্নাস্তি ন বিদ্যতে। অহমেব জগৎকারণমিত্যর্থঃ। হে ধনঞ্জয় যস্মাদেবং তস্মান্ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতমনুস্যূতমনুগতমনুবিদ্ধং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। দীর্ঘতন্তুষু পটবৎ। সূত্রে চ মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি। স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়ার অধিষ্ঠানভূত একমাত্র সত্তাস্বরূপ চিদ্ঘনানন্দ পরমাত্মা ভিন্ন নিত্য সত্য বিদ্যমান পদার্থ আর কিছুই নাই। স্বপ্নকালে মনুষ্য যাহা কিছু দেখে বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নদৃষ্ট কোন বস্তুকেই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। পরমাত্মার প্রকাশ—স্ফুরণেই জগতের অস্তিত্ব ও প্রকাশ। মণিমালার দৃষ্টান্তে ভগবান্ সূত্ররূপে ও জগৎ মণিরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

টীকাকার এই আভাসে সূত্র হইতে মণির ভিন্ন অস্তিত্বের ন্যায় ভগবান্ হইতে জগতের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা হইলেই ভগবানের "সর্ব্বময়ত্বে" দোষ স্পর্শ করে। মণিমালার দৃষ্টান্তের স্বরূপার্থ এই—হিরণ্যগর্ভ রূপ স্বপ্নদ্রষ্টা তৈজস আত্মার নাম "সূত্র"। স্বপ্নে যদি মণিসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন ঐ সূত্রাত্মাতেই প্রতিবিম্বিত, প্রকাশিত ও স্বতন্ত্র বলিয়া তখন বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ স্বপ্নদ্রষ্টা সূত্রাত্মাই সত্য ও মণি মিথ্যা। সেইরূপ এই জগৎপদার্থ সূত্রাবলম্বী মণিসমূহের ন্যায় সর্ব্বৈব অসৎ ও ভগবানের লীলাময়ী মায়ার বিকাশ মাত্র। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে ভগবান্ই কারণ ও কার্য্যরূপে সংস্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অহম্ (আমি) অপ্সু (জলমধ্যে) রসঃ (রস), শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্র ও সূর্য্যে) প্রভা (প্রভা), সর্ব্ববেদেষু (সর্ব্ব বেদে) প্রণবঃ (ওঙ্কার), খে (আকাশে) শব্দঃ (শব্দ), নৃষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) পৌরুষম্ (পৌরুষ) [রূপে] অস্মি (বিদ্যমান আছি) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। জল মধ্যে রসরূপে ও চন্দ্র-সূর্য্যে প্রভারূপে আমিই বিরাজ করি। বেদের মূলস্বরূপ প্রণব (ওঁ) আমি। আকাশের শব্দরূপে আমি, ও আমিই পুরুষের পৌরুষ-তেজঃস্বরূপে বিদ্যমান থাকি ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেন কেন ধর্ম্মেণ বিশিষ্টে ত্বয়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমিতি ? উচ্যতে রস ইতি। রসোঽহম্। অপাং যঃ সারঃ স রসঃ। তস্মিন্ রসভূতে ময্যাপঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বত্র। যথাহমপ্সু রস এবং প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। প্রণব ওঙ্কারঃ সর্ব্ববেদেষু। তস্মিন্ প্রণবভূতে ময়ি সর্ব্বে বেদাঃ প্রোতাঃ। তথা খে আকাশে শব্দঃ সারভূতঃ। তস্মিন্ ময়ি খং প্রোতম্। তথা পৌরুষং পুরুষস্য ভাবঃ পৌরুষং—যতঃ পুংবুদ্ধিঃ—নৃষু। তস্মিন্ ময়ি পুরুষাঃ প্রোতাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্ররূপয়া বিভূত্যা। তদাশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। উত্তরত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি। খে আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি। নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বত্র পরমাত্মদৃষ্টি করিবার ইঙ্গিত করিতেছেন। যেখানে দেখ সেইখানেই, ও যাহা দেখ তাহাতেই ভগবৎসত্তা ভিন্ন কিছুই নাই।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

রসই জলের মূলতত্ত্ব—তন্মাত্র, ও রসই জলের সার, ভগবান্ বলিলেন, উহা আমিই। প্রভাই চন্দ্র-সূর্য্যের সার, ও প্রভাই উহাদের মূলতত্ত্ব, তাহাও ভগবৎসত্তা। আকাশের তন্মাত্র শব্দ, এবং শব্দই আকাশের সার; উহাও ভগবৎসত্তারই স্ফুরণ। ওঁকারই বেদসমূহের মূল, ওঁকার ব্যতীত বেদের কোন মন্ত্রেরই শক্তি থাকে না; সেই ওঁকাররূপী তিনিই। মনুষ্য পৌরুষ-তেজের দ্বারাই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, ভগবান্ই সেই সর্ব্ব-কার্য্যমূলাধার তেজোরূপে বিদ্যমান, অর্থাৎ সর্ব্বথা পরমাত্মসত্তারই বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। প্রণব=ওঁ (প্রণূয়তে প্রকর্ষেণ স্তূয়তে পরব্রহ্ম অনেন)—এতদ্বারা পরব্রহ্ম অত্যধিকরূপে স্তুত হয়েন ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। (আমি) পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে) পুণ্যো গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ); বিভাবসৌ চ (অগ্নিতে) তেজঃ (তেজ) অস্মি (হই); সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতে) জীবনং (জীবন); তপস্বিষু চ (তপস্বিসমূহে) তপঃ অস্মি (তপোরূপে বিদ্যমান আছি) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই পৃথিবীর পুণ্য পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজোরূপে আমিই দেদীপ্যমান, সর্ব্বভূতের জীবনও আমি, এবং তপস্বীদিগের তপঃস্বরূপে আমিই স্থিতি করিয়া থাকি ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুণ্য ইতি। পুণ্যঃ সুরভির্গন্ধঃ পৃথিব্যাং চাহং। তস্মিন্ ময়ি গন্ধভূতে পৃথিবী প্রোতা। পুণ্যত্বং গন্ধস্য স্বভাবতঃ এব। পৃথিব্যাং দর্শিতমবাদিষু রসাদেঃ পুণ্যত্বোপলক্ষণার্থম্। অপুণ্যত্বং তু গন্ধাদীনামবিদ্যাধর্ম্মাদ্যপেক্ষং সংসারিণাং ভূতবিশেষ-সংসর্গনিমিত্তং ভবতি। তেজো দীপ্তিশ্চাস্মি বিভাবসাবগ্নৌ। তথা জীবনং সর্ব্বভূতেষু। যেন জীবন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি তজ্জীবনম। তপশ্চাস্মি তপস্বিষু। তস্মিংস্তপসি ময়ি তপস্বিনঃ প্রোতাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রম্। পৃথিব্যা আশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ। যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধ-স্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্। তথা বিভাবসাবগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা সহজা দীপ্তিস্তদহম্। সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ। তপস্বিষু বান-প্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পৃথিবীর তন্মাত্র গন্ধই মূল ও সার; গন্ধ মৌলিকাবস্থায় সুরভি ও পবিত্রই থাকে: প্রকৃতির জড় বিকার দোষে উহা ক্রমশঃ দূষিত হইয়া আসে। ভগবান্ বলিলেন যে, পৃথিবীর সার-সর্ব্বস্ব পবিত্র গন্ধরূপে আমিই বিরাজমান। "পৃথিব্যাং চ" এই পদান্তর্গত 'চকার' গন্ধের পবিত্রতার ন্যায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসেরও পুণ্য পবিত্রতার সূচনা

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

করিতেছে, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই। অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থসমূহ উজ্জ্বল হয়, সে তেজ ভগবানেরই সত্তা। "তেজশ্চ" এই পদের চকার দ্বারা ভগবান্ উষ্ণতা উপশম করিবার, বায়ুর শীতল স্পর্শশক্তিও যে তাঁহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, পরমায়ু, জীবনরক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। আবার তপস্বিগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়েন, সে পবিত্র তপস্তেজও ভগবানের দিব্য বিভূতিস্বরূপ। "তপশ্চ" পদান্তস্থ 'চকার' দ্বারা অন্তর্নিগ্রহশীল যোগী-দিগের যোগশক্তিও যে তিনিই, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য নিগ্রহ করিবার সমস্ত শক্তিই তিনি॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনং (মূল) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিও), অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান্‌দিগের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), তেজস্বিনাং [চ] (ও তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (তেজোরূপে বর্ত্তমান আছি) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের মূল বীজ বলিয়া অবগত হও। আমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাম্। হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধিবিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তি-মতামস্মি। তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং। সনাতনং নিত্যমুত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতম্। তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। ন তু প্রতিব্যক্তি বিনশ্যৎ। তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি। তেজস্বিনাং প্রগল্‌ভানাং তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যমহম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবদ্বীজ সেরূপ নহে। এতদ্বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বীজভূত ভগবান্ স্বরূপাবস্থাতেই থাকেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ আদির উৎপত্তি-প্রকরণ যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় আকাশরূপী তিনিই, এবং বায়ুরূপীও তিনিই এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে সূক্ষ্ম-বুদ্ধিবলে বুদ্ধিমান্ জনগণ বস্তুবিচার করিয়া থাকেন, সে বুদ্ধিও তিনি; এবং যে তেজের গুণে তেজস্বিগণ লোকের বল খর্ব্ব করিয়া থাকেন, সে তেজও ভগবদ্বিভূতি ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ।) অহং (আমি) কামরাগবিবর্জ্জিতং (কামরাগরহিত) বলবতাং (বলবান্‌দিগের) বলং চ (বল); ভূতেষু (প্রাণীদিগের মধ্যে) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মের অবিরোধী) কামঃ (অভিলাষ) অস্মি (হই)॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। বলবান্‌দিগের কামরাগ-রহিত বল আমিই, এবং সমস্ত প্রাণীর ধর্ম্মের অবিরোধী কামও আমিই ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বলমিতি। বলং সামর্থ্যমোজো বলবতামহম্। তচ্চ বলং কামরাগবিবর্জ্জিতম্। কামশ্চ কামরাগৌ। কামস্তৃষ্ণাসন্নিকৃষ্টেষু বিষয়েষু। রাগো রঞ্জনা প্রাপ্তেষু বিষয়েষু। তাভ্যাং কামরাগাভ্যাং বিবর্জ্জিতং দেহাদিধারণমাত্রার্থং বলং সত্ত্বমহমস্মি। ন তু যৎ সংসারিণাং তৃষ্ণারাগকারণমস্মি। কিঞ্চ ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ধর্ম্মেণ শাস্ত্রার্থেনাবিরুদ্ধো যঃ প্রাণিষু ভূতেষু কামঃ—যথা দেহধারণমাত্রাদ্যর্থোঽশনপানাদিবিষয়ঃ—স কামোঽস্মি। হে ভরতর্ষভ॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ। রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণাপরপর্য্যায়স্তামসঃ। তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং বলবতাং বলমহমস্মি। সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। অপ্রাপ্তবিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছার নাম কাম, এবং প্রাপ্তবিষয়ের নশ্বরত্ব সত্বেও তাহার বন্ধকত্বে বিমোহিত হইয়া তাহার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস পূর্ব্বক তাহাতে ভালবাসারূপবৃত্তির নাম রাগ। মানবের যে বল এই রাগকামাদি মালিনশূন্য—পবিত্র, এবং যে বলে স্বধর্ম্মসাধনাদি জন্য মনুষ্য শরীর, মন ও আত্মাকে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই সত্তা। আবার ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত যে কামচেষ্টা দ্বারা পুত্রদারাদির রক্ষা হয়, তাহাও ভগবানের সত্তা। অথবা যে কামবৃত্তি নিজ ধর্ম্মপত্নীতে মাত্র উপগত করায়, তাহাও ভগবানের স্বরূপ॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। যে চ এব (যে সকল) সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক) রাজসাঃ (রাজসিক) তামসাঃ (তামসিক) ভাবাঃ (পদার্থ) তান্ (সেই) সর্ব্বান্ (সমস্ত) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) [উৎপন্ন] ইতি (ইহা) বিদ্ধি (জানিবে); তেষু তু (সেই সকলে) অহং (আমি) ন (নাই), তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [রহিয়াছে]॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস যত প্রকার পদার্থ আছে,

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

করিতেছে, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূল, সার ও পবিত্রতা স্বরূপ তিনিই। অগ্নির যে তেজে সমস্ত দগ্ধ হয়, প্রকাশিত হয়, লোক উত্তপ্ত হয় ও পদার্থসমূহ উজ্জ্বল হয়, সে তেজ ভগবানেরই সত্তা। "তেজশ্চ" এই পদের চকার দ্বারা ভগবান্ উষ্ণতা উপশম করিবার বায়ুর শীতল স্পর্শশক্তিও যে তাঁহারই সত্তা, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জীবের জীবনীশক্তি, পরমায়ু, জীবনরক্ষক অন্নাদি সমস্তই ভগবানের বিভূতি। আবার তপস্বিগণ যে তপস্তেজে শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়েন, সে পবিত্র তপস্তেজও ভগবানের দিব্য বিভূতিস্বরূপ। "তপশ্চ" পদান্তস্থ 'চকার' দ্বারা অন্তর্নিগ্রহশীল যোগীদিগের যোগশক্তিও যে তিনিই, তাহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্তর্ব্বাহ্য নিগ্রহ করিবার সমস্ত শক্তিই তিনি॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনং (মূল) বীজং (কারণ) বিদ্ধি (জানিও), অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান্‌দিগের) বুদ্ধিঃ (জ্ঞান), তেজস্বিনাং [চ] (ও তেজস্বীদিগের) তেজঃ অস্মি (তেজোরূপে বর্ত্তমান আছি) ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের মূল বীজ বলিয়া অবগত হও। আমিই বুদ্ধিমান্‌দিগের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বীজমিতি। বীজং প্ররোহকারণং মাং বিদ্ধি সর্ব্বভূতানাম। হে পার্থ সনাতনং চিরন্তনম্। কিঞ্চ বুদ্ধির্বিবেকশক্তিরন্তঃকরণস্য বুদ্ধিমতাং বিবেকশক্তিমতামস্মি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং তদ্বতাং তেজস্বিনামহম॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং। সনাতনং নিত্যমুত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতম। তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। ন তু প্রতিব্যক্তি বিনশ্যৎ। তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি। তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ প্রাগল্ভ্যমহম॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সকল পদার্থেরই বীজস্বরূপ। অন্যান্য বীজ যেমন অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, ভগবদ্বীজ সেরূপ নহে। এতদ্বীজ হইতে স্ফুরিত ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষই কালে বিনষ্ট হয়; কিন্তু বীজভূত ভগবান্ স্বরূপাবস্থাতেই থাকেন। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ আদির উৎপত্তি-প্রকরণ যে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, তথায় আকাশরূপী তিনিই, এবং বায়ুরূপীও তিনিই এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে বুদ্ধিমান্ জনগণ বস্তুবিচার করিয়া থাকেন, সে বুদ্ধিও তিনি; এবং যে তেজের গুণে তেজস্বিগণ লোকের বল খর্ব্ব করিয়া থাকেন, সে তেজও ভগবদ্বিভূতি ॥ ১০॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

পাদিতং সৎ নাভিজানাতি মামেভ্যো যথোক্তেভ্যো গুণেভ্যঃ পরং ব্যতিরিক্তং বিলক্ষণং চাব্যয়ং ব্যয়বহিতং জন্মাদিসর্ব্বভাববিকারবর্জ্জিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতমীশ্বরং স্বাময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীতি। অত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ। অতো মাং নাভিজানাতি। কথংভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্—এভিরস্পৃষ্টম্—এতেষাং নিয়ন্তারম। অত এবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, স্বতন্ত্র, তবে এই মিথ্যা অজ্ঞানময় জগৎ কিরূপে তাঁহার বিজৃম্ভণ হইল? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিবারকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন—জীব ত্রিগুণময়ী মায়ায় মোহিত ও আত্মানাত্মবিবেকহীন হইয়া আমাকে জানিতে পারে না। যেমন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের তীব্র তেজের দিকে তাকাইলে লোক তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যায়, প্রকৃত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তদ্রূপ ত্রিগুণ ব্যাপারে বিমোহিত হইয়া জীব—যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই গুণের প্রকাশ হইয়াছে—সেই ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিতে পারে না। তিনি ত্রিগুণের অতীত ও ত্রিগুণের অধিষ্ঠানভূত। তিনি জীবের আত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে আছেন, কিন্তু জীব মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না। যেমন স্বর্ণকুণ্ডলে "কুণ্ডল"-দৃষ্টিসত্বে "স্বর্ণ" দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মে অবভাসিত ত্রিগুণময়ী "মায়া"-দৃষ্টিসত্বে "ব্রহ্ম" দৃষ্ট হয় না ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। এষা (এই) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) দৈবী (অলৌকিক) মম (আমার) মায়া (মায়া) দুরত্যয়া হি (নিতান্ত দুরতিক্রম্য); যে (যাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে) তে (তাহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়া) তরন্তি (উত্তীর্ণ হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া (তেজ) নিতান্ত দুরতিক্রম্য। যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল আমার এই সুদুস্তর মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনর্দৈবীমেতাং ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং মায়ামতিক্রামন্তীতি? উচ্যতে—দৈবীতি। দৈবী দেবস্য মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ স্বভাবভূতা। হি যস্মাদেষা যথোক্তা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। দুঃখেনাত্যয়োঽতিক্রমণং যস্যাঃ সা দুরত্যয়া। তত্রৈবং সতি

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎসমস্ত আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু আমি তদ্ভাবের অধীন নহি, তাহারাই আমাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যে চৈবেতি। সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনির্ব্বৃত্তা ভাবাঃ পদার্থাঃ। রাজসা রজোনির্ব্বৃত্তাঃ। তামসাস্তমোনির্ব্বৃত্তাশ্চ। যে কেচিৎ প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে ভাবাস্তান্ মত্ত এব জায়মানানিত্যেবং বিদ্ধি সর্ব্বান্ সমস্তানেব। যদ্যপি তে মত্তো জায়ন্তে তথাপি ন ত্বহং তেষু তদধীনস্তদ্বশঃ। তথা সংসারিণঃ। তে পুনর্মযি মদ্বশা মদধীনাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকাভাবাঃ শমদমাদয়ঃ। রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ। তামসাশ্চ শোকমোহাদয়ঃ। প্রাণিনাং স্বকর্ম্মবশাজ্জায়ন্তে তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জাতানিতি বিদ্ধি। মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে। জীববত্তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষদর্পাদি রাজস ভাব, ও শোকমোহাদি তামস ভাব লোকের কর্ম্মগুণে প্রকাশিত হইলেও বস্তুতঃ এ সমস্ত ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অথবা সত্ত্বগুণপ্রধান ঋষি, ব্রাহ্মণ, শর্করাদি, রজঃপ্রধান গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ক্ষত্রিয়, মরীচাদি, তমঃপ্রধান রাক্ষস, ক্রব্যাদ, শূদ্র, গুঞ্জন আদি ভগবান্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তিনি সেই জড়পদার্থাদির অধীন নহেন, অর্থাৎ তদ্ভাবে তাঁহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না যেমন সর্পবুদ্ধি রজ্জুতে আরোপিত হইলে রজ্জু সর্পের বিকারদোষে দূষিত হয় না, তদ্রূপ সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি নির্ব্বিকারই থাকেন ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) গুণময়ৈঃ (গুণময়) ভাবৈঃ (ভাবের দ্বারা) মোহিতম্ (মোহিত) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সর্ব্ব জগৎ) এভ্যঃ (এই সকল ভাব হইতে) পরম্ (শ্রেষ্ঠ) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময় ভাবই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। মোহিত জীব আমাকে এতাবতের অতীত ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবংভূতমপি পরমেশ্বরং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বভূতাত্মানং নির্গুণং সংসারদোষবীজপ্রদাহকারণং *মাং নাভিজানাতি জগদিত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্। তচ্চ কিং-নিমিত্তং জগতোঽজ্ঞানমিতি? উচ্যতে—ত্রিভিরিতি। ত্রিভির্গুণময়ৈর্গুণবিকারৈ রাগদ্বেষ-মোহাদিপ্রকারৈর্ভাবৈঃ পদার্থৈরেভির্যথোক্তৈঃ সর্ব্বমিদং প্রাণিজাতং জগন্মোহিতমবিবেকতাম-

---

* 'বীজপ্রদাহকারণং' ইতি পাঠান্তরম্

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। দুষ্কৃতিনঃ (পাপকর্ম্মা) মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) মায়য়া (মায়ার দ্বারা) অপহৃতজ্ঞানা (নষ্টবুদ্ধি) নরাধমাঃ (নরাধমেরা) আসুরং ভাবম্ (আসুরভাব) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় পূর্ব্বক) মাং (আমাকে) ন প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে না) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা পাপকর্ম্মা, মূঢ় ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, যাহারা দম্ভ-দর্পাদি দ্বারা আসুর ভাব লাভ করিয়াছে, তাহারা আমার ভজনা করে না ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি ত্বাং প্রপন্না মায়ামেতাং তরন্তি কস্মাত্ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্ত ইতি? উচ্যতে—ন মামিতি। ন মাং পরমেশ্বরং দুষ্কৃতিনঃ পাপকারিণো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে। নরাধমা নরাণাং মধ্যেঽধমা নিকৃষ্টাঃ। তে চ মায়য়াপহৃতজ্ঞানা সংমুষিতজ্ঞানা আসুরং ভাবং হিংসানৃতাদিলক্ষণমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা। যদ্যেবং তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব কিমিতি ন ভজন্তি? তত্রাহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ। তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ। অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা। অতএব দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চেত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকল মনুষ্যই কি তবে মায়ামুক্ত হইতে পারে? অর্জ্জুনের এই সন্দেহ নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা পাপাসক্ত ও মলিন কার্য্যেই যাহাদের রতি মতি, তাহারা অতি নরাধম। তাহারা আমার উপাসনা করে না, কেননা, তাহারা নিজ নিজ ইষ্টানিষ্ট বুঝিতে অসমর্থ ও নিতান্ত মূঢ়। তাহাদের বিবেকবুদ্ধি অবিদ্যাদোষে দূষিত হওয়ায় চিত্তবৃত্তি দম্ভদর্পে উন্মত্ত ও প্রকৃতি আসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সংসারসুখভোগেই আসক্ত। সংসার ছাড়িয়া তাহারা আমাতে প্রেম করিতে চাহে না ॥১৫॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সংসারের ভোগসুখে আসক্ত পুরুষগণ তমোভিভূত হইয়া জন্ম-জন্মান্তরে পুনঃ পুনঃ ক্লেশের পর ক্লেশ পাইয়া দুষ্কৃতিক্ষয়ে শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করিলে সংসার-সুখে দুঃখবোধ হইবে, এবং তখনই তাহাদের বৈরাগ্যের ও ভগবদ্ভক্তির উদয় হইবে। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনেই শুভ-কর্ম্মফল কিছু না কিছু আছেই, কিন্তু মনুষ্য প্রকৃত পুরুষার্থ সাধন করে না বলিয়াই পুনঃ পুনঃ ক্লেশ পাইয়া বহু জন্ম পরে ভগবৎকৃপা উপলব্ধি করিবার উপযোগী পৌরুষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেব মায়াবিনং স্বাত্মভূতং সর্ব্বাত্মনা যে প্রপদ্যন্তে তে মায়ামেতাং সর্ব্বভূতচিত্তমোহিনীং তরন্ত্যতিক্রামন্তি। সংসারবন্ধনান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কে তর্হি ত্বাং জানন্তীতি? অত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী। অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা। মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি। প্রসিদ্ধমেতৎ। তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি। ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সনাতনী মায়া যেরূপ দুরতিক্রম্য তাহাতে তাহা হইতে কোনরূপে বুঝি মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন— যে মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা ও বিষয়ের মূলপ্রকৃতি বলিয়া কল্পনা করা যায় তাহার নাম দৈবী মায়া। যেমন অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকেই আবৃত করে, সেইরূপ দৈবী মায়া যে আত্মার আশ্রিত, সেই আত্মাকেই আবৃত করিয়া রাখে, অর্থাৎ অন্যের দর্শনের অন্তরাল হইয়া থাকে। যেমন তিনগাছি রজ্জুতে দৃঢ় গুণ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্যকে অতিশয় বদ্ধ করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণময়ী মায়াতেও জীব দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হইয়াছে। মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারা, যোগের দ্বারা বা জ্ঞানসাধনার দ্বারা, অথবা কোনরূপ পুরুষার্থ দ্বারা যদি মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তাহাতে সহজে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে না। যেমন কাহারও হস্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধা থাকিলে সে যদি খুলিবার জন্য স্বয়ং চেষ্টা বা বল প্রকাশ করে, তবে তাহার হাতে বেদনা হয় ও ফাঁস আরও অধিক লাগিয়া যায়, সেইরূপ নিজ কৌশলে ইন্দ্রিয় জয় করিব, মায়া অতিক্রম করিব, এরূপ যাহার অভিলাষ, মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়রূপে বন্ধন করে। কিন্তু যিনি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, যাগ আদির আশা ভরসা ছাড়িয়া, আপনার অভিমান অহঙ্কার দূরে ফেলিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগবান্‌কে অগতির গতি জানিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন, ভগবান্ দয়া করিয়া তাহাকেই মুক্ত করিয়া দেন। যাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াময় পাশে জীব আবদ্ধ, তিনি ভিন্ন এ মায়াগ্রন্থি খুলিবার কৌশল আর কেহই জানে না। ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়াই তীব্র ভক্তিযোগ—ইহাই যোগীর নিরালম্ব সমাধি। সর্ব্বাবরণ ভেদ পূর্ব্বক আত্মায় ও পরমাত্মায় সাক্ষাৎ না হইলে মায়াবন্ধন মোচন হয় না ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আপনাকে নিরাশ্রয় জানিয়া ভগবানের একান্ত শরণাগত হওয়াই প্রকৃত পুরুষার্থ, কেননা, বিবেকবিচার দ্বারা সংসারের দুঃখরূপতা বোধ না হইলে কেহই ভগবানের শরণাগত হইতে পারে না। আত্মশক্তিতেই সংসারে অনাসক্তি ও অন্তরে আত্মা হইতে অভিন্নভাবে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই জন্য প্রারব্ধকর্ম্মজনিত সুখ-দুঃখে সমতা এবং পুরুষাভিমুখী প্রবৃত্তিকেও পরম পুরুষার্থই বলিতে হইবে। ভগবানের শরণাগত হওয়াও পৌরুষ, কেননা, তাঁহার (পুরুষের) শক্তি ব্যতীত সে ইহাও হয় না। প্রারব্ধকর্ম্মও পুরুষাধিষ্ঠান ব্যতীত স্পন্দনে অসমর্থ। প্রারব্ধের ক্ষয় আছে; কিন্তু পুরুষার্থ অক্ষয়, তাহা পুরুষের সঙ্গে নিত্য বিদ্যমান—উহা আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব (শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি, 'প্রারব্ধ ও পৌরুষ' দ্রষ্টব্য) ॥ ১৪ ॥

**তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭॥**

বাক্যস্থিত "চকার" দ্বারা প্রহ্লাদ ও নারদাদির ন্যায় ভগবৎ-প্রেমিকগণও শুক-সনকাদি নিষ্কাম জ্ঞানি-ভক্তগণের মধ্যে গৃহীত হইয়াছেন॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিনী। তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (সর্ব্বদা সমাহিত) একভক্তিঃ (একনিষ্ঠ ভক্ত) জ্ঞানী (জ্ঞানী) বিশিষ্যতে (পরম উৎকৃষ্ট), অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানীর) অত্যর্থং (অত্যন্ত) প্রিয়ঃ প্রিয়), স চ (তিনিও) মম প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত ও একনিষ্ঠ জ্ঞানীই পরম উৎকৃষ্ট; কেননা, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় ও জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষামিতি। তেষাং চতুর্ণাং মধ্যে জ্ঞানী তত্ত্ববিত্ত্বান্নিত্যযুক্তো ভবতি। একভক্তিশ্চ। অন্যস্য ভজনীয়স্যাদর্শনাৎ। অতঃ স একভক্তির্বিশিষ্যতে বিশেষমাধিক্যমাপদ্যতে। অতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ। প্রিয়ো হি যস্মাদহমাত্মা জ্ঞানিনোঽ-তস্তস্যাহমত্যর্থং প্রিয়ঃ। প্রসিদ্ধং হি লোক আত্মা প্রিয়ো ভবতীতি। তস্মাজ্জ্ঞানিন আত্মত্বাদ্বাসুদেবঃ প্রিয়ো ভবতীত্যর্থঃ। স চ জ্ঞানী মম বাসুদেবস্যাত্মৈবেতি মমাত্যর্থং প্রিয়ঃ॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ। অত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ। একস্মিন্ মধ্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বং চ সম্ভবতি। নান্যস্য। অত এব হি তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ। স চ মম। তস্মাদেতৈ-র্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সর্ব্বত্র পরমাত্মাকে দর্শন করেন, যিনি সদাই ব্রহ্মভাবে সমাহিত, তিনিই নিত্যযুক্ত, তিনিই একমাত্র পরমাত্মানুরক্ত। যিনি ভগবানকে ভিন্ন আর কিছু দেখেন না—আর কিছু জানেন না—আর কিছু ভাবেন না, অর্থাৎ ভগবান্ ভিন্ন যাঁহার আর কিছু দ্রষ্টব্য, জ্ঞাতব্য ও ধ্যাতব্য আছে বলিয়া আদৌ অনুভবই হয় না, ভগবান্ তাঁহার অতিশয় প্রিয়, এবং তিনিও ভগবানের পরম প্রীতির আস্পদ। আর্ত্ত পীড়ামুক্তির জন্য সূর্য্যের উপাসনা করেন, জিজ্ঞাসু ভক্ত তত্ত্বজ্ঞানের জন্য সরস্বতীর আরাধনা করেন, অর্থার্থি ভক্ত অর্থ ও সিদ্ধি লাভের জন্য কুবের আদি নানা দেবতার আরাধনা করেন, কিন্তু জ্ঞানি-ভক্ত সকল অবস্থাতেই আমারই আরাধনা করেন। জ্ঞানি-ভক্ত আমাকে ভিন্ন আর কোন কিছুতেই মনোভিনিবেশ করেন না॥ ১৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জ্ঞানি-ভক্ত ভগবানের স্বরূপ-সাক্ষাৎকার দ্বারা সমস্ত বাসনার

**চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥**

অন্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) অর্জ্জুন (অর্জ্জুন!), আর্ত্তঃ (ক্লিষ্ট), জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞানলাভেচ্ছুক), অর্থার্থী (ইহপরলোকের সুখাকাঙ্ক্ষী), জ্ঞানী চ (ও জ্ঞানী), [এই] চতুর্ব্বিধাঃ (চতুর্ব্বিধ) সুকৃতিনঃ (পুণ্যাত্মা) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করেন)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী —এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিই আমার ভজনা করে॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে পুনর্নরোত্তমাঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ—চতুর্ব্বিধা ইতি। চতুর্ব্বিধাশ্চতুষ্প্রকারাঃ। ভজন্তে সেবন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনঃ পুণ্যকর্ম্মাণঃ। হে অর্জ্জুন। আর্ত্ত আর্ত্তিপরিগৃহীতস্তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাভিভূতঃ। জিজ্ঞাসুর্ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ। অর্থার্থী ধনকামঃ। জ্ঞানী বিষ্ণোস্তত্ত্ববিচ্চ। হে ভরতর্ষভ॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব। তে সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি। তে চতুর্ব্বিধাঃ। আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি। অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী—অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ। জ্ঞানী চাত্মবিৎ॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকাম ও নিষ্কাম ভেদে ভগবদ্ভক্তগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্ত সকাম, ও জ্ঞানী নিষ্কাম। ভয়ে ভীত হইয়া বিপদে পড়িয়া রক্ষা-লাভের জন্য যে ব্যক্তি ভগবানের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি আর্ত্ত ভক্ত, আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যাঁহারা ভগবদারাধনা করেন তাঁহারা জিজ্ঞাসু। যাঁহারা ধনপ্রাপ্তির বা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবানের আরাধনা করেন, তাঁহারা অর্থার্থী। যিনি ভোগত্যাগী—ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, সেই আত্মারাম পুরুষই জ্ঞানি ভক্ত। অর্জ্জুনকে ভগবান্ "ভরতর্ষভ" সম্বোধনের দ্বারা সনক, শুক, প্রহ্লাদ, নারদাদির ন্যায় জ্ঞানি-ভক্ত মধ্যে গ্রহণ করিলেন। প্রকৃত সুকৃতিমান্ পুরুষ ব্যতীত কেহই এতচ্চতুর্ব্বিধ-ভক্তশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না॥ ১৬॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ত্রিবিধ ভক্তের মধ্যে সত্ত্বগুণপ্রধান উদ্ধব, জনকাদি জিজ্ঞাসু ভক্তগণই শ্রেষ্ঠ। ইহপরলোকের সুখপ্রার্থী সুগ্রীব, সুরথ প্রভৃতি রজঃপ্রধান অর্থার্থী ভক্ত। গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রের ও কৌরবসভায় বিপন্না দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা আর্ত্ত ভক্তির অন্তর্গত। জিজ্ঞাসু ভক্ত অবস্থাভেদে আর্ত্ত ও অর্থার্থী হইতে পারেন। ভগবদ্বিরহ বশতঃ তিনি আর্ত্ত, এবং ভগবৎকৃপালাভের অভিলাষী বলিয়া অর্থার্থী। "যোগী"চ

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। বহূনাং (অনেক) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানি-ভক্ত) সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) বাসুদেবঃ (বাসুদেবরূপ) ইতি (এই প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যতে (লাভ করেন), (সুতরাং) সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক জ্ঞানবান্ হইয়া [ভক্ত] সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ, এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা বড় দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানী পুনরপি স্তুয়তে—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থ-সংস্কারার্জ্জনাশ্রয়ণানন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রপদ্যতে। কথম্? বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতি-পদ্যতে স মহাত্মা। ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি। অধিকো বা। অতঃ সুদুর্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রেম্বিত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতোমদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েনান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি। অতঃ স মহাত্মাপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। জ্ঞানবান্ যে দিকে দৃষ্টি করেন, সে দিকে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এইজন্য জ্ঞানপূর্ব্বক যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি অতি মহাত্মা। এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বহুজন্মার্জ্জিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হইলেই জীবের ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখনই মনুষ্যকে প্রকৃত জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে। অভেদভাবে আত্মবোধ না হইলে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। এইরূপ জ্ঞানীই প্রকৃত ভক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে—অন্তঃকরণ ভগবদ্ভাবে সমাহিত হইলে—ভগবৎসত্তা ব্যতীত নিজের বা অপর কিছুরই পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। জ্ঞান বিনা প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয় না, এবং প্রেমিক না হইলেও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানি-ভক্ত সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। তৈঃ তৈঃ (বিবিধ—যথা, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, আদি) কামৈঃ (কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (বিনষ্টজ্ঞান হইয়া), [প্রাকৃত জনগণ] তং তং (সেই প্রচলিত)

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

ক্ষয় করিয়া ।।কো স্থতবা ভ াবানের প্রেম ব্যতীত তাঁহার আব কিছুই আকাঙ্ক্ষা হয় না। সম্রাটের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার কপাদষ্টিতে যেমন দরিদ্রের কোন অভাবই থাকে না সেইরূপ জ্ঞানি ভক্ত অভিন্নভাবে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহার কৃপায় আর কোন বিষয়েরই প্রার্থনা করেন না। সকাম ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন কামনা পূরণের জন্যই প্রার্থনা করিয়া থাকেন এই জন্য তাঁহারা ভগবানকে লাভ করিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। এতে (এই) সর্ব্বে এব (সকলেই) উদারা (শ্রেষ্ঠ) তু (কিন্তু) জ্ঞানী (জ্ঞানী) আত্মা এব (আমার স্বরূপ) [ইহা] মে (আমার) মত° (মত) হি (যেহেতু) যুক্তাত্মা (মদগতচিত্ত) স (সেই জ্ঞানী) অনুত্তমা (পরমা) গতি (গতি) মাম এব (আমাকেই) আস্থিত (আশ্রয় করিয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। উক্ত চারিপ্রকার ভক্তই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু জ্ঞানি-ভক্ত আমার আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানী সদাই আমাতে সমাহিত থাকেন, ও আমা ভিন্ন উৎকৃষ্ট ফলকামনা তাঁহার নাই ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন তর্হ্যার্ত্তাদয়স্ত্রয়ো বাসুদেবস্য প্রিয়াঃ? ন। কিং তর্হি?— উদারা ইতি। উদারা উৎকৃষ্টাঃ সর্ব্ব এবৈতে। ত্রয়োঽপি মম প্রিয়া এবেত্যর্থঃ। ন হি কশ্চিন্মদ্ভক্তো মম বাসুদেবস্যাপ্রিয়ো ভবতীতি। জ্ঞানী ত্বত্যর্থ প্রিয়ো ভবতীতি বিশেষঃ। তৎ কস্মাদিতি? আহ জ্ঞানী ত্বাত্মৈব নান্যো মত্ত—ইতি মে মম মত° নিশ্চয়ঃ। আস্থিত আরোঢুং প্রবৃত্ত স জ্ঞানী হি যস্মাদহমেব ভগবান্ বাসুদেবো নান্যোঽস্মীত্যেবং যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্ত সন্ মামেব পরং ব্রহ্ম গন্তব্যম্। অনুত্তমাং গতিং গন্তুং প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কিমিতরে ত্রয়স্তব ভক্তাঃ সংসরন্তি ন হি? নেত্যাহ- উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তো মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা অভক্ত তদপেক্ষা ভগবানের ত্রিবিধ সকাম ভক্ত শ্রেষ্ঠ কেননা তাঁহাদের জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্য না থাকিলে ভগবানের প্রতি তাঁহাদের মতি গতি হইত না। যে ব্যক্তি ভগবানকে যেরূপ প্রীতি করে তিনিও তাহার প্রতি তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। সকাম ব্যক্তির কাম্যবিষয়েই অধিক প্রীতি থাকে কিন্তু জ্ঞানি-ব্যক্তির সর্ব্বাত্মবুদ্ধিতে বশতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয়ান্তরে তাঁহার চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানি ভক্তের সঙ্গে ভগবানের অতিশয় ঘনিষ্ঠ প্রিয় ভাব লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। বহূনাং (অনেক) জন্মনাম্ (জন্মের) অন্তে (পরে) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানি-ভক্ত) সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) বাসুদেবঃ (বাসুদেবরূপ) ইতি (এই প্রকারে) মাং (আমাকে) প্রপদ্যতে (লাভ করেন); (সুতরাং) সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অতি দুর্লভ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। বহু জন্ম অতিক্রম পূর্ব্বক জ্ঞানবান্ হইয়া [ভক্ত] সমস্ত জগৎই বাসুদেবরূপ, এই প্রকার বিচারে অভেদ দর্শন করেন, সুতরাং তাদৃশ মহাত্মা বড় দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানী পুনরপি স্তূয়তে—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং জ্ঞানার্থ-সংস্কারার্জ্জনাশ্রয়ণানন্তে সমাপ্তৌ জ্ঞানবান্ প্রাপ্তপরিপাকজ্ঞানো মাং বাসুদেবং প্রত্যগাত্মানং প্রত্যক্ষতঃ প্রপদ্যতে। কথম্? বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি। য এবং সর্ব্বাত্মানং মাং প্রতি-পদ্যতে স মহাত্মা। ন তৎসমোঽন্যোঽস্তি। অধিকো বা। অতঃ সুদুর্লভো মনুষ্যাণাং সহস্রেষ্বিত্যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। *এবংভূতোমদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি।* বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎপুণ্যোপচয়েনান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি। অতঃ স মহাত্মাপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জন্মে জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া সমস্তই ভগবন্ময় দর্শন করেন। জ্ঞানবান্ যে দিকে দৃষ্টি করেন, সে দিকে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। এইজন্য জ্ঞানপূর্ব্বক যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি অতি মহাত্মা। *এরূপ ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না* ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বহুজন্মার্জ্জিত নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত হইলেই জীবের ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তখনই মনুষ্যকে প্রকৃত জ্ঞানবান্ বলা যাইতে পারে। অভেদভাবে আত্মবোধ না হইলে কাহারও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। এইরূপ জ্ঞানীই প্রকৃত ভক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিতে—অন্তঃকরণ ভগবদ্ভাবে সমাহিত হইলে—ভগবৎসত্তা ব্যতীত নিজের বা অপর কিছুরই পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। জ্ঞান বিনা *প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয় না, এবং প্রেমিক না হইলেও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না।* এইজন্য জ্ঞানি-ভক্ত সুদুর্লভ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। তৈঃ তৈঃ (বিবিধ—যথা, পুত্র, স্ত্রী, ধন, যশ, আদি) কামৈঃ (কামনা দ্বারা) হৃতজ্ঞানাঃ (বিনষ্টজ্ঞান হইয়া), [প্রাকৃত জনগণ] তং তং (সেই প্রচলিত)

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

নিয়মম্ (নিয়ম) আস্থায় (আশ্রয় পূর্ব্বক) স্বয়া (নিজ) প্রকৃত্যা (স্বভাব কর্ত্তৃক) নিয়তাঃ (বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য দেবতাকে) প্রপদ্যন্তে (ভজনা করে)॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। কামনা দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে নিয়মাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈব সর্ব্বং বাসুদেব ইত্যেবমপ্রতিপত্তৌ কারণমুচ্যতে—কামৈরিতি। কামৈস্তৈস্তৈঃ পুত্রপশুস্বর্গাদিবিষয়ৈঃ। হৃতজ্ঞানা অপহৃতবিবেকবিজ্ঞানাঃ। প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি। অন্যদেবতা বাসুদেবাদাত্মনোঽন্যা দেবতাঃ। তং তং নিয়মং দেবতারাধনে প্রসিদ্ধো যো যো নিয়মস্তং তমাস্থায়াশ্রিত্য। প্রকৃত্যা স্বভাবেন। জন্মান্তরার্জ্জিতসংস্কারবিশেষেণ। নিয়তা নিয়মিতাঃ। স্বয়াত্মীয়য়া॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরমেব যে ভজন্তি তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে তু রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদ্যা দেবতা ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য। তত্রাপি স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব যাবৎ উচ্চাটন স্তম্ভন আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হরিবিমুখ হইয়া উঠে। এইরূপ আত্মশাসনহারা মূঢ় ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদেবতার প্রীতির জন্য উপবাস জপাদি করিয়া থাকে। জীব! যদি সেবা করিতেই হইল তবে উপদেবতার সেবা না করিয়া পরমদেবতার সেবা করিলে না কেন?॥ ২০॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। জীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনাসিদ্ধির আশায় ভগবানকে ভাল বাসিতে ভুলিয়া যায় সুতরাং তাহার ক্ষুদ্র বাসনাত্রই সিদ্ধ হয়। যদি কেহ সামান্য বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ স্বধর্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহা হইলে তাহার মনের রজস্তমো গুণ ক্ষীণ হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। বিশুদ্ধচিত্ত হইলে জীব ইহপরলোকের সামান্য সুখস্বচ্ছন্দতার লোভে ভগবানকে ভুলিয়া যায় না। ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করিলে সকল বাসনারই অবসান হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভের জন্য ইচ্ছা হইতেই পারে না। (২।৪৬ ও ৭।২৩ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)॥ ২০॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ যঃ (যে যে) ভক্তঃ (ভক্ত) শ্রদ্ধয়া (ভক্তিযুক্ত হইয়া) যাং যাং

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২॥

(যে যে) তনুং (দেবমূর্ত্তি) অর্চ্চিতুম্ (অর্চ্চনা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই) অচলাং (অচলা) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধা) অহং (আমি) বিদধামি (দৃঢ় করিয়া দিই)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্য্যামিরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্তন্মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষাং চ কামিনাং—য ইতি। যো যঃ কামী যাং যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়া সংযুক্তো ভক্তশ্চ সন্নর্চ্চিতুং পূজয়িতুমিচ্ছতি তস্য তস্য কামিনোঽচলাং স্থিরাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামি স্থিরীকরোমি॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি তেষাং মধ্যে—যো য ইতি। যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি প্রবর্ত্ততে তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেবশ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি॥২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যে-ভাবেই ও যে যে-মূর্ত্তিতেই কেন পূজা করুক না অন্তর্য্যামী ভগবান্ সেই-ভাবেই ও সেই মূর্ত্তিতেই তাহার ভক্তিপ্রবাহের পথ মুক্ত করিয়া দেন। লোকে স্থূলবুদ্ধি বশতঃ ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বটে, কিন্তু ভগবানের চক্ষে এ ভিন্ন-দৃষ্টি নাই। সমস্ত পূজারই ফলদাতা একমাত্র তিনি। যে ভাবেই জীব-পূজা করুক না কেন, সর্ব্বথা তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। তিনি সেই ভাবেই তাহার অর্চ্চনার পথ উন্মুক্ত করিয়া থাকেন॥ ২১॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (সেই ভক্ত) তয়া (সেই) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতার) রাধনম্ (অর্চ্চনা) ঈহতে (করিয়া থাকে); ততঃ চ (এবং সেই দেবতার নিকট হইতে) ময়া এব (আমা কর্ত্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ (সেই) কামান্ (কামনাসমূহ) লভতে (লাভ করিয়া থাকে)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকে, এবং সেই দেবতার নিকট হইতে মৎ-প্রদত্ত নিজ কামনা লাভ করে (অর্থাৎ আমিই তাহার পূর্ব্বকল্পিত কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি)॥২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ময়ৈবং পূর্ব্বং প্রবৃত্তঃ স্বভাবতো যো যাং দেবতাতনুং শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু-মিচ্ছতি—স তয়েতি। স তয়া মদ্বিহিতয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ সংস্তস্যা দেবতাতন্বা রাধনমারাধনমীহতে চেষ্টতে। লভতে চ ততস্তস্যা আরাধিতায়া দেবতাতন্বাঃ কামানীপ্সিতান্ ময়ৈব পরমেশ্বরেণ

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞেন কর্ম্মফলবিভাগজ্ঞতয়া বিহিতান্নির্ম্মিতাংস্তান্। হি যস্মাত্তে ভগবতা বিহিতাঃ কামাঃ। তস্মাত্তানবশ্যং লভত ইত্যর্থঃ। হিতানিতি পদচ্ছেদে হিতত্বং কামানামুপচরিতং কল্প্যম্। ন হি কামা হিতাঃ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢয়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনো রাধনমারাধনমীহতে করোতি। ততশ্চ যে সংকল্পিতাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ততো দেবতা-বিশেষাল্লভতে। কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি। স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মমমূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকাম ভক্ত মারণ মোহনাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কল্প সাধন জন্য ভগবান্‌কে ভুলিয়া অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফলদাতা স্বয়ং ভগবান্‌ই। কেননা তিনি ভিন্ন অন্তর্য্যামী ও ফলদাতা আর কেহই নাই। যেমন এক একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের সহিত নদীর যোগ থাকিলে, তুমি জলাশয় হইতে যত ইচ্ছা জল লও না কেন কিন্তু জানিতে হইবে যে নদীই এই জল যোগাইতেছে, বস্তুতঃ জলাশয়ের স্বতন্ত্র জল নাই, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ যে সাধকের কামনারূপ ফল দান করেন, তাহা অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরেরই সামর্থ্যে বলিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (অল্পবুদ্ধি) তেষাং (সেই ব্যক্তিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশি) ভবতি (হয়), হি (যেহেতু) দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হয়), মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাং (আমাকে) যান্তি (পাইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশি হইয়া থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চ্চনা দ্বারা দেবলোকই প্রাপ্ত হয়; আর আমার ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদন্তবৎসাধনব্যাপারা অবিবেকিনঃ কামিনশ্চ তে। অতঃ— অন্তবদিতি। অন্তবদ্বিনাশি তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসামল্পপ্রজ্ঞানাম্। দেবান্ দেবতা যান্তি। দেবান্ যজন্ত ইতি দেবযজঃ। তে দেবান্ যান্তি। মদ্ভক্তা যান্তি মামপি। এবং সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন প্রপদ্যন্তেঽনন্তফলায়। অহো খলু কষ্টং বর্ত্তন্ত ইত্যনুক্রোশং দর্শয়তি ভগবান্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতাঃ সর্ব্বাত্মনো মমৈব মূর্ত্তয়ঃ। অতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব। তত্র আরাধ্যতাপি চানন্তৈব। তথাপি সাক্ষান্-

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

ভক্তানাং চ তেষাং চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ-অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং ময়া দত্তমপি তৎ ফলমন্তবদ্বিনাশি ভবতি। তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজঃ। তে দেবানন্তবতো যান্তি। মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অল্পজ্ঞগণ অন্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া সকাম পূজা করিলে যদিচ ভগবান্ তত্তদ্দেবরূপেই ফল দান করেন, তথাচ ভগবানের স্বরূপের পূজা করিলে জীব যে ফল প্রাপ্ত হয়, উহারা তাহা প্রাপ্ত হয় না। তমোগুণিগণ ভূত-প্রেতের, রজোগুণিগণ যক্ষ-রক্ষের, সত্ত্বগুণিগণ ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে। আবার দেবতাতে যতটুকু শক্তির সঞ্চার থাকা সম্ভাবনা, তদপেক্ষা অতিরিক্ত ফল প্রাপ্তিতে তত্তদ্দেবার্চনাকারীদিগের আশা নাই। যে মুমুক্ষুগণ কেবল তৎস্বরূপেই পূজা করিয়া থাকেন, সেই নিকাম ভক্তগণ অন্তে মুক্তিপদ—ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবৎ-স্বরূপের আরাধনাকারী আর্তাদি ভক্তগণও প্রথমতঃ বাঞ্ছিত লাভ করিয়া পরিণামে বাসনার পরিপাক হইলে মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অবুদ্ধয়ঃ (অবিবেকিগণ) মম (আমার) অব্যয়ম্ (অক্ষয়) অনুত্তমং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) পরং ভাবম্ (পরমাত্ম-স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) মাং (আমাকে) ব্যক্তিম্ (সাকারভাব) আপন্নং (প্রাপ্ত) মন্যন্তে (বিবেচনা করে) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অবিবেকিগণ আমাকে অব্যয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট-স্বরূপ না জানিয়া অব্যক্ত-স্বরূপ আমাকে ব্যক্ত বলিয়া বিবেচনা করে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংনিমিত্তং মামেব ন প্রপদ্যন্ত ইতি? উচ্যতে—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তমপ্রকাশম্। ব্যক্তিমাপন্নং প্রকাশং গতমিদানীং মন্যন্তে। মাং নিত্যপ্রসিদ্ধমীশ্বরমপি সন্তমবুদ্ধয়োঽবিবেকিনঃ। পরং ভাবং পরমাত্মস্বরূপমজানন্তোঽবিবেকিনো মমাব্যয়ং ব্যয়রহিতমনুত্তমং নিরতিশয়ং মদীয়ং ভাবমজানন্তো মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ-অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতম্। মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ-মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথংভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং। ন বিদ্যত উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং মদ্ভাবম্। অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিভূতিমন্তমমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং চ স্বকর্ম্মনির্ম্মিতভৌতিকদেহং চ দেবতান্তরং সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে। প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি। তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং মুক্তিদাতাই হন, তবে জীব তাঁহাকে

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ছাড়িয়া অন্য দেবতার কেন আরাধনা করে? অর্জ্জুনের এই সংশয় ভঞ্জনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। যাহারা বিবেকবুদ্ধিবর্জ্জিত তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বকারণের কারণ নিরুপাধিক সচ্চিদানন্দঘন সুন্দর না জানিয়া মীন কূর্ম, মানবাদি জীব বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারাই তাঁহার স্বরূপে বিমুখ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে, এবং এই জন্যই তাহারা নশ্বর বিনাশী ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যসহ যথাযথ জ্ঞান বিচারের অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। এইজন্য গীতাদি মোক্ষশাস্ত্র পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে হইবে। অনেকে নিকাম কর্ম্মাদিরূপ গৌণী-ভক্তির সাধনা করিয়াও যে ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভে বঞ্চিত হয়েন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধস্বরূপ বিষয়ক অজ্ঞানই তাহার মুখ্য কারণ। তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে প্রথমতঃ নিজে তদুপযোগী অধিকারী হওয়া উচিত ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায়) সর্ব্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ (প্রকাশিত) ন (হই না), [এই জন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ় লোক) মাং (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অব্যয়ং (ক্ষয়শূন্য) [বলিয়া] ন অভিজানাতি (জানিতে পারে না) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি সকল লোকের নিকট প্রকাশিত হই না; কেননা, যোগমায়ায় আচ্ছাদিত থাকায় আমি যে জন্মমরণরহিত পরমেশ্বর তাহা লোকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদজ্ঞানং কিংনিমিত্তমিতি? উচ্যতে—নাহমিতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য লোকস্য। কেষাঞ্চিদেব মদ্ভক্তানাং প্রকাশোঽহমিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগমায়াসমাবৃতঃ —যোগো গুণানাং যুক্তির্ঘটনং। সৈব মায়া যোগমায়া। অথবা ভগবতো যঃ সঙ্কল্পঃ স এব যোগঃ। তদ্বশবর্ত্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া। চিন্তনসামর্থ্যং যোগো ভগবতঃ। তৎকৃতা মায়া যোগমায়া তয়া যোগমায়য়া সমাবৃতঃ সংছন্ন ইত্যর্থঃ। অত এব মূঢ়ো লোকোঽয়ং নাভিজানাতি মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি। কিন্তু মদ্ভক্তানামেব। যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ। যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ। স এব মায়াঘটমানঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ। তয়া সংছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপাজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ং চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫ ॥

• বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপ ধারণকালে অলোকসামান্য লক্ষণ সত্ত্বেও কেন লোকে তাঁহাকে সাধারণ জীব বলিয়া মনে করে অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে একান্ত অনুরাগ ভিন্ন তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তাঁহার এই সুত সিদ্ধ সঙ্কল্পশক্তিই যোগমায়ারূপে তাঁহারই স্বরূপকে লোকবুদ্ধির বহির্ভূত—গুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাই ভক্তিহীন মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। মায়াবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে হইলে সরল বিশ্বাস ও অকপট ভক্তির নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তিহীন ব্যক্তির নিকট তিনি মেঘাচ্ছাদিত রবির ন্যায় চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকেন॥ ২৫॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। ভক্তি বলিলে লোকে সাধারণত যাহা বুঝিয়া থাকে তাহা গৌণী ভক্তি। উহার যথাযথ সাধনে চিত্তের শুদ্ধি (নিরোধ) হইতে পারে কিন্তু উহা ঈশ্বরস্বরূপদর্শনের সাক্ষাৎ কারণ নহে। অসমাহিত চিত্ত কোন না কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণ করিবে তাহা ভগবৎস্বরূপ ধারণা করিতে পারে না। চিত্তনিরোধেই ঈশ্বর স্বরূপতঃ প্রকাশিত হয়েন। (গীতার সন্দীপনী ৭।২৮ ১৩।১১ এবং পরিব্রাজক মহোদয়ের ব্যাখ্যাত ১৮ ও ১১ নারদভক্তিসূত্র দ্রষ্টব্য)॥ ২৫॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) সমতীতানি (ভূত) বর্ত্তমানানি (বর্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (সমস্ত বিষয়) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (অবগত নহে)॥ ২৬॥

বঙ্গানুবাদ। আমি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালের সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছি, কিন্তু হে অর্জ্জুন! কেহই আমাকে অবগত নহে॥ ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্য যোগমায়য়া সমাবৃতং মাং লোকো নাভিজানাতি নাসৌ যোগমায়া মদীয়া সতী মদীশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি। যথান্যস্যাপি মায়াবিনো মায়া জ্ঞানং তদ্বৎ। যত এবমত —বেদাহমিতি। অহং তু বেদ জানে। সমতীতানি সমতিক্রান্তানি ভূতানি। তথা বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি বেদাহম্। মাং তু বেদ ন কশ্চন। মদ্ভক্তং মচ্ছরণমেকং মুক্ত্বা। মত্তত্ত্ববেদনাভাবাদেব ন মাং ভজতে॥ ২৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বমায়য়া স্বস্বরূপমনবভাসহেতুক। তামব যথা স্বাতনর মায়াবস্তাণশক্তিবের্দর্শনপ্রতিবন্ধনস্তাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি চ ভবিষ্যাণি চাগামীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি। মায়াশ্রয়মানম। তথা মায়ব্যামোহাস্মাকভাবানুসন্ধিত প্রসিদ্ধ। মাং তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতঃ। প্রসিদ্ধ নিলেপক মায়ায়া স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বং নেতি॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সংমোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান স্বয় সর্ব্বজ্ঞ সুতরা যোগমায়াবরণ জন্য তাঁহার ত্রিকালদর্শিতার বিন্দুমাত্র বিঘ্ন হইতেছে না কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া জীবকে এমনই অধীভূত করিয়া রাখিয়াছে যে জীবগণ তাহা অতিক্রম করিয়া ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। যেমন সূর্য্যের প্রখর কিরণপাতে কুজ্ঝটিকা অপনীত হইয়া যায় তদ্রূপ তীব্র ভক্তির বেগ সাধুহৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে যোগমায়ার দুরত্যয় আবরণও বিদূরিত হইয়া যায়। অভক্তির চক্ষে তাঁহাকে কোনমতেই দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ২৬ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি বশত ই জীব আপনাকে স্বতন্ত্র ভাবিয়া এব বিবিধ বিষয়চিন্তায় অভিভূত হইয়া ভগবানের চিন্মাত্র বা চিদঘন স্বরূপ লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না। দেহাত্মবোধ ত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক প্রেমের আবেশেই জীবের চিত্ত বিষয়চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া ভগবৎসত্তায় অভিন্নভাব লাভ করে নচেৎ ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায়ান্তর নাই ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত) পরন্তপ (হে পরন্তপ!) সর্গে (স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছাদ্বেষজনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (দ্বন্দ্বজনিত মোহ দ্বারা) সর্ব্বভূতানি (প্রাণিগণ) স মোহ যান্তি (অভিভূত হয়)॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! হে পরন্তপ! প্রাণিগণের স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে তাহারা ইচ্ছাদ্বেষজনিত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব কর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেন পুনস্তত্ত্ববেদনপ্রতিবদ্ধাঃ প্রতিবদ্ধানি সন্তি জায়মানানি সর্ব্বভূতানি মা ন বিদন্তীত্যপেক্ষায়ামিদমাহ ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন। ইচ্ছা চ দ্বেষশ্চেচ্ছাদ্বেষৌ। তাভ্যা সমুত্তিষ্ঠতীতীচ্ছাদ্বেষসমুত্থ। তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন। কেনেতি বিশেষাপেক্ষায়ামিদমাহ দ্বন্দ্বমোহেনেতি। দ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো দ্বন্দ্বমোহ। তাবেবেচ্ছাদ্বেষৌ শীতোষ্ণবৎ পরস্পরবিরুদ্ধৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুবিষয়ৌ যথাকাল সর্ব্বভূতৈঃ স বধ্যমানৌ দ্বন্দ্বশব্দেনাভিধীয়েতে। তত্র যদেচ্ছাদ্বেষৌ সুখদুঃখতদ্ধেতুস প্রাপ্ত্যা লব্ধাত্মকৌ ভবতস্তদা তৌ সর্ব্বভূতানা প্রজ্ঞায়াঃ স্ববশাপাদনদ্বারেণ পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়জ্ঞানোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকারণ মোহ জনয়ত। ন হি ইচ্ছাদ্বেষদোষবশীকৃতচিত্তস্য যথাভূতার্থবিষয়জ্ঞানমুৎপদ্যতে বহিরপি। কিমু বক্তব্য তাভ্যামাবিষ্টবুদ্ধেঃ স মূঢ়স্য প্রত্যগাত্মনি বহুপ্রতিবন্ধে জ্ঞান নোৎপদ্যত ইতি? অতস্তেনেচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ভরতান্বয়জ সর্ব্বভূতানি স মোহিতানি সন্তি সংমোহ স মূঢ়তা সর্গে জন্মন্যুৎপত্তিকাল ইত্যেতৎ—যান্তি গচ্ছন্তি হে পরন্তপ। মোহবশান্যেব সর্ব্বভূতানি জায়মানানি জায়ন্ত ইত্যভিপ্রায়। যত এবমতস্তেন দ্বন্দ্বমোহেন প্রতিবদ্ধপ্রজ্ঞানানি সর্ব্বভূতানি স মোহিতানি মামাত্মভূত ন জানন্তি। অত এবাত্মভাবেন মা ন ভজন্তে॥ ২৭ ॥

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পবমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং। তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ। সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূল ইচ্ছা। তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষঃ। তাভ্যাং সমুখঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশঃ। তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সংমোহং যান্তি-অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি। অতস্তানি মত্ত্বজ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীব স্থূল দেহ লাভ করিলেই অনুকূল বিষয় লাভে ইচ্ছা ও প্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ করিয়া থাকে। শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণাদিতে ব্যাকুল হয় এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী এরূপ অভিমানযুক্তও হয় যোগমায়ার ন্যায় এই বিষম দ্বন্দ্বদৃষ্টিও ভগবদ্দর্শনের বিষম প্রতিবন্ধক। ভগবান্ "ভারত" পদে অর্জ্জুনের পবিত্র কুলমর্য্যাদা ও "পরন্তপ" পদ দ্বারা তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনসামর্থ্যের মর্যাদা দেখাইয়া দিলেন। যাহারা রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত, ভগবান্‌কে তাহারাও দর্শন করিতে পায় না ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেষাং তু (যে সকল) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যশীল) জনানাং (ব্যক্তিগণের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (বিনষ্ট হইয়াছে) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (দ্বন্দ্বমোহশূন্য) তে (সেই) দৃঢ়ব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজনা করিয়া থাকেন) ॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ। পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদিগের পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে সেই দ্বন্দ্বমোহবিনির্ম্মুক্ত ব্যক্তিগণই আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে পুনরনেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তাঃ সন্তস্ত্বাং বিদিত্বা যথাশাস্ত্রমাত্মভাবেন ভজন্ত ইত্যপেক্ষিতমর্থং দর্শয়িতুমুচ্যতে—যেষামিতি। যেষাং তু পুনরন্তগতং সমাপ্তপ্রায়ং ক্ষীণং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। পুণ্যং কর্ম্ম যেষাং সত্ত্বশুদ্ধিকারণং বিদ্যতে তে পুণ্যকর্ম্মাণঃ। তেষাং পুণ্যকর্ম্মণাম্। তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা যথোক্তেন দ্বন্দ্বমোহেন নির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং পরমাত্মানম্। দৃঢ়ব্রতাঃ। এবমেব পরমার্থতত্ত্বং নান্যথেত্যেবং সর্ব্বপরিত্যাগব্রতেন নিশ্চিতবিজ্ঞানা দৃঢ়ব্রতা উচ্যন্তে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—যেষামিতি। যেষাং তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্ম্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "সর্ব্বভূতানি সংমোহং যান্তি" এতদ্বচনে ভগবান্ সকল প্রাণীরই মোহপ্রাপ্তির কথার সূচনা করিয়াছেন। আবার আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥ ২৯॥

ভক্তের কথা উল্লেখ করায় পাছে অর্জ্জুনের ভগবদ্বাক্যে বিরোধ বোধ হয়, তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, প্রাণিমাত্রই মায়ায় মোহিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের পাপরাশি বিধৌত হইয়া যায়, তাঁহাদের দ্বন্দ্বমোহাদি ধীরে ধীরে অপনীত হয়। দ্বন্দ্বমোহাদি দূর হইলেই চিত্তের একাগ্রতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তাবুদ্ধি ও ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। যে (যাঁহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ-নিবারণার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (অবলম্বন পূর্ব্বক) যতন্তি (সাধন করেন) তে (তাঁহারা) তৎ (সেই সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) কৃৎস্নং (নিখিল) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম বিষয়) অখিলং কর্ম্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম্ম) বিদুঃ (জানেন)॥ ২৯।

বঙ্গানুবাদ। যে সকল ব্যক্তি জরামরণাদি নিবারণার্থে আমাকে (সগুণ ব্রহ্মকে) অবলম্বন পূর্ব্বক সাধনা করিতে থাকেন, তাঁহারা "তৎ" পদের লক্ষ্যার্থরূপ নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং অপরিচ্ছিন্ন "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ আত্মাকে এবং শ্রবণমননাদি সাধনরাশি অবগত হয়েন॥ ২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে কিমর্থং ভজন্ত ইতি? উচ্যতে জরেতি। জরামরণমোক্ষায় জরামরণয়োর্ম্মোক্ষার্থম্। মাং পরমেশ্বরমাশ্রিত্য মৎসমাহিতচিত্তাঃ সন্তো যতন্তি প্রযতন্তে যে তে যদ্ব্রহ্ম পরং তদ্বিদুঃ। কৃৎস্নং সমস্তম্। অধ্যাত্মং প্রত্যগাত্মবিষয়ং বস্তু। তদ্বিদুঃ। কর্ম্ম চাখিলং সমস্তং বিদুঃ॥ ২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চ মাং ভজন্তঃ সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ জরেতি। জরামরণয়োর্ম্মোক্ষায় নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ। কৃৎস্নমধ্যাত্মং চ বিদুঃ। যেন তৎ প্রাপ্তব্যং তৎ দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানং চ জানীতার্থঃ। তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তীত্যর্থঃ॥ ২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা কামনাসিদ্ধিরূপ ফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল মুক্তির জন্য সাধনা, অর্থাৎ উপাসনাদি ক্রিয়ায় তৎপর হয়েন, তাঁহাদিগের সোপাধিক বা সগুণ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করিলেও উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় না। মনে কর, তুমি পাপভারে আক্রান্ত হইয়া নির্গুণ পরব্রহ্মের নিকট পাপ মোচনার্থ প্রার্থনা করিলে; যিনি নির্গুণ, তাঁহাতে দয়ারূপ গুণের সম্ভব না থাকায়, যিনি প্রকৃতির অতীত তাহাতে তোমার দুঃখবেদনার-পাপের আনামানার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইতে না পারায়, যিনি নির্ব্বিকার, নিস্তরঙ্গ, তোমার

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

জন্য তাঁহার স্বভাবের ভাবান্তর না হওয়ায়, তোমার পাপভার মোচন হইল না। তোমার স্তুতিমিনতি নির্গুণ ব্রহ্মকে বিচলিত করিতে পারে না। যিনি দয়াময়, তিনি সগুণ; তোমার দুঃখাপনোদনের বাসনা হইলে তুমি *সেই সগুণ দয়াময়কে* ব্যতীত আর কাহাকে ডাকিবে? *কৃপাসিন্ধু সগুণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত আর কেই বা তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?* সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিলে নির্গুণ ব্রহ্মকে এবং তৎপ্রাপ্তির গুহ্যসাধন-রহস্যরাশিও বিদিত হইতে পারা যায়॥ ২৯॥

অন্বয়বোধিনী। যে চ (আর যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবের সহিত) সাধিযজ্ঞং চ (ও অধিযজ্ঞের সহিত) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) তে (সেই) যুক্তচেতসঃ (সমাহিতমনা ব্যক্তিগণ) প্রয়াণকালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন)॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে চিন্তা করিয়া থাকে, তাঁহারা মরণকালেও আমাকেই বিদিত হইয়া থাকেন॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সাধীতি। সাধিভূতাধিদৈবং—অধিভূতং চাধিদৈবং চাধিভূতাধিদৈবং। সহাধিভূতাধিদৈবেন বর্ত্তত ইতি সাধিভূতাধিদৈবং চ মাং যে বিদুঃ। সাধিযজ্ঞং চ সহাধিযজ্ঞেন সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ। প্রয়াণকালে মরণকালেঽপি চ মাং তে বিদুঃ। যুক্তচেতসঃ সমাহিতচিত্তা ইতি॥ ৩০॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চৈবংভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহাধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি তে যুক্তচেতসো মদ্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি। ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি। অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ॥ ৩০॥

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সংপ্রকাশিতম্॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মরণকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল বিবশ হইয়া আসে। নানা যাতনা ও ক্লেশে অভিভূত হইয়া তাহাদের স্ফূর্তি শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ নিতান্ত ক্ষীণ ও তাহাদের বাহ্যকারিণী শক্তি নষ্ট হইলে মনও অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন তোমার ভগবৎকথা বলিবার এবং ভগবৎকথা শুনিয়া ভগবদনুরাগী হইবার শক্তি সামর্থ্যও থাকে না। যে মন চিরদিন বিষয় চিন্তা করিয়া আসিয়াছে সে মনও তখন স্বয়ং ব্রহ্মচিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশি সেই সময়ে একে একে উঠিতে থাকে। যদি তুমি চিরদিনই পুত্র কলত্র আদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক তবে মরণকালে তোমার চিরাভ্যস্ত সেই বিষয়গুলি ক্রমানুয়ে মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। আর যদি চিরদিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তা করিয়া থাক তবে মরণকালে তুমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও কেহ তোমাকে ভগবানের কথা না শুনাইলেও ভগবত্তত্ত্ববিষয় তোমার চিরাভ্যস্ত বলিয়া উহা আপনা আপনিই তোমার মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান—অচেতন—মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও ভগবদ্ভাবভ্রষ্ট হয়েন না। ভক্ত অচেতন হইয়া যদি ভগবানকে স্মরণ করিতে নাও পারেন চির আরাধিত ভক্তবৎসল ভগবান তখন স্বয়ং ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। শিশু যেমন মাতার অঞ্চল ধরিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয় তখন মাতা যেমন সেই চেষ্টা চৈতন্যহারা শিশুকে স্বয়ং উদ্যত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন সেইরূপ ভক্ত স্বভাবের নিয়মে মরণ মূর্চ্ছায় অচেতন হইলেও চৈতন্য স্বরূপ ভগবান ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষুহৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন।

ভগবান এত সপ্তমাধ্যায়ে উত্তমাধিকারিগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দ্বারা তৎপদ প্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন এবং মধ্যমাধিকারীদিগের জন্য শক্তিরূপ মুখ্য-বৃত্তি দ্বারা তৎপদ প্রতিপাদ্য ধ্যেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন॥ ৩০॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জগতের তাবৎ পদার্থ পদার্থে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভে এবং দেহস্থিত পুরুষ সর্ব্বান্তর্য্যামিস্বরূপে একমাত্র ভগবানই নিত্য বিরাজমান। তাঁহারই পরা ও অপরা প্রকৃতি দ্বারা বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে – (৭।৫ ও ৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যিনি নিজ জীবনে ভগবানকে এইভাবে চিন্তন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহার মনে মৃত্যুকালেও ভাব স্মৃতি স্বতঃই উদিত হয়।

এই সপ্তমাধ্যায়ে নিবৃত্তি পরায়ণ উত্তমাধিকারিগণের জন্য ভগবানের বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ লাভের উপদেশ এবং প্রবৃত্তিমার্গগামী মধ্যমাধিকারিগণের নিমিত্ত তাঁহার বিবিধ সগুণ ধ্যানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমদবধূতাশ্রমী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি মহোদয় প্রণীত গীতাসন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যায়
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥ ১॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্ (ব্রহ্ম কি)? অধ্যাত্মং কিং (অধ্যাত্ম কি)? কর্ম্ম কিম্ (কর্ম্ম কি)? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং (অধিভূত কাহাকে বলে)? কিং চ অধিদৈবম্ (অধিদৈবই বা কাহাকে) উচ্যতে (বলা যায়)? মধুসূদন (হে মধুসূদন!) অধিযজ্ঞঃ কঃ (অধিযজ্ঞ কি)? অত্র দেহে (এই দেহে) কথং (কি প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াণকালে চ (এবং মরণকালে) নিয়তাত্মভিঃ (সমাহিতচিত্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক) কথং (কিরূপে) (তুমি) জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞানগম্য) অসি (হও)? ॥১।২॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন বলিলেন, হে পুরুষোত্তম মধুসূদন! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্মই বা কাহাকে বলে? কর্ম্মই বা কি? অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞই বা কিরূপে চিন্তা করিতে হয়? অধিযজ্ঞ এই দেহের মধ্যে বা বাহিরে অবস্থিত? আর মরণকালে সমাহিতচিত্ত পুরুষগণের নিকট তুমি কি উপায়েই বা জ্ঞানগম্য হও॥ ১।২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমিত্যাদিনা ভগবতার্জ্জুনস্য প্রশ্নবীজান্যুপদিষ্টানি। অতস্তৎপ্রশ্নার্থমর্জ্জুন উবাচ—কিং তদিতি॥ ১।২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—কিং তদ্‌ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাং। স্পষ্টোঽর্থঃ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা? প্রযোজকঃ ফলদাতা চ কঃ ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণাসাবস্মিন্ দেহে স্থিতো যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থং। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি? ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। মরণকাল উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয়সকল বিবশ হইয়া আসে। নানা যাতনা ও ক্লেশে অভিভূত হইয়া তাহাদের স্ফূর্তি শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ নিতান্ত ক্ষীণ ও তাহাদের কার্য্যকারিণী শক্তি নষ্ট হইলে, মনও অভিভূত হইয়া পড়ে। তখন তোমার ভগবৎকথা বলিবার এবং ভগবৎকথা শুনিয়া ভগবদনুরাগী হইবার শক্তি সামর্থ্যও থাকে না। যে মন চিরদিন বিষয় চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সে মনও তখন স্বয়ং ব্রহ্মচিন্তা করিতে সমর্থ হয় না। তাহার চিরদিনের অভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশি সেই সময়ে একে একে উঠিতে থাকে। যদি তুমি চিরদিনই পুত্র কলত্র আদিকে স্নেহ করিয়া আসিয়া থাক, তবে মরণকালে তোমার চিরাভ্যস্ত সেই বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। আর যদি চিরদিন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তন করিয়া থাক, তবে মরণকালে তুমি ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে না পারিলেও—কেহ তোমাকে ভগবানের কথা না শুনাইলেও, ভগবত্তত্ত্ববিষয় তোমার চিরাভ্যস্ত বলিয়া উহা আপনা আপনিই তোমার মনোমধ্যে উদিত হইতে থাকিবে। ভগবদ্ভক্ত অজ্ঞান—অচেতন—মূর্চ্ছিত অবস্থাতেও ভগবদ্ভাবভ্রষ্ট হয়েন না। ভক্ত অচেতন হইয়া যদি ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে নাও পারেন, চির আরাধিত ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন স্বয়ং ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। শিশু যেমন মাতার অঞ্চল ধরিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ যদি পিচ্ছিল ভূমিতে পতিত ও মূর্চ্ছিত হয়, তখন মাতা যেমন সেই চেষ্টাচৈতন্যহারা শিশুকে স্বয়ং উদ্যত হইয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন, সেইরূপ ভক্ত স্বভাবের নিয়মে মরণ-মূর্চ্ছায় অচেতন হইলেও চৈতন্য-স্বরূপ ভগবান্ ভক্তের চিরাভ্যস্ত অনুরাগের আকর্ষণে মুমূর্ষুহৃদয়ে প্রকাশিত হয়েন।

ভগবান্ এতং সপ্তমাধ্যায়ে উত্তমাধিকারিগণের প্রতি লক্ষ্যা-বৃত্তি দ্বারা তৎ-পদ-প্রতিপাদ্য জ্ঞেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন, এবং মধ্যমাধিকারীদিগের জন্য শক্তিরূপ মুখ্য-বৃত্তি দ্বারা তৎপদপ্রতিপাদ্য ধ্যেয় ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিলেন॥ ৩০॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জগতের তাবৎ নশ্বর পদার্থে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হিরণ্যগর্ভে এবং দেহস্থিত পুরুষে সর্ব্বাত্মকস্বরূপে একমাত্র ভগবানই নিত্য বিরাজমান। তাঁহারই পরা ও অপরা প্রকৃতি দ্বারা বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে —(৭।৫, ৬, ৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যিনি নিজ জীবনে ভগবান্‌কে এইভাবে চিন্তন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহার হৃদয়ে মৃত্যুকালেও ভগবৎস্মৃতি স্বতঃই উদিত হয়।

এই সপ্তমাধ্যায়ে নিবৃত্তি-পরায়ণ উত্তমাধিকারিগণের জন্য ভগবানের বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ লাভের উপদেশ এবং প্রবৃত্তি মার্গগামী মধ্যমাধিকারিগণের নিমিত্ত তাঁহার বিবিধ সগুণ ধ্যানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয়-প্রণীত
"গীতার্থসন্দীপনী" নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

ওঁকারস্য চোদিতোক্ষরং ব্রহ্মেতি পরেণ বিশেষণাদগ্রহণং। পরমমিতি চ নিরতিশয়ে ব্রহ্মণ্যক্ষর উপপন্নতরং বিশেষণম্। তস্যৈব পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ—স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ—অধ্যাত্মমুচ্যতে। আত্মানং দেহমধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতেঽধ্যাত্মশব্দেনাভিধীয়তে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ—ভূতানাং ভাবো ভূতভাবঃ। তস্যোদ্ভবো ভূতভাবোদ্ভবঃ। তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ। ভূতবস্তূৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ। বিসর্গো বিসর্জ্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদের্দ্রব্যস্য পরিত্যাগঃ। স এষ বিসর্গলক্ষণো যজ্ঞঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ কর্ম্মশব্দিত ইত্যেতৎ। এতস্মাৎ হি বীজভূতাদ্বৃষ্ট্যাদিক্রমেণ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতান্যুদ্ভবন্তি ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরম্। ননু জীবোঽপ্যক্ষরঃ। তত্রাহ—পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম "এতস্মৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তী"তি শ্রুতেঃ (ক)। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতো জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ। স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ। উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেনভবনমুদ্ভবঃ। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ (খ)। ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ। তৌ ভূত ভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ। সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ। স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অবিনশ্বর, যিনি অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপী এবং ওতপ্রোত ভাবে যিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তিনিই অক্ষর। যিনি উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জ্জিত, যিনি সকলের দ্রষ্টা, যিনি সকলের মূল এবং শেষগতি, যিনি কার্য্যের উপক্রম ও উপসংহার-স্বরূপ, তিনিই অক্ষর, তিনিই ব্রহ্ম। এই অক্ষর চৈতন্যের স্বরূপভূত প্রত্যক্ চৈতন্য দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম নামে কথিত হইয়া থাকেন। ইন্দ্রাদির উদ্দেশে যাগযজ্ঞ, হোম, দানাদি যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই যাগযজ্ঞাদি শস্যাদি উৎপত্তির কারণ এই জীবগণের পীড়াদিসন্তাপহারক ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেহভৃতাং বর (হে প্রাণিশ্রেষ্ঠ।) ক্ষরঃ (নশ্বর) ভাবঃ (পদার্থই) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষ চ (এবং (হিরণ্যগর্ভই) অধিদৈবতং (অধিদৈব), অহমেব (আমিই) অত্র দেহে (এই দেহে) অধিযজ্ঞঃ (অধিযজ্ঞরূপে) [আছি] ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে জীবশ্রেষ্ঠ! নশ্বর পদার্থ অধিভূত, হিরণ্যগর্ভ নামা

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮। (খ) মনু, ৩।৭৬।

শ্রীভগবানুবাচ।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।।৩।।

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সপ্তমাধ্যায়ের শেষে "তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নম্" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে যে জ্ঞেয় সপ্ত পদার্থের সূচনা করিয়াছেন, অষ্টম অধ্যায়ে তাহাই বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান্ যে সকল গুহ্য বহস্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিবার জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! ব্রহ্ম কি? তিনি সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? এই দেহরূপ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া যিনি অবস্থিতি করিতেছেন সেই অধ্যাত্ম ভৌতিক অথবা চৈতন্যস্বরূপ? কর্ম্ম, যজ্ঞাদি অথবা তাহা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ? অধিভূত বলিয়া তুমি পৃথিব্যাদি কার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছ, অথবা ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝাইয়াছ? দেবতাগণের ধ্যানকে তুমি অধিদৈব বলিয়াছ, অথবা আদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি জীবচৈতন্যের নাম অধিদৈব? যজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া যিনি অবস্থান করেন তিনিই অধিযজ্ঞ, কিংবা উহা কোন দেবতাবিশেষের নাম, অথবা পরব্রহ্মকেই অধিযজ্ঞ বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছ? সেই অধিযজ্ঞকে কিরূপে চিন্তা করিতে হয় তাদাত্ম্যরূপে অথবা অভেদরূপে? সেই অধিযজ্ঞ দেহের ভিতরে থাকেন, অথবা বাহিরে? যদি ভিতরে থাকেন তবে তিনি বুদ্ধি আদি রূপে বিরাজিত, অথবা স্বতন্ত্র? মৃত্যুকালে চিত্ত বিবশ হইয়া পড়িলে, অর্থাৎ ভক্ত ব্যাধির বেদনায় অজ্ঞান—অচেতন হইয়া পড়িলে, যদি শেষকালে তোমাকে ডাকিতে না পারে বা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে হে কৃষ্ণ! তুমি কিরূপে তোমার চিরানুগত ভক্তের হৃদয়ে উদিত হও? ভগবান্ সমস্ত অগোচর বিষয় বিদিত আছেন, এইজন্য তাঁহাকে "পুরুষোত্তম", এবং তিনি পরম কারুণিক, এইজন্য "মধুসূদন" বলিয়া অর্জ্জুন সম্বোধন করিয়াছেন।।১।২।।

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন) অক্ষরং (অব্যয়স্বরূপই) পরমং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম), স্বভাবঃ (স্বভাব) অধ্যাত্মম্ উচ্যতে (অধ্যাত্ম বলিয়া কথিত হয়), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তি-বৃদ্ধিকর) বিসর্গঃ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) কর্ম্ম সংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়) ।। ৩ ।।

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর তিনিই ব্রহ্ম, স্বভাবই অধ্যাত্ম, প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যজ্ঞাদিই কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ।।৩।।

শাঙ্করভাষ্যম্। এষাং প্রশ্নানাং যথাক্রমং নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি। অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরং পরমাত্মা। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গীতি" শ্রুতেঃ (ক)।

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৮।৯।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬॥

(তিনি) মদ্ভাবং (আমার স্বরূপ) যাতি (লাভ করেন), অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ নাস্তি (সংশয় নাই)॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি মৃত্যুকালেও ভগবানের চিন্তা করিয়া এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, সে ব্যক্তি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্তকাল ইতি। অন্তকালে মরণকালে চ মামেব পরমেশ্বরং বিষ্ণুং স্মরন্ মুক্ত্বা পরিত্যজ্য কলেবরং শরীরং যঃ প্রয়াতি গচ্ছতি স মদ্ভাবং বৈষ্ণবং তত্ত্বং যাতি। নাস্তি ন বিদ্যতেঽত্রাস্মিন্নর্থে সংশয়ঃ—যাতি বা ন বেতি॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রাণপ্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যস্য সপ্তমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ ... পায়ং তৎফলং চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণার্চিরাদিমার্গেণোত্তরায়ণপথা যাতি স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি। অত্র সংশয়ো নাস্তি। স্মরণং জ্ঞানোপায়ঃ। মদ্ভাবপ্রাপ্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যদোষে জীবিতকালে ভোগাসক্ত হইয়া ভগবদ্-ভাবনায় অশক্ত হয়, সেও যদি মরণকালে ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া পড়িলে মনে মনে ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও ভগবানের স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। সগুণ নির্গুণ যেরূপেই হউক, ভগবানের চিন্তা করিলেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৫॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। আজীবন ভক্তিভাবে শরণাগত হইয়া ভগবানের উপাসনা করিলেই মৃত্যুকালেও তাঁহাকে স্মরণ করিবার সম্ভাবনা থাকে, নতুবা শেষ সময়ে ভোগাসক্ত জীবের চিত্ত অবশভাবে বিষয়-চিন্তাই করিয়া থাকে, কিন্তু কোনও রূপে সেই সময় ভগবানের চিন্তা করিতে পারিলে তাহার অমোঘ ফল অবশ্যই হইবে। এই জন্যই বিষয়ী পুরুষের মৃত্যুকালে আত্মীয়স্বজন তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন (৬ ও ৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য॥ ৫॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) [জীবঃ] অন্তে (মরণকালে) যং যং বা অপি (যে যে) ভাবং (ভাব) স্মরন্ (স্মরণ করিয়া) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করে), সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই ভাব চিন্তাপরায়ণ পুরুষ) তং তম্ এব (সেই সেই ভাবই) এতি (প্রাপ্ত হয়)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! চিরজীবনে সর্ব্বদা চিন্তা জন্য মরণকালে যে যাহা ভাবনা করিয়া দেহত্যাগ করে সে সেই ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥৬॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

পুরুষ অধিদৈব এবং বিষ্ণুর স্বরূপ অধিযজ্ঞ পুরুষ আমিই, এই অধিযজ্ঞ পুরুষই মনুষ্যদেহে বিদ্যমান থাকেন ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধিভূতমিতি। অধিভূতং প্রাণিজাতমধিকৃত্য ভবতীতি কোহসৌ? ক্ষরঃ। ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী ভাবো যৎ কিঞ্চিজ্জনিমদ্বস্তিত্যর্থঃ। পুরুষঃ পূর্ণমনেন সর্ব্বমিতি। পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ। আদিত্যান্তর্গতো হিরণ্যগর্ভঃ সর্ব্বপ্রাণিকরণানামনুগ্রাহকঃ। সোঽধিদৈবতম্। অধিযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞাভিমানিনী বিষ্ণ্বাখ্যা দেবতা। যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ (ক)। স হি বিষ্ণুরহমেব। অত্রাস্মিন্ দেহে যো যজ্ঞস্তস্যাহমধিযজ্ঞঃ। যজ্ঞো হি দেহনির্ব্বর্ত্ত্যত্বেন দেহসমবায়ীতি দেহাধিকরণো ভবতি দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ। ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত"। ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহেঽন্তর্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকস্তৎফলদাতা চ। কথমিত্যস্যাপুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভি চাকশীতি ॥ (খ) দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধয়ংস্ত্বমপ্যেবংভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিনাশোৎপত্তিযুক্ত পদার্থমাত্রই অধিভূত। যিনি সমষ্টি লিঙ্গস্বরূপ এবং সূর্য্যাদি-রূপে ব্যষ্টি ভাব ধারণ করিয়া চক্ষুরাদিতে প্রকাশশক্তি বিধান করেন, সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য পুরুষই অধিদৈব এবং সর্ব্বযজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বযজ্ঞের ফলপ্রদাতা ও সর্ব্বযজ্ঞের অভিমানিরূপ বিষ্ণু অধিযজ্ঞ নামে কথিত হয়েন। ভগবান্ বাসুদেবই এই অধিযজ্ঞ। এই অধিযজ্ঞ পুরুষ দেহমধ্যে থাকিয়াও বুদ্ধি আদি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে 'দেহভৃতাং বর" সম্বোধন দ্বারা ভগবত্তত্ত্বাবগতির জন্য যে তাঁহার পূর্ণ অধিকার ও সামর্থ্য আছে—তাহারই সঙ্কেত করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অন্তকালে চ (মৃত্যুকালেও) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরন্ (চিন্তা করিয়া) কলেবরং (দেহ) মুক্ত্বা (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রয়াণ করেন) সঃ

(ক) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ১।৭।৪।৪। (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।১।১।

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥ ৭॥

মুক্তি লাভ করেন, আর তাঁহাদের দেহ ধারণ করিতে হয় না। জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ দেহাবসানকালে বিদেহকৈবল্য লাভ করেন। তাঁহাদের লিঙ্গশরীর প্রাণবায়ু সহ পৃথক হইয়া কোথাও গমন করে না। (২।৭২ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য)॥ ৬॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (চিন্তা কর), যুধ্য চ (ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) অসংশয় (ইহাতে সন্দেহ নাই)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব সর্ব্বদা আমাকে চিন্তা কর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, এবং মনোবুদ্ধি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর। তাহা হইলে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবমন্ত্যা ভাবনা দেহান্তরপ্রাপ্তৌ কারণং—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর। যথাশাস্ত্রং যুধ্য চ যুদ্ধং চ স্বধর্ম্মং কুরু। ময়ি বাসুদেবেঽর্পিতে মনোবুদ্ধী যস্য তব, স ত্বং ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ সন্ মামেব যথাস্মৃতমেষ্যসি আগমিষ্যসি। অসংশয়ো ন সংশয়োঽত্র বিদ্যতে॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুঃ। ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সংভবতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর চিন্তয়। সততং স্মরণং চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি। অতো যুধ্য চ যুধ্যস্ব। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ। এবং ময্যর্পিতং মনঃ সংকল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বং মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন মদ্বিষয় এবায়ং নিয়মঃ। কিং তর্হি? যং যমিতি। যং যং বাপি—যং যং ভাবং দেবতাবিশেষং স্মরন্ চিন্তয়ন্ ত্যজতি পরিত্যজত্যন্তে প্রাণবিয়োগকালে কলেবরং। তং তমেব স্মৃতং ভাবমেবৈতি। নান্যম্। হে কৌন্তেয় সদা সর্ব্বদা। তদ্ভাবভাবিতঃ—তস্মিন্ ভাবস্তদ্ভাবঃ। স ভাবিতঃ স্মর্য্যমাণতয়াঽভ্যস্তো যেন স তদ্ভাবভাবিতঃ। তাদৃশঃ সন্॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ। কিং তর্হি?—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বান্যমপি বান্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং। তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি যে বস্তু চিরদিন অনুরাগ সহ তীব্রভাবে ভাবনা করে জীবিতাবস্থাতেও তাহার অন্তঃকরণ সেই সেই বস্তুর ভাবানুরূপ সংগঠিত হইয়া যায়। তৈলপায়িকা অত্যন্ত ভয় জন্য ভ্রমর কীটের [কাঁচপোকা] চিন্তাবশতঃ ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই নিজদেহ পরিণাম পূর্ব্বক ভ্রমররূপী হইয়া যায়। নন্দিকেশ্বর সর্ব্বদা সদাশিবের ভাবনা করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন। যে বিষয়ের তীব্রচিন্তা সর্ব্বদা মনোমধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে মলিন হউক বা সুন্দর হউক মনোময় সূক্ষ্মশরীর তদ্ভাবাপন্ন হইয়া যায়। যেরূপ স্বরূপ প্রতিবিম্ব [ফটোগ্রাফ] উঠাইবার সময়ে যে যেরূপ ভাবে থাকে তাহার প্রতিকৃতিও তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া যায় সেইরূপ মরণ সময়ে—স্থূলদেহ পরিত্যাগকালে—পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্যের ভোগায়তন স্বরূপ ভৌতিক দেহকে সূক্ষ্মশরীর যখন পরিত্যাগ করিয়া যায় (সঙ্কল্প বিকল্পের ক্ষয় না হওয়া বশতঃ) মনের সঙ্কল্প শক্তি তখন যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে সূক্ষ্মশরীর সেই সময়ে তদনুরূপ স্থূল ভোগায়তন রচনা করিয়া লয়। মরণকালে যে ব্যক্তি সংসারের ভোগ্য বিষয় চিন্তা করে সে পুনঃ পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। যিনি শিব বিষ্ণু আদি চিন্তা করেন তিনি তত্তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হন। আর যে ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রেমের আবেশে আত্মস্বাধা পূর্ব্বক সঙ্কল্প বিকল্প বর্জ্জিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন তিনি পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া মুক্তিপদ লাভ করেন। মরণমুহূর্ত্তের চিন্তাশক্তির প্রকৃতিভেদেই জীবের পুনর্জ্জন্ম বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৬॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (মন দ্বারা) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [সাধক] পরমং (পরম) দিব্যং পুরুষং (দিব্য পুরুষকে) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! [ভক্ত] সর্ব্বদা পরমাত্মচিন্তনের দ্বারা অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত ও অনন্যচিত্ত হইয়া পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। *কিঞ্চ—অভ্যাসেতি। অভ্যাসযোগযুক্তেন ময়ি চিত্তসমর্পণ-*বিষয়ীভূত একস্মিংস্তুল্যপ্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণো বিলক্ষণপ্রত্যয়ানন্তরিতোঽভ্যাসঃ। স চাভ্যাসো যোগঃ। তেন যুক্তং তত্রৈব ব্যাপৃতং যোগিনশ্চেতঃ। তেন চেতসা নান্যগামিনা। নান্যত্র বিষয়ান্তরে গন্তুং শীলমস্যেতি নান্যগামি। তেন নান্যগামিনা। পরং নিরতিশয়ং পুরুষং। দিব্যং দিবি সূর্য্যমণ্ডলে ভবং। যাতি গচ্ছতি। হে পার্থ। অনুচিন্তয়ন্ শাস্ত্রা-চার্য্যোপদেশমনুধ্যায়ন্নিত্যেতৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সংততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গং সাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ। স এব যোগ উপায়ঃ। তেন *যুক্তেনৈকাগ্রেণ। অত এব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য। তেন চেতসা। দিব্যং* দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব যাতীতি ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি বিষয়ের চিন্তা বা অন্য কোন দেবতার চিন্তা চিত্তকে অধিকার না করে, তবে চিত্ত অবিচলিত ভাবে পরমাত্মভাবনা করিতে পারে। এইরূপ নিরন্তর পরমাত্মচিন্তনাভ্যাসই সমাধিযোগ। নিত্য নিয়মিতাভ্যাস ব্যতীত সংস্কার জন্মে না, সংস্কার ব্যতীতও বাহিরের স্বভাবশক্তির উপর আধিপত্য জন্মে না। অভ্যাসজনিত সংস্কারই মরণকালে ভগবদাবির্ভাবের কারণ হয়। পরমাত্মার চিন্তা করিতে করিতে জীবের জীবত্ব বিদূরিত হয়, এবং জীবন থাকিতে এবং জীবনাবসানেও স্বপ্রকাশ পরমাত্ম-স্বরূপে স্থিতি করে ॥ ৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জীবিতাবস্থায় এবং জীবনাবসানে পরমাত্মস্বরূপে স্থিতিই যথাক্রমে জীবন্মুক্তি ও বিদেহ-কৈবল্য বলিয়া কথিত হয়, নিদিধ্যাসন দ্বারা চিত্তে অন্য চিন্তা উদয় হইতে না পাইলেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই নিরুদ্ধ চিত্তেই ভগবানের চিন্মাত্র সত্তার বিকাশ হইয়া থাকে। তাহা হইলেই দেহাত্ম-বোধরূপ বন্ধন ও জীবভাব বিদূরিত হইয়া যায়। এইরূপে জীবাত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বা আত্ম-বোধ হওয়াই মুক্তি ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) কবিং (সর্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদি) অনুশাসিতারম্

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮॥

ব্যতীতও অতর্কিতভাবে সম্পদ্‌বিপদ্ সকল সময়েই স্বয়মেব সমুদিত হয়। শৈশবে "মা" "বাবা" শব্দ অত্যভ্যস্ত ও সংস্কারগত হইয়া যাওয়ায় আকস্মিক ভয়ের উদয় হইলে লোকের মুখ হইতে বিনা চেষ্টায় অতর্কিত ভাবে আপনিই "মাগো।" 'বাপ্‌রে!" ইত্যাদি শব্দ বহির্গত হয়। এইরূপ যিনি শৈশবসুলভ সরলভাবে চিরদিন ভগবান্‌কে স্মরণ বা মনন করেন, অথবা রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা, শিব, হরি, আদি ব্রহ্মনাম জপ করেন, তিনি মরণকালে বিহ্বল বা অচেতন হইলেও—স্মরণাদি মনের ক্রিয়া না থাকিলেও, ভগবৎস্মৃতি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ আপনা-আপনি উদয় হইবে, এবং হরি, কৃষ্ণ আদি নামও আপনা-আপনি উচ্চারিত হইতে থাকিবে। পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ সংস্কার না জন্মিলে মরণমূর্চ্ছাকালে ভগবৎস্মরণ হওয়া অসম্ভব*॥ (৭।৩০, ৯।৩১, ১২।৮ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অর্জ্জুন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে স্ববর্ণাশ্রমোচিত যুদ্ধরূপ ক্রুরকর্ম্মে রত হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে নিবৃত্তিশীল থাকিলে তাঁহার রাজ্যলোভ বশতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তিই হইত না; কিন্তু ক্ষাত্র প্রকৃতির প্রেরণায় তিনি যুদ্ধে জয়লাভের আশায় দেবারাধনাদি করিয়াছেন। ভগবানে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সেই প্রবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিলেই নিষ্কামতা ও বিষয়ে বৈরাগ্য লাভের সম্ভাবনা। এই জন্য প্রবৃত্তিপ্রধান ব্যক্তিগণের শাস্ত্রানুসারে নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূল কোন কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক (২।৩১, ৩২ ও ৩৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য), নচেৎ প্রকৃত নিবৃত্তি আসিবে না। শাস্ত্রানুসারে প্রবৃত্তিমার্গে চলিলে পরিণামে নিবৃত্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী, স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করিলে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য-লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। (১৬।২৩ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)।

ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্মসমূহের মধ্যে (১৮শ অঃ। ৪৩) যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা ক্ষত্রিয়োচিত একটি বিশেষ ধর্ম্ম। এইজন্য যুদ্ধার্থ উপস্থিত অর্জ্জুনকে "যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও" বলিলেও ভগবান্ তাঁহাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে প্রেরণা করেন নাই, কিন্তু যুদ্ধেচ্ছায় সমাগত অর্জ্জুনকে তাঁহার কর্ত্তব্য মাত্র স্মরণ করাইয়া দিলেন। যুদ্ধ করিতে আসিয়া এবং অপর পক্ষের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি থাকিতে অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম-পালনে পশ্চাৎপদ হইলে তিনি চিত্তশুদ্ধি—নিষ্কামতা—লাভ করিতে পারিবেন না, এবং তাহার ভগবানে অনন্যভক্তিলাভের অধিকারও জন্মিবে না। ভগবানের শরণাগত হইয়া নিষ্কামভাবে স্বধর্ম্ম-সেবাই চিত্তশুদ্ধি ও ভগভক্তি-লাভের একমাত্র উপায়। কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে স্ববর্ণের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। (১৬ অঃ। ২৩ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য)॥ ৭॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসরূপ যোগযুক্ত)

* অভ্যাসের সংস্কার নষ্ট হয় না। স্বপ্নের ন্যায় উহার ক্রিয়াবোধকের অজ্ঞান হইতে থাকে। লোকে ভগবদ্ভক্তকে মূর্চ্ছিত দেখে বটে, কিন্তু তাঁহার মন ভগবান্‌কে বিস্মৃত হয় না। দেহান্তেও ভক্ত-ভগবৎস্মরণে সমর্থ হয়েন।

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

কল্পনা করাই অবিদ্যা। ভক্তি বা বৈরাগ্যযোগে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া অভিন্নভাবে আত্মসংস্থ হইলে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন। (৬।২৫ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার অধিষ্ঠানবশতঃ জগতের তাবৎকার্য্য হইতেছে, ইহা তাঁহার সত্তার মহিমামাত্র। (৯।৪, ১০ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঃ (তিনি) প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন (একাগ্র) মনসা (মনের দ্বারা) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) যোগবলেন চ এব (ও যোগবলের দ্বারা) যুক্তঃ (যুক্ত হইয়া) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে) প্রাণং (প্রাণকে) সম্যক্ (সম্যক্ রূপে) আবেশ্য (স্থাপন করিয়া) তং (সেই) পরং দিব্যং পুরুষং (পরম দিব্য পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি মৃত্যুকালে একাগ্র-মন, ভক্তি ও যোগ-বলের দ্বারা যুক্ত হইয়া এবং ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে সম্যক্ রূপে স্থাপন করিয়া সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—প্রয়াণেতি। প্রয়াণকালে মরণকালে। মনসা। অচলেন চলনবর্জ্জিতেন। ভক্ত্যা যুক্তঃ—ভজনং ভক্তিঃ। তয়া যুক্তঃ। যোগবলেন চৈব-যোগস্য বলং যোগবলং। তেন। সমাধিজসংস্কারপ্রচয়জনিতং চিত্তস্থৈর্য্যলক্ষণং যোগবলং। তেন চ যুক্ত ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং হৃদয়পুণ্ডরীকে বশীকৃত্য চিত্তং তত ঊর্দ্ধ-গামিন্যা নাড্যা ভূমিজয়ক্রমেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য স্থাপয়িত্বা সম্যগপ্রমত্তঃ সন্ স এবং বুদ্ধিমান্ যোগী "কবিং পুরাণম্" (গীতা-৮।৯) ইত্যাদিলক্ষণং তং পরং পুরুষমুপৈতি প্রতিপদ্যতে। দিব্যং দ্যোতনাত্মকম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রয়াণকাল ইতি। সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্বা যস্তিষ্ঠতি। এবংভূতং পুরুষমন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ। মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলো সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যেতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সাধু পুরুষ দেহান্তকালে মরণ যাতনায় কাতর না হইয়া একাগ্রচিত্তে পরমাত্মাকে স্মরণ করেন, যিনি ভক্তিযোগে পরমাত্মাকে আরাধনা করিয়াছেন, এবং যিনি সমাধি অভ্যাসপূর্ব্বক জীবদ্দশার কর্ম্মজালজনিত সংস্কাররাশিকে বিস্মৃত হইয়া প্রাণবায়ুকে সুষুম্না নাড়ীমার্গ দ্বারা উত্থাপিত করিয়া ভ্রূযুগলমধ্যে দ্বিদলকমলে স্তম্ভনপূর্ব্বক দশমদ্বার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রমণ করেন, তিনিই সেই দিব্য পুরুষকে লাভ করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী আদি সর্ব্বপ্রকার সাধকই যে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥ ১০ ॥

(সর্ব্বনিয়ন্তা) অণোঃ (অণু হইতেও) অণীয়াংসং (অতিসূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য (সকলের) ধাতারম্ (বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (অচিন্ত্যরূপ) আদিত্যবর্ণং (আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ) তমসঃ (প্রকৃতির) পরস্তাৎ (অতীত) [পুরুষকে] অনুস্মরেৎ (স্মরণ করেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, অচিন্ত্যস্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বপ্রকাশ এবং প্রকৃতির অতীত সেই পুরুষকে যিনি স্মরণ করেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিংবিশিষ্টং চ পুরুষং যাতীতি? উচ্যতে—কবিমিতি। কবিং ক্রান্তদর্শিনং সর্ব্বজ্ঞং। পুরাণং চিরন্তনম্। অনুশাসিতারং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রশাসিতারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসং সূক্ষ্মতরম্। অনুস্মরেদনুচিন্তয়েৎ। যঃ কশ্চিৎ। সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারং বিভজ্য দাতারম্। অচিন্ত্যরূপং—নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যত ইত্যচিন্ত্যরূপঃ। তম্। আদিত্যবর্ণমাদিত্যস্যেব নিত্যচৈতন্যপ্রকাশো বর্ণো যস্য তমাদিত্যবর্ণং। তমসঃ পরস্তাদজ্ঞানলক্ষণান্মোহান্ধকারাৎ পরং। তমনুচিন্তয়ন্ যাতীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাং। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্। অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্। অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসম্। অতিসূক্ষ্মমাকাশকালদিগ্‌ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং। সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্। অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মনীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্। আদিত্যবৎস্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানম্। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ (ক) ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগিগণ যে দিব্য পরমপুরুষের চিন্তা করিয়া থাকেন, ভগবান্ বিবিধ বিশেষণ দ্বারা তাঁহারই আভাস প্রকাশ করিতেছেন। পরমাত্মা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ের দ্রষ্টা, এই জন্য তিনি কবি বা সর্ব্বজ্ঞ। তিনি সর্ব্ব জগতের মূল কারণ অথচ স্বয়ং অনাদি। তিনি, সূর্য্য ও চন্দ্রাদি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্ব প্রাণীর অন্তরাত্মা হইয়া প্রাণিগণকে নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া শুভাশুভ কার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তিনি আকাশ বা কালাদি সূক্ষ্ম বস্তু অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, অথবা দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তিনি সকলের শুভাশুভকর্ম্মফলবিধাতা। তিনি মনের চিন্তাশক্তির অতীত, তিনি জগতের প্রকাশক, অথচ তাঁহার প্রকাশক কেহ নাই। অবিদ্যার রাজ্য অতিক্রম না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥ ৯ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। চিন্তা দ্বারা ভগবানের চিদ্ঘনরূপ সাক্ষাৎ করা যায় না; কেননা চিন্তাকালে পার্থক্যবুদ্ধি থাকে, সুতরাং যিনি চৈতন্যরূপে চিন্তাদিরও প্রকাশক, জীবের পৃথক্ বুদ্ধি তাঁহাকে কিরূপে লক্ষ্য করিবে? ভেদভাব অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে আপনাকে পৃথক্

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্যচ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রপঞ্চতত্ত্বরাশি নিবারণপূর্ব্বক বেদবেত্তা পুরুষগণ যে প্রণবাত্মক অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, মুক্তি লাভ করিয়া মহাত্মগণ যাঁহাকে অনুভব করেন ও যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়েন, এবং যে ব্রহ্মস্বরূপকে জানিবার জন্য সর্ব্বত্যাগি-সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, নিঃসংশয়রূপে অর্জ্জুন যাহাতে সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, ভগবান্ তাহাই সহজে ও সংক্ষেপে কহিতেছেন ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপদ্বার) সংযম্য (অবরুদ্ধ করিয়া) মনঃ চ (এবং মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধপূর্ব্বক) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম্। (আত্মসমাধিতে) আস্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) ওঁ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মরূপ একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ করিতে করিতে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (চিন্তা করতঃ) দেহং (শরীর) ত্যজন্ (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (প্রস্থান করেন) সঃ (তিনি) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ১২।১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে উপাসক সমস্ত ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ এবং মনকে হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া প্রাণকে মূর্দ্ধদেশে স্থাপন ও আত্মসমাধি করেন, এবং ওঁ এই ব্রহ্মরূপ একাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে (পরমেশ্বরকে) চিন্তা করেন, সেই উপাসক দেহান্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২।১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। "স যো হ বৈ তদ্ভগবন্ মনুষ্যেষু প্রায়ণান্তমোঙ্কারমভি ধ্যায়ীত। কতমং বাব স তেন লোকং জয়তীতি। তস্মৈ স হোবাচ। এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ" (ক)—ইত্যুপক্রম্য "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভি ধ্যায়ীত স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্" (খ)—ইত্যাদিনা বচনেন "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" (গ)—ইতি চোপক্রম্য "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ" (ঘ) ॥ ইত্যাদিভিশ্চ বচনৈঃ পরস্য ব্রহ্মণো বাচকরূপেণ প্রতিমাবৎ প্রতীকরূপেণ বা পরব্রহ্ম-

(ক) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।১।২। (খ) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।৫।
(গ) কঠোপনিষৎ, ২।১৪। (ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।১৫।

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যে যোগিগণের প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রান্ত হয় তাঁহারা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক অবশেষে ব্রহ্মার সঙ্গে কল্পক্ষয়ে কৈবল্য লাভ করেন। কিন্তু যে জ্ঞানী ভক্ত অভিন্নভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়াছেন, তিনি দেহত্যাগ কালে লোকান্তর-গমন করেন না, একেবারেই বিদেহ-কৈবল্য লাভ করেন। (৮।৬ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। বেদবিদঃ (বেদবেত্তৃগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর পুরুষ) বদন্তি (বলেন), বীতরাগাঃ (নিঃস্পৃহ) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন), যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (পাইবার জন্য) ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (পালন করেন), তৎ (সেই) পদং (বিষ্ণুপদ) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদবেত্তৃগণ যে অক্ষর পুরুষের বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসিগণ যাঁহাকে লাভ করেন, এবং সাধকগণ যাঁহাকে পইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, আমি সংক্ষেপে তাঁহারই কথা বলিতেছি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি বক্ষ্যমাণেনোপায়েন প্রতিপিৎসিতস্য ব্রহ্মণো বেদবিদ্বদনাদি-বিশেষণবিশেষ্যস্যাভিধানং করোতি ভগবান্—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরম-বিনাশি। বেদবিদো বেদার্থজ্ঞাঃ। বদন্তি। "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভি বদন্তী"তি শ্রুতেঃ (ক)। সর্ব্ববিশেষনিবর্ত্তকত্বেনাভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বিত্যাদি। কিঞ্চ বিশন্তি প্রবিশন্তি সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্তৌ সত্যাং। যদ্ যতয়ো যতনশীলাঃ সংন্যাসিনঃ। বীতরাগাঃ— বিগতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যচ্চাক্ষরমিচ্ছন্তো জ্ঞাতুমিতি বাক্যশেষঃ। ব্রহ্মচর্য্যং গুরৌ চরন্ত্যাচরন্তি। তত্তে পদং তদক্ষরাখ্যং পদং পদনীয়ং তে তুভ্যং সংগ্রহেণ-সংগ্রহঃ সংক্ষেপস্তেন—সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে কথয়িষ্যামি॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবোপাসনাভ্যাসমন্তরঙ্গং নির্দিশন্ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত" ইতি শ্রুতেঃ (খ)। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ। যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি। যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তত্তে তুভ্যং পদং। পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং। সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১১ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৯।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

দেশে নিরুদ্ধ করিবার অভ্যাস-সময়ে দ্বৈতভাব বিদ্যমান থাকে। মনকে প্রত্যক্ চৈতন্যে সমাহিত করিবার চেষ্টাও দ্বৈতভাবশূন্য নহে। এইরূপে যে সাধক পরমাত্মা ও প্রত্যগাত্মার পার্থক্যজ্ঞানের সংস্কারসহ সমাধি অভ্যাস করেন, তিনিও দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকেও আর জন্মমৃত্যু-সমাকুল সংসারে আসিতে হয় না ॥ ১২।১৩॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) যঃ (যিনি) সততম্ (সর্ব্বদা) অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (চিরদিন) স্মরতি (চিন্তা করেন), তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (সমাহিতচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া চিরদিন আমাকে চিন্তা করেন, সেই সমাহিতচিত্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনন্যেতি। অনন্যচেতাঃ—নান্যবিষয়ে চেতো যস্য সোঽয়-মনন্যচেতা যোগী। সততং সর্ব্বদা যো মাং পরমেশ্বরং স্মরতি নিত্যশঃ। সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুচ্যতে। নিত্যশ ইতি দীর্ঘকালত্বমুচ্যতে। ন ষণ্মাসং সংবৎসরং বা। কিং তর্হি। যাবজ্জীবং নৈরন্তর্য্যেণ যো মাং স্মরতীত্যর্থঃ। তস্য যোগিনোঽহং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। পার্থ। নিত্যযুক্তস্য সদা সমাহিতস্য যোগিনঃ। যত এবমতোঽনন্য-চেতাঃ সন্ ময়ি সদা সমাহিতো ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবত এব ভবতি। নান্যস্যেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিংশ্চেতো যস্য। তথাভূতঃ সন্। যে মাং সততং নিরন্তরং। নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি। তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি। নান্যস্য ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রাণায়াম ও ধ্যানাদি দ্বারা যোগিগণ যে ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ভগবান্ বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম-যোগাদি না করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি চিরদিন অবিচ্ছেদে খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে সর্ব্বদা আমাকেই স্মরণ করেন, অর্থাৎ সাধক যদি আমাকে না ছাড়িয়া জীবনের সকল কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি আমাকে অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। যাঁহার অন্তঃকরণে সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে ভগবত্তত্ত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার কঠোর তপোব্রত, প্রাণায়াম ও যোগাদির আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই ॥ ১৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা একাগ্রভূমিকায় অবস্থিত, প্রতিনিয়তই যাঁহার অন্তরে ভগবত্তত্ত্বের ধ্রুবা স্মৃতি রহিয়াছে, যিনি বৈদিক কার্য্যাদি নিদ্রিতের ন্যায় অনিচ্ছায়

প্রতিপত্তিসাধনত্বেন মন্দমধ্যমবুদ্ধীনাং বিবক্ষিতস্যাক্ষরস্যোপাসনং কালান্তরে মুক্তিফলমুক্তং যত্তদেবেহাপি। কবিং পুরাণমনুশাসিতারং। যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তীতি চোপন্যস্তস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বোক্তরূপস্য প্রতিপত্ত্যুপায়ভূতস্যোঙ্কারস্য কালান্তরমুক্তিফলমুপাসনং যোগধারণাসহিতং বক্তব্যং। প্রসক্তানুপ্রসক্তং চ যৎকিঞ্চিদিত্যেবমর্থ উত্তরো গ্রন্থ আরভ্যতে —সর্ব্বেতি। সর্ব্বদ্বারাণি—সর্ব্বাণি চ তানি দ্বারাণি চ সর্ব্বদ্বারাণ্যুপলব্ধৌ। তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং কৃত্বা। মনো হৃদি হৃদয়পুণ্ডরীকে নিরুধ্য নিরোধং কৃত্বা। নিষ্প্রচারমাপাদ্য। তত্র বশীকৃতেন মনসা হৃদয়াদূর্দ্ধগামিন্যা নাড্যোর্দ্ধমারুহ্য মূর্দ্ধন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতঃ প্রবৃত্তো যোগধারণাং ধারয়িতুম্ ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈব চ ধারয়ন্—ওমিতি। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽভিধানভূতমোঙ্কারং ব্যাহরন্ উচ্চারয়ংস্তদর্থভূতং মামীশ্বরমনুস্মরন্ অনুচিন্তয়ন্ যঃ প্রয়াতি ম্রিয়তে স ত্যজন্ পরিত্যজন্ দেহং শরীরং। ত্যজন্ দেহমিতি প্রয়াণবিশেষণার্থম্। দেহত্যাগেন প্রয়াণমাত্মনো ন স্বরূপনাশেনেত্যর্থঃ। স এবং ত্যজন্ যাতি গচ্ছতি পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ দ্বাভ্যাং—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য। বাহ্যবিষয়স্মরণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিত আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ওমিতি। ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম। তদ্ব্যাহরন্ উচ্চারয়ংস্তদ্বাচ্যং চ মামনুস্মরন্নেব দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাত্যর্চিরাদিমার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং গতিং মদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি শব্দাদি বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া বিচার ও অভ্যাস দ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে অন্তর্মুখ করিয়াছেন, এবং পাছে মন কর্ত্তৃক বহির্বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পুনর্দ্ধাবিত হয়, সেই জন্য মনকে আত্মচিন্তার্থ হৃদয়কন্দরে নিরুদ্ধ রাখিয়াছেন, এবং পাছে মন ও ইন্দ্রিয়াদিতে ক্রিয়া-স্ফুরণার্থ সংবেগের সঞ্চার হয়, সেইজন্য প্রাণকে মূর্দ্ধদেশে স্থির করিয়া রাখেন, এবং যিনি প্রত্যগাত্মবিষয়ক সমাধি করিয়া স্থিতি করেন, এবং যিনি ওঁ এই ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য ও ব্রহ্মস্বরূপ একাক্ষরকে চিন্তা ও উচ্চারণ করিয়া স্থির থাকেন, সেই উপাসক দেহান্তে দেবযানমার্গ দ্বারা ব্রহ্মলোকের সুখ-সৌভাগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাঽস্য পরমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পৎ—এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।" (ক)

এই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই এতদ্বিদ্বান্ পুরুষের পরম গতি, পরম সম্পৎ এবং পরম আনন্দ স্বরূপ॥ ১২।১৩॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। মন্ত্রাদিসহ পৃথক্ রূপে উপাসনা কালে এবং মনকে অধ্যাত্ম-

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৩২

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) আ ব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) লোকাঃ (সমস্ত জীবই) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবৃত্তিশীল); তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকনিবাসিগণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্ত্বত্তোঽন্যৎ প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি? উচ্যতে—আ ব্রহ্মেতি। আ ব্রহ্মভুবনাৎ—ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং। ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মভুবনং। ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ। আ ব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ। হেঽর্জ্জুন। মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকঃ তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম। যৎ এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ। নান্যেষাম্। তথা চ—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥ পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে। কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ। কর্ম্মবশেন যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদি দ্বারাও ব্রহ্মলোকাদিতে জীবের গতি হইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্রহ্মলোকবাসিগণের ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণগত ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ। যদ্যপি ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হও, অথবা যে কোন স্বর্গনিবাসেই গমন কর, পুনরাবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই। এই শ্লোকে "অর্জ্জুন" সম্বোধন দ্বারা তাঁহার স্বগত নহত্ব, এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের মাতৃকুলগত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে মহান্ হইয়া যে কৈবল্যানন্দভাগী হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই ভগবানের গূঢ় মর্ম্ম ॥ ১৬ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

করিয়া থাকেন মাত্র, এবং যিনি প্রধানতঃ ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকেন, তাঁহারও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, কেননা ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাই তিনি প্রাণায়ামাদিসাধ্য সমাধি বা চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধরূপ যোগফল লাভ করেন। *ঈশ্বর-প্রণিধানও ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত* ("তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।"—যোগদর্শন, ২।১ সূত্র) ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পরমাং (পরমা) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত) মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (পাইয়া) পুনঃ (আর) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আলয়) *অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (গ্রহণ করেন না) ॥ ১৫ ॥*

বঙ্গানুবাদ। এবংবিধ উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সর্ব্ব দুঃখের আলয়স্বরূপ জন্ম গ্রহণ করেন না। কেননা, উক্ত মহাত্মগণ পরম সিদ্ধিস্বরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তব সৌলভ্যেন কিং স্যাদিতি? উচ্যতে। শৃণু তন্মম সৌলভ্যেন যদ্ভবতি—মামিতি। মামুপেত্য মামীশ্বরমুপেত্য মদ্ভাবমাপদ্য পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং ন প্রাপ্নুবন্তি। কিংবিশিষ্টং পুনর্জ্জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তীতি? তদ্বিশেষণমাহ—দুঃখালয়ং। দুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামালয়মাশ্রয়ম্। আলীয়ন্তে যস্মিন্ দুঃখানীতি দুঃখালয়ং জন্ম। ন কেবলং দুঃখালয়ম্—অশাশ্বতমনবস্থিতস্বরূপং চ। নাপ্নুবন্তীদৃশং পুনর্জ্জন্ম মহাত্মানো যতয়ঃ। সংসিদ্ধিং মোক্ষাখ্যাং। পরমাং প্রকৃষ্টাং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ। যে পুনর্মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি ততঃ কিম্? অত আহ—মামিতি। *উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যং চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ। পুনর্জন্মনো দুঃখালয়ং চাশাশ্বতং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥*

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা চিরদিন ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের ভাবনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহকালে তো কোন দুঃখই ভোগ করেন না, সঙ্গে সঙ্গে পুনর্জন্মভোগ হইতেও অব্যাহতি লাভ করেন। ভগবচ্চিন্তন জন্য ত্রিগুণময় মায়াবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তাঁহারা চির কৈবল্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন। এই আনন্দধামকেই শৈবগণ রুদ্রলোক ও বৈষ্ণবগণ বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া জানেন। এই আনন্দধামে গমন করিলে মায়াবিরচিত সংসার মধ্যে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থাকে না ॥ ১৫ ॥

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) আ ব্রহ্মভুবনাৎ (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) লোকাঃ (সমস্ত জীবই) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবৃত্তিশীল); তু (কিন্ত) কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ জন্ম (পুনর্জন্ম) ন বিদ্যতে (থাকে না) ॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোকাদি সমস্ত লোকনিবাসিগণেরই পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কেবল একমাত্র আমাকে লাভ করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্ত্বত্তোঽন্যৎ প্রাপ্তাঃ পুনরাবর্ত্তন্ত ইতি? উচ্যতে—আ ব্রহ্মেতি। আ ব্রহ্মভুবনাৎ—ভবত্যস্মিন্ ভূতানীতি ভুবনং। ব্রহ্মণো ভুবনং ব্রহ্মভুবনং। ব্রহ্মলোক ইত্যর্থঃ। আ ব্রহ্মভুবনাৎ সহ ব্রহ্মভুবনেন লোকাঃ সর্ব্বে পুনরাবর্ত্তিনঃ পুনরাবর্ত্তনস্বভাবাঃ। হেঽর্জ্জুন। মামেকমুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম পুনরুৎপত্তির্ন বিদ্যতে॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্ধারয়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকঃ তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ। ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যংভাবি পুনর্জন্ম। যৎ এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ। নান্যেষাম্। তথা চ—ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥ পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে। কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ। কর্ম্মবশেন যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাদি দ্বারাও ব্রহ্মলোকাদিতে জীবের গতি হইয়া থাকে। ঈদৃশ ব্রহ্মলোকবাসিগণের ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত পরম কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন। প্রাণগত ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মুক্তির কারণ। অন্যথা ব্রহ্মলোকই প্রাপ্ত হও, অথবা যে কোন সুখনিবাসেই গমন কর, পুনরাবৃত্তির হস্ত হইতে নিস্তার নাই। এই শ্লোকে "অর্জ্জুন" সম্বোধন দ্বারা তাঁহার স্বগত মহত্ব, এবং "কৌন্তেয়" সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের মাতৃকুলগত মহত্বের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে মহান্ হইয়া যে কৈবল্যানন্দভাগী হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, ইহাই ভগবানের গূঢ় লক্ষ্য॥ ১৬॥

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। সহস্রযুগপর্যন্তং (দৈবপরিমিত সহস্রযুগে) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যে দিন) [এবং] যুগসহস্রান্তাং (সহস্র দিব্য যুগপরিমিত) রাত্রিং (রাত্রি) [যাঁহারা] বিদুঃ (জানেন) তে জনাঃ (সেই যোগীরাই) অহোরাত্রবিদঃ (দিবারাত্রি জানেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ব্রহ্মার চতুর্যুগসহস্রপরিমিত দিন এবং চতুর্যুগসহস্র-পরিমিত রাত্রি বিদিত আছেন, সেই যোগী ব্যক্তিই দিবা-রাত্রির জ্ঞাতা ॥১৭॥

**অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥**

সূর্য্যের উদয়-অস্ত দেখিয়া দিন-রাত্রি গণনা করেন, তাঁহারা অল্পদর্শী—অহোরাত্রবেত্তা নহেন। এইরূপ পঞ্চদশ দিবসে ব্রহ্মার এক পক্ষ, এইরূপ দুই পক্ষে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বর্ষ। এই পরিমাণে একশত বর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। তদনন্তর ব্রহ্মাও বিনষ্ট হয়েন। সুতরাং ব্রহ্মলোকের প্রসাদভোগী জীবগণের এবং তন্নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রাদিলোকনিবাসিগণের যে অধঃপতন ও পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?" "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ॥" ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াবিরচিত। মায়ারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারেন না॥ ১৭॥

অন্বয়বোধিনী। অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে) অব্যক্তাৎ (অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ (সকল) ব্যক্তয়ঃ (ব্যক্ত চরাচর পদার্থ) প্রভবন্তি (উৎপন্ন হয়), রাত্র্যাগমে (ব্রহ্মার রাত্রির সমাগমে) তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে (সেই অব্যক্তরূপ কারণেই) প্রলীয়ন্তে (লয় পায়)॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। ব্রহ্মার দিন সমাগত হইলে অব্যক্ত হইতে এই সকল ব্যক্ত চরাচর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে সেই ব্যক্ত বস্তু মাত্রই অব্যক্তরূপ কারণে লয় প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রজাপতেরহনি যদ্ভবতি রাত্রৌ চ তদুচ্যতে—অব্যক্তেতি। অব্যক্তাৎ—অব্যক্তং প্রজাপতেঃ স্বাপাবস্থা। তস্মাদব্যক্তাৎ। ব্যক্তয়ঃ—ব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়ঃ—স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ প্রভবন্ত্যভিব্যজ্যন্তে। অহ্ন আগমোঽহরাগমঃ তস্মিন্নহরাগমে কালে ব্রহ্মণঃ প্রবোধকালে। তথা রাত্র্যাগমে ব্রহ্মণঃ স্বাপকালে। প্রলীয়ন্তে সর্ব্বা ব্যক্তয়স্তত্রৈব পূর্ব্বোক্তেঽব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাব্যক্তং রূপং কারণাত্মকং। তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাদ্ব্যজ্যন্ত অভিব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি। কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিনস্যোপক্রমে। তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মণয়নে। তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে। প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিবীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাহ আগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি। যাং চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে-ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মার সুষুপ্তি অবস্থার নাম অব্যক্ত, এবং তাঁহার জাগ্রৎ দশার নাম ব্যক্ত। ব্রহ্মার জাগ্রৎ দশায় অর্থাৎ চেতনা শক্তির স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জগৎ ব্যবহার-দশায়

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

পরিণত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এবং তাঁহার সুষুপ্ত্যবস্থায় সমস্ত বস্তুরই অস্তিত্ব কারণ-স্বরূপে বিলীন হয়। তখন আর প্রত্যক্ষ-ব্যবহারোপযোগী জগৎ দৃষ্ট হয় না ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) সঃ এব (সেই) অয়ং (এই) ভূতগ্রামঃ (প্রাণিগণ) অহরাগমে (ব্রহ্মার দিবাগমে) অবশঃ (কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) প্রভবতি (প্রাদুর্ভূত হয়, [পুনরায়] রাত্র্যাগমে (রাত্রিসমাগমে) প্রলীয়তে (লয় পায়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! সেই প্রাণিসকল (যাহারা পূর্ব্বকল্পে ছিল) ব্রহ্মার দিবসাগমে (উত্তরকল্পে) কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়, এবং ব্রহ্মার রাত্রিসমাগমে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অকৃতাভ্যাগমকৃতবিপ্রণাশদোষপরিহারার্থং বন্ধমোক্ষশাস্ত্র-প্রবৃত্তিসাফল্যপ্রদর্শনার্থমবিদ্যাদিক্লেশমূলকর্ম্মাশয়বশাচ্চাবশো ভূতগ্রামো ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ত ইতি। অতঃ সংসারে বৈরাগ্যপ্রদর্শনার্থং চেদমাহ—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতগ্রামো ভূত-সমুদায়ঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণো যঃ পূর্ব্বস্মিন্ কল্প আসীৎ। স এবায়ং। নান্যঃ। ভূত্বা ভূত্বা-হরাগমে প্রলীয়তে পুনঃ পুনঃ রাত্র্যাগমেঽহ্নঃ ক্ষয়েঽবশোঽস্বতন্ত্র এব। হে পার্থ। প্রভবতি জায়তে সোঽবশ এবাহরাগমে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং স্থষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং। গ্রামঃ সমূহঃ। যঃ প্রাগাসীৎ স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয় প্রলীয় পুনর-প্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ প্রভবতি। নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সংসারে বারংবার উৎপত্তি-বিনাশ সত্ত্বেও অবিদ্যার প্রভাব জন্য জীবের সংসার নিবৃত্তি হয় না। জীবের কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই পুনঃ পুনঃ সংসার-প্রবাহের একমাত্র হেতু। তাহা হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, যাহারা নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে পূর্ব্বকল্পে সূক্ষ্মরূপে কারণাবস্থায় স্থিতি করিতেছিল, তাহাদের সুখ-দুঃখরূপ ভোগাবসান হয় নাই বলিয়া উত্তরকল্পে তাহাদিগকে অবশ্যই ভোগভূমি দেহায়তন অধিকার করিতে হয়।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥" (ক)।

(ক) গরুড়পুরাণ ও শুক্রনীতিসার।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত অজ্ঞানী ব্যক্তি যে শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তজ্জন্য তাহাকে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়। বস্তুতঃ কোন নূতন জীবের সৃষ্টি হয় না। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহাই কল্পান্তে পুনঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥" (ক)।

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ আদি সমস্ত জগৎ যাহা যেরূপ পূর্ব্বকল্পে ছিল, বিধাতা উত্তরকল্পেও সেইরূপ রচনা করেন। ব্রহ্মার দিবাগমে সমস্ত বস্তুরই অভিব্যক্তি বা প্রাদুর্ভাব, এবং রাত্রিসমাগমে তিরোভাব বা কারণস্বরূপে স্থিতি হইয়া থাকে॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ অব্যক্তাৎ তু (সেই অব্যক্ত হইতে) পরঃ (বিলক্ষণ) অন্যঃ (স্বতন্ত্র) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়গণের অগোচর) সনাতনঃ (নিত্য) যঃ (যে) ভাবঃ (সত্তা) সঃ (তাহা) সর্ব্বভূতেষু নশ্যৎসু (ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না)॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। সেই অব্যক্তেরও অতীত, ইন্দ্রিয়গণেরও অগোচর ও স্বতন্ত্র সত্তামাত্র পদার্থই নিত্য। ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও উহা স্বয়ং বিনষ্ট হয় না॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদুপন্যস্তমক্ষরং তস্য প্রাপ্ত্যুপায়ো নির্দ্দিষ্ট ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেত্যাদিনা। অথেদানীমক্ষরস্যৈব স্বরূপনির্দ্দিদিক্ষয়েদমুচ্যতে। অনেন যোগমার্গেণেদং গন্তব্যমিতি—পরস্তস্মাদিতি। পরো ব্যতিরিক্তো ভিন্নঃ। কুতঃ? তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তাদব্যক্তাৎ। তুশব্দোঽক্ষরস্য বিবক্ষিতস্যাব্যক্তাদ্বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থঃ। ভাবোঽক্ষরাখ্যঃ পরং ব্রহ্ম। ব্যতিরিক্তত্বে সত্যপি সালক্ষণ্যপ্রসঙ্গোঽস্তীতি তদ্বিনিবৃত্ত্যর্থমাহ—অন্য ইতি। অন্যো বিলক্ষণঃ। স চাব্যক্তোঽনিন্দ্রিয়গোচরঃ। পরস্তস্মাদিত্যুক্তং। কস্মাৎ পুনঃ পরঃ? পূর্ব্বোক্তাদ্ভূতগ্রামবীজভূতাদবিদ্যালক্ষণাদব্যক্তাৎ। অন্যো বিলক্ষণো ভাব ইত্যভিপ্রায়ঃ। সনাতনশ্চিরন্তনো যঃ স ভাবঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাং। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ। স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি॥ ২০॥

(ক) ঋগ্বেদ, ১০।১৯০।৩।

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্তা-স্বরূপ পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভ নামক অব্যক্তকারণেরও কারণ-স্বরূপ এবং তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র। অভিব্যক্ত চরাচর জগতের কারণ-স্বরূপ অব্যক্তরূপের নাশ আছে। কিন্তু সত্তা-স্বরূপের উৎপত্তি বা বিনাশ নাই; উহা সনাতন এবং সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়গণ সেই সত্তা-স্বরূপকে ধারণা করিতে পারে না। বুদ্ধি বা বিচার শক্তি, তর্ক বা অনুভব বলে, তাহা কদাপি গ্রহণ করিতে পারে না। সত্তার আদি নাই, অন্ত নাই, রূপ, নাম, গুণ বা অবস্থাও নাই। তিনি সম্পর্করূপে ব্যাখ্যার অযোগ্য ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। পরমাত্মসত্তা বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, উহা চিদ্ঘন বা চিন্মাত্র। তাঁহারই মহিমা রূপ মায়ায় জগৎ অভিব্যক্ত রহিয়াছে। চৈতন্যসত্তা অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয়াদির *গ্রাহ্য নহে, কেননা চৈতন্য সহ মায়িক সম্বন্ধবশতঃই ইন্দ্রিয়াদির বোধশক্তির বিকাশ হইয়াছে।* বুদ্ধের চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ। তাহা মায়িক দিক্কালের অতীত, এই জন্য মনুষ্য বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে পৃথক ভাবে ধারণা করিতে পারে না। তদগতভাবে চিত্তনিরোধ করিলেই তাঁহার চিন্ময়সত্তা প্রকাশিত হয় ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। [যাহা] অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি (অব্যক্ত ও অক্ষর এই শব্দে) উক্তঃ (কথিত হইয়াছে) তং (তাহাকে) পরমাং গতিম্ (শ্রেষ্ঠগতি) আহুঃ (বলে), যং (যাহা) প্রাপ্য (পাইয়া) [জীবগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবৃত্ত হয় না) তৎ (তাহা) মম (আমার) পরমং (পরম) ধাম (স্বরূপ) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সেই অক্ষর অব্যক্ত সত্তাস্বরূপকে শ্রুতি-স্মৃতি জীবের পরম গতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সত্তারূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না; উহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অব্যক্ত ইতি। যোঽসাবব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমেবাক্ষরসংজ্ঞকমব্যক্তং ভাবমাহুঃ পরমাং প্রকৃষ্টাং গতিং। যং ভাবং প্রাপ্য গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে সংসারায়। তদ্ধাম স্থানং পরমং প্রকৃষ্টং মম। বিষ্ণোঃ পরমং পদমিত্যর্থঃ ॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ। অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি। তথাক্ষরাৎ সংভবতীহ বিশ্বম্ (ক) ইত্যাদিশ্রুতিষ্বক্ষর ইত্যুক্তঃ। তং পরমাং গতিং পরমং পুরুষার্থমাহুঃ—পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। (খ) ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ— যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি।

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৭। (খ) কাঠোপনিষৎ, ৩।১১।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপং। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী। রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মুমুক্ষুগণ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পুরুষার্থ-স্বরূপ পরমানন্দধাম প্রাপ্ত হয়েন, তাহারই নাম "পরম-গতি"। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এষাঽস্য পরমা গতিঃ ॥" (ক)

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥" (খ)

সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মাই বিদ্বান্‌দিগের পরম গতি, উহা কোন বস্তুবিশেষ নহে। সমস্ত আবেগ, সংবেগ, মতি, রতি ও গতি যেখানে গিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাই পরম গতি, তাহাই পরমাত্মা। সেই পরম গতি স্বরূপ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীবের গতায়াতের শেষ হইয়া যায়। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (গ)—ইহাই বিষ্ণুর পরম পদ, অর্থাৎ উহাই বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থা ॥ ২১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বিষ্ণুর স্বরূপাবস্থাই পরম ধাম—স্বয়ংপ্রকাশ বিশুদ্ধ চৈতন্য; তাহা কোনও পৃথক্ বস্তু নহে; কেননা, বস্তুমাত্রই তাঁহার মায়িক বিকাশ, পরমাত্মাই বুদ্ধ্যুপহিত হইয়া জীবরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সুতরাং তিনি ব্যতীত জীবের পৃথক্ সত্তা না থাকায় তাঁহাকে লাভ করিলেই জীবের গতিনিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলেই জীবচৈতন্য পরমাত্মসত্তায় অভিন্নতা লাভ করে ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) ভূতানি (সমস্ত ভূত) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অভ্যন্তরে স্থিত) যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্ত জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত হইয়া আছে), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষকে) তু (কেবল) অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করা যায়) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! সেই পরম পুরুষকে অনন্য ভক্তির দ্বারা লাভ করা যায়। সমস্ত ভূতই তাঁহার অভ্যন্তরে স্থিতি করিতেছে, এবং তিনিও সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তল্লব্ধেরুপায় উচ্যতে—পুরুষ ইতি। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ। পূর্ণত্বাদ্বা স পরঃ পার্থ। পরো নিরতিশয়ঃ। যস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ। স ভক্ত্যা লভ্যস্তু জ্ঞানলক্ষণয়ানন্যয়াত্মবিষয়য়া। যস্য পুরুষস্যান্তঃস্থানি মধ্যস্থানি ভূতানি কার্য্যভূতানি। কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্বর্ত্তি ভবতি। যেন পুরুষেণ সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তম্। আকাশেনেব ঘটাদি ॥২২॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৩২। (খ) কঠোপনিষৎ, ৩।১১। (গ) কঠোপনিষৎ, ৩।৯।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া—ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাং তয়ৈকান্তভক্ত্যৈব লভ্যঃ। নান্যথা। পরত্বমেবাহ—যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি। যেন চ কারণভূতেনেদং সর্ব্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রপঞ্চ বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রত্যাহার করিয়া অনন্য ভাবে ভগবানে চিত্ত অর্পণ না করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রপঞ্চ ভাব বিদূরিত হইলেই তখন তিনি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। যেমন সূত্রায়তনকে বস্ত্র বলা যায়, বস্তুতঃ সাধারণ বুদ্ধিতে বস্ত্র ও সূত্র একত্র দুইটী বুঝিতে পারা যায় না। যখন বস্ত্র বলিয়া দেখি তখন সূত্রভাব ভুলিয়া যাই, আবার সূত্র দেখিতে গেলে বস্ত্রভাব বিস্মৃত হই। কিন্তু যিনি যুগপৎ বস্ত্রে সূত্রসমূহ এবং সূত্রায়তনে বস্ত্র দেখিতে পান তিনিই তত্ত্বদর্শী। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদযস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥" (ক)
"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যস্মিন্ দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥" (খ)

যাঁহা হইতে কোন বস্তুই পর বা অপর নহে, যাঁহা হইতে কোন বস্তুই অণু বা মহৎ নহে, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা বিশাল বৃক্ষের ন্যায় অচল, তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যাহা কিছু দেখা যায় বা শুনা যায় নারায়ণ তত্তাবতের অন্তর্ব্বাহ্য ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবানের মায়িক বিকাশেই জগদ্বোধ হইয়া থাকে। বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলেই দিক্‌কালের জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, এবং সেই সঙ্গে জগতের দ্বৈতভাণ নিবৃত্ত হইয়া যায়। নিরুদ্ধ বুদ্ধিতে অণু বা মহৎ জ্ঞান অথবা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব কিছুই থাকে না; দ্রষ্টা ও দৃশ্য বোধ, জগৎ ও জীবের বোধ লুপ্ত হইয়া যায়, এবং মায়িক সমস্ত ভেদভাব পরমাত্মার সৎ-চিৎ-স্বরূপে বিলীন হইয়া অখণ্ডাদ্বৈতভাবের পূর্ণত্বে পর্য্যবসিত হয় ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) যত্র কালে তু (যে কালে) প্রয়াতাঃ (মৃত হইলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ এব (ও আবৃত্তি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন) তং (সেই) কালং (কালের বিষয়) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ২৩ ॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৯। (খ) অথর্ব্ববেদীয় মহানারায়ণোপনিষৎ, ১১।৬।

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ ! যে কালে গমন করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমি সেই কালের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতানাং যোগিনাং প্রণবাবেশিতব্রহ্মবুদ্ধীনাং কালান্তরমুক্তিভাজাং ব্রহ্মপ্রতিপত্তয় উত্তরো মার্গো বক্তব্য ইতি যত্র কাল ইত্যাদি বিবক্ষিতার্থসমর্পণার্থমুচ্যতে। আবৃত্তিমার্গোপন্যাস ইতরমার্গস্তুত্যর্থঃ। যত্রেতি। যত্র কালে প্রয়াতা ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। যত্র যস্মিন্ কালে ত্বনাবৃত্তিমপুনর্জন্মাবৃত্তিং তদ্বিপরীতং চৈব। যোগিন ইতি যোগিনঃ কর্ম্মিণশ্চোচ্যন্তে। কর্ম্মিণস্তু গুণতঃ—কর্ম্মযোগেণ যোগিনামিতি বিশেষণাৎ—যোগিনঃ। যত্র কালে প্রয়াতা মৃতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি। যত্র কালে চ প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি। তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং *পরমেশ্বরোপাসকাস্তং পদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং।* তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে? কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্তে? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ রশ্ম্যনুসারী—অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে—ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ। কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চ যান্তি তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ তৎসাহচর্য্যাদাম্রবণমিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে "কাল" পদটী দ্বারা দিবা-রাত্রি আদি কালের *অভিমানযুক্ত দেবতা বা মার্গ বিশেষ উপলক্ষিত হইয়াছে। "যোগিনঃ" পদটী দ্বারা কর্ম্মী এবং* উপাসক, উভয়ই পরিগৃহীত হইয়াছে। শরীর হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হইবার সময়ে কোন্ পথে উপাসকের গতি হইলে তাঁহার সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয়, এবং কোন্ পথে গতি হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন॥ ২৩॥

অন্বয়বোধিনী। [যে স্থানে] অগ্নিঃ জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃপদার্থ অগ্নি) অহঃ (দিন) শুক্লঃ (শুক্লপক্ষ) উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (উত্তরায়ণ ছয় মাস) [স্থিতি করিতেছে], তত্র (সেই মার্গে) প্রয়াতাঃ (গমন করিয়া) ব্রহ্মবিদঃ (সগুণ ব্রহ্মের উপাসক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) ব্রহ্ম (সগুণ ব্রহ্মকে) গচ্ছন্তি (লাভ করিয়া থাকেন)॥ ২৪।

বঙ্গানুবাদ। যেস্থানে জ্যোতিঃস্বরূপ অগ্নি, দিন, শুক্লপক্ষ, ছয়মাস, উত্তরায়ণ আদি স্থিতি করিতেছে, সেই দেবযান মার্গে গমন করিয়া সগুণ ব্রহ্মোপাসনাশীল পুরুষগণ সগুণ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত কালমাহ—অগ্নির্জ্যোতিরিতি। অগ্নি কালাভিমানিনী দেবতা। তথা জ্যোতিরপি দেবতৈব কালাভিমানিনী। অথবা অগ্নির্জ্যোতিষী যথাশ্রুতে এব দেবতে। ভূয়সা তু নির্দেশো যত্র কালে ত কালমিতি। আম্রবণবৎ। তথাহ দেবতাহরভিমানিনী। শুক্ল শুক্লপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা উত্তরায়ণ। তত্রাপি দেবতৈব মার্গভূতেতি। স্থিতোঽন্যত্রায ন্যায়। তত্র তস্মিন্ মার্গে প্রযাতা মৃতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মোপাসকা ব্রহ্মোপাসনপরা জনা। ক্রমেণেতি বাক্যশেষ। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজা সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানা গতিরাগতিবা ক্বচিদস্তি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি (ক)—ইতি শ্রুতে। ব্রহ্মস লীনপ্রাণা এব তে ব্রহ্মময়া। ব্রহ্মভূতা এব তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রাবর্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতি শব্দাভ্যা—তেঽর্চিষমভিস ভবন্তি (খ)—ইতি শ্রুত্যুক্তার্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি দিবসাভিমানিনী। শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী। উত্তরায়ণরূপা ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী। এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানা সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্। এব ভূতো যো মার্গ তত্র প্রযাতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তে ব্রহ্মবিদ। তথাচ শ্রুতি—তেঽর্চিষমভি সম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্‌যান্ ষড়ুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্য দেবলোকম্ (গ)—ইতি। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজা সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানা গতিরাগতিবা ক্বচিদস্তি ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইতি শ্রুতে ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি বলিয়াছেন—অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্য কুর্বন্তি যদি চ নার্চিষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি। মাসাংস্তান্মাসেভ্য সংবৎসর সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুত তৎ পুরুষোঽমানব। স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত নাবর্তন্তে নাবর্তন্তে (ঘ)—ইতি।

উপাসক ব্যক্তি প্রথমত অর্চিরভিমানিনী দেবতাকে তৎপরে দিনাভিমানিনী দেবতাকে তদনন্তর শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে তদনন্তর ছয়মাস উত্তরায়ণাভিমানিনী দেবতাকে তৎপশ্চাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে তদনন্তর সূর্য্যকে সূর্য্যের পর চন্দ্রকে চন্দ্রের পর বিদ্যুৎকে প্রাপ্ত হয়েন। সেইখানে অমানব পুরুষ আসিয়া উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান বা ব্রহ্মযান বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৬। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৫।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৫। (ঘ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৪।১৫।৫।৬।

**ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়ণম্‌।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥**

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণই এইরূপ ক্রমানুসারে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং জন্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই কল্পক্ষয়ে মুক্ত হয়েন। আর যাঁহারা সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা এই জীবনেই অদ্বৈতভাবে ব্রহ্মাত্মনিশ্চয় করিতে পারেন, তাঁহারা দেহান্তে একেবারে কৈবল্যলাভ করেন, তাঁহাদিগকে আর লোকান্তরে গমন করিতে হয় না। অদ্বৈতভাবে স্বচৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞান হইলে জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক প্রভৃতির মায়িক পার্থিক্যজনিত মিথ্যা রূপ তিরোহিত হয়, এবং জীবাত্মার নিজ পৃথক্ সত্তার ভ্রান্তিও বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের পক্ষে লোকান্তরগমনাদির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [যে স্থানে] ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ (ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ), তথা (ও) ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস) দক্ষিণায়নং (দক্ষিণায়ন) [স্থিতি করিতেছে], তত্র (সেইখানে) যোগী (কর্ম্মী পুরুষ) চান্দ্রমসং (চন্দ্রসম্বন্ধীয়) জ্যোতিঃ (স্বর্গলোক) প্রাপ্য (পাইয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবৃত্ত হয়েন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে স্থানে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয়মাস, দক্ষিণায়ন ইত্যাদি স্থিতি করিতেছে, সেইখানে গমন করিয়া কর্ম্মী পুরুষ চন্দ্রমাকে লাভ করেন, এবং কর্ম্মফল ভোগ করিয়া সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়েন ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। ধূম ইতি। ধূমো রাত্রির্ধূমাভিমানিনী রাত্র্যভিমানিনী চ দেবতা। তথা কৃষ্ণঃ কৃষ্ণপক্ষদেবতা। ষণ্মাসা দক্ষিণায়নমিতি চ পূর্ব্ববদ্দেবতৈব। তত্র চন্দ্রমসি ভবং চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ ফলমিষ্টাদিকারী যোগী কর্ম্মী প্রাপ্য ভুক্ত্বা তৎক্ষয়াদিহ নিবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমো ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে। এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। তত্রাপি শ্রুতিঃ—তে ধূমমভিসংভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি (ক)—ইতি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ। কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ। নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ। ক্ষুদ্রকর্ম্মণাং তু জন্তূনামত্রৈব পুনঃ পুনর্জ্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এ শ্লোকেও ধূম, রাত্রি ইত্যাদি শব্দ তত্তদভিমানিনী দেবতার

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৬।২।১৬।

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

উপলক্ষণ। চন্দ্রলোক পুণ্যভোগের স্থান। যাঁহারা সৎকর্ম্ম আদি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে অতুল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া বাসনাসূত্রযোগে সংসারে পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই পুনরাবৃত্তিমার্গের নাম পিতৃযান। পিতৃযান হইতে দেবযান শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। জগতঃ (জগতের) এতে হি (এই) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) গতী (দুই পথ) শাশ্বতে (নিত্য) মতে (নির্দ্দিষ্ট আছে), [উপাসক] একয়া (একটীর দ্বারা) অনাবৃত্তিং (মোক্ষ) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন), অন্যয়া (অন্যটীর দ্বারা) পুনঃ আবর্ত্ততে (প্রত্যাবৃত্ত হয়েন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই পথ জগতে নিত্যসিদ্ধ। শুক্ল মার্গের দ্বারা উপাসক অপুনরাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গের দ্বারা পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শুক্লেতি। শুক্লকৃষ্ণে—শুক্লা চ কৃষ্ণা চ শুক্লকৃষ্ণে। জ্ঞানপ্রকাশকত্বাচ্ছুক্লা। তদভাবাৎ কৃষ্ণা। এতে শুক্লকৃষ্ণে হি গতী জগত ইত্যধিকৃতানাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ। ন জগতঃ সর্ব্বস্যৈবৈতে গতী সংভবতঃ। শাশ্বতে নিত্যে। সংসারস্য নিত্যত্বান্মতে অভিপ্রেতে। তত্রৈকয়া শুক্লয়া যাত্যনাবৃত্তিম্। অন্যয়েতরয়াবর্ত্ততে পুনর্ভূয়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ। প্রকাশময়ত্বাৎ। কৃষ্ণা ধূমাদিগতিঃ তমোময়ত্বাৎ। এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী মতে। সংসারস্যানাদিত্বাৎ। তয়োরেকয়া শুক্লয়ানাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি। অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবযান শুক্ল অর্থাৎ জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত ও স্বয়ংপ্রকাশ। পিতৃযান ভোগ ও অজ্ঞানযুক্ত অর্থাৎ তমোময়। সুতরাং ধূম-রাত্রি আদি অপ্রকাশ-স্বরূপ। এস্থানে আত্মার বিকাশ না হওয়াতে জীবের পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) এতে (এই) সৃতী (মার্গদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন (কোনও) যোগী (যোগী) ন মুহ্যতি (মোহ প্রাপ্ত হন না), তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদা) যোগযুক্তঃ (যোগযুক্ত) ভব (হও)। ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তারক ব্রহ্মযোগো নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত মার্গদ্বয় অবগত হইয়া যোগী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হযেন না। অতএব তুমিও সর্ব্বদা যোগযুক্ত হইয়া থাক ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নৈতে ইতি। এতে যথোক্তে সৃতী মার্গৌ পার্থ জানন্—সংসারায়ৈকা। অন্যা মোক্ষায় চেতি—যোগী ন মুহ্যতি। কশ্চন কশ্চিদপি। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ সমাহিতো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি। সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে। কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেবযান বা শুক্লমার্গ মুক্তিপ্রদ। পিতৃযান বা কৃষ্ণমার্গ পুনরাবৃত্তির কারণ। ইহা বিদিত হইয়া সগুণব্রহ্মধ্যানপরায়ণ যোগী সংসার-মায়ায় বিমুগ্ধ হয়েন না। তাঁহারা যোগবলে দেবযানের অধিকারী হয়েন। সেই জন্য বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! তুমিও সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অপুনরাবৃত্তি লোকের অধিকারী হও ॥২৭॥

অন্বয়বোধিনী। বেদেষু (সর্ব্ব বেদে) যজ্ঞেষু (বিবিধ যজ্ঞে) তপঃসু (বিভিন্ন তপস্যায়) দানেষু চ এব (ও দানসমূহে) যৎ (যে) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (নিরূপিত হইয়াছে) ইদং (এই তত্ত্ব) বিদিত্বা (জানিয়া) যোগী (যোগী পুরুষ) তৎ সর্ব্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), চ (এবং) আদ্যং (কারণরূপ) পরং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) স্থানম্ (পদ) উপৈতি (লাভ করেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে ও পুণ্যকার্য্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, ধ্যাননিষ্ঠ যোগীগণ সেই ফলরাশি অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণরূপ স্থান লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৃণু যোগস্য মাহাত্ম্যং—বেদেম্বিতি। বেদেষু সম্যগধীতেষু যজ্ঞেষু চ সাদগুণ্যেনানুষ্ঠিতেষু। তপঃসু চ সুতপ্তেষু। দানেষু চ সম্যগ্দত্তেষু পুণ্যফলং প্রদিষ্টং শাস্ত্রেণাত্যেত্যতীত্য গচ্ছতি তৎ সর্ব্বং ফলজাতম্। ইদং বিদিত্বা সপ্তপ্রশ্ননির্ণয়-দ্বারেণোক্তং সম্যগবধার্য্যানুষ্ঠায় যোগী পরং প্রকৃষ্টমৈশ্বরং স্থানমুপৈতি প্রতিপদ্যতে। আদ্যমাদৌ ভবং কারণং। ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ২৮॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেম্বিতি। বেদেম্বধ্যয়নাদিভিঃ। যজ্ঞেম্বনুষ্ঠানাদিভিঃ। তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ। দানেষু সৎ-পাত্রেঽর্পণাদিভিঃ। যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎসর্ব্বমত্যেতি। ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা। ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টমাদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রাপ্নোতি॥২৮॥

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টৈষ্টসংপৃষ্টার্থাষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টনিষ্ঠধামাপ্তিঃ স্পষ্টিতাষ্টমবর্ত্মনা॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিবৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং তারকব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। বেদাধ্যয়ন-কালে ব্রহ্মচর্য্যাদি-পালনে শাস্ত্র যে শুভ ফল হয় লিখিয়াছেন, আর সাঙ্গোপাঙ্গ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, চিত্তশুদ্ধির কারণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা-সম্পাদনে যে ফল লাভ হয়, এবং উত্তম দেশ-কাল-পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রবিধানানুরূপ গো-সুবর্ণ আদি দান করিলে যে ফল লাভ হয়, যোগিগণ এ সমস্ত ফল হইতেও মহাফল লাভ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ স্বর্গাদি ফলভোগ তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বাসুদেব "তৎ" পদার্থকে ধ্যেয়রূপে ব্যাখ্যা করিলেন॥২৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

—::০::—

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। ইদং তু (এই) গুহ্যতমং (অতিগূঢ়) বিজ্ঞানসহিতং (বিজ্ঞানের সহিত) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়াশূন্য) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিব), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [তুমি] অশুভাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়াশূন্য, এই জন্য তোমাকে বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্ব কহিতেছি; ইহা অবগত হইলে তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অষ্টমে নাড়ীদ্বারেণ ধারণাযোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফলমগ্ন্যর্চ্চিরাদিক্রমেণ কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দ্দিষ্টং। তত্রানেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে। নান্যথেতি। তদাশঙ্কাব্যাবিবৃৎসয়া ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ব্রহ্মজ্ঞানং বক্ষ্যমাণমুক্তং চ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু। তদ্‌বুদ্ধৌ সংনিধীকৃত্যেদমিত্যাহ। তুশব্দো বিশেষনির্দ্ধারণার্থঃ। ইদমেব তু সম্যগ্‌জ্ঞানং সাক্ষান্মোক্ষপ্রাপ্তিসাধনং। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি (ক)—আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ (খ) —একমেবাদ্বিতীয়ম্ (গ) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ নান্যৎ। অথ যেঽন্যথাতো বিদুরন্যরাজানস্তে ক্ষয্যলোকা ভবন্তি (ঘ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। তে তুভ্যং গুহ্যতমং গোপ্যতমং প্রবক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। অনসূয়বেঽসূয়ারহিতায়। কিং তৎ? জ্ঞানং। কিংবিশিষ্টং? বিজ্ঞানসহিতমনুভবযুক্তং। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ সংসারবন্ধনাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়ং পারমেশ্বরং তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তেদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষণ

(ক) গীতা, ৭।১৯। (খ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২। (গ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১। (ঘ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

জ্ঞাযতেঽনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্। তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়ম্। ইদং ত্বনসূয়বে—পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায়। তুভ্যং বক্ষ্যামি। তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং। ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং। ততোঽপি। পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্গুহ্যতমং। যজ্জ্ঞাত্বাশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ পূর্ব্বক কিরূপে মুক্তি লাভ হয়, এবং ভগবানে অনন্যভক্তি যে তাদৃশী মুক্তি লাভের অসাধারণ হেতু ইত্যাদি বিষয় অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ পূর্ব্বক ধ্যানপরায়ণ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, তাহাও পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে জ্ঞেয় নিরূপণ পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের কিরূপ গতি হয়, এবং ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং তন্নিষ্ঠ অনুরাগ আদি বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্য নবম অধ্যায়ের অবতারণা হইল।

এই শ্লোকের "ইদং তু" পদের "তু" শব্দ দ্বারা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত সগুণ ব্রহ্মের "ধ্যান" এবং এতদধ্যায়ে বক্তব্য "জ্ঞান" বিষয়ের পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানই মুক্তির প্রধান হেতু। ধ্যান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। ধ্যান আত্মজ্ঞান লাভের অনুকূল উপায় মাত্র। বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানতত্ত্ব অতীব গুহ্যতম। রাগদ্বেষাদি-বর্জ্জিত না হইলে এই জ্ঞানতত্ত্বের কেহ অধিকারী হইতে পারে না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে আর্জ্জব ও সংযমাদি-গুণযুক্ত উপযুক্ত শিষ্য বোধে এই বিজ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানতত্ত্বের গুহ্য রহস্য বলিতেছেন। অনধিকারীকে জ্ঞানতত্ত্ব উপদেশ করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। অনধিকারী ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্বের গুহ্য প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, এজন্য সাধারণের সমক্ষে জ্ঞানতত্ত্বের রহস্য প্রকাশ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। ইদং (এই আত্মজ্ঞান) রাজগুহ্যং (অতি গুহ্যতম) রাজবিদ্যা (বিদ্যাশ্রেষ্ঠ) উত্তমং (উত্তম) পবিত্রং (পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষফলপ্রদ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসঙ্গত) কর্ত্তুং সুসুখম্ (সুখসাধ্য) অব্যয়ং চ (ও অক্ষয়ফলপ্রদ)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। এই আত্মজ্ঞান সকল বিদ্যার রাজা, সকল গুহ্য পদার্থের রাজা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, পবিত্র ও প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের ফলস্বরূপ ও সুখসাধ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তচ্চ স্তৌতি—রাজবিদ্যেতি। রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা দীপ্ত্যতি-

শয়ত্বাৎ। দীপ্যতে হীয়ন্তিশয়েন ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যানাং। তথা রাজগুহ্যং—গুহ্যানাং রাজা। পবিত্রং পাবনমিদমুত্তমং সর্ব্বেষাং পাবনানাং শুদ্ধিকারণমিদং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুৎকৃষ্টতমম্। অনেকজন্মসহস্রসঞ্চিতমপি ধর্ম্মাধর্ম্মাদি সমূলং কর্ম্ম ক্ষণমাত্রাদ্ভস্মীকরোতি যতোঽতঃ কিং তস্য পাবনত্বং বক্তব্যং? কিঞ্চ প্রত্যক্ষাবগমং প্রত্যক্ষেণ সুখাদেরিবাবগমো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমম্। অনেকগুণবতোঽপি ধর্ম্মবিরুদ্ধত্বং দৃষ্টং। শ্যেনযাগ ইব। ন তথাত্মজ্ঞানং ধর্ম্ম-বিরোধি কিন্তু ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্। এবমপি স্যাদ্দুঃখসংপাদ্যমিতি। অত আহ—সুসুখং কর্ত্তুং। যথা রত্নবিবেকবিজ্ঞানং। তত্রাল্পায়াসানামন্যেষাং। কর্ম্মণাং সুখসংপাদ্যানামল্পফলত্বং দুষ্করাণাং চ মহাফলত্বং দৃষ্টমিতি। ইদং নু সুখসংপাদ্যত্বাৎ ফলক্ষয়াদ্ব্যেতীতি প্রাপ্তম্। অত আহ—অব্যয়ং। নাস্য ফলতঃ কর্ম্মবদ্ব্যয়োঽস্তীত্যব্যয়ম্। অতঃ শ্রদ্ধেয়মাত্মজ্ঞানম্॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা। রাজগুহ্যং গুহ্যানাং চ রাজা। বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং। শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জনস্য পরত্বং। রাজ্ঞাং বিদ্যা। রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং। জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঃ চ। প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং। দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং। বেদোক্তসর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ। কর্ত্তুং চ সুসুখং। *সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। অব্যয়ং চাক্ষয়ফলত্বাৎ॥ ২॥*

গীতার্থসন্দীপনী। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। কার্য্য সহিত অবিদ্যা ইহারই দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মতত্ব মাত্রেই গুহ্য-রহস্যযুক্ত; কিন্তু আত্মজ্ঞান তৎসমস্ত হইতে অতীব গুহ্যতম। কেননা, জন্মজন্মান্তর নিষ্কাম পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। প্রায়শ্চিত্ত আদি জীবের পাপবিশেষের নাশ করিয়া থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইলে জীবের পূর্ব্ব-*জন্মকৃত ও বর্ত্তমানদেহকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, এবং ভবিষ্যৎ জন্ম জন্য কর্ম্ম-পাশের সূচনা* করিতে দেয় না। এই জন্য আত্মজ্ঞান পবিত্র হইতেও পবিত্রতম। আত্মজ্ঞান দ্বারা যে পরমানন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা জ্ঞানিগণ প্রত্যক্ষই অনুভব করিয়া থাকেন। যাগ, যজ্ঞ ও বহুবর্ষব্যাপী তপস্যা যেরূপ ক্লেশকর, আত্মজ্ঞান তাদৃশ ক্লেশসাধ্য নহে। ইহা শ্রবণ, মনন, বিচারণাদি দ্বারা অনায়াসে লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ হয় বলিয়া উহার ফল সামান্য নহে। অন্যান্য কৃচ্ছ্রব্রতাদিতে যেমন বহু পরিশ্রমে বহু ফল, এবং অল্প শ্রমে অল্প ফল হইয়া থাকে, আত্মজ্ঞানসাধনা সেরূপ নহে। ইহা অল্পায়াস-সাধ্য হইলেও অক্ষয় ফল প্রসব করিয়া থাকে। অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মাদি যেমন স্বর্গসুখ-ভোগাদিতে ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার তাদৃশ ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা নাই॥ ২॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আত্মানাত্ম বিচারপূর্ব্বক তীব্র ভক্তি ও বৈরাগ্য সহ আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত চিত্তনিরোধ প্রকৃত রাজযোগ। প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেও তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে জ্ঞানের কারণ নহে, ঈশ্বর-প্রণিধানপূর্ব্বক অথবা আত্মসংস্থ হইয়া চিত্ত নিরুদ্ধ

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

না হইলে অপরোক্ষ জ্ঞানের বিকাশ হয় না। এই জন্য মহাবাক্যাদির বিচার সহ ধ্যানাভ্যাসে—প্রেমের তন্ময়তায় আত্মজ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। যিনি প্রেমের আবেশে ভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎ করেন, তিনি নিজ পৃথক্ সত্তা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ভগবানের স্বরূপ সত্তায় পৃথক জীবভাব নাই। অদ্বৈতভাবেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান হয়। এই জ্ঞানলাভ কষ্টসাধ্য না হইলেও ইহা তীব্র ভক্তি বা বৈরাগ্যসাপেক্ষ, নতুবা চঞ্চল চিত্ত কিছুতেই নিরুদ্ধ হইবার নহে। বিশেষতঃ ভগবানের স্বরূপবিষয়ক বিশুদ্ধ বিচার সংস্কারগত না হইলে অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হয় না, এই জন্য ইহা সুখসাধ্য হইলেও, অবিবেকীর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করা একমাত্র ভগবানের কৃপাদৃষ্টিতেই সম্ভবপর ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ!) অস্য (এই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের প্রতি) অশ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবিহীন) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য (না পাইয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে) নিবর্ত্তন্তে (ভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! এই আত্মজ্ঞানরূপধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকীর্ণ সংসারপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অশ্রদ্দধানাঃ শ্রদ্ধাবিরহিতাঃ। আত্মজ্ঞানস্য ধর্ম্মস্যাস্য স্বরূপে তৎফলে চ নাস্তিকাঃ পাপকারিণোঽসুরাণামুপনিষদং দেহমাত্রাত্মদর্শনমেব প্রতিপন্না অসুতৃপঃ পাপাঃ পুরুষাঃ পরন্তপাপ্রাপ্য মাং পরমেশ্বরং—মৎপ্রাপ্তৌ নৈবাশঙ্কেতি মৎপ্রাপ্তিমার্গসাধনভেদভক্তিমাত্রমপ্যপ্রাপ্যেত্যর্থঃ—নিবর্ত্তন্তে নিশ্চয়েনাবর্ত্তন্তে। ক্ব? মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারো মৃত্যুসংসারঃ। তস্য বর্ত্ম নরকতির্য্যগাদিপ্রাপ্তিমার্গঃ। তস্মিন্নেব বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবমত্যন্তসুকরত্বে কে নাম সংসারিণঃ স্যুঃ? তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য। ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে। মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞান সকল অপেক্ষা পবিত্র, শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ হইলেও, মনুষ্যগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, অশ্রদ্ধাই এই অপ্রবৃত্তির হেতু। যাহারা বেদবিরুদ্ধ কুৎসিৎকার্য্যপরায়ণ, যাহারা দম্ভ-দর্পাদি

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

আসুর সম্পদ মোহিত, তাহাদের অন্তঃকরণে শ্রদ্ধার উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে কোন মতেই লাভ করিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত জীব কীটপতঙ্গাদি নারকীয় যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অব্যক্তরূপ) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সর্ব্বজগৎ) ততং (ব্যাপ্ত), সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূতই) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত), অহং চ (কিন্তু আমি) তেষু (তাহাতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে স্থিতি করিতেছে; কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্তুত্বাঽর্জ্জুনমভিমুখীকৃত্যাহ—ময়েতি। ময়া মম যঃ পরো ভাবস্তেন ততং ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। ন ব্যক্তা মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য মম সোঽহমব্যক্তমূর্ত্তিঃ। তেন ময়াব্যক্তমূর্ত্তিনা। করণাগোচরস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মিন্মযাব্যক্তমূর্ত্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি। ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াবকল্পতে। অতো মৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্ত্বেন স্থিতানি। অতো ময়ি স্থিতানীত্যুচ্যন্তে। তেষাং ভূতানামহমেবাত্মেতি। অতস্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাসতে। অতো ব্রবীমি—ন চাহং তেষু ভূতেষ্ববস্থিতঃ। মূর্ত্তবৎ সংশ্লেষাভাবেনাকাশস্যাপ্যন্তরতমো হ্যহং। ন হ্যসংসর্গি বস্তু ক্বচিদাধেয়ভাবেনাবস্থিতং ভবতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তাতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য। তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু প্রাবিশৎ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। *অত এব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি।* এবমপি ঘটাদিষু কার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিতঃ। আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অজ্ঞানকল্পিত সমস্ত জগৎই পরমাত্মার সত্তায় প্রকাশমান বোধ হইতেছে। তিনি না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না; তাই তিনি সর্ব্বতোব্যাপী। তাঁহার এই সত্তা চক্ষুরাদির বিষয়ীভূত নহে, এই জন্য উহা অব্যক্ত। তাঁহার সত্তায় বস্তু সত্তাবান্ সত্য; কিন্তু বস্তুর সত্তায় তিনি সত্তাবান্ নহেন। বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু তিনি নিত্য। বস্তুসকল তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু তিনি কোন বস্তুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নাই। তিনি স্বপ্রকাশ ॥ ৪ ॥

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৬।

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মে (আমার) ঐশ্বরং (অসাধারণ) যোগং (প্রভাব) পশ্য (দেখ), ভূতানি চ (ভূত সকল) মৎস্থানি ন (আমাতে স্থিতি করিতেছে না); মম আত্মা (আমার আত্মস্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতধারক ভূতভাবনঃ) চ (ও ভূতপালক), ন ভূতস্থঃ (ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি আমার অদ্ভুত প্রভাব দর্শন কর। এই ভূতসকল আমাতে স্থিতি করিতেছে না। আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, ভূতসকলকে ধারণ এবং উৎপন্ন করিয়াও ভূত মধ্যে স্থিতি করিতেছে না ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত এবাসংসর্গিত্বান্মম—ন চেতি। ন চ মৎস্থানি ভূতানি ব্রহ্মাদীনি। পশ্য মে যোগং যুক্তিং ঘটনং। মে মমৈশ্বরং যোগমাত্মনো যথাত্ম্যমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিরসংসর্গিত্বাদসঙ্গতাং দর্শয়তি—"অসঙ্গো ন হি সজ্জতে" (ক)। ইদং চাশ্চর্য্যমন্যৎ পশ্য—ভূতভৃদসঙ্গোঽপি সন্ ভূতানি বিভর্ত্তি। ন চ ভূতস্থঃ। যথোক্তেন ন্যায়েন দর্শিতত্বাদ্ভূতস্থত্বানুপপত্তেঃ। কথং পুনরুচ্যতে—অসৌ মমাত্মেতি? বিভজ্য দেহাদিসংঘাতং তস্মিন্নহংকারমধ্যারোপ্য লোকবুদ্ধিমনুসরন্ ব্যপদিশতি মমাত্মেতি। ন পুনরাত্মন আত্মান্য ইতি লোকবদজানন্। তথা ভূতভাবনঃ। ভূতানি ভাবয়ত্যুৎপাদয়তি বর্দ্ধয়তি বা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি। অসঙ্গত্বাদেব মম। ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বং চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে মম। ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনাচাতুর্য্যং পশ্য। মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিদ্বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবংভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহংকারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠত্যেবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি। নিরহংকারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ নির্ব্বিকার পূর্ণ পরব্রহ্ম হইয়া সসীম ভূতসমূহে অধিষ্ঠিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রাণিগণ তাঁহাতে স্থিতি করিতে না পারিবে কেন? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, যে, তুমি স্থূলদৃষ্টি পরিহার করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আমার যোগৈশ্বর্য্য অবলোকন কর। আমি বস্তুতঃ কিছুরই আশ্রয় নহি ও কোন বস্তুতেই আমি অধিষ্ঠান করি না। কেবল কনকে কুণ্ডলবুদ্ধির ন্যায় ভূতসকলের স্থিতি আমাতে আরোপিত হইয়া থাকে। আমার নিত্য একরস বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দঘন পরমার্থস্বরূপই উপাদান কারণরূপে

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৬; ৪।২।৪; ইত্যাদি।

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬ ॥

সমস্ত ভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ও পোষণ করিতেছে। এইজন্য ভগবানের নাম ভূতভৃৎ। আবার ঐ স্বরূপই কর্তৃরূপে ভূতসকলকে উৎপাদন করিয়া থাকে, এইজন্য ভগবানের নাম ভূত-ভাবন। ভগবানের এই স্বরূপ অসঙ্গ ও অদ্বিতীয়। স্বরূপতঃ ভগবান্ সমস্ত হইতে নির্লিপ্ত॥৫॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবান্ আকাশের ন্যায় সর্ব্বতোব্যাপী নহেন; কিন্তু তাঁহার চিন্মাত্রসত্তায় মন নিরুদ্ধ হইলে দিক্‌কালাদির জ্ঞান তিরোহিত হয়, সুতরাং তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন পদার্থই তাঁহার ভূমা সত্তা হইতে পৃথক্ থাকে না। এই জন্যই দৃশ্যজগৎ কনকে কুণ্ডলের ন্যায় তাঁহার মহিমামাত্রে—মায়ায় প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মা স্বপ্রকাশ, এবং বাহ্যজগৎ তাঁহার সত্তায় সত্যবৎ প্রতীত হয়; কিন্তু দেশকালের প্রকৃত সত্যতা নাই বলিয়া তাহাতে পরিদৃষ্ট জগৎও মিথ্যা। অতএব পরমাত্মসত্তায় চরাচর জগৎ বিদ্যমান নাই এবং মিথ্যা মায়াজাত জগতের সঙ্গেও সত্য-স্বরূপের কোন সম্বন্ধ নাই। পরমাত্মা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত যথা—

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নীতি"(ছান্দোগ্য ৭।২৪।১)।

নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "সেই (ভূমা) কিসে প্রতিষ্ঠিত?" তদুত্তরে ঋষি সনৎকুমার বলিলেন,—"তিনি নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা (এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে) বলিতে হয়, তিনি মহিমার মধ্যেও স্থিত নহেন, কেননা তাঁহার মহিমা তাঁহা হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারে? অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চৈতন্য নিজত্বেনেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার আর অন্য আধার কিরূপে থাকিবে? দেশকালময় দৃশ্যজগৎ তাঁহারই মহিমার আংশিক বিকাশ, তিনি স্বতঃসিদ্ধ সত্যস্বরূপ, তাঁহার আর আশ্রয়ের আবশ্যকতা নাই।"॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্রগঃ (সর্ব্বত্র গমনশীল) মহান্ বায়ুঃ (মহাবায়ু) যথা (যেরূপ) নিত্যম্ (সদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থিত) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূত সমস্ত) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) ইতি (ইহা) উপধারয় (অবধারণ কর)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বতোগমনশীল, মহান্ ও সর্ব্বদা বেগবান্ বায়ু যেরূপ আকাশে স্থিতি করে, ভূত সমস্ত সেইরূপ আমাতে অবস্থিতি করিয়া থাকে; ইহাই তুমি অবধারণ কর॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তেন শ্লোকদ্বয়েনোক্তমর্থং দৃষ্টান্তেনোপপাদয়ন্নাহ—যথেতি। যথা—লোক আকাশস্থিত আকাশে স্থিতো নিত্যং সদা বায়ুঃ সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি সর্ব্বত্রগঃ। মহান্ পরিমাণতঃ। তথাকাশবৎ সর্ব্বগতে ময্যসংশ্লেষেণৈব স্থিতানি মৎস্থানীত্যেবমুপ-ধারয় জানীহি॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তেনিত্যমাকাশে স্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে। নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানীতি জানীহি ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আকাশ অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, বায়ু তাহাতে আধেয়রূপে চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছে, কিন্তু আকাশের নির্লিপ্ততা বশতঃ উহা বায়ুর সহিত কখনই সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া যায় না। এইরূপ ভূতসমষ্টি পরমাত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে, তথাচ পরমাত্মা চিরদিন নির্লিপ্ত—স্বতন্ত্র ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ভূতানি (ভূত) মামিকাং (আমার) [ত্রিগুণাত্মিকা] প্রকৃতিং (প্রকৃতিতে) যান্তি (বিলীন হয়), পুনঃ (পুনর্ব্বার) কল্পাদৌ (সৃষ্টিকালে) তানি (সেই ভূতসকলকে) অহং (আমি) বিসৃজামি (সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! প্রলয়কালে এই ভূত সমস্ত আমার শক্তিরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়। পুনঃসৃষ্টিকালে আমি সেই সকল ভূত উৎপাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং বাযুকাশ ইব ময়ি স্থিতানি সর্ব্বভূতানি স্থিতিকালে। তানি—সর্ব্বভূতানীতি। সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং ত্রিগুণাত্মিকামপরাং নিকৃষ্টাং যান্তি। মামিকাং মদীয়াং। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে। পুনর্ভূয়স্তানি ভূতান্যুৎপত্তিকালে কল্পাদৌ বিসৃজাম্যুৎপাদয়াম্যহং পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং। তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বং চাহ—সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি। ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে। পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সৃষ্টি ও স্থিতিকালে পরমাত্মা যে ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র থাকেন, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইল, এক্ষণে তাঁহার প্রলয়কালীন স্বতন্ত্রতা ব্যাখ্যাত হইতেছে। ভগবানের যে মায়া হইতে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, জগৎ বিনষ্ট হইলে সমস্ত পদার্থই সেই মূলকারণস্বরূপিণী ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট হয়। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তখনও স্বতন্ত্র থাকেন। ভগবান্ এই কারণরূপ বীজ হইতে তত্ত্বসকল সংগ্রহ করিয়া সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার আকাশাদি ভূতসকল রচনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] স্বাং (নিজ) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (স্বভাব বশে) ইমং (এই) কৃৎস্নম্ (সমস্ত) অবশং (কর্ম্মাদিপরতন্ত্র) ভূতগ্রামং (ভূত সমস্ত) পুনঃ পুনঃ (বারংবার) বিসৃজামি (উৎপাদন করিয়া থাকি)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমি নিজ মায়ারূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার প্রভাবে আকাশাদি ভূতসকল পুনঃ পুনঃ উৎপাদন করিয়া থাকি॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রকৃতিমিতি। এবমবিদ্যালক্ষণাং—প্রকৃতিং স্বাং স্বীয়ামবষ্টভ্য বশীকৃত্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ প্রকৃতিতো জাতং ভূতগ্রামং ভূতসমুদায়ম্। ইমং বর্ত্তমানং। কৃৎস্নং সমগ্রম্। অবশমস্বতন্ত্রমবিদ্যাদিদোষৈঃ পরবশীকৃতং। প্রকৃতের্বশাৎ স্বভাববশাৎ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননুসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিতি। স্বাং স্বীয়াং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্যাধিষ্ঠায়। প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি। বিশেষণ সৃজামীতি বা। কথং? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্তত্তৎস্বভাববশাৎ॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমাত্মা নির্লিপ্ত। তিনি কিরূপে জগৎ রচনা করেন? তাঁহার জগৎ-রচনার অভিপ্রায় কি? জগৎ কি তাঁহার নিজ বা অন্যের ভোগার্থেই বিরচিত হয়? জগৎ তো কাহারও মুক্তির জন্য সৃষ্ট হয় না, তবে কোন্ বিশেষ অভিপ্রায়ে ভগবান্ জগৎ রচনা করেন? অর্জ্জুনের এই সকল সংশয় দূরীকরণার্থ ভগবান্ প্রপঞ্চমায়াময়ত্বহেতু জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। যে সকল ভূত প্রলয়কালে অনির্ব্বচনীয় প্রকৃতিতে বিলীন থাকে, প্রকৃতির নিজ সত্তা-স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজ নিজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ আকৃতি প্রকৃতির সহিত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ যেমন প্রপঞ্চের কল্পনা পূর্ব্বক স্বপ্নের উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ মায়ার স্বাভাবিক উন্মেষ বশতঃ জগতের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হইয়া থাকে। চৈতন্যরূপ পরমাত্মা তাহার সাক্ষী মাত্র। জগৎ বস্তুতঃ মায়িক কল্পনা॥ ৮॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মনুষ্যের ইচ্ছাদি শক্তি মায়াপ্রভাবেই হইয়া থাকে, কিন্তু পরমাত্মা মায়াতীত, এইজন্য জগৎ-রচনা বিষয়ে তাঁহার কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নাই। তাঁহার অস্তিত্ববশতঃই অনির্ব্বচনীয় মায়ার জগদ্বিকাশ হইয়াছে। পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি হয়, এই সাংখ্যমতেও বিশেষ কোন যুক্তি নাই; কেননা চিন্মাত্র পুরুষ ও অব্যক্ত প্রকৃতির সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে? অবিদ্যাবশতঃই পুরুষ প্রকৃতিকে উপদর্শন করেন: ইহা ব্যক্তাবস্থায় সত্য, কিন্তু তাহাতে পুরুষের অব্যক্ত প্রকৃতির উপদর্শন সিদ্ধ হয় না, এইজন্য সাংখ্যে সংযোগ অনাদি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং ইহাও অনির্ব্বচনীয় মায়ার নামান্তর মাত্র॥ ৮॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) তেষু (সেই সকল) কর্ম্মসু (কর্ম্মে) অসক্তং চ (অনাসক্ত) উদাসীনবৎ (আসক্তিশূন্যের ন্যায়) আসীনং (অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি (সেই সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ন নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিতে পারে না) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! উদাসীন পুরুষের ন্যায় কর্ম্মাদিতে আসক্ত না থাকায় সৃষ্টি আদি ক্রিয়াসকল আমাকে বন্ধন করিতে পারে না॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তর্হি তস্য তে পরমেশ্বরস্য ভূতগ্রামং বিষমং বিদধতস্তন্নিমিত্তাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং সম্বন্ধঃ স্যাদিতি? ইদমাহ ভগবান্—ন চ মামিতি। ন চ মামীশ্বরং তানি ভূতগ্রামস্য বিষমবিসর্গনিমিত্তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়। তত্র কর্ম্মণামসম্বন্ধত্বে কারণমাহ—উদাসীনবদাসীনং। যথোদাসীন উপেক্ষকঃ কশ্চিৎ তদ্বদাসীনম্। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাৎ। অসক্তং ফলাসঙ্গরহিতমভিমানবর্জ্জিতমহং করোমীতি তেষু কর্ম্মসু। অতোঽন্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবঃ। ফলাসঙ্গাভাবশ্চাবন্ধকারণম্। অন্যথা কর্ম্মভির্বধ্যতে মূঢ়ঃ কোশকারবদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিতি? অত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ। সা চাপ্তকামস্য মম নাস্তি। অত উদাসীনবদবর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নাপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ। কর্ত্তৃত্বে চোদাসনীত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াবী (ইন্দ্রজালবিদ্যাবিশারদ) পুরুষগণ যেমন অনেক পদার্থের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিয়া থাকে, তদ্দর্শনে অন্যান্য লোক মোহিত এবং আকৃষ্ট হইলেও সে যেমন মোহিত ও আকৃষ্ট হয় না, ভগবানের দ্বারা সেইরূপ মায়াময় জগৎ প্রকাশিত হইলেও ভগবান্ তাহাতে আবদ্ধ হয়েন না। যিনি মায়াতীত, মায়াময় মিথ্যা জগৎ তাঁহাকে বন্ধন করিবে কিরূপে? সৃষ্টি আদি ক্রিয়াতে তাঁহার কোন যত্ন, অভিনিবেশ ও উদ্দেশ্যসাধন আদি নাই, তিনি সর্ব্বদা আসক্তিশূন্য উদাসীনের ন্যায়। তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব আদি অভিমান নাই। অর্জ্জুন পাছে মনে করেন যে, জীবের মধ্যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী হয় কেন? সেইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনি কাহারও প্রতি অনুরাগ বা দ্বেষ করেন না।

যেমন মেঘ কাহারও প্রতি বৈষম্যবুদ্ধি না করিয়া জল বর্ষণ করিয়া যায়, তৎপরে বীজের নিজ নিজ প্রকৃতি—ধর্ম্ম অনুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ভগবান্ সেইরূপ সমান ভাবে সকলকে সৃষ্টি করেন, কিন্তু জীব সকল নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ আদৌ নাই, তিনি নির্ব্বিকার ॥ ৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জীবসকলের সুখদুঃখ তাহাদের নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে হইয়া

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

থাকে, এবং ভগবান্ তাহার সাক্ষাৎ কারণ নহেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সত্তাপ্রভাবেই বিভিন্ন কর্ম্মের যথাযথ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দুষ্টের শাসন কালে এবং শিষ্টের সংরক্ষণে রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বীজের ধর্ম্মানুসারে কটু বা মিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে বটে; কিন্তু মেঘের বৃষ্টি না হইলে কোন বীজই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সেইজন্য ভগবানের প্রভাবই কর্ম্মফল বিকাশের প্রধান কারণ। সুতরাং যাঁহারা ঈশ্বর ব্যতীত জীবের কর্ম্মফলেই জগদ্বিকাশ হইতে পারে বলিয়া স্থির করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় করুণাময় বা নিষ্করুণ নহেন; কিন্তু কেহ শরণাগত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে তাঁহার সাত্ত্বিকভাব ঈশ্বরের প্রভাবেই অশুভ ক্ষয়ের দ্বারা অনুকূল ফল উৎপন্ন করে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের নিকট জীবের শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মফল বর্ত্তমান থাকিলেও তিনি উদাসীন সাক্ষী মাত্র, উহাদের পরিবর্ত্তন করিবার জন্য তাঁহার কোন ইচ্ছা হইতেই পারে না। কিন্তু তিনি থাকাতেই তাহাদের ফলে কোনও ব্যতিক্রম হইতে পায় না। যেমন রাজশক্তি না থাকিলে দোষের দণ্ড-দান ও গুণের মর্যাদা-রক্ষা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকিলে শুভাশুভ কর্ম্মেরও ফল হইতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনাদি সমস্তই ব্যর্থ হইবে। যেমন শুষ্ক ঘটে জলের অস্তিত্ব দৃষ্ট না হইলেও উহার অবয়ব গঠনে জলের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, কেননা, জল ব্যতীত কেবল শুষ্ক মৃত্তিকায় ঘট গঠিত হইতে পারে না, সেইরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হইলেও জীবের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের প্রভাবেই হইয়া থাকে। (পরশ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। *কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অধ্যক্ষেণ ময়া (মৎকর্ত্তৃত্ব হেতু) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) সচরাচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মক) জগৎ (জগৎ) সূয়তে (প্রসব করেন); অনেন (এই) হেতুনা (কারণে) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ত্ততে (বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১০॥*

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন; এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে বারংবার উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র ভূতগ্রামমিমং বিসৃজামি (গীঃ ৯।৮) উদাসীনবদাসীনমিতি (গীঃ ৯।৯) চ বিরুদ্ধমুচ্যত ইতি? তৎপরিহারার্থমাহ—ময়েতি। ময়া সর্ব্বতো দৃশিমাত্রস্বরূপেণা-বিক্রিয়াত্মনাধ্যক্ষেণ মম ত্রিগুণাত্মিকাবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ সূয়তে উৎপাদয়তি সচরাচরং জগৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ

সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ (ক) ইতি। সাক্ষিমাত্রেণ হেতুনা নিমিত্তেনানেনাধ্যক্ষত্বেন কৌন্তেয় জগৎ সচরাচরং ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং বিপরিবর্ততে সর্ব্বাবস্থাসু। দৃশিকর্ম্মত্বাপত্তিনিমিত্তা হি জগতঃ সর্ব্বদা প্রবৃত্তিঃ—অহমিদং ভোক্ষ্যে—পশ্যামীদং—শৃণোমীদং—সুখমনুভবামি—দুঃখমনুভবামি—তদর্থমিদং করিষ্যে—ইদং জ্ঞাস্যামি—ইত্যাদ্যাব গতিনিষ্ঠাবগত্যবসানৈব। যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ (খ)—ইত্যাদয়শ্চ মন্ত্রা এতমর্থং দর্শয়ন্তি। ততশ্চৈকস্য দেবস্য সর্ব্বাধ্যক্ষভূতচৈতন্যমাত্রস্য পরমার্থতঃ সর্ব্বভোগানভিসম্বন্ধিনোঽন্যস্য চেতনান্তরস্যাভাবে ভোক্তুরন্যস্যাভাবাৎ কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিরিত্যত্র প্রশ্নপ্রতিবচনে অনুপপন্নে। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ। কুত আ জাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ॥ (খ) ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেভ্যঃ। দর্শিতং চ ভগবতা—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ (গী ৫।১৫)। ইতি॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়াধ্যক্ষেণাধিষ্ঠাত্রা নিমিত্ত ভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে। সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বং চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি স্বয়ং জড়া চৈতন্যও নিষ্ক্রিয়। এতদুভয়ের কেহই স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্টি করিতে পারেন না। চৈতন্যের সত্তাসন্নিকর্ষবশতঃ প্রকৃতি হইতে জগৎরূপ ক্রিয়ার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয় হইলে যেমন জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশগুণে লোকে ভাল মন্দ কার্য্য সম্পাদন করিলে সূর্য্যকে যেমন সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া গণ্য করা যায় না সেইরূপ পরমাত্মার সত্তায় জগৎ বিকাশিত হইলে এবং সুখদুঃখাদি নানা ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও তিনি তত্তাবতের কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হন না॥ ১০॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। প্রকৃতি মায়ারই নামান্তর। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে তাঁহার বাস্তবিক পৃথক সত্তা নাই। ব্রহ্মচৈতন্য নিত্য একরস বিদ্যমান তাঁহার সন্নিধানরূপ মায়াতেই জীব ও জগৎ বিকাশ পাইতেছে। ব্রহ্মচৈতন্যে জগতের অস্তিত্ব নাই এবং জীবে চৈতন্যবিকাশ না থাকিলেও জগদ্বোধ হয় না। অনাদি জন্মের সংস্কার বশেই শুদ্ধ ব্রহ্মে জীবের জগদ্বোধ হইয়া থাকে এবং স্বচৈতন্যের স্বরূপোপলব্ধি হয় না ইহাই অনির্ব্বচনীয় মায়া। মায়াবশতঃই ব্রহ্মচৈতন্যের বিপর্য্যয়-জ্ঞানে জীবভাব ও মিথ্যা দেশ কালের অন্তরালে পঞ্চভূতময় জগৎ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই রহস্যে একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য এবং তাঁহার অস্তিত্বই ইহার কারণ তবে স্বরূপতঃ ইহাতে তাঁহার কোনও কর্তৃত্ব নাই। যথা শ্রুতি (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১১)—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

অদ্বিতীয় পরমাত্মা (চৈতন্য) সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত তিনি সর্ব্বব্যাপক ও সকলের অন্তরাত্মা কর্ম্মপ্রবাহের নিয়ন্তা সর্ব্বভূতের আশ্রয় সাক্ষিমাত্র চৈতন্যস্বরূপ বিশুদ্ধ (মায়াতীত) ও প্রাকৃতিক গুণসম্বন্ধ-শূন্য॥ ১০॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১ ; এবং ব্রহ্মোপনিষৎ, ৩৫। (খ) তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণম্ ২।৮।৯ ; এবং ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৬

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। মূঢ়াঃ (অবিবেকী ব্যক্তিগণ) মম (আমার) ভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ) পরং ভাবম্ (পরমার্থ তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) মানুষীং তনুম্ (মনুষ্যদেহ) আশ্রিতং (আশ্রিত) মাম্ (আমাকে অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া আমার মনুষ্যমূর্ত্তিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং মাং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্ব্বজন্তূনামাত্মানমপি সন্তম্—অবজানন্তীতি। অবজানন্ত্যবজ্ঞাং পরিভবং কুর্ব্বন্তি মাং মূঢ়া অবিবেকিনো মানুষীং মনুষ্যসম্বন্ধিনীং তনুং দেহমাশ্রিতং। মনুষ্যদেহেন ব্যবহরন্তমিত্যেতৎ। পরং প্রকৃষ্টং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বমাকাশকল্পমাকাশাদপ্যন্তরতমমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং মহান্তমীশ্বরং স্বমাত্মানং। ততশ্চ তস্য মমাবজ্ঞানভাবনেন হতা বরাকাস্তে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবংভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাং। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে। অবজ্ঞানে হেতুঃ—শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছা-বশান্মনুষ্যাকারামাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ স্বয়ং নিজ যোগ-মায়াবলে মনুষ্যাদি বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মূঢ়গণ ভগবানের অলৌকিক লীলা-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া রাম-কৃষ্ণ আদিকে সাধারণ মানুষ বোধে অনাদর করিয়া থাকে; কিন্তু সূক্ষ্মবুদ্ধি সাধকগণ সেই চিদ্ঘনানন্দ মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সম্মুখে সামান্য মানববেশে থাকিলেও তিনি সমস্ত প্রাণীর একমাত্র মহেশ্বর ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। মোঘাশাঃ (নিষ্ফলকাম) মোঘকর্ম্মাণঃ (নিষ্ফলকর্ম্মা) মোঘজ্ঞানা (বিফলজ্ঞান) বিচেতসঃ (বিচারবিহীন পুরুষগণ) রাক্ষসীম্ (তমঃপ্রধান) আসুরীং চ এব (ও রজঃপ্রধান) মোহিনীং (মোহজনক) প্রকৃতিং (স্বভাব) শ্রিতাঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। নিষ্ফলকাম, নিষ্ফলকর্ম্মী এবং বিফলজ্ঞান ও বিচারবিহীন পুরুষগণ রাক্ষসী, আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং ?—মোঘাশা ইতি। মোঘাশাঃ—বৃথাশা আশিষো যেষাং তে মোঘাশাঃ। তথা মোঘকর্মাণঃ—যানি চাগ্নিহোত্রাদীনি তৈরনুষ্ঠীয়মানানি কর্মাণি তানি চ তেষাং ভগবৎপরিভবাৎ স্বাত্মভূতস্যাবজ্ঞানান্মোঘান্যেব নিষ্ফলানি কর্মাণি ভবন্তীতি মোঘকর্মাণঃ। তথা মোঘজ্ঞানাঃ—মোঘং নিষ্ফলং জ্ঞানং যেষাং তে মোঘজ্ঞানাঃ। জ্ঞানমপি তেষাং নিষ্ফলমেব স্যাৎ। বিচেতসো বিগতবিবেকাশ্চ তে ভবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। কিঞ্চ তে ভবন্তি রাক্ষসীং প্রকৃতিং স্বভাবম্ আসুরীমসুরাণাং চ প্রকৃতিং, মোহিনীং মোহকরীং দেহাত্মবাদিনীং। শ্রিতা আশ্রিতাঃ। ছিন্ধি ভিন্ধি পিব খাদ পরস্বমপহরেত্যেবংবদনশীলাঃ ক্রূরকর্মাণো ভবন্তীত্যর্থঃ। অসুর্য্যা নাম তে লোকাঃ (ক)—ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবংভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে। অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্মাণি যেষাং তে। মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে। অত এব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ। সর্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরম্। আসুরীং চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং। মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং। প্রকৃতিং স্বভাবং। শ্রিতা আশ্রিতাঃ সন্তঃ। মামবজানন্তীতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহারা মনে করে সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান্ ভগবানকে পরিহার করিয়া অন্য দেবতার পূজা দ্বারা কামনা পরিপূর্ণ করিবে, তাহাদের আশা নিষ্ফল। যাহারা ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্মের অনুষ্ঠান পূর্বক ফল কামনা করে, তাহাদিগের কর্ম নিষ্ফল—তাহাদের পরিশ্রম মাত্রই সার হয়। যাহারা ধর্মশাস্ত্র বা জ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিয়া ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করে না, তাহাদের কুতর্কপূর্ণ পঠন ও পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল। এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে অনাদর করে, তাহাদের প্রকৃতি শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা রাক্ষসভাব লাভ করে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ভোগাদিতে অনুরাগবশতঃ আসুরভাব প্রাপ্ত হয়, এবং সৎ-শাস্ত্রজনিত জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় তাহাদের প্রকৃতি মোহনভাবযুক্ত, অর্থাৎ তাহারা মুগ্ধচিত্ত হয়। এই সকল দোষে এই সকল জীব নরকে গমন পূর্বক বহু যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) দৈবীং (সত্ত্বপ্রধান) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অনন্যমনসঃ (অনন্যমনা) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মগণ) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্বভূতের কারণ) অব্যয়ং (অবিনাশী) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজনা করেন)॥১৩॥

(ক) (কে)ঈশোপনিষৎ ৩।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যাঁহার দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি অনন্যচিত্ত হয়েন, সেই মহাত্মা পুরুষগণ আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ, এবং অবিনাশী জানিয়া ভজনা করেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনঃ শ্রদ্দধানা ভগবদ্ভক্তিলক্ষণে মোক্ষমার্গে প্রবৃত্তাঃ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানস্ত্বক্ষুদ্রচিত্তাঃ। মামীশ্বরং পার্থ দৈবীং দেবানাং প্রকৃতিং শমদমদয়া-শ্রদ্ধাদিলক্ষণামাশ্রিতাঃ সন্তোঃ ভজন্তি সেবন্তে। অনন্যমনসোঽনন্যচিত্তাঃ। জ্ঞাত্বা ভূতাদিং ভূতানাং বিয়দাদীনাং প্রাণিনাং চাদিং কারণমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীতি? অত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ। অত এব—অভবং সত্ত্বসংশুদ্ধিবিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ। অত এব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং। তে তু ভূতাদিং জগৎকারণমব্যয়ং নিত্যং চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা জন্মজন্মান্তরকৃত তপস্যা দ্বারা নিজ নিজ অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই দৈবী—সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাই গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন। মলিনমনস্কদিগের ঈশ্বরে ভক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই, কেননা চিত্তশুদ্ধি না হইলে ভগভক্তির উদয় হয় না ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অন্তঃকরণে রজস্তমোগুণের ক্ষয় দ্বারা বিষয়াসক্তি নিবৃত্তি হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। বিষয়ভোগবাসনার জন্য বিক্ষেপই চিত্তের মলিনতা। গীতোক্ত ত্রিবিধ তপস্যাদির (১৭ অঃ। ১৪-১৬) অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিকভাবের বৃদ্ধি হইলে অন্তঃকরণ আত্মচৈতন্যে একাগ্র হইতে থাকে, তাহাই চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ, এবং ক্রমে আত্মসংস্থ হইলে ভক্তির বিকাশ হয়। বৈরাগ্য বিনা আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি পরিস্ফুট হয় না ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। (তাঁহারা) সততং (সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার নাম কীর্ত্তন কারী) যতন্তঃ (প্রযত্নপর) দৃঢ়ব্রতাঃ চ (ও দৃঢ়ব্রত হইয়া) মাং (আমাকে) নমস্যন্তঃ (নমস্কার পূর্ব্বক) ভক্ত্যা চ (এবং ভক্তিসহ) নিত্যযুক্তাঃ (সমাহিত হইয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। তাঁহারা সর্ব্বদা আমার নাম সংকীর্ত্তন করতঃ প্রযত্ন-পূর্ব্বক দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে নমস্কার এবং ভক্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠাযুক্তচিত্তে আমার উপসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং? সততমিতি। সততং সর্ব্বদা ভগবন্তং ব্রহ্মস্বরূপং মাং

কীর্ত্তয়ন্তঃ। যতন্তশ্চেন্দ্রিয়োপসংহারশমদমদয়াহিংসাদিলক্ষণৈর্ধর্ম্মৈঃ প্রযতন্তশ্চ। দৃঢ়-ব্রতাঃ—দৃঢ়ং স্থিরমচঞ্চলং ব্রতং যেষাং তে দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং হৃদয়েশয়মাত্মানং ভক্ত্যা। নিত্যযুক্তাঃ সন্ত উপাসতে সেবন্তে॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে। দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ। যতন্তশ্চেশ্বরপূজাদিম্বিন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ। কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ প্রণমন্তশ্চ। অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতনবহিতাঃ সেবন্তে। ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিম্বপি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। মহাত্মগণ উপনিষদাদি বিচার দ্বারা তবং প্রণবাদি মন্ত্র-উচ্চারণ পূর্ব্বক ভগবানের নাম গান করিয়া থাকেন, কুটিল তর্কজাল পরিহার পূর্ব্বক অনুকূল বিচার দ্বারা ভূমানুসন্ধানে প্রযত্ন করেন, এবং বারংবার মনন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে দৃঢ়ব্রত হয়েন, অর্থাৎ শম-দম সাধন করিয়া থাকেন। ভগবানকে সকলের বন্দনীয় এবং একমাত্র কল্যাণকারী জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার নমস্কার করিয়া থাকেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" (ভাগবত, ৭।৫।২৩)।

সর্ব্বব্যাপী ভগবানের কথা ও গুণানুবাদ শ্রবণ, তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন, তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার পাদসেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, তাঁহাকে প্রভু জানিয়া আপনাকে দাস বলিয়া মনে করা, সুখে-দুঃখে তিনি একমাত্র বন্ধু এইরূপ বিশ্বাস করা এবং তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করা, ভগবদুপাসনার লক্ষণ। সগুণ ব্রহ্মেরই এইরূপ উপাসনা হইয়া থাকে। প্রতিমাদিতে চন্দন-পুষ্পাদি সহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করা, এই উপাসনার অন্তর্গত। সাধু ও গুরুকে বিষ্ণুর সচল মূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া অভিবাদনাদি করিতে হয়।

"দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা চ দণ্ডিনম্।
প্রণিপাতমকুর্ব্বাণো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" (ক)

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-শিবাদির প্রতিমা, সন্ন্যাসী ও দণ্ডী দেখিয়া নমস্কার না করে, তাহার রৌরব নরকে গতি হয়।

যে মহাত্মা একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আরাধনা করেন, তিনি শীঘ্রই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (খ)

যাঁহার ঈশ্বরে অত্যন্ত ভক্তি, এবং ঈশ্বরের ন্যায় গুরুতে ভক্তি থাকে, তাঁহারই বুদ্ধিতে বেদান্ত প্রতিপাদিত অর্থ প্রকাশমান হয়। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

(ক) রঘুনন্দন কৃত "তিথিতত্ত্ব" ধৃত জমদগ্নিবচন। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২৩।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

"ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (ক)
ভগবানের অনন্যভক্তিরূপ প্রণিধান দ্বারা সাধকের "প্রত্যক্ চেতন" সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥১৪॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিতে করিতে সাধনের বিঘ্ন—শারীরিক ও মানসিক সমস্ত বাধাই বিদূরিত হয়। (৬।২৮ শ্লোকের সীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। ভগবৎকৃপায় সাধনের বিঘ্নসমূহ তিরোহিত হইলে তাঁহার চৈতন্যস্বরূপ নিরুদ্ধচিত্তে প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির বিক্ষেপ নষ্ট হইলেই জীবাত্মার (বুদ্ধ্যুপহিত চৈতন্যের) বিশুদ্ধস্বরূপ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তাহাই প্রত্যক্ চেতন। বুদ্ধিযুক্ত পুরুষ বা আত্মাই জীবাত্মা। মায়া-মোহিত জীবাত্মা নিজ পরমাত্মরূপ বিস্মৃত হইয়া অনাত্ম-জগৎ দর্শন করিতেছে। শরণাগত হইয়া ভগবানের উপাসনা করিলে পরমাত্মা হইতে অভিন্নভাবে আত্মচৈতন্যের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয় ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অপি চ অন্যে (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা) যজন্তঃ (পূজা করিয়া) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (আরাধনা করেন), [কেহ কেহ] একত্বেন (অভিন্নভাবে), পৃথক্ত্বেন (স্বতন্ত্রভাবে), বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মক আমাকে), বহুধা (নানারূপে) [আরাধনা করিয়া থাকেন] ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন মহাত্মা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া আমার পূজা করিয়া থাকেন ; কেহ কেহ বা আমার সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধে চিন্তা করেন ; কেহ কেহ বা আমাকে স্বতন্ত্র ভাবে ভাবনা করিয়া থাকেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন লোকে নানা ভিন্ন ভিন্ন রূপে (সর্ব্বাত্মক) আমার আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে কেন কেন প্রকারেণোপাসত ইতি? উচ্যতে—জ্ঞানেতি। জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানমেব ভগবদ্বিষয়ং যজ্ঞঃ। তেন জ্ঞানযজ্ঞেন। যজন্তঃ পূজয়ন্তো মামীশ্বরং চাপ্যন্যেঽন্যামুপাসনাং পরিত্যজ্যোপাসতে। তচ্চ জ্ঞানমেকত্বেন। একমেব পরং ব্রহ্ম (খ)—ইতি পরমার্থদর্শনেন যজন্ত উপাসতে। কেচিচ্চ পৃথক্ত্বেনাদিত্যচন্দ্রাদিভেদেন। স এব ভগবান্ বিষ্ণুরাদিত্যাদিরূপেণাবস্থিত ইত্যুপাসতে। কেচিদ্বহুধাবস্থিতঃ স এব ভগবান্ সর্ব্বতোমুখো বিশ্বতোমুখো বিশ্বরূপ ইতি তং বিশ্বরূপং সর্ব্বতোমুখং বহুধা বহুপ্রকারেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং। তদেব যজ্ঞঃ। তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে। তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া। কেচিৎ পৃথক্ত্বেন

(ক) পাতঞ্জলযোগসূত্র, ১।২৯। (খ) ব্রহ্মোপনিষৎ, ১৮।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

পৃথগ্ভাবনয়া দাসোঽহমিতি। কেচিত্ত বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্‌কে কত লোক কত প্রকারে যে সাধনা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বা জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা, কেহ বা উপাস্য-উপাসক ভেদ ছাড়িয়া "ব্রহ্মাহম্" (ক)—এই ভাবিয়া, কেহ বা তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং আপনাকে দাস জানিয়া, এবং এইরূপ যাহার যেরূপে প্রীতি উৎপন্ন হয়, সে সেইরূপেই তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ব্রহ্ম ব্যতীত যখন জগতের আর পৃথক্ সত্তা নাই, তখন জীবমাত্রই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অভিন্ন, সুতরাং অভেদভাবে উপাসনাই যুক্তিযুক্ত। এইজন্য "ব্রহ্মাহং" (ক) ভাবনায় অহঙ্কার প্রকাশের শঙ্কা নাই, বরং নিজেকে পৃথক্ করিলে ব্রহ্মের ভূমা সত্তার ধারণা সংকীর্ণ হইয়া যায়। অভেদভাবের উপাসনাই প্রেমসাধনার পরাকাষ্ঠা। আত্মহারা হইয়া প্রেমের পাত্রকে সর্ব্বময় ভাবিতে না পারিলে পরম শান্তি লাভ হয় না। আত্মবৎ উপাসনাই সমস্ত সাধনার শেষ। জীবব্রহ্মের অভিন্নতাই রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের—মধুর ভাবের—মহাভাবের নিরোধ সমাধি। (৯।২৪ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) ক্রতুঃ (বেদবিহিত কর্ম্ম), অহং (আমি) যজ্ঞঃ (স্মৃতিবিহিত কর্ম্ম), অহং (আমি) স্বধা (পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ), অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ঔষধ), অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র), অহম্ (আমি) আজ্যম্ (হোমের ঘৃত), অহম্ এব (আমিই) অগ্নিঃ (অগ্নি) অহং (আমি) হুতম্ (হোম) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই আজ্য, আমিই অগ্নি, এবং আমিই হবনস্বরূপ ॥১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি বহুভিঃ প্রকারৈরুপাসতে কথং ত্বামেবোপাসত ইতি? অত আহ—অহমিতি। অহং ক্রতুঃ—শ্রৌতকর্ম্মভেদোঽহমেব। অহং যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ। কিঞ্চ স্বধান্নমহং। পিতৃভ্যো যদ্দীয়তে তৎ স্বধা। অহমৌষধং। সর্ব্বপ্রাণিভির্যদদ্যতে তদৌষধশব্দবাচ্যং ব্রীহিযবাদি সাধারণম্। অথবা স্বধেতি সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমন্নম্। ঔষধমিতি ব্যাধ্যুপশমনার্থং ভেষজং। মন্ত্রোঽহং। যেন পিতৃভ্যো দেবতাভ্যশ্চ হবির্দীয়তে। অহমেবাজ্যং হবিশ্চ। অহমগ্নিঃ। যস্মিন্ হূয়তে সোঽপ্যগ্নিরহমেব। অহং হুতং হবনকর্ম্ম চ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ

(ক) ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ৮।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ। যজ্ঞঃ স্মার্তঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিঃ। স্বধা পিত্রর্থে শ্রাদ্ধাদিঃ। ঔষধমোষধিপ্রভবমন্নং। ভেষজং বা। মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ। আজ্যং হোমাদিসাধনম্। অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ। হুতং হোমঃ। এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের আরাধনার নানাবিধ ক্রম শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এইরূপ মনে হয় যে তবে কোন্ ক্রমানুসারে আরাধনা করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যায়? এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মই কর, অথবা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞই কর, আর পিতৃলোকের জন্য অন্নদানই (স্বধা) কর, অথবা প্রাণিবর্গের ভোজন বা ঔষধ দানই কর, কিংবা "ইন্দ্রায় স্বাহা" "পিতৃভ্যঃ স্বধা" ইত্যাদি যে মন্ত্র উচ্চারণ কর, এবং অগ্নিতে যে ঘৃত (আজ্য) দান কর, এবং অন্য অন্য আহবনীয় যাহা কিছু অগ্নিতে দান কর, সে সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহম্ (আমি) অস্য (এই) জগতঃ (জগতের) পিতা (পিতা), মাতা (মাতা), ধাতা (বিধাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), বেদ্যং (জ্ঞেয়), পবিত্রম্ (পাবন), ওঁকারঃ (প্রণব), ঋক্ (ঋগ্বেদ), সাম (সামবেদ), যজুঃ এব চ (ও যজুর্ব্বেদ-স্বরূপ) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই এই জগতের পিতা ও মাতা, বিধাতা ও পিতামহ, আমিই বেদ্য ও পবিত্র বস্তু, এবং আমিই ওঁকার ও ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ-স্বরূপ ॥১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—পিতেতি। পিতা জনয়িতাহমস্য জগতঃ। মাতা জনয়িত্রী। ধাতা কর্ম্মফলস্য প্রাণিভ্যো বিধাতা। পিতামহঃ পিতুঃ পিতা। বেদ্যং বেদিতব্যং। পবিত্রং পাবনম্। ওঁকারশ্চ। ঋক্ সামযজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—পিতেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা। বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু। পবিত্রং শোধকং। প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা। ওঁকারঃ প্রণবঃ। ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ই জগৎ উৎপাদন করিয়াছেন, এবং জগৎ তাঁহা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তিনি জগতের পিতা ও মাতা, অর্থাৎ তিনিই কর্ত্তৃকারণ ও উৎপাদনকারণ; এবং তিনিই জগতের রক্ষাকর্ত্তা ও পুণ্য পাপের ফলদাতা, এই জন্য তিনি বিধাতা। তিনি জগতের মূল কারণের কারণ, অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্তের অতীত, এই জন্য তিনি পিতামহ। জগতের সমস্ত বস্তু পরিহার করিয়া তাঁহাকে জানিলেই জীবের মুক্তি হয়, এই জন্য তিনি বেদ্য। তাঁহাকে জানিলে জীব শুদ্ধি লাভ করে, এই জন্য তিনি পবিত্র। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান সাধন

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

প্রণবও তিনি। ঋক্, সাম, যজুঃ আদি বেদসকলের সারভূতও তিনি। "যজুরেব চ" বাক্যে চকার দ্বারা অথর্ব্ববেদ উপলক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবৎসত্তার প্রভাবেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ত্রিলোকের তাবৎ কার্য্য প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ব্যক্ত জগতের ও মায়ারূপ অব্যক্ত কারণেরও মূল তিনিই। সাধ্য, সাধনা, সিদ্ধি ও সিদ্ধান্ত সমস্তই তিনি। (পরশ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥১৭॥

অন্বয়বোধিনী। [আমিই] গতিঃ (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভুঃ (স্বামী), সাক্ষী (দ্রষ্টা), নিবাসঃ (ভোগস্থান), শরণং (রক্ষক), সুহৃদ্ (অপ্রার্থিত উপকারক), প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা), স্থানং (আধার), নিধানম্ (লয়স্থান), অব্যয়ং (অবিনাশি) বীজম্ (কারণ) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই গতি, আমিই ভর্ত্তা, আমিই প্রভু, আমিই সাক্ষী আমিই নিবাসস্থান, আমিই রক্ষক, আমিই সুহৃৎ, আমিই প্রভব, আমিই প্রলয়, আমিই স্থান, আমিই নিধান, এবং আমিই অবিনাশি বীজস্বরূপ ॥১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—গতিরিতি। গতিঃ কর্ম্মফলং। ভর্ত্তা পোষ্টা। প্রভুঃ স্বামী। সাক্ষী প্রাণিনাং কৃতাকৃতস্য। নিবাসো যস্মিন্ প্রাণিনো নিবসন্তি। শরণং আর্ত্তানাং মৎপ্রপন্নানামার্ত্তিহরঃ। সুহৃৎ প্রত্যুপকারানপেক্ষঃ সন্নুপকারী। প্রভব উৎপত্তির্জগতঃ। প্রলয়ঃ—প্রলীয়তে যস্মিন্নিতি। তথা স্থানং তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি। নিধানং নিক্ষেপঃ—কালান্তরোপভোগ্যং প্রাণিনাং। বীজং প্ররোহকারণং প্ররোহধর্ম্মিণাম্। অব্যয়ং যাবৎ সংসারভাবিত্বাদব্যয়ং। ন হ্যবীজং কিঞ্চিৎ প্ররোহতি। নিত্যং চ প্ররোহদর্শনাদ্বীজসন্ততির্ন ব্যেতীত্যেব গম্যতে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং। ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা। প্রভুর্নিয়ন্তা। সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা। নিবাসো ভোগস্থানম্। শরণং রক্ষকঃ। সুহৃদ্ধিতকর্ত্তা। প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা। প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা। তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং। বীজং কারণং। তথাপ্যব্যয়মবিনাশি। ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবন্নশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ম্ম, উপাসনা, যোগ ও জ্ঞান আদি সাধন করিলে জীব যে গতি প্রাপ্ত হয়, ভগবান্ সেই স্বর্গ ও মুক্তি আদি গতি-স্বরূপ। ঐ সাধনাদির পর জীবের

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

যে পুষ্টি ও তুষ্টি সাধিত হয় ভগবান্‌ই তাহার ব্যবস্থাপক, এইজন্য তিনি ভর্তা। তাঁহারই প্রতাপে মেঘ বায়ু সূর্য্যাদি সর্ব্বদা নিজ নিজ কার্য্য করিয়া থাকে এইজন্য তিনি প্রভু। তিনিই সকলের শুভাশুভকর্ম্মদর্শী, অর্থাৎ তাঁহাকে লুকাইয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে না, এইজন্য তিনি সাক্ষী। আমদ ভোগ জন্য বিশ্রামভূমি তিনিই, এইজন্য তিনি নিবাস। তাঁহার আরাধনা করিলে শরণাগত জীবকে দুঃখ বিপত্তি হইতে রক্ষা করেন এইজন্য তিনি শরণ। তিনি প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, এইজন্য তিনি সুহৃৎ। তিনি প্রভব কেনন৷ তিনি উৎপত্তির মূল কারণ তিনি প্রলয় কারণ তিনি জগৎ বিনাশের হেতু এবং তিনিই স্থান কেননা জগৎ তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে,—অর্থাৎ ভগবান্‌ই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা। প্রলয় হইয়া গেলেও জীবসমূহ সূক্ষ্ম বীজভূত অবস্থায় তাঁহাতেই অবস্থিতি করে এইজন্য তিনি নিধান। তিনিই বীজ, কেননা তিনি সকল কার্য্যের মূল কারণ এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তিনি বিনষ্ট হয়েন না, এইজন্য তিনি অব্যয় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অহং [আমি] বর্ষং (জল) নিগৃহ্ণামি (আকর্ষণ করি) উৎসৃজামি চ (ও পুনর্ব্বার বর্ষণ করি), (আমিই) অমৃতং মৃত্যুঃ চ এব (জীবন ও মৃত্যুরও স্বরূপ) সৎ অসৎ চ (সৎ ও অসৎ স্বরূপ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! আমিই উত্তাপ দান করি, আমিই জল আকর্ষণ করি, আমিই পুনর্ব্বার ভূমিতে জল বর্ষণ করি; আমিই অমৃত ও মৃত্যু-স্বরূপ, এবং আমিই সৎ ও অসৎ-স্বরূপ ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তপামীতি। তপাম্যহমাদিত্যো ভূত্বা কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুল্বণৈঃ। অহং বর্ষং কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরুৎসৃজামি। উৎসৃজ্য পুনর্নিগৃহ্ণামি কৈশ্চিদ্রশ্মিভিরষ্টভির্মাসৈঃ। পুনরুৎসৃজামি প্রাবৃষি। অমৃতং চৈব দেবানাং। মৃত্যুশ্চ মর্ত্ত্যানাং। সৎ যস্য যৎ সম্বন্ধিতয়া বিদ্যমানং তৎ। তদ্বিপরীতমসচ্চৈবাহম্। অর্জ্জুন। ন পুনরত্যন্তমেবাসদেবাত্মা স্বয়ং। কার্য্যকারণে বা সদসতী। যে পূর্ব্বোক্তৈর্নিবৃত্তিপ্রকারৈরেকত্বপৃথক্ত্বাদিবিজ্ঞানৈর্যজ্ঞৈর্মাং পূজয়ন্ত উপাসতে জ্ঞানবিদস্তে যথাবিজ্ঞানং মামেব প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তপামীতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্বা নিদাঘসময়ে তপামি জগত্তাপং করোমি। বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি। কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি। অমৃতং জীবনং। মৃত্যুশ্চ নাশঃ। সৎ স্থূলং দৃশ্যম্। অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্। এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি। এবং মাং বহুধোপাসত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই সূর্য্যরূপে এ জগৎকে উত্তপ্ত করেন কার্ত্তিকাদি আট মাস সমুদ্রাদি হইতে জল আকর্ষণ করেন এবং আষাঢ়াদি চারি মাস বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে রস ও অন্নাদি উৎপাদন করিবার শক্তি দান করেন। ভগবদুদ্দেশ্যে শুভ কর্ম্ম সাধিত হইলে সাধক তাঁহাকে অমৃতরূপে দর্শন করেন এবং দুষ্কর্মকারীর পক্ষে তিনি ভয়ঙ্কর মৃত্যুস্বরূপ অর্থাৎ দণ্ডধর যম। নিত্য বিদ্যমান আত্মা তিনি এইজন্য তিনি সৎ এবং অনিত্য ব্যক্তরূপ জগৎও তিনি এইজন্য তিনি অসৎ॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিনী। ত্রৈবিদ্যা (ত্রিবেদোক্তক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ) সোমপা (সোমপায়ী) পূতপাপা (নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞসমূহের দ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গ) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করেন) তে (তাঁহারা) পুণ্যম্ (পবিত্র) সুরেন্দ্রলোকম্ (দেবলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (উত্তম) দেবভোগান্ (দিব্য সুখসমূহ) অশ্নন্তি (ভোগ করেন)॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। যে ঋগাদিবেদবেত্তৃগণ কাম্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আমার পূজা করিয়া সোম পানের দ্বারা নিষ্পাপ হয়েন, এবং স্বর্গ কামনা করেন সেই সকাম পুরুষগণ স্বর্গ লাভ করিয়া দিব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন॥২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনরজ্ঞা কামকামা —ত্রৈবিদ্যা ইতি। ত্রৈবিদ্যা ঋগ্‌যজুঃসামবিদঃ। মাং বস্বাদিদেবরূপিণং। সোমপাঃ—যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ। তেনৈব সোমপানেন পূতপাপাঃ শুদ্ধকিল্বিষাঃ। যজ্ঞৈরগ্নিষ্টোমাদিভিরিষ্ট্বা পূজয়িত্বা। স্বর্গতিং স্বর্গগমনং। স্বরেব গতিঃ স্বর্গতিস্তাং। প্রার্থয়ন্তে যাচন্তে। তে চ পুণ্যং পুণ্যফলমাসাদ্য সংপ্রাপ্য সুরেন্দ্রলোকং শতক্রতোঃ স্থানমশ্নন্তি ভুঞ্জতে। দিব্যান্ দিবি ভবান্ অপ্রাকৃতান্। দেবভোগান্॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবমবজানন্তি মাং মূঢ়া ইত্যাদিশ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রমনর্থপ্রদত্বং দেবতান্তর যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যুক্তং দর্শিতং। মহাত্মানস্তু মাং পাবেত্যাদিনা চ মহাত্মা উক্তাঃ। একত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং মাং ভজন্তি তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুস্তরঃ ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাং। ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যা। ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যা। স্বার্থে তদ্ধিতঃ। তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা। ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্মপরা ইত্যর্থঃ। বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মদ্বিভূতিরূপং দেবগণান্তরমিতো জানন্তোঽপি বস্তুত ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য। যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাঃ।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥২১॥

তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য। দিবি স্বর্গে। দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগান্। অশ্নন্তি ভুঞ্জতে॥২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। হোতৃকৃত, অধ্বর্য্যুকৃত ও উদগাতৃকৃত কর্ম্মাদির শিক্ষাভূমি ঋগাদি বেদ 'ত্রৈবিদ্য' নামে কথিত হয়। এই ত্রৈবিদ্যবিদ্যাবিৎ যে সকল সাধক অগ্নিষ্টোমাদি কাম্য যজ্ঞের দ্বারা ইন্দ্র বসু-রুদ্র আদিত্য-স্বরূপে আমারই পূজা করেন এবং সোমরস বৈদিক অগ্নিতে হবন করিয়া অবশিষ্টাংশ পান করেন, তাঁহাদিগের পাপ দূরীভূত হয়। এই নিষ্পাপ সকাম পুরুষগণ স্বর্গভোগের ইচ্ছা করিলে ইন্দ্রাদিলোকে গিয়া সুরসেব্য সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভগবানের নানাবিধ উপাসকের মধ্যে সকাম সাধকগণ কিরূপ গতি লাভ করেন, ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাহাই কহিতেছেন॥২০॥

অন্বয়বোধিনী। তে (তাঁহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোক) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্য ক্ষয় পাইলে) মর্ত্ত্যলোকং (মর্ত্ত্যলোকে) বিশন্তি (প্রবেশ করেন)। এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম (বেদত্রয়বিহিত ধর্ম্ম) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুষ্ঠানতৎপর) কামকামাঃ (ভোগেচ্ছু ব্যক্তিগণ) গতাগতং (সংসারে গমনাগমন) লভন্তে (করিয়া থাকেন)॥২১॥

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে নানা প্রকার স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইয়া আসিলে তাঁহাদের পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যভূমিতে জন্ম হয়। এইরূপে স্বর্গ কামনায় বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে বারংবার গমনাগমন করিতে হয়॥২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে তমিতি। তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং। বিশালং বিস্তীর্ণং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকমিমং বিশন্ত্যাবিশন্তি। এবং হি যথোক্তেন প্রকারেণ ত্রয়ীধর্ম্মং কেবলং বৈদিকং কর্ম্মানুপ্রপন্নাঃ। গতাগতং—গতং চাগতং চ গতাগতং গমনাগমনং। কামকামাঃ—কামান্ কাময়ন্ত ইতি কামকামাঃ। লভন্তে। গতাগতমেব ন তু স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিল্লভন্ত ইত্যর্থঃ॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে॥২১॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সকাম পুরুষগণ চিরকাল স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন না। যে পরিমাণ পুণ্যের অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কিছুকাল স্বর্গভোগ করিয়া তাঁহাদিগকে আবার সংসারে আসিয়া দেহধারণ করিতে হয়। সকাম কর্ম্মরূপ ভেলার দ্বারা জীব সংসার-সমুদ্র পার হইতে পারে না—ইহা দ্বারা পুনরাবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না ॥ ২১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সকাম কর্ম্মের দ্বারা জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায় না, কেননা ফলভোগের বাসনা থাকায় দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট হয় না, এবং আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্বের নিশ্চয় হইতে পায় না। সকামভাবে অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নরকযন্ত্রণা ও তির্য্যগাদি শরীরভোগের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এই জন্য সকাম শুভকর্ম ব্যতীত অশুভ কর্ম্ম কদাচই করিতে নাই। শুভ কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করিতে পারিলেই কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে। (৯।২৭ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনন্যাঃ (একাগ্রচিত্তে) মাং (আমাকে) চিন্তয়ন্তঃ (চিন্তানিরত) যে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন), তেষাং (সেই) নিত্যাভিযুক্তানাং (নিত্য যোগযুক্তপুরুষদিগের) যোগক্ষেমম্ (যোগ ও ক্ষেম) অহং (আমি) বহামি (বহন করি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা অনন্যচিত্তে চিন্তা করিয়া আমার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই নিত্যযুক্ত পুরুষদিগকে আমি যোগ ও ক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে পুনর্নিষ্কামাঃ সম্যগ্দর্শিনঃ—অনন্যা ইতি। অনন্যা অপৃথগ্ভূতাঃ। পরং দেবং নারায়ণমাত্মত্বেন গতাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ সংন্যাসিনঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং পরমার্থদর্শিনাং। নিত্যাভিযুক্তানাং সততাভিযোগিনাং। যোগক্ষেমং যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপণং। ক্ষেমস্তদ্রক্ষণং। তদুভয়ং—বহামি প্রাপয়াম্যহং। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং (গী ৭।১৮)। স চ মম প্রিয়ো (গী ৭।১৭) যস্মাত্তস্মাত্তে মমাত্মভূতাঃ প্রিয়াশ্চেতি। ননুন্যেষামপি ভক্তানাং যোগক্ষেমং বহত্যেব ভগবান্। সত্যমেবং—বহত্যেব। কিন্ত্বয়ং বিশেষঃ—অন্যে যে ভক্তাস্তে স্বার্থং স্বয়মপি যোগক্ষেমমীহন্তে। অনন্যদর্শিনস্তু নাত্মার্থং যোগক্ষেমমীহন্তে। ন হি তে জীবিতে মরণে বাত্মনো গৃদ্ধিং কুর্ব্বন্তি। কেবলমেব ভগবচ্ছরণাস্তে। অতো ভগবানেব তেষাং যোগক্ষেমং বহতীতি ॥ ২২ ॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা * যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যাঃ ইতি। অনন্যাঃ—নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং যেষাং তে। তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং। ক্ষেমং চ তৎপালনং। মোক্ষং বা। তৈরপ্রার্থিতমপ্যহমেব বহামি প্রাপয়ামি॥ ২২॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জগতের সমস্ত চিন্তা পরিহার করিয়া কেবলমাত্র সচ্চিদাত্মাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্টচিত্ত থাকেন, তিনি পরব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বোধ বশতঃ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভগবান্ ব্যতীত আর কোন বিষয়েরই—এমন কি, নিজ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের ভাবনাও করেন না, ভগবান্ তাঁহার সমস্ত সদ্ব্যবস্থা করিয়া দেন। অপ্রাপ্ত অন্ন-বস্ত্রাদির সংস্থান, এবং তত্তাবৎ রক্ষণাবেক্ষণের ভার ভক্তের জন্য ভগবান্ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভক্ত সাধকগণ ভগবানের নিকট এতাবৎ প্রার্থনা না করিলেও ভগবান্ স্বয়ং তাহার সঙ্কুলন করিয়া থাকেন। জীব মাত্রেই নিজ নিজ অন্নাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তত্তদুপার্জ্জনের প্রযত্ন ও চেষ্টা করা তাহাদের আবশ্যক হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ ভক্ত বিনা চেষ্টায় ও বিনা যত্নে উহা ভগবৎ-কৃপায় লাভ করিয়া থাকেন॥ ২২॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। "শরীরযাত্রার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, ভগবদুপাসককে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হয় না—

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
বিশ্বম্ভরো গুরুর্যেষাং কিং দাসান্ সমুপেক্ষতে॥"

বিষ্ণুপরায়ণগণ নিজ নিজ আহারাচ্ছাদনের জন্য বৃথা চিন্তা করেন। কেননা, যিনি বিশ্বচরাচরের সকল প্রাণীকে ভোজন দেন, তিনি কি নিজ অনুগত সেবকদিগকে উপেক্ষা করিতে পারেন? যাঁহারা তাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছেন, সেই সাধুদিগের তিনিই একমাত্র আশ্রয়।" (শ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি ব্যাখ্যাত নারদ-ভক্তিসূত্র, ৪৭)॥ ২২॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অন্যদেবতাভক্তাঃ অপি যে (অন্য দেবতার যে সকল ভক্তও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজা করে) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকম্ (অজ্ঞানপূর্ব্বক) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করিয়া থাকে)॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! অন্যদেবতার যে সকল ভক্তও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহারাও অজ্ঞানপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে॥২৩॥

---

* যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ অপি দেবতান্তরমেব চেত্তত্ত্বতশ্চ স্থানেব যজন্তে। সত্যমেব—যেঽপীতি। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা—অন্যাসু দেবতাসু ভক্তা অন্যদেবতাভক্তা সন্তো যজন্তে পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা। অন্বিতা অনুগতা। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অবিধিরজ্ঞান। তৎপূর্ব্বকমজ্ঞানপূর্ব্বকং যজন্ত ইত্যর্থ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ মদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদি সেবিনোঽপি মদ্ভক্তা এবেতি কথং তে পুনরাবর্ত্তন্তে লভেরন্? তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতা ভক্তা সন্তো যে জনা অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্য। কিন্ত্ববিধিপূর্ব্বকং। মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি। অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ব্যতীত যখন আর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই তখন ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিলে ভগবানেরই পূজা করা হয়—ভগবানের পূজা করিলে যদি জীবের মুক্তি হয় তবে ইন্দ্রাদি-দেবতার পূজা করিলে মুক্তি না হইবে কেন? অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে জীবগণ অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে পূজা করে বলিয়া তাহাদিগকে (ইন্দ্রাদি-দেবতার ভক্তগণকে) পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। অন্য দেবতার ভক্ত অজ্ঞানী হইলেও তাঁহার পূজা আমিই গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু জ্ঞানহীন ভক্তি জীবকে পরম পদের অধিকারী করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বিবেক বিচারসহ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় স্বরূপের নিশ্চয় না করিয়া ভেদবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে তাঁহার চিদঘন স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইবে না। গৌণী ভক্তির সাধনায় চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেও তিনি নিজ চৈতন্য স্বরূপে প্রকাশিত না হইয়া অন্য কোনরূপ মায়িক আবরণে আবির্ভূত হয়েন বলিয়া তাহাতে জন্মমৃত্যু নিবৃত্তিকর কৈবল্য লাভ হইতে পারে না। জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্তিসাধন করিলেই ভগবৎকৃপায় তাঁহার চৈতন্য স্বরূপে সাধকের তন্ময়তা বশতঃ দেহাত্মবুদ্ধি প্রভৃতি মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি ও পরম শান্তি লাভ হয় ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যে হেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সর্ব্বযজ্ঞের) ভোক্তা (ভোক্তা) প্রভুঃ চ (ও ফলপ্রদাতা)। তু (কিন্তু) তে (তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) ন অভিজানন্তি (জানে না) অতঃ (এই জন্য) চ্যবন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করে) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা, ইহা জানিতে না পারায় জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাত্তেঽবিধিপূর্ব্বকং যজন্ত ইতি? উচ্যতে। যস্মাৎ— অহমিতি। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং শ্রৌতানাং স্মার্ত্তানাং চ সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং দেবতাত্বেন ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। মৎস্বামিকো হি যজ্ঞঃ। অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেতি। (গী ৮।৪) হ্যক্তং। তথা নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেন যথাবৎ। অতশ্চাবিধিপূর্ব্বকমিষ্ট্বা যাগফলাচ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে তে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা। প্রভুশ্চ স্বামী। ফলদাতা চাপ্যহমেবেত্যর্থঃ। এবং ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি। অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্ত্তন্তে। যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিণং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইন্দ্রাদিদেবতারূপে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সকল যজ্ঞেরই ভোক্তা ভগবান, অন্তর্যামিরূপে ফলদাতাও তিনি। ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি-সিদ্ধ। ভগবান্‌কে এইরূপ সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বান্তর্যামিস্বরূপে না জানিতে পারায় জীবের মুক্তির পরিবর্ত্তে স্বর্গে গতি ও তাহা হইতে চ্যুতি হইয়া থাকে। ভগবানের সহিত অভেদাত্মবুদ্ধি না হইলে—প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার যথার্থ স্বরূপের প্রজ্বলিত কুণ্ডে আপনাকে আহুতি প্রদান না করিতে পারিলে—জীবের জগতে গতায়াত বন্ধ হয় না ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেবব্রতাঃ (দেবতাপূজকগণ) দেবান্ (দেবগণকে) যান্তি (লাভ করেন), পিতৃব্রতাঃ (পিতৃপূজক ব্যক্তিরা) পিতৄন্ (পিতৃগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকেরা) ভূতানি (ভূতসমূহকে) যান্তি (লাভ করেন), মদ্‌যাজিনঃ অপি (আমার পূজকগণই) মাং (আমাকে) যান্তি (লাভ করেন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি দেবতাদিগের পূজা করেন, মরণান্তে তিনি দেবতাদিগকে লাভ করিয়া থাকেন; যিনি পিতৃগণের পূজা করেন তিনি পিতৃগণকে, যিনি ভূতগণের পূজা করেন তিনি ভূতগণকে, এবং যিনি আমার পূজা করেন তিনি আমাকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥২৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তিমত্ত্বেনাবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে তেষামপি যাগফলম্ অবশ্যংভাবি। কথং? যান্তীতি। যান্তি গচ্ছন্তি। দেবব্রতাঃ—দেবেষু ব্রতং নিয়মো ভক্তিশ্চ যেষাং তে দেবব্রতাঃ। দেবান্ যান্তি। পিতৄনগ্নিষ্বাত্তাদীন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাঃ পিতৃভক্তাঃ। ভূতানি বিনায়কমাতৃগণচতুর্ভগিন্যাদীনি যান্তি ভূতেজ্যা ভূতানাং পূজকাঃ। যান্তি

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

মদ্‌যাজিনো মদ্‌যজনশীলা বৈষ্ণবা মামেব। সমানেঽপ্যায়াসে মামেব ন ভজন্তেঽজ্ঞানাৎ। তেন তেঽল্পফলভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে অন্তবন্তো দেবান্ যান্তি। অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে। পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপরাণাং তে পিতৄন্ যান্তি। ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষিজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি। মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্‌যাজিনঃ। তে তু মামেবাক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণং যান্তি ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সাত্বিক রাজস ও তামস ভেদে উপাসক ত্রিবিধ। যে সাত্বিক উপাসকগণ ইন্দ্রাদি-দেবতাদিগকে পূজা করেন তাঁহারা দেবব্রত। যাঁহারা রজোগুণপ্রভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণকে আরাধনা করেন তাঁহারা পিতৃব্রত। তমোগুণপ্রভাবে যাহারা যক্ষ রক্ষ বিনায়ক* মাতৃগণাদি ভূতগণকে ভজনা করে, তাহারা ভূতেজ্য। উপাসনার গুণে উপাসকগণ ভিন্ন ভিন্ন উপাস্য দেবতাদিকে প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিতে লিখিত আছে— তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি। আর যে সকল ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম বাসুদেবের আরাধনা করেন তাঁহারা তাঁহাকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করেন, এবং পুনরাবৃত্তি হইতে অব্যাহতি পান ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মে (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (পত্র ফুল ফল ও জল) প্রযচ্ছতি (দান করেন) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (শ্রদ্ধাপ্রদত্ত) তৎ (সেই উপহার) অশ্নামি (গ্রহণ করি) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। পত্র, পুষ্প, ফল বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে দান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সেই পদার্থ [প্রীতিপূর্ব্বক] গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য। তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রীত্যা গৃহ্লামি। ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ। কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ। অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জনসাধারণ বহু আয়াস ও ব্যয়-সাধ্য যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবতার আরাধনা করে, অথচ চরমে পরম ফল প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ পরিণামে পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন, অথচ (ভগবানের) আরাধনা-কালে অধিক পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না। কেননা, তিনি কোন বস্তুরই ভিখারী নহেন। তাঁহাকে অতুল সাম্রাজ্য নিবেদন করিয়া দাও, অথবা একটী তুলসীদলই নিবেদন কর, তিনি উভয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। ভক্তির সহিত তাঁহাকে যাহাই দান করিবে, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট। যিনি যত পরিমাণে ভক্তিসহ ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন, তিনি তত পরিমাণে অধিক ফল লাভ করেন। ভগবান্ ভক্তি-ব্যতীত কেবল প্রচুর নৈবেদ্য দর্শনে সন্তুষ্ট হয়েন না। ভক্তিই ভগবদুপাসনার মূল উপাদান। তুমি হয় তো মনে করিবে, ফল-পুষ্পাদি ভগবানের নির্ম্মিত পদার্থ, তাঁহাকে তাহা দিলে তিনি সুখী হইবেন কেন? এবং বলিবে যে, মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিলে তবে তাঁহার প্রকৃত পূজা হয়। আমি বলি—সাধক! তোমার মনঃপ্রাণ কি তাঁহার নির্ম্মিত নহে? তুমি যাহা দিয়া পূজা করিবে, তাহাই তো তাঁহার। তাঁহার নহে এমন সামগ্রী পাইবে কোথায়? ভক্তিপূর্ব্বক যাহা দিবে, তাহাই তিনি ভক্তের উপহার বলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!), [তুমি] যৎ (যাহা) করোষি (অনুষ্ঠান কর), যৎ (যাহা) অশ্নাসি (ভোজন কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর), যৎ (যে) তপস্যসি (তপশ্চরণ কর), তৎ (তাহা) মদর্পণং (আমাতে অর্পণ) কুরুষ্ব (করিবে) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর—ভোজন কর বা হোম কর, দান কর বা তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে ॥২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—যদিতি। যৎ করোষি যদাচরসি শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম। যচ্চ প্রাপ্তং যদশ্নাসি যৎ খাদসি। যৎ জুহোষি হবনং নির্ব্বর্ত্তয়সি শ্রৌতং স্মার্ত্তং বা। যদ্দদাসি ব্রাহ্মণাদিভ্যো হিরণ্যান্নাদ্যন্নাদি। যত্তপস্যসি তপশ্চরসি। কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং মৎসমর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোদ্য মৈবাপাদ্য সমর্পণীয়ং। কিং তর্হি ?—যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি। তথা যদশ্নাসি। যজ্জুহোষি। যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি। তৎ সর্ব্বং মর্য্যপিতং যথা ভবত্যেবং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কিরূপে ভগবানের আরাধনা করিলে জীবের ভগবৎপদ লাভ হয়, এই শ্লোকে তাহাই কথিত হইয়াছে। মনুষ্যের যত কি কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, শাস্ত্রীয়ই হউক বা লৌকিকই হউক, সমস্তই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হয়। জীব যে গমনা-গমন করে, নিজ তৃপ্তির জন্য ভোজনাদি বা পরিচ্ছদাদি-ধারণ করে, অথবা নিত্য অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠান করে, কিংবা অতিথি ব্রাহ্মণাদিকে অন্ন-সুবর্ণাদি দান করে, বা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করে, অথবা আত্মসাক্ষাৎকারার্থ ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ করে, অর্থাৎ সে শ্রৌত, স্মার্ত্ত বা লৌকিক যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে ভগবান্ তাহাকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। এই শ্লোকাভিপ্রায়ে কেহ যেন মনে করিবেন না যে, চুরি করিয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া, অথবা বেশ্যাগমনাদি করিয়া "কৃষ্ণায় অর্পণমস্ত" বলিলে তিনি অব্যাহতি পাইবেন। লোকতঃ বা শাস্ত্রতঃ যাহা কিছু "কর্ত্তব্য", তাহাই ভগবানে সমর্পিত হইলে মুক্তিলাভ হয়। "অকর্ত্তব্য" কার্য্যের ফল সমর্পণ করিতে গেলে বিপরীত হইয়া উঠে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। এবং (এইরূপে) শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফলস্বরূপ) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে), বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা (কর্ম্মফলত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ সাধনা করিলে জীব শুভাশুভ-কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥২৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং কুর্ব্বতস্তব যদ্ভবতি তচ্ছৃণু—শুভাশুভফলৈরিতি। শুভাশুভ-ফলৈঃ শুভাশুভে ইষ্টানিষ্টে ফলে যেষাং তানি শুভাশুভফলানি কর্ম্মাণি তৈঃ শুভাশুভফলৈঃ। কর্ম্মবন্ধনৈঃ—কর্ম্মাণ্যেব বন্ধনানি তৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ। এবং মৎসমর্পণং কুর্ব্বন্ মোক্ষ্যসে। সোঽয়ং সংন্যাসযোগো নাম। সংন্যাসশ্চাসৌ মৎসমর্পণতয়া—কর্ম্মত্বাদ্‌যোগশ্চাসাবিতি। তেন সংন্যাসযোগেন যুক্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য তব স ত্বং সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্। বিমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনৈর্জীবন্নেব। পতিতে চাস্মিন্ শরীরে মামুপৈষ্যস্যাগমিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা—সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং। স এব যোগঃ। তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য। তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসি॥ ২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত অনুষ্ঠানই ভগবানে অর্পণ করিতে শিক্ষা করিলে জীবের ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়। ভগবান্ ব্যতীত যাহার অন্য লক্ষ্য নাই, তাহার কার্য্যাকার্য্য বোধও নাই। সাধকের এই অবস্থায় যদি কোন সুকার্য্য বা কুকার্য্য সম্পাদিত হয়, তবে তাঁহার সদসদভিসন্ধির অভাব বশতঃ ফল ভোগ করিতে হয় না। ভগবান্ তাঁহাকে কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত করেন। এই সম্পূর্ণ ত্যাগরূপ যোগ-সিদ্ধ হইলেই সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৮॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যিনি ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া জীবন ধারণ মাত্র করেন, যাঁহার দেহাত্মবুদ্ধির অভাববশতঃ আত্মপরভাব নাই, ভগবান্‌কে লাভ করাই যাঁহার জীবন-যাত্রার একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহার দ্বারা সাধারণতঃ কোন অসৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেই পারে না। কিন্তু জন্মান্তরীণ কোনও অশুভ কর্ম্মের ফলে লোকদৃষ্টিতে কোনও অসৎ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাতে তাঁহার শারীরিক ক্লেশাদিমাত্র হইতে পারে। কিন্তু উহা তাঁহার ভবিষ্যৎ বন্ধনের কারণ হয় না; কারণ, ভক্ত ভগবান্‌কে ছাড়িয়া কোনও কর্ম্মই করেন না, এবং নিষ্কামভাবে শুভ ব্যতীত অশুভ কর্ম্মে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। (৫।৭-১০ ও ৯।১১ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বজীবের পক্ষে) সমঃ (একরূপ), মে (আমার) দ্বেষ্য ন (অপ্রিয় নাই), প্রিয়ঃ চ (ও প্রিয়) ন অস্তি (নাই), যে তু (যাহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজনা করে) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) [অবস্থিতি করে], অহম্ অপি (আমিও) তেষু চ (তাহাদিগের মধ্যে) [থাকি]॥ ২৯॥

বঙ্গানুবাদ। আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ, আমার কেহ প্রিয় বা কেহই অপ্রিয় নাই। যাহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে; এবং আমিও তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রাগদ্বেষবাংস্তর্হি ভগবান্। যতো ভক্তাননুগৃহ্লাতি নেতরানিতি। তন্ন—সমোঽহমিতি। সমস্তুল্যোঽহং সর্ব্বভূতেষু। ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি। নঃ প্রিয়ঃ অগ্নিবদহং। দূরস্থানাং যথাগ্নিঃ শীতং নাপনয়তি সমীপমুপসর্পতামপনয়তি। তথাঽহং ভক্তাননুগৃহ্লামি।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্‌।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

যেত্বেবা। যে ভজন্তি তু মামীশ্বর ভক্ত্যা যদি তে স্বভাবত এব—ন মম রাগাদিনিমিত্ত—বর্ত্তন্তে। তেষু চাপ্যহং স্বভাবত এব বর্ত্তে। যেতেষেষু। নৈতাবতা তেষু দ্বেষো মম ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সমোঽহং সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু। অতো মে ন প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে। অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয় ভাব—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্য। যথা বা কল্পবৃক্ষস্য। তথৈব ভক্তপক্ষপাতিতোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব। কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায় মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্তা স্ফুরণ ও আনন্দ ভেদে ভগবানের স্বাভাবিক রূপ ত্রিবিধ। কেহ ভক্ত হউক বা অভক্ত হউক ভগবান এতৎ ত্রিবিধরূপে সকলের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান। নিজ নিজ সত্তার সঙ্গে নিজ নিজ বিকাশের সঙ্গে এবং নিজ নিজ আনন্দের সঙ্গে সকলেই ভগবানের সত্তা স্ফুরণ ও আনন্দের সমান অধিকারী। তাঁহার কাহারও প্রতি স্নেহ বা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানকে ভজনা করেন তাঁহার ভক্তির গুণে অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইলে তিনি ভগবদ্ভাব লাভ করেন। স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন জবার নিকট থাকিলে রক্তবর্ণ দেখায় কিন্তু একটী লৌহপিণ্ড জবার নিকটে থাকিলে সেরূপ দেখায় না সেইরূপ ভক্তি ভক্ত্য শুদ্ধান্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয় এবং অভক্ত জন তাহাতে বঞ্চিত থাকে। ইহাতে ভগবানের পক্ষপাত নাই। কেবল সাধকের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এইরূপ হইয়া থাকে মাত্র। ভক্তের প্রেমের গুণে ভগবান আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ভক্তি তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার মূল মন্ত্র। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে একটু বিশেষ টান দেখা যায় তাহা ভক্তের ভক্তির গুণে ভগবানের পক্ষপাতের দোষে নহে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। চেৎ (যদি) সুদুরাচার অপি (নিতান্ত দুরাচারও) অনন্যভাক্ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজনা করে) সঃ (সে ব্যক্তি) সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্য (পরিগণিত হয়) হি (যেহেতু) সঃ (সে) সম্যক্ ব্যবসিত (সম্পূর্ণ যত্নশীল) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, কেননা, তাহার যত্ন অতি সাধু ॥৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৃণু মদ্ভক্তের্মাহাত্ম্যম্—অপি চেদিতি। অপি চেদ্যদ্যপি। সুষ্ঠু দুরাচারঃ, সুদুরাচারোঽতীব কুৎসিতাচারোঽপি ভজতে মামনন্যভাগনন্যভক্তিঃ। সন্। সাধুরেব সম্যগ্বৃত্ত এব স মন্তব্যো জ্ঞাতব্যঃ। সম্যগ্যথাবদ্ব্যবসিতো হি যস্মাৎ সাধুনিশ্চয়ঃ সঃ॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপিচ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তং দুরাচারোঽপি নরো যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥ ৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাপের শান্তির জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র ও মহাকৃচ্ছ্র আদি প্রায়শ্চিত্তের, এবং রাজপেয়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ আদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এক একটি প্রায়শ্চিত্ত এক একটি পাপের শান্তি করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি অতি দুরাচার, যাহার পাপের সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার নিষ্পাপ হওয়া সুকঠিন; মনে কর, একজন দুরাত্মা এমন দশটি পাপ করিয়াছে, যাহার প্রত্যেকটি হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে তুষানলপ্রায়শ্চিত্ত বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে হয়; কিন্তু এক জন মনুষ্য এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত এক জীবনে একটির অধিক করিতে পারে না। একটি প্রায়শ্চিত্তে একটি পাপের বিনাশ হইতে পারে; কিন্তু অবশিষ্ট নয়টি পাপের ধ্বংস হইবার উপায় কি? সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য ভগবানের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিলে অপ্রায়শ্চিত্তার্হ পাতকরাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়।

অতিপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্।
ভূয়স্তপস্বী ভবতি পঙ্‌ক্তিপাবনপাবনঃ॥
প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষামশেষাণাং কৃষ্ণানুস্মরণং পরম্॥

অত্যন্ত পাপাসক্ত ব্যক্তি যদি অনন্যচিত্তে নিমেষমাত্রও ভগবানের আরাধনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া তপস্বী বলিয়া পরিগণিত হয়। সে ব্যক্তি যে লোকমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করে, সে সকল লোক পবিত্র হয়; এবং তাহার দর্শনে লোকসকল কৃতার্থ হয়। একান্ত ভগবদ্ভক্তি সর্ব্বপাপবিনাশের ও পরম সুখের কারণ॥৩০॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সকল কর্ম্মেরই শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অতি পাপাচারী হইয়াও যদি কেহ গত কর্ম্মের অনুশোচনাপূর্ব্বক ভগবানের একমাত্র শরণাগত হইতে পারে, এবং অশুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত হয়, তাহা হইলে ভগবানে নিরুদ্ধচিত্ততাবশতঃ তাহার রজস্তমোগুণের আধিক্য নিবৃত্তি হইয়া যায়। রজস্তমোগুণের প্রকোপই পাপ বা চিত্তের মলিনতা। ভগবানে মন একাগ্র হইলেই সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়; নিরুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পাপ-প্রবৃত্তি

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

হইতেই পারে না। ভগবদ্ভাবে চিত্ত অন্তর্ম্মুখ হয় বলিয়া তাঁহার পাপ-প্রবৃত্তির মূল রজস্তেমোগুণ ক্ষয় হইতে থাকে। এইজন্য ভগবানে অনন্যশরণাগতিই সর্ব্বপাপ নাশের অব্যর্থ উপায় ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। [সে ব্যক্তি] ক্ষিপ্রং (শীঘ্র) ধর্ম্মাত্মা (ধার্ম্মিক) ভবতি (হয়), শশ্বৎ (নিত্য) শান্তিং (শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করে)। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (বিনাশ প্রাপ্ত হয় না)। [ইহা] প্রতিজানীহি (নিশ্চয় জানিও) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয়, এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উৎসৃজ্য চ বাহ্যাং দুরাচারতামন্তঃসম্যগ্ব্যবসায়সামর্থ্যাৎ—ক্ষিপ্রমিতি। ক্ষিপ্রং শীঘ্রং। ভবতি ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মচিত্ত এব। শশ্বন্নিত্যং শান্তিং চোপশমং। নিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। শৃণু পরমার্থং—কৌন্তেয় প্রতিজানীহি নিশ্চিতাং প্রতিজ্ঞাং কুরু। ন মে মম ভক্তো ময়ি সমর্পিতান্তরাত্মা মদ্ভক্তো ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্নচিরাৎ ধর্ম্মচিত্তো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতিশঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় পটহাদিমহাঘোষপূর্ব্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি। অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে ত্বৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভবিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদারাধনার এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, তদ্দ্বারা মহাপাতকীও শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হয়; এবং তীব্র বৈরাগ্যবেগে তাহার বিষয়-ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয়। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, ঈদৃশ ভক্ত পূর্ব্বাভ্যস্ত দুষ্ক্রিয়াদোষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এই জন্যই ভগবান্ ভক্তগণকে যেন বাম হস্তে ক্রোড়ের দিকে টানিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উঠাইয়া অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তাঁহার ভক্ত কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞানের দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় সত্য; কিন্তু তত্তাবৎ সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠিত না হইলে ফল দান করে না;

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইলে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তি সেরূপ নয়। ভক্ত সম্পূর্ণরূপে না হউক, তাহার প্রাণপণে যতদূর সামর্থ্য থাকে, ততখানি ভক্তিপূর্ব্বক যদি ভগবান্‌কে আরাধনা করে, ভগবান্ সেই ঐকান্তিকতায় বশীভূত হইয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। মৃত্যুকালে ভক্ত যদি অজ্ঞানাভিভূত হইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে না পারে, তথাপি ভক্তবৎসল দীনবন্ধু স্বয়ংই আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। অজ্ঞান বা মোহবশতঃ ভগবদ্ভক্তের কখনও পতন বা বিনাশ হয় না ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রীগণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ) তথা শূদ্রাঃ (ও শূদ্রগণ), অপি (এমন কি) যে (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অসৎকুলসম্ভূত) স্যুঃ (হয়), তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং হি (পরম গতিই) যান্তি (লাভ করে) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে পাপযোনিসম্ভূত জীবগণ, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মাং হীতি। মাং হি যস্মাৎ পার্থ ব্যপাশ্রিত্য মামাশ্রিত্যা-শ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা। যেঽপি স্যুর্ভবেয়ুঃ। পাপযোনয়ঃ—পাপা যোনির্যেষাং তে পাপ-যোনয়ঃ পাপজন্মানঃ। কে ত ইতি? আহ—স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ। তেঽপি যান্তি পরাং গতিং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং? যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ। যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদি-নিরতাঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাঃ। তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি। হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্ত্যধিকারী ব্যক্তিকে ভক্তি যে পরম পদ দান করে, তাহার ত সন্দেহই নাই। যাহারা পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ জন্য চণ্ডাল অথবা সর্প বা তির্য্যক কুলে জন্ম গ্রহণ করে, এবং বেদাধ্যয়ন-বঞ্চিত স্ত্রীজাতি, কৃষিবাণিজ্যাদি লৌকিক ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যস্ত বৈশ্যজাতি, অথবা বৈদিক জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত মুক্তির অযোগ্য শূদ্রও ভক্তির প্রভাবে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে যেমনই কেন পাপ করুক না, তীব্র ভগবদ্ভক্তির উদয় হইলে, দীপশিখায় তুলরাশি দহনের ন্যায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মের বা উপাসনার অথবা যোগের কিংবা জ্ঞানের অধিকারী, সকলে সকল সময়ে হইতে পারে না; কিন্তু জীবমাত্রই—কিন্তু জীবমাত্রই—জাতি, বর্ণ, বয়ঃক্রম,

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥ ৩৩॥

গুণ, অবস্থা আদি নির্ব্বিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে। ভক্তি সকলের কল্যাণকারিণী ও সকল অপেক্ষা সুগম॥ ৩২॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভক্তির সাধনায় সকলেরই অধিকার আছে সত্য; কিন্তু ভক্তিমার্গের কোনও একটী নিম্নক্রমের অনুষ্ঠান করিলেই মুক্তি বা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। নিষ্কাম কর্ম্ম, যম-নিয়মাদির অভ্যাস অথবা বিবেক-বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তিরও বিকাশ হইতে পারে না। কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি গৌণ বা মুখ্যভাবে প্রত্যেক সাধনেরই অন্তর্নিবিষ্ট (১৮ অঃ। ৫৪-৫৫ শ্লোকের গীঃ সঃ, এবং নারদ-ভক্তিসূত্রে উল্লিখিত ভক্তির সাধনাঙ্গ সমূহের শ্রীমৎ পরিব্রাজক মহোদয়কৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)॥ ৩২॥

অন্বয়বোধিনী। পুণ্যাঃ (পবিত্র) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) তথা (সেইরূপ) ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ (ভক্ত ক্ষত্রিয়গণ) [পরম গতি লাভ করিবেন] কিং পুনঃ, (তাহাতে আর কথা কি?), [অতএব তুমি] অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্ (দুঃখকর) ইমং (এই) লোকং (মনুষ্য দেহ) প্রাপ্য (পাইয়া) মাং (আমাকে) ভজস্ব (আরাধনা কর)॥ ৩৩॥

বঙ্গানুবাদ। বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমার ভক্তির প্রভাবে যে পরমগতি লাভ [করিবেই করিবে], তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তুমি এই অনিত্য ও দুঃখায়তন মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমারই আরাধনা কর॥ ৩৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনরিতি। কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ পুণ্যযোনয়ঃ। ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা। রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ। যত এবমতোঽনিত্যং ক্ষণভঙ্গুরমসুখং চ সুখবর্জ্জিতমিমং লোকং মনুষ্যলোকং প্রাপ্য। পুরুষার্থসাধনং দুর্লভং মনুষ্যত্বং লব্ধা। ভজস্ব সেবস্ব মাম্॥ ৩৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ। তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ ক্ষত্রিয়াঃ। এবংভূতাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বমিমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধা মাং ভজস্ব। কিঞ্চানিত্যমধ্রুবমসুখং সুখরহিতং চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্যানিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্নসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন অন্ত্যজ জাতি এবং মুক্তির অনধিকারিগণই ভক্তিযোগে পরম পদ লাভ করিতে পারে, তখন ভক্তিমান্ হইলে সদ্বংশজাত সদাচারযুক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

যে মুক্তি লাভ করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, গর্ভযাতনাদি সহিয়া রোগাদির আশ্রয়ভূমি এবং ক্ষণবিধ্বংসী মানব-শরীর পাইয়া তুমি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছ। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্রই রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া আমার আরাধনা কর। আমি সম্মুখে বিদ্যমান, এবং গুরুরূপে ভক্তি-যোগ শিক্ষা দিতেছি। ভক্তিপ্রবণ হইবার ইহাই শুভ অবসর। এমন সুযোগ ও শুভ লগ্ন চলিয়া গেলে ভক্তি লাভ করা কঠিন হইবে। অতএব আর বিলম্ব করিও না, ভক্তিপরায়ণ হও ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। মন্মনাঃ (মদগতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) [ও] মদ্‌যাজী (আমার পূজাপরায়ণ) ভব (হও), মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর), এবং (এই-রূপে) মৎপরায়ণঃ (আমার শরণাগত হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুক্ত্বা (আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি মদগতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজাপরায়ণ হও, এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপে আমার শরণাগত হইয়া তোমার নিজ অন্তঃকরণ আমাকে সমর্পণপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হও ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথম্?—মন্মনা ইতি। মন্মনাঃ—ময়ি মনো যস্য সঃ। ত্বং মন্মনা ভব। তথা মদ্ভক্তো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মামেব চ নমস্কুরু। মামেবেশ্বরমেষ্যাগমিষ্যসি। যুক্ত্বা সমাধায় চিত্তমাত্মানম্—অহং হি সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মা। পরা চ গতিঃ পরময়নং। তং মামেবংভূতম্—এষ্যসীত্যতীতেন পদেন সম্বন্ধঃ। মৎ-পরায়ণঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাঃ। তাদৃশস্ত্বং ভব। তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব। মদযাজী মৎ পূজনশীলো

ভব। মামেব চ নমস্কুরু। এবমেভিঃ প্রকারৈর্ম্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি॥ ৩৪॥

নিজৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াঽবোচদচ্যুতঃ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা সংসারের সর্ববিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া একমাত্র ভগবানে অর্পণ করেন, যাঁহারা রাজা, মহারাজা ও দেবতাদি হইতে সমস্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ পূর্ব্বক একমাত্র ভগবানকে ভক্তি করেন, অর্থাৎ কাহারও সেবা না করিয়া কেবল ভগবানের সেবা করেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে পূজা ও নমস্কার করেন, তাঁহাদেরই শুদ্ধান্তঃকরণে পরমানন্দঘন পরমেশ্বরের প্রকাশ হইয়া থাকে। নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিশ্রিত হয়, সেইরূপ সাধকও ভক্তির প্রবলবেগে ভগবৎসত্তায় একীভূত হইয়া তদ্ভাব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ (ক)

যেমন গঙ্গাযমুনাদি নদী নিজ নিজ নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্রাকারাকারিত হইয়া যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ নামরূপবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মা পুরুষে অভিন্নরূপে মিশ্রিত হইয়া যান॥ ৩৪॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত "গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

(ক) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৮।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন)। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) ভূয়: এব (পুনর্ব্বার) মে (আমার) পরমং (উৎকৃষ্ট) বচ: (বচন) শৃণু (শ্রবণ কর), যৎ (যাহা) প্রীয়মাণায় (প্রীতিযুক্ত) তে (তোমাকে) অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (হিতকামনায়) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আমার উৎকৃষ্ট বচন শ্রবণ কর। তোমারই হিত কামনায় আমি প্রীতিপূর্ব্বক তাহা বলিতেছি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সপ্তমেঽধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বং বিভূতয়শ্চ প্রকাশিতা নবমে চ। অথেদানীং যেষু যেষু ভাবেষু চিন্ত্যো ভগবাংস্তে তে ভাবা বক্তব্যা:। তত্ত্বং চ ভগবতো বক্তব্যমুক্তমপি। দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাদিতি। অত:—শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় ইতি। ভূয় এব ভূয়: পুনর্হে মহাবাহো শৃণু মে মদীয়ং পরমং প্রকৃষ্টং নিরতিশয়বস্তুন: প্রকাশকং বচো বাক্যং। যৎ পরমং তে তুভ্যং প্রীয়মাণায়—মদ্বচনাৎ প্রীয়সে ত্বমতীবামৃতমিব পিবংস্তত: —বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

উক্তা: সংক্ষেপত: পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়:।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥

এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং। তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়েত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতা:। অষ্টমে চাধিযজ্ঞোঽহমেবাত্রেত্যাদিনা। নবমে চাহং ক্রতুরহং যজ্ঞ ইত্যাদিনা। ইদানীং তা এব বিভূতী: প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদিস্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা। হে মহাবাহো ভূয় এব পুনরপি মে বচ: শৃণু। কথংভূতং? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ পরমেশ্বরের সোপাধিক ও নিরুপাধিক উভয় স্বরূপই প্রদর্শিত হইয়াছে। "তৎ" পদার্থের বিভূতিরাশি সোপাধিক-স্বরূপ ধ্যানের এবং নিরুপাধিক-স্বরূপ জ্ঞানের উপায়ভূত। সপ্তম অধ্যায়ে

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ॥২॥

"বসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" (গী ৭।৮) বচন দ্বারা, এবং নবম অধ্যায়ে "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" (গী ৯।১৬) বচন দ্বারা বিভূতিরাশি সংক্ষেপে ,ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্ব্বিজ্ঞেয় ভগবানের ধ্যানসুগমার্থ উহা বিস্তৃতরূপে কথিত হইবে। কঠিন বিষয় বিস্তর-পূর্ব্বক না বলিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই জন্য দশম অধ্যায় কথিত হইতেছে। অর্জ্জুন প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের সকল কথা শুনিতেছেন ও হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন বলিয়া অর্জ্জুনকে ভগবান্ আরও সদুপদেশ দিয়া তাঁহার পূর্ণমঙ্গল-সাধনার্থ স্নেহযুক্তচিত্তে আগ্রহপূর্ব্বক আরও উত্তমোত্তম তত্ত্বকথা বলিতেছেন॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। সুরগণাঃ (দেবতাগণ) মহর্ষয়ঃ [চ] (ও মহর্ষিগণ) মে (আমার) প্রভবং (প্রভাব) ন বিদুঃ (জানেন না), হি (কেননা) অহং (আমি) দেবানাং (দেবতা-দিগের) মহর্ষীণাং চ (ও মহর্ষিদিগের) সর্ব্বশঃ (সকল প্রকারে) আদিঃ (আদি কারণ)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। দেবতাগণ এবং মহর্ষিগণ আমার প্রভাব পরিজ্ঞাত নহেন; কেননা, আমি দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকরণ॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থমহং বক্ষ্যামীতি? অত আহ—ন ম ইতি। ন মে বিদুর্ন জানন্তি সুরগণা ব্রহ্মাদয়ঃ। কিং তে ন বিদুঃ? মম প্রভবং প্রভাবং প্রভুশক্ত্যতিশয়ম্। উৎপত্তিং বা। নাপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ো বিদুঃ। কস্মাত্তে ন বিদুরিতি? উচ্যতে—অহমাদিঃ কারণং হি যস্মাদ্দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাং চাদিঃ কারণং। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ—উৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ। অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। তাঁহারই প্রভাবে যে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার হইতেছে, ইহা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও ভৃগু আদি মহর্ষিগণও বিদিত নহেন। কেননা, তিনিই তাঁহাদিগের উৎপাদক ও বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ ভগবান্ স্বয়ং কাহারও নির্ম্মল বুদ্ধিতে আরূঢ় না হইলে বুদ্ধিবিচার দ্বারা কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না। তিনি মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও অপার॥ ২॥

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥
বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অজম্ (জন্মরহিত) অনাদিং (অনাদি) লোকমহেশ্বরং চ (ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর) [বলিয়া] বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (জীবলোকে) অসংমূঢ়ঃ (মোহবর্জ্জিত হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (সমস্ত পাপকর্ত্তৃক) প্রমুচ্যতে (বিমুক্ত হয়েন) ॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি এবং সর্ব্বলোকমহেশ্বর বলিয়া বিদিত হয়েন, তিনিই মোহবর্জ্জিত হইয়া সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যো মামিতি। যো মামজমনাদিং চ—যস্মাদহমাদির্দেবানাং মহর্ষীণাং চ। ন মমান্য আদির্ব্বিদ্যতে। অতোঽহমজোঽনাদিশ্চ। অনাদিত্বমজত্বে হেতুঃ। তং মামজমনাদিং চ যো বেত্তি বিজানাতি। লোকমহেশ্বরং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং তুরীয়মজ্ঞানতৎকার্য্যবর্জ্জিতম্। অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ। স মর্ত্ত্যেষু মনুষ্যেষু। সর্ব্বপাপৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মতিপূর্ব্বামতিপূর্ব্বকৃতৈঃ। প্রমুচ্যতে প্রমোক্ষ্যতে ॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যত আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্। অত এবাজং জন্মশূন্যং। লোকানাং মহেশ্বরং চ মাং যো বেত্তি মনুষ্যেষ্বসংমূঢ়ঃ সংমোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ভগবান্‌কে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া তাঁহাকে অজ, সমস্ত কারণের কারণ, এবং অনাদি পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, তিনি পূর্ব্বকৃত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা পাপরাশি নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের বীজ স্বরূপ "অহংমমেতি" অভিমান বিদূরিত হয় না। "প্রমুচ্যতে" এই পদের "প্র" শব্দ দ্বারা ভগবান্ ইহাই দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিলে জীবের কায়, মন ও বচন কৃত ত্রিবিধ পাপ, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালকৃত পাতকরাশি, এবং পাপবুদ্ধির বীজভূমি অবিদ্যা, এবং মহামোহ, এই সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), জ্ঞানম্ (জ্ঞান), অসংমোহঃ (অসংমোহ), ক্ষমা (ক্ষমা), সত্যং (সত্য), দমঃ (দম), শমঃ (শম), সুখং (সুখ), দুঃখং (দুঃখ),

ভবঃ (উৎপত্তি), অভাবঃ (বিনাশ), ভয়ং চ (ভয়) অভয়ং চ এব (ও অভয়), অহিংসা (অহিংসা), সমতা (সমতা), তুষ্টিঃ (সন্তোষ), তপঃ (তপ), দানং (দান), যশঃ (যশ), অযশঃ (অযশ), ভূতানাং (প্রাণিবর্গের) [এই সমস্ত] পৃথগ্বিধাঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ভাবাঃ (ভাবসমূহ) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ॥ ৪।৫॥

বঙ্গানুবাদ। বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, এবং যশ ও অযশ—প্রাণিবর্গের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪। ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চাহং মহেশ্বরো লোকানাম্—বুদ্ধিরিতি। বুদ্ধিরন্তঃকরণস্য সূক্ষ্মাদ্যর্থাববোধনসামর্থ্যং। তদ্বন্তং বুদ্ধিমানিতি হি বদন্তি। জ্ঞানমাত্মাদিপদার্থানামববোধঃ। অসংমোহঃ প্রত্যুপপন্নেষু বোদ্ধব্যেষু বিবেকপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ। ক্ষমা—আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বাহবিকৃতচিত্ততা। সত্যং—যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য বাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্য্যমাণা বাক্ সত্যমুচ্যতে। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপশমঃ। শমোঽন্তঃকরণস্যোপশমঃ। সুখমাহ্লাদঃ। দুঃখং সন্তাপঃ। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ। ভয়ং চ ত্রাসঃ। অভয়মেব চ তদ্বিপরীতম্ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অহিংসেতি। অহিংসাহপীড়া প্রাণিনাম্। সমতা সমচিত্ততা। তুষ্টিঃ সন্তোষঃ পর্য্যাপ্তবুদ্ধির্লাভেষু। তপ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বকং শরীরপীড়নং। দানং যথাশক্তি সংবিভাগঃ। যশো ধর্ম্মনিমিত্তা কীর্ত্তিঃ। অযশস্ত্বধর্ম্মনিমিত্তাঽকীর্ত্তিঃ। ভবন্তি ভাবা যথোক্তা বুদ্ধ্যাদয়ঃ। ভূতানাং প্রাণিনাং। মত্ত এবেশ্বরাৎ। পৃথগ্বিধা নানাবিধাঃ স্বকর্ম্মানুরূপেণ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। লোকমহেশ্বরতামেব স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং। জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্। অসংমোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ। ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং। সত্যং যথার্থভাষণং। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ। সুখং মনোঽনুকূলসংবেদনীয়ং। দুঃখং চ তদ্বিপরীতং। ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপরীতঃ। ভয়ং ত্রাসঃ। অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্য শ্লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ। সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং মিত্রামিত্রতুল্যতা চ। তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ। তপঃ শারীরাদি কষ্টসাধনং। দানং ন্যায়র্জিতস্য ধনাদেঃ সৎ পাত্রেঽর্পণং। যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ। অযশো দুষ্কীর্ত্তিঃ। এতে বুদ্ধিজ্ঞানিত্যাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। নিঃসংশয়রূপে সূক্ষ্মার্থ বুঝিবার জন্য অন্তঃকরণের শক্তি বিশেষের নাম বুদ্ধি। আত্ম-অনাত্ম পদার্থের বিচারপূর্ব্বক বোধের নাম জ্ঞান। জ্ঞাতব্য বা কর্ত্তব্য পদার্থ জন্য অব্যাকুলভাব অর্থাৎ ইষ্টানিষ্ট ফলবিচারযুক্ত স্থিরভাবের নাম অসংমোহ। অন্যকর্ত্তৃক

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬॥

তিরস্কৃত বা পীড়নযুক্ত হইলে, তাহাকে দণ্ড দিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্তঃকরণের যে বৃত্তি তাহা নিবৃত্ত করে, তাহার নাম ক্ষমা। অন্তঃকরণের যে বৃত্তির দ্বারা পদার্থের অবিকৃত স্বরূপ নিরূপিত বা ব্যাখ্যাত হয়, তাহার নাম সত্য। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার শক্তি যে বৃত্তিতে আছে তাহার নাম দম। যে বৃত্তির দ্বারা শব্দাদি বিষয় অন্তঃকরণে স্থান না পায়, তাহার নাম শম। যে অবস্থায় মনুষ্য চিত্ত প্রসাদ বা আনন্দ লাভ করে, এবং যাহা ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সুখ। যাহা অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং জীবের বিবিধ পরিতাপের কারণ, তাহা দুঃখ। উৎপত্তির নাম ভব, [সত্তার নাম ভব] অসত্তার নাম অভাব। ত্রাসের নাম ভয়, ত্রাসাভাবের নাম অভয়। স্থাবর-জঙ্গমাদি কোন জীবকে দুঃখ না দিবার ইচ্ছার নাম অহিংসা। ইষ্টানিষ্ট-রাগদ্বেষাদি রহিত অবস্থার নাম সমতা। প্রারব্ধভোগ্য প্রাপ্ত বস্তুমাত্রেই তৃপ্তি লাভের নাম তুষ্টি। শাস্ত্রানুমোদিত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত সাধনের নাম তপঃ। উত্তম দেশ কাল বিচার করিয়া সৎপাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্ন-সুবর্ণাদি প্রদানের নাম দান। ধর্ম্মাদি-জনিত প্রশংসার নাম যশঃ। অধর্ম্মজন্য লোকাপবাদের নাম অযশঃ। এইরূপ সমস্ত বৃত্তিরই উৎপাদনের মূলাধার এক মাত্র ভগবান্। বস্তুতঃ তাঁহা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৪।৫॥

অন্বয়বোধিনী। সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্ব্বে (পূর্ব্ববর্ত্তী) [অপর] চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন), তথা মনবঃ (ও মনুগণ), মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার মন হইতে উৎপন্ন), লোকে (এই লোকে) যেষাং (যাঁহাদিগের) ইমাঃ (এই) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) [সৃষ্ট হইয়াছে]॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্টির আদিতে ভৃগু আদি সপ্ত ও সনকাদি চারি মহর্ষি এবং মনুগণ আমারই প্রভাব-সম্পন্ন এবং আমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। আমারই আদেশক্রমে তাঁহারা এই লোক ও প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়াছেন॥৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি। মহর্ষয়ঃ সপ্ত ভৃগ্বাদয়ঃ। পূর্ব্বেঽতীত-কালযুক্তাশ্চত্বারঃ মনবস্তথা সাবর্ণা ইতি প্রসিদ্ধাঃ। তে চ মদ্ভাবা মদ্গতভাবনা বৈষ্ণবেন সামর্থ্যেনোপেতাঃ। মানসা মনসৈবোৎপাদিতা ময়া। জাতা উৎপন্নাঃ। যেষাং মনূনাং মহর্ষীণাং চ সৃষ্টির্লোক ইমাঃ স্থাবরজঙ্গমলক্ষণাঃ প্রজাঃ॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ। সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ। ইত্যাদিপুরাণপ্রসিদ্ধাঃ তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ। তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ। মদ্ভাবাঃ—মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে।

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সংকল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাং চেমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজা জাতাঃ প্রবর্ত্তন্তে॥ ৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেবল সাধারণ জীব সকলই যে ভগবানের বিভূতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নহে। প্রজাসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুর্দ্দশ মনু এবং বেদপ্রচারকর্ত্তা মহর্ষিগণ প্রভৃতি সমস্তই ভগবৎ-সত্তা হইতে সম্ভূত, অর্থাৎ ভগবান্ সকলেরই আদি।।৬।।

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সপ্তমহর্ষি—ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ইহাদিগেরও পূর্ব্বে উদ্ভূত মহর্ষি চতুষ্টয়—সনৎকুমার, সনাতন, সনক ও সনন্দ। চতুর্দ্দশ মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্রসাবর্ণি॥ ৬॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) মম (আমার) এতাং (এই) বিভূতিং (বিভূতি) যোগং চ (ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (বিদিত আছেন), সঃ (তিনি) অবিকম্পেন (নিঃসংশয়) যোগেন (যোগদ্বারা) যুজ্যতে (যুক্ত হয়েন), অত্র (এই বিষয়ে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। আমার এই বিভূতি ও যোগ যিনি যথার্থরূপে বিদিত আছেন, তিনি নিঃসন্দেহ সম্যগ্দর্শনযুক্ত হইয়া থাকেন॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতামিতি। এতাং যথোক্তাং বিভূতিং বিস্তারং যোগং চ যুক্তিং চাত্মনো ঘটনম্। অথবা যোগৈশ্বর্য্যসামর্থ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং যোগজং যোগ উচ্যতে। মম মদীয়ং *যোগং যো বেত্তি। তত্ত্বতস্তত্ত্বেন যথাবদিত্যেতৎ। সোঽবিকম্পেনাপ্রচলিতেন* যোগেন সম্যগ্দর্শনস্থৈর্য্যলক্ষণেন। যুজ্যতে সংবধ্যতে। নাত্র সংশয়ঃ। নাস্মিন্নর্থে *সংশয়োঽস্তি॥ ৭॥*

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। *যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ*—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং। যোগং চৈশ্বর্য্যলক্ষণং। তত্ত্বতো যো বেত্তি। সোঽবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্দর্শনেন যুক্তো ভবতি নাত্রাত্র সংশয়ঃ॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা ভগবানের এই বিভূতিতত্ত্ব এবং ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিদিত হয়েন, তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল ও সমাধিযুক্ত হয়; তাঁহার অজ্ঞেয় কিছুই থাকে না॥ ৭॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥৮॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সমস্ত জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সমস্ত) প্রবর্ত্ততে (প্রবর্ত্তিত হয়),—ইতি (ইহা) মত্বা (জানিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভজন্তে (আরাধনা করেন)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, এবং আমা হইতেই সকলের বুদ্ধি ও জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানিগণ প্রেমপূর্ব্বক আমার আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কীদৃশেনাবিকম্পেন যোগেন যুজ্যত ইতি? উচ্যতে—অহমিতি অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তিঃ। মত্ত এব স্থিতিনাশক্রিয়া-ফলোপভোগলক্ষণং বিক্রিয়ারূপং সর্ব্বং জগৎ প্রবর্ত্তত ইতি। এবং মত্বা ভজন্তে সেবন্তে মাং বুধা অবগতপরমার্থতত্ত্বা ভাবসমন্বিতাঃ। ভাবো ভাবনা পরমার্থতত্ত্বাভিনিবেশঃ। তেন সমন্বিতাঃ সংযুক্তা ইত্যর্থঃ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যথা চ বিভূতিযোগযোর্জ্ঞানেন সম্যগ্জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদিচতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমন্বাদিরূপবিভূতিরাবেশোৎপত্তিহেতুঃ। মত্ত এব চাস্য সর্ব্বস্য বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্তত ইতি। এবং মত্বাববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ভগবানেরই প্রেরণাতে লোকের বুদ্ধি, প্রবৃত্তি এবং চন্দ্রসূর্য্যাদির গতি-বিধি চালিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা—এইরূপ যাঁহার স্থির বিশ্বাস, তিনিই প্রীতিযুক্ত হইয়া মনের সাথে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। মচ্চিত্তাঃ (মদগতচিত্ত) মদ্গতপ্রাণাঃ (মদগতপ্রাণ) [ব্যক্তিগণ] মাং (আমার কথা) পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (পরস্পরকে বুঝাইয়া) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ (ও সর্ব্বদা কীর্ত্তনপূর্ব্বক) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ ও শান্তি লাভ করেন)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা মনঃ-প্রাণ আমাতে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিদিত হয়েন, তাঁহারা পরস্পর আমারই কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন॥ ৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মচ্চিত্তা ইতি। মচ্চিত্তাঃ—ময়ি চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। মদ্গতপ্রাণাঃ—মাং গতাঃ প্রাপ্তাশ্চক্ষুরাদয়ঃ প্রাণা যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ। ময্যুপসংহৃতকরণা ইত্যর্থঃ। অথবা মদ্গতপ্রাণা মদ্গতজীবনা ইত্যেতৎ। বোধয়ন্তোঽবগময়ন্তঃ। পরস্পরমন্যোঽন্যং। কথয়ন্তশ্চ জ্ঞানবলবীর্য্যাদিধর্ম্মৈর্বিশিষ্টং মাং। তুষ্যন্তি চ পরিতোষমুপযান্তি। রমন্তি চ রতিং চ প্রাপ্নুবন্তি প্রিয়সংগত্যেব॥ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ। মদর্পিতজীবনা ইতি বা। এবংভূতাস্তে বুধা অন্যোঽন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তো নিত্যং তুষ্যন্ত্যনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি। রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি॥ ৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুতেই যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয় না, যাঁহাদের চক্ষু-কর্ণাদি ভগবৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করে না, অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই চান না, এইরূপ সমান সমান ব্যক্তিতে এবং গুরু-শিষ্যে ভগবদ্বার্ত্তালাপ করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ পরস্পর আলাপে পরস্পর বিমুগ্ধ ও গদগদচিত্ত হয়েন॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী। সততযুক্তানাং (নিত্যযুক্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং (প্রীতিপূর্ব্বক) ভজতাং (ভজনশীল) তেষাং (তাঁহাদিগের) তং (সেই) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) দদামি (প্রদান করি), যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপযান্তি (লাভ করিয়া থাকেন)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা এইরূপে একাগ্রচিত্তে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে যথোক্তৈঃ প্রকারৈর্ভজন্তে মাং ভক্তাঃ সন্তঃ প্রীতিপূর্ব্বকং—তেষামিতি। তেষাং সততযুক্তানাং নিত্যাভিযুক্তানাং নিবৃত্তসর্ব্ববাহ্যৈষণানাং। ভজতাং সেবমানানাং। কিমর্থিত্বাদিনা কারণেন? নেত্যাহ—প্রীতিপূর্ব্বকং প্রীতিঃ স্নেহঃ। তৎপূর্ব্বকং মাং ভজতামিত্যর্থঃ। দদামি প্রযচ্ছামি বুদ্ধিযোগং। বুদ্ধিঃ সম্যগ্দর্শনং মত্তত্ত্ববিষয়ং। তেন যোগো বুদ্ধিযোগঃ। তং বুদ্ধিযোগং। যেন বুদ্ধিযোগেন সম্যগ্দর্শনলক্ষণেন মাং পরমেশ্বরমাত্মভূতমাত্মত্বেনোপযান্তি প্রতিপদ্যন্তে। কে তে? মচ্চিত্তত্বাদিপ্রকারৈর্মাং ভজন্তে॥ ১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতানাং চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মধ্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগ-মুপায়ং দদামি। তমিতি কং? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহাদের চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়াছে, সেই ভক্তগণের প্রতি ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি হয়। সেই কৃপাদৃষ্টির গুণে সাধকের হৃদয়ে নির্ম্মলা বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে; এবং সেই ভগবদ্বোধিনী বুদ্ধির দ্বারাই সাধক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। আমাদিগের সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা ভগবৎসত্তার অনুভব করা যায় না। যে বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়, তাহা তাঁহারই সাধনার দ্বারা সাধক প্রাপ্ত হয়েন। ভগবান্‌কে দর্শন করিবার জন্য মনঃ-প্রাণ সম্পূর্ণ লালায়িত হইলে ভগবান্ স্বয়ং সাধকের বুদ্ধিকে মাজ্জিত করিয়া দেন॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী। তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুগ্রহার্থই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া) ভাস্বতা (দীপ্তিশীল) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞানপ্রসূত) তমঃ (অন্ধকার) নাশয়ামি (নাশ করি)॥১১॥

বঙ্গানুবাদ। সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমি তাঁহাদের আত্মাকার বৃত্তিতে স্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপদ্বারা অজ্ঞানাবরণরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া থাকি॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমর্থং কস্য বা ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধহেতোর্নাশকং বুদ্ধিযোগং তেষাং ত্বদ্ভক্তানাং দদাসীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—তেষামিতি। তেষামেব কথং নু নাম শ্রেয়ঃ স্যাদিত্যনুকম্পার্থং দয়াহেতোরহমজ্ঞানজমবিবেকতো জাতং মিথ্যাপ্রত্যয়লক্ষণং মোহান্ধকারং তমো নাশয়ামি। আত্মভাবস্থঃ—আত্মনো ভাবোঽন্তঃকরণাশয়ঃ। তস্মিন্নেব স্থিতঃ সন্। জ্ঞানদীপেন বিবেকপ্রত্যয়রূপেণ ভক্তিপ্রসাদস্নেহাভিষিক্তেন মদ্ভাবনাভিনিবেশবাতে-রিতেন ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসংস্কারবৎপ্রজ্ঞাবর্ত্তিনা বিরক্তান্তঃকরণাধারেণ বিষয়ব্যাবৃত্তচিত্ত-রাগদ্বেষাকলুষিতনিবাতাপবারকস্থেন *নিত্যপ্রবৃত্তৈকাগ্র্যধ্যানজনিতসম্যগ্দর্শনভাস্বতা* জ্ঞানদীপেনেত্যর্থঃ॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমবিকৃত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়সি? অত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্। ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি॥১১॥

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ যে ভক্তগণের সমস্ত অভাব ও দুঃখ মোচন করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে অনেকবার কথিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার ইহাও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন যে, যে ভক্ত তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহারও আরাধনা করেন না, তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মবীজ-স্বরূপ অজ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেন। বাহিরের কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিরস্ত হয় না। তিনি আত্মস্বরূপে সাধকের হৃদয় মধ্যেই জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া দেন। অন্তরের দেবতা অন্তরে থাকিয়াই সাধকের পুনরাবৃত্তির বীজ বিনষ্ট করেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আপনি জ্ঞান-দীপ জ্বালিয়া সাধককে দর্শন দেন। তিনি দয়া করিয়া দেখা না দিলে কোন কৌশলেই কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। প্রবল বায়ুবর্জ্জিত স্থানে যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ হইবার আশঙ্কা নাই, ভক্তির ধীর সমীরণ যেখানে বহিতে থাকে, সেখানে জ্ঞান প্রদীপ কখনও নির্ব্বাপিত হয় না। জ্ঞানালোকে জ্ঞেয় পদার্থ দৃষ্ট হইলেই, জ্ঞানের আর আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু আত্মদর্শী মুক্ত পুরুষ কখনও ভগবদ্ভক্তিরূপ মৃদুমন্দ সমীরণ হইতে বঞ্চিত হয়েন না। শুক-নারদাদি মুক্ত হইয়াও ভক্তিযুক্ত ছিলেন॥ ১১॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জ্ঞানদীপ—আত্মানাত্মবিবেকবিচারানুকূল জ্ঞানরূপ দীপ ভগবদ্ভক্তিরসার্দ্র চিত্তপ্রসাদরূপ তৈলপূর্ণ, প্রগাঢ় ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ বায়ুপ্রদীপ্ত, ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসংস্কারজনিত শ্রদ্ধারূপ বর্ত্তিকাসমন্বিত, সর্ব্বৈষণা অনাসক্ত অন্তঃকরণরূপ আধারে অবস্থিত এবং রাগদ্বেষশূন্য বিষয়চিন্তাবিহীন চিত্তরূপ নির্ব্বাত গৃহে অবস্থিত হইলেই ভগবৎকৃপায় নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কম্পভাবে প্রজ্বলিত হইতে থাকে॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম), পরং ধাম (পরম আশ্রয়), পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র)। সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি) দেবর্ষি নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) তথা (ও) অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ (অসিত, দেবল ও ব্যাস) ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য) পুরুষং (পুরুষ) দিব্যম্ (স্বপ্রকাশ), আদিদেবম্ (আদিদেব), অজং (জন্মরহিত), বিভুং [চ] (ও ব্যাপক) আহুঃ (বলিয়া থাকেন); স্বয়ং এব চ (এবং তুমি নিজেও) মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ)॥ ১২।১৩॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! তুমি পরব্রহ্ম ও পরম ধাম, এবং তুমিই পরম পবিত্র। তুমি শাশ্বত, তুমিই আদিদেব, অজ ও বিভু। ভৃগু আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, [এবং] তুমিও আমাকে এইরূপ বলিতেছ॥ ১২।১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তাং ভগবতো বিভূতিং যোগং চ শ্রুত্বার্জ্জুন উবাচ—পরমিতি। পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা। পরং ধাম পরং তেজঃ। পবিত্রং পাবনং। পুরুষং প্রকৃষ্টং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং নিত্যং। দিব্যং দিবি ভবম্। আদিদেবং সর্ব্বদেবানামাদৌ ভবমাদিদেবম্। অজং। বিভুং বিভবনশীলম্॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ঈদৃশম্—আহুরিতি। আহুঃ কথয়ন্তি ত্বামৃষয়ো বশিষ্ঠাদয়ঃ সর্ব্বে। দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলোঽপ্যেবমেবাহ। ব্যাসশ্চ। স্বয়ং চৈব ত্বং ব্রবীষি মে মহ্যম্॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম। পরং ধাম চাশ্রয়ঃ। পরমং চ পবিত্রং চ ভবানেব। কুত ইতি? অত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং। তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ংপ্রকাশম্। আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং। দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ। তথাজমজন্মানং। বিভুং চ ব্যাপকম্। ত্বামেবাহুঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কে ত ইতি? আহ—আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে। দেবর্ষিশ্চ নারদঃ। অসিতশ্চ। ব্যাসশ্চ। দেবলশ্চ। স্বয়ং ত্বমেব চ সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। তুমি উপাধিবর্জ্জিত পরমপুরুষ। তুমিই নির্ব্বিশেষ চৈতন্য স্বরূপ—উপাসনার অতীত পরব্রহ্ম। সমস্ত জগৎ তোমরই আশ্রিত। তুমি সমস্ত পবিত্রকারক গণের পরম পাবন মঙ্গলস্বরূপ। ভগবদুপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন ভগবান্‌কে যেরূপ বিদিত হইলেন মহর্ষি-দেবর্ষি প্রভৃতি মহাত্মগণও তাঁহাকে সেইরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমস্ত-তত্ত্ববেত্তৃগণের বাক্য অর্জ্জুনের বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে। যথা মনুষ্য কাহারও কাছে কোন উপদেশ লাভ করে, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য বলিয়া জানিতে হইবে। আজ ভগবদ্বাক্য শাস্ত্রবাক্যের অনুমোদিত বলিয়া অর্জ্জুনের বুদ্ধি আরও দৃঢ়ীভূত হইল॥ ১২।১৩॥

অন্বয়বোধিনী। কেশব (হে কেশব!) মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্ব্বম্ (এ সমস্ত) ঋতং (সত্য [বলিয়া] মন্যে (স্বীকার করিতেছি),

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫॥

হি (যেহেতু) ভগবন্ (হে ভগবন্!) তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রভাব) দেবাঃ (দেবগণ) ন বিদুঃ (জানেন না), দানবাঃ (দানবগণ) ন [বিদুঃ] (জানেন না) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কেশব! তুমি আমাকে যাহা কহিলে, আমি সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। হে ভগবন্! দেব ও দানবগণ কেহই তোমার প্রভাব জানেন না ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বমিতি। সর্ব্বমেতদ্‌যথোক্তমৃষিভিস্ত্বয়া চ তদৃতং সত্যমেব মন্যে। যন্মাং প্রতি বদসি ভাষসে হে কেশব। ন হি তে তব ভগবন্ ব্যক্তিং প্রভবং বিদুর্দেবাঃ ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্য্যোহসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ —সর্ব্বমেতদিতি। এতস্ত্বমেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্ব্বমপ্যৃতং সত্যং মন্যে। যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি—ন মে বিদুঃ সুরগণা ইত্যাদি। তদপি সত্যমেব মন্য ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ। অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি। দানবাশ্চাস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিজ নিজ বুদ্ধি-বিচার দ্বারা কেহই তাঁহার প্রভাব জানিতে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ ও মধুকৈটভাদি দানবগণ তাঁহারই মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহাকে জানিয়াও জানিতে পারেন নাই। অর্জ্জুনের প্রতি দয়া করিয়া যেমন তিনি নিজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন, তেমনই তিনি দয়া করিয়া কাহাকেও না বুঝাইলে কেহ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। তিনি যে দেবতাদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ এবং দানবদলনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা কেহই জানিতে পারিতেছেন না, কেননা তিনি দুর্জ্ঞেয়॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) ভূতভাবন (হে ভূতভাবন!) ভূতেশ (হে ভূতেশ!) দেবদেব (হে দেবদেব!) জগৎপতে (হে জগৎপতে!) ত্বং (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা (আপনার দ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জানিতেছ) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি অন্যের উপদেশ না লইয়া নিজ স্বরূপানুভূতিতেই আপনাকে বিদিত হইতেছ ॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতস্ত্বং দেবাদীনামাদিরতঃ—স্বয়মিতি। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ জানাসি ত্বং নিরতিশয়জ্ঞানৈশ্বর্য্যবলাদিশক্তিমন্তমীশ্বরং হে পুরুষোত্তম। ভূতানি ভাবয়তীতি ভূতভাবনঃ। তৎসম্বুদ্ধৌ হে ভূতভাবন। হে ভূতেশ ভূতানামীশ। হে দেবদেব। হে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। *কিং তর্হি? স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি। নান্যঃ। তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ। ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে* পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূতভাবন ভূতোৎপাদক। ভূতানামীশ নিয়ন্তঃ। দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক। জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি মায়া ও গুণের অতীত তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত ভূত যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি ভূতভাবন। যিনি সমস্ত ভূতের নিয়ামক ও রক্ষক, তিনি ভূতেশ। যিনি ইন্দ্র ও আদিত্যাদি দেবতারও দেবতা, তিনি দেবদেব। যিনি সাধুহৃদয়ে শুভকর্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, তিনি জগৎপতি। কোন সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিতে হইলে জ্ঞানবান গুরুর উপদেশ আবশ্যক। অর্জ্জুন দেখিলেন, কাহারও উপদেশ না লইয়া, *কাহারও সাধন না করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে আপনিই সম্পূর্ণরূপে অবগত* হইতেছেন। ইনি পরব্রহ্ম না হইলে এই স্বতঃসিদ্ধ স্বাত্মানুভূতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। ত্বং (তুমি) যাভিঃ (যে যে) বিভূতিভিঃ (বিভূতির দ্বারা) ইমান (এই) লোকান (লোকসমূহ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠসি (রহিয়াছ) [সেই] দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতিসকল) অশেষেণ হি (সম্যকরূপে) বক্তুম্ (বলিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! তুমি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ, তোমার সেই দিব্য বিভূতিসকল সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন কর ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বক্তুমিতি। বক্তুং কথয়িতুমর্হস্যশেষেণ। দিব্যা হ্যাত্ম-বিভূতয়ঃ। আত্মনো বিভূতয়ো যাস্তা বক্তুমর্হসি। যাভির্বিভূতিভিরাত্মনো মাহাত্ম্য-বিস্তরৈরিমাঁল্লোকাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাত্ত্বদাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি। ন দেবাদয়ঃ। তস্মাৎ —বক্তুমিতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বা বক্তুং ত্বমেবার্হসি যোগ্যোঽসি। যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছেন যে, সৃষ্টিমধ্যে ভগবানের

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া॥ ১৭॥
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

বিভূতি ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং সেই সকল বিভূতির গূঢ় তত্ত্ব তিনি ভিন্ন আর কেহই জানে না ও ব্যাখ্যা করিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব ভগবান স্বয়ং ব্যতীত আর কেহই সম্যকরূপে অবগত নহে। তাই অর্জ্জুন ভগবানের বিভূতি ভগবানেরই মুখে শুনিতে চাহিলেন॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিনী। যোগিন (হে যোগিন।) সদা (সর্ব্বদা) [তোমাকে] পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিয়া) [আমি] কথং (কি ভাবে) ত্বা' (তোমাকে) বিদ্যাং (জানিব)? ভগবন্ (হে ভগবন্।) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) কেষু কেষু (কি কি) ভাবেষু চ (পদার্থসমূহে) [তুমি] চিন্ত্যঃ (চিন্তনীয়) অসি (হও)?॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। হে যোগিন্। হে ভগবন্। আমি তোমাকে কোন্ পদার্থে কিরূপ বিভূতির দ্বারা কি ভাবে চিন্তা করিব, তাহা বলিয়া দাও॥ ১৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমিতি। কথং বিদ্যাং বিজানীয়ামহং হে যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্? কেষু কেষু চ ভাবেষু বস্তুষু *চিন্ত্যোঽসি ধ্যেয়োঽসি ভগবন্ ময়া?*॥ ১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্ কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽপি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া *চিন্তনীয়োঽসি?*॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বলিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে "যোগিন্" শব্দে সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি অনন্ত। তিনি কত ভাবে কোথায় কিরূপে বিরাজ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই নিজ কল্যাণসাধনার্থ অর্জ্জুন নিজ-ধ্যানোপযোগী আরাধ্য বিভূতির কথা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১৭॥

অন্বয়বোধিনী। জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন।) আত্মনঃ (স্বীয়) যোগং (যোগ) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) বিস্তরেণ (সবিস্তর) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) কথয় (বল), হি (কেননা) [তোমার] অমৃতং (বচনামৃত) শৃণ্বতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ (পরিতোষ) ন অস্তি (হইতেছে না)॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। হে জনার্দ্দন! তুমি পুনর্ব্বার তোমার যোগ ও বিভূতির

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে॥ ১৯॥

'তত্ত্ব আমাকে বিস্তৃত করিয়া বল ; কেননা তোমার বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিস্তরেণেতি। বিস্তরেণাত্মনো যোগং যোগৈশ্বর্য্যশক্তিবিশেষং বিভূতিং চ বিস্তরং ধ্যেয়পদার্থানাং। হে জনার্দ্দন—অর্দ্দতের্গতিকর্ম্মণো রূপম্। অসুরাণাং দেবপ্রতিপক্ষভূতানাং জনানাং নরকাদিগময়িতৃত্বাজ্জনার্দ্দনঃ। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপুরুষার্থ-প্রয়োজনং সর্ব্বৈর্জনৈর্যাচ্যত ইতি বা। ভূয়ঃ পূর্ব্বমুক্তমপি কথয়। তৃপ্তির্হি পরিতোষো যস্মান্নাস্তি মে শৃণ্বতস্ত্বন্মুখনিঃসৃতবাক্যামৃতম্॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিং চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়। হি যতস্তব বাক্যম-মৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলংবুদ্ধির্নাস্তি॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জীবসকলের স্বর্গসুখাদিদাতা ও মুক্তিবিধানকর্ত্তা, তিনিই জনার্দ্দন। তাই অর্জ্জুন নিজ কল্যাণের আশায় জনার্দ্দনরূপী ভগবান্‌কে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কেননা, তিনি ভিন্ন দীন দুঃখী জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার আর কে আছে? একে ত ভগবৎসম্বন্ধীয় কথা এতই মধুর যে, তাহা ভক্তমুখে শুনিলেই শ্রোতার তৃপ্তি হয় না। শুকের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎও ভগবৎকথা শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। ভগবানের নিজমুখে নিজ কথা যে আরও অমৃতময়ী হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এইজন্য অর্জ্জুন উহা ভূয়োভূয়ঃ শুনিতে চাহিতেছেন॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান বলিলেন)। হন্ত [হে] কুরুশ্রেষ্ঠ (কুরুশ্রেষ্ঠ!) দিব্যাঃ (দিব্য) আত্মবিভূতয়ঃ (আত্মবিভূতিসমূহ) প্রাধান্যতঃ (প্রধানতঃ) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি (বলিব), হি (যেহেতু) মে (আমার) বিস্তরস্য (বিস্তৃত) [বিভূতির] অন্তঃ (শেষ) ন অস্তি (নাই)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুবংশাবতংস! আমার দিব্য বিভূতি অসীম ও অপার ; তবে প্রধান প্রধান বিভূতিগুলি বিস্তর পূর্ব্বক বলিতেছি॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। হন্ত ত ইতি। হন্তেদানীং তে তব দিব্যা দিবি ভবা আত্মবিভূতয়

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

আত্মনো মম বিভূতয়ো যাস্তাঃ কথয়িষ্যামীত্যেতৎ। প্রাধান্যতো যত্র যত্র প্রধানা যা যা বিভূতিস্তাং তাং প্রধানাং প্রাধান্যতঃ কথয়িষ্যাম্যহং। কুরুশ্রেষ্ঠ। অশেষতস্তু বর্ষশতেনাপি ন শক্যা বক্তুং। যতো নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে। মম বিভূতিনামিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্ ভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেতানুকম্পাসম্বোধনে। দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তে তুভ্যং কথয়িষ্যামি। যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি। অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি॥১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। "হন্ত" পদ দ্বারা ভগবান অর্জ্জুনের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন ইহাই আশ্বাস দিলেন। তাঁহার অনন্ত বিভূতির কথা, অনন্ত বর্ষার ধারায় লিপিবদ্ধ হইলেও শেষ হয় না। এইজন্য ভগবান নিজ সুপ্রসিদ্ধ বিভূতিগুলির কথা বলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং অর্জ্জুন যে স্বকীয় কল্যাণার্থ তাহা শ্রবণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন, অর্জ্জুনের সে আশা এতাবৎ বিভূতি ব্যাখ্যাতেই পরিপূর্ণ হইবে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। গুড়াকেশ (হে গুড়াকেশ!) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত) আত্মা (আত্মা) অহম এব (আমিই)। অহম্ [এব] (আমিই) ভূতানাং (সর্ব্বভূতের) আদিঃ চ (উৎপত্তি), মধ্যম চ (স্থিতি), অন্তঃ চ (ও বিনাশ) ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আনন্দঘন চৈতন্য স্বরূপ আমি। আমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ-স্বরূপ ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র প্রথমমেব তাবচ্ছৃণু—অহমিতি। অহমাত্মা প্রত্যগাত্মা। গুড়াকেশ—গুড়াকা নিদ্রা। তস্যা ঈশো গুড়াকেশো জিতনিদ্র ইত্যর্থঃ। ঘনকেশ ইতি বা। সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েঽন্তর্হৃদি স্থিতোঽহমাত্মা প্রত্যগাত্মা নিত্যং ধ্যেয়ঃ। তদশক্তেন চোত্তরেষু ভাবেষু চিন্ত্যোঽহং চিন্তয়িতুং শক্যঃ। যস্মাদহমেবাদির্ভূতানাং কারণং। তথা মধ্যং চ স্থিতিঃ। অন্তঃ প্রলয়শ্চ। এবং চ ধ্যেয়োঽহম্ ॥ ২০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ। সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েম্বন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাঽহম্। আদির্জন্ম। মধ্যং স্থিতিঃ। অন্তঃ সংহারঃ। সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি নিদ্রাকে জয় করিয়াছেন, তিনি গুড়াকেশ। অর্জ্জুনকে আলস্য ও তন্দ্রাদি বিযুক্ত জানিয়া ভগবান্ এইরূপে প্রধান বিভূতি ব্যাখ্যা করিলেন যে, তিনি জীবের অন্তরাত্মা। জীব আপনাকে জানিতে পারিলেই তাঁহাকে অবগত হইতে পারে। তিনিই

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতুস্বরূপ, অর্থাৎ সকল কার্য্যেরই মূল কারণ তিনি। সংযতচিত্তগণ ভগবান্‌কে অভিন্ন বোধে এইরূপে চিন্তা করিবেন ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহম্ (আমি) আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু)। জ্যোতিষাম্ (প্রকাশকগণের মধ্যে) অংশুমান্ (রশ্মিযুক্ত) রবিঃ (সূর্য্য)। মরুতাং (বায়ুগণের মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি)। নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) অস্মি (হই) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণুনামক আদিত্য, প্রকাশকগণের মধ্যে আমি সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্রমাঃ ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আদিত্যানামিতি। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং বিষ্ণুর্নামাদিত্যোঽহম্। জ্যোতিষাং রবিঃ প্রকাশয়িতৄণামংশুমান্ রশ্মিমান্। মরীচির্নাম মরুতাং মরুদ্দেবতাভেদানামস্মি। নক্ষত্রাণামহং শশী চন্দ্রমাঃ। ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায় সমাপ্তিঃ। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্নামাদিত্যোঽহম্। জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যেঽহংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং মধ্যে মরীচির্নামাহমস্মি। যদ্বা মরুদ্গণা বায়বঃ। তেষাং মধ্যে ইতি। তে চ—আবহঃ প্রবহো বিবহঃ পরাবহ উদ্বহঃ সংবহঃ পরিবহ ইতি সপ্ত মরুদ্গণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্।

অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। ক্বচিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তত্র তত্র জাতিষু নির্দ্ধারিয়্যমাণঃ। বিষ্ণুরিত্যাদারত্যন্তেঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরং চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত বস্তুর মধ্যে যেখানে প্রাধান্য দৃষ্ট হয়, সেই খানেই ভগবানের বিভূতি অনুভূত হইয়া থাকে। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে তিনি বিষ্ণু। অগ্নি আদি যত জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ আছে তন্মধ্যে প্রকাশের আধারভূমি সূর্য্যই তিনি। মরুদ্গণের মধ্যে মরীচিতে তাঁহারই বিভূতির প্রকাশ। অশ্বিনী আদি নক্ষত্ররাজির অধিপতি চন্দ্রমাঃ তিনি। সমস্ত পদার্থই তাঁহার বিভূতি হইলেও যাহাতে বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, ভগবান তাহারই উল্লেখ করিতেছেন ॥ ২১ ॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। দ্বাদশ আদিত্য—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ সূর্য্য, ভগ বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু।

মরুদ্গণ—আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ উদ্বহ, সংবহ পরিবহ ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ (সামবেদ) অস্মি (আমি) দেবানাং (দেবগণের মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অস্মি (আমি), ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) মনঃ অস্মি (মন), ভূতানাং চ (এবং ভূতগণের মধ্যে) চেতনা (চেতনা) অস্মি (আমি) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা-স্বরূপ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বেদনামিতি। বেদানাং মধ্যে সামবেদোঽস্মি। দেবানাং রুদ্রাদিত্যাদীনাং বাসব ইন্দ্রোঽস্মি। ইন্দ্রিয়াণামেকাদশানাং চক্ষুরাদীনাং মনশ্চাস্মি। সংকল্পবিকল্পাত্মকং মনশ্চাস্মি। ভূতানামস্মি চেতনা। কার্যকারণসংঘাতেঽভিব্যক্তা বুদ্ধের্বৃত্তিশ্চেতনা ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বেদনামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ। ভূতানাং চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বরমাধুরীর প্রাধান্য হেতু বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদে ভগবানের বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। অগ্নি বায়ু আদি সমস্ত দেবতাই ভগবদ্বিভূতি হইলেও শ্রেষ্ঠত্ব হেতু ইন্দ্রই* তাঁহার বিভূতি। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নেতৃত্ব হেতু মনেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। আর ভৌতিক রাজ্য মধ্যে চেতনা ব্যতীত কোন কার্য্যই হয় না, এইজন্য চেতনাই তাঁহার বিভূতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (শঙ্কর হই), যক্ষরক্ষসাং চ (ও যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের), বসূনাং (বসুগণের মধ্যে)

* দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই সর্বপ্রথমে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন (কেন শ্রুতি—৪।৪)। এবং ইন্দ্র যে দেবরাজ ইহা সর্ববিদিত।

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

পাবকঃ (অগ্নি) অস্মি (আমি), শিখরিণাং চ (ও পর্ব্বতগণের মধ্যে) [আমি] মেরুঃ (সুমেরু) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। রুদ্রগণের মধ্যে আমি শঙ্কর, যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আমি কুবের, বসুগণেব মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥ । ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রুদ্রাণামিতি। রুদ্রাণামেকাদশানাং শঙ্করশ্চাস্মি। বিত্তেশঃ কুবেরো যক্ষরক্ষসাং যক্ষাণাং রক্ষসাং চ। বসূনামষ্টানাং পাবকশ্চাস্ম্যগ্নিঃ। মেরুঃ শিখরিণাং শিখরবতামহম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রুদ্রাণামিতি। রক্ষসামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাদ্ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ। তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি। পাবকোঽগ্নিঃ। শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর নিজ ভক্তগণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন, এই জন্য শঙ্কর তাঁহার বিভূতি। যক্ষরক্ষোগণের মধ্যে কুবেরই সম্পূর্ণ ধনেব অধিকারী এই জন্য কুবের তাঁহার বিভূতি। অষ্টবসুর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অগ্নিই তাঁহার বিভূতি। পর্ব্বতসমূহের মধ্যে স্বর্ণরত্নাদির প্রধান আকরভূমি বলিয়া সুমেরুই তাঁহার বিভূতি ॥ ২৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। একাদশ রুদ্র—অজ, একপাদ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর।

অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভব ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) পুরোধসাং (পুরোহিতগণের) মুখ্যং (প্রধান) বৃহস্পতিং (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও), অহং (আমি) সেনানীনাং (সেনাপতিগণের) মধ্যে স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়), সরসাং চ (জলাশয়সমূহের মধ্যে) সাগরঃ (সাগর) অস্মি (হই) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! পুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি বলিয়া আমাকে জানিও। সেনাপতিগণের মধ্যে স্কন্দ আমি, এবং জলাশয়-সমূহের মধ্যে সাগর আমি ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং রাজপুরোহিতানাং মুখ্যং প্রধানং মাং বিদ্ধি জানীহি হে পার্থ বৃহস্পতিং। স হীন্দ্রস্যেতি মুখ্যঃ স্যাৎ পুরোধাঃ। সেনানীনাং

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

সেনাপতীনামহং স্কন্দো দেবসেনাপতিঃ। সরসাং—যানি দেবখাতানি সরাংসি তেষাং সরসাং সাগরোঽস্মি ভবামি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বানুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি। সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি। সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজাদিগের মধ্যে ত্রিলোকপতি দেবরাজ শ্রেষ্ঠ। বৃহস্পতি তাঁহার পুরোহিত বলিয়া রাজপুরোহিতগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। পৌরোহিত্যে বৃহস্পতির শ্রেষ্ঠতা প্রযুক্ত বৃহস্পতি তাঁহার বিভূতি। সমস্ত সেনানায়কগণের মধ্যে দেবসেনাধিনায়ক কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় অব্যর্থ বীর্য্যবান্ সেনাপতি আর কেহ হয়েন নাই, এই জন্য তাঁহাতে ভগবানের বিভূতির প্রকাশ। অগাধত্ব ও বিশালত্ব হেতু সাগরই জলাশয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জন্য সাগর তাঁহার বিভূতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিদিগের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) [এবং] গিরাম্ (বাক্যসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ (একাক্ষর—প্রণব) অস্মি (হই), [আমি] যজ্ঞানাং (যজ্ঞসমূহের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ (জপরূপ যজ্ঞ) [এবং] স্থাবরাণাং (স্থাবরগণের মধ্যে) হিমালয়ঃ (হিমালয়) অস্মি (হই) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; আমি শব্দসমূহের মধ্যে একাক্ষর—ওঁকার; আমি সকল যজ্ঞের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ, এবং আমি স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মহর্ষীণামিতি। মহর্ষীণাং ভৃগুরহং। গিরাং বাচাং পদলক্ষণানামেকমক্ষরমোঙ্কারোঽস্মি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি। স্থাবরাণাং স্থিতিমতাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽহম্ ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ঋষিদিগের মধ্যে ভৃগু অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন; তাঁহার পদচিহ্ন বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে লক্ষিত হয়। এই জন্য ভৃগুতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। অর্থবাচক যত পদ—শব্দ—বাক্য উচ্চারিত হয়, তন্মধ্যে ব্রহ্মবাচক একাক্ষর স্বরূপ ওঁকারই ভগবানের বিভূতি। অশ্বমেধ, জ্যোতিষ্টোম আদি যত প্রকার যজ্ঞ কথিত আছে তন্মধ্যে সকল যজ্ঞেই প্রায় হিংসাজন্য দোষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভগবানের নামজপরূপ মহাযজ্ঞে সে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

জপেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। জগতে যত প্রকার অচল পদার্থ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে হিমালয় বহুরত্নের আকর স্থান, পতিতপাবনী গঙ্গার প্রবাহস্থান এবং ভগবদ্ধ্যানস্তিমিতনেত্র ঋষি যোগী ও ভক্তগণের আবাসস্থান বলিয়া, উহা ভগবানের বিভূতি রূপে পরিগণিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। মন্ত্রজপ করিতে করিতে মানসিক বিক্ষেপ নিবৃত্ত হয়, এবং ভগবন্নাম-স্মরণ দ্বারা মন বিষয়-চিন্তায় নিরস্ত ও পবিত্র ভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রত্যহ দীর্ঘকাল ভগবানের নাম-জপ করিতে পারিলে সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে চিত্ত নিরুদ্ধ ও ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইবেই হইবে। এই জন্য সকল সাধনমার্গেই জপের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিকারভেদে বাহ্যজপ অপেক্ষা আন্তরজপে অধিক ফল লাভ হয় ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] সর্ব্ববৃক্ষাণাম্ (বৃক্ষসকলের মধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থবৃক্ষ); দেবর্ষীণাং চ (ও দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ ঋষি); গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথনামক গন্ধর্ব্ব); সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণের মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিল মুনি) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, এবং আমি সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অশ্বত্থ ইতি। অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং। দেবর্ষীণাং চ নারদঃ। দেবা এব সন্ত ঋষিত্বং প্রাপ্তাঃ—মন্ত্রদর্শিত্বৎ—দেবর্ষয়ঃ। তেষাং নারদোঽস্মি। গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথো নাম গন্ধর্ব্বোঽস্মি। সিদ্ধানাং জন্মনৈব ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাতিশয়ং প্রাপ্তানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি। সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বনস্পতিবর্গের মধ্যে নানা সদ্‌গুণের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষই ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ভক্তি ও জ্ঞানলাভে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তির জন্য দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদই তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য প্রযুক্ত কপিল মুনির শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় সিদ্ধগণের মধ্যে তিনি ভগবদ্বিভূতি ॥ ২৬ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্॥ ২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। অশ্বানাং (অশ্বগণের মধ্যে) মাম্ (আমাকে) অমৃতোদ্ভবম্ (অমৃতমন্থন কালে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবাঃ) বিদ্ধি (জানিও), গজেন্দ্রাণাম্ (গজেন্দ্রগণের মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) [জানিও], নরাণাং চ (ও মনুষ্যগণের মধ্যে) নরাধিপং (রাজা) [বলিয়া জানিও]॥ ২৭॥

বঙ্গানুবাদ। আমাকে অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক অশ্ব, হস্তিগণের মধ্যে ঐরাবত এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া জানিও॥ ২৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাম্। উচ্চৈঃশ্রবা নামাশ্বরাজঃ। তং মাং বিদ্ধি জানীহি। অমৃতোদ্ভবমমৃতনিমিত্তমথনোদ্ভবম্। ঐরাবতমিরাবত্যা অপত্যং। গজেন্দ্রাণাং হস্তীশ্বরাণাং। তং মাং বিদ্ধি—ইত্যনুবর্ত্ততে। নরাণাং মনুষ্যাণাং চ নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি জানীহি॥ ২৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোদমথন উদ্ভূতমুচ্চৈঃশ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি স ধ্যতে। নরাধিপং রাজানং মাং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি॥ ২৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। সর্ব্ববিধ সুলক্ষণ ও পরম শোভাজন্য অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবাতে তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। দিব্যতেজ ও দেবরাজের বাহন হওয়ায় হস্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বহেতু ঐরাবতই তাঁহার বিভূতি। মনুষ্যগণকে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার একমাত্র নেতা ও শাসনকর্ত্তা বলিয়া রাজাই মানবগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ বিভূতি॥ ২৭॥

অন্বয়বোধিনী। আয়ুধানাম্ (অস্ত্রসমূহের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র), ধেনূনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ অস্মি (আমি কামধেনু), প্রজনঃ (পুত্রোৎপাদন-হেতুক) কন্দর্পঃ (কাম) অস্মি (আমি) সর্পাণাং চ (ও সর্পগণের মধ্যে) বাসুকিঃ অস্মি (আমি বাসুকি)॥ ২৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমি আয়ুধসমূহের মধ্যে বজ্র, আমি ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু, আমি [কামনা সমূহের মধ্যে] পুত্রোৎপাদনার্থ কাম, এবং আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি॥ ২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানামহং বজ্রং দধীচ্যস্থিসম্ভবং। ধেনূনাং দোগ্ধ্রীণামস্মি কামধুক্ বশিষ্ঠস্য সর্ব্বকামানাং দোগ্ধ্রী। সামান্যা বা কামধুক্। প্রজনঃ প্রজনয়িতাঽস্মি কন্দর্পঃ কামঃ। সর্পাণাং সর্পভেদানামস্মি বাসুকিঃ সর্পরাজঃ॥ ২৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি। কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্। প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবলং সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিঃ। অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি॥ ২৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। বজ্র দধীচি মুনির তপস্তেজোযুক্ত অস্থিজাত বলিয়া অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্রই ভগবানের বিভূতি। যখন যাহা প্রার্থনা করা যায়, কামধেনু তখন তাহাই দান করিতে পারেন বলিয়া তাহাই ভগবানের বিভূতি। মৈথুনাভিলাষে যত প্রকার কাম চেষ্টা আছে, তন্মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য কন্দর্পবৃত্তিই তাঁহার বিভূতি। "প্রজনশ্চ" পদের চকার দ্বারা পুত্রকামনা ব্যতীত বৃথা মৈথুনের নিষেধ সূচনা করিয়াছেন। সর্পগণের মধ্যে বাসুকি সর্পের রাজা বলিয়া তাঁহাতেই ভগবানের বিভূতি লক্ষিত হইয়াছে॥ ২৮॥

অন্বয়বোধিনী। নাগানাম্ (নাগগণের মধ্যে) অনন্তঃ অস্মি (আমি অনন্ত) যাদসাং চ (ও জলচরগণের মধ্যে) অহং (আমি) বরুণঃ (বরুণ), পিতৃণাম্ (পিতৃগণের মধ্যে) অর্য্যমা (অর্য্যমা), সংযমতাং চ (ও নিয়মকারিগণের মধ্যে) অহং (আমি) যমঃ (যম)॥ ২৯।

বঙ্গানুবাদ। আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরগণের মধ্যে বরুণ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, আমি নিয়মকারিগণের মধ্যে যম॥২৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনন্ত ইতি। অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং—নাগবিশেষাণাং নাগরাজঃ। বরুণো যাদসামহম্—অব্দেবতানাং রাজাহম্। পিতৃণামর্য্যমা নাম পিতৃরাজশ্চাস্মি। যমঃ সংযমতাং সংযমনং কুর্ব্বতামহম্॥ ২৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্ব্বিষাণাং রাজানন্তঃ শেষোঽস্মি। যাদসাং জলচরাণাং রাজা বরুণোঽস্মি। পিতৃণাং রাজার্য্যমাস্মি। সংযমতাং নিয়মনং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি॥ ২৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিষধর সর্পজাতি হইতে বিষহীন নাগজাতি ভিন্ন। শেষ বা অনন্ত নামক নাগরাজই ভগবানের বিভূতি। জলচরগণের অধিনায়ক বলিয়া বরুণই ভগবানের বিভূতি। পিতৃগণের মধ্যে আধিপত্য প্রযুক্ত অর্য্যমাই তাঁহার বিভূতি, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখরূপ ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে অনুগ্রহ ও নিগ্রহরূপ সংযমকারী যত সদর্থ পুরুষ আছেন, তন্মধ্যে যমেই তাঁহার বিভূতি প্রকাশ॥ ২৯।

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। পিতৃগণ—অগ্নিষ্বাত্ত, সৌম্য, হবিষ্মান্, উষ্মপ, সুকালী, বর্হিষৎ ও আজ্যপ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) দৈত্যানাং (দৈত্যগণের মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (প্রহ্লাদ), কলয়তাং চ (ও সংখ্যাগণনাকারিগণের মধ্যে) কালঃ (কাল); মৃগাণাং চ (এবং চতুষ্পদদিগের মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ), পক্ষিণাং চ (এবং পক্ষিগণের মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহলাদ, আমি সংখ্যাগণনকারীদিগের মধ্যে কাল, আমি চতুষ্পদদিগের মধ্যে সিংহ, এবং আমি বিহঙ্গগণের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রহ্লাদ ইতি। প্রহ্লাদো নাম চাস্মি দৈত্যানাং দিতিবংশ্যানাং। কালঃ কলয়তাং কলনং গণনং কুর্ব্বতামহং। মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রঃ সিংহো ব্যাঘ্রো বাহং। বৈনতেয়শ্চ গরুত্মান্ বিনতাসুতঃ পক্ষিণাং পতত্রিণাম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ। পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ো গরুড়োঽস্মি ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দৈত্যগণের মধ্যে সাত্ত্বিক স্বভাব ও ভক্তিভাবের জন্য প্রহ্লাদেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। ঘটনাসমূহের সংখ্যাকারিগণের মধ্যে অখণ্ড দণ্ডায়মান (চিরদিন বিদ্যমান) বলিয়া কালই তাঁহার প্রধান বিভূতি। মৃগাদি পশুবর্গের মধ্যে বল, বিক্রম ও গাম্ভীর্য্য জন্য সিংহেই তাঁহার বিভূতির প্রকাশ। এবং আকাশগামিপক্ষিগণের মধ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে যাতায়াতের সামর্থ্য আছে বলিয়া গরুড়ই তাঁহার বিভূতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) পবতাং (বেগগামিগণের মধ্যে) পবনঃ (পবন); শস্ত্রভৃতাং (শস্ত্রধারিগণের মধ্যে) রামঃ (রাম), ঝষাণাং (মৎস্যগণের মধ্যে) মকরঃ অস্মি (আমি মকর), স্রোতসাং চ (এবং নদীসমূহের মধ্যে) জাহ্নবী অস্মি (আমি গঙ্গা) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি বেগগামীদিগের মধ্যে বায়ু, আমি শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রাম, আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর এবং আমি নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঃ চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পবন ইতি। পবনো বায়ুঃ পবতাং পাবয়িতৃণামস্মি। রামঃ শস্ত্রভৃতামহং। শস্ত্রাণাং ধারয়িতৃণাং দাশরথী রামোঽহং। ঝষাণাং মৎস্যাদীনাং মকরো নাম জাতিবিশেষোঽহং। স্রোতসাং স্রবন্তীনামস্মি জাহ্নবী গঙ্গা ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি। শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং রামো দাশরথিঃ। যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ। ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরো নাম মৎস্যজাতিবিশেষোঽহং। স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অতিবেগে ভ্রমণকারী পদার্থপুঞ্জের মধ্যে বিশালত্ব ও বেগাতিশয্য প্রযুক্ত বাতই (বায়ুই) তাঁহার বিভূতি। যুদ্ধকুশল শস্ত্রধারিগণের মধ্যে রক্ষঃকুলনিধনকারী দশরথকুমার শ্রেষ্ঠবীর শ্রীরামচন্দ্রেই তাঁহার বিশেষ বিভূতির প্রকাশ। অত্যন্ত তেজস্বিতা এবং গঙ্গাদেবীর বাহনত্ব প্রযুক্ত মৎস্যগণের মধ্যে মকরেই ভগবদ্বিভূতি। বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা ও সর্ব্বপাতকসংহর্ত্রী বলিয়া নদীসমূহের মধ্যে গঙ্গাতেই ভগবানের বিশেষ বিভূতি ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) সর্গাণাম্ (সৃষ্টপদার্থসমূহের মধ্যে) আদিঃ (উৎপত্তি), অন্তঃ চ (ও বিনাশ), মধ্যঃ চ (ও মধ্য) অহম্ এবং (আমিই), বিদ্যানাং (বিদ্যাসমূহের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাম্ (বাদিগণের মধ্যে) অহং (আমি) বাদঃ (বাদনামক তর্ক) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্ট পদার্থ সমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় আমি; বিদ্যাসমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, এবং বিবদমান তার্কিক পুরুষগণের কথাসমূহের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্গাণামিতি। সর্গাণাং সৃষ্টীনামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্। উৎপত্তিস্থিতিলয়া অহমর্জ্জুন। ভূতানাং জীবাধিষ্ঠিতানামেবাদিরন্তশ্চেত্যুক্তমুপক্রমে। ইহ তু সর্ব্বস্যৈব সর্গমাত্রস্যেতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং—মোক্ষার্থত্বাৎ—প্রধানমস্মি। বাদোঽর্থনির্ণয়হেতুত্বাৎ প্রবদতাং প্রধানম্। অতঃ সোঽহমস্মি। প্রবক্তৃদ্বারেণ বদনভেদানামেব বাদজল্পবিতণ্ডানামিহ গ্রহণং প্রবদতামিতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়ঃ। তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহম্। অহমাদিশ্চ মধ্যং চেত্যত্র সৃষ্টানাম্‌দিভূর্হং পাদৈশ্বর্য্যমুক্তম্। অত্র তূৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাত্মবিদ্যা। প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিনো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্ত্রয়ঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্। যত্র হ্যুভাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে পরপক্ষশ্চ দূষ্যতে নিগ্রহ-

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

স্থানৈর্দূষয়তে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়ত্যন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি—ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি—সা বিতণ্ডা নাম কথা। তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে। বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্ব্বা তত্ত্বনিরূপণফলঃ। অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ যে চেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় স্বরূপ তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকে অচেতন পদার্থসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় আদিও তাঁহার বিভূতিরূপে কথিত হইল। অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা জীবের ব্রহ্মাত্মবুদ্ধির উদয় হয়, তজ্জন্য উহাও ভগবানের বিভূতি। তার্কিকগণ যে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডাময় কথা কহিয়া থাকেন, তন্মধ্যে প্রাধান্যহেতু বাদই ভগবানের বিভূতি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে অথবা সজ্জনগণের মধ্যে সত্যতত্ত্ব নিরূপণার্থ যে প্রশ্নোত্তর হইয়া থাকে, তাহারই নাম বাদ। পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া যে সকল তর্ক-বিতর্ক হয়, তাহার নাম জল্প ও বিতণ্ডা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অক্ষরাণাম্ (অক্ষরসমূহের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (আমি অকার), সামাসিকস্য চ (ও সমাসসমূহের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বসমাস), অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ কালঃ (অক্ষয় কালস্বরূপ), অহং (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বতোমুখ) ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা ঈশ্বর) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার, আমি সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস, আমিই অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল, এবং আমি কর্ম্মের ফলদাতৃগণের মধ্যে অন্তর্যামী ঈশ্বর ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানামকারো বর্ণোঽস্মি। দ্বন্দ্বঃ সমাসোঽস্মি সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য। কিঞ্চ—অহমেবাক্ষয়োঽক্ষীণঃ কালঃ প্রসিদ্ধঃ ক্ষণাদ্যাখ্যঃ। অথবা পরমেশ্বরঃ কালস্যাপি কালোঽস্মি। ধাতাহং কর্ম্মফলস্য বিধাতা সর্ব্বজগতঃ। বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যেঽকারোঽস্মি। তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতীতি। সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ—রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসঃ—অস্মি। উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমেব। কালঃ কলয়তামহনিত্যাত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরশতাদ্যায়ঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ। স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪ ॥

ক্ষীয়তে। অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যত ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা। সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। অকার সকল বর্ণের প্রথম, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দ্বন্দ্ব সমাসে যে সকল পদ গৃহীত হয়, তাহাদের প্রত্যেক পদেরই প্রাধান্য থাকে বলিয়া, উহা ভগবানের বিভূতি। বহুব্রীহি আদি সমাসে যেমন একটী পদেরই মুখ্যার্থ থাকে, দ্বন্দ্বসমাসে সেরূপ পক্ষপাত দৃষ্ট হয় না। কাল সকল ঘটনারই সাক্ষিস্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবানের বিভূতি। দেবাদির উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাঁহারা ফলদান করেন সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় চতুর্ব্বর্গ ফলদানে কাহারও সামর্থ্য নাই এই জন্য ঈশ্বর তাঁহার বিভূতি॥ ৩৩॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) [সংহর্ত্তৃগণের মধ্যে] সর্ব্বহরঃ (সর্ব্বহর) মৃত্যুঃ (মৃত্যু), ভবিষ্যতাম্ চ (ও ভাবিকল্যাণসমূহের বা প্রাণিগণের মধ্যে) উদ্ভবঃ (অভ্যুদয়), নারীণাং (নারীগণের মধ্যে) কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ বাক্ স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ (কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা—এই সপ্ত দেবতারূপ স্ত্রী আমার বিভূতি)॥ ৩৪॥

বঙ্গানুবাদ। আমি সংহর্ত্তৃগণের মধ্যে মৃত্যু। আমি ভবিষ্যৎ কল্যাণসমূহের মধ্যে উৎকর্ষরূপ উদ্ভব; এবং আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ধর্ম্মের এই সপ্ত পত্নী॥ ৩৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মৃত্যুরিতি—মৃত্যুর্দ্বিবিধঃ। ধনাদিহরঃ প্রাণহরশ্চ। তত্র যঃ প্রাণহরঃ সর্ব্বহরঃ স উচ্যতে। সোঽহমিত্যর্থঃ। অথবা পর ঈশ্বরঃ প্রলয়ে সর্ব্বহরণাৎ সর্ব্বহরঃ। সোঽহম্। উদ্ভব উৎকর্ষোঽভ্যুদয়ঃ। তৎপ্রাপ্তিহেতুশ্চাহম্। কেষাং? ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানামুৎকর্ষপ্রাপ্তিযোগ্যানামিত্যর্থঃ। কীর্ত্তি শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমেত্যেতা উত্তমাঃ স্ত্রীণামহমস্মি। যাসামাভাসমাত্রসম্বন্ধেনাপি লোকঃ কৃতার্থমাত্মানং মন্যতে॥ ৩৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহম্। ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্। নারীণাং মধ্যে কীর্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্। যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ॥ ৩৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবমাত্রেরই উপর মৃত্যুর আধিপত্য আছে বলিয়া উহা ভগবানের বিভূতি। ঐশ্বর্য্যের উৎকর্ষরূপ উদ্ভবই পরম কল্যাণস্বরূপ, এই জন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসমূহের দ্বারা জীবের মুক্তিমার্গে গতি হয়, এই জন্য উহাও ভগবদ্বিভূতি। যাহার দ্বারা

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

চতুর্দিকে যশঃ ব্যাপ্ত হয়, তাহার নাম কীর্তি। ধর্ম্ম ও কামের নাম শ্রী, উজ্জ্বল শোভা বা কান্তির নামও শ্রী। সর্ব্বার্থপ্রকাশিনী সংস্কৃতবাণীর নাম বাক্। যে শক্তির দ্বারা পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় মনে পুনরভ্যুদিত হয়, তাহার নাম স্মৃতি। বহু গ্রন্থার্থ ধারণ করিবার শক্তির নাম মেধা। বহু পীড়াদি কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও শরীরে [ইন্দ্রিয়রূপ সংঘাতের] স্থিরতা রক্ষা করিবার শক্তির নাম ধৃতি, অথবা প্রবর্ত্তিত বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার শক্তির নাম ধৃতি। হর্ষ বিষাদে অক্ষুণ্ণচিত্ততার নাম ক্ষমা॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। তথা (সেইরূপ) অহং (আমি) সাম্নাং (সামসমূহের মধ্যে) বৃহৎসাম (বৃহৎসাম), ছন্দসাম্ (ছন্দঃসমূহের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী), মাসানাম্ (মাস সমূহের মধ্যে) অহং (আমি) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ), ঋতূনাং (ঋতুসমূহের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত ঋতু) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি গীতিবিশেষরূপ সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, আমি ছন্দঃসমূহের মধ্যে গায়ত্রী, আমি মাসসমূহের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) এবং আমি ঋতুসমূহের মধ্যে বসন্ত ঋতু ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বৃহৎসামেতি। বৃহৎসাম মোক্ষপ্রতিপাদকসামবেদবিশেষস্তথা সাম্নাং প্রধানমস্মি। গায়ত্রী ছন্দসামহম্। গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দোবিশিষ্টানামৃচাং গায়ত্র্যহ মিত্যর্থঃ। মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্ ঋতূনাং কুসুমাকরো বসন্তঃ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বৃহৎসামেতি। "ত্বামিদ্ধি হবামহে" (ক) ইত্যস্যামৃচি গীয়মানং বৃহৎসাম। তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহম্। দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদ যে ভগবানের বিভূতি ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সামের মধ্যে যেখানে ইন্দ্রের স্তুতিরূপ গীতি আছে, সেই বৃহৎসাম [মোক্ষ প্রতিপাদক বলিয়া] ভগবানের বিশেষ বিভূতি। ছন্দোগণের মধ্যে গায়ত্রীর দ্বিজত্বসম্পাদকতা শক্তি থাকায় উহা ভগবানের বিভূতি। মার্গশীর্ষে উত্তাপের অল্পতা [ও বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা] হয় বলিয়া উহাও ভগবানের বিভূতি। বসন্ত ঋতুতে বন ও উপবন নানা পুষ্পগন্ধে আমোদিত হয় বলিয়া, এবং সুস্নিগ্ধ সমীরণে রোগিগণ আরোগ্য লাভ করে বলিয়া, বসন্তে ভগবদ্বিভূতির প্রকাশ॥ ৩৫ ॥

(ক) সামবেদ-সংহিতা, ৯।১৩৪।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥
বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ছলয়তাং (প্রবঞ্চকগণের) দ্যূতং অস্মি (আমি দ্যূতক্রীড়ারূপ ছল); অহং (আমি) তেজস্বিনাম্ (তেজস্বী পুরুষগণের) তেজঃ (তেজঃ); [জেতৃগণের] জয়ঃ অস্মি (আমি জয়); [উদ্যোগিগণের] ব্যবসায়ঃ অস্মি (আমি অধ্যবসায়); অহং (আমি) সত্ত্ববতাং (সাত্ত্বিকগণের) সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি প্রবঞ্চকগণের দ্যূতরূপ ছল, আমি তেজস্বী পুরুষদিগের তেজঃ, আমিই বিজয়ী পুরুষদিগের জয়, আমি ব্যবসায়িগণের ব্যবসায়, এবং আমি সত্ত্বগুণযুক্ত-পুরুষদিগের সত্ত্বগুণ ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্যূতমিতি। দ্যূতমক্ষদেবনাদিলক্ষণং ছলয়তাং ছলস্য কর্ত্তৃণামস্মি। তেজোঽহং তেজস্বিনাং। জয়োঽস্মি জেতৃনাম্। ব্যবসায়োঽস্মি ব্যবসায়িনাম্। সত্ত্বং সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানামহম্ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোঽন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি। তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি। জেতৃণাং জয়োঽস্মি। ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি। সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যে উপায়ের দ্বারা পরকে প্রবঞ্চনা করা যায়, দ্যূতক্রীড়া তন্মধ্যে প্রধান; এইজন্য উহা ভগবদ্বিভূতি। তেজস্বিগণের প্রভাবে অপর লোকসকল আজ্ঞাবহ থাকে, এইজন্য সেই প্রভাবও ভগবানের বিভূতি। বিজয়ী পুরুষগণ অন্যাকে পরাভব করিয়া নিজ জয় জন্য পরমোল্লাসযুক্ত হন; এই জন্য জয়ও ভগবানের বিভূতি। সদুপায়ের দ্বারা উদ্যোগিগণ যে বৃত্তি অবলম্বন করেন, নির্দ্দোষতাপ্রযুক্ত ঐ ব্যবসায়ও ভগবদ্বিভূতি। সাত্ত্বিক পুরুষগণের যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ সত্ত্বগুণের কার্য্য তাহাও ভগবানের বিশেষ বিভূতি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) বৃষ্ণীনাং (যাদবগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ (বাসুদেব); পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণের মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন); মুনীনাং (মুনিগণের মধ্যে) ব্যাসঃ (বেদব্যাস); কবীনাম্ অপি (কবিগণের মধ্যেও) উশনা কবিঃ (কবি শুক্র) অস্মি (হই) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি যাদবগণের মধ্যে বাসুদেব, আমি পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস এবং আমি কবিগণের মধ্যে শুক্র ॥ ৩৭ ॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বৃষ্ণীনামিতি। বৃষ্ণীনাং যাদবানাং বাসুদেবোঽস্মি—অয়মেবাহং ত্বৎসখঃ। পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ—ত্বমেব। মুনীনাং মননশীলানাং সর্ব্বপদার্থ-জ্ঞানামপ্যহং ব্যাসঃ। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনা কবিরস্মি॥ ৩৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি ধনঞ্জয়-স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি। কবীনাং ক্রান্তদর্শিনামুশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ॥ ৩৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদুকুলে কৃষ্ণরূপ দেহ পরিগ্রহ করিয়া ভূভারহরণ ও ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার বিভূতি। ভগবানের সহিত সখ্যপ্রযুক্ত পাণ্ডবগণের মধ্যে অর্জ্জুন তাঁহার বিভূতি। মননশীল মুনিগণের মধ্যে বেদপ্রচারের প্রযত্ন জন্য বেদব্যাস বেদবক্তা ভগবানের বিশেষ বিভূতি। শাস্ত্রের সূক্ষ্মার্থ্য বুঝিবার সামর্থ্য জন্য শুক্র নামক কবিতে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ॥ ৩৭॥

অন্বয়বোধিনী। দময়তাং (দমনকারিগণের) দণ্ডঃ (দণ্ড) অস্মি (আমি), জিগীষতাং (জয়েচ্ছুগণের) নীতিঃ (নীতি) অস্মি (আমি), গুহ্যানাং (গোপ্য-বিষয়-সমূহের মধ্যে) মৌনম্ এব (মৌনই) অস্মি (আমি), অহং (আমি) জ্ঞানবতাং চ (ও জ্ঞানিগণের) জ্ঞানম্ (জ্ঞান)॥ ৩৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমি দমনকারিগণের দণ্ডস্বরূপ, আমি জিগীষুগণের ন্যায়রূপ নীতি, আমি গুহ্যার্থ বিষয়ে মৌন, এবং আমি জ্ঞানিগণের জ্ঞানস্বরূপ॥ ৩৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দণ্ড ইতি। দণ্ডো দময়তাং দময়িতৄণামস্মি—অদান্তানাং দমনকারণম্। নীতিরস্মি জিগীষতাং জেতুমিচ্ছতাম্। মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং গোপ্যানাম্। জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্ত্তৄণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি। যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যু-পায়রূপা নীতিরস্মি। গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচনমস্মি। ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্জ্ঞানং তদহমস্মি॥ ৩৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। কুপথগামিগণকে সুপথে আনিবার জন্য শিক্ষক বা রাজা প্রভৃতি যে দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, সেই দণ্ড ভগবানের বিভূতি। অন্যায় উপায়ে অনেকে অন্যকে পরাভব করিয়া থাকে তাহা নিন্দিত, এই জন্য যে ন্যায়রূপ নীতি দ্বারা অন্যকে পরাভব করা

**যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ ॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥**

যায়, সেই নীতিই ভগবানের বিভূতি। গোপনীয় বিষয় প্রকাশিত হইলে পাছে নিজের বা অপরের হানি হয়, এই জন্য লোকে যে মৌনাবলম্বন করে, সে মৌনও ভগবদ্বিভূতি। সন্ন্যাসের সহিত শ্রবণ মনন পূর্ব্বক আত্মনিদিধ্যাসনই প্রকৃত মৌনাবলম্বন। জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানদ্বারা সংসারপাশ বিমোচন হয়, এই জন্য জ্ঞান ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি॥ ৩৮॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) যৎ চ (এবং যাহা) সর্ব্বভূতানাং (ভূতসমূহের) বীজং (মূলকারণ) তৎ অপি (তাহাও) অহম্‌ (আমি)। ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেই) চরাচরং ভূতং (স্থাবর জঙ্গম বস্তু) ন অস্তি (নাই)॥ ৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। ভূতসমূহের মূলকারণ চেতনস্বরূপ আমি। আমা ব্যতীত চরাচরে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, এরূপ বস্তুই নাই॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। যচ্চাপীতি। যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং। তদহমর্জ্জুন। প্রকরণোপসংহারার্থং বিভূতিসংক্ষেপমাহ—ন তদস্তি ভূতং চরাচরং চরমচরং বা। ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ। ময়াপ্রবিষ্টং পরিত্যক্তং নিরাত্মকং শূন্যং হি তৎ স্যাৎ। অতো মদাত্মকং সর্ব্বমিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চাপীতি। যদপি চ সর্ব্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম। তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ তচ্চরমচরং বা ভূতং নাস্ত্যেবেতি॥ ৩৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৃক্ষের কারণ যেমন বীজ, সেইরূপ সর্ব্বভূতের মূলকারণ মায়োপহিত চৈতন্যে ভগবানের বিভূতি। সেই মূলবীজ ব্যতীত কোন ভূতই উৎপন্ন হইতে পারে না॥ ৩৯॥

অন্বয়বোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ!) মম (আমার) দিব্যানাং (দিব্য) বিভূতীনাং (বিভূতিসমূহের) অন্তঃ (সীমা) ন অস্তি (নাই)। বিভূতেঃ (বিভূতির) এষ তু (এই) বিস্তরঃ (সমূহ) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইল)॥ ৪০॥

বঙ্গানুবাদ। আমার বিভূতির সীমা নাই; হে পরন্তপ! আমি যাহা কিছু তোমাকে বলিলাম, তাহা আমার বিভূতির সংক্ষেপ মাত্র॥ ৪০॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। নান্ত ইতি। নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং বিস্তরাণাং পরন্তপ। ন হীশ্বরস্য সর্ব্বাত্মনো দিব্যানাং বিভূতীনামিয়ত্তা শক্যা বক্তুং জ্ঞাতুং বা কেনচিৎ। এষ তূদ্দেশত একদেশেন প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নান্তোঽস্তীতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে। এষ তু বিভূতিবিস্তর উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন, কাম, ক্রোধাদি রিপুবর্গের সন্তাপদাতা, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ভগবানের বিভূতি বলিয়া শেষ করা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা বলিয়া উঠিতে পারেন না। পাছে অর্জ্জুন বলেন, ভগবন্! তবে তুমি কিরূপে নিজ বিভূতি ব্যাখ্যা করিলে? তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তাঁহার দিব্য বিভূতি যাহা কিছু কথিত হইল, তাহা সংক্ষেপ মাত্র। বস্তুতঃ বিস্তর পূর্ব্বক তাহার বর্ণনা হওয়াই অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত), শ্রীমৎ (লক্ষ্মীযুক্ত অর্থাৎ শোভাসম্পন্ন), ঊর্জ্জিতম্ এব বা (কিংবা প্রভাবসম্পন্ন), যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং (পদার্থ) তৎ তৎ এব (তাহা তাহাই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবম্ (প্রভাবের অংশ সমুদ্ভূত) অবগচ্ছ (জানিও) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই পদার্থই আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্ যদিতি। যদ্ যল্লোকে বিভূতিমদ্বিভূতিযুক্তং সত্ত্বং বস্তু। শ্রীমৎ—শ্রীলক্ষ্মীঃ। তয়া সহিতম্। ঊর্জ্জিতমেব বা। উৎসাহোপেতং বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং জানীহি—মমেশ্বরস্য তেজোঽংশসম্ভবম্। তেজসোঽংশ একদেশঃ সম্ভবো যস্য তত্তেজোঽংশসম্ভবমিত্যবগচ্ছ ত্বং জানীহি ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন কথয়তি—যদ্যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তম্। শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্। ঊর্জ্জিতং কেনাপি প্রভাব বলাদিনা গুণেনাতিশয়িতম্। যদ্ যৎ সত্ত্বং বস্তুমাত্রং ভবেৎ। তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সংভূতং জানীহি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। উপসংহার কালে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সংক্ষেপে এই কথা বলিলেন যে, যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা শ্রেষ্ঠ, যা যাহাতেই অসাধারণ ভাব দেখিবে, তাহাতেই ভগবানের শক্তির বিকাশ বলিয়া বুঝিয়া লইবে ॥ ৪১ ॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিভূতিযোগো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। অথবা (অথবা) অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) এতেন বহুনা (এত অধিক) জ্ঞাতেন (জানিয়া) তব (তোমার) কিম্ (কি প্রয়োজন)? [এইমাত্র জানিয়া রাখ যে], অহম্ (আমি) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (জগৎ) একাংশেন (একাংশ দ্বারা) বিষ্টভ্য (ধারণ করিয়া) স্থিতঃ (অধিষ্ঠান করিতেছি)॥ ৪২॥

বঙ্গানুবাদ। অথবা হে অর্জ্জুন! অধিক জানিবার আর তোমার প্রয়োজন কি? ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি আমার একাংশমাত্রে এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথবেতি। অথবা বহুনৈতেনৈবমাদিনা কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন স্যাৎ সাবশেষেণ? অশেষতস্ত্বমিমমুচ্যমানমর্থং শৃণু—বিষ্টভ্য বিশেষতঃ স্তম্ভনং দৃঢ়ং কৃত্বা। ইদং কৃৎস্নং জগৎ। একাংশেনৈকাবয়বেনৈকপাদেন সর্ব্বভূতস্বরূপেণেত্যেতৎ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানীতি (ক)। স্থিতোঽহমিতি॥ ৪২॥
ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অথবা কিমেতৈঃ পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনৈঃ? সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি-মেব কুর্ব্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথগ্জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যং? যস্মাদিদং সর্ব্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা। ব্যাপ্যেতি বা। অহমেব স্থিতঃ। ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইতি (ক) শ্রুতেঃ॥ ৪২॥
ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্ধাবতি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ॥
ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। এই শ্লোকে প্রথমে "অথবা" শব্দের দ্বারা ভগবান্ ইহারই সূচনা করিলেন যে, তাঁহার কথিতপূর্ব্বোল্লিখিত বিভূতিসকল অল্পাধিকারিগণ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবে, কিন্তু অর্জ্জুনকে জ্ঞানী জানিয়া তিনি বলিলেন যে, তোমার এত ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি

(ক) ঋগ্বেদসংহিতা, ১০।৯০।৩।

জানিবার প্রয়োজন নাই। তুমি উত্তমাধিকারী। পরমাত্মার একাংশমাত্রে জগৎ অবস্থিত—এইরূপে তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী বিরাট্ পুরুষ বলিয়া ধ্যান কর॥ ৪২॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ক)—দৃশ্যজগৎ পরমাত্মার এক পাদ (একাংশ) মাত্র, অপর তিন পাদ তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে স্থিত। যেমন ঘট, মঠাদির দ্বারা নিরাকার আকাশের সীমা কল্পিত হয় সেইরূপ সুখবোধার্থ অবিদ্যাবিকারজাত উপাধি দ্বার নির্গুণ ব্রহ্মের পাদ (অংশ) কল্পনা করা হইয়া থাকে, নতুবা ব্রহ্মস্বরূপের অংশাংশিভাব হইতে পারে না। অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মের অত্যল্পমাত্রই যে চরাচর জগদ্রূপে জীবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতেছে, ইহা প্রকাশ করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

(ক) ঋগ্বেদসংহিতা, ১০।৯০।৩।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

—::o::—

অর্জ্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। মদনুগ্রহায় (আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য) পরমং গুহ্যম্ (পরমগুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক) যৎ বচঃ (যে কথা) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) উক্তং (উক্ত হইল), তেন (তদ্দ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (মোহ) বিগতঃ (দূর হইল)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন—[হে ভগবান্!] তুমি অনুগ্রহ করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্বের পরম গুহ্য কথা বর্ণনা করিলে, তাহা শুনিয়া আমার মোহ অপনোদিত হইল॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবতো বিভূতয় উক্তাঃ। তত্র চ—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—গী: ১০।৪২।—ইতি ভগবতাভিহিতং শ্রুত্বা যজ্জগদাত্মরূপমাদ্যমৈশ্বরং তৎ সাক্ষাৎকর্ত্তুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি। মদনুগ্রহায় মদনুগ্রহার্থম্। পরমং নিরতিশয়ম্ গুহ্যং গোপ্যম্। অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্ যত্ত্বয়োক্তং বচো বাক্যম্। তেন বচসা মোহোঽয়ং বিগতো মম। অবিবেকবুদ্ধিরপগতেত্যর্থঃ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ॥
দিদৃক্ষোরর্জ্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বরং রূপমুপক্ষিপ্তং। *তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জ্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি* চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে। পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। গুহ্যং গোপ্যমপ্যধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ম্। যত্ত্বয়োক্তং বচঃ—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং—যদ্বাক্যম্। তেন মমায়ং মোহঃ—অহং হন্তা—এতে হন্যন্তে—ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমঃ। বিগতো বিনষ্টঃ। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভ্রাতা ও পুত্রাদির মরণ স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন যে ক্ষত্রধর্ম্ম পালনে পরাঙমুখ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ বাণে এতগুলি জীবের প্রাণ নষ্ট হইবে এই যে আশঙ্কা হইয়াছিল, ভগবানের মুখে তাঁহার বিভূতিতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এতাবদ্‌ভ্রান্তির শান্তি হইল। যে সকল শাস্ত্রীয় গুহ্যকথা অনধিকারী পুরুষগণ শুনিতে পায় না, এবং যাহা আত্মানাত্মবিবেকযুক্ত

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ বুঝিতে পারে না, সেই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন আপনাকে যে ভীষ্ম-দ্রোণাদির হননকর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেই মিথ্যা অভিমান দূরীভূত হইল। অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, কোন কার্য্যেই তাঁহার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নাই ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কমলপত্রাক্ষ (হে পদ্মপলাশলোচন!) ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (ভূতগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) বিস্তরশঃ (বিস্তৃতভাবে) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল), (তোমার) অব্যয়ং (অক্ষয়) মাহাত্ম্যম্ অপি চ (মাহাত্ম্যও) [মৎকর্ত্তৃক শ্রুত হইল] ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকট ভূতগণের উৎপত্তি ও লয়, তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক অব্যয় মাহাত্ম্য আমি বিস্তরপূর্ব্বক শ্রবণ করিলাম ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ভবাপ্যয়াবিতি। ভব উদ্ভব উৎপত্তিঃ। অপ্যয়ঃ প্রলয়ো হি ভূতানাম্। তৌ ভবাপ্যয়ৌ শ্রুতৌ বিস্তরশঃ। ন সংক্ষেপতঃ। ময়া। ত্বত্তস্ত্বৎসকাশাৎ। কমলপত্রাক্ষ—কমলস্য পত্রং কমলপত্রং। তদ্বদক্ষিণী যস্য তব স ত্বং কমলপত্রাক্ষঃ। হে কমলপত্রাক্ষ। মহাত্মনো ভাবো মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং। শ্রুতমিত্যনুবর্ত্ততে ॥২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ভবাপ্যয়াবিতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টি-প্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবতঃ—ইতি শ্রুতং ময়া—অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্ত-থেত্যাদৌ। বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলস্য পত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য। তব হে কমলপত্রাক্ষ! মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়মক্ষয়ং শ্রুতম্। বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেঽপি সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপ্যবিকারা-বৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণমপরিমিতং মহত্বং চ শ্রুতম্—অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয় ইতি। ময়া ততমিদং সর্ব্বমিতি। ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তীতি। সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু। ইত্যাদিনা। অতস্ত্বৎপরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদির্মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কমলপত্রাক্ষ সম্বোধন দ্বারা এক পক্ষে ভগবানের মুখসৌন্দর্য্য বর্ণিত হইল, পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কম্ অলতি প্রকাশয়তি ইতি কমলম্ আত্মজ্ঞানং। "ক" স্বস্বরূপানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ প্রকাশকের নাম কমল। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হয়। পতনাৎ ত্রায়তে ইতি পত্রম্। জীব জন্মজন্মান্তরপ্রবাহ-

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥ ৩॥
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪॥

রূপ সংসারসমুদ্রে পতন হইতে যাহার দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহার নাম পত্র, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান। কমলপত্রেণ অক্ষ্যতে প্রাপ্যতে ইতি কমলপত্রাক্ষঃ। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তিনি কমলপত্রাক্ষ বা ভগবান্। ভগবানের উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, ভগবান্‌ই জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। পরমেশ্বর (হে পরমেশ্বর!) যথা (যেরূপ) ত্বম্ (তুমি) আত্মানম্ (স্বীয় রূপ বা তত্ত্ব) আত্থ (ব্যাখ্যা করিলে)—এতৎ (ইহা) এবং (এইরূপ বটে)। [তথাপি] পুরুষোত্তম (হে পুরুষোত্তম!) তে (তোমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি যে নিজ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলে, তাহা সমস্তই যথার্থ। তথাপি হে পুরুষোত্তম! তোমার সেই ঐশ রূপ দর্শনে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবমেতৎ॥ নান্যথা। যথা যেন প্রকারেণাত্থ কথয়সি ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর। তথাপি দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে তব জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্য-তেজোভিঃ সম্পন্নমৈশ্বরং বৈষ্ণবং রূপম্। হে পুরুষোত্তম॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—এবমেতদিতি ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানামিত্যাদি ময়া শ্রুতম্। যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাত্থ—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদিত্যেবং —কথয়সি হে পরমেশ্বর। এবমেবৈতৎ। অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি ইত্যর্থঃ। তথাপি হে পুরুষোত্তম তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নং তদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ যে বিভূতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অর্জ্জুনের কিছুমাত্র অবিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু আপনার জন্ম-জীবন সার্থক করিবার জন্য সেই অপরূপ রূপ দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। প্রভো (হে প্রভো!) যদি (যদি) তৎ (সেই রূপ) ময়া দ্রষ্টুং (আমার দ্বারা দেখিবার) শক্যম্ (উপযুক্ত) ইতি (ইহা) মন্যসে (বিবেচনা কর), ততঃ (তবে)

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

যোগেশ্বর (হে যোগেশ্বর!) ত্বং (তুমি) মে (আমাকে) অব্যয়ম্ (অবিনাশী) আত্মানং (আত্মরূপ) দর্শয় (দর্শন করাও) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে প্রভো! আমাকে যদি তোমার সেই অদ্ভুত রূপ দর্শনের যোগ্য বিবেচনা কর, তবে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই অবিনাশি নিত্য রূপ দর্শন করাও॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মন্যস ইতি। মন্যসে চিন্তয়সি যদি ময়ার্জ্জুনেন তচ্ছক্যং দ্রষ্টুমিতি। প্রভো স্বামিন্। যোগেশ্বর—যোগিনো যোগাঃ। তেষামীশ্বরো যোগেশ্বরঃ। হে যোগেশ্বর। যস্মাদহমতীবার্থী দ্রষ্টুম্। ততস্তস্মান্মে মদর্থং দর্শয় ত্বমাত্মানমব্যয়ম্॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যম্। কিং তর্হি?—মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাঃ। তেষামীশ্বরঃ। ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে। ততস্তর্হি তদ্রূপবন্তমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয়॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে ভগবান্ অর্জ্জুনকে তাঁহার দিব্য রূপ দর্শনের অনধিকারী ভাবিয়া উপেক্ষা করেন, এই জন্য অর্জ্জুন তাঁহাকে 'প্রভু' সম্বোধনে নিজ যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে বলিলেন। ভগবান্ যোগীদিগের ঈশ্বর, সুতরাং অণিমা-লঘিমাদি অষ্ট-সিদ্ধিই তাঁহার আয়ত্ত। অসম্ভব বিষয় সাধন করা তাঁহার পক্ষে সহজ। অর্জ্জুন অনুপযুক্ত হইলেও তাঁহাকে ভগবানের নিজরূপ প্রদর্শন করা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। পার্থ (হে পার্থ!) মে (আমার) দিব্যানি (অলৌকিক) নানাবিধানি (নানাবিধ) নানাবর্ণাকৃতীনি চ (ও নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট) শতশঃ (শত শত) অথ সহস্রশঃ (ও সহস্র সহস্র) রূপাণি (রূপ সকল) পশ্য (দেখ)॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! নানা বর্ণ ও আকৃতি বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র অদ্ভুত অবয়বযুক্ত আমার [অলৌকিক] রূপ [সকল] এই দর্শন কর॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং চোদিতোঽর্জ্জুনেন ভগবানুবাচ—পশ্যেতি। পশ্য মে মম পার্থ রূপাণি। শতশঃ। অথ সহস্রশঃ। অনেকশ ইত্যর্থঃ। তানি চ নানাবিধানানেক-প্রকারাণি। দিবি ভবানি দিব্যান্যপ্রাকৃতানি। নানাবর্ণাকৃতীনি চ—নানা বিলক্ষণা নীলপীতাদিপ্রকারা বর্ণাস্তথাকৃতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষা যেষাং রূপানাং তানি নানাবর্ণা-কৃতীনি॥ ৫ ॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্নত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্রূপাণীতি বহুবচনম্। অপরিমিতান্যনেকপ্রকারাণি। দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য। বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ। আকৃতয়োঽবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ। নানানেক বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদ্বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস, ভগবচ্চরণে যাঁহার একান্ত ভক্তি, ভগবান্ ব্যতীত যাঁহার আর কিছুই ভাবনা নাই, সাধক! আজ তাঁহার উচ্চাধিকার দর্শন কর। বিশ্বাসের গুণে, প্রেমের গুণে আজ অর্জ্জুন দেবদুর্লভ ভগবানের অলৌকিক রূপ দর্শন করিতেছেন। তাঁহাতে অশেষ বর্ণের সমাবেশ, অবর্ণনীয় আকৃতির আবির্ভাব, অথবা তাহাতে কত যে কি আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অর্জ্জুনের চক্ষু যাহা কখন দেখে নাই, কঠোর তপস্যায় কত লোক যাহা দেখিতে পায় না, আজ ভক্ত অর্জ্জুনের একটীবার মাত্র প্রার্থনাতেই, ভগবান্ নিজ অদ্ভুত রূপ দেখিবার জন্য অর্জ্জুনকে অনুমতি করিলেন। ভক্তই ধন্য। ভক্তবৎসল ভগবানও ধন্য। ভক্তের প্রতি তাঁহার এত দয়া না থাকিলে লোকে সকল সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইবে কেন?॥ ৫॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) [আমার দেহে] আদিত্যান্ (দ্বাদশ আদিত্য) বসূন্ (অষ্টবসু) রুদ্রান্ (একাদশ রুদ্র) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা মরুতঃ (ও মরুদগণ) পশ্য (দেখ), [এবং] বহূনি (অনেক) অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (অদৃষ্টপূর্ব্ব) আশ্চর্য্যাণি (আশ্চর্য্য বিষয়সকল) পশ্য (দেখ)॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! এই দেখ আমার দেহের মধ্যে আদিত্য মণ্ডল, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং মরুদ্গণ রহিয়াছেন; এবং যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এরূপ অনেক অদ্ভুত রূপও দেখিয়া লও॥ ৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পশ্যাদিত্যানিতি। পশ্যাদিত্যান্ দ্বাদশ। বসূনষ্টৌ। রুদ্রানেকাদশ। অশ্বিনৌ দ্বৌ। মরুতঃ সপ্ত সপ্তগণা যে তান্। তথা চ বহূন্যন্যান্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি মনুষ্যলোকে ত্বয়া। ত্বত্তোঽন্যেন বা কেনচিৎ। পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য। মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্। অদৃষ্টপূর্ব্বাণি ত্বয়া বান্যেন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি রূপাণি। আশ্চর্য্যাণ্যদ্ভুতানি॥ ৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আজ ভক্তের অনুরোধে ভগবান্ একাধারে—নিজ দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুৎ এবং আরও কত কত দেবতা দেখাইতেছেন। সাধক। স্মরণ রাখিও যে, একমাত্র ভগবানের সেবা করিলে বিনা তপস্যায় অন্যান্য দেবতারও দর্শন হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়, জীব যাহা কিছু স্বপ্নেও ভাবে না, এমন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অনেক বিষয় দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। গুড়াকেশ (হে গুড়াকেশ!) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্থং (একাংশমাত্রে স্থিত) কৃৎস্নং (সমস্ত) সচরাচরং জগৎ (স্থাবরজঙ্গমসহিত জগৎ) অন্যৎ চ যৎ (আরও যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর), [তাহা] অদ্য (আজ) পশ্য (দেখিয়া লও) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গুড়াকেশ। আমার দেহের একাংশ মাত্রে স্থাবর-জঙ্গমসহিত সমস্ত জগৎ দেখিয়া লও; অথবা আরও যদি কিছু দেখিবার থাকে, তাহাও অদ্য দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন কেবলমেতাবদেব—ইহৈকস্থমিতি। ইহৈকস্থমেকস্মিন্নেব স্থিতং। জগৎ। কৃৎস্নং সমস্তং। পশ্য। অদ্যেদানীম্। সচরাচরং—সহ চরেণাচরেণ চ বর্ত্ততে। মম দেহে গুড়াকেশ। যচ্চান্যজ্জয়পরাজয়াদি যচ্ছঙ্কসে—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ (গীঃ ২।৬) ইতি যদবোচঃ—তদপি দ্রষ্টুং যদীচ্ছসি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বরূপেণৈকত্রৈব স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য। যচ্চান্যজ্জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়-পরাজয়াদিকং চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের এক লোমকূপে সচরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। যে জগৎ সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণ করিতে জন্মজন্মান্তর কাটিয়া যায়, আজ সেই জগন্মণ্ডল, ভগবান্ ভক্তের সমক্ষে একস্থানে দেখাইলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎসত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমার আশঙ্কা নিবারণার্থ উপস্থিত যুদ্ধে কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইবে, ইচ্ছা হয় ত তাহাও দেখিয়া লও ॥ ৭ ॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। অনেন (এই) স্বচক্ষুষা এব (স্বীয় চর্ম্ম চক্ষুর দ্বারা) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) ন তু শক্যসে (সমর্থ হইবে না), [এইজন্য] তে (তোমাকে) দিব্যং চক্ষুঃ (অসাধারণ চক্ষু) দদামি (দিতেছি), মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (যোগশক্তি) পশ্য (দর্শন কর)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন] তুমি সামান্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। আমি এইজন্য তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করিতেছি, তুমি তদ্দ্বারা আমার ঐশরূপ দর্শন কর॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিন্তু—ন তু মামিতি। ন তু মাং বিশ্বরূপধরং শক্যসে দ্রষ্টুমনেন প্রাকৃতেন স্বচক্ষুষা। স্বকীয়েন চক্ষুষা। যেন তু শক্যসে দ্রষ্টুং দিব্যেন তদ্দিব্যং দদামি তে তুভ্যং চক্ষুঃ। তেন পশ্য মে মম যোগমৈশ্বরম্। ঈশ্বরস্যৈশ্বরং যোগম্। যোগশক্ত্যতিশয়মিত্যর্থঃ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদুক্তমর্জ্জুনেন মন্যসে যদি তচ্ছক্যমিতি তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বীয়েন চর্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তুভ্যং দদামি। মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটনঘটনাসামর্থ্যং পশ্য॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্যের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনোবুদ্ধির দ্বারা ভগবানের দর্শন বা অনুভব করা যায় না। তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। কিন্তু মনুষ্য তাহা নিজ যত্ন বা চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারে না। যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহাকেই কেবল করুণানিধান ভগবান্ কৃপা করিয়া দিব্য দৃষ্টিদান করেন। আজ ভক্তির গুণে ভগবচ্চরণশরণাগত অর্জ্জুন বিনা প্রার্থনায় দিব্যচক্ষু লাভ করিতেছেন॥ ৮॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অর্জ্জুন ভগবৎকৃপায় দিব্য চক্ষু দ্বারা (অন্তঃকরণস্থিত জ্ঞানশক্তি প্রভাবে) ভগবানে (সগুণব্রহ্মে) সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ বিশ্ববিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের এই জগদ্রূপদর্শনও মনুষ্যদৃষ্টির অসাধ্য। কিন্তু ইহা অলৌকিক হইলেও পরমাত্মার ত্রিগুণাতীত নিত্যশুদ্ধ চিন্মাত্র স্বরূপ নহে। এই বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের জগদ্রহস্যজ্ঞান মাত্র হইয়াছিল, তাঁহার লৌকিক সমস্ত সন্দেহ নিবৃত্ত হইলেও ভগবৎস্বরূপ সাক্ষাৎকারের শান্তি লাভ হয় নাই। ইহাতে অর্জ্জুনের কর্তৃত্বাভিমান নষ্ট হইয়া ভগবানের উপদেশে আস্থা সুদৃঢ় হইয়াছিল মাত্র। অধুনা কেহ কেহ এই বিশ্বরূপদর্শন ব্যাপার শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহন শক্তির প্রভাব বলিতে পারেন, কিন্তু জগদ্দৃশ্যও ভগবানের মহিমার মায়িক বিকাশ মাত্র। তাঁহার স্বরূপেও উহার অস্তিত্ব

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯॥
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥

নাই। এই বেদান্ত-সিদ্ধান্ত স্মরণ রাখিলে উক্ত প্রকার কোন সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। (১৮।৭৭ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)। রাজন্ (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র!) মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (হরি) এবম্ (এইরূপ) উক্ত্বা (কহিয়া) ততঃ (তদনন্তর) পার্থায় (অর্জ্জুনকে) পরমম্ (দিব্য) ঐশ্বরং রূপং (ঐশ রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। [রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি] সঞ্জয় কহিতেছেন—হে রাজন! মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া অর্জ্জুনকে নিজ দিব্য ঐশ রূপ দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবমিতি। এবং যথোক্তপ্রকারেণোক্ত্বা। ততোঽনন্তরং হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! *মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ মহাযোগেশ্বরঃ। হরির্নারায়ণঃ।* দর্শয়ামাস দর্শিতবান্। পার্থায় পৃথাসুতায়। পরমং রূপং বিশ্বরূপং ঐশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবান্। তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র। মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আজ অন্ধ কুরুরাজকে ভক্তবৎসলের অপার মহিমা বুঝাইবার জন্য, এবং ঈশ্বরের পরম কৃপাপাত্র অর্জ্জুন এই যুদ্ধে যে জয়লাভ করিবেন, তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্য সঞ্জয় বলিলেন যে, যে ভক্তের প্রতি ভগবানের এত করুণা, বিনা প্রার্থনায় যাঁহাকে তিনি চক্ষু দান করিলেন, তাঁহার যে জয়লাভরূপ পরম মঙ্গল হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহুমুখ ও বহুনেত্র বিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনং (অনেক অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট) অনেকদিব্যাভরণং (অসংখ্য দিব্য ভূষণে ভূষিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং (বহুবিধ উজ্জ্বল আয়ুধধারী) ॥ ১০ ॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহাতে অনেক মুখ ও নেত্র, যাহাতে অনেক অদ্ভুত বস্তুর সমাবেশ, যাহাতে অনেক দিব্যভূষণের সজ্জা, এবং যাহাতে অনেক উজ্জ্বল আয়ুধপুঞ্জ বিদ্যমান, [অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই প্রকার রূপ দেখাইলেন] ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেকেতি। অনেকবক্ত্রনয়নম্—অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিন্ রূপে তদনেকবক্ত্রনয়নম্। অনেকাদ্ভুতদর্শনম্—অনেকান্যদ্ভুতানি বিস্মাপকানি দর্শনানি যস্মিন্ রূপে তদনেকাদ্ভুতদর্শনং রূপম্। তথানেকদিব্যাভরণম্—অনেকানি দিব্যান্যাভরণানি যস্মিংস্তদনেকদিব্যাভরণম্। তথা দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং—দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তদ্দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্। দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথংভূতং তদিতি? অত আহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ। অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ। অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ। দিব্যান্যনেকান্যুদ্যতান্যায়ুধানি যস্মিংস্তৎ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহার চারিদিকে দৃষ্টি, যিনি সর্ব্বতোমুখ, যাঁহার সৌন্দর্য্যসজ্জার সীমা নাই, আজ সেই অপার মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে মহাবলশালী চক্র গদা আদি দিব্য আয়ুধযুক্ত পরম রমণীয় রূপ দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনং (দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়) দেবম্ (প্রকাশস্বরূপ) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্ন) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বতোমুখ) [রূপ দেখাইলেন] ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে রাজন্!] দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্রে সুশোভিত, দিব্য সুগন্ধ বস্তুর দ্বারা অনুলিপ্ত, অত্যন্ত আশ্চর্য্যময়, প্রকাশস্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বতোমুখ [রূপ দেখাইলেন] ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—দিব্যেতি। দিব্যমাল্যাম্বরধরং—দিব্যানি মাল্যানি পুষ্পাণ্যম্বরাণি বস্ত্রাণি চ ধ্রিয়ন্তে যেনেশ্বরেণ তং দিব্যমাল্যাম্বরধরং। দিব্যগন্ধানুলেপনং দিব্যং গন্ধানুলেপনং যস্য তং দিব্যগন্ধানুলেপনং। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং সর্ব্বাশ্চর্য্যপ্রায়ং। দেবম্। অনন্তং—নাস্যান্তোঽস্তীত্যনন্তঃ। তং। বিশ্বতোমুখং সর্ব্বতোমুখং। সর্ব্বভূতাত্মভূতত্বাৎ। তং দর্শয়ামাস। অর্জ্জুনো দদর্শেতি বাধ্যাহ্রিয়তে ॥ ১১ ॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যান্যম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ। তথা দিব্যো গন্ধো যস্য। তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ। সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং। দেবং দ্যোতনাত্মকম্। অনন্তমপরিচ্ছিন্নং। বিশ্বতঃ সর্ব্বতো মুখানি যস্মিংস্তৎ॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভক্তের সম্মুখে ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছেন তাহাতে পুষ্প ও রত্নাদি রচিত কত দিব্য মাল্য পীতাম্বরাদি কত দিব্য বস্ত্র চন্দনাদির অনুলেপন অথবা তাহাতে কত আশ্চর্য্য তেজ বল বীর্য্য শক্তি রূপ গুণ ও অবয়ব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। তাঁহার প্রকাশ তাঁহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে। সে রূপের পরিচ্ছেদ বা সীমা নাই এবং যে দিকে দেখ সেই দিকেই তাঁহাকে সম্মুখবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়॥ ১১॥

—

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) তত্র (সেই বিশ্বরূপে) দেবদেবস্য (ভগবানের) শরীরে (শরীরে) অনেকধা (নানাভাগে) প্রবিভক্তং (বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (জগৎ) একস্থম্ (একত্র স্থিত) অপশ্যৎ (দেখিয়াছিলেন)॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। [হে রাজন্!] তখন অর্জ্জুন বৃন্দারকবৃন্দবন্দনীয় ভগবানের বিশ্বরূপ শরীরের একাংশ মধ্যে নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ দেখিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। *কিঞ্চ—তত্রৈকস্থমিতি। তত্র তস্মিন্ বিশ্বরূপে। একস্মিন্* স্থিতমেকস্থং। জগৎ কৃৎস্নং। প্রবিভক্তমনেকধা দেবপিতৃমনুষ্যাদিভেদৈঃ। অপশ্যদ্দৃষ্টবান্। দেবদেবস্য হরেঃ শরীরে। পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ তদা ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ সঞ্জয়ঃ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগদ্দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেনৈকত্রৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনোঽপশ্যৎ ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ যে অর্জ্জুনকে তাঁহার অদ্ভুত শরীরের একাংশমাত্রে জগৎ দেখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাই অর্জ্জুন তাকাইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বরূপের একাংশমাত্রে দেবলোক, পিতৃলোক ও মনুষ্যলোকাদি অনেক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) সঃ ধনঞ্জয় (সেই ধনঞ্জয়) বিস্ময়াবিষ্টঃ (বিস্ময়ান্বিত) হৃষ্টরোমা (রোমাঞ্চিত হইয়া) দেবং (দেবকে) শিরসা (মস্তকদ্বারা) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করযোড়ে) অভাষত (কহিতে লাগিলেন)॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। তদনন্তর ধনঞ্জয় বিস্ময়ান্বিত ও আনন্দে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া অবনতমস্তকে নারায়ণকে নমস্কারপূর্ব্বক করযোড়ে কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত ইতি। ততস্তং দৃষ্ট্বা। স বিস্ময়েনাবিষ্টো বিস্ময়াবিষ্টঃ। হৃষ্টানি রোমাণি যস্য সোঽয়ং হৃষ্টরোমা। চাভবদ্ধনঞ্জয়ঃ। প্রণম্য প্রকর্ষেণ নমনং কৃত্বা প্রহ্বীভূতঃ সন্ছিরসা। দেবং বিশ্বরূপধরং। কৃতাঞ্জলির্নমস্কারার্থং সংপুটীকৃতহস্তঃ সন্। অভাষতোক্তবান্ ॥ ১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিতি? অত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং। বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টানুৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ। তমেব দেবং শিরসা প্রণম্য। কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তো ভূত্বা। অভাষতোক্তবান্॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজসূয় যজ্ঞকালে যে অর্জ্জুন সমস্ত রাজাকে রণে পরাস্ত করিয়া ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যিনি মহাদেবের সঙ্গে মহারণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজ সেই বীরকেশরীর রত্নমণ্ডিত কিরীটযুক্ত মস্তক ভগবানের চরণে অবনত হইয়া কৃতার্থ হইল, ভক্তের হৃদয় পূর্ণ হইল। হর্ষে রোমাঞ্চিত হইয়া ভক্ত নিজ প্রাণসখাকে কয়েকটী মনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৪॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। দেব (হে দেব।) তব (তোমার) দেহে (শরীরে) [অথবা—তব তোমার, দেবদেহে দেবশরীরে] সর্ব্বান্ (সকল) দেবান্ (দেবগণকে) তথা (এবং) ভূতবিশেষসংঘান্ (স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহকে) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ (ঋষিবৃন্দকে) সর্ব্বান্ উরগান্ চ (ও সমুদয় সর্পকে) ঈশং (সর্ব্বনিয়ন্তা) কমলাসনস্থং (পদ্মাসনস্থিত) ব্রহ্মাণং চ (ব্রহ্মাকেও) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে দেব! তোমার এই বিশ্বরূপদেহে আমি দেবগণকে দেখিতেছি, স্থাবর ও জঙ্গম ভূতসকল দেখিতেছি, কমলাসনস্থ সর্ব্বনিয়ন্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি, এবং ঋষিগণকে ও সর্পগণকেও দেখিতেছি॥ ১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং ত্বয়া দর্শিতং বিশ্বরূপং তদহং পশ্যামীতি স্বানুভবমাবিষ্কুর্ব্বন্নর্জ্জুন উবাচ—পশ্যামীতি। পশ্যামুপলভে। হে দেব। তব দেহে দেবান্ সর্ব্বান্। তথা ভূতবিশেষসংঘান্—ভূতবিশেষাণাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানাসংস্থানবিশেষাণাং সংঘা ভূতবিশেষসংঘাঃ। তান্। কিঞ্চ ব্রহ্মাণং চতুর্ম্মুখম্। ঈশমীশিতারং প্রজানাং। কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুকর্ণিকাসনস্থমিত্যর্থঃ। ঋষীংশ্চ বশিষ্ঠাদীন্। সর্ব্বানুরগাংশ্চ বাসুকি প্রভৃতীন্। দিব্যান্ দিবি ভবান্॥ ১৫॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বা * সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব। তব দেহে দেবানাদিত্যাদীন্ পশ্যামি। তথা সর্ব্বান্ ভূতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সংঘাংশ্চ। তথা দিব্যানৃষীন্ বশিষ্ঠাদীন্। উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্। তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণং চ। কথংভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা স্বনাভিপদ্মাসনস্থমিতি॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন দিব্য চক্ষু পাইয়া বিশ্বরূপদেহে বসু, রুদ্র ও আদিত্য আদিকে, স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ আদি স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর, ও সমস্ত চরাচরের বিধাতা ব্রহ্মাকে, ভৃগু আদি ঋষিগণকে, এবং বাসুকি আদি সর্পগণকে দেখিতে পাইলেন। [কোন কোন ভাষ্যকার ও টীকাকার "দেব" পদ সম্বোধন ও "দেহে" পদ সপ্তমী ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু "দেহদেহে" একেবারে সমাসযুক্ত একপদ করিয়া সপ্তমী করিলেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়, অর্থাৎ ভগবান্ মানবদেহে দ্বিভুজ সারথিরূপ হইয়াছেন; কেননা অর্জ্জুন বলিতেছেন—"তোমার দেবদেহে", অর্থাৎ চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তিতে, আমি স্থাবর-জঙ্গম, ব্রহ্মা ও নাগাদি, এবং এই দেবদেহেই (পর পর শ্লোকে) "অনেকবাহূদরাদি", "দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্" আদি দর্শন করিতেছি]॥ ১৫॥

অন্বয়বোধিনী। বিশ্বেশ্বর (হে বিশ্বেশ্বর!) বিশ্বরূপ (হে বিশ্বরূপ!) অনেক-বাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (অনন্ত-রূপধারী) ত্বা (তোমাকে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি), পুনঃ (এবং) তব (তোমার) ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং পশ্যামি (অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছি না)॥১৬॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! সর্ব্বত্র তোমাকে বহু বাহু, বহু উদর, বহু মুখ ও বহু নেত্র বিশিষ্ট অনন্ত রূপধারী দর্শন করিতেছি; তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাইতেছি না॥ ১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনেকেতি। অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্—অনেক বাহব উদরাণি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্য তব স ত্বমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রঃ। তমনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং। পশ্যামি ত্বা ত্বাং। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র। অনন্তরূপম্—অনন্তানি রূপাণ্যস্যেত্যনন্তরূপঃ। তমনন্ত-রূপং। নান্তম্। অন্তোঽবসানং। ন মধ্যং। মধ্যং নাম দ্বয়োঃ কোট্যোরন্তরং।

* পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ন পুনস্তবাদিং। পশ্যামি। ন তব দেবস্যান্তং পশ্যামি। ন মধ্যং পশ্যামি। ন পুনরাদিং পশ্যামি। হে বিশ্বেশ্বর। হে বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি। তব অন্তং মধ্যমাদিং চ ন পশ্যামি। সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের নেত্র-নাসাদির শেষ নাই, শোভার শেষ নাই, রূপের শেষ নাই। কোথায় তাঁহার আদি, কোন্ স্থানে তাঁহার মধ্য ও কোথায় তাঁহার অন্ত—তাহার কিছুই বুঝিবার উপায় নাই ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং চক্রিণং চ (গদা ও চক্রধারী) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) দীপ্তিমন্তং (প্রকাশমান) তেজোরাশিং (তেজঃপুঞ্জ) দুর্নিরীক্ষ্যং (অতিকষ্টে দর্শনীয়) দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ (প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট) অপ্রমেয়ং (ও অপ্রমেয়) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (সর্ব্বত্র) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! কিরীট, গদা ও চক্র বিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, সর্ব্বথা প্রকাশমান, অতি কষ্টে দর্শনীয়, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, এবং অপ্রমেয়স্বরূপ তোমাকে আমি নিরীক্ষণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং—কিরীটং নাম শিরো-ভূষণবিশেষঃ। তদস্যাস্তি স কিরীটী। তং কিরীটিনং। তথা গদিনং। গদা যস্য বিদ্যত ইতি গদী। তং গদিনং। তথা চক্রিণং। চক্রমস্যাস্তীতি চক্রী। তং চক্রিণং চ। তেজোরাশিং তেজঃপুঞ্জং। সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং—সর্ব্বতোদীপ্তিরস্যাস্তীতি সর্ব্বতোদীপ্তিমান্। তং সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং। পশ্যামি ত্বাং। দুর্নিরীক্ষ্যং দুঃখেন নিরীক্ষ্যো দুর্নিরীক্ষ্যঃ। তং দুর্নিরীক্ষ্যং। সমন্তাৎ সমন্ততঃ সর্ব্বত্র। দীপ্তানলার্ক-দ্যুতিম্—অনলশ্চার্কশ্চানলার্কৌ। দীপ্তাবনলার্কৌ। তয়োর্দীপ্তানলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তব স ত্বং দীপ্তানলার্কদ্যুতিঃ। তং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্। অপ্রমেয়ং—ন প্রমেয়মপ্রমেয়ম্। অশক্যপরিচ্ছেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং। গদিনং গদাবন্তং। চক্রিণং চক্রবন্তং চ। সর্ব্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তম্। অত এবাপ্রমেয়মেবংভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন দেখিতেছেন, ভগবানের মস্তকে মুকুট, হস্তে গদাচক্রাদির শোভা, রূপে জগৎ আলো করিতেছে, তেজের দিকে তাকাইতে পারা যায় না—অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বাহির হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার রূপের তুলনা কোথাও নাই। অন্যের দর্শনযোগ্য না হইলেও, দিব্য দৃষ্টির গুণে, অর্জ্জুন এই সমস্ত দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ত্বম্ (তুমি) অক্ষরং (অক্ষর) পরমং (পরমব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য); ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (জগতের) পরং (পরম) নিধানং (আশ্রয়), ত্বম্ (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য), শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতনধর্ম্ম প্রতিপালক); ত্বং (তুমি) সনাতনঃ (সনাতন) পুরুষঃ (পুরুষ)—[ইহা] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি পরম অক্ষর ও তুমিই জ্ঞাতব্য তুমি এই জগতের পরম আশ্রয় ও তুমি অব্যয়, তুমিই নিত্যধর্ম্ম-প্রতিপালক, এবং তুমিই সনাতন পরমাত্মা পুরুষ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইত এব তে যোগশক্তিদর্শনাদনুমিনোমি—ত্বমিতি। ত্বমক্ষরং। ন ক্ষরতীত্যক্ষরং। পরমং পরং ব্রহ্ম। বেদিতব্যং জ্ঞাতব্যং মুমুক্ষুভিঃ। ত্বমস্য বিশ্বস্য সমস্তস্য জগতঃ পরং প্রকৃষ্টং নিধানং। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং। পর আশ্রয় ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বমব্যয়ঃ। ন চ তব ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতো নিত্যো ধর্ম্মঃ। তস্য গোপ্তা শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা। সনাতনশ্চিরন্তনঃ। ত্বং পুরুষঃ পরমঃ। মতোঽভিপ্রেতঃ। মে মম ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাৎ—ত্বমিতি ত্বমেবাক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথংভূতং? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যম্। ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ। শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ। সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষঃ। মতো মে সম্মতোঽসি মম ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! বেদান্তপ্রতিপাদ্য অক্ষর নির্গুণ ব্রহ্ম তুমিই, এবং সেই জন্যই মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্যও তুমি। তুমি প্রপঞ্চ জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ ও নিত্য

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯ ॥

পুরুষ। তুমিই বেদ-প্রতিপাদিত আশ্রমধর্ম্মাদির ব্যবস্থাপক ও পালনকর্ত্তা। তুমি নিত্য বিদ্যমান পরমাত্মা॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তরহিত) অনন্তবীর্য্যম্ (অনন্ত-প্রভাবশালী) অনন্তবাহুং (অনন্তহস্ত) শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্র-সূর্য্যরূপ চক্ষু বিশিষ্ট) দীপ্তহুতাশ-বক্ত্রং (প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য মুখযুক্ত) স্বতেজসা (স্বীয় তেজের দ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (জগৎ) তপন্তং (সন্তাপকারী) ত্বাং (তোমাকে) পশ্যামি (দেখিতেছি)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবান্! আমি দেখিতেছি, তুমি উৎপত্তি স্থিতি ও নাশবর্জ্জিত; অনন্তপ্রভাবশালী; ও অনন্তবাহু; চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নেত্র; তোমার মুখমণ্ডলে যেন প্রদীপ্ত হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে; তুমি নিজতেজে যেন সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করিতেছ॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্—আদিশ্চ মধ্যং চান্তশ্চ ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনাদিমধ্যান্তঃ। তং ত্বামনাদিমধ্যান্তম্। অনন্তবীর্য্যং—ন তব বীর্য্য-স্যান্তোঽস্তীত্যনন্তবীর্য্যঃ। তং ত্বামনন্তবীর্য্যং। তথা—অনন্তবাহুম্—অনন্ত বাহবো যস্য তব স ত্বমনন্তবাহুঃ। তং ত্বামনন্তবাহুং। শশিসূর্য্যনেত্রং—শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য তব স ত্বং শশিসূর্য্যনেত্রঃ। তং ত্বাং শশিসূর্য্যনেত্রং চন্দ্রাদিত্যনয়নং। পশ্যামি ত্বাং। দীপ্তহুতাশবক্ত্রং দীপ্তশ্চাসৌ হুতাশশ্চ। স বক্ত্রং যস্য তব স ত্বং দীপ্তহুতাশবক্ত্রঃ। তং ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং। স্বতেজসা বিশ্বং সমস্তমিদং তপন্তং সন্তাপয়ন্তম্॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্—উৎপত্তিস্থিতিলয়রহিতম্। অনন্তবীর্য্যম্—অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্। অনন্তা বীর্য্যবন্তো বাহবো যস্য তং। শশিসূর্য্যৌ নেত্রে যস্য। তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্বক্ত্রেষু যস্য তং। স্বতেজসেদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তোমার এই বিশ্বরূপের আদি, অন্ত, মধ্য বা সীমা নাই। তোমার অপরিমেয় প্রভাবেরও শেষ নাই। "অনন্তবাহু" এই পদ দ্বারা পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমস্তই অনন্ত, ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

তোমার অবয়বের সীমা করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। পরম জ্যোতির আধারস্বরূপ চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নয়নদ্বয়, ও জলন্ততেজ হুতাশন তোমার মুখমণ্ডলে দীপ্তি পাইতেছে। তোমার তেজে এই জগৎ সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাত্মন্ (হে মহাত্মন্!) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও পৃথিবীর) ইদম্ (এই) অন্তরম্ (মধ্যস্থল—অর্থাৎ আকাশ) একেন (একমাত্র) ত্বয়া হি (তোমা কর্ত্তৃকই) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে); সর্ব্বাঃ দিশঃ চ (ও দিক্‌সকল) [ব্যাপ্ত আছে]; তব (তোমার) অদ্ভুতম্ (অদ্ভুত) ইদম্ (এই) উগ্রং (ভয়ানক) রূপং (মূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিলোক) প্রব্যথিতম্ (অতি ভীত হইতেছে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাত্মন্, তুমি একাকী হইলেও স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষ এবং দিক্‌সমূহে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোকত্রয় ভীত হইতেছে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হ্যন্তরীক্ষং ব্যাপ্তং ত্বয়ৈবৈকেন বিশ্বরূপধরেণ। দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। দৃষ্ট্বোপলভ্য। অদ্ভুতং বিস্মাপকং রূপমিদং তব। উগ্রং ক্রূরং। লোকানাং ত্রয়ং লোকত্রয়ম্। প্রব্যথিতং ভীতং প্রচলিতং বা। হে মহাত্মন্নক্ষুদ্রস্বভাব ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং। দিশশ্চ সর্ব্বা ব্যাপ্তাঃ। অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্ব্বং। ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতমতিভীতম্। পশ্যামীতি পূর্ব্বস্যৈবানুষঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভক্তভয়হারিন্ বিশ্বরূপ ভগবন্! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ, অথবা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। দেখিতেছি, তুমি ভিন্ন যেন আর কোন পদার্থই নাই। বুঝিলাম "বৃক্ষবৈবেদং সর্ব্বং" (ক), সমস্ত জগৎই ব্রহ্মরূপ। হে ভগবন্! তোমার ঈদৃশ রূপ আর কেহ কখনও দেখে নাই। তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শনে, ও ইহার উগ্রতেজঃ প্রভাবে ত্রিলোক ভীত ও ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ২০ ॥

(ক) নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনীষৎ ৭।

অমী হি ত্বা * সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্তা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অমী (ঐ) সুরসংঘাঃ (দেবতাগণ) ত্বা (তোমাতেই) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছেন), কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলিপুটে) গৃণন্তি (স্তুতি করিতেছেন), মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ (মহর্ষি ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা (স্বস্তি—এই কথা বলিয়া) পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ (স্তুতিসমূহ দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) স্তুবন্তি (স্তব করিতেছেন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! এই সমস্ত দেবতাগণ ভীতান্তঃকরণে তোমার শরণ লইতেছেন; কেহ কেহ বা শঙ্কিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার স্তুতি করিতেছেন; মহর্ষি ও সিদ্ধগণ "স্বস্তি" বচনে তোমার স্তব করিতেছেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথাধুনা পুরা—যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েযুঃ (গী ২।৬) ইত্যর্জ্জুনস্য সংশয় আসীৎ তন্নির্ণয়ায় পাণ্ডবজয়মৈকান্তিকং দর্শয়ামীতি প্রবৃত্তো ভগবান্। তং ভগবন্তং পশ্যন্নাহ—অমী হীতি। কিঞ্চ—অমী হি যুধ্যমানা যোদ্ধারস্ত্বা ত্বাং সুরসংঘাঃ—যেহত্র ভূভারাবতারায়াবতীর্ণা বস্বাদিদেবসংঘা মনুষ্যসংস্থানাস্তে—বিশন্তি প্রবিশন্তো দৃশ্যন্তে। তত্র কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সন্তো গৃণন্তি স্তুবন্তি ত্বাং, পলায়নেঽপ্যশক্তাঃ সন্তঃ। যুদ্ধে প্রত্যুপস্থিত উৎপাতাদিনিমিত্তান্যুপলক্ষ্য স্বস্ত্যস্ত জগত ইত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ—মহর্ষীণাং চ সিদ্ধানাং চ সংঘাঃ—স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ সম্পূর্ণাভিঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অমী হীতি। অমী সুরসংঘা ভীতাঃ সন্তস্ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি। তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসংপুটকরযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি—জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি—প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে বিশ্বরূপধারিন্! দেখিতেছি, বসু-রুদ্র-আদিত্যাদি দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। 'ত্বা+অসুরসংঘাঃ' এরূপ পদচ্ছেদ করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অসুরাংশে জাত দুর্য্যোধনাদি ও সেনাগণের মধ্যে কেহ কেহ, অনলে পতঙ্গপাতের ন্যায়, তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। নারদাদি ঋষিগণ ও কপিলাদি সিদ্ধগণ জগৎ যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য স্বস্তি বচনে তোমার স্তুতি গান করিতেছেন ॥ ২১ ॥

---

* অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তীতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বা * বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ) বসবঃ, (বসুগণ) যে চ সাধ্যাঃ (ও যাঁহারা সাধ্যদেব), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ), অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), মরুতঃ (ও মরুদগণ), উষ্মপাঃ চ (ও উষ্মপায়ী) [পিতৃগণ], গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ চ (এবং গন্ধর্ব্বযক্ষ অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (চমৎকৃত হইয়া) ত্বা (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, উষ্মপগণ এবং গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ আদি সকলেই তোমাকে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইতেছেন ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চান্যৎ—রুদ্রেতি। রুদ্রাদিত্যাঃ। বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ। রুদ্রাদয়ো গণাঃ। বিশ্বেঽশ্বিনৌ। বিশ্বে দেবাঃ। অশ্বিনৌ চ দেবৌ। মরুতশ্চ বায়বঃ। উষ্মপাশ্চ পিতরঃ। গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ—গন্ধর্ব্বা হাহাহুহুপ্রভৃতয়ঃ। যক্ষাঃ কুবেরপ্রভৃতয়ঃ। অসুরা বিরোচনপ্রভৃতয়ঃ। সিদ্ধাঃ কপিলাদয়ঃ। তেষাং সংঘা গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ। তে বীক্ষন্তে পশ্যন্তি। ত্বা ত্বাং। বিস্মিতাঃ বিস্ময়মাপন্নাঃ সন্তঃ। ত এব সর্ব্বে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ। আদিত্যাশ্চ। বসবশ্চ। যে চ সাধ্যা নাম দেবাঃ। বিশ্বে দেবাঃ। অশ্বিনৌ দেবৌ। মরুতো মরুদ্গণাশ্চ। উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ। পিতরঃ। উষ্মভাগা হি পিতরঃ—ইতি শ্রুতেঃ স্মৃতেশ্চ—যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্যতাঃ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ ॥ (ক) ইতি। গন্ধর্ব্বাশ্চ। যক্ষাশ্চ। অসুরাশ্চ বৈরোচনাদয়ঃ। সিদ্ধসংঘাঃ সিদ্ধানাং সংঘাশ্চ। সর্ব্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তস্ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে বিশ্বরূপ। তোমার এই অদ্ভুত রূপ কেহ কখনও স্বপ্নেও দেখে নাই। দেবতাগণ সকলে অবাক্ হইয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে নির্নিমেষনেত্রে তোমাকে অবলোকন করিতেছেন। তোমার অনন্তমায়া বুঝিতে না পারিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছেন। "উষ্মপাঃ" পদে পিতৃগণ উপলক্ষিত হইয়াছেন। "উষ্ম ভাগা হি পিতরঃ" (শ্রুতি)। পিতৃগণকে মহালয়াদি দ্বারা যে দুগ্ধ-দধি-ঘৃতাদি নিবেদন করা যায়, তাহা তাঁহারা মনুষ্যের ন্যায় ভোজন

* বীক্ষন্তে ত্বামিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

(ক) মনু, ৩।২৩৭।

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

করেন না, কিন্তু বংশধরগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা যাহা তাঁহাদের জন্য নিবেদন করেন, তত্তাবতের "উষ্মভাগ" অর্থাৎ তত্তৎপদার্থনিহিত পবিত্র তেজঃশক্তি পান করিয়া পুষ্টি লাভ করেন। যে অনার্য্যবুদ্ধি পুরুষগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রাদ্ধাদিতে নিবেদিত দ্রব্য বা পিণ্ডোদকাদি যদি পিতৃগণ গ্রহণই করেন, তবে উহার পরিমাণ কমিয়া যায় না কেন? "উষ্মপাঃ" পদের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এ সংশয় নিবৃত্ত হইতে পারিবে॥২২॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) তে (তোমার) বহুবক্ত্রনেত্রং (বহুমুখ ও বহুনেত্রযুক্ত) বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু, বহু উরু ও বহু চরণ বিশিষ্ট) বহূদরং (অনেক উদরবিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (অসংখ্য বৃহৎ দন্ত দ্বারা অতি ভয়াবহ) মহৎ রূপং (মহতী আকৃতি) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সমস্ত জীব) প্রব্যথিতাঃ (ভীত হইয়াছে) তথা (সেইরূপ) অহম্ (আমি) [ভীত হইয়াছি] ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! তোমার এই মহৎ ও বহুনেত্রযুক্ত বহু মুখমণ্ডল, বহু বাহু, বহু উরু, বহু পদ, বহু উদর ও বহুদংষ্ট্রাবিকাশ-ভয়ানক বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সমস্ত জীব ভীত হইয়াছে, এবং আমিও ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩ ॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো॥ ২৪ ॥

হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আমাকে তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই অপূর্ব্ব রূপ দেখাইলে, উহা দেখিবার জন্য দিব্য চক্ষুও দান করিলে; কিন্তু তথাপি আমি ভীত হইতেছি। প্রভো! অন্যে পরে কা কথা? ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিষ্ণো (হে বিষ্ণো!) নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী) দীপ্তম্ (তেজোযুক্ত) অনেকবর্ণং (নানাবর্ণ বিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিতমুখ) দীপ্তবিশালনেত্রং (প্রদীপ্তবিশালচক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (ব্যথিতমনাঃ) অহং (আমি) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (ও শান্তি) ন হি বিন্দামি (পাইতেছি না) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিষ্ণো! তোমার নভোমণ্ডলব্যাপী মহাতেজস্বী নানাবর্ণ-বিশিষ্ট বিস্ফারিত মুখমণ্ডল ও প্রদীপ্ত-বিশাল-নেত্র-বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমি ধৈর্য্য ও শান্তি অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রেদং কারণং—নভঃস্পৃশমিতি। নভঃস্পৃশং দ্যুস্পর্শমিত্যর্থঃ। দীপ্তং প্রজ্বলিতম্। অনেকবর্ণম্—অনেকে বর্ণা ভয়ঙ্করা নানাসংস্থানা যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বামনেকবর্ণম্। ব্যাত্তাননং—ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি মুখানি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং ব্যাত্তাননম্। দীপ্তবিশালনেত্রং—দীপ্তানি প্রজ্বলিতানি বিশালানি বিস্তীর্ণানি নেত্রানি যস্মিংস্ত্বয়ি তং ত্বাং দীপ্তবিশালনেত্রম্। দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা। প্রব্যথিতঃ প্রভীতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য মম সোঽহং প্রব্যথিতান্তরাত্মা। প্রব্যথিতান্তরাত্মা সন্ ধৃতিং ধৈর্য্যং ন বিন্দামি ন লভে। শমং চোপশমং মনস্তুষ্টিম্। হে বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবলং ভীতোঽহমিত্যেতাবদেব! অপি তু—নভঃস্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্। তম্। অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ। দীপ্তং তেজোযুক্তম্। অনেকে বর্ণা যস্য তম্। ব্যাত্তানি বিবৃতান্যাননানি যস্য তম্। দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্। এবংভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমং চ ন লভে ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে বিষ্ণো! তোমাকে দেখিয়া যে কেবল ভীত ও ব্যথিত হইয়াছি, তাহা নহে, তোমার উজ্জ্বল দীপ্তি আমার চক্ষু, সহ্য করিতে পারিতেছে না। তোমার সর্ব্বদিগ্ব্যাপি রূপ আমার মন ধারণ করিতে অসমর্থ। তোমার সর্ব্বগ্রাসী ভয়ানক মুখ ও প্রলয়দৃষ্টি-বিশালায়ত নেত্র দর্শনে আমার চিত্তবৈকল্য জন্মিতেছে। বলিতে কি, আমি স্থির ও

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি * ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবি জয়াপরাজয়াদিকং চ মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ সর্ব্বে। অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং বাজ্ঞাং সংঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব। তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ। ন কেবলং ত এব বিশন্তি। অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বক্ত্রাণীতি। য এতে সর্ব্বে ত্বরমাণা ধাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি তেষাং মধ্যে কেচিচ্চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিত-দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই মহাযুদ্ধে যাহারা হত হইবে, ভগবান্ অর্জ্জুনের উৎসাহ ও সাহস বর্দ্ধনার্থ ও অর্জ্জুনের নিশ্চয় জয় হইবে, এই আশা দিবার নিমিত্ত তত্তাবৎকে নিজ কাল করাল বদনে প্রবিষ্ট হইতে দেখাইতেছেন। তাই অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে ভগবন্! শল্যাদি রাজগণ সহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অজেয় ভীষ্মদেব, দুর্জ্জয় দ্রোণাচার্য্য, আমার চির প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণ, এবং আমাদের পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি যোদ্ধৃবর্গ তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন। দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণ তোমার বিকটদন্ত বদন মধ্যে শীঘ্র ধাবিত হইতেছে। প্রবেশকালে কাহারও কাহারও মস্তক যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, ও কেহ কেহ বা তোমার দন্তপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৬।২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) নদীনাং (নদীসকলের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (জলপ্রবাহ) অভিমুখাঃ (অভিমুখ হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে), তথা (সেইরূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোকবীরাঃ (বীরপুরুষেরা) তব (তোমার) বিজ্বলন্তি (সর্ব্বতঃ দীপ্যমান) বক্ত্রাণি (মুখসমূহ) অভি (অভিমুখে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে ভগবন্!] যেমন বহুধারাপ্রবাহিত নদীর জলরাশি সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করে, সেইরূপ মনুষ্যলোকমধ্যে এই বীরগণ তোমার সর্ব্বতঃ প্রকাশিত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

---

* বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তীতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং প্রবিশন্তি মুখানীতি? আহ—যথা নদীনামিতি। যথা নদীনাং স্রবন্তীনাং বহবোঽম্বুনাং বেগা অম্বুবেগাস্ত্বরাবিশেষাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখাঃ প্রতিমুখা দ্রবন্তি প্রবিশন্তি। তথা তদ্বত্তবামী ভীষ্মাদয়ো নরলোকবীরা মনুষ্যলোকশূরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি প্রকাশমানানি ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রবেশমেব দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি। তথাঽমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিতো জ্বলন্তি সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন নদীগণ নানাধারায় বিভক্ত হইয়া নানাদিক্ দিয়া সাগরের দিকে অযত্নসুলভ ভাবে আপনা-আপনি সবেগে ধাবিত হইয়া সাগর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি রাজা ও বীরবর্গ যেন বুদ্ধি-বিচার-চেষ্টা না করিয়া অনায়াসে তোমার মুখমধ্যে চলিয়া যাইতেছে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গগণ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগে ধাবিত হইয়া) নাশায় (মরণের জন্য) প্রদীপ্তং (প্রজ্বলিত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ করে); তথা (সেইরূপ) সমৃদ্ধবেগাঃ (অতিবেগযুক্ত হইয়া) লোকাঃ অপি (লোকগণও) নাশায় এব (মরণের নিমিত্তই) তব (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখবিবরসমূহে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হইতেছে) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! যেমন পতঙ্গগণ অতিবেগে ধাবিত হইয়া নিজ মরণের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে পবেশ করে, সেইরূপ এই লোকসকল নিজ নিজ মরণের নিমিত্ত অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে কিমর্থং প্রবিশন্তি? কথং চেতি? আহ—যথেতি সমৃদ্ধ উদ্ভূতো বেগো গতির্যেষাং তে সমৃদ্ধবেগাঃ। যথা প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষিণো বিশন্তি নাশায় বিনাশায়। তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাঃ প্রাণিনস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ-বেগাঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবশশ্যেন প্রবেশে নদীবেগো দৃষ্টান্ত উক্তঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বক-প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ শলভা বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯ ॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বীরবর্গ যে কেবল নদীর জলধারার ন্যায় অজ্ঞানপূর্ব্বকই তোমাতে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা নহে। পতঙ্গগণ যেমন ইচ্ছাপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনাদি বীরগণও মরিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই তোমার বিকট বক্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে॥ ২৯॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহ দ্বারা) সমগ্রান্ (সমস্ত) লোকান্ (লোকদিগকে) গ্রসমানঃ (গ্রাসকবতঃ) সমন্তাৎ (সর্ব্বতোভাবে) লেলিহ্যসে (ভক্ষণ করিতেছ)। বিষ্ণো (হে বিষ্ণো!) তব (তোমার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (প্রভা-সমূহ) তেজোভিঃ (তেজোরাশি দ্বারা) সমগ্রং (সকল) জগৎ (জগৎকে) আপূর্য্য (ব্যাপিয়া) প্রতপন্তি (সন্তপ্ত করিতেছে)॥ ৩০॥

বঙ্গানুবাদ। হে বিষ্ণো। তুমিও যেন সমগ্র লোকের গ্রাসাভিলাষী হইয়া নিজ প্রদীপ্ত বদন বিস্তার করিয়া বীরবর্গকে ভক্ষণ করিতেছ; এবং তোমার অত্যুগ্র দীপ্তি সমস্ত জগৎকে সন্তপ্ত করিতেছে॥ ৩০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্বং পুনঃ—লেলিহ্যস ইতি। লেলিহ্যসে আস্বাদয়সি। গ্রসমানোঽন্তঃ প্রবেশয়ন্। সমন্তাৎ সমন্ততঃ। লোকান্ সমগ্রান্ সমস্তান্। বদনৈর্বক্ত্রৈঃ জ্বলদ্ভির্দীপ্যমানৈঃ। তেজোভিরাপূর্য্য সংব্যাপ্য জগৎ। সমগ্রং সহাগ্রেণ। সমস্তমিত্যেতৎ। কিঞ্চ ভাসো দীপ্তয়স্তবোগ্রাঃ ক্রূরাঃ প্রতপন্তি সন্তাপং কুর্ব্বন্তি। হে বিষ্ণো ব্যাপনশীল॥ ৩০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ সমস্তাৎ কিম্। অত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানো গিলন্। সমগ্রাঁল্লোকান্ সর্ব্বানেতান্ বীরান্। সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ। লেলিহ্যসেঽতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভির্বিস্ফুরণৈঃ সমগ্রং জগদ্ব্যাপ্য তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি॥ ৩০॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! বীরগণই যে কেবল মরিবার জন্য আপনা-আপনি ছুটিয়া আসিতেছে, তাহা নহে; তনিও তাহাদের বিনাশেচ্ছু। তোমার গ্রাসেচ্ছার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহারা বেগে আসিতেছে; আর তুমি নিজ প্রদীপ্ত বদনে সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই সংহারময়ী দীপ্তির তেজে জগৎ নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে॥ ৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। উগ্ররূপঃ (উগ্রমূর্ত্তিধারী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে)—[ইহা] মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল)। তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (প্রণাম হউক), দেববর (হে দেববর!) প্রসীদ (প্রসন্ন হও)। আদ্যং (আদিপুরুষ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করিতেছি); হি (যে হেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (বৃত্তান্ত) ন প্রজানামি (জানি না)॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে ভগবন্] এই উগ্রমূর্ত্তিধারী তুমি কে, ইহা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হও। সর্ব্বকারণস্বরূপ তোমাকে জানিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে, কেননা তোমার চেষ্টা-চরিত্র আমি কিছুই জানি না ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমুগ্রস্বভাবোঽতঃ—আখ্যাহীতি। আখ্যাহি কথয়। মে মহ্যং। কো ভবানেবমুগ্ররূপোঽতিক্রূরাকারঃ? নমোঽস্তু তে তুভ্যম্। হে দেববর দেবানাং প্রধান। প্রসীদ প্রসাদং কুরু। বিজ্ঞাতুং। বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি—ভবন্তমাদ্যম্। আদৌ ভবমাদ্যম্। ন হি যস্মাৎ প্রজানামি তব স্বদীয়াং প্রবৃত্তিং চেষ্টাম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ কঃ?—ইত্যাখ্যাহি কথয়। তে তুভ্যং নমোঽস্তু। হে দেববর প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং—কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি—ন জানামি। এবংভূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! তুমি যে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছ, ইহা দেখিয়া তোমাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে দেবোত্তম! তুমি কি প্রলয়কারী মহারুদ্র বা প্রলয়ানল, অথবা মহামৃত্যু, কিংবা কালান্তক, বা পরম পুরুষ, অথবা আর কিছু? তুমি তোমার স্বরূপ পরিষ্কার করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও। তুমি জগদ্‌গুরু, আমি তোমার অনুগত শিষ্য—ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। আমি তোমার সখা ও শিষ্য হইয়াও তোমার অলৌকিক তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ তোমার তত্ত্ব তুমি অনুগ্রহ করিয়া না বুঝাইয়া দিলে কেহই নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টা দ্বারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। তোমার অনন্ত রূপ—অনন্ত ভাব—অনন্ত চেষ্টা ও অলৌকিক প্রকৃতি কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাই

শ্রীভগবানুবাচ।

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা * ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২॥

বলিতেছি, হে ত্রিলোকনাথ। তোমার এই বিকট বিশ্বরূপের নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর॥ ৩১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। [আমি] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কারী) প্রবৃদ্ধঃ (অতিভীষণ) কালঃ (কালস্বরূপ) অস্মি (হই), লোকান্ (লোকসকলকে) সমাহর্ত্তুন্ (সংহার করিতে) ইহ (এক্ষণে) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি)। ত্বা ঋতে অপি (তোমা ব্যতীতও—তুমি না মারিলেও) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ পক্ষে) যে যোধাঃ (যে বীরগণ) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত) সর্ব্বে অপি (সকলেই) ন ভবিষ্যন্তি (থাকিবে না)॥ ৩২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, আমি লোকক্ষয়কারী সাক্ষাৎ কালস্বরূপ; আপাততঃ দুর্য্যোধনাদিকে ভক্ষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃগণের মধ্যে কেহই জীবিত থাকিবে না॥ ৩২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কালোঽস্মীতি। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ। লোকানাং ক্ষয়ং করোতীতি লোকক্ষয়কৃৎ। প্রবৃদ্ধঃ প্রবৃদ্ধিং গতঃ। যদর্থং প্রবৃত্তস্তচ্ছৃণু—লোকান্ সমাহর্ত্তুং সংহর্ত্তুমিহাস্মিন্ কালে প্রবৃত্তঃ। ঋতেঽপি বিনাঽপি ত্বা ত্বাং। ন ভবিষ্যন্তি ভীষ্মদ্রোণকর্ণপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে। যেভ্যস্তবাশঙ্কা। যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষ্বনীকমনীকং প্রতি প্রত্যনীকেষু প্রতিপক্ষভূতেষ্বনীকেষু। যোধা যোদ্ধারঃ॥ ৩২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সন্ ভগবানুবাচ—কাল ইতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্ত্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুৎকটঃ কালোঽস্মি। লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্ত্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি। অত ঋতেঽপি ত্বাং—হন্তারং বিনাঽপি—ন ভবিষ্যন্তি ন জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যা এতে তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে? প্রত্যনীকেষু—অনীকানি অনীকানি প্রতি—ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্ব্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্ব্বেঽপি॥ ৩২॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন। সমস্ত প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া আমিই আবার তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি। দুর্য্যোধনাদি দুষ্প্রবৃত্তির জন্য আমার সংহারিণী মায়ার

---

* ঋতেঽপি ত্বামিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

শাসনাধীন হইয়াছে। কেবল দুর্য্যোধনাদি নহে, তুমি যে ভীষ্ম দ্রোণাদির বধার্থ শঙ্কিত হইতেছ, দুষ্ট পক্ষীয় সেই মহারথিবর্গেরও এবার নিস্তার নাই। তুমি যুদ্ধ কর আর নাই কর, আমার সংহারমায়ার উগ্রতেজে এবার তাঁহারা সকলেই দেহ ত্যাগ করিবেন ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (অতএব) ত্বম (তুমি) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধার্থ উত্থিত হও), যশঃ (যশ) লভস্ব (লাভ কর), শত্রূন (শত্রুদিগকে) জিত্বা (জয় করিয়া) সমৃদ্ধং (নিষ্কণ্টক) রাজ্যং (রাজ্য) ভুঙ্‌ক্ষ্ব (ভোগ কর); ময়া (মৎকর্ত্তৃক) এতে (ইহারা) পূর্ব্বম এব (পূর্ব্বেই) নিহতাঃ (নিহত হইয়াছে); সব্যসাচিন (হে সব্যসাচিন!) [তুমি] নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্র) ভব (হও) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব তুমি যুদ্ধার্থ সমুত্থিত হও, বিজয়যশোরাশি লাভ কর; শত্রুবর্গকে পরাভব করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। হে সব্যসাচিন্! দেখিলে তো, তোমার যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তোমার শত্রুগণকে আমি সংহার করিয়া রাখিয়াছি; তমি তাহাদের মরণের নিমিত্তমাত্র হও ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং—তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ। ভীষ্মদ্রোণপ্রভৃতয়োঽতিরথা অবস্থিতা অজেয়া দেবৈরপ্যর্জ্জুনেন জিতাঃ—ইতি যশো লভস্ব। কেবলং পুণ্যৈর্হি তৎ প্রাপ্যতে। জিত্বা শত্রূন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধমসপত্নমকণ্টকম। ময়ৈবৈতে নিহতা নিশ্চয়েন হতাঃ প্রাণৈর্বিয়োজিতাঃ পূর্ব্বমেব। নিমিত্তমাত্রং ভব ত্বং। হে সব্যসাচিন। সব্যেন বামেনাপি হস্তেন শরাণাং ক্ষেপ্তা সব্যসাচীত্যুচ্যতেঽর্জ্জুনঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জ্জুনেন নির্জ্জিতা ইত্যেবংভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি। অযত্নতশ্চ শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্‌ক্ষ্ব। এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াঃ। তথাঽপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন। সব্যেন বামেন হস্তেন সচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন! তুমি ভীত বা বিষণ্ণ হইও না। যে ভীষ্ম-দ্রোণ আদিকে জয় করিতে ইন্দ্রাদিও শঙ্কিত হন, সেই বীরবর্গ তোমার অল্প যুদ্ধেই হত হইবেন। ইহাতে তোমার বীরত্বের মহাযশঃ ঘোষিত হইবে। অযত্নসুলভ এমন যশঃ তুমি কেন পরিত্যাগ করিতেছ? তুমিই যদি ইহাদের বধের একমাত্র কারণ হইতে, তাহা হইলে এ অনর্থপাত অন্য

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

তোমাকে উৎসাহিত করিতাম না, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মদোষে তাঁহারা আমার সংহার মায়ার তীব্র তেজে যখন সকলে আপনা আপনিই দগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন তখন তোমার চিন্তা কি? কেবল লোকদৃষ্টিতে তুমি তাঁহাদিগকে বধ করিবে মাত্র। বস্তুতঃ তুমি বধকারী নও এবং বধজন্য পাপভাগীও হইবে না। তুমি না মারিলেও তাঁহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব নির্ব্বোধের ন্যায় এই অনায়াসে যশোলাভের শুভ অবসর পরিত্যাগ করিও না। যুদ্ধ করিলেই তোমার নিশ্চয় জয় হইবে। তবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন? উঠ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। ভীষ্মাদিকেও দুর্জ্জয় মনে করিও না, কেননা, আমি পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে সংহার করিয়া রাখিয়াছি। কাকতালীয়বৎ তুমি কারণ মাত্র হইয়া বিজয়বিখ্যাতি লাভ কর।

অর্জ্জুন বাম হস্তেও শর সন্ধান করিতে পারিতেন বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে 'সব্যসাচিন্' বলিয়া সম্বোধন করিলেন—অর্থাৎ যাঁহার এত পরাক্রম—বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই সমান শরসন্ধানে যিনি সমর্থ ভীষ্মাদিকে পরাভূত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ময়া (আমাকর্ত্তৃক) হতান্ (হত) দ্রোণং চ (দ্রোণ) ভীষ্মং চ (ভীষ্ম) জয়দ্রথং চ (জয়দ্রথ) কর্ণং চ (ও কর্ণ) তথা (এবং) অন্যান্ (অন্যান্য) যোধবীরান্ অপি (যোদ্ধৃগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (বধ কর), মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না), রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (শত্রুদিগকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে), [অতএব] যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ আদিকে আমি স্বরূপতঃ বধ করিয়া রাখিয়াছি; তুমি বহির্দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে বধ কর। তুমি ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কর। তুমি নিশ্চয়ই এই সংগ্রামে শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্রোণং চেতি। যেষু যেষু যোধেষ্বর্জ্জুনাশঙ্কাসীৎ তাংস্তান্ সর্ব্বান্ ব্যপদিশতি ভগবান্—ময়া হতানিতি। তত্র দ্রোণভীষ্ময়োস্তাবৎ প্রসিদ্ধমাশঙ্কা-কারণম্। দ্রোণো ধনুর্ব্বেদাচার্য্যো দিব্যাস্ত্রসম্পন্নঃ। আত্মনশ্চ বিশেষতো গুরুর্গরিষ্ঠঃ। ভীষ্মশ্চ স্বচ্ছন্দমৃত্যুর্দিব্যাস্ত্রসম্পন্নশ্চ। পরশুরামেণ দ্বন্দ্বযুদ্ধমগমৎ। ন চ পরাজিতঃ। তথা জয়দ্রথোঽপি। যস্য পিতা তপশ্চরতি—মম পুত্রস্য শিরো ভূমৌ পাতয়িষ্যতি যস্তস্যাপি শিরঃ পতিষ্যতীতি। কর্ণোঽপি বাসবদত্তয়া শক্ত্যা ত্বমোঘয়া সম্পন্নঃ সূর্য্যপুত্রঃ কানীনো যতোঽতস্তন্নাম্নৈব নির্দ্দিশতি। ময়া হতাংস্ত্বং জহি নিমিত্তমাত্রেণ। মা ব্যথিষ্ঠাঃ। তেভ্যো ভয়ং মা কার্ষীঃ। যুধ্যস্ব জেতাসি দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্। রণে যুদ্ধে। সপত্নান্ শত্রূন্ ॥ ৩৪ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নচৈতদ্বিদ্যঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুরিত্যাশঙ্ক্য। সাঽপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতাংস্ত্বং জহি ঘাতয়। মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ। সপত্নাঙ্শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি। ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, দ্রোণাচার্য্য ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট ও ধনুর্ব্বেদাচার্য্য এবং আমাদের গুরু, সুতরাং দুর্জ্জয়; ভীষ্মদেব ইচ্ছামৃত্যু ও দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন, পরশুরামও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারেন নাই, সুতরাং তিনিও অজেয়; জয়দ্রথ স্বয়ং শিবভক্ত; বিশেষতঃ তাঁহার পিতা বৃদ্ধক্ষত্র এই সংকল্প করিয়া তপস্যা করিতেছেন যে, যে যোদ্ধা তাঁহার পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, তাহারও মস্তক তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া পড়িবে; অতএব তাঁহাকে কিরূপে বধ করিব? কর্ণ সাক্ষাৎ সূর্য্যসদৃশ তেজীয়ান্ ও অক্ষয়কবচকুণ্ডলধারী, তাঁহাকেও বধ করা কঠিন; আবার কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি বীরগণও নিতান্ত সামান্য নহেন। এ সমস্ত বীরবর্গকে নিহত করা কি সহজ হইবে? এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! তোমার আশঙ্কাস্পদ বীরবর্গ তো কালকবলিত। মৃত ব্যক্তিকে মারিতে তোমার পরিশ্রমই বা কি? ভয় ও ভাবনাই বা কি? বৃথা চিন্তিত বা ভীত হইও না। যখন যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া আসিয়াছ, তখন কাপুরুষের ন্যায় নিবৃত্ত না হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; তোমার নিশ্চয়ই জয় হইবে। ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন)। কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং (কথা) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পিতকলেবর) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (কৃতাঞ্জলি হইয়া) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) নমস্কৃত্য (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ (অতিভীত চিত্তে) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ভূয়ঃ এব (পুনর্ব্বার) সগদ্গদম্ (গদ্গদভাবে) আহ (বলিলেন)। ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, [হে ধৃতরাষ্ট্র!] কিরীটী অর্জ্জুন ভগবানের এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে, অত্যন্ত ভীত হইতেও ভীতিবিহ্বলচিত্তে, নমস্কারপূর্ব্বক নম্রতাসহ গদ্গদভাবে বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতচ্ছ্রুত্বেতি বচনং কেশবস্য পূর্ব্বোক্তং। কৃতাঞ্জলিঃ সন্

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

বেপমানঃ কম্পমানঃ। কিরীটী। নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরেবাহোক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্গদং। সহ গদ্গদয়া বাচা মন্দশব্দেন। ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাদশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ। ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ স গদ্গদঃ। তেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং বচনম্ আহেতি বচনক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। ভীতভীতঃ পুনঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্। প্রণম্য প্রহ্বীভূয়। আহেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ।

অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাভিপ্রায়ম্। কথং? দ্রোণাদিষ্বর্জ্জুনেন নিহতেষ্বজয্যেষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়ো দুর্য্যোধনো নিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতি। ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতীতি। তদপি নাশ্রৌষীদ্ধৃতরাষ্ট্রঃ। ভবিতব্যবশাৎ॥ ৩৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মমো যদুক্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ— এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীট্যর্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহোক্তবান্। কথমাহ? হর্ষভয়াদ্যাবেশবশাদ্গদ্গদেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা। কিঞ্চ ভীতোঽপি ভীতঃ সন্ প্রণম্যাবনতো ভূত্বা॥ ৩৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি নিহত হইলে নিরাশ্রয় দুর্য্যোধনের নিশ্চয় পতন হইবে, অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ব্যতীত আর আমাদের কল্যাণ নাই—যখন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রদত্তকিরীটধারী অর্জ্জুন ভগবান্‌কে নিজ সহায় বোধে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিনয় ও সম্ভ্রম সহ আরও কি কি বলিলেন তাহা শ্রবণ করুন॥ ৩৫॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ!) তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের দ্বারা) জগৎ (জগৎ) প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হয়), অনুরজ্যতে চ (ও অনুরাগ লাভ করে), রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগ্দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে), সর্ব্বে (সকল) সিদ্ধসংঘাঃ চ (সিদ্ধ মহাত্মগণ) (তোমাকে) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন)—(এ সমস্তই) স্থানে (যুক্তিযুক্ত)॥ ৩৬॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

সমস্ত জগৎ যে প্রহৃষ্ট হয় ও অনুরাগলাভ করে, রাক্ষসকুল যে ভয়ে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করে, সিদ্ধমহাত্মগণ যে তোমাকে নমস্কার করেন—এ সমস্তই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্থান ইতি। স্থানে যুক্তং। কিং তৎ? তব প্রকীর্ত্ত্যা ত্বন্মাহাত্ম্যকীর্ত্তনেন শ্রুতেন হৃষীকেশ যজ্জগৎ প্রহৃষ্যতি প্রহর্ষমুপৈতি—তৎ স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। অথবা বিষয়বিশেষণং স্থান ইতি। যুক্তো হর্ষাদিবিষয়ো ভগবান্। যত ঈশ্বরঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভূতসুহৃচ্চেতি। তথানুরজ্যতে চানুরাগমুপৈতি। তচ্চ বিষয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। কিঞ্চ রক্ষাংসি ভীতানি ভয়াবিষ্টানি দিশো দ্রবন্তি গচ্ছন্তি। তচ্চ স্থানে বিষয়ে। সর্ব্বে নমস্যন্তি নমস্কুর্ব্বন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ। সিদ্ধানাং সংঘাঃ সমুদায়াঃ কপিলাদীনাম্। তচ্চ স্থান ইতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্থান ইত্যেকাদশভির্ব্বর্জ্জুনস্যোক্তিঃ। স্থানে—ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ যত এবং ত্বমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ। অতস্তব প্রকীর্ত্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি। কিন্তু জগৎ সর্ব্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি। এতৎ তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। তথা জগদনুরজ্যতে চানুরাগমুপৈতি—ইতি যৎ। তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে—ইতি যৎ সর্ব্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সংঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তি—ইতি যৎ। এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব। ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্। তুমি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক, অদ্ভুতপ্রভাবশালী ও ভক্তবৎসল। তোমার গুণগাথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া সকল প্রাণী আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেই তো। তুমি যে বলিয়াছ, দুষ্টগণের সংহার জন্য তোমার আবির্ভাব, ইহা শুনিয়া রাক্ষসগণ যে ভয়ে পলায়ন করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার তোমার কৃপায় মোহিত হইয়া ও তোমার রাক্ষস-বিনাশ-প্রতিজ্ঞা শুনিয়া দেব, ঋষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণ আদি যে তোমাকে নমস্কার করিবেন, তাহাও তো বিচিত্র নহে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাত্মন্ (হে মহাত্মন্!) অনন্ত (হে অনন্ত!) দেবেশ (হে দেবেশ!) জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস!) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও) গরীয়সে (গুরুতর) আদিকর্ত্রে চ (ও আদিকর্ত্তা) তে (তোমাকে) [দেবগণ] কস্মাৎ (কেন) ন নমেরন্ (নমস্কার না করিবেন)? সৎ (ব্যক্ত) অসৎ (অব্যক্ত) পরং (সৎ ও অসতের অতীত) যৎ অক্ষরং (যে অক্ষর ব্রহ্ম) তৎ চ (তাহাও) ত্বং (তুমি) ॥ ৩৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

বেপমানঃ কম্পমানঃ। কিরীটী। নমস্কৃত্য ভূয়ঃ পুনরেবাহোক্তবান্ কৃষ্ণং সগদ্গদং। সহ গদগদয়া বাচা মন্দশব্দেন। ভয়াবিষ্টস্য দুঃখাভিঘাতাৎ স্নেহাবিষ্টস্য চ হর্ষোদ্ভবাদশ্রুপূর্ণনেত্রত্বে সতি শ্লেষ্মণা কণ্ঠাবরোধঃ। ততশ্চ বাচোঽপাটবং মন্দশব্দত্বং যৎ স গদগদঃ। তেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদগদং বচনম্ আহেতি বচনক্রিয়াবিশেষণমেতৎ। ভীতভীতঃ পুনঃ পুনর্ভয়াবিষ্টচেতাঃ সন্। প্রণম্য প্রহ্বীভূয়। আহেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ।

অত্রাবসরে সঞ্জয়বচনং সাভিপ্রায়ম্। কথং? দ্রোণাদিষ্বর্জ্জুনেন নিহতেষ্বজয্যেষু চতুর্ষু নিরাশ্রয়ো দুর্যোধনো নিহত এবেতি মত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জয়ং প্রতি নিরাশঃ সন্ সন্ধিং করিষ্যতি। ততঃ শান্তিরুভয়েষাং ভবিষ্যতীতি। তদপি নাশ্রৌষীদ্ধৃতরাষ্ট্রঃ। ভবিতব্যবশাৎ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মনো যদ্বৃত্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। এতৎ পূর্ব্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটার্জ্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সংপুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহোক্তবান্। কথমাহ? হর্ষভয়াদ্যাবেশবশাদ্গদ্গদেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা। কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্যাবনতো ভূত্বা ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও জয়দ্রথাদি নিহত হইলে নিরাশ্রয় দুর্যোধনের নিশ্চয় পতন হইবে, অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি ব্যতীত আর আমাদের কল্যাণ নাই—যখন ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ ভাবিতেছেন, তখন সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রদত্তকিরীটধারী অর্জ্জুন ভগবান্কে নিজ সহায় বোধে প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিনয় ও সম্ভ্রম সহ আরও কি কি বলিলেন তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। উর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ!) তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের দ্বারা) জগৎ (জগৎ) প্রহৃষ্যতি (প্রহৃষ্ট হয়), অনুরজ্যতে চ (ও অনুরাগ লাভ করে), রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিগ্দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে), সর্ব্বে (সকল) সিদ্ধসংঘাঃ চ (সিদ্ধ মহাত্মগণ) (তোমাকে) নমস্যন্তি (নমস্কার করেন)—(এ সমস্তই) স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যকীর্ত্তনে

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

তুমিই বিশ্বের একমাত্র নিধান, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই জ্ঞেয়বস্তু, তুমি পরম ধাম, ও তুমি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি স্তৌতি—ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবঃ। জগতঃ স্রষ্টৃত্বাৎ। পুরুষঃ পুরি শয়নাৎ। পুরাণশ্চিরন্তনঃ। ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং প্রকৃষ্টং নিধানং—নির্ধীয়তেঽস্মিন জগৎ সর্ব্বং মহাপ্রলয়াদাবিতি। কিঞ্চ বেত্তাঽসি বেদিতাঽসি সর্ব্বস্যৈব বেদ্যজাতস্য। যচ্চ বেদ্যং বেদনার্হং তচ্চাসি ত্বম। পরমং চ ধাম পরমং পদং বৈষ্ণবম। ত্বয়া ততং ব্যাপ্তং বিশ্বং সমস্তম্। হে অনন্তরূপ। অন্তো ন বিদ্যতে তব রূপাণাম্॥৩৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ত্বমাদিদেব ইতি। ত্বমাদিদেবো দেবানামাদিঃ। যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্। অত এব ত্বমস্য পরং নিধানং লয়স্থানম্। তথা বিশ্বস্য বেত্তা জ্ঞাতা ত্বম্। যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরং চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি। অত এব হে অনন্তরূপ ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্। এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। *হে অসীমসত্তাস্বরূপ! তুমি সকল সৃষ্টির আদি, তুমি অনাদি,* অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে তুমিই পুরুষপদবাচ্য; পুর—শরীর মাত্রেই অন্তরাত্মা রূপে তোমারই স্থিতি। তুমিই জগতের লয়স্থান, তুমি জগতের সকলই জ্ঞাত আছ, আবার তোমাকেই জ্ঞাত হইবার জন্য জগৎ ব্যাকুল। তুমিই সচ্চিদানন্দঘন অবিদ্যাবৰ্জ্জিত বিষ্ণুর পরম পদ। হে বিশ্বরূপ। রজ্জু যেমন সর্পভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি, তদ্রূপ সৎস্বরূপ তোমাতেই এই অসৎ জগৎ রূপ ভ্রম জন্মিতেছে। বস্তুতঃ জগতে ওতপ্রোতভাবে তোমারই সত্তা বিদ্যমান ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ত্বং (তুমি) বায়ুঃ (বায়ু), যমঃ (যম), অগ্নিঃ (অগ্নি), বরুণঃ (বরুণ), শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মার জনক), [অতএব] তে (তোমাকে) সহস্রকৃত্বঃ (সহস্রবার) নমঃ অস্তু (নমস্কার হউক)। পুনঃ চ (পুনর্ব্বার) নমঃ (নমস্কার); ভূয়ঃ অপি (পুনর্ব্বার) তে (তোমাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার)॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ রূপ সকল দেবতাই তুমি। তোমাকে সহস্র সহস্র বার নমস্কার করি। হে ভগবন্! তোমাকে পুনঃ বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—বায়ুরিতি। বায়ুস্ত্বং। যমশ্চ। অগ্নিঃ। বরুণোঽপাং

> ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
> স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
> বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
> ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাত্মন্! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি ব্রহ্মারও গুরু ও জনক। তোমাকে দেবগণ কেনই বা নমস্কার না করিবেন? হে ভগবন্! তুমি সৎ তুমি অসৎ; আবার তুমি উভয়েরই অতীত অক্ষর ব্রহ্ম ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবতো হর্ষাদিবিষয়ত্বে হেতুং দর্শয়তি—কস্মাচ্চেতি। কস্মাচ্চ হেতোস্তেতুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কুর্য্যুর্হে মহাত্মন্। গরীয়সে গুরুতরায়। যতো ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্যাপ্যাদিকর্ত্তা কারণম্। অতস্তস্মাদাদিকর্ত্রে কথমেবং তে ন নমস্কুর্য্যুঃ? অতো হর্ষাদীনাং নমস্কারস্য চ স্থানং ত্বমর্হঃ। বিষয় ইত্যর্থঃ। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। ত্বমক্ষরং তৎ পরং যদ্বেদান্তেষু শ্রূয়তে। কিং তৎ? সদসদিতি। সদ্বিদ্যমানম্। অসচ্চ যত্র নাস্তীতি বুদ্ধিঃ। তে উপাধিভূতে সদসতী যস্যাক্ষরস্য। যদ্দ্বারেণ সদসদিত্যুপচর্য্যতে। পরমার্থতস্তু সদসতোঃ পরং তদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি। তৎ ত্বমেব। নান্যদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে মহাত্মন্। হে অনন্ত। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস। কস্মাদ্ধেতোস্তে তুভ্যং ন তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ? কথংভূতায়? ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায়। আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়। কিঞ্চ সদ্ব্যক্তম্। অসদব্যক্তং। তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম। তচ্চ ত্বমেব। এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্ব্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে পরমোদারচিত্ত। হে দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্য। হে হিরণ্যগর্ভাদিদেবতাগণেরও নিয়ন্তা। হে জগতের আশ্রয়স্বরূপ। তুমি জগদ্বিধাতারও পরম গুরু ও সৃষ্টিকর্তা। এইজন্য সকল দেবতাই তোমাকে নমস্কার করেন। আবার অস্তি ও নাস্তি পদের প্রত্যয়ভূত পদার্থও তুমি, এবং গম্য ও অগম্যও তুমি। তোমাকে যে সকলে নমস্কার বা অনুরাগ করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনন্তরূপ (হে অনন্তরূপ!) ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ (আদিদেব) পুরাণঃ পুরুষ (পুরাণ পুরুষ)। অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (একমাত্র) নিধানম্ (লয়স্থান)। [তুমি] বেত্তা (জ্ঞাতা), বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়), পরং ধাম চ (ও পরম ধাম) অসি (হও)। ত্বয়া (তোমার দ্বারা) বিশ্বং (জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অনন্তরূপ! তুমিই আদিদেব, তুমিই পুরাণ পুরুষ,

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥

স্থিতায় হে সর্ব্ব। অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ—অনন্তং বীর্য্যমস্য। অমিতো বিক্রমোঽস্য। বীর্য্যং সামর্থ্যং। বিক্রমঃ পরাক্রমঃ। বীর্য্যবানপি কশ্চিচ্ছত্রুবধাদিবিষয়ে ন পরাক্রমতে। মন্দপরাক্রমো বা। ত্বং ত্বনন্তবীর্য্যোঽমিতবিক্রমশ্চেত্যনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ। সর্ব্বং সমস্তং জগৎ সমাপ্নোষি সম্যগেকেনাত্মনা ব্যাপ্নোষি যতস্ততস্তস্মাদসি ভবসি সর্ব্বস্ত্বম। ত্বয়া বিনাভূতং ন কিঞ্চিদস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ভক্তিশ্রদ্ধাতয়াতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব্ব সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্ব্বাত্ম-কত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য তথা। অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য সঃ। এবংভূতস্ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্ব্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। সুবর্ণমিব কটক-কুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে। ততঃ সর্ব্বস্বরূপোঽসি ॥ ৪০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান স্বরূপতঃ আদ্যন্তপরিচ্ছেদশূন্য, তাঁহার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ নাই। তবে ভক্তগণ তাঁহাকে সকল কর্ম্মেরই আদি, মধ্য ও অন্ত স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। এই জন্য অর্জ্জুন সকল কর্ম্মের আদিতে তাঁহার সম্মুখ ভাগ, অন্তে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ ও মধ্যে তাঁহার সর্ব্বতোবিদ্যমানতা দর্শন করিয়াই তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে ও চারিদিকে নমস্কার করিলেন। তাঁহার কায়িক বল, রূপ, বীর্য্য ও শিক্ষার, এবং শস্ত্রাদির প্রয়োগকুশলতারূপ বিক্রমের সীমা নাই। তিনি নিজ সত্তাস্ফুরণ দ্বারা জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এই জন্য তিনি কোনও বস্তুবিশেষের নামে অভিহিত না হইয়া "সর্ব্ব" নামে আখ্যাত হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা) ইদং চ (ও এই) [বিশ্বরূপ] অজানতা (না জানিয়া) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (সখা ভাবিয়া) হে কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ।) হে যাদব (হে যাদব।) হে সখে (হে সখে।) ইতি (এইরূপ) প্রসভং (হঠাৎ) যৎ (যাহা) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে ভগবন্!] তোমার এই বিশ্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যমহিমা না জানিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! এইরূপ লৌকিক সম্বন্ধবুদ্ধিতে যাহা কিছু সামান্য ব্যবহার করিয়াছি [তুমি আমার তজ্জনিত অপরাধ ক্ষমা কর] ॥ ৪১ ॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ৪০ ॥

পতিঃ। শশাঙ্কশ্চন্দ্রমাঃ। প্রজাপতিস্ত্বং কশ্যপাদিঃ। প্রপিতামহশ্চ—পিতামহস্যাপি পিতা প্রপিতামহঃ। ব্রহ্মণোঽপি পিতেত্যর্থঃ। নমো নমস্তে তুভ্যমস্তু সহস্রকৃত্বঃ। পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে। বহুশো নমস্কারক্রিয়াঽভ্যাবৃত্তিগণনং কৃত্বসুচোচ্যতে। পুনশ্চ ভূয়োঽপীতি শ্রদ্ধাভক্ত্যতিশয়াদপবিতোষমাত্মনো দর্শয়তি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইতশ্চ সর্ব্বৈস্ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্ব্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তুবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায়্বাদিরূপস্তুমিতি সর্ব্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্। প্রজাপতিঃ পিতামহঃ। তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্। অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু। পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু। ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে ভগবন্! তুমিই বায়ুরূপে প্রবাহিত হইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছ; তুমিই যমরূপে আবার তাহাদিগকে সংহার করিতেছ। তুমিই তেজোরূপে জগৎকে উত্তপ্ত করিতেছ; আবার জলরূপে সকলকে শীতল করিতেছ। সূর্য্য ও চন্দ্ররূপে তুমিই জগৎকে প্রকাশিত করিতেছ। তুমি প্রজাসমূহ সৃষ্টি করিতেছ। তুমি সকলেরই প্রণম্য। আমি তোমাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বারংবার নমস্কার করিতেছি। তোমাকে যত বারই প্রণাম করি, কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি হইতেছে না—প্রাণ মন যেন আরও প্রণাম করিতে চাহিতেছে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্ব (হে সর্ব্ব!) তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (অনন্তর) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাদ্ভাগে) নমঃ (নমস্কার)। তে (তোমার) সর্ব্বতঃ এব (চতুষ্পার্শ্বে) নমঃ অস্তু (নমস্কার হউক)। ত্বম্ (তুমি) অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ (অনন্তবীর্য্য ও অসীম-বিক্রমযুক্ত) সর্ব্বং (নিখিল বিশ্বকে) সমাপ্নোষি (ব্যাপিয়া আছ), ততঃ (এই জন্য) সর্ব্বঃ (সর্ব্বস্বরূপ) অসি (হও) ॥ ৪০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে সর্ব্বস্বরূপ! আমি তোমার সম্মুখভাগে নমস্কার করি, তোমার পশ্চাদ্ভাগে নমস্কার করি, এবং তোমার চতুষ্পার্শ্বেই নমস্কার করি। তুমি অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম, এবং তুমি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। এই জন্য তুমি 'সর্ব্ব' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা—নমঃ পুরস্তাদিতি। নমঃ পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি তুভ্যম্। অথ পৃষ্ঠতস্তে পৃষ্ঠতোঽপি চ তে। নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্বাসু দিক্ষু সর্ব্বত্র

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

ভবপি। ক্ব? বিহারশয্যাসনভোজনেষু। বিহরণং বিহারঃ পাদব্যায়ামঃ। শয়নং শয্যা। আসননাস্থায়িকা। ভোজনমদনম। ইত্যেতেষু বিহারশয্যাসনভোজনেষু। একঃ পরোক্ষঃ সন্নসংকৃতোঽসি পরিভূতোঽসি। অথবাপি হে অচ্যুত তৎসমক্ষম্। তচ্ছব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণার্থঃ। প্রত্যক্ষং বাসৎকৃতোঽসি। তৎ সর্ব্বাপরাধজাতং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ে ত্বামহম্। অপ্রমেয়ং প্রমাণাতীতম ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি। এক একলঃ। সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি। তৎ সর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়মচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্রীড়ার সময়ে, শয্যায় শয়নকালে আসনে বসিবার সময়ে, এবং সজাতীয় বহুজনমণ্ডলীতে একত্র ভোজন কালে, অথবা যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একাকী বিশ্রাম করিতেন, কিংবা যখন তিনি মিত্রমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, অর্জ্জুন হয়তো সেই সেই সময়ে কত উপহাসের কথা বলিয়াছিলেন, তাই এখন তাঁহার নিকট বিনীতভাবে বলিতেছেন, তুমি অচিন্ত্যপ্রভাবশালী, তুমি নির্ব্বিকার ও পরম দয়ালু, আমার অজ্ঞানকৃত সমস্ত ত্রুটি ক্ষমা কর ॥ ৪২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অপ্রতিমপ্রভাব (হে অপ্রতিমপ্রভাব!) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) *চরাচরস্য (চরাচর) লোকস্য (লোকের) পিতা (জনক), পূজ্যঃ (পূজ্য) গুরুঃ (গুরু)* গরীয়ান্ চ (ও গুরুতর) অসি (হও)। অতঃ (অতএব) লোকত্রয়ে (ত্রিজগতে) ত্বৎসমঃ অপি (তোমার তুল্যও) ন অস্তি (কেহ নাই)। [তোমা হইতে] অভ্যধিকঃ (গুরুতর) অন্যঃ (অন্য) কুতঃ (কোথায়)? ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অনুপমপ্রভাবশালিন্! এই চরাচর সমস্ত লোকের তুমি পিতা; তুমি পূজ্য গুরু, এবং গুরু হইতেও তুমি গুরুতর। ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহ নাই; তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেই বা হইতে পারে? ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম। যতস্ত্বং—পিতাসীতি। পিতাসি জনয়িতাসি। লোকস্য প্রাণিজাতস্য। চরাচরস্য স্থাবরজঙ্গমস্য। ন কেবলং ত্বমস্য জগতঃ পিতা। পূজ্যশ্চ পূজার্হঃ। যতো গুরুঃ গরীয়ান্ গুরুতরঃ। কস্মাদ্ গুরুতরত্বমিতি? আহ—ন চ ত্বৎসমস্তুল্যোঽন্যোঽস্তি। ন হীশ্বরদ্বয়ং সম্ভবতি। অনেকেশ্বরত্বে ব্যবহারানুপপত্তেঃ। ত্বৎসম এব তাবদন্যো ন

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যতোঽহং ত্বন্মাহাত্ম্যাপরিজ্ঞানাদপরাদ্ধোঽতঃ—সখেতি। সখা সমানবয়া ইতি মত্বা জ্ঞাত্বা বিপরীতবুদ্ধ্যা প্রসভমভিভূয়-প্রসহ্য যদুক্তং—হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ—অজানতাঽজ্ঞানিনা মূঢেন। কিমজানতেতি? আহ—মহিমানং মাহাত্ম্যং তবেদমীশ্বরস্য বিশ্বরূপম্। তবেদং মহিমানমজানতেতি? বৈয়ধিকরণ্যেন সম্বন্ধঃ। তবেমমিতি পাঠো যদ্যস্তি তদা সামানাধিকরণ্যমেব। ময়া প্রমাদাদ্বিক্ষিপ্তচিত্ততয়া। প্রণয়েন বাপি—প্রণয়ো নাম স্নেহনিমিত্তো বিস্রম্ভস্তেনাপি কারণেন—যদুক্তবানস্মি ॥ ৪১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতীতি শ্লোকাভ্যাম্। ত্বং প্রাকৃতঃ সখেত্যেবং মত্বা প্রসভং হঠাৎ তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ? হে কৃষ্ণ-হে যাদব—হে সখেতি চ। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদং চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিলেও সমবয়স্কতা ও সখ্য জন্য তাঁহাকে হয়তো আপনার সাধারণ মাতুলপুত্র বোধে কখন যাদব, কখনও কৃষ্ণ, কখনও বা সখা বলিয়া লৌকিক বুদ্ধিতে ইতিপূর্ব্বে ঈশ্বরানুচিত সম্বোধন করিয়াছেন। এক্ষণে দিব্য দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ দর্শনে আপনাকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বোধে ক্ষুব্ধ হইয়া নিজ পূর্ব্বকৃত স্পর্দ্ধা ও ধৃষ্টতা জন্য ক্ষমা চাহিলেন ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অচ্যুত (হে অচ্যুত!) বিহারশয্যাসনভোজনেষু (বিহার, শয়ন, উপবেশন ও আহার বিষয়ে) একঃ (একাকী থাকিতে) অথবা তৎসমক্ষং (অথবা বন্ধুজন সমক্ষে) অবহাসার্থং (পরিহাসচ্ছলে) যৎ (যে) অসৎকৃতঃ (অসম্মানিত) অসি (হইয়াছ), অহম (আমি) অপ্রমেয়ং (অপ্রমেয়স্বরূপ) ত্বাং (তোমার নিকট) তৎ (তজ্জন্য) ক্ষাময়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অচ্যুত! তোমার বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন কালে, অথবা যখন তুমি কখন একাকী থাকিতে, কিংবা তোমার অন্যান্য বন্ধুবর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতে তখন পরিহাসচ্ছলে আমি তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছি; তুমি অপ্রমেয়, তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যচ্চেতি। যচ্চাবহাসার্থং পরিহাসপ্রয়োজনায়াসৎকৃতঃ পরিভূতোঽসি

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং—তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্। ঈড্যং স্তুত্যং। প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথং? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য। প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা। অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য ক ইব? পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে। সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধির্বন্ধুর্যথা সহতে। প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা সহতে। তদ্বৎ ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভগবচ্চরণাবনত—প্রণত হইয়া দীনভাবে বলিতেছেন—প্রভো। তুমি সর্ব্ব জগতের নিয়ন্তা এবং ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয়, তোমার মহত্ত্বের অন্ত নাই। কিন্তু নাথ। যেমন শিশু পিতৃগতপ্রাণ, সখা যেমন প্রাণসখার অনুগত, পত্নী যেমন পতিকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না; তদ্রূপ আমিও তোমার আশ্রিত। আমাকে—শরণাগত ভক্তকে—রক্ষা করিবার কর্ত্তা তুমি বৈ আর কেহ নাই। আমার মত তোমার অনেক ভক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু তোমার মত আমার আর কেহ নাই। তাই বলি, দেবাদিদেব। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা কর ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেব (হে দেব।) অদৃষ্টপূর্ব্বং (অপূর্ব্ব) (তোমার রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ (আহ্লাদিত) অস্মি (হইয়াছি), ভয়েন চ (এবং ভয়ে) মে (আমার) মনঃ (মন) প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইতেছে)। [অতএব] দেবেশ (হে দেবেশ।) জগন্নিবাস (হে জগন্নিবাস।) তৎ এব রূপং (সেই পূর্ব্ব রূপই) মে (আমাকে দর্শয় (দেখাও); প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে দেবেশ! তোমার এই অদৃষ্টচর অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ভয়ে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। হে জগন্নিবাস। তোমার সেই মনোহর পূর্ব্ব রূপ দেখাও, এবং আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি। অদৃষ্টপূর্ব্বং ন কদাচিদপি দৃষ্টপূর্ব্বমিদং বিশ্বরূপং তব ময়া। অন্যৈর্ব্বা। তদহং দৃষ্ট্বা হৃষিতোঽস্মি। ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। অতস্তদেব মে মম দর্শয় হে দেব রূপং যন্মৎসখম্। প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাসঃ। হে জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং ক্ষমাপয়িত্বা প্রার্থয়তে—অদৃষ্টপূর্ব্বমিতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি। তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতম্। তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫ ॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪॥

সম্ভবতি। কুত এবান্যোঽভ্যধিকঃ স্যাল্লোকত্রয়েঽপি সর্ব্বস্মিন্? আহ—অপ্রতিম-প্রভাব। প্রতিমীয়তে যয়া সা প্রতিমা। ন বিদ্যতে প্রতিমা যস্য তব প্রভাবস্য স ত্বম-প্রতিমপ্রভাবঃ। হে অপ্রতিমপ্রভাব। নিরতিশয়প্রভাব ইত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমোপমা যস্য সোঽপ্রতিমঃ। তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব। ত্বমস্যচরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি। অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়ান্ গুরুতরঃ। অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি। পরমেশ্বরস্যানাস্যাভাবাৎ। ত্বত্তোঽভ্যধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ॥ ৪৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। সমস্ত জগৎ তোমা হইতে উৎপন্ন, এই জন্য তুমি সকলের পিতা। সকল দেবের দেবতা তুমি, এই জন্য তুমি পূজ্য। বেদাদির উপদেষ্টা তুমি, এই জন্য তুমি গুরু। তোমা হইতে কেহ আর শ্রেষ্ঠ নাই, এই জন্য তুমি গুরুতর। এবং তুমি, "একমেবাদ্বিতীয়ং" (ক)—তোমার তুলনা তুমিই। তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। শ্রুতিও বলিয়াছেন "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" (খ)—তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই দৃষ্ট হয় না॥ ৪৩॥

অন্বয়বোধিনী। দেব (হে দেব!), তস্মাৎ (অতএব) অহং (আমি) কায়ং (শরীরকে) প্রণিধায় (দণ্ডবৎ করিয়া) প্রণম্য (প্রণাম পূর্ব্বক) ঈড্যম্ (বন্দনীয়) ঈশং (ঈশ্বর) ত্বাং (তোমাকে) প্রসাদয়ে (প্রসন্ন করিতেছি), পিতা ইব (পিতা যেমন) পুত্রস্য (পুত্রের), সখা ইব (সখা যেমন) সখ্যুঃ (মিত্রের), (প্রিয়ঃ প্রিয় বা পতি) [যেমন] প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করেন] [সেইরূপ আমার অপরাধ] সোঢ়ুম্ (সহ্য করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও)॥ ৪৪॥

বঙ্গানুবাদ। অতএব দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক তোমাকে সকলের বন্দনীয় জানিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, সখা মিত্রের, পতি পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমি তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং—তস্মাদিতি। তস্মাৎ প্রণম্য নমস্কৃত্য। প্রণিধায় প্রকর্ষেণ নীচৈর্ধৃত্বা। কায়ং শরীরং। প্রসাদয়ে প্রসাদং কারয়ে। ত্বামহমীশমীশিতারম্। ঈড্যং স্তুত্যম্। ত্বং পুনঃ—পুত্রস্যাপরাধং পিতা যথা ক্ষমতে সর্ব্বং। সখেব চ সখ্যুরপরাধং। যথা বা প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অপরাধং ক্ষমতে। এবমর্হসি হে দেব সোঢ়ুং প্রসহিতুং। ক্ষন্তুমিত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।১॥ (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।৮॥

গদাবন্তং চক্রহস্তং চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। পূর্ব্বং যথা দৃষ্টোঽসি তথৈব। অতো হে সহস্রবাহো। হে *বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং বিশ্বরূপমুপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন* চতুর্ভুজেন রূপেণ ভবাবির্ভব।

তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে। যত্তু পূর্ব্বমুক্তং *বিশ্বরূপদর্শনে—কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ পশ্যামীতি—তদ্ধহকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ।* যদ্বা—এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সুপ্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবমত্র বচনস্য ব্যক্তিবিত্যবিরোধঃ॥ ৪৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। *ভক্ত আপনার হৃদয়বল্লভকে নিজ মনোমোহন মূর্ত্তিতেই দেখিতে* ভালবাসেন। তাই অর্জ্জুন ভগবানকে সহস্রবাহুযুক্ত বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া কিরীটাদিতে অলঙ্কৃত গদাচক্রপাণি ভক্তবৎসল রূপ ধারণ করিতে প্রার্থনা করিলেন।

মনুষ্যের হাত দুইটী বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ছিলেন না। তিনি ভগবান। সুতরাং মানবাবয়বের সহিত তাঁহার বিভিন্নতা হওয়া একটা বিচিত্র ব্যাপার নহে। তিনি দ্বিভুজ মানববিগ্রহধারী হইলেও শিশুপালকে, মা যশোদাকে ও উদ্ধবকে, তাঁহার অলৌকিক রূপ প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ *বসুদেবনিবাসে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ* * রূপেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দ্বিভুজ দেখিলেও তাঁহাকে চতুর্ভুজ বিষ্ণু বলিয়াই জানিতেন। ইহাই তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি। ভগবানের যে কোন মূর্ত্তিই সাধক দর্শন করুন না কেন, তাহাতে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অভেদবুদ্ধি-বশতঃ সাধক ভগবানের নানারূপে, নিজ এক ইষ্টরূপই দর্শন করেন। অর্জ্জুনেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। যে রূপ কেহ কখনও দেখে নাই, জপ, তপ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ আদি কোন পুরুষার্থ দ্বারাই যে রূপ দেখা যায় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিয়া আত্মসামর্থ্য-প্রভাবে কেবল পার্থকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, সেই অনন্ত বিরাট বিগ্রহেও অর্জ্জুন ঐ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ ইষ্টমূর্ত্তিই দেখিয়াছিলেন এবং সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিকেই "অনেকবাহূদরবক্ত্র-নেত্রযুক্ত" দর্শন করিয়াছিলেন। এ মূর্ত্তি অর্জ্জুনের পক্ষে "দুর্নিরীক্ষ্য" হইয়াছিল। অনন্তকালাগ্নিসদৃশ অসহ্য তেজোরাশি অশেষায়ুধযুক্ত অনন্তবাহু, করাল দংষ্ট্রামালা আদি কোটী ব্রহ্মাণ্ডবিলয়ের বিকট বিচিত্র চিত্রদর্শনে অর্জ্জুন ভীত চকিত ও চমকিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি ইষ্টদেবের হাস্যবিকসিত শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন নিজ ইষ্টমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। অর্জ্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে বিশ্বরূপ, অনন্ত আশ্চর্য্য বিরাট ব্রহ্মরূপ ও অশেষ যোগৈশ্বর্য্য দেখিয়াছিলেন, তাহাও বিষ্ণুমূর্ত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছিল। চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতেই অনেকবাহূদরবক্ত্রাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। *বিষ্ণুমূর্ত্তি ভিন্ন একেবারে কোন স্বতন্ত্র অপরিচিত অভিনব মূর্ত্তি* হইলে অর্জ্জুন সে মূর্ত্তিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারিতেন না—ভাবিতেন, ইহা আর কেহ হইবে।

কেহ ইহা মনে করিবেন না যে, চতুর্ভুজ অর্থে তো চারিভুজই বুঝায়, তবে গদা ও চক্র এই দুইটী মাত্র উল্লিখিত হইল কেন? ইহাতে দুইটী মাত্র হাতই বুঝাইতেছে, চারি হাত হইলে তো

* ১১ অঃ। ৫৭ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে অর্জ্জুন কৃতার্থ ও আশ্চর্য্য রূপে মোহিত হইয়া, আনন্দিত হইয়াও সুখী হইতে পারেন নাই। কেননা, সেই ইন্দ্রিয় ও মনের ধারণার এবং ধ্যানের অযোগ্য, বিকট, ভয়ঙ্কর ভাবে তিনি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই বলিতেছেন, প্রভো! তোমার এই স্বরূপ দর্শনে আর আমার অভিলাষ নাই। তোমার এ রূপ আশ্চর্য্য হউক, অনন্ত হউক। তোমার মহিমাব্যঞ্জক হউক, আমার ইহা দেখিতে ভাল লাগিতেছে না। তোমার স্ব স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু হে দেব! তুমি যে ভক্তের মন মোহিত কর, প্রেমিককে উন্মত্ত করিয়া দাও, অনুগত ও শরণাগতের মন কাড়িয়া লও, আমার সখাবেশধারী তোমার যে মোহন রূপটীকে আমি দেখিতে বড় ভালবাসি, আমাকে সেই হাসি হাসি মোহন বেশে দেখা দাও। আমার প্রাণভরা মনভুলান রূপটী না দেখিতে পাইলে আমার তৃপ্তি হইতেছে না। তুমি তো ভক্তবৎসল, ভক্ত যে রূপ ভালবাসে তুমি তো ভক্তের কাছে সেই রূপেই দেখা দাও, তবে তুমি কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র তোমার পূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আমার ভয় ভঞ্জন কর।

এই প্রার্থিত দেবরূপ কি প্রকার, তাই অর্জ্জুন পরশ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেইরূপ) কিরীটিনং (কিরীটযুক্ত) গদিনং (গদাধারী) চক্রহস্তং (চক্রধারী) দ্রষ্টুম্ (দেখিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি), সহস্রবাহো (হে সহস্রবাহো!) বিশ্বমূর্ত্তে (হে বিশ্বমূর্ত্তে!) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন রূপেণ এব (চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতেই) ভব (আবির্ভূত হও) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভগবন্! আমি কিরীটযুক্ত ও গদাচক্রহস্ত, তোমার সেই পূর্ব্ববৎ রূপ দর্শনের অভিলাষী হইয়াছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! এক্ষণে তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ কর ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং কিরীটবন্তং। তথা গদিনং গদাবন্তং। চক্রহস্তম্। ইচ্ছামি ত্বাং প্রার্থয়ে ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব। পূর্ব্ববদিত্যর্থঃ। যত এবং তস্মাৎ তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো বার্ত্তমানিকেন বিশ্বরূপেণ ভব বিশ্বমূর্ত্তে। উপসংহৃত্য বিশ্বরূপং তেনৈব রূপেণ বসুদেবপুত্ররূপেণ ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্ত

শ্রীভগবানুবাচ।

মযা প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান কহিলেন)। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) প্রসন্নেন (প্রসন্ন) (হইয়া) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) আত্মযোগাৎ (আত্মযোগবলে) তব (তোমাকে) ইদং (এই) তেজোময়ম্ (তেজোময়) অনন্তম্ (অন্তশূন্য) আদ্যং (সকলের আদিভূত) মে (আমার) পরং (উত্তম) বিশ্বরূপং (বিশ্বাত্মক রূপ) দর্শিতং (প্রদর্শিত হইল), যৎ (যে রূপ) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক) ন দৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াই আমি আত্মযোগবলে তোমাকে এই বিশ্বাত্মক অপূর্ব্ব অনাদি অনন্ত ও তেজোময় রূপ দেখাইলাম; আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কেহ দেখিতে পায় নাই ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অর্জ্জুনং ভীতমুপলভ্যোপসংহৃত্য বিশ্বরূপং প্রিয়বচনেনাশ্বাসয়ন্ ভগবান্ উবাচ—ময়েতি। ময়া প্রসন্নেন। প্রসাদো নাম ত্বয্যনুগ্রহবুদ্ধিঃ। তদ্বতা। প্রসন্নেন ময়া। তব হে অর্জ্জুনেদং পরং রূপং বিশ্বরূপং দর্শিতমাত্মযোগাৎ। আত্মন ঐশ্বর্য্যস্য সামর্থ্যাৎ। তেজোময়ং তেজঃপ্রায়ম। বিশ্বং সমস্তম্। অনন্তমন্তরহিতম্। আদৌ ভবমাদ্যম। যদ্রূপং মে মম ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন কেনচিন্ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রার্থিতঃ সংস্তমাশ্বাসয়ন ভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জ্জুন কিমিতি ত্বং বিভেষি? যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্। আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ—তেজোময়ং। বিশ্বং বিশ্বাত্মকম্। অনন্তম্। আদ্যং চ। যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্ব্বং ন দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার বিশ্বরূপদর্শনে ভীত হইও না। আমি ভয় দেখাইবার জন্য এই রূপ তোমাকে দেখাই নাই। তোমার প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া, অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াই, তোমাকে কৃতার্থ করিবার জন্যই এই দেবদুর্লভ রূপ তোমাকে প্রদর্শন করাইলাম। এ রূপের তেজে কোটী সূর্য্যের তেজ পরাভূত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ইহার অন্তর্নিহিত। এ রূপের আদিও নাই, অন্তও নাই। অত্যন্ত প্রিয়তম ভক্ত তোমা ব্যতীত আর কাহারও ভাগ্যে এ আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দর্শন করা ঘটে নাই। আমি ধৃতরাষ্ট্রভবনে ভীষ্মাদিকে, সময়ান্তরে অক্রূরকে, ও শৈশবে মাতা যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তাহা এই রূপের অবান্তর অংশমাত্র। এরূপ সুস্পষ্ট ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন বিশ্বাত্মক রূপ তোমাকেই কৃপা করিয়া দেখাইলাম।

চতুর্হস্তধৃত চারিটী পদার্থেরই (গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম) উল্লেখ থাকিত। অর্জ্জুন এখানে ভগবান্‌কে "দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং অনেক দিব্য সমুজ্জ্বল আয়ুধযুক্ত হস্ত দর্শনে ভীত হইয়াছিলেন। তাই বলিলেন, প্রভো! তোমার যে মূর্ত্তিতে কেবল গদা ও চক্র ভিন্ন অন্য আয়ুধ নাই সেই শান্ত মূর্ত্তি ধারণ কর। শঙ্খ ও কমল তো ভয়ের কারণ নহে, তাই অর্জ্জুন তাহা উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ গদা ও চক্র ধরাতেই বিষ্ণুর শঙ্খ ও কমলকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অর্জ্জুন দেবকীগর্ভজাত চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আর দুইটী মাত্র অস্ত্রে, দুইটী মাত্র হস্ত অনুমান করিলেও দ্বিভুজ কৃষ্ণ বুঝায় না, কেননা, শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ হইলেও তিনি গদাচক্রধারী ছিলেন না। গদাচক্র বিষ্ণুরই হস্তে বিদ্যমান। ভগবান মনুষ্য রূপে মোহন মুরলীধারী ছিলেন, শঙ্খও লইয়াছিলেন। কেবল দেবরূপেই গদাধর ও চক্রপাণি।

"সহস্র" শব্দ সংখ্যাবাচক। "অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং" আদি শ্লোকে ইহাই বুঝাই-তেছে যে, ভগবানের বিরাট বিগ্রহে অর্জ্জুন অসংখ্য উদর, অসংখ্য মুখমণ্ডল, অসংখ্য নেত্রাদি দর্শন করিতেছিলেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তিনিই ব্যষ্টি ও সমষ্টি রূপে সর্ব্বথা বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনিই সমস্ত, সমস্তই তিনি। আবার তাঁহাতেই সমস্ত ও সমস্তেই তিনি। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দ্বিতীয়ের সত্তা কোথায়? তিনিই বিশ্বেশ্বর এবং তিনিই বিশ্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যতশ্চোদেতি সূর্য্যোঽস্তং যত্র চ গচ্ছতি।" (ক)

যাঁহা হইতে সূর্যের উদয় এবং যাঁহাতে সূর্য্য অস্তগমন করেন, তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন—

"একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" (খ)

সেই এক স্বরূপই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, রূপে রূপে তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নানারূপ হইয়াছেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।" শ্রুতি। (গ)

"যাঁহা হইতে জীবগণ জন্মগ্রহণ করিতেছে, জন্মিয়া যদ্দ্বারা জীবিত রহিয়াছে, এবং পরিণামে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে"—অর্থাৎ দেব, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, অথবা স্বেদজ, উদ্ভিজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, বা চেতন অচেতন সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাঁহাতেই স্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইতেছে —ইত্যাদি জ্ঞেয় বিষয়রাশি যোগী জ্ঞানবানদিগের "বুদ্ধির গোচর" হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এতাবৎ "নয়নগোচর" কাহারও হয় না, এবং হইবারও নহে। তিনিই "বিশ্বেশ্বর" হইয়া কৃপাপরবশ চিত্তে অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দিয়া, তিনিই যে "বিশ্বরূপ" তাহাই "নয়ন-গোচর" করাইলেন। সকল বাহুই যে তাঁহার বাহু, সকল উদরই যে তাঁহার উদর, সকল মুখই যে তাঁহার মুখ, সকল নেত্রই যে তাঁহার নেত্র, ইহাই অর্জ্জুন দিব্যচক্ষে দর্শন করিলেন॥ ৪৬॥

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।১।৯। (খ) কঠোপনিষৎ, ২।২।৯। (গ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১।১।

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌মমেদম্‌।
ব্যপাতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

ভগবানের শরণাগত হওয়ায় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি হইয়াছিল, তাই তিনি দিব্য চক্ষু পাইয়াছিলেন, এবং অলোকসামান্য বিশ্বাত্মক রূপ দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যে কর্ম্মে, যে অনুষ্ঠানে, যে শাস্ত্রাধ্যয়নে, যে তপস্যায়, যে যোগে, ও যে জ্ঞানে ভগবৎকৃপা-লাভ-রূপ উদ্দেশ্য বা সংকল্প নাই, তাহা নিতান্ত নিন্দিত ও সাধুগণের উপেক্ষাযোগ্য ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ঈদৃক্‌ (এই প্রকার) মম (আমার) ঘোরম্‌ (ভয়ঙ্কর) ইদং (এই) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়) মা (না হউক), বিমূঢভাবঃ চ (ও মোহ) মা (না হউক); ব্যপেতভীঃ (বিগতভয়) [ও] প্রীতমনাঃ (প্রসন্নচিত্ত) (হইয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ রূপম্‌ এব (সেই পূর্ব্বরূপই) প্রপশ্য (দেখ) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার এই ঘোর রূপ দর্শনে ব্যথিত বা বিমোহিত হইও না। তুমি নির্ভীক ও প্রসন্নচিত্তে আমার পূর্ব্বরূপই দর্শন কর ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। মা তে ব্যথেতি। মা তে ব্যথা মা ভূত্তে ভয়ম্‌। মা চ বিমূঢভাবো বিমূঢচিত্ততা। দৃষ্ট্বোপলভ্য রূপং ঘোরমীদৃগ্‌ যথা দর্শিতং মমেদম্‌। ব্যপেতভীবিগতভয়ঃ। প্রীতমনাশ্চ সন্‌। পুনর্ভূয়স্ত্বং তদেব চতুর্ভুজং রূপং শঙ্খচক্রগদাধরং তবেষ্টং রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি তদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা ত ইতি। ঈদৃগীদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাঽস্তু। বিমূঢভাবো বিমূঢত্বং চ মাঽস্তু। বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্‌ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বহুবাহূরুবদনাদিবিশিষ্ট বিশ্বরূপ দর্শনে ভক্তের ভয় ও মোহ হইতেছে দেখিয়া ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্‌ স্নেহপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন যে, তুমি আর ভীত হইও না; প্রসন্নচিত্তে দেখ, যে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তিতে তুমি মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, আমি সেই মনোহররূপই ধারণ করিতেছি। ভক্ত যখন যাহা প্রার্থনা করেন, ভক্তবৎসল তখন তাহাই সিদ্ধ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া ভগবান্‌ সেই বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। আবার এক্ষণে পূর্ব্বরূপ দেখিতে চাহিলেন, ভগবান্‌ তাহাতেই সম্মত হইলেন। বদ্ধ জীব ভগবদ্ভক্তির দ্বারা মায়া-বন্ধন হইতে মুক্তি পায়; কিন্তু স্বয়ং ভগবান্‌ নিত্যমুক্ত হইয়াও ভক্তের ভক্তি-ডোরে আবদ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

একান্ত অনুগত—শরণাগত ভক্ত হওয়াতেই তুমি এই বিচিত্র রূপ দেখিতে পাইলে। ইহাতে ভীত না হইয়া বরং আপনাকে ধন্য মনে কর ও প্রসন্ন হও ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুরুপ্রবীর (হে কুরুপ্রবীর!) ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (না বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন দ্বারা), ন দানৈঃ (না দানধর্ম্ম দ্বারা), ন চ ক্রিয়াভিঃ (না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা), ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ (না উগ্র তপস্যার দ্বারা), এবংরূপঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ত্বদন্যেন (তুমি ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দর্শনযোগ্য হই) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুপ্রবীর! মনুষ্যলোকমধ্যে বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা যথেষ্ট দান ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়াও, কিংবা অত্যুগ্র তপশ্চর্য্যা দ্বারাও, তুমি ভিন্ন আমার এ রূপ আর কেহই দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মনো মম রূপদর্শনেন কৃতার্থ এব ত্বং সংবৃত্ত ইতি তৎ স্তৌতি—ন বেদেতি। ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ চতুর্ণামপি বেদানামধ্যয়নৈর্যথাবৎ। যজ্ঞাধ্যয়নৈশ্চ। বেদাধ্যয়নৈরেব যজ্ঞাধ্যয়নস্য সিদ্ধত্বাৎ পৃথগ্‌যজ্ঞাধ্যয়নগ্রহণং যজ্ঞবিজ্ঞানস্যোপলক্ষণার্থম্। তথা ন দানৈস্তুলাপুরুষাদিভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ শ্রৌতাদিভিঃ। নাপি তপোভিরুগ্রৈশ্চান্দ্রায়ণাদিভির্ঘোরৈঃ। এবংরূপো যথা দর্শিতঃ বিশ্বরূপঃ যস্য সোঽহমেবংরূপঃ শক্যঃ—ন শক্যোঽহং—নৃলোকে মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন ত্বত্তোঽন্যেন। কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাদ্ যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাং চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ। ন চ দানৈঃ ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ। ন চোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিঃ। এবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎ প্রসাদেন দৃষ্টা কৃতার্থোঽসি ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ ঋগাদি চতুর্ব্বেদই অর্থবিচার পূর্ব্বক পাঠ করুন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বেদবোধিত কর্ম্মরূপ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই শিক্ষা করুন, কিংবা তুলাপুরুষদান, কন্যাদান, গবাদিদান, অনুসুবর্ণাদিদান করুন, বা অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত স্মার্ত্তাদি ক্রিয়াই করুন, অথবা কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি পূর্ব্বক, বা ইন্দ্রিয়সংযম ও কায়ক্লেশ-কাতরতারূপ কঠোর তপোব্রতের আচরণই করুন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিতে না পারিলে এ সমস্তই ব্যর্থ ও পণ্ডশ্রম মাত্র। বিশেষতঃ তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না হইলে কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অর্জ্জুন

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

"হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিন্। হে দেবদেবেশ। হে সর্ব্বাত্মন্। তুমি দয়া করিয়া এই চতুর্ভুজ দিব্য রূপ উপসংহার কর।" এইজন্য ভগবান্ চতুর্ভুজ হইয়াও দ্বিভুজ মানবরূপে জগতে লীলা-করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকেও ত ভগবানের শঙ্খ, চক্র ও গদার উল্লেখ আছে; পদ্মের উল্লেখ নাই। তবে কি ভগবান্‌কে তিনহস্তবিশিষ্ট বুঝিতে হইবে? আর্য্য ভাষায় ঐ তিনটি উল্লিখিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চতুর্থটিও উপলক্ষিত জানিতে হইবে। অতএব ভগবান্ চারিহাত লম্বা দ্বিভুজ নহেন। তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বাসুদেব। এই বাসুদেবই দ্বিভুজ মোহন মুরলীধর হইয়া ব্রজবালা ও ব্রজ-বালকবর্গের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে কংসবধ, এবং মথুরায় ও দ্বারকায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বিভুজ মূর্ত্তিতেই কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন।) তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (শান্ত) মানুষং রূপং (মানুষ রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) ইদানীম্ (এক্ষণে) অহং (আমি) সচেতাঃ (প্রসন্নচিত্ত) সংবৃত্তঃ অস্মি (হইলাম) [এবং] প্রকৃতিং গতঃ (প্রকৃতিস্থ হইলাম) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষ রূপ দর্শনে আমি অব্যাকুলচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ ৫১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দৃষ্ট্বেদমিতি। দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং মৎসখং প্রসন্নং তব সৌম্যং জনার্দ্দনেদানীমধুনাস্মি সংবৃত্তঃ সংজাতঃ। কিং? সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং গতশ্চাস্মি ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্তঃ। ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি। প্রকৃতিং স্বাস্থ্যং চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন নিজ সখাকে লোকোচিতরূপে প্রকাশিত দেখিয়া এক্ষণে সুস্থির হইলেন। মন ও বুদ্ধি যাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, মনের সাধ মিটাইয়া যাঁহাকে দেখিতে গেলে প্রাণ চমকিয়া উঠে, ভক্তের হৃদয় ভগবানের সে রূপ দেখিতে ইচ্ছা করে না ॥ ৫১ ॥

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন)। বাসুদেবঃ (কৃষ্ণ) অর্জ্জুনম্ (অর্জ্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (কহিয়া) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) তথা (সেই প্রকার) স্বকং (স্বীয়) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দেখাইলেন); মহাত্মা (কৃপালু) সৌম্যবপুঃ (প্রসন্নমূর্ত্তি) ভূত্বা (হইয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) ভীতম্ (ভীত) এনম্ (এই অর্জ্জুনকে) আশ্বাসয়ামাস চ (আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, [হে ধৃতরাষ্ট্র!] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ কহিয়া পুনর্ব্বার নিজ রূপ দেখাইলেন, এবং পুনর্ব্বার সৌম্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক ভয়বিহ্বলচিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইত্যর্জ্জুনমিতি। ইত্যেবমর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথাভূতং বচনমুক্ত্বা স্বকং বসুদেবগৃহে জাতং রূপং দর্শয়ামাস দর্শিতবান্ ভূয়ঃ পুনঃ। আশ্বাসয়ামাস চাশ্বাসিতবান্ ভীতমেনম্। ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুঃ প্রসন্নদেহো মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জ্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাসীত্তথৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস। এনমর্জ্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ। কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে রূপ দেখিলে ভক্তের চিত্তে আনন্দ উথলিয়া উঠে, ভগবান্ বিশ্বাত্মক রূপ সংবরণ করিয়া সেই কিরীটকুণ্ডলযুক্ত মস্তক, শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত ভুজ-চতুষ্টয়, শ্রীবৎসকৌস্তভবনমালাপীতাম্বরাদিযুক্ত সৌম্য কৃপাকল্পতরু রূপ ধারণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের ধৈর্য্য সম্পাদন করিলেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণ বা গোবিন্দ আদি ভগবানের কোন নাম না দিয়া বাসুদেব নাম উল্লিখিত হইয়াছে; অর্থাৎ বাসুদেবগৃহে ভগবান্ যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই লক্ষিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে পরমভক্ত বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কংসভয়ে ভীত হইয়া বসুদেব ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

জাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।
দিব্যং রূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥
উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্। ইতি।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

বপি। ন তপসোগ্রেণ চান্দ্রায়ণাদিনা। ন দানেন গোভূহিরণ্যাদিনা। ন চেজ্যয়া যজ্ঞেন পূজয়া বা। শক্য এবংবিধো যথাদর্শিতপ্রকারো দ্রষ্টুম্। দৃষ্টবানসি মাং যথা ত্বম্ ॥৫৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বেদাধ্যয়ন, দান, তপস্যাদি দ্বারা বিচিত্র বিশ্বাত্মক রূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য যে কাহারও জন্মে না, তাহা ভগবান্ একবার ৪৮ শ্লোকে বলিয়াছেন। আবার এই শ্লোকে তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া, ইহা দৃঢ় করিয়া অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবদনুগ্রহে বঞ্চিত ভক্তিবিহীন ব্যক্তি সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠান করিলেও কোন মতেই ভগবানের [সগুণ বা নির্গুণ কোনও] স্বরূপ * দর্শনে কৃতার্থ হইতে পারে না। ভক্তি ও ভগবৎকৃপাদৃষ্টি লাভই সকল সাধনের লক্ষ্য, এবং ভগবানের স্বরূপদর্শন ও পরমানন্দ-প্রাপ্তিই তাহার অমৃতময় ফল ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। পরন্তপ অর্জ্জুন (হে পরন্তপ অর্জ্জুন!) অনন্যয়া (অনন্য) ভক্ত্যা তু (ভক্তি দ্বারাই) এবংবিধ (এই প্রকার) অহং (আমি) তত্ত্বেন (স্বরূপতঃ) জ্ঞাতুং (জানিতে) দ্রষ্টুং চ (দেখিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (শক্য হই) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! জীব কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমার এরূপ তত্ত্ব জানিতে, আমার স্বরূপ দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথং পুনঃ শক্য ইতি? উচ্যতে—ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা তু কিংবিশিষ্টয়েতি? আহ—অনন্যয়াপৃথগ্‌ভূতয়া। ভগবতোঽন্যত্র পৃথক্ ন কদাচিদপি যা ভবতি সা ত্বনন্যা ভক্তিঃ। সর্ব্বৈরপি করণৈর্ব্বাসুদেবাদন্যন্নোপলভ্যতে যয়া সানন্যা ভক্তিঃ। তয়া ভক্ত্যা শক্যোঽহমেবংবিধো বিশ্বরূপপ্রকারো হে অর্জ্জুন জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ। ন কেবলং জ্ঞাতুং শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং চ সাক্ষাৎকর্ত্তুং তত্ত্বেন তত্ত্বতঃ। প্রবেষ্টুং চ মোক্ষং চ গন্তুং পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হি কেনোপায়েন ত্বং দ্রষ্টুং শক্য ইতি? তত্রাহ—ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা ত্বেবংভূতো বিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতঃ। দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুং চ তাদাত্ম্যেন শক্যঃ। নান্যৈ-রুপায়ৈঃ ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একমাত্র ভগবানে নিষ্ঠার উদয় হইলে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান জন্মে। এই ভক্তির দ্বারাই তাঁহার স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, এবং এই অনন্য ভক্তির দ্বারাই তাঁহাতে ও ভক্তে অভিন্ন রূপ হইয়া যায়; অর্থাৎ সাধক তাঁহাতে লীন হইয়া যান। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে যে জ্ঞান লাভ হয় না, এ সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মন্ত্রাদি-

---

* ১২ অঃ। ১ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন চ চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান কহিলেন)। মম (আমার) ইদং (এই) সুদর্দ্দর্শং (দুর্নিরীক্ষ্য) যৎ (যে) রূপং (রূপ) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে), দেবাঃ অপি (দেবতারাও) অস্য (এই) রূপস্য (রূপের) নিত্যং (সর্ব্বদা) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাকাঙ্ক্ষী) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, এ রূপ দর্শন নিতান্ত দুর্ঘট ; দেবতাগণও নিত্যই এই রূপ দর্শনের কামনা করেন ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সুদুর্দ্দর্শমিতি। সুদুর্দর্শং—সুষ্ঠু দুঃখেন দর্শনমস্যেতি। সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। দেবা অপ্যস্য মম রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনকাঙ্ক্ষিণো দর্শনেপ্সবঃ। দর্শনেপ্সবোঽপি ন ত্বমিব দৃষ্টবন্তঃ। ন দ্রক্ষ্যন্তি চেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ ভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং ত্বং দৃষ্টবানসি—ইদং সুদুর্দ্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যং। যতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্ব্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলম্। ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥ ৫২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তুমি তো আমার বিশ্বরূপ দেখিয়া লইলে। কিন্তু দেবতাগণ এইরূপ দর্শন করিবার জন্য চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করিয়াও ইহা দেখিতে পান নাই, ও পাইবেনও না। এ রূপ দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বল, বুদ্ধি, কৌশল ও সৈশ্বর্য্যাদি কোন উপায়েই ইহা দর্শন করা যায় না ॥ ৫২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেরূপে) মাং (আমাকে) দৃষ্টবান্ অসি (দেখিলে) এবংবিধঃ (এইরূপ) অহং (আমি) ন বেদৈঃ (না বেদাধ্যয়নের দ্বারা) ন তপসা (না তপস্যার দ্বারা) ন দানেন (না দানের দ্বারা) ন চ ইজ্যয়া (না যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে উহা বেদাধ্যয়ন দ্বারা, তপস্যা করিয়া, কিংবা দানের দ্বারা, অথবা অগ্নিহোত্রাদি করিয়া কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মাৎ?—নাহমিতি?—নাহং বেদৈর্ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্ববেদৈশ্চতুর্ভি-

হত্যান্তাপকারপ্রবৃত্তেষ্বপি ই ঈদৃশঃ। স মামেতি। অহমেব তস্য পরা গতিঃ। নান্যা গতিঃ কাচিদ্ভবতি। অয়ং তবোপদেশো ময়োপদিষ্টঃ। হে পাণ্ডবেতি॥ ৫৫॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণ্বিত্যাহ—মৎকর্ম্ম-কৃদিতি। মদর্থং কর্ম্ম করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ। অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ। মমৈব ভক্ত আশ্রিতঃ। পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরশ্চ সর্ব্বভূতেষু। এবং ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি। নান্য ইতি॥ ৫৫॥

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং বিশ্বরূপদর্শনং নামৈকা-দশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠানার্থ ভগবান্ এই শ্লোকে সংক্ষেপে গীতার সারাংশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে স্বর্গাদি কামনা না করিয়া কেবল ভগবানের কৃপাদৃষ্টিলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন বস্তু লাভের আশা করেন না, যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতিই একান্ত আসক্ত, যে ব্যক্তি পুত্র, কলত্র, ধন ও গৃহাদিতে কিছুমাত্র অনুরাগ করেন না, অথচ যে ব্যক্তি কোন প্রাণীর প্রতিই শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন না, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি, তিনিই ভগবান্‌কে আপনার সহিত অভেদ ভাবে দর্শন করেন॥ ৫৫॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। 'মৎকর্ম্মকৃৎ'—যিনি ঈশ্বরপ্রীত্যর্থই নিষ্কামভাবে সমস্ত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; 'মৎপরম'—ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ লাভ করাই যাঁহার সমস্ত উপাসনার একমাত্র লক্ষ্য; 'মদ্ভক্ত'—ভগবানের নিত্যচৈতন্যস্বরূপ ব্যতীত যিনি ইহপরলোকের আর কোন কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনিই অনন্যভক্তিসহ ভগবৎসত্তায় নিজ ক্ষুদ্র জীব-ভাব বিসর্জ্জন দিয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন। একান্ত শরণাগত অর্জ্জুনকে ভগবান্ বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাঁহার শোকমোহ অপনোদন পূর্ব্বক সান্ত্বনা দিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু, মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ অর্জ্জুন অভিন্নভাবে ভগবানের নিত্য চিন্মাত্রস্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই। এইজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাগমনে উদ্যত হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্ব্বোপদিষ্ট বিষয় সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন, এবং তন্নিমিত্তই ভগবান্ তাঁহাকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত সার কথার উপদেশ পুনরায় অনুগীতা-মধ্যে উপাখ্যানচ্ছলে দিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের ন্যায় অনন্যশরণাগত হইয়া নিঃসঙ্গ ও সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া ধ্যানাভ্যাস করিতে পারিলে, সাধক ভগবান্‌কে স্বরূপতঃ চিন্মাত্ররূপে জানিয়া তাঁহাকে নিজ সত্তার অভিন্নতা-জ্ঞানহেতু তাঁহারই কৃপায় কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। (১৮ অঃ। ৫৫ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীমদব্ তনিম্বাপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্য্যব্যাখ্যার একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনং নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ।

জপ-পুরশ্চরণাদি না করিলে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না, এরূপ সিদ্ধান্তও ভ্রমসঙ্কুল, এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি না করিলে জীব ব্রহ্মে বিলীন হইতে পারে না, এ কথাও অভ্রান্ত নহে। বস্তুতঃ সকল বিষয় হইতে চিত্ত আস্থাশূন্য হইয়া যদি ভগবানের চরণে শরণ লয় ও তাঁহাতেই একান্ত ভক্তি করিতে থাকে, তবে সেই ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মাত্মভাব আপনা আপনিই হইয়া থাকে। কর্ম্মাদির পৃথক্ পৃথক্ সাধনা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ফল হয় বটে, কিন্তু ভক্তিসাধনা দ্বারা জীবের সমস্ত সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে। আবার কর্ম্মই হউক, যোগই হউক বা জ্ঞানই হউক, ভক্তিবর্জ্জিত হইলে কখনই তাহারা সুফল দানে সমর্থ হয় না। ভগবানের বিচিত্র বিশাত্মক দিব্য স্বরূপ দর্শন আদি, অনন্য ভক্তি ভিন্ন কোন মতেই হইতে পারে না। অর্জ্জুন পুরুষার্থ ভুলিয়া অনন্য ভক্তি সহ ভগবানের শরণাগত হইয়াছিলেন বলিয়াই এই বিশ্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!), যঃ (যে ব্যক্তি) মৎকর্ম্মকৃৎ (মদর্থে কর্ম্মানুষ্ঠানকারী), মৎপরমঃ (মৎপরায়ণ), সঙ্গবর্জ্জিতঃ (আসক্তিবর্জ্জিত), মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত), সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ (সর্ব্বভূতের অবিরোধী), সঃ (সেই ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মৎপরায়ণ ও মদ্ভক্ত, সর্ব্বসঙ্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্বভূতের অবিরোধী হয়, সেই ব্যক্তিই আমাকে অভেদ রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা সর্ব্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থো নিঃশ্রেয়সার্থোঽনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্যোচ্যতে—মৎকর্ম্মকৃদিতি। মৎকর্ম্মকৃৎ—মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম। তৎ করোতীতি মৎকর্ম্মকৃৎ। মৎপরমঃ—করোতি ভৃত্যঃ স্বামিকর্ম্ম। ন ত্বাত্মনঃ। পরমা প্রেত্য গন্তব্যা গতিরিতি স্বামিনং প্রতিপদ্যতে। অয়ং তু মৎকর্ম্মকৃন্মামেব পরমাং গতিং প্রতিপদ্যত ইতি মৎপরমঃ। অহং পরমঃ পরা গতির্যস্য সোঽয়ং মৎপরমঃ। তথা মদ্ভক্তো মামেব সর্ব্বপ্রকারৈঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বোৎসাহেন চ ভজত ইতি মদ্ভক্তঃ। সঙ্গবর্জ্জিতো ধনমিত্রপুত্রকলত্রবন্ধুবর্গেষু সঙ্গবর্জ্জিতঃ। সঙ্গঃ প্রীতিঃ স্নেহঃ। তদ্বর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরো নির্গতবৈরঃ। সর্ব্বভূতেষু শত্রুভাবরহিতঃ। আত্মনো-

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

ভক্তিবিশিষ্যত ইত্যাদিনা—সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সংতরিষ্যসীত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া শ্রীভগবন্তং প্রত্যর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততযুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্বিশেষমুপাসতে। তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একাদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ "মৎকর্ম্মকৃৎ" "মৎপরম" আদি পদে বার বার "মৎ" (আমার) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই "আমার" পদ ভগবানের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপ বা সাকার সগুণ স্বরূপের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে—অর্জ্জুনের এই সংশয় উপস্থিত হইল। কেননা, "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥" এই শ্লোকে ভগবান্ "মৎ" শব্দ নিরাকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন, আবার "নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া" ইত্যাদি শ্লোকে "মৎ" শব্দ সাকারের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে। এই সংশয় সম্পূর্ণরূপে না মিটিলে অর্জ্জুন কিরূপে ভগবান্‌কে আরাধনা করিবেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না। এই জন্যই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একান্তচিত্তে তোমার সগুণ রূপের উপাসনা করেন ও যাঁহারা সমাধিপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়ভূত তোমার নির্গুণ স্বরূপের সাধন করেন, এতদুভয়ের মধ্যে যোগবিত্তম বা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগবেত্তা কে? অথবা আমি তোমার সাকার বা নিরাকার স্বরূপের চিন্তা করিব? ইহা আমাকে বুঝাইয়া দাও॥ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। ময়ি (আমাতে) মনঃ (মনকে) আবেশ্য (একাগ্র করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়া (প্রকৃষ্ট) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার দ্বারা) উপেতাঃ (যুক্ত হইয়া) যে (যাঁহারা) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (যোগবিত্তম) [ইহাই] মে (আমার) মতাঃ (অভিমত)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, [হে অর্জ্জুন!] যে সকল ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত ও সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, আমার মতে তাঁহারাই যোগবিত্তম॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শ্রীভগবানুবাচ—যে ত্বক্ষরোপাসকাঃ সম্যগ্দর্শিনো নিবৃত্তৈষণাস্তে তাবত্তিষ্ঠন্তু। তান্ প্রতি যদ্বক্তব্যং তদুপরিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ। যে ত্বিতরে—ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:o—

অর্জ্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। এবং (এইরূপে) সততযুক্তাঃ (সতত মদ্গতমনা হইয়া) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) ত্বাং (তোমাকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) যে চ অপি (ও যাঁহারা) অব্যক্তম্ অক্ষরং (অক্ষর ব্রহ্মকে) [ধ্যান করেন] তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (যোগিশ্রেষ্ঠ?) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যে সকল ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হইয়া তোমার [সাকার স্বরূপের] শরণাগত হয়েন, এবং যাঁহারা তোমার অক্ষর, অব্যক্ত নির্গুণ স্বরূপে ধ্যান করেন, এতদুভয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ? ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্বিতীয়প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্তসর্ব্ববিশেষণস্যোপাসনমুক্তম্। সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্যসর্ব্বজ্ঞানশক্তিমৎসত্ত্বোপাধেরীশ্বরস্য তব চোপাসনং তত্র তত্রোক্তম্। বিশ্বরূপাধ্যায়ে ত্বৈশ্বরমাদ্যং সমস্তজগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিতমুপাসনার্থমেব ত্বয়া। তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি—মৎকর্ম্মকৃৎ (গী ১১।৫৫) ইত্যাদি। অতোঽহমনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োর্ব্বিশিষ্টতরবুভুৎসয়া ত্বাং পৃচ্ছামীত্যর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি। এবমিত্যতীতানন্তরশ্লোকেনোক্তমর্থং পরামৃশতি—মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদিনা। এবং সততযুক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভগবৎকর্ম্মাদৌ যথোক্তেঽর্থে সমাহিতাঃ সন্তঃ প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। যে ভক্তা অনন্যশরণাঃ সন্তস্ত্বাং যথাদর্শিতং বিশ্বরূপং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাপ্যক্ষরমিতি—যে চান্যেঽপি ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ সংন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মাণো যথাবিশেষিতং ব্রহ্মাক্ষরং নিরস্তসর্ব্বোপাধিত্বাদব্যক্তমকরণগোচরম্—যদ্ধি লোকে করণগোচরং তদ্ব্যক্তমুচ্যতে। অঞ্জের্ধাতোস্তৎকর্ম্মকত্বাৎ। ইদং ত্বক্ষরং তদ্বিপরীতং—শিষ্টৈশ্চোচ্যমানৈর্ব্বিশেষণৈর্ব্বিশিষ্টং তদ্ যে চাপি পর্য্যুপাসতে—তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে যোগবিত্তমাঃ? কে অতিশয়েন যোগবিদ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

নির্গুণোপাসকেভ্যোঽপি সগুণোপাসকাংস্তু চ।
শ্রেয় স্তুতিভির্দ্বাদশেঽভিনন্দ্য সমাদিশৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরম ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। সোঽহমিতি ধ্যানিনো জ্ঞানিনাং চ তত্র তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতীতম্। তদা তয়োঃ জ্ঞানিনিষ্ঠয়োরেক

তস্থুঃ—যে স্থিতি। যে স্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তম্। অব্যক্তত্বাদশব্দগোচরমিতি। ন নির্দ্দেষ্টুং শক্যতে। অতোঽনির্দ্দেশ্যম্। অব্যক্তং—ন কেনাপি প্রমাণেন ব্যক্তত ইত্যব্যক্তম্। পর্য্যুপাসতে পরি সমন্তাদুপাসতে। উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমানপ্রত্যয়প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে। অক্ষরস্য বিশেষণমাহ—সর্ব্বত্রগং ব্যোমবদ্ব্যাপি। অচিন্ত্যং চাব্যক্তত্বাদচিন্ত্যম্। যদ্ধি করণগোচরং তন্মনসাপি চিন্ত্যম্। তদ্বিপরীতত্বাদচিন্ত্যম্। অক্ষরং কূটস্থং। দৃশ্যমানগুণকর্ম্মতদ্দোষং বস্তু কূটম্। কূটরূপং কূটসাক্ষ্যমিত্যাদৌ কূটশব্দঃ প্রসিদ্ধো লোকে। তথা চাবিদ্যাদ্যনেকসংসারবীজমন্তর্দ্দোষবন্মায়াব্যাকৃতাদিশব্দবাচ্যতয়া—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরং (ক)—মম মায়া দুরত্যয়া (গী ৭।১৪) ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং যত্তৎ কূটম্। তস্মিন্ কূটে স্থিতং কূটস্থং তদধ্যক্ষতয়া। অথবা রাশিরিব স্থিতং কূটস্থম্। অত এবাচলম্। যস্মাদচলং তস্মাদ্ধ্রুবম্। নিত্যমিত্যর্থঃ॥৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সংনিয়ম্যেতি। সংনিয়ম্য সম্যঙ্নিয়ম্য সংহৃত্য। ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ কালে। সমবুদ্ধয়ঃ—সমা তুল্যা বুদ্ধির্যেষামিষ্টানিষ্টপ্রাপ্তৌ তে সমবুদ্ধয়ঃ। তে য এবংবিধাস্তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। ন তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিৎ—মাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং (গী ৭।১৮) ইতি হ্যুক্তম্। ন হি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যম্॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তর্হীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইতি? অত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে অক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণম্—অনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যম্। যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনম্। সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি। অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যম্। কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চেঽধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতম্। অচলং স্পন্দনরহিতম্। অত এব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্ট-মন্যৎ॥ ৩।৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাক্য যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারে না (অর্থাৎ লৌকিক ভাষা যে জাতি (মনুষ্য, পশ্বাদি), গুণ (নীলত্ব, পীতত্বাদি), ক্রিয়া (গমনোপবেশনাদি), ও সম্বন্ধ (পিতাপুত্রাদি) অবলম্বন করিয়া বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যিনি তাহা হইতে অতীত, যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকেন [অর্থাৎ যিনি দেশ, কাল, বস্তু, পরিচ্ছেদশূন্য], যিনি অচিন্ত্য [সর্ব্বত্রব্যাপি বস্তুকে একদেশমাত্রচিন্তনপটু মন ধ্যান করিতে পারিবে কেন? "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (খ), যাঁহাকে লাভ করিতে গিয়া বাক্য মনের সহিত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসে—তিনি কি চিন্তার গম্য?] যিনি কূটস্থ [মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত হয়, তাহার নাম কূট। কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত অজ্ঞানই কূট নামে প্রসিদ্ধ। যিনি এই অজ্ঞানরূপ কূটে আধ্যাসিক সম্বন্ধযুক্ত হইয়া অধিষ্ঠান-রূপে স্থিতি করেন, তিনি কূটস্থ। অবিদ্যাকল্পনা মিথ্যা হইলেও তদধিষ্ঠানভূত সাক্ষাৎ চৈতন্য নিত্য নির্ব্বিকার], যিনি অচল বা যিনি বিকার

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।১০॥ (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৯।১॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

পরমেশ্বর আবেশ্য সমাধায় মন। যে ভক্তা সন্তো মা সর্ব্বযোগেশ্বরাণামধীশ্বর সর্ব্বত্র বিমুক্তরাগাদিক্লেশতিমিরদৃষ্টিম। নিত্যযুক্তা অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তোক্তশ্লোকার্থন্যায়েন সতত যুক্তা. সন্ত উপাসতে। শ্রদ্ধয়া পরয়া প্রকৃষ্টযোপেতা। তে মে মম মতা অভিপ্রেতা যুক্ততমা ইতি। নৈরন্তর্য্যেণ হি তে মচ্চিত্ততয়াহোরাত্রমতিবাহয়ন্তি। অতো যুক্তং তান প্রতি যুক্ততমা ইতি বক্তুম ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র প্রথমা শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তর শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে। মন আবেশ্যৈকাগ্রং কৃত্বা। নিত্যযুক্তা মদর্থকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠা সন্ত শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমা মমাভিমতা ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণ বা সাকার রূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ অথবা যিনি একমাত্র পতিত্ব বলিয়া অনন্যভাবে প্রীতিপূতচিত্তে ভগবানের শরণাগত হয়েন তিনি একাগ্রচিত্তার জন্য ভাবৎ-স্বরূপই লাভ করিয়া থাকেন। আমি যে ভগবৎস্বরূপের আরাধনা করিতেছি তিনি নিশ্চয়ই আমাকে নিস্তার করিবেন এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে যাঁহার তাঁহাতে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধার উদয় হয় যিনি নিজ আরাধ্য রূপকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকল্যাণবিধাতা জানিয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন তিনিই ভগবানের মতে যুক্ততম বা যোগিগণের মধ্যে প্রধান ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্র (সকল বিষয়ে) সমবুদ্ধয় (সমজ্ঞানযুক্ত) যে তু (যাঁহারা) ইন্দ্রিয়গ্রাম (ইন্দ্রিয়সমূহ) স নিয়ম্য (নিরোধ করিয়া) অনির্দ্দেশ্যম (অনির্ব্বচনীয়) অব্যক্ত (সূক্ষ্ম) সর্ব্বত্রগম (সর্ব্বত্র বিদ্যমান) অচিন্ত্য চ (ও অচিন্তনীয়) কূটস্থম (মায়াধিষ্ঠিত) অচল (স্থির) ধ্রুবম্ (সত্য) অক্ষর (নিগুণস্বরূপকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) সর্ব্বভূতহিতে (সকলের মঙ্গলকার্য্যে) রতা (নিযুক্ত) তে (তাঁহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩।৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ করিয়া এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি-যুক্ত ও সর্ব্বভূতহিতনিরত হইয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ধ্রুব, নির্গুণ, অক্ষর স্বরূপের নিরন্তর চিন্তা করেন, তাঁহারা আমাকেই [নির্গুণ স্বরূপে] প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম। কিমিতরে যুক্ততমা ন ভবন্তি? ন। কিন্তু তান প্রতি যদ্বক্তব্য

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বিবেকাদি সর্ব্বসাধনসম্পন্ন নিকাম কর্ম্মী ও দেহাভিমানবর্জ্জিত পুরুষদিগের জন্যই লক্ষিত হইয়াছে। অহং মমেতি বুদ্ধিযুক্ত পুরুষদিগের পক্ষে নির্গুণ সাধন যে অত্যন্ত ক্লেশকর, এ শ্লোকে তাহাই উক্ত হইল ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) যে তু (যে সকল ব্যক্তি) সর্ব্বাণি (সমস্ত) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (অর্পণ পূর্ব্বক) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব (অন্য কোন বিষয় স্মরণ না করিয়া) যোগেন (সমাধিযোগ দ্বারা) মাং (আমাকে) ধ্যায়ন্তঃ (ধ্যান করতঃ) উপাসতে (উপাসনা করেন), ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাং (আবিষ্টচিত্ত) তেষাং (তাঁহাদিগের) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ (মৃত্যু-সমাকুল সংসার-সাগর হইতে) ন চিরাৎ (শীঘ্রই) অহং (আমি) সমুদ্ধর্ত্তা (উদ্ধারকর্ত্তা) ভবামি (হইয়া থাকি) ॥ ৬।৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-সমাধিযোগ দ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, আমি সেই আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে শীঘ্রই মৃত্যুসমাকুল সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬।৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যে ত্বিতি। যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ীশ্বরে সংন্যস্য মৎপরাঃ—অহং পরো যেষাং তে মৎপরাঃ সন্তঃ। অনন্যেনৈব—অবিদ্যমানমন্যদালম্বনং বিশ্বরূপং দেবমাত্মানং মুক্ত্বা যস্য সোঽনন্যঃ। তেনানন্যেনৈব। কেন? যোগেন সমাধিনা। মাং ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তেষাং কিং?—তেষামিতি। তেষাং মদুপাসনৈকপরাণামহমীশ্বরঃ সমুদ্ধর্ত্তা। কুত ইতি? আহ—মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। মৃত্যুযুক্তঃ সংসারঃ মৃত্যুসংসারঃ। স এব সাগরবৎ সাগরঃ। দুরুত্তরত্বাৎ। তস্মান্মৃত্যুসংসারসাগরাদহং তেষাং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি। ন চিরাৎ। কিং তর্হি? ক্ষিপ্রমেব। হে পার্থ। ময্যাবেশিতচেতসাং—ময়ি বিশ্বরূপে আবেশিতং সমাহিতং চেতো যেষাং তে ময্যাবেশিতচেতসঃ। তেষাম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মদ্ভক্তানাং তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতীত্যাহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা। মাং

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

দ্বারা বিচলিত হয়েন না, যিনি ধ্রুব বা যাঁহার পরিণাম নাই বা নিত্য, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যিনি সমস্ত বৃত্তিবর্জ্জিত হইয়া সমাহিত চিত্তে (অর্থাৎ অনাত্মাকার তাবৎ জ্ঞানকে তিরস্কার পূর্ব্বক), তৈলধারার ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করেন, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তিসম্পন্ন, যাঁহার বিষয়বাসনা বা হর্ষ-বিষাদাদি নাই, যাঁহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদৃষ্টি, তিনি নির্গুণ স্বরূপারাধনার অধিকারী। যিনি স্বয়ং গুণমায়াবর্জ্জিত হইবেন, তিনিই নির্গুণারাধনার সুযোগ্য অধিকারী॥ ৩।৪।

অন্বয়বোধিনী। তেষাম্ (সেই) অব্যক্তাসক্তচেতসাং (ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি-গণের) অধিকতরঃ (অধিকতর) ক্লেশঃ (ক্লেশ) [হয়], হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ (দেহাভি-মানিগণ কর্ত্তৃক) অব্যক্তা (অব্যক্ত বিষয়িণী) গতিঃ (নিষ্ঠা) দুঃখম্ (দুঃখে) অবাপ্যতে (লব্ধ হয়)॥ ৫॥

বঙ্গানুবাদ। নির্গুণ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেননা, নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ করা দেহাভিমানীর পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ক্লেশ ইতি। ক্লেশোঽধিকতরঃ—যদ্যপি মৎকর্ম্মাদি-পরাণাং ক্লেশোঽধিক। এব। ক্লেশোঽধিকতরস্তুক্ষরাত্মনাং পরমার্থদর্শিনাং দেহাভি-মানপরিত্যাগনিমিত্তঃ। অব্যক্তাসক্তচেতসাম্—অব্যক্তে আসক্তং চেতো যেষাং তেঽব্যক্তা-সক্তচেতসঃ। তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি যস্মাদগতিরক্ষরাত্মিকা দুঃখং দেহবদ্ভি-র্দেহাভিমানবদ্ভিরবাপ্যতে। অতঃ ক্লেশোঽধিকতরঃ। অক্ষরোপাসকানাং বর্ত্তনং তদুপবিষ্টাদ্বক্ষ্যামঃ॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ তেঽপি চেৎ মামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীতরেষাং যুক্ততমত্ব কুতঃ—ইত্যাপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ—ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ। হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবত্যেবমবাপ্যতে। দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্-প্রবণস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। নির্গুণ ব্রহ্মকে আরাধনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে বেদান্ত-বাক্যাদির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা চিত্তকে অতিশয় অন্তর্নিবৃত্ত করা আবশ্যক। কিন্তু সগুণব্রহ্মোপাসককে এত কাঠিন্যের নিষ্পেষণ সহ্য করিতে হয় না, সাত্ত্বিকশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ভগবৎ-প্রীত্যর্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন ও পূজাদি করিলেই ব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। এই সগুণ ব্রহ্মোপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করাই ভগবানের অভিপ্রায়। নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে [সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং] নির্গুণ ব্রহ্ম-লাভের সুখসাধ্যতা ব্যাখ্যা

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি। ময্যেব বিশ্বরূপ ঈশ্বরে মনঃ সংকল্পবিকল্পাত্মকমাধৎস্ব স্থাপয়। ময্যেবাধ্যবসায়ং কুর্ব্বতীং বুদ্ধিং চাধৎস্ব নিবেশয়। ততস্তে কিং স্যাদিতি? শৃণু—নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি নিশ্চয়েন মদাত্মনা। ময়ি নিবাসং করিষ্যস্যেব। অতঃ শরীরপাতাদূর্দ্ধং। ন সংশয়ঃ সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—ময্যেবেতি। ময্যেব সংকল্পবিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু। বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়। এবং কুর্ব্বন্মৎ-প্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত ঊর্দ্ধং দেহান্তে ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি। মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি। নাত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে (ক) ইতি॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। হে অর্জ্জুন! মনকে সমস্ত বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আমাতেই স্থির করিয়া রাখ। শব্দাদি বিষয়ে চিত্তকে প্রধাবিত না করিয়া আমাতেই আবিষ্ট কর। বুদ্ধিবৃত্তিতে সর্ব্বদা আমাকেই ধারণা কর। তাহা হইলে আপনা-আপনিই তোমার আত্মজ্ঞানের উদয় হইবে, ও মরণান্তে তুমি আমাতেই বিলীন হইবে॥ ৮॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সগুণব্রহ্মের উপাসনা-পরায়ণ সাধকগণ দেহান্তে ইষ্টদেবের কৃপায় নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ লাভ করেন—"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" (ক)। এইরূপে সগুণ ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক ক্রমমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে সাধক ইহলোকেই জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া দেহান্তে একেবারেই বিদেহকৈবল্যভাগী হয়েন, তাঁহাকে আর ব্রহ্মলোকে অবস্থান পূর্ব্বক ক্রমমুক্তি লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না। দ্বৈতভাবের উপাসনায় এবং অদ্বৈতজ্ঞানের অভ্যাসে এই পার্থক্য সাধকের অধিকারানুরূপ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উভয় পথই পরম কল্যাণকর। (১৩ ও ২০ শ্লোকের গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) অথ (আর যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং (মনঃ) স্থিরং (স্থির) সমাধাতুং (রাখিতে) ন শক্নোষি (না পার), ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (অভ্যাসযোগ দ্বারা) মাম্ (আমাকে) আপ্তুম্ (পাইতে) ইচ্ছ (আকাঙ্ক্ষা কর)॥ ৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! যদি সগুণ ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করিতে না পার, অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা কর বা যত্ন কর॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেতি। অথৈবং যথাবোচাম তথা ময়ি চিত্তং সমাধাতুং স্থাপয়িতুং

(ক) নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ৫।৭॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ধ্যায়ন্তঃ। অনন্যেন—ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈব। একান্তভক্তি-যোগেনোপাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষামিতি। এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং। মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সম্যগুদ্ধর্ত্তাচিরেণ ভবামি ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণব্রহ্মোপাসক অপেক্ষা নির্গুণব্রহ্মোপাসকগণ যখন অধিক ক্লেশ সহ্য করেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন। অর্জ্জুনের এই ভ্রম নিরসনার্থ ভগবান্ কহিলেন যে, নির্গুণব্রহ্মোপাসকগণ গুরুসেবা, শ্রবণ ও মননাদি কঠোরতম সাধনা দ্বারা যাহা লাভ করিয়া থাকেন, সগুণব্রহ্মোপাসকগণ প্রীতিপূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে অনায়াসে তত্ত্বাবতের স্ফুরণ নিজ নিজ হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। সগুণ উপাসকগণ যে কেবল সিদ্ধিলাভই করেন, তাহা নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" (ক) অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত উপাসকগণ ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া প্রত্যক্ অভিন্ন অদ্বিতীয় পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। গুরুপদসেবন, শ্রবণ ও মননাদি সাধন না করিয়া শ্রদ্ধান্বিত সগুণব্রহ্মোপাসকগণ কেবল ভক্তির গুণেই কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিত্য, নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক—তাবৎ কর্ম্মই যাঁহারা ভগবান্ বাসুদেবে ন্যস্ত করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহারই শরণাগত হয়েন, সুখে, দুঃখে, সম্পদে ও বিপদে, সর্ব্বথা ভগবানই যাঁহাদের অবলম্বন, ভগবানকে ভুলিয়া ক্ষণার্দ্ধকাল জীবিত থাকা যাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন, ঈদৃশ সাধকগণ নানাভরণভূষিত, কৃষ্ণ, শ্বেত নীলাদি বর্ণযুক্ত, দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ, স্ত্রী বা পুরুষ যে রূপেই তাঁহাদের অভিরুচি হউক—ভগবানের পূজা করিলে, এবং উপাস্য রূপে চিত্তের আবেশ বা সমাধি হইলে ভগবান্ স্বয়ং কর্ণধার হইয়া নিজ পাদাম্বুজরূপ পোতে মৃত্যুময়—অজ্ঞানময়—সংসারসমুদ্র হইতে উপাসকগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ৬।৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব (স্থির কর) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) নিবেশয় (স্থাপন কর), অতঃ (ইহা হইতে) ঊৰ্দ্ধং (পরে অর্থাৎ দেহান্তে) ময়ি এব (আমাতেই) নিবসিষ্যসি (স্থিতি করিবে), [ইহাতে] সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] তুমি মন ও বুদ্ধিকে আমাতে স্থির কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতে (শুদ্ধ ব্রহ্মে) অভেদভাবে স্থিতি করিবে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৮ ॥

(ক) প্রশ্নোপনিষৎ, ৫।৫ ॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে, (৬) শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা, তাঁহাকে নমস্কার ও বন্দনাদি করিবে, (৭) আপনাকে তাঁহার অনুগত দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে, (৮) অথবা তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিবে, এবং (৯) তোমার শরীর তাঁহাকেই নিবেদন করিয়া দিবে। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইবে, এবং আত্মজ্ঞান উদিত হইয়া তোমাকে নির্গুণ ব্রহ্মভাব দান করিবে ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অথ (পক্ষান্তরে যদি) এতৎ অপি (ইহাও) কর্ত্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ (অক্ষম) অসি (হও) ততঃ (তবে) মদ্‌যোগম্ (আমার শরণ) আশ্রিতঃ (গ্রহণপূর্ব্বক) যতাত্মবান্ (সংযতাত্মা হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সকল কর্ম্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি ভগবৎকর্ম্মানুষ্ঠানেও অসমর্থ হও, তবে আমার যোগপরায়ণ ও সংযতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথৈতদিতি। অথ পুনরেতদপি যদুক্তং মৎকর্ম্মপরমত্বং তৎ কর্ত্তুমশক্তোঽসি। মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ—ময়ি ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি সংন্যস্য যৎ করণং তেষামনুষ্ঠানং স মদ্‌যোগঃ। তমাশ্রিতঃ সন্। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং—সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং ফলসংন্যাসং সর্ব্ব-কর্ম্মফলত্যাগং। ততোঽনন্তরং কুরু। যতাত্মবান্ সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্যন্তং ভগবদ্ধর্ম্মপরিনিষ্ঠায়ামশক্ত্যা পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্ত্তুং ন শক্নোষি তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্ব্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানা-মাবশ্যকানাং চাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মণাং ফলানি নিয়তচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি—ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি। ফলং তাবদ্দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্ত্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে না পার, তবে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়বর্গ সংযমপূর্ব্বক নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সমূহের ফলকামনা পরিত্যাগ কর। নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনই ভগবদুপদেশের মুখ্য অভিপ্রায় ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অভ্যাসাৎ (অবিবেক পূর্ব্বক অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং (জ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (ধ্যান) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়), ধ্যানাৎ

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপস্যসি ॥ ১০ ॥

স্থিরমচলং ন শক্নোষি চেতঃ পশ্চাদভ্যাসযোগেন—চিত্তস্যৈকস্মিন্নালম্বনে সর্ব্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাসঃ। তৎপূর্ব্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণঃ। তেনাভ্যাসযোগেন মাং বিশ্বরূপমিচ্ছ প্রার্থয়স্বাপ্তুং প্রাপ্তুং হে ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি। স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ। প্রযত্নং কুরু ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সগুণ ব্রহ্মে বিধিপূর্ব্বক চিত্ত স্থির করিতে না পারিলে সাধক যাহাতে ভগবল্লাভে বঞ্চিত না হয়েন, এইজন্য ভগবান্ দয়া করিয়া বলিতেছেন যে, তাহা হইলে অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ প্রতিমাদি বাহ্যমূর্ত্তিতে ভগবদ্বুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক ভক্তিসহ পূজা করিবে, ও হৃদয়ে সেই রূপের ধ্যান করিবে। তাহা হইলে আমাকে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। অভ্যাসে অপি (অভ্যাসযোগেও) [যদি] অসমর্থঃ (অসমর্থ) অসি (হও), [তবে] মৎকর্ম্মপরমঃ (মদ্ভাব কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও); মদর্থং (মৎপ্রীত্যর্থ) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) কুর্ব্বন্ অপি (করিলেও) সিদ্ধিম্ (মোক্ষ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও, তবে ভগবৎকর্ম্মপরায়ণ হও; মদর্থে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তুমি ব্রহ্মভাব লাভ করিবে ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অভ্যাসেঽপীতি। অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽস্যশক্তোঽসি যদি, তর্হি মৎকর্ম্মপরমো ভব। মদর্থং কর্ম্ম মৎকর্ম্ম। তৎপরমো মৎকর্ম্মপরমঃ। মৎকর্ম্মপ্রধান ইত্যর্থঃ। অভ্যাসেন বিনা মদর্থমপি কর্ম্মাণি কেবলং কুর্ব্বন্ সিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিযোগজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণাবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যশক্তোঽসি তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্ম্মাণি—একাদশ্যুপবাসব্রতচর্য্যাপূজানামসংকীর্ত্তনাদীনি—তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব। এবংভূতানি কর্ম্মাণ্যপি মদর্থং কুর্ব্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি সাধক পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসযোগও করিতে না পারেন, কৃপাসিন্ধু ভগবান্ তজ্জন্য আরও সহজ উপায় বলিতেছেন যে, তবে আমার প্রীতির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তদ্‌যথা (১) রাম, কৃষ্ণ, দুর্গা ও শিবাদি নাম শ্রবণ করিবে, (২) সেই নাম আবার আপনিও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে, (৩) সুখে বা দুঃখে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিবে, (৪) ভগবৎপ্রতিমাদির চরণ সেবা করিবে, (৫) চন্দন, পুষ্প, ধূপ ও দীপ অর্পণ

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ। যোগাপ্রমত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ। দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ো যস্য। ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধী যেন। এবংভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে ও সম্পদে বা বিপদে সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি সর্ব্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্ববশ হইয়াছে, যাঁহার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস, [অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাঁহার চিত্ত ভগবদ্ভাব হইতে বিচলিত হয় না] ও যিনি সঙ্কল্প বিকল্প ছাড়িয়া, মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয় ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। যস্মাৎ (যাঁহা হইতে) লোকঃ (কোন ব্যক্তি) ন উদ্বিজতে (সন্তপ্ত হয় না), যঃ চ (ও যিনি) লোকাৎ (অন্য লোক হইতে) ন উদ্বিজতে (সন্তাপ প্রাপ্ত হন না), যঃ চ (এবং যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ কর্ত্তৃক) মুক্তঃ (বিমুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার দ্বারা কোন ব্যক্তি সন্তপ্ত হয় না ও যিনি নিজেও অন্য কোন ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয়েন না, এবং যিনি হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয় ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদিতি। যস্মাৎ সংন্যাসিনো নোদ্বিজতে নোদ্বেগং গচ্ছতি—ন সংতপ্যতে—ন সংক্ষুভ্যতি—লোকঃ। তথা লোকোন্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ—হর্ষশ্চামর্ষশ্চ ভয়ং চোদ্বেগশ্চ তৈর্হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তঃ। হর্ষঃ প্রিয়লাভেঽন্তঃকরণস্যোৎকর্ষো রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিলিঙ্গঃ। অমর্ষোঽভিলষিতপ্রতিঘাতেঽসহিষ্ণুতা। ভয়ং ত্রাসঃ। উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা। তৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাল্লোকো জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি। যশ্চ লোকান্নোদ্বিজতে। যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ। তত্র হর্ষঃ স্বস্যেষ্টলাভ উৎসাহঃ। অমর্ষঃ পরস্য লাভেঽসহনম্। ভয়ং ত্রাসঃ। উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ। এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি শরীর, মন ও বাণী দ্বারা কোন প্রাণীকে পীড়া দেন না, এবং অন্য প্রাণীও যাঁহার কোন ক্ষতি করে না [যিনি সমস্ত জীবকে আত্মবৎ বোধে ও সকলের

**সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥**

ও অপরটী মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বস্তুতঃ অধিকারভেদে সুগম ও কঠিন সাধন-প্রণালী কথিত হইল মাত্র। সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই তিনি। যিনি বিশুদ্ধ প্রকৃতি হইয়া তাঁহাকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার আদর লাভ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, যিনি জগতের মধ্যে কোন প্রাণীর প্রতিকূল হয়েন না, ও কোন প্রাণীকে নিজ প্রতিকূল মনে করেন না, ও সকলের প্রতিই প্রেম ও স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার কোন বস্তুতেই মমত্ববুদ্ধি নাই, ও দেহাদিতে অহংবুদ্ধিও নাই, যিনি সুখে প্রফুল্ল ও দুঃখে ক্ষুব্ধ না হইয়া সর্ব্বদা অবিচলিত থাকেন, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্য সত্ত্বেও তাঁহাকে ক্ষমা করেন [তিনি ভগবানের প্রিয়] ॥ ১৩ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিলে অধিকারী ভেদে নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। গৌণী-ভক্তিও পরোক্ষজ্ঞানকে সাধনের সর্ব্বোচ্চ সীমা মনে করিয়াই অনেকে বৃথা বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েন। অবিচ্ছিন্ন-আত্মরতিরূপ-পরা-ভক্তি ও অপরোক্ষজ্ঞানে বাস্তবিক কোনই ভিন্নতা নাই। ভগবানের প্রিয়ভক্ত হইতে হইলে কিরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিযুক্ত হওয়া আবশ্যক তাহা ভগবান্ স্বয়ংই এই অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত কয়েকটী শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মর্ম্মার্থ অবধারণ করিতে পারিলে ভক্তি ও জ্ঞান বিষয়ক বৃথা বিবাদ নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। (১৮ অঃ। ৫১—৫৫ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য) ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। সততং (সর্ব্বদা) সন্তুষ্টঃ (আহ্লাদিত), যোগী (সমাহিতচিত্ত) যতাত্মা (সংযতস্বভাব), দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (অটল বিশ্বাসী), ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাঁহার মন-বুদ্ধি সমর্পিত), যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, সমাহিতচিত্ত, সংযতাত্মা ও দৃঢ়-নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়াছেন, মদ্ভক্তিপরায়ণ ঈদৃশ ব্যক্তিই আমার প্রিয় ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সন্তুষ্ট ইতি। সন্তুষ্টঃ সততং নিত্যম্। দেহস্থিতিকারণস্য লাভেঽলাভে চোৎপন্নালংপ্রত্যয়ঃ। তথা গুণবল্লাভে বিপর্য্যয়ে চ সন্তুষ্টঃ। সততং যোগী সমাহিতচিত্তঃ। যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—দৃঢ়ঃ স্থিরো নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ো যস্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে স দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ—সংকল্পাত্মকং মনঃ। অধ্যবসায়লক্ষণা বুদ্ধিঃ। তে ময্যেবার্পিতে স্থাপিতে যস্য সংন্যাসিনঃ স ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ। য ঈদৃশো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ইতি সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতম্। তদিহ প্রপঞ্চ্যতে ॥ ১৪ ॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥

নিন্দা ও তিরস্কারাদি করিলেও যাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয় না, এবং যিনি লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যেরই যত্নপূর্ব্বক আরম্ভ বা উদ্যোগ করেন না, এতাদৃশ অনাসক্ত ভক্তই ভগবানের পরম প্রিয় পাত্র ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) [প্রিয়বস্তু পাইয়া] ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না), [অপ্রিয়সমাগমে] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), [প্রিয়বিরহে] ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), শুভাশুভপরিত্যাগী (শুভাশুভ কর্ম্মত্যাগী), যঃ (যিনি) ভক্তিমান্ (ভক্তিমান্) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি শোক করেন না, কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ-পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয় পাত্র ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যো নেতি। যো ন হৃষ্যতীষ্টপ্রাপ্তৌ। ন দ্বেষ্ট্যনিষ্টপ্রাপ্তৌ। ন শোচতি প্রিয়বিয়োগে। ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভে পুণ্যপাপে কর্ম্মণী পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি শুভাশুভপরিত্যাগী। ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি। অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি। ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি। অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবংভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে যে "সমদুঃখসুখঃ" বলিয়াছেন, এ শ্লোকটি তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র। যিনি প্রিয়বস্তুসমাগমে হর্ষ, অপ্রিয়সমাগমে দ্বেষ, প্রিয়-বিরহে শোক ও ইষ্টবস্তুলাভার্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং স্বর্গাদিলাভের মূলবীজ পুণ্য কর্ম্ম ও নরকাদি গমনের কারণস্বরূপ পাপ কর্ম্ম, অথবা যাহাতে জন্মান্তর লাভ হয় এরূপ কোন কর্ম্মই করেন না, তাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় হন ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। শত্রৌ চ (শত্রুতে) মিত্রে চ (ও মিত্রে), তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মানে ও অপমানে) সমঃ (সমজ্ঞান), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে) সমঃ (সমবুদ্ধি), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (সর্ব্বসঙ্গপরিশূন্য) ॥ ১৮ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

প্রতি আত্মবৎ প্রেমদৃষ্টিতে দেখেন, কোন জীব তাঁহার ক্ষতি করে না। মৈত্রী ও প্রেমের দ্বারা বন্য,হিংস্র জন্তুরও বিরুদ্ধ-বুদ্ধি অভিভূত হইয়া যায়। ধ্রুবের সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিল বটে, কিন্তু ধ্রুবের প্রেম ও অহিংসা—অদ্বেষবৃত্তি দ্বারা ব্যাঘ্রের হিংসাবুদ্ধি অভিভূত হইয়া গেল, ব্যাঘ্র ধ্রুবকে আক্রমণ করিল না। যিনি কাহারও ভয়ের কারণ হয়েন না, তিনিও কাহারও নিকট হইতে ভয় পান না।] যিনি ইষ্ট বস্তু লাভে হর্ষোৎফুল্ল ও অনিষ্টকর বিষয় সমাগমে দুঃখিত হন না, ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া, বা ভূত, প্রেত ও মৃত্যু আদি স্মরণ করিয়া যাঁহার ভয়ের উদ্রেক হয় না, এবং কোন অবস্থাতেই যাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হয় না, এতাদৃশ ভক্ত ব্যক্তিই ভগবানের প্রিয় পাত্র ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনপেক্ষঃ (নিঃস্পৃহ), শুচিঃ (আচারবান), দক্ষঃ (পটু), উদাসীনঃ (পক্ষপাতশূন্য), গতব্যথঃ (মনঃপীড়াশূন্য) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে স্পৃহাশূন্য), যঃ (যিনি) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবর্জ্জিত ও সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই আমার প্রিয় ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনপেক্ষ ইতি। দেহেন্দ্রিয়বিষয়সম্বন্ধাদিষ্বপেক্ষা যস্য নাস্তি স বিষয়েষ্বনপেক্ষো নিঃস্পৃহঃ। শুচির্ব্বাহ্যেনাভ্যন্তরেণ চ শৌচেন সম্পন্নঃ। দক্ষঃ প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষু সদ্যো যথাবৎ প্রতিপত্তুং সমর্থঃ। উদাসীনো ন কস্যচিন্মিত্রাদেঃ পক্ষং ভজতে যঃ স উদাসীনঃ। গতব্যথো গতভয়ঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্ব্বারম্ভাঃ। তান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছয়োপস্থিতেঽপ্যর্থে নিঃস্পৃহঃ। শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ। দক্ষোঽনলসঃ। উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ। গতব্যথ আধিশূন্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবংভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বিনাযত্নে প্রাপ্ত বা অনায়াসলব্ধ বস্তুতেও ভোগস্পৃহা করেন না, যাঁহার বাহ্যাভ্যন্তর সদা পবিত্র [মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্য শরীর, ও মৈত্রী, করুণাদি দ্বারা রাগদ্বেষাদিদূষিত অন্তঃকরণ-শুদ্ধ হইয়া থাকে] যিনি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয় সম্পাদনে সমর্থ, যিনি শত্রু ও মিত্র কাহারও প্রতি ভাল বা মন্দভাবের পক্ষপাত করেন না, লোক

যে তু ধর্ম্ম্যামৃতমিদং * যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তুল্যনিন্দাস্তুতিরিতি। তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ। মৌনী সংযতবাক্। যেন কেনচিদ্যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ। স্থিরমতির্ব্যবস্থিতচিত্তঃ। এবংভূতো ভক্তিমান্ যঃ স নরো মম প্রিয়ঃ॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। কেহ ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলে লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া স্তুতি বা নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে কার্য্যেরই স্তুতি বা নিন্দা করিতেছে, কার্য্যই হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হয় হউক; "আমি" তাঁহাতে সুখী বা দুঃখী হইব কেন?—এইরূপ বিচার করিয়া উভয়েরই প্রতি ঔদাস্য প্রকাশ করেন, যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, বনবৎ প্রাবদ্ধ যে অন্ন-বস্ত্রাদি আনিয়া দেয়, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন, যিনি নিয়মপূর্ব্বক এক স্থানে নিবাস করেন না, ও যাঁহার মতি-গতি ভগবানেই অবিচলিত থাকে, তাদৃশ ভক্তিমান ব্যক্তিই ভগবানের পরম আদরের পাত্র॥১৯॥

অন্বয়বোধিনী। যে তু (যে সকল ব্যক্তি) যথোক্তম্ (উক্ত প্রকারে) ইদং (এই) ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মবিষয়ক সুধা) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধাবান্) মৎপরমাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) পর্য্যুপাসতে (সেবন করেন), তে (সেই) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) মে (আমার) অতীব (অত্যন্ত) প্রিয়াঃ (প্রিয়)॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। যে সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ধর্ম্মামৃত পান করেন, সেই ভক্তিমান্ পুরুষগণ আমার অতীব প্রিয়॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনাক্ষরস্যোপাসকানাং নিবৃত্তসর্ব্বৈষণানাং সংন্যাসিনাং পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্ম্মজাতং প্রক্রান্তমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যে তু সংন্যাসিনঃ। ধর্ম্ম্যামৃতং—ধর্ম্মাদনপেতং ধর্ম্ম্যং। ধর্ম্ম্যং চ তদমৃতং চ ধর্ম্ম্যামৃতম্। অমৃতত্বহেতুত্বাৎ। ইদং যথোক্তমদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা পর্য্যুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ। মৎপরমা যথোক্তাঃ। অহমক্ষরাত্মা পরমো নিরতিশয়া গতির্যেষাং তে মৎপরমাঃ। মদ্ভক্তাশ্চোত্তমাং পরমার্থজ্ঞানলক্ষণাং ভক্তিমাশ্রিতাঃ। তেঽতীব মে প্রিয়াঃ। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমিতি যৎ সূচিতং তদ্ব্যাখ্যায়েহোপসংহৃতম্। ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি। যস্মাদ্ধর্ম্ম্যামৃতমিদং যথোক্তমনুতিষ্ঠন্ ভগবতো বিষ্ণোঃ পরমেশ্বরস্যাতীব মে প্রিয়ো

---

* যে তু ধর্ম্মামৃতমিদমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার শত্রু ও মিত্রে এক দৃষ্টি, মান ও অপমান এতদুভয়ই যাঁহার সমান, শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখে যাঁহার সমবুদ্ধি এবং যিনি সঙ্গ-রহিত ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সম ইতি। সমঃ শত্রৌ মিত্রে চ। তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ। সর্ব্বত্র সঙ্গবর্জ্জিতঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ। মানাপমানয়োরপি তথা সম এব। হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ। শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুচিদপ্যনাসক্তঃ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। 'আমারই প্রারব্ধানুসারে কেহ আমার অপকারী শত্রু, কেহ বা আমার উপকারী মিত্র হইয়াছে,' ইহাই জানিয়া যিনি শত্রুর প্রতি অসন্তুষ্ট ও মিত্রের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়েন, 'আমার গুণেরই প্রশংসা বা মান, ও আমার দোষেরই নিন্দা, তিরস্কার বা অপমান হইয়া থাকে', এইরূপ বুঝিয়া যিনি আপনাকে "স্বতন্ত্র" জ্ঞান করিতে পারেন [অর্থাৎ গুণ ও দোষের ফলের সঙ্গে আপনাকে প্রশংসিত ও নিন্দিত মনে না করেন], শীতোষ্ণাদিতে যিনি উদ্বেজিত না হয়েন, এবং সুখ ও দুঃখ নিজ প্রারব্ধায়ত্ত জানিয়া যিনি উভয়ই সমভাবে ভোগ করেন (অর্থাৎ সুখে উৎফুল্ল বা দুঃখে কুণ্ঠিত না হয়েন) এবং যিনি চেতন ও অচেতন কোন বস্তুরই রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া আসক্তচিত্ত না হয়েন, তিনি ভগবানের অতি প্রিয়পাত্র॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা ও প্রশংসায় তুল্যজ্ঞানবিশিষ্ট), মৌনী (মৌনব্রতাবলম্বী), যেন কেনচিৎ (যৎকিঞ্চিৎ লাভে) সন্তুষ্টঃ (প্রসন্ন), অনিকেতঃ (আশ্রয়রহিত), স্থিরমতিঃ (অচলচিত্ত), ভক্তিমান (ভক্তিযুক্ত) নরঃ (ব্যক্তি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। নিন্দা ও স্তুতি এতদুভয়ই যাঁহার সমান, যিনি মৌনী, যিনি যে কোন প্রকার হউক [অন্ন-বস্ত্র] লাভে সন্তুষ্ট, যিনি গৃহবর্জ্জিত, স্থিরমতি, সেই ভক্তিমান্ পুরুষই আমার প্রিয়॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তুল্যনিন্দেতি। তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ—নিন্দা চ স্তুতিশ্চ নিন্দাস্তুতী। তে তুল্যে যস্য স তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ। মৌনী মৌনবান সংযতবাক। সন্তুষ্টো যেন কেনচিচ্ছরীরস্থিতিহেতুমাত্রেণ। তথা চোক্তং "যেন কেনচিদাচ্ছন্নো যেন কেনচিদাশিতঃ। যত্র ক্বচন শায়ী স্যাত্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥" (ক) ইতি। কিঞ্চ—অনিকেতঃ—নিকেত আশ্রয়ো নিবাসো নিয়তো ন বিদ্যতে যস্য সোঽয়মনিকেতঃ। নাগার ইত্যাদি স্মৃত্যন্তরাৎ। স্থিরা পরমার্থবস্তুবিষয়া মতির্যস্য স স্থিরমতিঃ। ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯॥

(ক) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪৫।১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

—:ঃ—

অর্জ্জুন উবাচ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥ *

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। কেশব (হে কেশব!) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষং চ এব (ও পুরুষ) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব (ও ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও জ্ঞেয়) এতৎ (এই সমস্ত) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এই কয়েকটীর তত্ত্ব, জানিতে আমি ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার প্রথম ষট্‌কে (১ম—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) "ত্বং" পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ষট্‌কে (৭ম—১২শ অধ্যায়ে) "তৎ" পদার্থ নিরূপিত হইল। এক্ষণে "তৎ-ত্বং" এতৎপাদদ্বয়ের অভেদভাব বা তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণার্থ ১৩শ অধ্যায় হইতে গীতার তৃতীয় ষট্‌ক আরম্ভ হইল।

ভগবান্ সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত সাধককে স্বয়ং সংসারসিন্ধু হইতে উদ্ধার করেন বলিয়াছেন। আবার "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (ক), "তবত্যাবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, আত্মজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানরূপ সংসার উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সুতরাং এক্ষণে দ্বৈতাদ্বৈত সংশয় নিরসন পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা শ্রবণ করা অর্জ্জুন বিশেষ আবশ্যক মনে করিলেন। কেননা, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ভিন্ন জন্ম-মরণাদি অনর্থরাশির বিনাশ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন—মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" (খ) —যিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মে দ্বৈত ভাব করেন, তিনি বারংবার জন্ম-মরণের অধীন হয়েন। জীব-ব্রহ্মে অভেদ বুদ্ধি হইলেই মনুষ্যের সকল ভ্রম বিনষ্ট হইয়া যায়। শরীর কি? সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা কে? আত্মা ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন অথবা এক?—ইত্যাদি বিষয় এক্ষণে আলোচিত হইবে ॥ ১ ॥

---

* শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী এই শ্লোক ধরেন নাই। গীতার্থসন্দীপনীকার ইহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কোন কোন মহাভারতে এই শ্লোক পাওয়া যায়। সুতরাং আমরাও এই শ্লোক দিলাম। সম্পাদক।

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।১।৩। (খ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৯।

ভবতি তস্মাদিদং ধর্ম্ম্যামৃতং মুমুক্ষুণা যত্নতোঽনুষ্ঠেয়ং। বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরং ধাম জিগমিষুণেতি বাক্যার্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তং ধর্ম্মজাতং সফলমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারম্। ধর্ম্ম এবামৃতম্—অমৃতত্বসাধনত্বাৎ। ধর্ম্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতেঽনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তঃ। মৎপরাশ্চ সন্তঃ। মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ইতি ॥ ২০ ॥

দুঃখব্যক্তবর্ষে তত্বহবিঘ্নবতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিসৎপথমাশ্রয়েৎ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা যদি শ্রদ্ধাবান হইয়া সগুণ ও নির্গুণ—উভয়তঃ অভেদবোধে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্ম অর্থাৎ অদ্বেষ্টৃত্বাদি পবিত্র প্রকৃতি লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে "তৎ" পদার্থ স্বরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন।

ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিলে কিরূপে ভগবানকে লাভ করা যায়, কিরূপে উপাসনা করিতে ও কিরূপে ভক্তি করিতে হয়, ভক্তি ব্যতীত কোন সাধনেই যে তাঁহাকে সহজে লাভ করা যায় না, ভক্তের প্রতি ভগবান্ কত অপ্রার্থিত অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন, প্রকৃত ভক্তিমান্ হইতে হইলে কীদৃশ নির্ম্মল প্রকৃতিযুক্ত হইতে হয়—তাহা গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে (৭ম—১২শ অধ্যায়ে) ব্যাখ্যাত হইল ॥ ২০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। নির্গুণ শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বতঃই পূর্ব্ব ৭টী শ্লোকে (১৩—১৯) কথিত—অদ্বেষ্টৃত্ব, মৈত্র, করুণাদি, সন্তোষ, শুচিতা, অনাসক্তি, এবং শত্রু ও মিত্রে, মান অপমানে, নিন্দা ও স্তুতিতে সমবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তাঁহাকে আর পৃথগ ভাবে তত্তাবতের অভ্যাস করিতে হয় না। দ্বিতীয় অধ্যায় (৫৫—৫৯ শ্লোকে) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ কালেও ভগবান্ এ বিষয়ে যথেষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎকারেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, সুতরাং ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ লাভই সগুণ ব্রহ্মোপাসনারও পরলক্ষ্য। সাধকগণের প্রকৃতিভেদে উপাসনাপ্রণালী পৃথগ্‌ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। জ্ঞানীই যে প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত, তাহা ভগবান্ ভক্তিযোগের আদিতেই (৭ম অঃ, ১৭ শ্লোকে) বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি মহোদয় প্রণীত গীতার্থসন্দীপনী নামক ভাষাতাৎপর্য্যব্যাখ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

॥ দ্বিতীয় ষট্‌ক ॥

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

বিবেকাখ্যায় আরভ্যতে। তত্র যৎ সপ্তমেঽধ্যায়ে—অপরা পরা চেতি—প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপন্নস্য চিদংশস্যায়ং সংসারঃ। যাভ্যাং চ জীবোপভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিঃ। তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরং বিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িষ্যন্ ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ। এতদ্ যো বেত্তি—অহং মমেতি মন্যতে—তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ। ইতি প্রাহুঃ। কৃষীবলবত্তৎফলভোক্তৃত্বাৎ। তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। *শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ চতুষ্টয় ও পঞ্চ প্রাণ সহিত* সুখ-দুঃখের ভোগায়তন এই শরীরের নাম ক্ষেত্র; অবিদ্যা দ্বারা যে আত্মার নাশ ও বিদ্যার দ্বারা যে আত্মার রক্ষা হয় তাহার নাম ক্ষেত্র, অথবা যাহা দ্বারা রাগদ্বেষাদিযুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র, কিংবা যাহা শমদমাদিসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে জন্ম-মরণ হইতে রক্ষা করে, তাহার নাম ক্ষেত্র, অথবা দীপশিখার ন্যায় যাহা আপনা আপনি ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহার নাম ক্ষেত্র, কিংবা যে ভূমি হইতে সুখ-দুঃখ রূপ ফল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। এই শরীর মধ্যে থাকিয়া যিনি "অহং" ও "মম" অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। কৃষকগণ যেমন ভূমি হইতে ফল উৎপাদন করিয়া ভোগ করে, তদ্রূপ যিনি শরীরে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। শরীর জড় ও আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। এই তত্ত্ব যিনি বিদিত আছেন, তিনিই শরীরকে ক্ষেত্র ও জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞা দিয়াছেন ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই) মাং (আমাকে) ক্ষেত্রজ্ঞং (ক্ষেত্রজ্ঞ) বিদ্ধি (জানিও), ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) যৎ (যে) জ্ঞানং (অববোধ) তৎ জ্ঞানম্ (সেই জ্ঞান) মম মতম্ (আমার অভিমত) ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! তুমি অদ্বিতীয়-ব্রহ্মরূপ আমাকে সমস্ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিদিত হও। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়ের পৃথক জ্ঞানই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাবুক্তৌ। কিমেতাবন্মাত্রেণ জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যাবিতি? নেতি। উচ্যতে—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। ক্ষেত্রজ্ঞং যথোক্তলক্ষণং চাপি মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি। যোঽসৌ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তং নিরস্তসর্ব্বোপাধিভেদং সদসদাদিশব্দপ্রত্যয়াগোচরং বিদ্ধীত্যভিপ্রায়ঃ। হে ভারত। যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্যৎ-

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ক্ষেত্রম্ (ক্ষেত্র) ইতি (এই নামে) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়)। যঃ (যিনি) এতৎ (ইহাকে) বেত্তি (জানেন), তং (তাঁহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবেত্তৃগণ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ ইতি (ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, এই শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত হয় এবং এতৎ-ক্ষেত্রবেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়কে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা এই রূপ বলিয়া থাকেন॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সপ্তমেঽধ্যায়ে সূচিতে দ্বে প্রকৃতী ঈশ্বরস্য। ত্রিগুণাত্মিকাষ্টধা ভিন্না অপরা সংসারহেতুত্বাৎ। পরা চান্যা জীবভূতা। ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণেশ্বরাত্মিকা। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়হেতুত্বং প্রতিপদ্যতে। তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণপ্রকৃতিদ্বয়নিরূপণদ্বারেণ তদ্বত ঈশ্বরস্য তত্ত্বনির্দ্ধারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায় আরভ্যতে। অতীতানন্তরাধ্যায়ে চ—অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবত্তত্ত্বজ্ঞানিনাং সংন্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্ত্তন্ত ইত্যেতদুক্তম্। কেন পুনস্তে তত্ত্বজ্ঞানেন যুক্তা যথোক্তধর্ম্মাচরণাদ্ভগবতঃ প্রিয়া ভবন্তীতি? এবমর্থশ্চায়মধ্যায় আরভ্যতে। প্রকৃতিশ্চ ত্রিগুণাত্মিকা সর্ব্বকার্যকারণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্য ভোগাপবর্গার্থকর্ত্তব্যতয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ সংহন্যতে সোঽয়ং সংঘাত ইদং শরীরম্। তদেতদ্ভগবানুবাচ—ইদমিতি। ইদমিতি সর্ব্বনাম্নোক্তং বিশিনষ্টি শরীরমিতি। হে কৌন্তেয় ক্ষতত্রাণাৎ ক্ষয়াৎ ক্ষরণাৎ ক্ষেত্রবদ্বাস্মিন্ কর্ম্মফলনিষ্পত্তেঃ ক্ষেত্রমিতি। ইতিশব্দ এবংশব্দ এবংশব্দপদার্থকঃ। ক্ষেত্রমিত্যেবমভিধীয়তে কথ্যতে। এতচ্ছরীরং ক্ষেত্রং যো বেত্তি বিজানাতি—আপাদতলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি—স্বাভাবিকেনৌপদেশিকেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশঃ—তং বেদিতারং প্রাহুঃ কথয়ন্তি—ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি। ইতিশব্দ এবংশব্দপদার্থক এব পূর্ব্ববৎ। ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যেবম্। কে? তদ্বিদঃ। তৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যে বিদন্তি বিজানন্তি তে তদ্বিদঃ॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

ভক্তানামহমুদ্ধর্ত্তা সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥ ২॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ—ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতম্। ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারাদুদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতিপুরুষ-

তথা ন চৈতন্য-ধর্ম্মো দেহস্য। দেহধর্ম্মো বা চেতনস্য। সুখদুঃখমোহাত্মকত্বাদিরাত্মনো ন যুক্তঃ। অবিদ্যাকৃতত্ববিশেষাৎ। জরামৃত্যুবৎ।

ন। অতুল্যত্বাদিতি চেৎ?

স্থাণুপুরুষৌ জ্ঞেয়াবেব সন্তৌ জ্ঞাত্রাঽন্যোন্যস্মিন্নধ্যস্তাববিদ্যয়া। দেহাত্মনোস্তু জ্ঞেয়জ্ঞাত্রোরেবেতরেতরাধ্যাস ইতি ন সমো দৃষ্টান্তঃ।

অতো দেহধর্ম্মো জ্ঞেয়োঽপি জ্ঞাতুরাত্মনো ভবতীতি চেৎ?

না। অচৈতন্যাদিপ্রসঙ্গাৎ। যদি হি জ্ঞেয়স্য দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মাঃ সুখদুঃখ-মোহেচ্ছাদয়ো জ্ঞাতুরাত্মনো ভবন্তি তর্হি—জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রস্য ধর্ম্মাঃ কেচনাত্মনো ভবন্ত্য-বিদ্যাধ্যারোপিতাঃ। জরামরণাদয়স্তু ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্বক্তব্যঃ।

ন। ভবন্তীত্যস্ত্যনুমানম। অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাজ্জরাদিবদিতি। হেয়ত্বাৎ। উপাদেয়-ত্বাচ্চেত্যাদি।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বলক্ষণঃ সংসারো জ্ঞেয়স্থো জ্ঞাতর্য্যবিদ্যাধ্যারোপিত ইতি। ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিদ্দুষ্যতি। যথা বালৈরধ্যারোপিতেনাকাশস্য তলমলিনত্বাদিনা।

এবং চ সতি সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বপি সতো ভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্য সংসারিত্বগন্ধমাত্রমপি নাশঙ্ক্যম। ন হি ক্বচিদপি লোকেঽবিদ্যাধ্যস্তেন ধর্ম্মেণ কস্যচিদুপকারোঽপকারো বা দৃষ্টঃ।

যত্তূক্তং ন সমো দৃষ্টান্ত ইতি—তদসৎ।

কথম?

অবিদ্যাধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাধর্ম্ম্যং বিবক্ষিতম। তন্ন ব্যভিচরতি। যত্তু জ্ঞাতরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে—তস্যাপ্যনৈকান্তিকত্বং দর্শিতং জরাদিভিঃ।

অবিদ্যাবত্ত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ?

ন। অবিদ্যায়াস্তামসত্বাৎ। তামসো হি প্রত্যয়ঃ—আবরণাত্মকত্বাদবিদ্যা—বিপরীত-গ্রাহকঃ। সংশয়োপস্থাপকো বা। অগ্রহণাত্মকো বা। বিবেকপ্রকাশভাবে তদভাবাৎ। তামসে চাবরণাত্মকে তিমিরাদিদোষে সত্যগ্রহণাদেরবিদ্যাত্রয়স্যোপলব্ধেঃ।

অত্রাহ—এবং তর্হি জ্ঞাতৃধর্ম্মোঽবিদ্যা?

ন। করণে চক্ষুষি তৈমিরিকত্বাদিদোষোপলব্ধেঃ।

যত্তু মন্যসে—জ্ঞাতৃধর্ম্মোঽবিদ্যা—তদেব চাবিদ্যাধর্ম্মবত্তং ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বম। তত্র যদুক্তমীশ্বর এব ক্ষেত্রজ্ঞো ন সংসারী—ইত্যেতদযুক্তমিতি।

তন্ন। করণে চক্ষুষি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্য দর্শনাৎ বিপরীতাদিগ্রহণম। তন্নিমিত্তো বা তৈমিরিকত্বাদিদোষো গ্রহীতুঃ। চক্ষুষঃ সংস্কারেণ তিমিরেঽপনীতে গ্রহীতুরদর্শনাৎ গ্রহীতুর্ধর্ম্মো যথা তথা সর্ব্বত্রৈবাগ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়াস্তন্নিমিত্তাঃ করণস্যৈব কস্যচিদ্ভবিতুমর্হন্তি। ন জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য। সংবেদ্যত্বাচ্চ তেষাং প্রদীপ-প্রকাশবৎ ন জ্ঞাতৃধর্ম্মত্বম। সংবেদ্যত্বাদেব স্বাত্মব্যতিরিক্তসংবেদ্যত্বম। সর্ব্বকরণবিয়োগে চ কৈবল্যে সর্ব্ববাদিভিরবিদ্যাদিদোষবত্ত্বানভ্যুপগমাৎ। আত্মনো যদি ক্ষেত্রজ্ঞস্যাগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ

বশিষ্টমস্তি তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞেয়ভূতয়োর্যজ্জ্ঞানং—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্রিয়তে—তজ্জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রায়ো মমেশ্বরস্য বিষ্ণোঃ।

ননু সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেক এবেশ্বরঃ। নান্যস্তদ্ব্যতিরিক্তো ভোক্তা বিদ্যতে চেৎ—তত ঈশ্বরস্য সংসারিত্বং প্রাপ্তম্। ঈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোঽন্যস্যাভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গঃ। তচ্চোভয়মনিষ্টম্। বন্ধমোক্ষতদ্ধেতুশাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাচ্চ।

প্রত্যক্ষেণ তাবৎ সুখদুঃখতদ্ধেতুলক্ষণঃ সংসার উপলভ্যতে। জগদ্বৈচিত্র্যোপলব্ধেশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তঃ সংসারোঽনুমীয়তে। সর্ব্বমেতদনুপপন্নমাত্মেশ্বরৈকত্বে।

ন। জ্ঞানাজ্ঞানয়োরন্যত্বেনোপপত্তেঃ। দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা (ক) ইতি। তথা—তয়োর্ব্বিদ্যাবিদ্যয়োঃ ফলভেদোঽপি বিরুদ্ধো নির্দ্দিষ্টঃ—শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ (খ) ইতি। বিদ্যাবিষয়ঃ শ্রেয়ঃ। প্রেয়স্ত্ববিদ্যাকার্য্যমিতি।

তথা চ ব্যাসঃ—দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ (গ) ইত্যাদি। ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবিত্যাদি। ইহ চ দ্বে নিষ্ঠে উক্তে। অবিদ্যা চ সহ কার্য্যেণ বিদ্যয়া হাতব্যেতি শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোঽবগম্যতে।

শ্রুতয়স্তাবৎ—ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ (ঘ)। তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (ঙ)। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন (চ)। অবিদুষস্তু—অথ তস্য ভয়ং ভবতি (ছ)। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ (জ)। ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (ঝ)। অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্ (ঞ)। আত্মবিদ্ যঃ—সঃ ইদং সর্ব্বং ভবতি (ট)। যদা চর্ম্মবৎ (ঠ)।—ইত্যাদ্যাঃ সহস্রশঃ।

স্মৃতয়শ্চ—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ (গী ৫।১৫)। ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ (গী ৫।১৯)। সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র (গী ১৩।২৯)।—ইত্যাদ্যাঃ।

ন্যায়তশ্চ—সর্পান্ কুশাগ্রাণি তথোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জয়ন্তি।

অজ্ঞানতস্তত্র পতন্তি কেচিজ্জ্ঞানে ফলং পশ্য যথা বিশিষ্টম্॥

তথা চ দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মবুদ্ধিরবিদ্বান্ রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তো ধর্ম্মাধর্ম্মানুষ্ঠানকৃজ্জায়তে ম্রিয়তে চেত্যবগম্যতে। দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনো রাগদ্বেষাদি প্রহাণাৎ তদপেক্ষধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্ত্যু-পশমান্মুচ্যন্তে—ইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যাতুং শক্যং ন্যায়তঃ।

তত্রৈবং সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরস্যৈব সতোঽবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি। যথা দেহাদ্যাত্মত্বমাত্মনঃ। সর্ব্বজন্তূনাং হি প্রসিদ্ধো দেহাদিষ্বনাত্মস্বাত্মভাবো নিশ্চিতোঽবিদ্যা-কৃতঃ। যথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ঃ। ন চৈতাবতা পুরুষধর্ম্মঃ স্থাণোর্ভবতি। স্থাণুধর্ম্মো বা পুরুষস্য

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।৪। (খ) কঠোপনিষৎ, ২।২। (গ) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৪১৬।
(ঘ) কঠোপনিষৎ, ২।৫। (ঙ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮—৬।১৫। (চ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৯।১।
(ছ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।১। (জ) কঠোপনিষৎ, ২।৫; মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।৮।
(ঝ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯। (ঞ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।
(ট) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৭।১—২।৪।২০। (ঠ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২০।

নিয়োগপ্রতিষেধার্থো হি ফলহেতুভ্যানাত্মনোঽন্যত্বং প্রতিপদ্যতে। ন পূর্ব্বম্। তস্মা-
দ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমবিদ্বদ্বিষয়মিতি সিদ্ধম্। ননু স্বর্গকামো যজেত—ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ—
ইত্যাদাবাত্মব্যতিরেকদর্শিনামপ্রবৃত্তৌ কেবলদেহাদ্যাত্মদৃষ্টীনাং চ। অতঃ কর্ত্তৃত্বভাবাচ্ছাস্ত্রা-
নর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। যথাপ্রসিদ্ধিত এব প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। ঈশ্বরক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বদর্শী ব্রহ্মবিত্তাবন্ন
প্রবর্ত্ততে। তথা নৈরাত্ম্যবাদ্যপি নাস্তি পরলোক ইতি ন প্রবর্ত্ততে। যথাপ্রসিদ্ধিতস্তু
বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রশ্রবণান্যথানুপপত্ত্যানুমিতাত্মাস্তিত্ব আত্মবিশেষানভিজ্ঞঃ কর্ম্মফলসঞ্জাততৃষ্ণঃ
শ্রদ্দধানতয়া চ প্রবর্ত্ততে—ইতি সর্ব্বেষাং নঃ প্রত্যক্ষম্। অতো ন শাস্ত্রানর্থক্যম্।

বিবেকিনামপ্রবৃত্তিদর্শনাত্তদনুগামিনামপ্রবৃত্তৌ শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। কস্যচিদেব বিবেকোপপত্তেঃ। অনেকেষু হি প্রাণিষু কশ্চিদেব বিবেকী
স্যাদ্ যথেবেদানীম্। ন চ বিবেকিনমনুবর্ত্তন্তে মূঢাঃ রাগাদিদোষতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তেঃ।
অভিচরণাদৌ চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। স্বাভাব্যাচ্চ প্রবৃত্তেঃ। স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি
হ্যুক্তম্।

তস্মাদবিদ্যামাত্রং সংসারো যথাদৃষ্টবিষয় এব। ন ক্ষেত্রজ্ঞস্য কেবলস্যাবিদ্যা
তৎকার্য্যং চ। ন চ মিথ্যাজ্ঞানং পরমার্থবস্তু দূষয়িতুং সমর্থম্। ন হ্যূষরদেশং স্নেহেন
পঙ্কীকর্তুং শক্নোতি মরীচ্যুদকম্। তথাবিদ্যা ক্ষেত্রজ্ঞস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং শক্নোতি।
অতশ্চেদমুক্তং—ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানমিতি চ।

অথ কিমিদং সংসারিণামিবাহমেবং মমৈবেদমিতি পণ্ডিতানামপি?

শৃণু—ইদং তৎ পাণ্ডিত্যং—যৎ ক্ষেত্র এবাত্মদর্শনম্। যদি পুনঃ ক্ষেত্রজ্ঞমবিক্রিয়ং
পশ্যেয়ুস্ততো ন ভোগং কর্ম্ম বা কাঙ্ক্ষেয়ুর্মম স্যাদিতি। বিক্রিয়ৈব হি ভোগকর্ম্মণী।
অথৈবং সতি ফলার্থিত্বাদবিদ্বান্ প্রবর্ত্ততে। বিদুষঃ পুনরবিক্রিয়াত্মদর্শিনঃ ফলার্থিত্বাভাবাৎ
প্রবৃত্ত্যনুপপত্তৌ কার্য্যকরণসংঘাতব্যাপারোপরমে নিবৃত্তিরুপচর্য্যতে।

ইদং চান্যৎ পাণ্ডিত্যং কস্যচিদস্তু—ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এব। ক্ষেত্রং চান্যৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্যৈব
বিষয়ঃ। অহং তু সংসারী সুখী দুঃখী চ। সংসারোপরমশ্চ মম কর্ত্তব্যঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-
বিজ্ঞানেন। ধ্যানেন চেশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং সাক্ষাৎ কৃত্বা তৎস্বরূপাবস্থানেনেতি। যশ্চৈবং
বুধ্যতে যশ্চ বোধয়তি নাসৌ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি।

এবং মন্বানো যঃ স পণ্ডিতাপসদঃ—সংসারমোক্ষয়োঃ শাস্ত্রস্য চার্থবত্ত্বং করোমীতি।
আত্মহা চ। স্বয়ং মূঢোঽন্যাংশ্চ ব্যামোহয়তি শাস্ত্রার্থসম্প্রদায়রহিতত্বাচ্ছ্রুতহানিমশ্রুত
কল্পনাং চ কুর্ব্বন্। তস্মাদসম্প্রদায়বিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিদপি মূর্খবদেবোপেক্ষণীয়ঃ।

যত্তূক্তমীশ্বরস্য ক্ষেত্রজ্ঞৈকত্বে সংসারিত্বং প্রাপ্নোতি—ক্ষেত্রজ্ঞানাং চেশ্বরৈকত্বে
সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাবপ্রসঙ্গ ইতি।

এতৌ দোষৌ প্রত্যুক্তৌ। বিদ্যাবিদ্যয়োর্বৈলক্ষণ্যাভ্যুপগমাদিতি।

কথম্?

অবিদ্যাপরিকল্পিতদোষেণ তদ্বিষয়ং বস্তু পারমার্থিকং ন দুষ্যতীতি। তথা চ দৃষ্টান্তো

স্বো ধর্ম্মস্ততো ন কদাচিদপি তেন বিয়োগঃ স্যাৎ। অবিক্রিয়স্য চ ব্যোমবৎ সর্ব্বগতস্যামূর্ত্তস্যাত্মনঃ কেনচিৎ—সংযোগবিয়োগানুপপত্তেঃ সিদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞস্য নিত্যমেবেশ্বরত্বম্। অনাদিত্বাৎ। নির্গুণত্বাদিত্যাদীশ্বরবচনাচ্চ।

নন্বেবং সতি সংসারসংসারিত্বাভাবে শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষঃ স্যাদিতি চেৎ?

ন। সর্ব্বৈরভ্যুপগতত্বাৎ। সর্ব্বৈর্হ্যাত্মবাদিভিরভ্যুপগতো দোষো নৈকেন পরিহর্ত্তব্যো ভবতি।

কথমভ্যুপগত ইতি?

মুক্তাত্মনাং হি সংসারসংসারিত্বব্যবহারাভাবঃ সর্ব্বৈরেবাত্মবাদিভিরভ্যুপগম্যতে। ন চ তেষাং শাস্ত্রানর্থক্যাদিদোষপ্রাপ্তিরভ্যুপগতা। তথা নঃ ক্ষেত্রজ্ঞানামীশ্বরৈকত্বে সতি—শাস্ত্রানর্থক্যং ভবতু। অবিদ্যাবিষয়ে চার্থবত্ত্বম্। যথা দ্বৈতিনাং সর্ব্বেষাং বন্ধাবস্থায়ামেব শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং। ন মুক্তাবস্থায়াম্। এবম্।

নন্বাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে পরমার্থত এব বস্তুভূতে দ্বৈতিনাং সর্ব্বেষাম্। অতো হেয়োপাদেয়তৎসাধনসদ্ভাবে শাস্ত্রাদ্যর্থবত্ত্বং স্যাৎ। অদ্বৈতিনাং পুনর্দ্বৈতস্যাপরমার্থত্বাদবিদ্যাকৃতত্বাদ্বন্ধাবস্থায়াশ্চাত্মনোঽপরমার্থত্বে নির্ব্বিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রাদ্যানর্থক্যমিতি চেৎ?

ন। আত্মনোঽবস্থাভেদানুপপত্তেঃ। যদি তাবদাত্মনো বন্ধমুক্তাবস্থে—যুগপৎ স্যাতাং। ক্রমেণ বা। যুগপত্তাবদ্বিরোধান্ন সম্ভবতঃ। স্থিতিগতী ইবৈকস্মিন্। ক্রমভাবিত্বে চ নির্নিমিত্তং সনিমিত্তং বা। নির্নিমিত্তত্বেঽনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। সনিমিত্তত্বে চ স্বতোঽভাবাদপরমার্থত্বপ্রসঙ্গঃ। তথা চ সত্যভ্যুপগমহানিঃ।

কিঞ্চ বন্ধমুক্তাবস্থয়োঃ—পৌর্ব্বাপর্য্যনিরূপণায়াং বন্ধাবস্থা পূর্ব্বং প্রকল্প্যা—অনাদিমত্যন্তবতী চ। তচ্চ প্রমাণবিরুদ্ধম্। তথা মোক্ষাবস্থা—আদিমত্যনন্তা চ প্রমাণবিরুদ্ধৈবাভ্যুপগম্যতে। ন চাবস্থাবতোঽবস্থান্তরং গচ্ছতো নিত্যত্বমুপপাদয়িতুং শক্যম্। অথানিত্যত্বদোষপরিহারায় বন্ধমুক্তাবস্থাভেদো ন কল্প্যতে। অতো দ্বৈতিনামপি শাস্ত্রানর্থক্যদোষোঽপরিহার্য্য এব। ইতি সমানত্বাদদ্বৈতবাদিনা পরিহর্ত্তব্যো দোষঃ।

ন চ শাস্ত্রানর্থক্যম্। যথাপ্রসিদ্ধাবিদ্বৎপুরুষবিষয়ত্বাচ্ছাস্ত্রস্য। অবিদুষাং হি ফলহেত্বোরনাত্মনোরাত্মদর্শনম্। ন বিদুষাম্। বিদুষাং হি ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বদর্শনে সতি তয়োরহমিত্যাত্মদর্শনানুপপত্তেঃ। ন হ্যত্যন্তমূঢ় উন্মত্তাদিরপি জলাগ্ন্যোশ্ছায়াপ্রকাশয়োর্ব্বৈকাত্ম্যং পশ্যতি। কিমুত বিবেকী? তস্মান্ন বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং তাবৎ ফলহেতুভ্যামাত্মনো ভেদদর্শিনো ভবতি। ন হি দেবদত্ত ত্বমিদং কুর্ব্বিতি কস্মিংশ্চিৎ কর্ম্মণি নিযুক্তে বিষ্ণুমিত্রোঽহং নিযুক্ত ইতি তত্রস্থো নিয়োগং শৃণ্বন্নপি প্রতিপদ্যতে। নিয়োগবিষয়বিবেকাগ্রহণাত্তূপপদ্যতে প্রতিপত্তিঃ। তথা ফলহেত্বোরপি।

ননু প্রাকৃতসম্বন্ধাপেক্ষয়া যুক্তৈব প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রার্থবিষয়া—ফলহেতুভ্যামাত্মনোঽন্যত্বদর্শনেঽপি সতি—ইষ্টফলহেতৌ প্রবর্ত্তিতোঽস্মি। অনিষ্টফলহেতোশ্চ নিবর্ত্তিতোঽস্মীতি। যথা পিতাপুত্রাদীনামিতরেতরাত্মান্যত্বদর্শনেঽপ্যন্যোন্যনিয়োগপ্রতিষেধার্থপ্রতিপত্তিঃ।

ন। ব্যতিরিক্তাত্মদর্শনপ্রতিপত্তেঃ প্রাগেব ফলহেত্বোরাত্মাভিমানস্য সিদ্ধত্বাৎ। প্রতিপন্ন-

নন্বয়মেব দোষঃ—যদ্দোষবৎক্ষেত্রবিজ্ঞাতৃত্বমিতি চেৎ ?

ন। বিজ্ঞানস্বরূপস্যৈবাবিক্রিয়স্য বিজ্ঞাতৃত্বোপচারাৎ। যথোষ্ণতামাত্রেণাগ্নেস্তপ্তি-ক্রিয়োপচারঃ। তদ্বৎ। যথা চাত্র ভগবতা ক্রিয়াকারকফলাত্মত্বাভাব আত্মনি স্বত এব দর্শিতোঽবিদ্যাধ্যারোপিতৈরেব ক্রিয়াকারকাদ্যাত্মন্যুপচর্য্যতে তথা তত্র তত্র—য এনং বেত্তি হন্তারং—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ—নাদত্তে কস্যচিৎ পাপ-মিত্যাদিপ্রকরণেষু দর্শিতঃ। তথৈব চ ব্যাখ্যাতমস্মাভিঃ। উত্তরেষু চ প্রকরণেষু দর্শয়িষ্যামঃ।

হন্ত তর্হ্যাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাত্মতায়াঃ স্বতোঽভাবেঽবিদ্যয়া চাধ্যারোপিতত্বে—কর্ম্মাণ্যবিদ্বৎকর্ত্তব্যান্যেব—ন বিদুষাম্—ইতি প্রাপ্তম্।

সত্যমেবং প্রাপ্তম্। এতদেব ন হি দেহভৃতা শক্যমিত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ। সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে চ—সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেত্যত্র বিশেষতো দর্শয়িষ্যামঃ। অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেনেত্যুপসংহ্রিয়তে॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তম্। ইদানীং তস্যৈব পার-মার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তং চ ক্ষেত্রজ্ঞং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্ব্ব-ক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি। তত্ত্বমসি (ক) ইতি শ্রুত্যা লক্ষিতেন চিদংশেন মদ্রূ-পস্যোক্তত্বাৎ আদরার্থমেব তজ্জ্ঞানং স্তৌতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যদেবং বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বান্মম জ্ঞানং মতম্। অন্যত্তু বৃথাপাণ্ডিত্যম্। বন্ধহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্॥ ইতি॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভা—আত্মাকার বৃত্তি, এবং রত—রমণাবস্থাগত। ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মাকার অখণ্ড বৃত্তিতে (আত্মজ্ঞানে) রতি বা প্রীতি যুক্ত জানিয়া "ভারত" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, অর্থাৎ যে আত্মজ্ঞানব্যাখ্যায় ভগবান্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অর্জ্জুনকে তদ্বিষয়ের নিতান্ত শুশ্রূষু জানিয়াই ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ভগবান্ সকল জীবের অধিষ্ঠান স্বরূপ, স্বপ্রকাশ, নিত্য ও বিভু, এবং ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে বিরাজ করিতেছেন। ক্ষেত্র মায়ারচিত ও ক্ষেত্রজ্ঞ মায়ার অতীত। উভয়ে এইরূপ ভেদবুদ্ধির উদয় হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। এই জ্ঞানই ভগবানের মতে অবিদ্যার অন্তকারী, অন্যথা সমস্ত জ্ঞানই অবিদ্যার আশ্রিত। "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি" এই বাক্যেই 'চ'কার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রও গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ ভগবানকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এতদুভয়-রূপেই জানিতে হইবে॥ ৩॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ই ভগবান্ হইতে অভিন্ন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', (খ) 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্', (গ) 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে', (ঘ) 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (ঙ) ইত্যাদি শ্রুতিবিচার ও ব্রহ্মসূত্রই ইহার প্রমাণ। গীতার দশমাধ্যায়ের শেষে "বিষ্টভ্যাহ-

(ক) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭। (খ) ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১। (গ) নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৭।
(ঘ) তৈত্তিরীয়, ৩।১।১। (ঙ) বেদান্তদর্শন, ১।১।২।

দর্শিতঃ—মরীচ্যম্ভসোষবদেশো ন পঙ্কীক্রিয়ত ইতি। সংসারিণোঽভাবাৎ সংসারাভাব প্রসঙ্গদোষোঽপি সংসারসংসারিণোরবিদ্যাকল্পিতত্বোপপত্ত্যা প্রত্যুক্তঃ।

নন্ববিদ্যাবত্ত্বমেব ক্ষেত্রজ্ঞস্য সংসারিত্বদোষঃ। তৎকৃতং চ সুখিত্বদুঃখিত্বাদি প্রত্যক্ষমুপলভ্যত ইতি চেৎ?

ন। জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্রধর্ম্মত্বাজ্ জ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য তৎকৃতদোষানুপপত্তেঃ। যাবৎ কিঞ্চিৎ ক্ষেত্রজ্ঞস্য দোষজাতমবিদ্যমানমাসঞ্জয়সি তস্য জ্ঞেয়ত্বোপপত্তেঃ ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমেব। ন ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বম্। ন চ তেন ক্ষেত্রজ্ঞো দুষ্যতি। জ্ঞেয়েন জ্ঞাতুঃ সংসর্গানুপপত্তেঃ। যদি হি সংসর্গঃ স্যাৎ—জ্ঞেয়ত্বমেব নোপপদ্যেত। যদাত্মনো ধর্ম্মোঽবিদ্যাবত্ত্বং দুঃখিত্বাদি চ—কথং ভোঃ প্রত্যক্ষমুপলভ্যেত? কথং বা ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মঃ? জ্ঞেয়ং চ সর্ব্বং ক্ষেত্রম্। জ্ঞাতৈব ক্ষেত্রজ্ঞঃ—ইত্যবধারিতেঽবিদ্যাদুঃখিত্বাদেঃ ক্ষেত্রজ্ঞবিশেষণত্বং ক্ষেত্রজ্ঞধর্ম্মত্বং। তস্য চ প্রত্যক্ষোপলভ্যত্বমিতি বিরুদ্ধমুচ্যতে—অবিদ্যামাত্রাবষ্টম্ভাৎ কেবলম্।

অত্রাহ সা অবিদ্যা কস্যেতি?

যস্য দৃশ্যতে তস্যৈব।

কস্য দৃশ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—অবিদ্যা কস্য দৃশ্যত ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ।

কথম্?

দৃশ্যতে চেদবিদ্যা তদ্বন্তমপি পশ্যসি। ন চ তদ্বত্যুপলভ্যমানে সা কস্যেতি প্রশ্নো যুক্তঃ। ন হি গোমত্যুপলভ্যমানে গাবঃ কস্যেতি প্রশ্নোঽর্থবান্ ভবেৎ।

ননু বিষমো দৃষ্টান্তঃ—গবাং তদ্বতশ্চ প্রত্যক্ষত্বাৎ তৎসম্বন্ধোঽপি প্রত্যক্ষ ইতি প্রশ্নো নিরর্থকঃ। ন তথাবিদ্যা তদ্বাংশ্চ প্রত্যক্ষৌ। যতঃ প্রশ্নো নিরর্থকঃ স্যাৎ।

অপ্রত্যক্ষেণাবিদ্যাবতাবিদ্যাসম্বন্ধে জ্ঞাতে কিং তব স্যাৎ?

অবিদ্যায়া অনর্থহেতুত্বাৎ পরিহর্ত্তব্যা স্যাৎ।

যস্যাবিদ্যা স তাং পরিহরিষ্যতি।

ননু মমৈবাবিদ্যা।

জানাসি তর্হ্যবিদ্যাং তদ্বন্তং চাত্মানম্।

জানামি ন তু প্রত্যক্ষেণ।

অনুমানেন চেজ্জানাসি কথং সম্বন্ধগ্রহণম্? ন হি তব জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়ভূতয়াবিদ্যয়া তৎকালে সম্বন্ধো গ্রহীতুং শক্যতে। অবিদ্যায়া বিষয়ত্বেনৈব জ্ঞাতুরুপযুক্তত্বাৎ। ন চ জ্ঞাতুরবিদ্যায়াশ্চ সম্বন্ধং যো গ্রহীতা জ্ঞানং চান্যত্তদ্বিষয়ং সম্ভবতি। অনবস্থাপ্রাপ্তেঃ। যদি জ্ঞাত্রাপি জ্ঞেয়সম্বন্ধো জ্ঞায়েত—অন্যো জ্ঞাতা কল্প্যেত। তস্যাপ্যন্যঃ। তস্যাপ্যন্যঃ।—ইত্যনবস্থাপরিহার্য্যা। যদি পুনরবিদ্যা জ্ঞেয়া। অন্যদ্বা জ্ঞেয়ং। জ্ঞেয়মেব। যথা জ্ঞাতাপি জ্ঞাতৈব। ন জ্ঞেয়ো ভবতি। যদা চৈবমবিদ্যাদুঃখিত্বাদ্যৈর্নজ্ঞাতুঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিঞ্চিদ্দুষ্যতি।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

উপাধিকৃতাঃ শক্তয়ো যস্য যৎপ্রভাবশ্চ। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্যাথাত্ম্যং যথাবিশেষিতং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বাক্যতঃ শৃণু। শ্রুত্বাঽবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র যদ্যপি চতুর্ব্বিংশত্যা ভেদৈর্ভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণ পরিণতায়ামেব তস্যামহংভাবেনাবিবেকঃ স্ফুট ইতি। তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাদ্যুক্তম্। তদেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং। যাদৃগ্ যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্ম্মকম্। যদ্বিকারি যৈরিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তম্। যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি। যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ। স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যৎস্বরূপো যৎপ্রভাবশ্চ—অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যযোগেণ যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নঃ। তৎ সর্ব্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ আদি জড়বর্গরূপ ক্ষেত্র যেরূপ ইচ্ছাদ্বেষাদিধর্ম্মযুক্ত ও ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত তাহা (অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সমস্ত তত্ত্বই) কথিত হইতেছে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ] ঋষিভিঃ (ঋষিগণ কর্ত্তৃক) বহুধা (অনেক প্রকারে) গীতম্ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে); বিবিধৈঃ (বিবিধ) ছন্দোভিঃ (বেদ কর্ত্তৃক) পৃথক্ (পৃথক্ রীতিতে) [ব্যাখ্যাত হইয়াছে], বিনিশ্চিতৈঃ (সংশয়রহিত) হেতুমদ্ভিঃ (যুক্তিযুক্ত) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব চ (ব্রহ্মসূত্রপদসমূহ কর্ত্তৃকও) [বহু প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে] ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। [বশিষ্ঠাদি] ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নানা প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। ঋগাদি বেদও এতদ্বিষয়কে পৃথক্ পৃথক্ রীতিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত, নিশ্চয়ার্থসূচক ব্রহ্মসূত্রপদসকলও এ সকল কথা বহু প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্যাথাত্ম্যং বিবক্ষিতং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্ররোচনার্থম্—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভিঃ। বহুধা বহুপ্রকারং। গীতং কথিতম্। ছন্দোভিঃ—ছন্দাংস্যৃগাদীনি। তৈশ্ছন্দোভিঃ। বিবিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ। পৃথগ্বিবেকতো গীতম্। কিঞ্চ ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব। ব্রহ্মণঃ সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মসূত্রাণি। তৈঃ পদ্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি পদান্যুচ্যন্তে। তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোর্যাথাত্ম্যং গীতমিত্যনুবর্ত্ততে। আত্মেত্যেবোপাসীত (ক) ইত্যাদিভির্হি ব্রহ্মসূত্রপদৈরাত্মা জ্ঞায়তে। হেতুমদ্ভির্যুক্তিযুক্তৈঃ। বিনিশ্চিতৈর্নিঃসংশয়রূপৈঃ। নিশ্চিতপ্রত্যয়োৎপাদকৈরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

(ক) বৃহদারণ্যক, ১।৪।৭।

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারী যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪॥

মিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” এই উক্তি দ্বারা, জগৎ যে ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্ন, ইহা স্বয়ং ভগবান্‌ও নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ক্ষেত্রজ্ঞ ভগবানের স্বরূপজ্ঞান লাভ হইলে শরীররূপ ক্ষেত্রেরও আর পৃথক্ জ্ঞান থাকিতে পারে না, এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞানই পরা বিদ্যা, নতুবা অপর সমস্ত জ্ঞানই অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। শ্রুতি বলিতেছেন—“তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥” (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।৫)। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান অপরা বিদ্যার অন্তর্গত, এবং উপনিষদুক্ত যে অদ্বৈতজ্ঞান দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বাহ্যজগদ্বিষয়ক যত প্রকার জ্ঞান আছে, সমস্তই অপরা বিদ্যা বা অবিদ্যা।

তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্ ॥

যে নিষ্কামকর্ম্মে আসক্তির বৃদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাই শুভকর্ম্ম; যে বিদ্যাভ্যাসে আত্মজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তাহাই প্রকৃত বিদ্যা বা পরা বিদ্যা; এতদ্ব্যতীত অপর সমস্ত কর্ম্মই কেবল পরিশ্রমজনক, এবং অন্যান্য যাবতীয় বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যের জ্ঞানমাত্র ॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) যৎ চ (যাহা), যাদৃক্ চ (ও যাদৃশ), যদ্বিকারি (যেরূপ বিকারযুক্ত), যতঃ চ (যাহা হইতে), যৎ (যেরূপ) [কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে], সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ), যঃ (যেরূপ) যৎপ্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন), তৎ (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন (সংক্ষেপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই শরীররূপ ক্ষেত্র যেরূপ প্রকৃতিযুক্ত, যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মযুক্ত, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদিবিকারযুক্ত; এই ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যেরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যেরূপ স্বভাব ও প্রভাব, সেই [ক্ষেত্র ও] ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং শরীরমিত্যাদিশ্লোকোপদিষ্টস্য ক্ষেত্রাধ্যায়ার্থস্য সংগ্রহশ্লোকোঽয়মুপন্যস্যতে—তৎক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি। ব্যাচিখ্যাসিতস্য হ্যর্থস্য সংগ্রহোপন্যাসো ন্যায্য ইতি। যন্নির্দিষ্টমিদং শরীরমিতি তৎ তচ্ছব্দেন পরামৃশতি। যচ্চেদং নির্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্ যাদৃগ্ যাদৃশং স্বকীয়ৈর্ধর্ম্মৈঃ। চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। যদ্বিকারি—যো বিকারো যস্য তদ্ যদ্বিকারি। যতো যস্মাচ্চ যৎ। কার্য্যমুৎপদ্যত ইতি বাক্যশেষঃ। স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ। যে প্রভাবা

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাভূতানি (পঞ্চমহাভূত), অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), অব্যক্তম্ এব চ (ও মূলপ্রকৃতি), দশ ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়), একং চ (ও এক) [মনঃ], পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ চ (ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়), ইচ্ছা (ইচ্ছা), দ্বেষঃ (দ্বেষ), সুখং (সুখ), দুঃখং (দুঃখ), সংঘাতঃ (শরীর), চেতনা (চেতনা), ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), এতৎ (ইহা) সবিকারং (বিকারযুক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রনামে) সমাসেন (সংক্ষেপে) উদাহৃতম্ (কথিত হইল) ॥ ৬।৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মনঃ, শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি—সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থ 'ক্ষেত্র' নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৬।৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বত্যাভিমুখীভূতায়ার্জ্জুনায়াহ ভগবান্—মহাভূতানীতি। মহাভূতানি—মহান্তি চ তানি ভূতানি। সর্ব্ববিকারব্যাপকত্বাৎ। ভূতানি চ সূক্ষ্মাণি। ন স্থূলানি। স্থূলানি ত্বিন্দ্রিয়গোচরশব্দেনাভিধায়িষ্যন্তে। অহঙ্কারো মহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণঃ। অহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা। তৎকারণমব্যক্তমেব চ। ন ব্যক্তমব্যক্তম্। অব্যাকৃতম্। ঈশ্বরশক্তিঃ। মম মায়া দুরত্যয়েত্যুক্তম্। এবশব্দঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ। এতাবত্যেবাষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ। চশব্দো ভেদসমুচ্চয়ার্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ। শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাদ্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি। বাক্পাণ্যাদীনি পঞ্চ কর্ম্মনির্ব্বর্ত্তকত্বাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। তানি দশ। একং চ। কিং তৎ? মনঃ—একাদশং সংকল্পাদ্যাত্মকম্। পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ। তান্যেতানি সাংখ্যাশ্চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যাচক্ষতে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীমাত্মগুণা ইতি যানাচক্ষতে বৈশেষিকাস্তেঽপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব। ন তু ক্ষেত্রজ্ঞস্য—ইত্যাহ শ্রীভগবান্—ইচ্ছেতি। ইচ্ছা যজ্জাতীয়ং সুখহেতুমর্থমুপলব্ধবান্ পূর্ব্বং পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি সুখহেতুরিতি। সেয়মিচ্ছান্তঃকরণধর্ম্মো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। তথা দ্বেষঃ—যজ্জাতীয়মর্থং দুঃখহেতুত্বেনানুভূতবান্ পুনস্তজ্জাতীয়মুপলভমানস্তং দ্বেষ্টি। সোঽয়ং দ্বেষো জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। তথা সুখমনুকূলং প্রসন্নং সত্ত্বাত্মকং জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রমেব। দুঃখং প্রতিকূলাত্মকম্। জ্ঞেয়ত্বাত্তদপি ক্ষেত্রম্। সংঘাতো দেহেন্দ্রিয়াণাং সংহতিঃ। তস্যামভিব্যক্তান্তঃকরণবৃত্তিস্তপ্ত ইব লোহপিণ্ডেঽগ্নিঃ—আত্মচৈতন্যাভাসরসবিদ্ধা চেতনা। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। ধৃতির্যয়াবসাদং প্রাপ্তানি দেহেন্দ্রিয়াণি ধ্রিয়ন্তে। সা চ জ্ঞেয়ত্বাৎ ক্ষেত্রম্। সর্ব্বান্তঃকরণধর্ম্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদিগ্রহণম্। যদুক্তং তদুপসংহরতি—এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং—সহ বিকারেণ মহদাদিনা—উদাহৃতমুক্তম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কৈর্বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভিঃ। যোগশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিককাম্যবর্ণ্যাদিবিষয়ৈঃ। ছন্দোভির্বেদৈঃ। নানাযজনীয়দেবতাদিরূপেণ বহুধা গীতম্। ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ। ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যত এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে (ক) ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণ্যুপনিষদ্বাক্যানি। তথা চ ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাজ্জ্ঞায়ত এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি-সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম (খ) ইত্যাদীনি। তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিঞ্চ হেতুমদ্ভিঃ—সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ (গ) কথমসতঃ সজ্জায়েত (ঘ) ইতি। তথা কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ (ঙ) এষ হ্যেবানন্দয়াতি (চ) ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যাদপানচেষ্টাং কঃ কুর্য্যাৎ। প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্য্যাদিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈকবাক্যতয়াসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং দুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্তভ্যং কথয়িষ্যামি। তচ্ছৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (ছ) ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে। তান্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়ত এভিরিতি পদানি। তৈর্হেতুমদ্ভিঃ—ঈক্ষতের্নাশব্দম্ (জ)—আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ (ঝ) ইত্যাদিভির্যুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্॥ ৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে শাস্ত্র কোথাও ত্রুটী করেন নাই। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের যোগশাস্ত্র পাঠ করিলে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। নানা ছন্দোবদ্ধে, নানা মন্ত্র ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ঋগাদি বেদেও এই তত্ত্ব জানিবার প্রকরণ কথিত হইয়াছে। উপনিষদাদি ব্রহ্মসূত্ররাশিও এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কথা তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণদ্বারা নানাপ্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ঞ)—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো, এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ছিল; সেই সৎস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয়। আবার অন্যত্র "তদ্ধৈক আহরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত" (ট)—এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল, সেই এক ও অদ্বিতীয় অসৎ কারণ হইতে এই সৎ কার্য্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই শেষোক্ত নাস্তিক্যবাদ নিতান্ত অমূলক। বস্তুতঃ অসৎ হইতে সৎপদার্থের উৎপত্তি হয় না। আবার সিদ্ধান্তবাদিগণ উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইরূপ নানাস্থানে নানাভাবে এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে। এতাবতের সংক্ষিপ্ত সার ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিবেন, এইরূপ আভাস দিলেন॥ ৫॥

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।১।১। (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১।১। (গ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১।
(ঘ) ছান্দোগ্য, ৬।২।২। (ঙ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।১।
(চ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৭।১। (ছ) বেদান্তসূত্র, ১।১।১। (জ) বেদান্তসূত্র, ১।১।৫।
(ঝ) বেদান্তসূত্র, ১।১।১২। (ঞ) ছান্দোগ্য, ৬।২।১। (ট) ছান্দোগ্য, ৬।২।১।

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্‌।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

বিকারযুক্ত ক্ষেত্ররূপে কথিত হইয়াছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্লোকে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীর-রূপ ক্ষেত্র বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনা না করিয়া ৫টি শ্লোকে ভগবান্‌ ২০টী জ্ঞানের সাধন উপদেশ করিয়াছেন; কেননা, এই সমস্ত সাধনাভ্যাসের দ্বারা শরীর সংযত ও শুদ্ধ এবং চিত্ত বিবেক-যুক্ত, অনাসক্ত ও ভগভাবে অনুরঞ্জিত না হইলে বিষয়াসক্ত ও বিক্ষিপ্ত মনে সাধক বুদ্ধিস্থ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। জ্ঞানের সাধনাঙ্গ গুলির মধ্যে সংক্ষেপে নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তিযোগ ও বিবেক-বিচারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানের সাধন গুলিতে অভ্যস্ত হইলেই জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞ পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপ ধারণা করিবার সামর্থ্য লাভ হয়, নতুবা কেবল জ্ঞান বিষয়ক ছয়টী শ্লোকের অর্থ জানিলেই তৎস্বরূপের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। এই জন্যই ভগবান্‌ জ্ঞানের সাধনসমূহ বিবৃত করিয়া পরে জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। ১৩শ অধ্যায়ের ১৩টী শ্লোকে সাংখ্যবেদান্ত-সম্মত দেহাত্ম-বুদ্ধি ত্যাগের বিচার সহ ভক্তিযোগের সাধনায় জীবের অন্তরস্থ পুরুষোত্তম পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎকারের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে। (৩য় অধ্যায়—৪২ শ্লোকের অর্থও দ্রষ্টব্য) ॥ ৬।৭ ॥

———

অন্বয়বোধিনী। অমানিত্বম্‌ (আত্মশ্লাঘার অভাব), অদম্ভিত্বম্‌ (দম্ভের অভাব), অহিংসা (পরপীড়নে অনিচ্ছা), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জ্জবম্‌ (সরলতা), আচার্য্যোপাসনম্‌ (গুরুসেবা), শৌচং (সদাচার), স্থৈর্য্যম্‌ (স্থিরতা), আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অমানিত্ব, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য ও আত্মনিগ্রহ [এতাবৎ জ্ঞান-স্বরূপে কথিত হইয়াছে] ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। যস্য ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিদং শরীরং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং তৎ ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভেদভিন্নং ধৃত্যন্তম্‌। ক্ষেত্রজ্ঞো বক্ষ্যমাণবিশেষণঃ। যস্য সপ্রভাবস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্য পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তং—জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা সবিশেষণং—স্বয়মেব বক্ষ্যতি ভগবান্‌। অধুনা তু তজ্জ্ঞানসাধনগণমমানিত্বাদিলক্ষণং—যস্মিন্‌ সতি তজ্জ্ঞেয়বিজ্ঞানে যোগ্যোঽধিকৃতো ভবতি যৎপরঃ সংন্যাসী জ্ঞাননিষ্ঠ উচ্যতে তমমানিত্বাদিগণং জ্ঞানসাধনত্বাজ্‌-জ্ঞানশব্দবাচ্যং বিদধাতি ভগবান্‌—অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং—মানিনো ভাবো মানিত্বমাত্মনঃ শ্লাঘনম্‌। তদভাবোঽমানিত্বম্‌। অদম্ভিত্বং—স্বধর্ম্মপ্রকটীকরণং দম্ভিত্বম্‌। তদভাবোঽদম্ভিত্বম্‌। অহিংসাহিংসনম্‌। প্রাণিনামপীড়নম্‌। ক্ষান্তিঃ পরাপরাধপ্রাপ্তাববিক্রিয়া। আর্জ্জবমৃজুভাবঃ। অবক্রত্বম্‌। আচার্য্যোপাসনং মোক্ষসাধনোপদেষ্টুরাচার্য্যস্য শুশ্রূষাদিপ্রয়োগেণ সেবনম্‌। শৌচং কায়মলানাং মৃজ্জলাভ্যাং প্রক্ষালনম্‌। অন্তশ্চ মনসঃ প্রতিপক্ষভাবনয়া রাগাদিমলানামপনয়নং শৌচম্‌। স্থৈর্য্যং স্থিরভাবঃ। মোক্ষমার্গ এব কৃতাধ্যবসায়ত্বম্‌। আত্মবিনিগ্রহ আত্মন উপকার-

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ। অহঙ্কারস্তৎকারণভূতঃ। বুদ্ধির্বিজ্ঞানাত্মকং মহত্তত্ত্বম্। অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ। ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। একং চ মনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। শব্দাদয় আকাশাদিবিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ। তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ। সংঘাতঃ শরীরম্। চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বান্নাত্মধর্ম্মাঃ। অপি তু মনোধর্ম্মা এব। অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব। উপলক্ষণং চৈতৎ সংকল্পাদীনাম্। তথা চ শ্রুতিঃ—কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব (ক) ইতি। অনেন চ যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিন্দ্রিয়াদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তম্। ইতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ ও এই সকলের কারণভূত অভিমানলক্ষণ অহঙ্কার, অহঙ্কারের কারণরূপ অধ্যবসায়লক্ষণা মহত্ত্বনাম্নী বুদ্ধি, বুদ্ধির কারণরূপ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক প্রধানরূপ অব্যক্ত—ক্ষিতি হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত এই আটটী 'প্রকৃতি' নামে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের অপূর্ব্ব শক্তির নামই মায়া, এবং তাহাই অব্যক্ত নামে এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টির মূল জগদ্বিষয়িণী মায়াবৃত্তির নাম ঈক্ষণ। সেই ঈক্ষণ এখানে বুদ্ধি নামে কথিত হইয়াছে। ভগবানের সঙ্কল্পই অহঙ্কার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রোত্রত্বগাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, সংকল্পবিকল্পাত্মক মন, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়, এবং সুখাদিতে স্পৃহা, দুঃখাদিতে দ্বেষ, নিরুপাধি ইচ্ছার বিষয়ীভূত ও পরমাত্মসুখাভিব্যঞ্জক চিত্তবৃত্তির নাম সুখ, ও তদ্বিরুদ্ধভাবের নাম দুঃখ। পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ ইন্দ্রিয়গণ সহ শরীরের নাম সংঘাত। স্বরূপ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক প্রমাজ্ঞান নামক চিত্তবৃত্তির নাম চেতনা। ব্যাকুল দেহ ও ইন্দ্রিয়কে সুস্থির রাখিবার প্রযত্নের নাম ধৃতি। ইচ্ছাদি বৃত্তির উল্লেখে অন্তঃকরণ উপলক্ষিত হইয়াছে। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত পরিণামরাশির নাম বিকার। উৎপত্তি ও বিনাশ, এবং ক্ষিতি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই বিকার। এতাবদ্বিকারবিশিষ্ট পদার্থই 'ক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ॥ ৬ ৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সাংখ্য-মতে—অব্যক্ত (প্রকৃতি), বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ পঞ্চ বিষয়, এবং ক্ষিতি-অপ্-তেজ মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত একত্র চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব 'ক্ষেত্র' নামে অভিহিত। বেদান্ত-মতে—অব্যক্ত (মায়া), বুদ্ধি (মায়িক বৃত্তিরূপ ঈক্ষণ), অহঙ্কার (বহুরূপে জগদ্বিকাশের মায়িক সঙ্কল্প), মায়ার পরিণাম পঞ্চ মহাভূত, মন (চতুর্বিধ অন্তঃকরণ), দশ ইন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় (ইচ্ছাদি ধর্ম্ম অন্তঃকরণ মধ্যে পরিগণিত) এই সংঘাতই পঞ্চভূতাদির পরিণামরূপ ষড়্‌শরীর বা ক্ষেত্র। শরীরেন্দ্রিয়াদি স্থূল শরীর, মন বুদ্ধ্যাদি সূক্ষ্মশরীর, এবং অব্যক্তই (মায়া বা প্রকৃতি) কারণশরীর। এই ত্রিবিধ শরীরই

(ক) বৃহদারণ্যক, ১৷৫৷৩।

অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥

দুঃখদোষানুদর্শনাদ্দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়োপভোগেষু বৈরাগ্যমুপজায়তে। ততঃ প্রত্যগাত্মনি প্রবৃত্তিঃ করণানামাত্মদর্শনায়। এবং জ্ঞানহেতুত্বাজ্ জ্ঞানমুচ্যতে জন্মাদিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়ার্থে্ষিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষযোরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনম্। দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিষয়ভোগে অস্পৃহা, লোকে ভাল বলুক বা না বলুক তথাচ আপনাকে যে ভাল বলিয়া বোধ হয় এই জ্ঞান না থাকা, মাতৃগর্ভে বাস ও মাতৃযোনি দিয়া নিষ্ক্রমণ, মর্ম্মস্থানসকল ভেদ করিয়া প্রাণের উৎক্রমণ, অত্যন্ত স্থবিরাবস্থা, জ্বরাতিসারাদি ব্যাধি, ইষ্ট-বিয়োগ বা অনিষ্ট-সংযোগাদিরূপ দুঃখ, এবং জন্মাদি ক্লেশের দোষ (অথবা কফ-পিত্তাদি জন্য শারীরিক দোষ)—এতাবতের ক্লেশকারিতা সর্ব্বদা চিন্তা করা জ্ঞানলাভের একান্ত অনুকূল, অর্থাৎ এতদালোচনায় কদর্য্য ক্লেদময় দেহ-ধারণের বাসনা ক্ষীণ হইয়া আসে ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র-স্ত্রী-গৃহাদি পদার্থে) অসক্তিঃ (অনাসক্তি), অনভিষ্বঙ্গঃ (তাহাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া), ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ (এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট ইত্যাদির লাভে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সমচিত্তত্বম্ (অন্তঃকরণের সমানভাব) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদি পদার্থে অনাসক্তি, পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা, এবং ইষ্টানিষ্ট-লাভে সমচিত্ততা ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। অসক্তিঃ—সক্তিঃ সঙ্গনিমিত্তেষু বিষয়েষু প্রীতিমাত্রম্। তদভাবোঽসক্তিঃ। অনভিষ্বঙ্গোঽভিষ্বঙ্গাভাবঃ। অভিষ্বঙ্গো নাম শক্তিবিশেষ এব—অনন্যাত্মভাবনালক্ষণঃ। যথান্যস্মিন্ সুখিনি দুঃখিনি চাহমেব সুখী দুঃখী চ—জীবতি মৃতে চাহমেব জীবামি মরিষ্যামি চেতি। ক্বেতি? আহ—পুত্রদারগৃহাদিষু। পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু। আদিগ্রহণাদন্যেষ্বপ্যত্যন্তেষ্টেষু দাসবর্গাদিষু। তচ্চোভয়ং জ্ঞানার্থত্বাজ্ জ্ঞানমুচ্যতে। নিত্যং চ সমচিত্তত্বং তুল্যচিত্ততা। ক্ব? ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু। ইষ্টানামনিষ্টানাং চোপপত্তয়ঃ সংপ্রাপ্তয়ঃ। তাস্বিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু নিত্যমেব তুল্যচিত্ততা। ইষ্টোপপত্তিষু ন হৃষ্যতি। ন কুপ্যতি চানিষ্টোপপত্তিষু। তচ্চৈতন্নিত্যং সমচিত্তত্বং জ্ঞানম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষ্বসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ। অনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে দুঃখে চাহমেব সুখী দুঃখী চেত্যধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কোন পদার্থে 'আমার' বলিয়া আসক্তি না থাকা, অন্যেতে মমতা বুদ্ধি বা সহানুভূতি জন্য অন্যের সুখে আপনাকে সুখী ও অন্যের দুঃখে আপনাকে দুঃখী মনে না করা, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে প্রসন্ন বা ক্ষুণ্ণ না হইয়া সমভাবাপন্ন থাকা ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

কত্বয়াত্মশব্দবাচ্যস্য কার্য্যকরণসংঘাতস্য বিনিগ্রহঃ। স্বভাবেন সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তস্য সন্মার্গ এব নিরোধ আত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীমুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিবিক্তত্বয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িষ্যংস্তজ্জ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘা-রাহিত্যম্। অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্। আর্জ্জবমবক্রতা। আচার্য্যোপাসনং সদ্গুরুসেবা। শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরং চ। তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা। আভ্যন্তরং চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথা চ স্মৃতিঃ—শৌচং চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্॥ ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা। আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আপনাতে বিদ্যমান বা অবিদ্যমান গুণের জন্য অভিমান না থাকা, লাভ, পূজা বা খ্যাতির জন্য নিজ ধার্ম্মিকত্বাদি লোকসমক্ষে প্রকাশ না করা, কায়মনোবাক্যে কাহারও হিংসা না করা, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্যের অপরাধ ক্ষমা করা, হৃদয়ে ও বাহিরে সমান বা অকুটিল ব্যবহার করা, ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরুকে পূজা ও নমস্কারাদি করা, অন্তর্ব্বাহ্যের পবিত্রতা, মনশ্চাঞ্চল্যের প্রতিরোধ, ও মুক্তির প্রতিকূল বিষয় হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক আত্মাকে (দেহেন্দ্রিয়কে) ব্রহ্মস্বরূপে ব্যবস্থাপন করা—জ্ঞান-সাধন বলিয়া উক্ত হইল ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়সমূহে) বৈরাগ্য (বৈরাগ্য) অনহঙ্কারঃ এব চ (ও নিরহঙ্কারিতা), জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি ও দুঃখরূপ দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারাভাব, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও দুঃখ—দোষাবহ এতাবতের পুনঃ পুনঃ আলোচনা ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ইন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়ভোগেষু বিরাগভাবো বৈরাগ্যম্। অনহঙ্কারোঽহঙ্কারাভাব এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ ব্যাধয়শ্চ দুঃখানি চ তেষু জন্মাদিদুঃখান্তেষু প্রত্যেকং দোষানুদর্শনম্। জন্মনি গর্ভবাসযোনিদ্বারা নিঃসরণং দোষঃ। তস্যানুদর্শনমালোচনম্। তথা মৃত্যৌ দোষানুদর্শনম্। তথা জরায়াং প্রজ্ঞাশক্তিতেজোনিরোধদোষানুদর্শনম্। পরিভূততা চেতি তথা ব্যাধিষু শিরোরোগাদিষু দোষানুদর্শনম্। তথা দুঃখেষু অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবনিমিত্তেষু। অথবা দুঃখান্যেব দোষো দুঃখদোষঃ। তস্য জন্মাদিষু পূর্ব্ববদনুদর্শনম্। দুঃখং জন্ম। দুঃখং মৃত্যুঃ। দুঃখং জরা। দুঃখং ব্যাধয়ঃ। দুঃখনিমিত্তত্বাজ্জন্মাদয়ো দুঃখম্। ন পুনঃ স্বরূপেণৈব দুঃখমিতি। এবং জন্মাদিষু

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১২ ॥

মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও সর্ব্বনাশের কারণ। কুসঙ্গীর কুপরামর্শে ও অসৎ আদর্শে জীবের ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা বর্দ্ধিত হয়। কোন কারণে ভোগেচ্ছা-তৃপ্তির বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধোদয় হইলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসদ্বুদ্ধিবিচারবিহীন হইয়া পড়ে। তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহবশতঃ চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হইলে চিত্তে সংস্কারাবস্থাপন্ন বিষয়গুলি আর লক্ষিত হয় না। সুতরাং নিজ মঙ্গল-সাধনের উপায়ও আর স্মৃতিপথারূঢ় হয় না ; স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা জন্মে, এবং বুদ্ধিবৈকল্যই মনুষ্যকে ইহপরলোকের কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়। "ও তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি"—(৪৫ সূত্র)। ইহারা (কাম-ক্রোধাদি) তরঙ্গবৎ আসিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রবৎ হইয়া উঠে। কুসঙ্গের আরও দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহারা সুপথের পথিক, তাঁহারা কখনও দেবারাধনে, তীর্থপর্য্যটনে, ভগবৎকথা-শ্রবণে আনন্দিত হয়েন, কখনও বা আশ্রমোচিত কার্য্যানুরোধে পুত্রস্নেহ, বিষয়পিপাসাদি দ্বারা সাময়িক মোহপ্রাপ্ত হয়েন ; কিন্তু তাঁহারা যদি কুসঙ্গীর কুহকজালে পতিত হয়েন, তবে সাধুভাব ভাবগুলি ধীরে ধীরে লুক্কায়িত হয়, এবং কুপ্রবৃত্তিগুলি তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় এক একটি করিয়া আসে ও পরিশেষে বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে দুঃখময় গভীর গর্ত্তে ডুবাইয়া দেয়।

লোকসমাজে বাস করিলে সংসার-কোলাহলে অনবচ্ছিন্ন ভগবচ্চিন্তন হয় না, নানা প্রকার লোকের সঙ্গে বিবিধ ব্যবহারে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাহাতে সঙ্গ-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। আর লোকালয়ে থাকিলে লোককল্পিত আহার, আচার, ব্যবহারাদির ব্যর্থ শিক্ষা-বিড়ম্বনায় কাল অতীত হইয়া থাকে ; নৃত্য-গীত প্রভৃতি রঙ্গরসে মন মগ্ন হয়। এই জন্য নির্জ্জন-নিবাস নিতান্ত শ্রেয়স্কর। এই নির্জ্জন-নিবাসের দ্বারা অসঙ্গবশতঃ লৌকিক ব্যবহারবন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা), তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ আলোচনা), এতৎ (এই সকল) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ইতি (এই) [বলিয়া] প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে)। যৎ (যাহা) অতঃ (ইহা হইতে) অন্যথা (বিপরীত) [তাহা] অজ্ঞানম্ (অজ্ঞানতা) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থদর্শন [এবং অমানিত্বাদি] জ্ঞানাঙ্গসমূহ জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়। তদ্বিপরীত সমস্তই অজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বম্—আত্মাদিবিষয়ং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানম্। তস্মিন্ নিত্যভাবো নিত্যত্বম্। অমানিত্বাদীনাং জ্ঞানসাধনানাং ভাবনাপরিপাকনিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানম্। তস্যার্থো মোক্ষঃ সংসারোপরমঃ। তস্যালোচনং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। ময়ি চ (এবং আমাতে) অনন্যযোগেন (অনন্যযোগদ্বারা) অব্যভিচারিণী (ঐকান্তিক) ভক্তিঃ (ভক্তি), বিবিক্তদেশসেবিত্বং (নির্জ্জনস্থানে নিবাস), জনসংসদি (জনসমাজে) অরতিঃ (বিরাগ) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমাতে অনন্যযোগপূর্ব্বক অব্যভিচারিণী ভক্তি করা, নির্জ্জন স্থানে নিবাস, [বিষয়ী] লোকের সভায় অপ্রীতি ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—ময়ি চেতি। ময়ি চেশ্বরেঽনন্যযোগেনাপৃথক্সমাধিনা নান্যো ভগবতো বাসুদেবাৎ পরোঽস্তি—অতঃ স এব নো গতিরিত্যেবং নিশ্চিতাব্যভিচারিণী বুদ্ধিরনন্যযোগঃ। তেন ভজনং ভক্তিঃ। ন ব্যভিচরণশীলাব্যভিচারিণী। সা চ জ্ঞানম্। বিবিক্তদেশসেবিত্বং—বিবিক্তঃ স্বভাবতঃ সংস্কারেণ বাশুচ্যাদিভিঃ সর্পব্যাঘ্রাদিভিশ্চ রহিতোঽরণ্যনদীপুলিনদেবগৃহাদিভির্বিবিক্তো দেশঃ। তং সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তদেশসেবী। তস্য ভাবো বিবিক্তদেশসেবিত্বম্। বিবিক্তেষু হি দেশেষু চিত্তং প্রসীদতি। তত আত্মাদিভাবনা বিবিক্তে সংজায়তে। অতো বিবিক্তদেশসেবিত্বং জ্ঞানমুচ্যতে। অরতিররমণম্। ক্ব ? জনসংসদি। জনানাং প্রাকৃতানাং সংস্কারশূন্যানামবিনীতানাং সংসৎ সমবায়ো জনসংসৎ। ন সংস্কারবতাং বিনীতানাং সংসৎ। তস্যা জ্ঞানোপকারকত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃতজনসংসদ্যরতির্জ্ঞানার্থত্বাজ্ জ্ঞানম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে। অনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা। অব্যভিচারিণ্যেকান্তা ভক্তিঃ। বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদকরঃ। তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতী রত্যভাবঃ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ ব্যতীত আমার গতি, মুক্তি বা আশ্রয়স্থান নাই, অনন্যভাবে ভগবানে অকপট প্রেম করা, যে দেশ স্বভাবতঃ শুদ্ধ, সর্প-ব্যাঘ্রাদির উপদ্রব বর্জ্জিত ও চিত্তপ্রসাদকর সেই বিবিক্ত প্রদেশে একাকী বাস, এবং জ্ঞানভক্তিবর্জ্জিত, বিষয়-ভোগলম্পট ও ভগবদ্বিমুখ লোকের সমাগম ত্যাগ করা, জ্ঞান-সাধনের পরম অনুকূল। শাস্ত্রে "সঙ্গত্যাগ" কথাটি কুসঙ্গত্যাগকেই লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

> "সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেত্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
> স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্ ॥" কুলার্ণব-তন্ত্র, ১ম উল্লাস।

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাহারই সঙ্গ করিবেন না। যদি সঙ্গত্যাগ করিতে অসমর্থ হয়েন, তবে সৎসঙ্গ করিবেন, কেননা সৎসঙ্গ ভবরোগের মহৌষধ ॥ ১১ ॥

সন্দীপন-পরিশিষ্ট। "ওঁ দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ" (নারদভক্তিসূত্র—৪৩)। কুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। দূষিতচরিত্র জনের সহবাসে প্রকৃতি দূষিত হয়। কেননা "ওঁ কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশ-কারণত্বাৎ"—(৪৪ সূত্র)। উহা (অসৎসঙ্গ)—কাম, ক্রোধ,

শ্রোতুরভিমুখীকরণায়াহ—যজ্ জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বামৃতমমৃতত্বমশ্নুতে। ন পুনর্ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অনাদিমৎ—আদির্যস্যাস্তীত্যাদিমৎ। নাদিমদনাদিমৎ। কিং তৎ? পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। জ্ঞেয়মিতি প্রকৃতম্।

অত্র কেচিৎ—অনাদি মৎপরমিতি পদং ছিন্দন্তি। বহুব্রীহিণোক্তেঽর্থে মতুপ আনর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিতি। অর্থবিশেষং চ দর্শয়ন্তি—অহং বাকদেবাখ্যা পরা শক্তির্যস্য তন্মৎপরমিতি।

সত্যমেবং ন পুনরুক্তং স্যাদর্থশ্চেৎ সম্ভবতি। ন তূর্থঃ সম্ভবতি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধনেনৈব বিজিজ্ঞাপয়িষিতত্বাৎ—ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ইতি। বিশিষ্টশক্তিমত্ত্বপ্রদর্শনং বিশেষপ্রতিষেধশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। তস্মান্মতুপো বহুব্রীহিণা সমানার্থত্বেঽপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ।

অমৃতত্বফলং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যত ইতি প্ররোচনেনাভিমুখীকৃত্যাহ—ন সত্তজ্জ্ঞেয়মুচ্যত ইতি। নাপ্যসত্তদুচ্যতে।

ননু মহতা পরিকরবন্ধেন কণ্ঠরবেণোদ্‌ঘুষ্য জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীত্যননুরূপমুক্তং—ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি।

ন। অনুরূপমেবোক্তম্।

কথম্?

সর্ব্বাসু হ্যুপনিষৎসু জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম—নেতি নেতি (ক) অস্থূলমনণু (খ) ইত্যাদিবিশেষপ্রতিষেধনৈব নির্দ্দিশ্যতে নেদং তদিতি। বাচোঽগোচরত্বাৎ।

ননু ন তদস্তি যদস্তিশব্দেন নোচ্যতে। অথাস্তিশব্দেন নোচ্যতে নাস্তিতজ্ জ্ঞেয়ং। বিপ্রতিষিদ্ধং চ—জ্ঞেয়ং তৎ—অস্তিশব্দেন নোচ্যত ইতি চ।

ন তাবন্নাস্তি। নাস্তিবুদ্ধ্যবিষয়ত্বাৎ।

ননু সর্ব্বা বুদ্ধয়োঽস্তিনাস্তিবুদ্ধ্যনুগতা এব। তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাৎ। নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাৎ।

ন অতীন্দ্রিয়ত্বেনোভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাৎ। যদ্ধীন্দ্রিয়গম্যং বস্তু ঘটাদিকং তদস্তিবুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাৎ। নাস্তিবুদ্ধ্যনুগতবিষয়ং বা স্যাৎ। ইদং তু জ্ঞেয়মতীন্দ্রিয়ত্বেন শব্দৈকপ্রমাণগম্যত্বান্ন ঘটাদিবদুভয়বুদ্ধ্যনুগতপ্রত্যয়বিষয়মিতি। অতো ন সত্তন্নাসদিত্যুচ্যতে।

যত্তুক্তং—বিরুদ্ধমুচ্যতে জ্ঞেয়ং তৎ ন সত্তন্নাসদুচ্যত ইতি—ন বিরুদ্ধম্। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি (গ) ইতি শ্রুতেঃ।

শ্রুতিরপি বিরুদ্ধার্থেতি চেৎ—যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য কো হি তদ্বেদ যদ্যমুষ্মিঁল্লোকেঽস্তি বা ন বেতি—(ঘ) ইত্যেবমিতি চেৎ?

ন। বিদিতাবিদিতাভ্যামন্যত্বশ্রুতেরবশ্যবিজ্ঞেয়ার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। যদ্যমুষ্মিন্নিত্যাদি (ঙ) তু বিধিশেষোঽর্থবাদঃ।

উপপত্তেশ্চ সদসদাদিশব্দৈর্ব্রহ্ম নোচ্যত ইতি। সর্ব্বো হি শব্দোঽর্থপ্রকাশনায় প্রযুক্তঃ

(ক) বৃহদারণ্যক, ২।৩।৬। (খ) বৃহদারণ্যক, ৩।৮।৮। (গ) কেনোপনিষৎ, ১।৩।
(ঘ) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।১।১। (ঙ) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদতৈত্তিরীয়সংহিতা, ৬।১।১।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানফলালোচনে হি তৎসাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি। এতদমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনান্তমুক্তং জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্। জ্ঞানার্থত্বাৎ। অজ্ঞানং যদত এতস্মাদ্ যথোক্তাদন্যথা বিপর্য্যয়েণ। মানিত্বং দম্ভিত্বং হিংসাক্ষান্তিরনার্জ্জবমিত্যাদ্যজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং পরিহরণায় সংসারপ্রবৃত্তিকারণত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানং। তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। তত্ত্বং পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ। তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ। এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি বিংশতিসংখ্যাত্মকং যদুক্তম্—এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃ। জ্ঞানসাধনত্বাৎ। অতোঽন্যথাস্মাদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তম্। জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ। অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মানাত্মবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান-লাভার্থ একান্ত নিষ্ঠা, "অহং ব্রহ্মাস্মি" (ক) "তত্ত্বমসি" (খ) আদি আত্মজ্ঞানের প্রয়োজক দর্শন আলোচনা, এবং অমানিত্বাদি সাধনের পরিপাক-জনিত ফল-স্বরূপ "আমিই ব্রহ্ম" ইত্যাকার ব্রহ্মাত্মতত্ত্বজ্ঞান হয় বলিয়া, এতাবৎ জ্ঞান নামে উক্ত হইয়া থাকে। এতদ্বিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞান ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জানিবার বিষয়), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [মুমুক্ষু ব্যক্তি] অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে), তৎ (তাহা প্রবক্ষ্যামি (বলিব), তৎ (সেই) অনাদিমৎ (আদিবৰ্জ্জিত) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) ন সৎ (সৎ নহেন), ন অসৎ (অসৎও নহেন) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকেন) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] এক্ষণে মুমুক্ষুদিগের জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় তোমাকে বলিতেছি; যাঁহাকে বিদিত হইলে জীব অমৃতত্ব লাভ করে, সেই অনাদিমৎ পরব্রহ্ম সৎও নহেন, অসৎও নহেন ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিম্—ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি। ননু যমা নিয়মাশ্চামানিত্বাদয়ঃ। ন তৈর্জ্ঞেয়ং জ্ঞায়তে ন হ্যমানিত্বাদি কস্যচিদ্বস্তুনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টম্। সর্ব্বত্রৈব চ যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তস্য জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃশ্যতে। ন হ্যন্যবিষয়েণ জ্ঞানেনান্যদুপলভ্যতে। যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনাগ্নিঃ। নৈষ দোষঃ। জ্ঞাননিমিত্তত্বাজ্জ্ঞানমুচ্যতে—ইতি হ্যবোচাম। জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ—জ্ঞেয়মিতি। জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি। প্রকর্ষেণ যথাবদ্বক্ষ্যামি। কিং ফলং তদিতি প্ররোচনেন

(ক) বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০। (খ) ছান্দোগ্য, ৬।৮।৪।

**সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥**

অসংরূপ শূন্য কিছুই ছিল না। বুদ্ধি নিরুদ্ধ না হইলে সদসদ্রূপিণী মায়ার অতীত স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্য কোন উপায়েই লক্ষিত হয়েন না॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বতঃপাণিপাদং (সর্ব্বত্র হস্তপদ-বিশিষ্ট) সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বত্র চক্ষু, শির ও মুখ-বিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সর্ব্বত্র কর্ণ-বিশিষ্ট) তৎ (তিনি) লোকে (প্রাণিসমূহে) সর্ব্বম্ (সমস্ত পদার্থ) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (স্থিতি করিতেছেন) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্র তাঁহার হস্ত ও পদ, সর্ব্বত্র তাঁহার নেত্র, শির ও মুখ, সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তিনি সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া স্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সচ্ছব্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদসত্ত্বাশঙ্কায়াং জ্ঞেয়স্য সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিদ্বারেণ তদস্তিত্বং প্রতিপাদয়ংস্তদাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমাহ—সর্ব্বত ইতি। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চাস্যেতি সর্ব্বতঃপাণিপাদং তজ্ জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বপ্রাণিকরণোপাধিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্যাস্তিত্বং বিভাব্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে। ক্ষেত্রং চ পাণিপাদাদিভিরনেকধা ভিন্নম্। ক্ষেত্রোপাধিভেদকৃতং চ বিশেষজাতং মিথ্যৈব ক্ষেত্রজ্ঞস্যেতি তদপনয়নেন জ্ঞেয়ত্বমুক্তং ন সন্নাসদুচ্যত ইতি। উপাধিকৃতং মিথ্যারূপমপ্যস্তিত্বাধিগমায় জ্ঞেয়ধর্ম্মবৎ পরিকল্প্যোচ্যতে—সর্ব্বতঃপাণিপাদমিত্যাদি। তথাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনম্—অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত ইতি। সর্ব্বদেহাবয়বত্বেন গম্যমানাঃ পাণিপাদাদয়ো জ্ঞেয়শক্তিসদ্ভাবনিমিত্তস্বকার্য্যা ইতি জ্ঞেয়সদ্ভাবলিঙ্গানি জ্ঞেয়স্যেত্যুপচারত উচ্যন্তে। তথা ব্যাখ্যেয়মন্যৎ। সর্ব্বতঃপাণিপাদং তজ্ জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং—সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎসর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। শ্রুতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ম্। সর্ব্বতঃ সা যস্য তৎ সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ। লোকে প্রাণিনিকায়ে। সর্ব্বমাবৃত্য সর্ব্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। ন চলতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ক)—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ (খ) ইত্যাদিশ্রুতিভিবিরুদ্ধ্যেত—ইত্যাশঙ্ক্য—পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ (গ) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়াচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বাত্মতাং তস্য দর্শয়ন্নাহ—সর্ব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। সর্ব্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমচ্ছ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তং সল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্ব্বপ্রাণিবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরুপাধিভিঃ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

(ক) ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১। (খ) মৈত্র্যপনিষৎ, ৪।৬। (গ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।৮

শ্রূয়মাণশ্চ শ্রোতৃভির্জাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেণ সঙ্কেতগ্রহণসব্যপেক্ষোঽর্থং প্রত্যায়য়তি। নান্যথা। অদৃষ্টত্বাৎ। তদ্যথা—গৌরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ। পাচকঃ পাঠকঃ ইতি বা ক্রিয়াতঃ। শুক্লঃ কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ। ধনী গোমানীতি বা সম্বন্ধতঃ। ন তু ব্রহ্ম জাতিমৎ। অতো ন সদাদিশব্দবাচ্যম্। নাপি গুণবৎ—যেন গুণশব্দেনোচ্যেত। নির্গুণত্বাৎ। নাপি ক্রিয়াশব্দবাচ্যং। নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিতি (ক) শ্রুতেঃ। ন চ সম্বন্ধি। একত্বাৎ। অদ্বয়ত্বাদবিষয়ত্বাদাত্মত্বাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে (খ) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এভিঃ সাধনৈর্যজ্জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যজ্জ্ঞাত্বামৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ—অনাদিমৎ। আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদি—ইত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণাঽনাদিমত্ত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্মতুপঃ প্রয়োগশ্ছান্দসঃ। যদ্বা—অনাদীতি মৎপরমিতি চ পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্ব্বিশেষং রূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে। নিষেধস্য বিষয়স্ত্বসচ্ছব্দেনোচ্যতে। ইদং তু তদুভয়বিলক্ষণম্। অবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত বিধিতে জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহাকে জানিতে হয়, এক্ষণে ভগবান্ তাঁহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন। আবার তাঁহাকে জানিয়াই বা লাভ কি? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ বলিলেন যে, তাঁহাকে জানিলে মুমুক্ষুগণ অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি অনাদিমৎ—সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ এবং দেশ-কাল-পরিচ্ছেদ-শূন্য পরমাত্মা। "অনাদিমৎ পরং" এতৎ পদের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ বলেন "আদিমৎ" শব্দে কার্য্য এবং "পরং" শব্দে কারণ, অর্থাৎ যিনি কার্য্য ও কারণ উভয়েরই অতীত। কেহ "অনাদি—মৎপরম্" এই রূপ পদচ্ছেদ করিয়া বলেন যে, ব্রহ্ম আদি বা উৎপত্তি বর্জ্জিত, এবং মৎপর অর্থাৎ আমার (সগুণ ব্রহ্মের,) অতীত যিনি, তিনিই মৎপর। "অস্তি—আছেন" বলিয়া তিনি প্রমাণগত বিষয় নহেন, এবং "নাস্তি" পদবাচ্য তিনি নিষেধমুখ-প্রমাণেরও বিষয় নহেন। তিনি নির্ব্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ। নাম, রূপ ও গুণ আদি দ্বারা তাঁহার স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না॥১৩॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বুদ্ধির দ্বারাই সৎ ও অসতের নিশ্চয় হইয়া থাকে; কিন্তু ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত ("যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—তৈত্তিরীয়, ২।৪, ২।৭)। সুতরাং মায়া বা প্রকৃতির পরিণামরূপ বুদ্ধি কখনই মায়াতীত পুরুষের পরিচয় গ্রহণে সমর্থ হইবে না। ব্রহ্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণা প্রকৃতি বা ন্যায়ানুমত পরমাণুরূপ সৎ বা আদিকারণও নহেন, এবং শূন্যরূপ অসৎ ও নহেন; যথা শ্রুতি—"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যদিতি" (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯।১)। সৃষ্টি-বিকাশের পূর্ব্বে অসৎ বা ব্যক্ত, সৎরূপ প্রকৃতি, পরমাণু অথবা

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৯। (খ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।৪।

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তত্তদাকারেণ ভাসত ইতি তথা। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি বা। সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিবর্জিতং চ। তথা চ শ্রুতিঃ—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ (ক) ইত্যাদিঃ। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্। তথাপি সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি সর্ব্বভৃৎ। সর্ব্বস্যাধারভূতম্। তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতম্। গুণভোক্তৃ চ—গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তাঁহার নিজের ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু তাঁহার শক্তি ভিন্ন হস্ত-পদাদির কার্য্য কেহ করিতে পারে না। শ্রবণ, কথন, সংকল্প ও নিশ্চয় আদি এবং শ্রোত্র, বাক্, মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াও তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত। সেই পরমাত্মা নিষ্ক্রিয় হইলেও সমস্ত ক্রিয়ার মূল তিনিই। তিনি চক্ষুহীন হইয়াও দর্শন করেন, শ্রুতিবর্জ্জিত হইয়াও শ্রবণ করেন। আবার তিনিই কাহারও সঙ্গ বা সম্বন্ধ যুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ত্রিজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং নির্গুণ অথচ গুণসমূহ উপলব্ধি করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, *"সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (খ)* তিনি সকলের সাক্ষী, চৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও গুণবর্জ্জিত ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রভাবেই অচেতন মন, বুদ্ধি, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় চেতনবৎ ক্রিয়াশীল প্রতীত হয় মাত্র। "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" (গ) ইত্যাদি শ্রুতিতে অন্তঃকরণ ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াশীলতা আত্মায় আরোপিত হওয়ায় নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় আত্মচৈতন্যের মহিমাই প্রকাশিত হইয়াছে। অধিষ্ঠান আত্মচৈতন্যের আশ্রয়ে বুদ্ধিই (ধ্যায়তীব) যেন চিন্তা করিয়া থাকে, এবং ইন্দ্রিয়ই (লেলায়তীব) যেন কর্ম্মতৎপর হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। তৎ (তিনি) ভূতানাং (সর্ব্বভূতের) বহিঃ (বহির্ভাগ) অন্তঃ চ (ও অন্তর), অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (ও জঙ্গম), সূক্ষ্মত্বাৎ (সূক্ষ্মতা জন্য) [তাঁহাকে] অবিজ্ঞেয়ং (জানিতে পারা যায় না), [তিনি] দূরস্থং চ (দূরে স্থিত) অন্তিকে চ (ও নিকটে স্থিত) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত বস্তুরই বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর তিনি। স্থাবর এবং জঙ্গমও তিনি। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জন্য অবিজ্ঞেয়। তিনি দূর হইতেও দূরে, এবং অতি নিকট হইতেও নিকটে ॥ ১৬ ॥

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৯। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১। (গ) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৭।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রাণিবর্গের হস্ত, পদ, নেত্র ও শির আদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবৃত্তি-শক্তি-রূপে সর্ব্বত্র যিনি বিরাজ করেন, এবং যিনি সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠান-স্বরূপ ও যাঁহার সত্তায় সমস্ত পদার্থ অবস্থিতি করিতেছে, তিনি চৈতন্যস্বরূপ বিভু ; তিনিই মুমুক্ষুগণের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তিনি] সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সকল ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণসমূহের প্রকাশক) সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ (সর্ব্বেন্দ্রিয়বিরহিত) অসক্তং (সর্ব্বসম্বন্ধবিহীন) সর্ব্বভৃৎ এবচ (ও সকলদ্রব্যের আধার) নির্গুণং (গুণরহিত) গুণভোক্তৃ চ (ও সর্ব্বগুণের ভোক্তা) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে ভাসমান। তিনি সর্ব্ব সম্বন্ধ-বিহীন হইয়াও সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সত্ত্বাদিগুণ-রহিত ও তত্তদ্গুণের ভোক্তা রূপে বিদ্যমান ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধ্যারোপণাজ্ জ্ঞেয়স্য তদ্বত্তাশঙ্কা মা ভূদিত্যেবমর্থঃ শ্লোকারম্ভঃ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং—সর্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াখ্যানি অন্তঃকরণে চ বুদ্ধিমনসী—জ্ঞেয়োপাধিত্বস্য তুল্যত্বাৎ—সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। অপি চান্তঃকরণোপাধিদ্বারেণৈব শ্রোত্রাদীনামপ্যুপাধিত্বমিতি। অতোঽন্তঃকরণবহিষ্করণোপাধিভূতৈঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়সংকল্প-শ্রবণবচনাদিভিরবভাসত ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারৈর্ব্ব্যাপৃতমিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। ধ্যায়তীব লেলায়তীব (ক) ইতি শ্রুতেঃ। কস্মাৎ পুনঃ কারণান্ন ব্যাপৃতমেবেতি গৃহ্যত ইতি? অত আহ— সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বকরণরহিতমিত্যর্থঃ। অতো ন করণব্যাপারৈর্ব্ব্যাপৃতং তজ্ জ্ঞেয়ম্। যস্ত্বয়ং মন্ত্রঃ—অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ (খ) ইত্যাদিঃ। স সর্ব্বেন্দ্রিয়োপাধিগুণানুগুণ্যভজনশক্তিমৎ তজ্ জ্ঞেয়মিত্যেবংপ্রদর্শনার্থঃ। ন তু সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়াবত্ত্বপ্রদর্শনার্থঃ। অন্ধো মণিমবিন্দৎ (গ) ইত্যাদিমন্ত্রার্থবত্তস্য মন্ত্রস্যার্থঃ। যস্মাৎ সর্ব্বকরণবর্জ্জিতং তজ্ জ্ঞেয়ং তস্মাদসক্তং সর্ব্বসংশ্লেষবর্জ্জিতম্। যদ্যপ্যেবং তথাপি সর্ব্বভৃচ্চৈব। সদাস্পদং হি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সদ্বুদ্ধ্যনুগমাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকাদয়োঽপি নিরাস্পদা ভবন্তি। অতঃ সর্ব্বভৃৎ—সর্ব্বং বিভর্ত্তীতি। স্যাদিদং চান্যৎ—জ্ঞেয়স্য সত্ত্বাদিগুণবত্ত্বং নির্গুণম্। সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণাঃ। তৈর্বর্জ্জিতম্। তথাপি গুণভোক্তৃ চ। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং শব্দাদিদ্বারেণ সুখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং ভোক্তৃ চোপলব্ধৃ তজ্ জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সর্ব্বেন্দ্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৩।৭। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।১৯। (গ) তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১।১।১১।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত থাকিয়াও প্রত্যেক প্রাণীতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়েন। তিনি ভূতসকল ধারণ করিয়া আছেন। তিনি ভূতসকলের সংহর্ত্তা ও উৎপাদন-কর্ত্তা ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি। অবিভক্তং চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদেকম্। ভূতেষু সর্ব্বপ্রাণিষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। দেহেষ্বেব বিভাব্যমানত্বাৎ। ভূতভর্ত্তৃ চ ভূতানি বিভর্ত্তীতি তজ্ জ্ঞেয়ং। ভূতভর্ত্তৃ চ স্থিতিকালে। প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্। উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু চ প্রভবনশীলম্। যথা রজ্জ্বাদিঃ সর্পাদের্মিথ্যাকল্পিতস্য। ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাভিন্নং কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিবাবস্থিতং চ। সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদনন্যন্ ভবতি। তৎস্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম্। ভূতানাং ভর্ত্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে। প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলম্। সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন অগ্নি এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠদণ্ডে স্থিতিনিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীতে এক পরমাত্মাকে ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধ হয়। পাছে ক্ষেত্রজ্ঞ ও পরব্রহ্মে অর্জ্জুনের ভিন্নতা বোধ হয়, এই জন্য ভগবান্ কহিলেন যে, তাঁহাতেই ভূতসকলের স্থিতি, তাঁহাতেই লয় ও তাঁহা হইতেই উৎপত্তি হইয়া থাকে। *সেই ব্রহ্মই সমস্ত ভূতে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৭ ॥*

অন্বয়বোধিনী। তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (জ্যোতিঃ সমূহেরও) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ); তমসঃ (তমঃশক্তির) পরম্ (অতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়েন)। [তিনি] জ্ঞানং (জ্ঞান), জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়), জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানলভ্য), সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) বিষ্ঠিতম্ (অধিষ্ঠিত) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ। জড়বর্গরূপ তমঃশক্তির অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও তিনিই জ্ঞানগম্য, এবং তিনিই সকলের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে) অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ সর্ব্বত্র বিদ্যমানমপি সন্নোপলভ্যতে চেজ্ জ্ঞেয়ং তমস্তর্হি। ন। কিং তর্হি?—জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষামাদিত্যাদীনামপি তজ্ জ্ঞেয়ং। আত্মচৈতন্যজ্যোতিষেদ্ধানি হ্যাদিত্যাদীনি জ্যোতীংষি দীপ্যন্তে। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ (ক) তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ (খ)। স্মৃতেশ্চেহৈব—যদাদিত্যগতং তেজঃ

(ক) মহানারায়ণ, ৯৷৩। (খ) কঠ, ৫৷১৫; শ্বেতাশ্বতর, ৬৷১৪; মুণ্ডক, ২৷২৷১০। (গ) গীতা, ১৫৷১২।

অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—বহিরন্তশ্চেতি। বহিস্ত্বক্‌পর্য্যন্তং দেহমাত্মত্বেনাবিদ্যা-কল্পিতমপেক্ষ্য তমেবাবধিং কৃত্বা বহিরুচ্যতে। তথা প্রত্যগাত্মানমপেক্ষ্য দেহমেবাবধিং কৃত্বাঽন্তরুচ্যতে। বহিরন্তশ্চেত্যুক্তে মধ্যস্যাভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে—অচরং চরমেব চ। যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ম্। যথা রজ্জুসর্পাভাসঃ। যদ্যচরং চরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্ব্বং জ্ঞেয়ং—কিমর্থমিদমিতি সর্ব্বৈর্ন বিজ্ঞেয়মিতি? উচ্যতে—সত্যং সর্ব্বাভাসম্। তথাপি ব্যোমবৎ সূক্ষ্মং তৎ। অতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ স্বেন রূপেণ তজ্জ্ঞেয়-মপ্যবিজ্ঞেয়মবিদুষাম্। বিদুষাং ত্বাত্মৈবেদং সর্ব্বং (ক) ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ (খ) ইত্যাদি-প্রমাণতো নিত্যং বিজ্ঞাতম্। অবিজ্ঞাততয়া দূরস্থম্। বর্ষসহস্রকোট্যাঽপ্যবিদুষা-মপ্রাপ্যত্বাৎ। অন্তিকে চ তৎ—আত্মত্বাৎ—বিদুষাম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব—সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাম্। জলতরঙ্গাণামন্তর্ব্বহিশ্চ জলমিব। অচরং স্থাবরং চরং জঙ্গমং চ ভূতজাতং তদেব। কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাদ্রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্। ইদং তদিতি স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি। অত এবাবি-দুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থং চ। সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তন্নিত্যং সন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ—তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ (গ) ॥ ইতি। এজতি চলতি। নৈজতি ন চলতি। তৎ উ অন্তিকে ইতিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যেমন কুণ্ডলের ভিতর ও বাহির সর্ব্বত্রই সুবর্ণ, অর্থাৎ সুবর্ণ ব্যতীত তাঁহাতে আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ দৃশ্য জগতের বাহ্য ও অভ্যন্তর সমস্তই তিনি, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তিনি। তিনি "সূক্ষ্মাৎ "সূক্ষ্মতরং নিত্যম্" (ঘ) (শ্রুতি)। সুতরাং শতকোটী বর্ষ চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া যায় না। অবিশ্বাসী, অবিবেকী ও বৈরাগ্যবিহীন ব্যক্তির পক্ষে তিনি দূর হইতেও অতি দূরে প্রতীত হয়েন। আবার ভক্তিমান্ বিবেকবৈরাগ্যবান্ ও সংযতাত্মা পুরুষের পক্ষে তিনি নিকট হইতেও অতি নিকটে বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। তৎ (তিনি) ভূতেষু চ (সর্ব্বভূতে) অবিভক্তং (অবিচ্ছিন্ন) [হইয়াও] বিভক্তম্ ইব (ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া) স্থিতং (প্রতীত হয়েন); [তিনি] ভূতভর্ত্তৃ চ (ভূতসকলের ধারণ কর্ত্তা), গ্রসিষ্ণু (সংহর্ত্তা), প্রভবিষ্ণু চ (ও উৎপাদন কর্ত্তা) [রূপে] জ্ঞেয়ম্ (জ্ঞানের বিষয়) [হয়েন] ॥ ১৭ ॥

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২। (খ) নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৭। (গ) ঈশ, ৫। (ঘ) কৈবল্য, ১।১৬।

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৯ ॥

স্বচ্ছভাব তারতম্যানুসারে দর্পণে বা জলে উহার সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয়, অন্যত্র হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও জড়ে সাধারণভাবে এবং জীবের বুদ্ধিতে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত থাকায় জীবজগৎ চেতনবৎ প্রতীত হয়। এই জন্যই জীবগণের মধ্যে সাধনশীল মনুষ্যের শুদ্ধ বুদ্ধিতেই (নিরুদ্ধ চিত্তে) ভগবানের চৈতন্যস্বরূপ লক্ষিত হয় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইতি (এই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং (ও জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (এবং জ্ঞেয়) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তম্ (কথিত হইল)। মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিদিত হইয়া) মদ্ভাবায় (আমার ব্রহ্মভাব লাভার্থ—মোক্ষার্থ) উপপদ্যতে (উপযুক্ত হয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন !] আমি ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—এতাবৎ সঙক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলাম। আমার ভক্ত এই ক্ষেত্রাদি পদার্থত্রয় বিদিত হইয়া মদভাব-লাভের উপযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোক আরভ্যতে—ইতি ক্ষেত্রমিতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানমমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনপর্য্যন্তম্। জ্ঞেয়ং চ—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যতে ইত্যেবমন্তম্। উক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ। এতাবান্ সর্ব্বো হি বেদার্থো গীতার্থশ্চোপসংহৃত্যোক্তঃ। অস্মিন্ সম্যগ্দর্শনে কোঽধি-ক্রিয়ত ইতি? উচ্যতে—মদ্ভক্তো ময়ীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্ব্বাত্ম-ভাবো যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবংগ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্ম-দ্ভক্তঃ। স এতদ যথোক্তং সম্যগ্দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়—মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্ম-ভাবস্তস্মৈ—পরমাত্মভাবায়োপপদ্যতে। মোক্ষং গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি ধৃত্যন্তম্। তথা জ্ঞানং চামানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তম্। জ্ঞেয়ং চানাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তম্। বশিষ্ঠাদিভির্বিস্তরেণোক্তং সর্ব্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়ো-পপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "মহাভূত" হইতে "ধৃতি" পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, "অমানিত্ব" হইতে "তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শন" পর্য্যন্ত জ্ঞান, এবং "অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম" হইতে "হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্" পর্য্যন্ত জ্ঞেয় ব্রহ্মের বিষয় ভগবান্ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রুতিস্মৃত্যাদিতে ইহার আরও

(গ) ইত্যাদেঃ তমসোঽজ্ঞানাৎ পরম্—অসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। জ্ঞানাদের্দুঃসম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তাবসাদস্যোত্তম্ভনার্থমাহ—জ্ঞানমমানিত্বাদি। জ্ঞেয়ং—জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাদিনা উক্তম্। জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সৎ জ্ঞানফলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে। জ্ঞায়মানং তু জ্ঞেয়ম্। তদেতত্ত্রয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য বিষ্ঠিতং বিশেষণ স্থিতম্। তত্রৈব হ্যেতৎ ত্রয়ং বিভাব্যতে॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি জ্যোতিঃ প্রকাশকং তৎ। যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ (ক) ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি (খ)॥ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে। আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিত্যাদিশ্রুতেঃ (গ)। জ্ঞানং চ তদেব বুদ্ধিবৃত্ত্যভিব্যক্তম্। তদেব রূপাদ্যাকারেণ জ্ঞেয়ং চ জ্ঞানগম্যং চ। অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্ব্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। ধিষ্ঠিতমিতিপাঠেঽধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। আদিত্য, ইন্দু বিদ্যুৎ ও অগ্নি আদি প্রকাশক পদার্থ পুঞ্জের প্রকাশ-শক্তি তিনি, অর্থাৎ পরব্রহ্মের দিব্য জ্যোতিতেই ইঁহাদের এত জ্যোতি। শ্রুতি বলিয়াছেন—'যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" (ঘ)। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" (ঙ)। ব্রহ্মের তেজেই সূর্য্য তাপযুক্ত ও তাঁহারই দিব্য প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। সূর্য্যাদি জড়বর্গের সহিত সম্বন্ধ জন্য পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, তবে পরব্রহ্মও জড় স্বভাব যুক্ত, সেই জন্য ভগবান্ বলিলেন যে, তিনি কার্য্যপ্রপঞ্চ সহিত অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত। তিনি কেবল অলৌকিক জ্যোতিই নহেন, বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তিরূপ সংবিৎ বা জ্ঞানস্বরূপও তিনিই। জ্ঞানোদয় হইলে যাঁহাকে জীব জানিতে চায়, সেই জ্ঞেয় পদার্থ তিনি। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞানের সাধনাঙ্গরাশি কথিত হইয়াছে, সেই ক্রম ব্যতীত তিনি কোন রূপ কল কৌশলে প্রকাশিত হয়েন না। সূর্য্যাদির ন্যায় তিনি দূরস্থ নহেন। তিনি সকল জীবে আত্মা রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলেই তিনি সকলের অব্যবহিতরূপে অনুভূত হয়েন॥ ১৮॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ব্রহ্ম "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, এবং অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। জ্ঞানকে আলোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া সূর্য্যের উপমা প্রদত্ত হইয়াছে। নতুবা বাহ্য দৃষ্টিতে সূর্য্যাদি স্বয়ংপ্রকাশ হইলেও অনাত্ম বলিয়া তাহারা নিজকে নিজে জানে না। চৈতন্য ব্রহ্মই স্বয়ংপ্রকাশ, কেননা, তিনি নিত্য নিজ জ্ঞানে স্থিত, এবং অধিষ্ঠানরূপে অন্যান্য বিশেষ জ্ঞানেরও কারণ। যিনি নিজেকেও জানেন এবং অপরকেও জানেন তিনিই বাস্তবিক চেতন। এই জন্য আত্মাতিরিক্ত অন্য সমস্তই জড়, কেননা, তাহারা নিজেকেও জানে না, এবং অন্য কিছুও জানিতে পারে না। যেমন সূর্য্য সর্ব্বত্র প্রকাশিত থাকিলেও

ক) মহানারায়ণ, ৯।৩। (খ) কঠ, ৫।১৫। (গ) শ্বেতাশ্বতর, ৪।৪। (ঘ) মহানারায়ণ,। (ঙ) কঠ, ৫।১৫।

কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে * হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২১ ॥

যদ্বেতয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাৎ। অতস্তাবুভাবনাদী বিদ্ধি। অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বম্। পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাং চানাদিত্বং নিত্যত্বং চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবত্তাষ্যকৃদ্ভিরতিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রতন্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভবান্ সংভূতান্ বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানের শক্তি—মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা এই তিন নামে প্রসিদ্ধ। মায়া-শক্তি সপ্তম অধ্যায়ে অষ্টপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। উহা অপরা প্রকৃতি বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রনাম্নী অপরা প্রকৃতি এখানে "প্রকৃতি" শব্দে কথিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ জীবনাম্নী পরা প্রকৃতি কথিত হইয়াছে। এখানে তাহাই "পুরুষ" বলিয়া উক্ত হইল। এই পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই অনাদি। আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয় ও মন—এই ষোড়শ বিকার; এবং সুখদুঃখমোহরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ মায়ারূপ প্রকৃত্যংশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্য ও করণের কর্ত্তৃত্বে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) হেতুঃ (হেতু) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়েন); পুরুষঃ (পুরুষ) সুখদুঃখানাং (সুখদুঃখসমূহের) ভোক্তৃত্বে (ভোগবিষয়ে) হেতুঃ (হেতু) উচ্যতে (কথিত হয়েন) ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতিই দেহেন্দ্রিয়ে ক্রিয়াশক্তির মূল, এবং পুরুষ সুখদুঃখভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে পুনস্তে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ?—কার্য্যেতি। কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে—কার্য্যং শরীরম্। করণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ। দেহস্যারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা বিকারাঃ *পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে।* গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ। করণাশ্রয়ত্বাৎ করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে। তেষাং কার্য্যকরণানাং কর্ত্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যত্তৎ কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বম্। তস্মিন্ কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ কারণমারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরুচ্যতে। এবং কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বেন সংসারস্য কারণং প্রকৃতিঃ। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্ব ইত্যস্মিন্নপি পাঠে কার্য্যং যদযস্য বিপরিণামস্তস্য কার্য্যং বিকারঃ। বিকারি কারণম্। তয়োর্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্ত্তৃত্ব ইতি। অথবা ষোড়শ বিকারাঃ কার্য্যম্। সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণম্। তান্যেব কার্য্যকারণান্যুচ্যন্তে। তেষাং কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যত আরম্ভকত্বেনৈব। পুরুষশ্চ সংসারস্য কারণং যথা স্যাত্তদুচ্যতে। পুরুষো জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞো ভোক্তেতি পর্য্যায়ঃ। সুখদুঃখানাং ভোগ্যানাং ভোক্তৃত্ব উপলব্ধৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥

---

* কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্ব ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে কথিত লক্ষণযুক্ত ভগবদ্ভক্তগণই এতাবদ্বিষয় বিশদ-রূপে অবগত হইয়া ভগদ্ভাব লাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিষয়ভোগ তুচ্ছ বোধ করিয়া ভগবান্‌কেই পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই সুযোগ্য অধিকারী॥ ১৯॥

অন্বয়বোধিনী। প্রকৃতিং (প্রকৃতি) পুরুষম্ এব চ (ও পুরুষ) উভৌ অপি (উভয়ই) অনাদী (অনাদি) বিদ্ধি (জানিও), বিকারান্ চ (বিকারসমূহ) গুণান্ এব চ (ও গুণসমূহ) প্রকৃতিসম্ভবান্ (প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ—এ উভয়ই অনাদি। বিকারসমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। ইহা তুমি বিদিত হও॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র সপ্তমেঽধ্যায় ঈশ্বরস্য দ্বে প্রকৃতী উপন্যস্তে পরাপরে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণে। এতদ্‌যোনীনি ভূতানীতি চোক্তম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়যোনিত্বং কথং ভূতানামিতি? অয়মর্থোঽধুনোচ্যতে—প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিং পুরুষং চৈবেশ্বরস্য প্রকৃতী। তৌ প্রকৃতিপুরুষাবুভাবপ্যনাদী বিদ্ধি। ন বিদ্যত আদির্যয়োস্তাবনাদী। নিত্যত্বাদীশ্বরস্য তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুম্। প্রকৃতিদ্বয়বত্ত্বমেব হীশ্বর-স্যেশ্বরত্বম্। যাভ্যাং প্রকৃতিভ্যামীশ্বরো জগদুৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়হেতুঃ। তে দ্বে অনাদী সত্যৌ সংসারস্য কারণম্।

নাদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাসং কেচিদ্বর্ণয়ন্তি। তেন হি কিলেশ্বরস্য কারণত্বং সিধ্যতি। যদি পুনঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্যাতাং—তৎকৃতমেব জগৎ। নেশ্বরস্য জগতঃ কর্তৃত্বমিতি।—তদসৎ। প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োরুৎপত্তেরীশিতব্যাভাবাদীশ্বরস্যা-নীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ সংসারস্য নির্নিমিত্তত্বেঽনির্মোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। বন্ধ-মোক্ষাভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। নিত্যত্বে পুনরীশ্বরস্য প্রকৃত্যোঃ সর্বমেতদুপপন্নং ভবেৎ।

কথম্?

বিকারাংশ্চ বক্ষ্যমাণান্ বুদ্ধ্যাদিদেহেন্দ্রিয়ান্তান্—গুণাংশ্চ সুখদুঃখমোহপ্রত্যয়াকার-পরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্। প্রকৃতিরীশ্বরস্য বিকারকারণশক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা সম্ভবো যেষাং বিকারাণাং গুণানাং চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃতিপরিণামান্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং তু যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্বং (ক) প্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি—প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদি-

---

(ক) গীতা, ১৩৷৪।

বঙ্গানুবাদ। এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়ারূপ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ জন্যই পুরুষকে সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয়॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পুরুষস্য সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিংনিমিত্তমিতি? উচ্যতে—পুরুষ ইতি। পুরুষো ভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতাববিদ্যালক্ষণায়াং কার্য্যকারণরূপেণ পরিণতায়াং স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ। প্রকৃতিমাত্মত্বেন গত ইত্যেতৎ—হি যস্মাৎ তস্মাদ্ভুঙ্‌ক্তে উপলভত ইত্যর্থঃ। প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতো জাতান্ সুখদুঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্—সুখী দুঃখী মূঢ়ঃ পণ্ডিতোঽহমিত্যেবং—সত্যামপ্যবিদ্যায়াং সুখদুঃখমোহেষু গুণেষু ভুজ্যমানেষু যঃ সঙ্গ আত্মভাবঃ সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ। স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতীত্যাদি শ্রুতেঃ (ক)। তদেতদাহ—কারণং হেতুর্গুণসঙ্গঃ। গুণেষু সঙ্গোঽস্য পুরুষস্য ভোক্তুঃ সদসদ্‌যোনিজন্মসু। সত্যশ্চাসত্যশ্চ যোনয়ঃ সদসদ্‌যোনয়ঃ। তাসু সদসদ্‌যোনিষু জন্মানি সদসদ্‌যোনিজন্মানি। তেষু সদসদ্‌যোনিজন্মসু বিষয়ভূতেষু কারণং গুণসঙ্গঃ। অথবা সদসদ্‌যোনিজন্মস্বস্য সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্য্যম্। সদ্‌যোনয়ো দেবাদিযোনয়ঃ। অসদ্‌যোনয়ঃ পশ্বাদিযোনয়ঃ। সামর্থ্যাৎ সদসদ্‌যোনয়ো মনুষ্যযোনয়োঽপ্যবিরুদ্ধা দ্রষ্টব্যাঃ। এতদুক্তং ভবতি—প্রকৃতিস্থত্বাখ্যাঽবিদ্যা। গুণেষু চ সঙ্গঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি। তচ্চ পরিবর্জ্জনায়োচ্যতে—অস্য চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সসংন্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্। তচ্চ জ্ঞানং পুরস্তাদুপন্যস্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ম্। যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুত ইত্যুক্তং চান্যাপোহেনাতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপেণ চ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিতি? অত আহ—পুরুষ ইতি। হি যস্মাৎ প্রকৃতিস্তৎকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ। অতস্তজ্জনিতান্ সুখদুঃখাদীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সতীষু দেবাদিযোনিষ্বসতীষু তির্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পুরুষ প্রকৃতির সহিত অবিমিশ্রিতভাবে স্থিতি করাতেই অন্তঃকরণবৃত্তিসহযোগে সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক তাদাত্ম্য জন্য সত্ত্বগুণাধিকারে পুরুষ দেবযোনিতে, রজোগুণাধিকারে মানবদেহে ও তমোগুণাধিকারে পশ্বাদিযোনিতে জন্মিয়া থাকেন। তাদাত্ম্য অভিমানই ভিন্ন ভিন্ন জন্মের একমাত্র কারণ। গুণত্রয়ের সঙ্গবর্জ্জিত হইলে, অর্থাৎ আপনাকে সত্ত্বাদি গুণ হইতে নির্লিপ্ত বুঝিয়া লইতে পারিলে, যোনিভ্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়া যায়। গুণসঙ্গ—কাম বা বাসনা মনুষ্য পক্ষে নিতান্তই পরিহার্য্য। কামবর্জ্জিত হইয়া কোন কার্য্য করিলে, ও গুণাদি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিলে কাহাকেও আর সুখ-দুঃখাদি জন্য হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হইতে হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি অন্তঃকরণে নিঃসঙ্গ হইয়া যদি বহির্ব্যবহারে কোন প্রকার অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহার দেহাদি পরিগ্রহ করিতে হয় না। কেননা, কার্য্যকালে কোন ফলাভিসন্ধি না থাকায় তাঁহাতে অভিমানরূপ অভিনিবেশ হইতে পায় না। সুতরাং যোনিভ্রমণের কারণ রূপ বীজ সঞ্চিত হইতে পায় না।

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৫।

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২ ॥

কথং পুনরনেন কার্য্যকরণকর্ত্তৃত্বেন সুখঃদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষযোঃ সংসারকারণত্বমুচ্যত ইতি?

অত্রোচ্যতে—কার্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা প্রকৃতেঃ পরিণামাভাবে পুরুষস্য চ চেতনস্যাসতি তদুপলব্ধৃত্বে কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ। যদা পুনঃ কার্যকরণসুখদুঃখরূপেণ হেতুফলাত্মনা পরিণতয়া প্রকৃত্যা ভোগ্যয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ স্যাত্তদা সংসারঃ স্যাদিতি। অতো যৎ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্যকরণকর্ত্তৃত্বেন সুখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসারকারণত্বমুক্তং তদ্ যুক্তম্।

কঃ পুনরয়ং সংসারো নাম?

সুখদুঃখসম্ভোগঃ সংসারঃ। পুরুষস্য চ সুখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিত্বমিতি॥২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি—কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্। কারণানি সুখদুঃখাদিসাধনানীন্দ্রিয়াণি। তেষাং কর্ত্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ—যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃকর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং* ন সম্ভবতি—তথাপি কর্ত্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকত্বম্। তচ্চাচেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাচ্চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি। যথা বহ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনম্। বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনম্। বৎসাদৃষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্ত্তৃত্বমুচ্যতে। ভোক্তৃত্বং চ সুখদুঃখসংবেদনম্। তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যত ইতি॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। শরীরের নাম কার্য্য, এবং দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত—এই ত্রয়োদশ কারণ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির যত কিছু কার্য্য হয়, তাহা সমস্তই প্রকৃতি হইতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। "আমি সুখী" বা "আমি দুঃখী" ইত্যাকার ভাব ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষেই আরোপিত হইয়া থাকে। যেমন অনলতপ্ত উজ্জ্বল লৌহপিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহের ভেদ বুঝিতে পারা যায় না, তদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষ কার্য্য কারণ ভাবে অভেদ-রূপে একত্র বিজড়িত ও বিরাজিত। এতদ্দুয়কে অনুভব ব্যতীত প্রত্যক্ষতঃ স্বতন্ত্র ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না॥ ২১॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) পুরুষ (পুরুষ) প্রকৃতিস্থঃ (প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতি হইতে জাত) গুণান্ (সুখদুঃখাদি গুণসমূহ) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করেন), অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (সৎ ও অসৎ যোনিসমূহে জন্ম ধারণে) গুণসঙ্গঃ (গুণের সহিত সংসর্গ) কারণম্ (হেতু)॥ ২২॥

* অথবা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোড়শ বিকার কার্য্য, এবং মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র—এই সপ্ত প্রকৃতিবিকৃতি কারণ (৭ অ। ৪ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য)।

নিমিত্তভূতেন চৈতন্যাভাসানাং যৎ স্বরূপধারণম্ তচ্চৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্ত্তাত্মেত্যুচ্যতে। ভোক্তা—অগ্নু্যুষ্ণত্ববন্নিত্যচৈতন্যস্বরূপেণ বুদ্ধেঃ সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ব্ববিষয়-বিষয়াশ্চৈতন্যাত্মগ্রস্তা ইব জায়মানা বিভক্তা বিভান্তি ইতি ভোক্তাত্মোচ্যতে। মহেশ্বরঃ—সর্ব্বাত্মত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ। পরমাত্মা দেহাদীনাং বুদ্ধ্যন্তানাং প্রত্যগাত্মত্বেন কল্পিতানামবিদ্যয়া পরম উপদ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণ আত্মেতি পরমাত্মা সোঽতঃ পরমাত্মেত্যনেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ। ক্বাসৌ? অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরোঽব্যক্তাৎ। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ (গী ১৫।১৭) ইতি যো বক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি (গী ১৩।২)—ইতি উপন্যস্তো ব্যাখ্যায়োপসংহৃতশ্চ॥ ২৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারঃ। ন তু স্বরূপতঃ। ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব। ন তদ্গুণৈর্যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—*যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ। তথা—অনুমন্তা—অনু-*মোদিতেব সান্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ (ক) ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তথা—ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্ত্তা বিধারক ইতি চোক্তঃ। ভোক্তা পালক ইতি চ। মহাংশ্চাসা-বীশ্বরশ্চ স ব্রহ্মাদীনামধিপতিরিতি চ পরমাত্মান্তর্য্যামীতি চোক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতি—এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপালঃ (খ) ইত্যাদিঃ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহে অবস্থান কালে আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সঙ্ঘটিত হইলেও তিনি যে স্বরূপতঃ সকল বিষয় হইতে নির্লিপ্ত ও নিত্য স্বতন্ত্র, তাহাই এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। স্বচ্ছ স্ফটিকে জবাপুষ্পের ছায়া পড়িলে স্ফটিক রক্তবর্ণ দেখাইলেও, যেমন বস্তুতঃ শ্বেতস্ফটিকে রক্তাক্ততা নাই, তদ্রূপ আত্মাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধ-বশতঃ আমি জীব, আমি মনুষ্য, আমি সুখী ইত্যাদির অধ্যাস হইলেও আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বথা স্বতন্ত্র। মনে কর, পাঠশালায় ছাত্রগণকে শিক্ষক পড়াইতেছেন, এবং যেন তুমি *একজন দর্শক—শিক্ষক ও ছাত্রগণের সহিত তোমার কোন আত্মীয়তাই নাই; কিন্তু শিক্ষক* ছাত্রগণকে যথাযথ অর্থ বুঝাইতেছেন, অথবা ভ্রম বুঝাইতেছেন, ইহা যেমন তুমি বুঝিতে পার, আত্মাও সেইরূপ দর্শকের ন্যায় স্বতন্ত্র পুরুষ, এবং ইন্দ্রিয়াদি দেহে কিরূপ কার্য করিতেছে তাহার সাক্ষী ও উপদ্রষ্টা মাত্র; তিনি ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় কর্ত্তা নহেন। যিনি অভিসন্ধি পূর্ব্বক কোন কার্য দর্শন করেন, তিনি দ্রষ্টা; এবং যিনি অভিসন্ধি বিহীন—নিজ অবস্থায় নিজে বিরাজমান, অথবা কার্যকলাপ যাঁহার দৃষ্টিপথে আপনিই আসিতেছে, তিনি উপদ্রষ্টা। তিনি দেহাদির কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও নিতান্ত অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া তিনি অনুমন্তা। তাঁহার সত্তা ব্যতীত দেহেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধির স্ফূর্ত্তি বা পুষ্টি হইতে পারে না, এজন্য তিনি ভর্ত্তা। তিনি নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত হইয়াও বুদ্ধি আদিতে প্রতিবিম্বিত, বিষয়রাশির উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই জন্য তিনি ভোক্তা। ক্ষেত্রস্থ পুরুষ সকলের আত্মা, এই জন্য তিনি মহান্ এবং তিনি স্বতন্ত্র, এই জন্য তিনি ঈশ্বর। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"মহতো মহীয়ান্" (গ) "ঈশানং ভূতভব্যস্য" (ক)—আত্মা আকাশাদি

(ক) শ্বেতাশ্বতর, ৬।১১। (খ) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২। (গ) কঠ, ২।২০। শ্বেতাশ্বতর, ৩।২০।

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ ২৩॥

তাদাত্ম্য অভিমানই পুরুষকে প্রকৃতিজনিত ক্রিয়ার ফলভাগী করে। মনে কর, একটা পিশাচ কোন ব্যক্তিতে আবির্ভূত হইয়াছে, অথচ সেই দেহে সেই ব্যক্তির আত্মাও অবস্থিতি করিতেছে। বহিরাগত পিশাচের তীব্র আবির্ভাব শক্তিতে অভিভূত হইয়া উক্ত ব্যক্তির আত্মা অন্তঃকরণ বৃত্তির সহযোগিতা বা তদাত্মতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, এবং ঐ দেহে ও অন্তঃকরণে পিশাচের তাদাত্ম্য অভিমানের সঞ্চার হয়। তখন ঐ ব্যক্তির নাম করিয়া গালি দিলে সে অসন্তুষ্ট হয় না, কিন্তু পিশাচের নাম করিয়া গালি দিলে ঐ ব্যক্তি বিকট বদনে তাড়না করিতে থাকে। তাহার দেহে আঘাত করিলে পিশাচ "যাচ্ছি, যাচ্ছি" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কারণ, এক্ষণে এই দেহে পিশাচ তাদাত্ম্য অভিমান করিতেছে। এইরূপ দেহে, গুণে বা গুণসম্বন্ধযুক্ত পদার্থে তাদাত্ম্য অভিমান থাকিলেই গুণ-ভেদানুসারে সুখ-দুঃখাদির ভোগ জন্য জীবকে নানাবিধ দেহ ধারণ করিতে হয়॥ ২২॥

অন্বয়বোধিনী। অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) পুরুষঃ (আত্মা) পরঃ (স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা (সাক্ষিস্বরূপ), অনুমন্তা চ (অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা (বিধানকর্ত্তা), ভোক্তা (ভোক্তা), মহেশ্বরঃ (মহেশ্বর), পরমাত্মা চ (ও পরমাত্মা) ইতি অপি (ইহাও) উক্তঃ (কথিত হয়েন)॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। এই দেহে বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা। তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর, এবং শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন॥ ২৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্যৈব পুনঃ সাক্ষান্নির্দ্দেশঃ ক্রিয়তে—উপদ্রষ্টেতি। উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বয়মব্যাপৃতঃ। যথর্ত্বিগ্যজমানেষু যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃতেষু তটস্থোঽন্যোঽব্যাপৃতো যজ্ঞবিদ্যাকুশল ঋত্বিগ্যজমানব্যাপারগুণদোষাণামীক্ষিতা। তদ্বৎ কার্য্যকরণব্যাপারেষ্বব্যাপৃতোঽন্যো বিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকরণানাং সব্যাপারাণাং সামীপ্যেন দ্রষ্টা উপদ্রষ্টা। অথবা দেহচক্ষুর্ম্মনোবুদ্ধ্যাত্মানো দ্রষ্টারঃ। তেষাং বাহ্যো দ্রষ্টা দেহঃ। তত আরভ্যান্তরতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপ আত্মা দ্রষ্টা। যতঃ পরোঽন্তরতমো নাস্তি দ্রষ্টা সোঽতিশয়সামীপ্যেন দ্রষ্টৃত্বাদুপদ্রষ্টা স্যাৎ। যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদ্বা সর্ব্ববিষয়ীকরণাদুপদ্রষ্টা। অনুমন্তা চ—অনুমোদনমনুমননং কুর্ব্বৎসু তৎক্রিয়াসু পরিতোষঃ। তৎকর্ত্তানুমন্তা চ। অথবা—অনুমন্তা কার্য্যকরণপ্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোঽপি প্রবৃত্ত ইব তদনুকূলো বিভাব্যতে। তেনানুমন্তা। অথবা প্রবৃত্তান্ স্বব্যাপারেষু তৎসাক্ষিভূতঃ কদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা। ভর্ত্তা—ভরণং নাম দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্মপারার্থ্যেন

কর্ম্মাণি ত্রীণি জন্মান্যারভেবন্। সংহতানি বা সর্ব্বাণ্যেকং জন্মাবভেবন্। অন্যথা কৃতবিপ্রণাশে সতি সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। শাস্ত্রানর্থক্যং চ স্যাদিতি। অত ইদমযুক্তমুক্তং ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি।

ন। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি (ক)—ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি (খ)—তস্য তাবদেব চিরম্ (গ)—ইষীকাতূলবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রদূয়ন্তে (ঘ)—ইত্যাদিশ্রুতিশতেভ্যা উক্তো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ। ইহাপি চোক্তো যথৈধাংসীত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মদাহঃ। বক্ষ্যতি চ। উপপত্তেশ্চ। অবিদ্যাকামক্লেশবীজনিমিত্তানি হি কর্ম্মাণি ফলাবম্ভকাণি জন্মান্তরাঙ্কুরমারভন্তে। ইহাপি চ সাহঙ্কারাভিসন্ধীনি কর্ম্মাণি ফলারম্ভকাণি। নেতবাণি—ইতি তত্র তত্র ভগবতোক্তম্। বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ॥ (ঙ) ইতি চ।

অস্তু তাবজ্জ্ঞানোৎপত্তেরুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহঃ। জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ। ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানাং কর্ম্মণামতীতানেকজন্মান্তবকৃতানাং চ দাহো যুক্তঃ।

ন। সর্ব্বকর্ম্মাণীতিবিশেষণাৎ।
জ্ঞানোত্তরকালভাবিনামেব সর্ব্বকর্ম্মণামিতি চেৎ?
ন। সংকোচে কাবণানুপপত্তেঃ।

যত্তূক্তং যথা বর্ত্তমানজন্মারম্ভকানি কর্ম্মানি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথাঽনারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি—তদসৎ।

কথম্?

তেষাং মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ। যথা পূর্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্ধনুষো লক্ষ্যবেধোত্তবকালমপ্যাবদ্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্তত এবং শরীরারম্ভকং কর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপ্যা সংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববৎ প্রবর্ত্তত এব। যথা স এবেষুঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানারব্ধবেগস্ত্বমুক্তো ধনুষি প্রযুক্তোঽপ্যুপসংহ্রিয়তে তথাঽনারব্ধফলানি কর্ম্মাণি স্বাশ্রয়স্থান্যেব তত্ত্বজ্ঞানেন নির্বীজীক্রিয়ন্ত ইতি। পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োঽভিজায়ত ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধম্॥ ২৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমতিলঙ্ঘ্যাহ বর্ত্তমানোঽপি পুনর্নাভিজায়তে। মুক্ত এবেত্যর্থঃ॥ ২৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। তিনি গুরু-বেদান্ত-বাক্য দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমক্ষে দেহাদি বিকার সহিত অবিদ্যা মায়া যে সমস্তই মিথ্যা, এইরূপে যিনি প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মরাশিতে বেষ্টিত থাকিলেও অথবা শাস্ত্রবিধিসকল উল্লঙ্ঘন করিলেও তাঁহার আর জন্ম হয় না। কেননা, ব্রহ্মবিদ্যার গুণে তাঁহার অবিদ্যাবীজ বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"

(ক) মুণ্ডক, ২।২।৮। (খ) মুণ্ডক, ৩।২।৯। (গ) ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২। (ঘ) ছান্দোগ্য, ৫।২৪।২ (অর্থতোঽনুবাদঃ)।

(ঙ) মহাভারত, শান্তি—১১।১৭, বন—১২১।১০৭। (চ) ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

মহৎ হইতেও মহান্ এবং বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের ব্যবস্থাপক—ঈশান। জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট পদার্থের নাম "পরম"। আত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এই জন্য শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের নাম পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা চার্ব্বাকাদির ন্যায় দেহ ও ইন্দ্রিয় আদিকেই আত্মা বলিয়া মানেন, তাঁহাদের চক্ষে আত্মা "ভোক্তা"। যাঁহারা আত্মাকে বস্তুতঃ কর্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত মনে করেন তাঁহাদের চক্ষে আত্মা 'ভর্ত্তা'। বস্ত্রাদিতে পত্র পল্লবের সূচিকার্য্যের ন্যায় যাঁহারা আত্মাকে দেহ ও ইন্দ্রিয় আদির অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী বলিয়া জানেন তাঁহাদের দৃষ্টিতে তিনি 'অনুমন্তা'। যাঁহারা আত্মাকে সকল কার্য্যেই উদাসীনবৎ মনে করেন তাঁহারা তাঁহাকে 'উপদ্রষ্টা' বলিয়া জানেন। আবার যাঁহারা এই সমস্ত অবস্থাই ভগবানের আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা বলেন তিনি মহেশ্বর—জগৎপ্রভু। বস্তুতঃ তিনি গুণাতীত অবস্থাতীত অন্তর্য্যামী, অথও পরমাত্মা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (পুরুষকে) গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ (ও গুণসমূহের সহিত প্রকৃতিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সর্ব্ব প্রকারে) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিলেও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্ম লাভ করেন না) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিকে অবগত হয়েন, তিনি সর্ব্বথা বর্ত্তমান থাকিলেও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। য এবমিতি। এবং যথোক্তেন প্রকারেণ—য এবং যথোক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষং সাক্ষাদহমস্মীতি। প্রকৃতিং চ যথোক্তামবিদ্যালক্ষণাং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্ত্তিতামভাবমাপাদিতাং বিদ্যয়া। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ বর্ত্তমানোঽপি স ভূয়ঃ পুনঃ পতিতেঽস্মিন্ বিদ্বচ্ছরীরে দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপদ্যতে। দেহান্তরং ন গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ। অপিশব্দাৎ কিমু বক্তব্যং স্ববৃত্তস্থো ন জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

ননু যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মাভাব উক্তস্তথাপি প্রাগ্জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকালভাবিনাং চ যানি চাতিক্রান্তানেকজন্মকৃতানি তেষাং চ ফলমদত্ত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি স্যাৎ ত্রীণি জন্মানি। কৃতবিপ্রণাশো হি ন যুক্ত ইতি। যথা ফলে প্রবৃত্তানামারব্ধজন্মনাং কর্ম্মণাম্। ন চ স্পষ্টং বিজ্ঞায়তে। ততশ্চ ত্রিপ্রকারাণ্যপি

(ক) কঠ, ৪।১৫ বৃহদারণ্যক, ৪।৪।১৩।

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৬ ॥

নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম সাংখ্যযোগ। মধ্যমাধিকারিগণ ঐ আত্মানাত্মবিচাররূপ সাংখ্যযোগ দ্বারা প্রত্যগাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষকে বিদিত হইয়া থাকেন। আবার মন্দাধিকারিগণ ভগবৎ-প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ বুদ্ধি লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ধ্যানযোগ, বিচার ও কর্ম্ম—এই তিন আত্মদর্শনের সাধন-স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী : অন্যে তু (অন্যে কেহ কেহ বা) এবম্ (এই প্রকার) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অন্যের নিকট হইতে) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (উপাসনা করেন)। তে অপি (তাঁহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (শ্রুতিনিরত হইয়া) মৃত্যুম্ (মৃত্যু) অতিতরন্তি এব (অতিক্রম করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] আবার কেহ কেহ বা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আত্মাকে জানিতে না পারিয়া গুরুর নিকট হইতে উপদেশ শুনিয়া উপাসনা করেন; তাঁহারাও সেই উপদেশ শুনিতে শুনিতে মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অন্যে ত্বিতি। অন্যে ত্বেষু বিকল্পেষূপায়েষ্বন্যতমেনাপ্যেবং যথোক্তমাত্মানমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্যঃ শ্রুত্বা—ইদমেবং চিন্তয়তেত্যুক্তাঃ—উপাসতে শ্রদ্দধানাঃ সন্তশ্চিন্তয়ন্তি। তেঽপি চাতিতরন্ত্যেবাতিক্রামন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেতৎ। শ্রুতিপরায়ণাঃ—শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়ণাঃ। কেবলপরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতন্ত্রা বিবেকিনো মৃত্যুমতিতরন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্য ইতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণৈবম্ভূতমুক্তপ্রকারমাত্মানং সাক্ষাৎকর্ত্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্য্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বোপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেঽপি চ শ্রদ্ধয়োপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধ্যান, বিচার বা কর্ম্মে যাঁহাদের চিত্ত সহজে বিনিবিষ্ট হয় না, সেই চতুর্থাধিকারিগণ দয়ালু সাধু সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুর উপদেশ শুনিতে শুনিতে মন পাষাণবৎ হইলেও বিগলিত হইয়া যায়। গুরুভক্ত শিষ্যের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। গুরুর কথামৃত পান করিতে করিতে হৃদয় আপনা আপনি ব্রহ্ম-ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিতে গুরুশুশ্রূষু ব্যক্তির কোনরূপ ক্লেশ হয় না ॥ ২৬ ॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৫ ॥

(চ), যিনি আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাকার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুণ্য, পাপ ও সঞ্চিত কর্ম্মরাশি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যান দ্বারা) আত্মনি (বুদ্ধিতে) আত্মনা (মন দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন), অন্যে (কেহ কেহ) সাংখ্যেন যোগেন (সাংখ্যযোগ দ্বারা), অপরে চ (কেহ কেহ বা) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগ দ্বারা) [আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন] ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কেহ কেহ ধ্যান করিয়া প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন; কেহ কেহ বা সাংখ্যযোগ দ্বারা, এবং কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্রাত্মদর্শনে বহব উপায়বিকল্পা ইমে ধ্যানাদয় উচ্যন্তে—ধ্যানেনেতি। ধ্যানং নাম শব্দাদিভ্যো বিষয়েভ্যঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যুপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্‌চেতয়িতর্য্যেকাগ্রতয়া যচ্চিন্তনং তদ্ধ্যানম্। তথা—ধ্যায়তীব বকঃ। ধ্যায়তীব পৃথিবী। ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ। ইত্যুপমোপাদানাৎ—তৈলধারাবৎ সন্ততোঽবিচ্ছিন্ন-প্রত্যয়ো ধ্যানম্। তেন ধ্যানেনাত্মনি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাত্মানং প্রত্যক্‌চেতনমাত্মনা স্বেনৈব প্রত্যক্‌চেতনেন ধ্যানসংস্কৃতেনান্তঃকরণেন কেচিদ্ যোগিনঃ। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন। সাংখ্যং নাম—ইমে সত্ত্বরজস্তমাংসি গুণা ময়া দৃশ্যাঃ। অহং তেভ্যোঽন্যঃ। তদ্ব্যাপারস্য সাক্ষিভূতো নিত্যো গুণবিলক্ষণ আত্মেতি চিন্তনম্। এষ সাংখ্যো যোগঃ। তেন পশ্যন্ত্যাত্মানমাত্মনেতি বর্ত্ততে। কর্ম্মযোগেণ কর্ম্মৈব যোগঃ। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানং ঘটনরূপং যোগার্থত্বাদ যোগ উচ্যতে গুণতঃ। তেন সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ চাপরে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানে সাধনবিকল্পানাহ—ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা—আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসৈবাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি। অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন। অপরে চ কর্ম্মযোগেণ। পশ্যন্তীতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাং চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগ্যং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্তন্নিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মদর্শনেচ্ছু ব্যক্তিগণ উত্তম, মধ্যম, মন্দ, ও মন্দতর এই চারি অধিকারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ বিপরীত মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাভিমুখ হয়, সেই উত্তমাধিকারিগণ প্রত্যক্‌চিন্তনরূপ ধ্যান দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করেন। যে আত্মানাত্মবিচার দ্বারা প্রমাণগত ও প্রমেয়গত অসম্ভাবনার

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ এই শ্লোক হইতে এতদধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত সংসার ও সংসারনিবর্ত্তক আত্মজ্ঞান বিস্তারপূর্ব্বক বলিবেন।

অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্যরূপ জড়, অনির্ব্বচনীয় ভাব ও অভাবরূপ দৃশ্যপ্রপঞ্চ—সমস্তই ক্ষেত্র রূপ জানিবে। আর ক্ষেত্রাতীত, ক্ষেত্রের প্রকাশক ও স্বপ্রকাশ, পরমার্থ, সৎস্বরূপ, অসঙ্গ, উদাসীন, সর্ব্বধর্ম্মবর্জিত ও অদ্বিতীয় চৈতন্যই ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের মায়াবশতঃ পরস্পর অবিবেক জন্য সত্য ও অনৃতের মিথুনীকরণরূপ মিথ্যা তাদাত্ম্য অধ্যাসের নাম ইঁহাদের সংযোগ। এই সংযোগ-প্রভাবে চরাচর প্রকাশ পাইয়া থাকে। দৃশ্য জগৎ মিথ্যা মায়াকল্পিত জানিবে॥ ২৭॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমং (নির্ব্বিশেষরূপে) তিষ্ঠন্তং (স্থিত) [এবং সমস্ত পদার্থ] বিনশ্যৎসু (বিনষ্ট হইলেও) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরং (পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনি) [যথার্থ] পশ্যতি (দেখেন) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিনাশধর্ম্মশীল সমস্ত পদার্থে আত্মাকে সমান ও নির্ব্বিকারভাবে স্থিত তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ন স ভূয়োঽভিজায়তে (গী ১৩।২৪) ইতি সম্যগ্দর্শনফলম্-বিদ্যাদিসংসারবীজনিবৃত্তিদ্বারেণ জন্মাভাব উক্তঃ। জন্মকারণং চাবিদ্যানিমিত্তকঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ উক্তঃ। অতস্তস্যা অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং সম্যগ্দর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্ত-রেণোচ্যতে—সমং সর্ব্বেষ্বিত্যাদি। সমং নির্ব্বিশেষম্। তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ব্বন্তম্। ক্ব? সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু প্রাণিষু। কম্? পরমেশ্বরম্। দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যব্যক্তাত্ম-নোঽপেক্ষ্য পরমশ্চাসাবীশ্বরশ্চ ঈশনশীলশ্চেতি পরমেশ্বরঃ। তং সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তম্। তানি বিশিনষ্টি—বিনশ্যৎস্বিতি। তং চ পরমেশ্বরমবিনশ্যন্তমিতি ভূতানাং পরমেশ্বরস্য চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থম্। কথম্? সর্ব্বেষাং হি ভাববিকারাণাং জনি-লক্ষণো ভাববিকারো মূলম্। জন্মোত্তরকালভাবিনোঽন্যে সর্ব্বে ভাববিকারা বিনাশান্তাঃ। বিনাশাৎ পরো ন কশ্চিদস্তি ভাববিকারঃ। ভাবাভাবাৎ সতি হি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা ভবন্তি। অতোঽন্ত্যভাববিকারাভাবানুবাদেন পূর্ব্বভাবিনঃ সর্ব্বে ভাববিকারাঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি সহ কার্য্যৈঃ। তস্মাৎ সর্ব্বভূতৈর্ব্বৈলক্ষণ্যমত্যন্তমেব পরমেশ্বরস্য সিদ্ধম্। নির্ব্বি-শেষত্বমেকত্বং চ। য এবং যথোক্তং পরমেশ্বরং পশ্যতি স পশ্যতি। ননু সর্ব্বোঽপি লোকঃ পশ্যতি। কিং বিশেষণেনেতি? সত্যং পশ্যতি। কিন্তু বিপরীতং পশ্যতি। অতো বিশিনষ্টি স এব পশ্যতীতি। যথা তিমিরদৃষ্টিরনেকং চন্দ্রং পশ্যতি—তমপেক্ষ্যৈক-চন্দ্রদর্শী বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি। তথৈবেহাপ্যেকমবিভক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভারতর্ষভ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যত কিছু) স্থাবর-জঙ্গমং (স্থাবর-জঙ্গম) সত্ত্বং (পদার্থ) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়) তৎ (তাহা) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে) [হইয়া থাকে] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতবংশাবতংস! যত কিছু স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অত্র ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্ববিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে (গী ১৩।১৩) ইত্যুক্তম্। তৎ কস্মাদ্ধেতোরিতি? তদ্ধেতুপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে— যাবদিতি। যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে সত্ত্বং বস্তু। কিমবিশেষেণেতি? আহ—স্থাবরজঙ্গমম্। স্থাবরং জঙ্গমং চ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জানীহি হে ভরতর্ষভ। কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগোঽভিপ্রেতঃ? ন তাবদ্রজ্জ্বেব ঘটস্যাবয়বসংশ্লেষদ্বারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজ্ঞস্য সম্ভবতি। আকাশবন্নিরবয়বত্বাৎ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতরে-তরকার্য্যকারণভাবানভ্যুপগমাদিতি। উচ্যতে—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিষয়বিষয়িণোর্ভিন্নস্বরূ-পয়োরিতরেতরতদ্ধর্ম্মাধ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপবিবেকাভাবনিবন্ধনো রজ্জু-শুক্তিকাদীনাং তদ্বিবেকজ্ঞানাভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ। সোঽয়মধ্যাসস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগো মিথ্যাজ্ঞানলক্ষণঃ। যথাশাস্ত্রং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণভেদপরিজ্ঞান-পূর্ব্বকং প্রাগ্দর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রান্মুঞ্জাদিবেষীকাং (ক) যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রবিভজ্য ন সত্তন্নাসদুচ্যতে (গী ১৩।১৩) ইত্যনেন নিরস্তসর্ব্বোপাধি বিশেষং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম স্বরূপেণ যঃ পশ্যতি। ক্ষেত্রং চ মায়ানির্ম্মিতহস্তিস্বপ্নদৃষ্টবস্তুগন্ধর্ব্বনগরাদিবদসদেব সদিবাবভাসত ইত্যেবং নিশ্চিতবিজ্ঞানো যস্তস্য যথোক্তসম্যগ্দর্শনবিরোধাদপগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানং। তস্য জন্মহেতোরপগমাৎ। য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ (গী ১৩।১৪)—ইত্যনেন বিদ্বান্ ভূয়ো নাভিজায়ত ইতি যদুক্তং তদুপপন্নমুক্তং ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্র কর্ম্মযোগস্য তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাদ্ধ্যান-যোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টমযোঃ প্রপঞ্চিতত্বাদ্ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিদ্বিজ্ঞানবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ যাবদিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ কিঞ্চিদ্বস্তুমাত্রং সত্ত্বমুৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃতাত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মবিদ্যাই যে অবিদ্যানাশের হেতু, তাহাই বুঝাইবার জন্য

(ক) কঠ, ৪।১৭।

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

মাত্মত্বেন পরিগৃহ্য তমপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ কৃত্বোপাত্তমাত্মানং হত্বান্যমাত্মানমুৎপাদত্তে নবম্। তং চাপি হত্বান্যম্। এবং তমপি হত্বান্যম্। ইত্যেবমুপাত্তমুপাত্তমাত্মানং হন্তীত্যাত্মহা সর্ব্বোঽজ্ঞঃ। যস্তু পরমার্থাত্মাসাবপি সর্ব্বদাবিদ্যয়া হত এব বিদ্যমানফলাভাবাদিতি সর্ব্বে আত্মহন এবাবিদ্বাংসঃ। যস্ত্বিতরো যথোক্তাত্মদর্শী স উভয়থাপ্যাত্মনাত্মানং ন হিনস্তি ন হন্তি। ততো যাতি পরাং গতিম্। যথোক্তং ফলং তস্য ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কুত ইতি? অত আহ—সমমিতি। সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে সমং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্—হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি—অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন বিনাশয়তি—ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। যস্ত্বেবং ন পশ্যতি স হি দেহাত্মদর্শী দেহেনসহাত্মানং হিনস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ইতি (ক)॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জ্ঞানিগণ আত্মাকে সর্ব্বত্র সমান, নির্ব্বিকার ও সমস্ত প্রাণীর প্রবৃত্তির হেতু-স্বরূপ জানিয়া "আমিই ব্রহ্ম" এই অভেদ বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যাজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর অজ্ঞান ব্যক্তিগণ দেহাত্ম-বুদ্ধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে আত্মাকে অবিদ্যাজালে অধিকতর আচ্ছন্ন করিয়া হনন করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" ইতি (ক)॥ দম্ভ ও দর্পাদি আসুরিকবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণ অন্ধতমসাবৃত নরকে গমন করে; যাহারা দেহাদি অনাত্মপদার্থে আত্মবুদ্ধি করে, তাহারা আত্মঘাতী॥ ২৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ চ (যিনি) কর্ম্মাণি (সমস্ত কার্য্য) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি কর্ত্তৃকই) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হইতে) তথা (এবং) আত্মানম্ (আত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) [রূপে] পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) পশ্যতি [সম্যক্] (দর্শন করেন)॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া অর্থাৎ প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন তিনিই সম্যগ্দর্শী॥ ৩০ ॥

(ক) ঈশা, ৩।

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯ ॥

পশ্যতি—স বিভক্তানেকাত্মবিপরীতদর্শিভ্যো বিশিষ্যতে স এব পশ্যতীতি। ইতরে পশ্যন্তো-ঽপি ন পশ্যন্তি। বিপরীতদর্শিত্বাদনেকচন্দ্রদর্শিবদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিবেককৃতঃ সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবত্যেবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি—অত এব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি—স এব সম্যক্ পশ্যতি। নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বস্তু মাত্রই পরিণামী, সুতরাং ক্ষয়শীল। মায়া-গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় সমস্ত পদার্থই দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু আত্মা তাবৎপদার্থেই স্থিতি করিয়াও সমান ভাবে নিত্য বিদ্যমান থাকেন। তাঁহার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদি ধর্ম্ম নাই। আবার সমস্ত বিনষ্ট হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলের, "কুণ্ডল" নাম ও তাহার রূপ বা আকার বিনষ্ট হইলেও স্বর্ণ যেমন তেমনই থাকে, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবিদ্যাকল্পিত ভাসমান নামরূপময় স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার কোন হানি হয় না। এইরূপ একরসবিদ্যমান আত্মাকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহরই দৃষ্টি অভ্রান্ত ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) [বিদ্বান্ ব্যক্তি] সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) সমং (সমান) সমবস্থিতম্ (সমভাবে অবস্থিত) ঈশ্বরং (আত্মাকে) পশ্যন্ (দেখিয়া) আত্মনা (আত্মবুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন না) ততঃ (সেই নিমিত্ত) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্ব্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বররূপ আত্মাকে দর্শন করিয়া আত্মার দ্বারা আত্মার হনন করেন না, সেই নিমিত্ত তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনস্য ফলবচনেন স্তুতিঃ কর্ত্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে—সমং পশ্যন্নিতি। সমং পশ্যন্নুপলভমানঃ। হি যস্মাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়াবস্থিতমীশ্বরমতীতানন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ। সমং পশ্যন্ কিম্? ন হিনস্তি হিংসাং ন করোত্যাত্মনা স্বেনৈব স্বমাত্মানম্। ততস্তস্মাদহিংসনাদ্যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মোক্ষাখ্যাম্। ননু নৈব কশ্চিৎ প্রাণী স্বয়ং স্বমাত্মানং হিনস্তি। কথমপ্রাপ্তং প্রাপ্তঃ ন হিনস্তীতি? যথা ন পৃথিব্যাং নান্তরিক্ষে ন দিব্যগ্নিশ্চেতব্য ইত্যাদি। নৈষ দোষঃ। অজ্ঞা-নাত্মতিরস্করণোপপত্তেঃ। সর্ব্বো হ্যজ্ঞোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষমাত্মানং তিরস্কৃত্যানাত্ম-

**অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥**

আত্মত আকাশ আত্মতস্তেজ আত্মত আপ আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবাবাত্মতোঽন্নম্ (ক) ইত্যেবমাদিপ্রকারৈর্বিস্তারং যদা পশ্যতি ব্রহ্ম সম্পদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেনাভেদাদ্ভূত-ভেদকৃতনপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপৈতীত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং ভেদং পৃথক্ত্বমেকস্থমেকস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিত-মনুপশ্যত্যালোচয়তি। তত এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়েঽনু-পশ্যতি। তদা প্রকৃতিতাবন্মাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে। ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ ক্ষেত্রের পৃথকত্ব দেখাইয়া ক্ষেত্রজ্ঞের সর্ব্বথা একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ক্ষেত্রেরও যে পৃথকত্ব নাই, তাহাই এক্ষণে বুঝাইতেছেন। কুণ্ডলের নাম ও আকার কল্পনা মাত্র, কিন্তু তাহার অধিষ্ঠানরূপ কাঞ্চন সৎ ও এক। কল্পনায় কনকনির্ম্মিত কুণ্ডল, বলয় ও হারাদি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইলেও স্বর্ণ-রূপে সমস্তই এক। কল্পনার কুণ্ডল, বলয় ও হার স্বপ্নবৎ অসত্য। এতাবৎ পৃথক্ বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক। শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ (খ) ॥" যে সময়ে সমস্ত ভূতই সাধকের নিজ আত্মা রূপে প্রতীত হয়, সেই অদ্বিতীয় ভাবদর্শী জ্ঞানীর মোহ ও শোক কোথা হইতে হইবে? বস্তুতঃ অনাত্ম বস্তু মাত্রই পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও উহা একমাত্র মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলতঃ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই ॥ ৩১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আত্মচৈতন্যের অপরোক্ষ জ্ঞান হইলেই সাধক সমস্ত চরাচর জগৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন। সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছা কালে বাহ্য জগতের সাময়িক জ্ঞান থাকে না মাত্র। কিন্তু আত্মস্থ হইবার অভ্যাস সুদৃঢ় হইলে কেবল জ্ঞান মাত্রেরই (সাংখ্যোক্ত জ্ঞানস্বরূপেরই) নিত্যবিকাশ থাকে। তখন দেশকালজাত পদার্থের পার্থক্য বোধ স্বপ্নদৃশ্যবৎ অলীক বলিয়াই নিশ্চিত হয়। কেননা, আত্মচৈতন্যে বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলে মায়ার বিকাশ দেশ-কালেরও অস্তিত্ব থাকে না। এইরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকালে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই থাকেন বলিয়া তাঁহার মহিমায় বা মায়াবশেই বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে বলিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ (অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (অবিকারী) পরমাত্মা (পরমাত্মা), শরীরস্থঃ অপি (শরীরে থাকিয়াও) ন করোতি (কিছুই করেন না), [এবং] লিপ্যতে (লিপ্তও হয়েন না) ॥ ৩২ ॥

(ক) ছান্দোগ্য, ৭।২৬।১। (খ) ঈশা, ৭।

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরং সমং পশ্যন্ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানমিত্যুক্তম্। তদনুপপন্নং স্বগুণকর্ম্মবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নেষ্বাত্মস্বিত্যেতদাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যা প্রকৃতি র্ভগবতো মায়া ত্রিগুণাত্মিকা। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি। (ক) মন্ত্রবর্ণাৎ। তয়া প্রকৃত্যৈব চ—নান্যেন—মহদাদিকার্য্যকরণাকারপরিণতয়া। কর্ম্মাণি বাঙ্মনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নির্বর্ত্ত্যমানানি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ। যঃ পশ্যত্যুপলভতে। তথাত্মানং ক্ষেত্রজ্ঞমকর্ত্তারং সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতং পশ্যতি। স পশ্যতি। স পরমার্থদর্শীত্যভিপ্রায়ঃ। নির্গুণস্যাকর্ত্তুর্নির্ব্বিশেষস্যাকাশস্যেব ভেদে প্রমাণানুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু শুভাশুভকর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ। ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি যঃ পশ্যতি। তথাত্মানং চাকর্ত্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং। ন স্বতঃ। ইত্যেবং যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি। নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতের পরিণামরূপ ক্রিয়ামাত্রই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-শক্তিবিজৃম্ভিত। ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সাক্ষিস্বরূপ—অকর্ত্তা। এই রূপ শাস্ত্র-বিচার-নেত্রে যিনি আত্মতত্ত্ব দেখিতে না পান, তিনি অন্ধ। আত্মাকে সকলের অধিষ্ঠানভূত ও স্বতন্ত্র বলিয়া যিনি দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) [সাধক] ভূতপৃথগ্ভাবম্ (ভূতসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাব), একস্থং (এক আত্মাতে অবস্থিত), ততঃ এব চ (এবং তাঁহা হইতেই) বিস্তারম্ (বিস্তার) অনুপশ্যতি (দর্শন করেন,) তদা (তখন) [তিনি] ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যখন সাধক ভূতসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক আত্মাতে অবস্থিত, এবং একমাত্র আত্মা হইতেই ভূতসকলের বিস্তার দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনরপি তদেব সম্যগ্দর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে—যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে। ভূতপৃথগ্ভাবং ভূতানাং পৃথগ্ভাবং পৃথক্ত্বম্। একস্থমেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতম্। একস্থমনুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমন্বাত্মানং প্রত্যক্ষত্বেন পশ্যতি আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি (খ)। তত এব চ তস্মাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিং বিকাশম্। আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আশাত্মতঃ স্মর

(ক) শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০। (খ) ছান্দোগ্য, ৭।২৫।২।

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। যথা (যেমন) সর্ব্বগতং (সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মত্ব জন্য) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) তথা (তদ্রূপ) সর্ব্বত্র (সকলজীবে) দেহে অবস্থিতঃ (দেহস্থিত) আত্মা (আত্মা) ন উপলিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ সর্ব্ববস্তুতে থাকিয়াও অসঙ্গস্বভাব জন্য কোন বস্তুর সহিতই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা দেহে থাকিয়াও নির্লিপ্ত ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিমিব ন করোতি ন লিপ্যত ইতি? অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথা সর্ব্বগতমিতি। যথা সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ সূক্ষ্মভাবাদাকাশং খং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। যথা সর্ব্বগতং পঙ্কাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে। তথা সর্ব্বত্রোত্তমে মধ্যমেঽধমে বা দেহেঽবস্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে। দৈহিকৈর্গুণদোষৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র বিরাজ করিয়াও কোন স্থান, কাল বা বস্তুর সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, বর্ষা, আতপ, অগ্নি, ধূম, রজঃ ও পঙ্কাদির গুণ-দোষে লিপ্ত হয় না, আত্মাও সেইরূপ দেব, দানব, মানব, পশু ও পক্ষী আদির দেহে থাকিয়াও কাহারও প্রাকৃতিক ধর্ম্মে লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) যথা (যেমন) একঃ রবিঃ (এক সূর্য্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) লোকং (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃৎস্নং (সমস্ত ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করিয়া থাকেন) ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—যথা প্রকাশয়তীতি। যথা প্রকাশয়ত্যবভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিতাদিত্যঃ। তথা তদ্বন্মহাভূতাদি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি। কঃ? ক্ষেত্রী। পরমাত্মেত্যর্থঃ। হে ভারত। রবিদৃষ্টান্তোঽত্রাত্মন উভয়ার্থোঽপি ভবতি। রবিবৎ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্বেক এবাত্মা। অলেপকশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া পরমাত্মা অব্যয়। তিনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না ও [কর্ম্মফলে] লিপ্ত হয়েন না ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। একস্যাত্মনঃ সর্ব্বদেহাত্মত্বে তদ্দোষসম্বন্ধে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে— অনাদিত্বাদিতি। অনাদিত্বাৎ—অনাদের্ভাবোঽনাদিত্বম্। আদিঃ কারণং তদ্যস্য নাস্তি তদনাদি। যদ্ধ্যাদিমত্তৎ স্বেনাত্মনা ব্যেতি। অয়ং ত্বনাদিত্বান্নিরবয়ব ইতি কৃত্বা ন ব্যেতি। তথা নির্গুণত্বাৎ—সগুণো হি গুণব্যয়াদ্ব্যেতি। অয়ং তু নির্গুণত্বান্ন ব্যেতীতি পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। নাস্য ব্যয়ো বিদ্যত ইত্যব্যয়ঃ। যত এবমতঃ শরীরস্থোঽপি। শরীরেষ্বাত্মন উপলব্ধির্ভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে। তথাপি ন করোতি কর্ম্ম। তদকরণাদেব তৎফলেন ন লিপ্যতে। যো হি কর্ত্তা স কর্ম্মফলেন লিপ্যতে। অয়ং ত্বকর্ত্তা। অতো ন ফলেন লিপ্যত ইত্যর্থঃ।

কঃ পুনর্দ্দেহেষু করোতি লিপ্যতে চ? যদি তাবদন্যঃ পরমাত্মনো দেহী করোতি লিপ্যতে চ তত ইদমনুপপন্নমুক্তম্—ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি (গী ১৩।৩) ইত্যাদি। অথ নাস্তীশ্বরাদন্যো দেহী কঃ করোতি লিপ্যতে চেতি বাচ্যং। পরো বা নাস্তীতি। সর্ব্বথা দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং দুর্ব্বাচ্যং চেতি ভগবৎপ্রোক্তমৌপনিষদং দর্শনং পরিত্যক্তং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যার্হতবৌদ্ধৈশ্চ।

তত্রায়ং পরিহারো ভগবতা স্বেনৈবোক্তঃ—স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে (গী ৫।১৪) ইতি। অবিদ্যামাত্রস্বভাবো হি করোতি লিপ্যত ইতি ব্যবহারো ভবতি। ন তু পরমার্থত একস্মিন্ পরমাত্মনি তদস্তি। অত এতস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদর্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং তিরস্কৃতাবিদ্যাব্যবহারাণাং কর্ম্মাধিকারো নাস্তীতি তত্র তত্র দর্শিতং ভগবতা ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি। কুতঃ সমদর্শনং? তত্রাহ —অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি ব্যেতি বিনাশমেতি। যচ্চ গুণবস্তু তস্য গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি। অয়ং তু পরমাত্মানাদির্নির্গুণশ্চ। অতোঽব্যয়োঽবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাচ্ছরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি। ন চ কর্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা নিত্য একরসবিদ্যমান। তাঁহার কখনও উৎপত্তি বা আদি নাই, এই জন্য তিনি অনাদি। আবার তিনি ত্রিগুণাতীত। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মেরও অধীন নহেন। তাঁহার জন্ম ও মরণাদি বিকার না থাকায় তিনি অব্যয়। জলমধ্যে সূর্য্য যেমন আধ্যাসিক রূপে স্থিতি করিয়া থাকে, আত্মাও সেইরূপ শরীরে অবস্থিতি করেন। জল চঞ্চল হইলে বস্তুতঃ সূর্য্য চঞ্চল হয় না, এবং জল শুকাইয়া গেলেও সূর্য্য বিনষ্ট হয় না; সেইরূপ শারীরধর্ম্মের সহিত শরীরস্থ আত্মার কোন সংস্রব নাই। জন্ম, অস্তি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ রূপ বিকার আত্মাতে নাই। আত্মা দেহে থাকিয়াও দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত। সুতরাং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতজনিত ক্রিয়ার ফল আত্মা ভোগ করেন না ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্ত প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ। তথা চোক্তা ভূতানাং প্রকৃতিস্তস্যাঃ সকাশান্মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকং চ যে বিদুঃ। তে পরং পদং যান্তি॥ ৩৫॥

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্।

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ক্ষেত্রকে জড়, কার্য্যের কর্ত্তা, বিকারযুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন এবং ক্ষেত্রজ্ঞকে চেতন, অকর্ত্তা, অবিকারী ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া জানিতে পারেন, এবং যিনি আত্মতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ভূতপ্রকৃতি অবিদ্যা মায়ার সম্পূর্ণ উপশম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অনর্থের বিনিবৃত্তি ও পরমপদ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অপরোক্ষ জ্ঞানে আত্মতত্ত্ব নিশ্চল হইলে সমাধিভঙ্গের পরও ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয়, এবং দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ জড়ক্ষেত্রই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু সমাধিকাল চিত্ত আত্মসংস্থ হইলে ক্ষেত্রের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তখন উহা আত্মসত্তায় বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের কল্পিত ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ ক্ষেত্রও ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে পৃথক্ নহে। যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন (গীঃ সঃ—১৭), সেইরূপ পরব্রহ্মসত্তা হইতে ক্ষেত্রেরও ভিন্নতা নাই (গীঃ সঃ—৩১ দ্রষ্টব্য)॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামি-মহোদয় প্রণীত
"গীতার্থ-সন্দীপনী" নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতম্। প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যধর্ম্মৈর্নযুজ্যত ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি বলিতেছেন—"সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ (ক) ॥" যেমন সর্ব্বলোকের চক্ষু—সর্ব্বলোকের প্রকাশক সূর্য্য বাহ্য পদার্থসমূহের দোষে দূষিত হয়েন না। সেইরূপ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা সকল দেহের প্রকাশক হইলেও কাহারও দুঃখ শোকাদিতে লিপ্ত হয়েন না। বস্তুতঃ আত্মা শুভাশুভ কোন কর্ম্মেরই ফলভাগী হয়েন না ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। যে (যাঁহারা) এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষু দ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন), তে (তাঁহারা) পরং (পরম ধাম) যান্তি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা বিভিন্ন রূপে জানিতে পারেন, এবং ভূতসমূহের কারণরূপ মায়ার অত্যন্তাভাব বুঝিতে পারেন, তিনি কৈবল্য ধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সমস্তাধ্যায়ার্থোপসংহারার্থোঽয়ং শ্লোকঃ—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যথাব্যাখ্যাতয়োরেবং যথাপ্রদর্শিতপ্রকারেণান্তরমিতরেতরবৈলক্ষণ্যবিশেষম্। জ্ঞানচক্ষুষা শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতমাত্মপ্রত্যয়িকং জ্ঞানং চক্ষুঃ। তেন জ্ঞানচক্ষুষা। ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ ভূতানাং প্রকৃতিরবিদ্যালক্ষণাব্যক্তাখ্যা। তস্যা ভূতপ্রকৃতের্মোক্ষণমভাবগমনং চ যে বিদুর্বিজানন্তি। যান্তি গচ্ছন্তি। তে পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম। ন পুনর্দ্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

(ক) কঠ, ৫।১১।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২॥

স্বাতন্ত্র্যেণ। কিন্ত্বীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু (গী ১৩।২২) ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি ভগবান্ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমার্থনিষ্ঠম্। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ। তচ্চ জ্ঞানং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথংভূতং? জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদিবিষয়াণাং মধ্য উত্তমম্। মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ব্বে। ইতো দেহবন্ধনাৎ। পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বাধ্যায়ে "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্" এই আরব্ধ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে তাবদুৎপত্তির কারণ, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডনার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। আবার ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন, যে, গুণসঙ্গই জন্মের কারণ। কিরূপে গুণের সংযোগ হয়, গুণ কি কি, কিরূপে গুণসমূহ জীবকে বন্ধন করে, ইহাও এক্ষণে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ" এই আরব্ধ শ্লোকে ভূতপ্রকৃতির মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূতপ্রকৃতি-সত্ত্বাদিগুণ হইতে সাধকের কিরূপে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা আবশ্যক। এই সকল ব্যাখ্যার জন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানসাধন বলিবেন স্বীকার করিতেছেন। যজ্ঞ ও দানাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন অপেক্ষা অমানিত্বাদি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উৎকৃষ্ট। কিন্তু এক্ষণে যে আত্মজ্ঞানতত্ত্ব কথিত হইবে, তাহা এতদুভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ। অমানিত্বাদি জ্ঞান-সাধনে "উৎকৃষ্ট-বস্তুবিষয়ক তত্ত্ব" ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান-সাধনে 'উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি' ব্যাখ্যাত হইবে॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্ম্যং (স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত) (হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। এই জ্ঞানের সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম ও প্রলয়কালে লয় পাইতে হয় না॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম। অস্যাশ্চ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি—ইদমিতি। ইদং জ্ঞানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য। জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতৎ। মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

—::—

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। জ্ঞানানাম্ (জ্ঞানসমূহের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)॥১॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনিগণ দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবার সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান-সাধনের বিষয় কহিতেছি॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপদ্যত ইত্যুক্তম্। তৎ কথমিতি? তৎপ্রদর্শনার্থং পরং ভূয় ইত্যাদ্যধ্যায় আরভ্যতে। অথবা—ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জগৎকারণত্বম্। ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তম্। কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ? কে বা গুণাঃ? কথং বা তে বধ্নন্তি? গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ? মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যম্। ইত্যেবমর্থং চ—শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ। পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষ্বধ্যায়েষ্বসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি। তচ্চ পরম্। পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ। কিং তৎ? জ্ঞানং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমম্। উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি নামানিত্বাদীনাম্। কিং তর্হি? যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণামিতি। তানি ন মোক্ষায়। ইদং তু মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থম্। যদ্‌জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সংন্যাসিনো মননশীলাঃ। সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যামিতোঽস্মাদ্দেহবন্ধনাদূর্দ্ধং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ (গী ১৩।২৭) ইত্যুক্তম্। স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২॥

স্বাতন্ত্র্যেণ। কিন্তীশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্ব্বকং কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু (গী ১৩।২২) ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িষ্যন্নেবংভূতং বক্ষ্যমাণমর্থং স্তৌতি ভগবান্ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমার্থনিষ্ঠম্। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ। তচ্চ জ্ঞানং ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথংভূতং? জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মাদিবিষয়াণাং মধ্যে উত্তমম্। মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ব্বে। ইতো দেহবন্ধনাৎ। পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বাধ্যায়ে "যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্" এই আরব্ধ শ্লোকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগই যে তাবদুৎপত্তির কারণ, ইহা ভগবান্ বলিয়াছেন। এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডনার্থ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন কার্য্য, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। আবার ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন, যে, গুণসঙ্গই জন্মের কারণ। কিরূপে গুণের সংযোগ হয়, গুণ কি কি, কিরূপে গুণসমূহ জীবকে বন্ধন করে, ইহাও এক্ষণে ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। "ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ" এই আরব্ধ শ্লোকে ভূতপ্রকৃতির মোক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভূতপ্রকৃতি-সত্ত্বাদিগুণ হইতে সাধকের কিরূপে মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাও বলা আবশ্যক। এই সকল ব্যাখ্যার জন্য চতুর্দশ অধ্যায় আরম্ভ হইল।

ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ অর্জ্জুনকে অনেক জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ জ্ঞানসাধন বলিবেন স্বীকার করিতেছেন। যজ্ঞ ও দানাদি জ্ঞানের বহিরঙ্গ সাধন অপেক্ষা অমানিত্বাদি জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন উৎকৃষ্ট। কিন্তু এক্ষণে যে আত্মজ্ঞানতত্ত্ব কথিত হইবে, তাহা এতদুভয় হইতেই শ্রেষ্ঠ। অমানিত্বাদি জ্ঞান-সাধনে "উৎকৃষ্ট-বস্তুবিষয়ক তত্ত্ব" ব্যাখ্যাত হইয়াছে; আর আত্মতত্ত্বজ্ঞান-সাধনে "উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তি" ব্যাখ্যাত হইবে॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। ইদং (এই) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) [মুনিগণ] মম (আমার) সাধর্ম্ম্যং (স্বরূপতা) আগতাঃ (প্রাপ্ত) (হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টিকালেও) ন উপজায়ন্তে (জন্মগ্রহণ করেন না), প্রলয়ে চ (এবং প্রলয় কালেও) ন ব্যথন্তি (ব্যথিত হন না)॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। এই জ্ঞানের সাধন করিলে সাধক আমার স্বরূপের সহিত অভিন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহাকে সৃষ্টিকালে জন্ম ও প্রলয়কালে লয় পাইতে হয় না॥ ২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্যাশ্চ সিদ্ধেরৈকান্তিকত্বং দর্শয়তি—ইদমিতি। ইদং জ্ঞানং যথোক্তমুপাশ্রিত্য। জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায়েত্যেতৎ। মম পরমেশ্বরস্য সাধর্ম্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

—::—

শ্রীভগবানুবাচ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। জ্ঞানানাম্ (জ্ঞানসমূহের মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠ) পরং জ্ঞানং (পরম জ্ঞান) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতঃ (এই দেহবন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যে জ্ঞানসাধন দ্বারা মুনিগণ দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়েন, আমি তোমাকে আবার সেই সর্ব্বোত্তম জ্ঞান-সাধনের বিষয় কহিতেছি ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বমুৎপদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাদুৎপদ্যত ইত্যুক্তম্। তৎ কথমিতি? তৎপ্রদর্শনার্থং পরং ভূয় ইত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। অথবা—ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্জগৎকারণত্বম্। ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ—ইত্যেবমর্থং প্রকৃতিস্থত্বং গুণেষু চ সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তম্। কস্মিন্ গুণে কথং সঙ্গঃ? কে বা গুণাঃ? কথং বা তে বধ্নন্তি? গুণেভ্যশ্চ মোক্ষণং কথং স্যাৎ? মুক্তস্য চ লক্ষণং বক্তব্যম্। ইত্যেবমর্থং চ—শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি। পরং জ্ঞানমিতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ভূয়ঃ পুনঃ। পূর্ব্বেষু সর্ব্বেষ্বধ্যায়েষ্বসকৃদুক্তমপি প্রবক্ষ্যামি। তচ্চ পরম্। পরবস্তুবিষয়ত্বাৎ। কিং তৎ? জ্ঞানং সর্ব্বেষাং জ্ঞানানামুত্তমম্। উত্তমফলত্বাৎ। জ্ঞানানামিতি নানাদিনাম্। কিং তর্হি? যজ্ঞাদিজ্ঞেয়বস্তুবিষয়াণামিতি। তানি ন মোক্ষায়। ইদং তু মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং স্তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিরুচ্যুৎপাদনার্থম্। যজ্‌জ্ঞাত্বা যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সংন্যাসিনো মননশীলাঃ। সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যামিতোঽস্মাদ্দেহবন্ধনাদূর্দ্ধং। গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

পুম্প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে ॥

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ (গী ১৩।২৭) ইত্যুক্তম্। স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয় সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রথম দুই শ্লোকে জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের একত্র সংঘাতই যে সৃষ্টির কারণ, এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্র সৃষ্টিসামর্থ্য যে অসম্ভব, তাহাই বলিতেছেন। মহদ্‌ব্রহ্ম বা অবিদ্যা—অজ্ঞান—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা অব্যাকৃত মায়াই যোনি-স্বরূপ। এই ব্রহ্মোপাধি মায়া মহত্তত্ত্ব নামক প্রথম কার্য্যের বৃদ্ধির হেতু বলিয়া মহদ্‌ব্রহ্ম নামে উক্ত হইয়াছেন। এই মহদ্‌ব্রহ্মরূপ যোনিতে ভগবানের সৃষ্টিসঙ্কল্পই গর্ভাধান স্বরূপ। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মযুক্ত যে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীব প্রলয়-কালে বিলীন থাকে, তাহাকেই কার্য্যকারণসংঘাতরূপ ভোগ্যক্ষেত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ভগবান্ চিদাভাসরূপ বীর্য্যসেক করিয়া থাকেন। তাহাতেই হিরণ্যগর্ভাদি তাবৎ পদার্থেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সাংখ্যমতেও প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক উপদৃষ্ট না হইলে সৃষ্টি হয় না সত্য, এবং প্রকৃতিও পৃথগ্‌ভাবে কোন কার্য্যই করিতে পারেন না বটে, কিন্তু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ কেবল কর্ম্মফলের অধীন ইহা মানব-যুক্তিতে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কর্ম্মফল প্রবর্ত্তনার জন্য কোনও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ামক থাকা আবশ্যক, কেননা, কোনও কারণে বাধ্য না হইলে কর্ম্মফল ভোগে—জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে কাহারও—প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সেই স্বতঃসিদ্ধ কারণস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের সৃষ্টিকার্য্যে সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও তাঁহার বিদ্যমানতাই—অনির্ব্বচনীয় মহিমাই—মায়াবিকাশের হেতু। এই জন্য সৃষ্টিবিকাশকার্য্য ঈশ্বরাধীন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি সুখদুঃখবহুল জগতের সৃষ্টি করেন না; কিন্তু তাঁহার চৈতন্যসত্তাতেই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশিত হইয়াছে। দ্রষ্টা জীব ও দৃশ্য জগৎ উভয়ই মায়িক, একমাত্র ব্রহ্মসত্তাই সত্য। সুতরাং সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় আদি ঘটনা মায়িক জীবের কল্পনা মাত্র ইহা সত্য স্বরূপে বুদ্ধি নিরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয় হইতে পারে। শুদ্ধ ব্রহ্মের মায়ার বিকাশও যেমন অনির্ব্বচনীয়, পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ-সম্বন্ধের কারণ নির্ণয় করাও সেইরূপ মনুষ্যবুদ্ধির বহির্ভূত ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সর্ব্বযোনিষু (যাবতীয় যোনিতে) যাঃ (যে সকল) মূর্ত্তয়ঃ (মূর্ত্তিসমূহ) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) তাসাং (তাহাদিগের) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) যোনিঃ (কারণ); অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (গর্ভধানকর্ত্তা) পিতা (পিতা) ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! দেবাদি সমস্ত যোনিতে যে শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে, মায়াই তত্তাবতের মাতৃস্বরূপা এবং আমিই তাহাদের গর্ভাধানকর্ত্তা পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩ ॥

প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। ন তু সমানধর্ম্মতা সাধর্ম্ম্যম্। ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরয়োর্ভেদানভ্যুপগমাদ্গীতাশাস্ত্রে। ফলবাদশ্চায়ং স্তুত্যর্থমুচ্যতে। সর্গেঽপি সৃষ্টিকালেঽপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে। প্রলয়ে ব্রহ্মণোঽপি বিনাশকালে ন ব্যথন্তি চ ব্যথাং নাপদ্যন্তে। ন চ্যবন্তীত্যর্থঃ॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্যেদং জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষূৎপদ্যমানেষ্বপি নোৎপদ্যন্তে। তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি। প্রলয়ে দুঃখানি নানুভবন্তি। পুনর্নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি এই জ্ঞান সাধন করেন, তিনি ভগবানের অদ্বিতীয় নির্গুণ স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হিরণ্যগর্ভাদির উৎপত্তি হইলেও তাঁহাকে আর উৎপন্ন হইতে হয় না, এবং হিরণ্যগর্ভের লয় হইলেও তাঁহাকে বিলীন হইতে হয় না॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) মহৎ ব্রহ্ম (প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভধানের স্থান)। তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জগতের বীজ) দধামি (প্রক্ষেপ করি)। ততঃ (তাহা হইতে) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়)॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! ত্রিগুণাত্মিকা মায়াই আমার গর্ভাধানের স্থান স্বরূপ। আমি সেই মায়াতে সঙ্কল্পরূপ গর্ভ (জগদ্বীজ) আধান করিয়া থাকি। সেই গর্ভাধান হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগ ঈদৃশো ভূতকারণমিত্যাহ—মমেতি। মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং কারণম্। সর্ব্বকার্য্যেভ্যো মহত্ত্বাদ্ভরণাচ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্‌ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশিষ্যতে। তস্মিন্ মহতি ব্রহ্মণি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য জন্মনো বীজং সর্ব্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপ্রকৃতিদ্বয়শক্তিমানীশ্বরোঽহমবিদ্যাকামকর্ম্মোপাধিস্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। সম্ভব উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারেণ ততস্তস্মাদ্‌গর্ভাধানাদ্ভবতি হে ভারত॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং প্রশংসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ব্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বান্মহৎ। বৃংহিতত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্বা ব্রহ্ম। প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তন্মহদ্‌ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানম্। তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনং সন্তমবিদ্যাকামকর্ম্মানুশয়বন্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগযোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্ব্বভূতানাং সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি॥ ৩॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥

প্রকৃতিকার্য্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽব্যয়ং নির্ব্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি স্বকার্য্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতির বৈষম্যাবস্থাই ত্রিগুণরূপে কথিত হয়। অঙ্গ ও অঙ্গীর ন্যায় গুণ ও প্রকৃতিতে বস্তুতঃ ভিন্নতা নাই। জীবাত্মা জন্ম ও মরণাদি রহিত হইলেও ত্রিগুণের সঙ্গে দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শোক-মোহাদি রূপ নানাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনঘ (হে নিষ্পাপ!) তত্র (সেই গুণসমূহের মধ্যে) নির্ম্মলত্বাৎ (নির্ম্মলত্ব জন্য) প্রকাশকম্ (প্রকাশশীল) অনাময়ং (নিরুপদ্রব) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (সুখ ও জ্ঞানরূপ সঙ্গ দ্বারা) [আত্মাকে] বধ্নাতি (বন্ধন করে) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে সর্ব্বব্যসনবর্জ্জিত [অর্জ্জুন!] এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা, প্রকাশকতা ও নিরুপদ্রবতা জন্য সুখ ও জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র সত্ত্বমিতি। তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল্লক্ষণমুচ্যতে। নির্ম্মলত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকম্। অনাময়ং নিরুপদ্রবম্। সত্ত্বং তন্নিবধ্নাতি। কথম্? সুখসঙ্গেন। সুখ্যহমিতি বিষয়ভূতস্য সুখস্য বিষয়িণ্যাত্মনি সংশ্লেষাপাদনং। মৃষৈব সুখে সঞ্জননিতি। সৈষাঽবিদ্যা। ন হি বিষয়ধর্ম্মো বিষয়িণো ভবতি। ইচ্ছাদি চ ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্য ধর্ম্ম ইত্যুক্তং ভগবতা। অতোঽবিদ্যয়ৈব স্বকীয়ধর্ম্মভূতয়া বিষয়বিষয্যবিবেকলক্ষণয়াঽস্বাত্মভূতে সুখে সঞ্জয়তীব সক্তমিব করোতি। অসুখিনং সুখিনমিব। তথা জ্ঞানসঙ্গেন চ। জ্ঞানমিতি সুখসাহচর্য্যাৎ ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্যান্তঃকরণস্য ধর্ম্মঃ। নাত্মনঃ। আত্মধর্ম্মত্বে সঙ্গানুপপত্তেঃ। বন্ধানুপপত্তেশ্চ। সুখ ইব জ্ঞানাদৌ সঙ্গো মন্তব্যঃ। হে অনঘ অব্যসন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারং চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরম্। অনাময়ং চ নিরুপদ্রবম্। শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্য্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্য্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন বধ্নাতি। হে অনঘ নিষ্পাপ। অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্ম্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মার আবরণ শক্তির বিনাশক ও পরম সুখের অভিব্যঞ্জক বলিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশক ও অনাময় বলিয়া কথিত হইল। এই সত্ত্বগুণ "আমি সুখী, আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি" ইত্যাদি অভিমান দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাপ্রাপ্ত করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বযোনিষ্বিতি। দেবপিতৃমনুষ্যপশুমৃগাদিষু সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ো দেহসংস্থানলক্ষণা মূর্চ্ছিতাঙ্গাবয়বা মূর্ত্তয় সম্ভবন্তি যাস্তাসা মূর্ত্তীনা ব্রহ্ম মহৎ সর্ব্বাবস্থ যোনি কারণম্। অহমীশো বীজপ্রদো গর্ভাধানস্য কর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন কেবল সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠিতাভ্যা প্রকৃতিপুরুষা ভ্যামিয় ভূতোৎপত্তিপ্রকার। অপি তু সর্ব্বদৈবেত্যাহ—সর্ব্বেতি। সর্ব্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্ত্তয় স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসা মূর্ত্তীনা মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতির্যো নিস্থানীয়া। অহ চ বীজপ্রদ গর্ভাধানকর্ত্তা পিতা ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেব পিতৃ মনুষ্য পশু ও বৃক্ষাদি যে কোন যোনিতে জীব উৎপন্ন হউক না কেন ঈশ্বর ও মায়ার সংঘাতই তত্তাবতের মূল কারণ। পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতি বা প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষ স্বতন্ত্র ভাবে কিছুই উৎপাদন করিতে পারেন না ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) প্রকৃতিসম্ভবা (প্রকৃতিজাত) সত্ত্ব রজ তম ইতি (সত্ত্ব রজ তম এই) গুণা (গুণত্রয়) দেহে (দেহমধ্যে) অব্যয় (অবিনাশী) দেহিন (আত্মাকে) নিবধ্নন্তি (বন্ধন করিয়া থাকে) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই গুণত্রয় দেহ মধ্যে অব্যয় জীবাত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কে গুণা কথ বধ্নন্তীতি? উচ্যতে—সত্ত্বমিতি। সত্ত্ব রজস্তম ইত্যেব নামান। গুণা ইতি পারিভাষিক শব্দো ন রূপাদিবদ্দ্রব্যাশ্রিতা গুণা। ন চ গুণগুণিনোরন্যত্বমত্র বিবক্ষিতম্। তস্মাদ্ গুণা ইব নিত্যপরতন্ত্রা ক্ষেত্রজ্ঞ প্রত্যবিদ্যাত্ম কত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ নিবধ্নন্তীব। তমাস্পদীকৃত্যাত্মান প্রতিলভন্ত ইতি নিবধ্নন্তীত্যুচ্যতে। তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবন্মায়াসম্ভবা নিবধ্নন্তীব। হে মহাবাহো। মহান্তৌ সমর্থতরা বাজানুপ্রলম্বৌ বাহূ যস্য স মহাবাহু। হে মহাবাহো। দেহে শরীরে দেহিন দেহবন্ত ব্যয়ম। অব্যয়ত্ব চোক্তমনাদিত্বাৎ (গী ১৩।৩২) ইত্যাদিশ্লোকে। ননু দেহী ন লিপ্যতে (গী ১৩।৩২) ইত্যুক্তম। তৎ কথমিহ নিবধ্নন্তীত্যন্যথোচ্যতে? পরিহৃতমস্মাভিরিব শব্দেন নিবধ্নন্তীবেতি ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব পরমেশ্বরাধীনাভ্যা প্রকৃতিপুরুষাভ্যা সর্ব্বভূতোৎপত্তি নিরূপ্যেদানী প্রকৃতিসংযোগেন পুরুষস্য সংসার প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদিচতুর্ভি। সত্ত্ব রজস্তম ইত্যেবস্প্রকারাস্ত্রয়ো গুণা প্রকৃতিসম্ভবা। প্রকৃতে সম্ভব উদ্ভবো যেষা তে তথোক্তা। গুণসাম্য প্রকৃতি। তস্যা সকাশাৎ পৃথক্ত্বেনাভিব্যক্তা সন্ত

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) তমঃ তু (তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্ব্বদেহিনাং (সর্ব্বজীবের) মোহনং (ভ্রান্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও), তৎ (তাহা) প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা) [আত্মাকে] নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত। অজ্ঞানজাত ও সর্ব্বজীবের ভ্রান্তিজনক তমোগুণ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তমস্ত্বিতি। তমস্তৃতীয়ো গুণঃ। অজ্ঞানজমজ্ঞানাজ্জাতং বিদ্ধি। মোহনং মোহকরমবিবেককরম্। সর্ব্বদেহিনাং সর্ব্বেষাং দেহবতাম্। প্রমাদালস্যনিদ্রাদিভিঃ—প্রমাদশ্চালস্যং চ নিদ্রা চ প্রমাদালস্যনিদ্রাঃ। তাভিঃ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তত্তমো নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বং চাহ—তম ইতি। তমস্ত্বজ্ঞানাজ্জাতমাবরণশক্তিপ্রধানাৎ প্রকৃত্যংশাদুদ্ভুতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্। অতএব প্রমাদেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্। আলস্যমনুদ্যমঃ। নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদো লয়ঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণের উৎপত্তি। তমোগুণ জন্য সতে অসৎ ভ্রম হইয়া থাকে। অবস্তুতে বস্তুবুদ্ধি, কার্য্যকালে আলস্য, এবং চেষ্টা ও যত্নাদির প্রয়োজনকালে তন্দ্রা ও নিদ্রাদি দ্বারা তমোগুণ জীবকে ঘোর অন্ধতামসে আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) [জীবকে] সুখে (সুখে) সঞ্জয়তি (মগ্ন করে), রজঃ (রজোগুণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে), উত (এবং) তমঃ তু (তমোগুণ) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে (প্রমাদে) সঞ্জয়তি (নিয়োগ করে)॥৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে, রজোগুণ কর্ম্মে, ও তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদে নিয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুনর্গুণানাং ব্যাপারঃ সংক্ষেপত উচ্যতে—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। রজঃ কর্ম্মণি। হে ভারত। সঞ্জয়তীত্যনুবর্ত্ততে। জ্ঞানং সত্ত্বকৃতং বিবেকমাবৃত্যাচ্ছাদ্য তু তমঃ স্বেনাবরণাত্মনা প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত। প্রমাদো নাম প্রাপ্তকর্ত্তব্যাকরণম্ ॥ ৯ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বিষয়ক বিশেষ বিশেষ পৃথক্ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, এবং তজ্জনিত সুখে দেহাত্মবুদ্ধি জীবকে প্রবৃত্ত করে। এই জন্য বুদ্ধিস্থ সত্ত্বগুণ দ্বারা বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞানে আকৃষ্ট হইলে জীবের বন্ধনই হইয়া থাকে। (কিন্তু ভক্তি ও বৈরাগ্যাভ্যাসের ফলে অন্তর্ম্মুখীন সত্ত্বগুণ অন্তঃকরণকে বহির্ব্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের ও নিত্য সুখের নিমিত্ত হইতেও পারে। সত্ত্বপ্রধান অন্তঃকরণে রজোগুণ নিবৃত্তি-চেষ্টার, এবং তমোগুণ স্থিরতার সাধক হয়)। আত্মার অকর্ত্তৃত্বাদি বিচার পূর্ব্বক গুণসঙ্গ ত্যাগ করা যায় বটে, কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের শরণাগত হওয়াই গুণাতীত হইবার সুগম উপায়। (গীঃ সঃ, ২৪—২৬) ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) রাগাত্মকং (অনুরাগাত্মক) রজঃ (রজোগুণ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং (তৃষ্ণা ও আসঙ্গের উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও)। তৎ (তাহা) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তির দ্বারা) দেহিনং (আত্মাকে) নিবধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। রজোগুণ তৃষ্ণা ও আসঙ্গলিপসার উৎপাদক। তাহা অনুরাগ-যোগে জীবকে কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রজ ইতি—রজো রাগাত্মকম্। রঞ্জনাদ্রাগো গৈরিকাদিবৎ। রাগাত্মকং বিদ্ধি জানীহি। তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাপ্রাপ্তাভিলাষঃ। আসঙ্গঃ প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংশ্লেষঃ। তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তদ্রজো নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন। দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঞ্জনং তৎপরতা কর্ম্মসঙ্গঃ। তেন নিবধ্নাতি রজো দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বং চাহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং রাগাত্মকমনুরঞ্জনরূপং বিদ্ধি। অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণাপ্রাপ্তেঽর্থেঽভিলাষঃ। সঙ্গঃ প্রাপ্তেঽর্থে প্রীতিবিশেষেণাসক্তিঃ। তয়োস্তৃষ্ণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাত্তদ্রজো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্ম্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং বধ্নাতি। তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্ম্মস্বাসক্তির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার জন্য বলবতী ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা, ও প্রাপ্ত বস্তু বিনষ্ট হইলেও তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত মনোবেগের নাম আসঙ্গ। যে বৃত্তিদ্বারা চিত্ত রঞ্জিত বা আমোদিত হয়, তাহার নাম রাগ। তৃষ্ণা ও আসঙ্গ এই অনুরাগ হইতেই উৎপন্ন হয়। রজোগুণ জীবকে অনুরাগের বশবর্তী করিয়া নানা কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে; তাহাতেই জীব বন্ধনগ্রস্ত হয় ॥ ৭ ॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একজন মনুষ্যকে কখন যে সাধুপ্রকৃতি কখন বা অসাধুপ্রকৃতি, আবার কখন যে লোকাচারে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, সকল সময়ে সকল গুণ লোকের প্রবল থাকে না। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে তাঁহাকে সা ., রজোগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁহাকে লোকাচারে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রবলতাসময়ে তাঁহাকে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখা যায়। অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতি অনুসারে জীবের সাধুতা, লৌকিকতা ও অসাধুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপ) প্রকাশঃ (প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বর্দ্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যখন দেহের শ্রোত্রাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদা যো গুণঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গমিতি? উচ্যতে—সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি। সর্ব্বদ্বারেষু—আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্ব্বাণি করণানি তেষু সর্ব্বেষু দ্বারেষ্বন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশো দেহেঽস্মিন্নুপজায়তে। তদেব জ্ঞানম্। যদৈবং প্রকাশো জ্ঞানাখ্যা উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধমুদ্ভূতং সত্ত্বমিতি। উতাপি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি-জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়ত উৎপদ্যতে তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ। উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সুখ ও দুঃখের ভোগায়তনস্বরূপ দেহের ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই জীব শব্দাদি অনুভব করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহের যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রূপ, রস ও শব্দাদি যখন আবরণদোষ-বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে যদি কাহাকেও কোন কথা বল, তাহা সরল, মৃদু, সত্য ও হিতার্থকর হইবে। কেহ কোন কথা বলিলে, তাহা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত হইবে না। যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হইবে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই যেন দেবভাব আসিয়া বিরাজ করিবে ॥১১॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সত্ত্বাদীনামেবং স্বকার্য্যকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ। এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্ম্মণ্যেব সঞ্জয়তি। তমস্তু মহৎ-সঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি। মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি। উতাপি। আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে দুঃখের কারণসমূহকে অভিভব পূর্ব্বক জীবকে সুখের দিকে আকর্ষণ করে। রজোগুণ প্রবল হইলে সুখের কারণকে অভিভব করিয়া লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মমার্গে জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে সত্ত্বগুণের কার্য্যরূপ জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদবুদ্ধিতে জীবকে বিমুগ্ধ করে। "সঞ্জয়ত্যুত" পদস্থিত "উত" শব্দ "অপি" শব্দার্থবাচক, অর্থাৎ তদ্দ্বারা আলস্যনিদ্রাদি গৃহীত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত।) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (উদ্ভূত হয়), রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ (সত্ত্ব ও তমোগুণকে) [অভিভূত করিয়া], তথা (এবং তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ এব (সত্ত্ব ও রজোগুণকে) [অভিভূত করিয়া প্রবল হয়] ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত। [যখন] রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ, এবং রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হয়, [তখনই সত্ত্বাদি গুণসকল নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে] ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উক্তং কার্য্যং কদা কুর্ব্বন্তি গুণা ইতি? উচ্যতে—রজ ইতি। রজস্তমশ্চোভাবপ্যভিভূয় সত্ত্বং ভবত্যুদ্ভবতি বর্দ্ধতে যদা তদা লব্ধাত্মকং সত্ত্বং স্বকার্য্যং জ্ঞানসুখাদ্যারভতে। হে ভারত। তথা রজোগুণঃ সত্ত্বং তমশ্চৈবোভাবপ্যভিভূয় বর্দ্ধতে যদা তদা কর্ম্মতৃষ্ণাদি স্বকার্য্যমারভতে। তম আখ্যো গুণঃ সত্ত্বং রজশ্চোভাবপ্যভিভূয় তথৈব বর্দ্ধতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি স্বকার্য্যমারভতে ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি। অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে সুখজ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয়োদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্য্যে তৃষ্ণাকর্ম্মাদৌ সঞ্জয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয়োদ্ভবতি। ততশ্চ স্বকার্য্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একজন মনুষ্যকে কখন যে সাধুপ্রকৃতি কখন বা অসাধুপ্রকৃতি, আবার কখন যে লোকাচারে ব্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, সকল সময়ে সকল গুণ লোকের প্রবল থাকে না। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে তাঁহাকে সা[illegible], রজোগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁহাকে লোকাচারে ব্যাপৃত ও তমোগুণের প্রবলতাসময়ে তাঁহাকে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখা যায়। অথবা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস প্রকৃতি অনুসারে জীবের সাধুতা, লৌকিকতা ও অসাধুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) সর্ব্বদ্বারেষু (সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারে) জ্ঞানং (জ্ঞানরূপ) প্রকাশঃ (প্রকাশ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়), তদা উত (তখনই) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধম্ (বর্দ্ধিত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে)॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যখন দেহের শ্রোত্রাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদা যো গুণঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তস্য কিং লিঙ্গমিতি? উচ্যতে—সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি। সর্ব্বদ্বারেষু—আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি শ্রোত্রাদীনি সর্ব্বাণি করণানি তেষু সর্ব্বেষু দ্বারেষ্বন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্বৃত্তিঃ প্রকাশো দেহেঽস্মিন্নুপজায়তে। তদেব জ্ঞানম্। যদৈবং প্রকাশো জ্ঞানাখ্য উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধমুদ্ভূতং সত্ত্বমিতি। উতাপি॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বিবৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—সর্ব্বদ্বারেষ্বিতি ত্রিভিঃ। অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্ব্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদি-জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ। উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। সুখ ও দুঃখের ভোগায়তনস্বরূপ দেহের ইন্দ্রিয়দ্বার দ্বারাই জীব শব্দাদি অনুভব করিয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহের যখন জ্ঞানরূপ প্রকাশ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রূপ, রস ও শব্দাদি যখন আবরণদোষ-বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনই সত্ত্বগুণোদয় হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়। সত্ত্বগুণের উদয় হইলে যদি কাহাকেও কোন কথা বল, তাহা সরল, মৃদু, সত্য ও হিতার্থকর হইবে। কেহ কোন কথা বলিলে, তাহা বিরুদ্ধ ভাবে গৃহীত হইবে না। যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পবিত্র ও সুন্দর বোধ হইবে, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়েই যেন দেবভাব আসিয়া বিরাজ করিবে॥১১॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতর্ষভ!) লোভঃ (পরদ্রব্যগ্রহণের ইচ্ছা), প্রবৃত্তিঃ (পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের চেষ্টা), কর্ম্মণাম্ (কর্ম্মসমূহের) আরম্ভঃ (উদ্যম), অশমঃ (অশান্তি), স্পৃহা (বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা), এতানি (এই সকল [চিহ্ন] রজসি বিবৃদ্ধে (রজো-গুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারতর্ষভ! রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশম ও স্পৃহা উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রজস উদ্ভূতস্যেদং চিহ্নং—লোভ ইতি। লোভঃ পরদ্রব্যাদিৎসা। প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং সামান্যচেষ্টা। আরম্ভ উদ্যমঃ। কস্য? কর্ম্মণাম্। অশমোঽনুপশমো হর্ষরাগাদিপ্রবৃত্তিঃ। স্পৃহা সর্ব্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা। রজসি গুণে বিবৃদ্ধ এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। হে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে বহুধা জায়মানেঽপি পুনঃ পুনর্ব্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ। প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্ব্বদ্রূপতা। কর্ম্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্ম্মাণোদ্যমঃ। অশম ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ। স্পৃহা —উচ্চাবচেষু দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষিতস্ততো জিঘৃক্ষা। রজসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈর্লিঙ্গৈ রজোগুণস্য বিবৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যখন দেখিবে যে, ধনাদিবিষয়লাভে তৃষ্ণা জন্মিতেছে; তাহার জন্য চেষ্টা, যত্ন ও প্রবৃত্তি বাড়িতেছে, গৃহাদিনির্ম্মাণে, নিজ স্বত্বাধিকারবিস্তারে উদ্যম হইতেছে, যখন দেখিবে, একটী কার্য্য করিয়া অপরটির জন্য আবার আগ্রহ হইতেছে; অর্থাৎ অশান্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, অন্যের ধনাদি আত্মসাৎ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছে; তখনই জানিবে রজোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিনী। কুরুনন্দন (হে কুরুনন্দন!) অপ্রকাশঃ (আবরণ), অপ্রবৃত্তিঃ চ (আলস্য), প্রমাদঃ (অনবধানতা), মোহঃ এব চ (ও মোহ), এতানি (এই সকল) তমসি বিবৃদ্ধে (তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে) জায়ন্তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি পাইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশোঽবিবেকঃ। অত্যন্তম্। অপ্রবৃত্তিশ্চ প্রবৃত্ত্যভাবস্তৎকার্য্যম্। প্রমাদো মোহ এব চ তৎকার্য্যৌ। অবিবেকো মূঢ়তেত্যর্থঃ। তমসি গুণে বিবৃদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। হে কুরুনন্দন॥ ১৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ। অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ। প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্। মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ। তমসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যরূপ জ্ঞানপ্রকাশের কারণ থাকিতেও বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ না হওয়ার অপ্রকাশ। প্রবৃত্তিমার্গের শাস্ত্রোপদেশাদি শুনিয়াও অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের ঔদাস্যের নাম অপ্রবৃত্তি। কার্য্যের কর্ত্তব্যতা জানিয়াও তাহা সমুচিত সময়ে স্মরণ না হওয়ার নাম প্রমাদ। নিদ্রা বা বিপর্য্যয়বুদ্ধির নাম মোহ। যখন পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হয়, তখনই তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে॥ ১৩॥

অন্বয়বোধিনী। যদা তু (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দেহভৃৎ (জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়), তদা (তখন) উত্তমবিদাম্ (হিরণ্যগর্ভোপাসক-দিগের) অমলান্ (নির্ম্মল) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (প্রাপ্ত হয়)॥ ১৪॥

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী জীব সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি কালে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহার উত্তমবিদ্‌দিগের নির্ম্মল লোকে গতি হইয়া থাকে॥ ১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মরণদ্বারেণাপি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং সর্ব্বং গৌণমেবেতি দর্শয়ন্নাহ—যদেতি। যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধ উদ্ভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতি-পদ্যতে দেহভৃদাত্মা। তদোত্তমবিদাং মহদাদিতত্ত্ববিদামিত্যেতৎ। লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ॥ ১৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মরণসময় এব বিবৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি। তদা উত্তমান্ হিরণ্য-গর্ভাদীন্ বিদন্ত্যুপাসত ইত্যুত্তমবিদঃ। তেষাং যেঽমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগ-স্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি॥ ১৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণের নাম "উত্তম", আর যাঁহারা এই সকল দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা "উত্তমবিৎ"। ইঁহাদের বাসস্থান অতি পবিত্র, প্রকাশময় ও সুখসেব্য দিব্যভোগ্য ভাবে সুসজ্জিত। সত্ত্বগুণের প্রভাবকালে দেহান্ত হইলে সাধকের এই রজস্তমোমলবর্জ্জিত দিব্য লোকে গতি হইয়া থাকে॥ ১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসং ফলম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। রজসি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলয়ং গত্বা (মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে) [জীব] কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে) জায়তে (জন্মলাভ করে); তথা (এবং) তমসি (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীনঃ (মৃত) (হইলে) মূঢ়যোনিষু (পশ্বাদিযোনিতে) জায়তে (জন্ম লাভ করে) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। রজোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহাভিমানী জীবের মৃত্যু হইলে কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যযোনিতে, ও তমোগুণের বৃদ্ধিকালে দেহান্ত হইলে পশ্বাদিযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রজসীতি। রজসি গুণে বিবৃদ্ধে। প্রলয়ং মরণং। গত্বা প্রাপ্য। কর্ম্মসঙ্গিষু কর্ম্মাসক্তিযুক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তদ্বদেব প্রলীনো মৃতস্তমসি বিবৃদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে। তথা তমসি প্রবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। রজোগুণ কর্ম্ম-সঙ্গ-প্রিয়তাবর্দ্ধক, সুতরাং মৃত্যুকালে রজোগুণের আতিশয্য থাকিলে কর্ম্মলিপ্সু মনুষ্যযোনিতে, এবং তমোগুণ মূঢ়তা ও প্রমাদাদির বীজ স্বরূপ বলিয়া তমোগুণের আতিশয্য কালে দেহান্ত হইলে জীবাত্মা পশ্বাদি মূঢ়যোনিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তত্ত্বদর্শিগণ] আহুঃ (বলিয়াছেন)—সুকৃতস্য (সাত্ত্বিক) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং (নির্ম্মল ও সুখদ) ফলম্ (ফল); রজসঃ তু (ও রাজসিক কর্ম্মের) ফলং (ফল) দুঃখম্ (দুঃখ); তমসঃ (তামসিক কর্ম্মের) ফলম্ (ফল) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞান) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ, তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান; [মহর্ষিগণ] এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতীতশ্লোকার্থস্যৈব সংক্ষেপ উচ্যতে—কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণঃ সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্যেত্যর্থঃ। আহুঃ শিষ্টাঃ। সাত্ত্বিকমেব নির্ম্মলং ফলমিতি। রজসস্তু ফলং দুঃখম্। রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মাধিকারাৎ ফলমপি দুঃখমেব কারণা-

**সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥**

কপ্যাত্রাজসমেব। তথাজ্ঞানং তমসস্তামসস্য কর্ম্মণোঽধর্ম্মস্য ফলং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ —কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃতত্বাৎ। তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ। তমসঃ ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ। তস্যাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহুঃ। সত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাষ্টাদশেঽধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বগুণ প্রভাবে জীব কেবল নির্ম্মল সুখ, রজোগুণ প্রভাবে অল্প সুখ মিশ্রিত অধিক দুঃখ ও তমোগুণপ্রভাবে জীব কেবল দুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, ইহা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের মত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানং (জ্ঞান) সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়), রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব চ (লোভই হয়), তমসঃ (তমোগুণ হইতে) অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ (অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহই) ভবতঃ (হইয়া থাকে) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং চ গুণেভ্যো ভবতি? সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাল্লব্ধাত্মকাৎ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্। রজসো লোভ এব চ। প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসো ভবতঃ। অজ্ঞানমেব চ ভবতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রৈব হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাত্ জ্ঞানং সঞ্জায়তে। অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে। তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি। ততস্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞানশক্তির ক্রিয়াবশতঃ শব্দাদি দ্বারা সত্ত্বগুণোদয় কালে পরম সুখদায়ি-দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। বারংবার কর্ম্ম-সঙ্গ বশতঃ রজোগুণপ্রভাবে অধিক হইতে অধিকতর তৃষ্ণা ও লোভ বাড়িতে থাকে। আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানাদি উৎপন্ন হয় ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) ঊর্দ্ধং (ঊর্দ্ধলোকে) গচ্ছন্তি

(গমন করেন)। রাজসাঃ (রজোগুণযুক্ত পুরুষগণ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (থাকেন)। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণাবলী) তামসাঃ (তমোগুণবিশিষ্ট পুরুষেরা) অধঃ (অধোগতি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তমোগুণবৃত্তিস্থগণ অধস্তন লোক প্রাপ্ত হয়॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ-ঊর্দ্ধমিতি। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষূৎপদ্যন্তে সত্বস্থাঃ সত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষূৎপদ্যন্তে রাজসাঃ। জঘন্যবৃত্তিস্থাঃ—জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমঃ। তস্য বৃত্তির্নিদ্রালস্যাদিঃ। তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ মূঢ়াঃ। অধো গচ্ছন্তি পশ্বাদিষূৎপদ্যন্তে তামসাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্বস্থাঃ সত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি। মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণঃ। তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ। তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি। তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্বগুণপ্রধান পুরুষগণ পুণ্যের ন্যূনাতিরেকানুসারে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেবলোকসমূহে, রাজসবৃত্তিস্থিত পুরুষগণ পাপপুণ্যমিশ্রিত লোভতৃষ্ণাকুল নৃলোকে, এবং নিদ্রালস্যাদিযুক্ত তমোগুণপ্রধান পুরুষগণ পশ্বাদি অধোযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথবা ঘোর নরকাদিতে গমন করে ॥ ১৮ ॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্যং (অন্যকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখে), গুণেভ্যঃ চ (ও ত্রিগুণ হইতে) পরং (অতীত) [আত্মাকে] বেত্তি (জানিতে পারে) তদা (তখন সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবম্ (ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে দ্রষ্টা জীব সত্ত্বাদিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করে, ও আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময়ে ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু গুণেষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢ়োঽহমস্মীত্যেবংরূপো যঃ সঙ্গস্তৎকারণং পুরুষস্য সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্যেতি সমাসেন পূর্বাধ্যায়ে যদুক্তং তদিহ সত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ (গী ১৪।৫) ইত্যত আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্বং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং বন্ধকারণং বিস্তরেণোক্ত্বাধুনা সম্যগ্দর্শনান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্—নান্যমিতি। নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ কর্তারমন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্নানুপশ্যতি। গুণা এব সর্বাবস্থাঃ সর্বকর্মণাং কর্তার ইত্যেবং পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মদ্ভাবং মম ভাবং বাসুদেবত্বং বাসুদেবঃ সর্বমিত্যেবং পশ্যন্ স দ্রষ্টাধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বেদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্তারং নানুপশ্যতি। অপি তু গুণা এব কর্মাণি কুর্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি। স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার), বহিঃকরণ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়), শরীর ও বিষয় আদি ভাবে (শব্দস্পর্শাদিরূপে) পরিণত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, এবং আত্মা কার্য্য ও গুণ এই উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, এইরূপ যিনি বিদিত হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজসমূহ) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ কর্তৃক) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন !] দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ পরিহার এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া জীব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমধিগচ্ছতীতি ? উচ্যতে—গুণানেতান্ যথোক্তানতীত্য জীবন্নেবাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাংস্ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখানি তৈঃ—জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে। এবং মদ্ভাবমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ ১৯॥

(গমন করেন)। রাজসাঃ (রজোগুণযুক্ত পুরুষগণ) মধ্যে (মনুষ্যলোকে) তিষ্ঠন্তি (থাকেন)। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থাঃ (নিকৃষ্টগুণাবলী) তামসাঃ (তমোগুণবিশিষ্ট পুরুষেরা) অধঃ (অধোগতি) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হয়)॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া থাকেন, রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তমোগুণবৃত্তিস্থগণ অধস্তন লোক প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ-ঊর্দ্ধমিতি। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষূৎপদ্যন্তে সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থাঃ। মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যেষূৎপদ্যন্তে রাজসাঃ। জঘন্যবৃত্তিস্থাঃ—জঘন্যশ্চাসৌ গুণশ্চ জঘন্যগুণস্তমঃ। তস্য বৃত্তির্নিদ্রালস্যাদিঃ। তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ মূঢ়াঃ। অধো গচ্ছন্তি পশ্বাদিষূৎপদ্যন্তে তামসাঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানাঃ। ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি। মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণঃ। তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ। তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি। তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বগুণপ্রধান পুরুষগণ পুণ্যের ন্যূনাতিরেকানুসারে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেবলোকসমূহে, রাজসবৃত্তিস্থিত পুরুষগণ পাপপুণ্যমিশ্রিত লোভতৃষ্ণাকুল মনুষ্যলোকে, এবং নিদ্রালস্যাদিযুক্ত তমোগুণপ্রধান পুরুষগণ পশ্বাদি অধোযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, অথবা ঘোর নরকাদিতে গমন করে॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। যদা (যখন) দ্রষ্টা (জীব) গুণেভ্যঃ (ত্রিগুণ হইতে) অন্য (অন্যকে) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) ন অনুপশ্যতি (না দেখে), গুণেভ্যঃ চ (ও ত্রিগুণ হইতে) পরং (অতীত) [আত্মাকে] বেত্তি (জানিতে পারে) তদা (তখন সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবম্ (ব্রহ্মভাব) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। যে সময়ে দ্রষ্টা জীব সত্ত্বাদিগুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করে, ও আত্মাকে গুণাতীত বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময়ে ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে॥ ১৯॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পুরুষস্য প্রকৃতিস্থত্বরূপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগ্যেষু গুণেষু সুখদুঃখমোহাত্মকেষু সুখী দুঃখী মূঢোঽহমস্মীত্যেবংরূপো যঃ সংসারস্তৎকারণং পুরুষস্য সদসদ্যোনিজন্মপ্রাপ্তিলক্ষণস্য সংসারস্যেতি সমাসেন পূর্ব্বাধ্যায়ে যদুক্তং তদিহ সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ (গী ১৪।৫) ইত্যত আরভ্য গুণস্বরূপং গুণবৃত্তং স্ববৃত্তেন চ গুণানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবদ্ধস্য চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যেতৎ সর্ব্বং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং বন্ধকারণং বিস্তরেণোক্ত্বাধুনা সম্যগ্দর্শনান্মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্—নান্যমিতি। নান্যং কার্য্যকারণবিষয়াকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যঃ কর্ত্তারমন্যং যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সন্নানুপশ্যতি। গুণা এব সর্ব্বাবস্থাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তার ইত্যেবং পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং বেত্তি মদ্ভাবং মম ভাবং বাসুদেবত্বং বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং পশ্যন্ স দ্রষ্টাধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্ত্বেদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি। অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি। স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ই অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি ও অহংকার), বহিঃকরণ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়), শরীর ও বিষয় আদি ভাবে (শব্দস্পর্শাদিরূপে) পরিণত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, এবং আত্মা কার্য্য ও গুণ এই উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, এইরূপ যিনি বিদিত হইতে পারেন, তিনি ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (ত্রিগুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ কর্ত্তৃক) বিমুক্তঃ (মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ পরিহার এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া জীব মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথমধিগচ্ছতীতি? উচ্যতে—গুণানেতান্ যথোক্তানতীত্য জীবন্নেবাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাংস্ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ—জন্ম চ মৃত্যুশ্চ জরা চ দুঃখানি চ জন্মমৃত্যুজরাদুঃখানি তৈঃ—জীবন্নেব বিমুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে। এবং মদ্ভাবমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাঃ। তানেতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতমশ্নুতে পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণত্রয় জন্ম-মরণের হেতু। যিনি এই গুণত্রয় পরিহার করিতে পারেন, তাঁহাকে জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় না। গুণসঙ্গবর্জ্জিত হইতে পারিলে জীব এই দেহসত্ত্বেই পরমানন্দরূপ অমৃত লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)। প্রভো (হে প্রভো!) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি চিহ্নদ্বারা) [দেহী] এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (গুণত্রয়) অতীতঃ (মুক্ত) ভবতি (হন), কিমাচারঃ (কিরূপ আচার যুক্ত হন), কথং চ (ও কি প্রকারে) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (গুণত্রয়) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন)? ॥ ২১ ॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো! যিনি এই তিন গুণ অতিক্রম করেন, তাঁহার চিহ্ন কিরূপ? তিনি কিরূপ আচারবিশিষ্ট হয়েন? এবং কিরূপেই বা এই তিনগুণ অতিক্রম করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জীবন্নেব গুণানতীতোঽমৃতমশ্নুতে ইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। কৈর্লিঙ্গৈশ্চিহ্নৈস্ত্রীনেতান্ ব্যাখ্যাতান্ গুণানতীতোঽতিক্রান্তো ভবতি প্রভো? কিমাচারঃ কোঽস্যাচার ইতি কিমাচারঃ। কথং কেন চ প্রকারেণৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে? ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। গুণানেতানতীত্যামৃতমশ্নুতে ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণমাচারং গুণাত্যয়োপায়ং চ সম্যগ্ বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মন্যুৎপন্নৈশ্চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ। ক আচারোঽস্যেতি কিমাচারঃ। কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কথং চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে? তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সত্বাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি, ক্রিয়া, ফল ও তদ্গুণবিমুক্ত পুরুষের মহিমা শ্রবণ করিয়া গুণপাশবিমুক্ত হইয়া পরমানন্দ ভোগের বাসনা বলবতী হওয়ায় অর্জ্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গুণাতিক্রমণশীল পুরুষের লক্ষণ কি? তাঁহারা যথেষ্টাচারী অথবা বিহিতাচারী? আর এই জন্মমৃত্যুর বীজরূপ গুণের অধিকার হইতে অব্যাহতি পাইতে

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

হইলে কি কি করিতে হয়? প্রভু ভৃত্যের দুঃখনিবারক, সুখদাতা ও ইষ্টসিদ্ধিকারী। এই জন্য এখানে ভগবান্‌কে ভবদুঃখনিবারণকারী পরমসুখদাতা জানিয়া অর্জ্জুন "প্রভো" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। পাণ্ডব (হে পাণ্ডব!) প্রকাশং চ (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (ও প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (ও মোহ) সংপ্রবৃত্তানি (সমুদিত) [হইলে], [যিনি] ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), [এবং উহারা] নিবৃত্তানি (নিবৃত্ত) [হইলে] ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, প্রকাশরূপ জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও মোহ স্বয়ং উদিত হইলে যিনি কখনও দ্বেষ করেন না, এবং তাহাদের নিবৃত্তিরও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। গুণাতীতস্য লক্ষণং গুণাতীতত্বোপায়ং চার্জ্জুনেন পৃষ্টোঽস্মিন্ শ্লোকে প্রশ্নদ্বয়ার্থং প্রতিবচনং ভগবানুবাচ। যত্তাবৎ কৈর্লিঙ্গৈর্যুক্তো গুণাতীতো ভবতীতি তচ্ছৃণু—প্রকাশমিতি। প্রকাশং চ সত্ত্বকার্য্যম্। প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যম্। মোহমেব চ তমঃকার্য্যম্। ইত্যেতানি ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি সম্যগ্বিষয়ভাবেনোদ্ভূতানি। মম তামসঃ প্রত্যয়ো জাতস্তেনাহং মূঢ়ঃ। তথা—রাজসী প্রবৃত্তির্মমোৎপন্না দুঃখাত্মিকা তেনাহং রজসা প্রবর্ত্তিতঃ প্রচলিতঃ স্বরূপাৎ। কষ্টঃ মম বর্ত্ততে যোঽয়ং মৎস্বরূপাবস্থানাদ্ ভ্রংশঃ। তথা সাত্ত্বিকো গুণঃ প্রকাশাত্মা মাং বিবেকিত্বমাপাদয়ন্ সুখে চ সঞ্জয়ন্ বধ্নাতীতি তানি দ্বেষ্ট্যসম্যগ্দর্শিত্বেন। তদেবং গুণাতীতো ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি। যথা চ সাত্ত্বিকাদিপুরুষঃ সাত্ত্বিকাদিকার্য্যাণ্যাত্মানং প্রতি প্রকাশ্য নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ন তথা গুণাতীতো নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতীত্যর্থঃ। এতন্ন পরপ্রত্যক্ষং লিঙ্গম্। কিং তর্হি? স্বাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মবিষয়মেবৈতল্লক্ষণম্। ন হি স্বাত্মবিষয়ং দ্বেষমাকাঙ্ক্ষাং বা পরঃ পশ্যতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা (গী ২।৫৪) ইত্যাদিনা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে পৃষ্টমপি দত্তোত্তরমপি পুনর্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞেয়া প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশং চেত্যাদিষড্‌ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশং চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ (গী ১৪।১১) ইতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যম্। প্রবৃত্তিং চ রজঃকার্য্যম্। মোহং চ তমঃকার্য্যম্। উপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বাদীনাম্। সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি। নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা ন কাঙ্ক্ষতি। গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যদি কারণ উপস্থিত হইলে সত্ত্বগুণের ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশ অথবা রজোগুণ জন্য প্রবৃত্তি কি বা তমোগুণ প্রভাবে মোহ উদিত হয় তবে তাহাতে দুঃখবোধে যিনি বিরক্ত হয়েন না অথবা সুখাপসারণ জন্য তন্নিবারণের চেষ্টা বা ইচ্ছাও করেন না অর্থাৎ যিনি গুণক্রিয়াসমূহকে স্বপ্নদৃষ্ট অলীক ঘটনাবলীর ন্যায় মিথ্যা বলিয়া জানেন (স্বপ্নের শত্রুকে শত্রু ও স্বপ্নের মিত্রকে মিত্র বলিয়া যিনি গ্রাহ্য করেন না) তিনি গুণাতীত পুরুষ। গুণাতীত পুরুষের এ লক্ষণ অন্তঃকরণের। তিনি স্বয় ভিন্ন অন্যে ইহা জানিতে পারেন না। এই জন্য এ লক্ষণকে স্বার্থ লক্ষণ বা স্ব স বেদ্য বলে। আর যে লক্ষণ দেখিয়া অন্যে বুঝিতে পারে তাহা পরার্থ লক্ষণ বা পরস বেদ্য নামে উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। য (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীনের ন্যায়) আসীন (স্থিত) গুণৈ (গুণসমূহ কর্ত্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হন না) গুণা (গুণসমূহ) বর্ত্তন্তে (স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইত্যেব (এইরূপে) য (যিনি) অবতিষ্ঠতি (অবস্থিতি) করেন [ও] ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্ত্বাদি গুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরাযোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং গুণাতীত কিমাচার ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ— উদাসীনবদিতি। উদাসীনবদ যথোদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে তথায়ং গুণাতীতো মোপায়মার্গেঽবস্থিত আসীন আত্মবিদ্গুণৈর্যঃ স ন্যাসী ন বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ। তদেতৎ স্ফুটীকরোতি —গুণা কার্য্যকরণবিষয়াকারপরিণতা অন্যোন্যস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইতি যোঽবতিষ্ঠতি। ছন্দোভঙ্গভয়াৎ পরস্মৈপদপ্রয়োগঃ। যোঽনুতিষ্ঠতীতি বা পাঠান্তরে নেঙ্গতে ন চলতি স্বরূপাবস্থ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং স্বসংবেদ্যং গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্তং। পরসংবেদ্য তস্য লক্ষণং পৃষ্টং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যস্যোত্তরমাহ—উদাসীনবদিতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়াসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈস্তৎকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাব্যতে। অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে। এতৈর্মম সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যস্তূষ্ণীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি অনুরাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ টান বা নষ্ট কিছুই পরস্পরায়

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

নহেন, যিনি আপনাকে সমস্ত ব্যাপারপ্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবগত হয়েন, সুখ-দুঃখাদির উদয় হইলে যিনি কোন মতেই বিচলিত হয়েন না, গুণত্রয় আপনা-আপনিই সাধক ও বাধক ভাবে, গ্রাহ্য ও গ্রাহক ভাবে এবং উপকার্য্য ও উপকারক ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেছে, আত্মা সর্ব্বদা নির্লিপ্ত, এইরূপ জানিয়া যিনি দ্রষ্টার স্বরূপাবস্থায় স্বতন্ত্র ভাবে বিরাজ করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। (যিনি) সমদুঃখসুখঃ (দুঃখে ও সুখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট), স্বস্থঃ (স্বরূপে স্থিত), সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি), তুল্য-প্রিয়াপ্রিয়ঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে যাঁহার তুল্য জ্ঞান), ধীরঃ (বুদ্ধিমান্), তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (নিজের নিন্দাতে ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দুঃখ ও সুখ যাঁহার সমান, স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান, এবং নিজনিন্দাতে ও নিজস্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, সেই ধীর পুরুষই গুণাতীত ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সমদুঃখসুখ ইতি। সমদুঃখসুখঃ—সমে দুঃখসুখে যস্য স সমদুঃখসুখঃ। স্বস্থঃ স্ব আত্মনি স্থিতঃ প্রসন্নঃ। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ—লোষ্টং চাশ্ম চ কাঞ্চনং চ সমানি যস্য স সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ—প্রিয়ং চাপ্রিয়ং চ প্রিয়া-প্রিয়ে। তে তুল্যে সমে যস্য সোঽয়ং তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ। ধীরো ধীমান্। তুল্যনিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ—নিন্দা চাত্মসংস্তুতিশ্চ নিন্দাত্মসংস্তুতী। তে তুল্যে যস্য যতেঃ স তুল্যনিন্দাত্ম-সংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—সমেতি। সমে দুঃখসুখে যস্য। যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ। অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখ-দুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরো ধীমান্। তুল্যা নিন্দা চাত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সুখ ও দুঃখকে অনাত্মস্বরূপ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম জানিয়া তাহাতে উৎফুল্ল বা ম্লান হয়েন না, অর্থাৎ স্বপ্নবৎ উভয়কেই মিথ্যাবোধে উপেক্ষা করেন। বস্তুতঃ স্বাত্মানন্দস্বরূপে স্থিতি করিলে সুখদুঃখরূপ বৈষম্যবুদ্ধির আদৌ উদয়ই হয় না। লোভ ও তৃষ্ণাবর্জ্জিত হওয়ায় যাঁহার লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে ভেদবুদ্ধি নাই; আত্মজ্ঞান জন্য যাঁহার নিজ হিত বা অহিত দৃষ্টির অভাব হওয়ায় হিতকারী ব্যক্তি প্রিয় ও অহিতকারী ব্যক্তি অপ্রিয় এই বিষম বুদ্ধির নাশ হইয়াছে, গুণ-দোষের স্তুতি-নিন্দা যিনি আত্মাতে আরোপ করেন না, এবং যিনি সদাই আত্মানন্দে একরস-বিদ্যমান, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৪ ॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। মানাপমানয়োঃ (মানে বা অপমানে) [যিনি] তুল্যঃ (সমভাবাপন্ন), মিত্রারিপক্ষয়োঃ (মিত্র ও শত্রুপক্ষে) তুল্য (সমজ্ঞানবিশিষ্ট), [এবং] সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বপ্রকার উদ্যমত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহার মান ও অপমানে সমান বোধ, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ যাঁহার উভয়ই তুল্য, এবং যিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—মানাপমানয়োরিতি। মানাপমানয়োস্তুল্যঃ সমো নির্ব্বিকারঃ। তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। যদ্যপ্যুদাসীনা ভবন্তি কেচিৎ স্বাভিপ্রায়েণ তথাপি পরাভিপ্রায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োরিব ভবন্তীতি তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োরিত্যাহ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি কর্ম্মাণ্যারভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্ব্বানারম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্যেতি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। দেহধারণমাত্রনিমিত্তব্যতিরেকেণ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগীত্যর্থঃ। গুণাতীতঃ স উচ্যতে। উদাসীনবদিত্যাদি গুণাতীতঃ স উচ্যত ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবদ্‌যত্নসাধ্যং তাবৎ সংন্যাসিনোঽনুষ্ঠেয়ম্। গুণাতীতত্বসাধনং মুমুক্ষোঃ স্থিরীভূতং তু স্বসংবেদ্যং সদ্‌গুণাতীতস্য যতের্লক্ষণং ভবতীতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—মানেতি। মানেঽপমানে চ তুল্যঃ। মিত্রপক্ষেঽরিপক্ষে চ তুল্যঃ। সর্ব্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। এবং ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সৎকারে ও তিরস্কারে, আদরে ও অনাদরে, মান ও অপমান বোধ করিয়া হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হয়েন না, যিনি মিত্র ও শত্রু উভয়ের প্রতিই উদাসীন অর্থাৎ যাঁহার মিত্রের প্রতি আদর ও শত্রুর প্রতি দ্বেষ নাই, যিনি একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ করেন না, এবং লৌকিক বা বৈদিক কোন কার্য্যাদিই যাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টা নাই, কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ ভিক্ষাটনাদি করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন, সেই তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই গুণাতীত ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ চঃ (এবং যিনি) মাম্ (আমাকে) অব্যভিচারেণ (ঐকান্তিক) ভক্তিযোগেন (ভক্তিযোগ সহ) সেবতে (উপাসনা করেন), সঃ (তিনি) এতান্ (এই সকল) গুণান্ (গুণসমূহ) সমতীত্য (অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মভাব-লাভে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

বঙ্গানুবাদ। যিনি আমাকে অনন্যভক্তিযোগ সহ সেবা করেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভে সমর্থ হয়েন ॥২৬।

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা কথং চ ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে (গী ১৪।২১) ইতি প্রশ্নস্য প্রতিবচনমাহ—মাং চেতি। মাং চেশ্বরং নারায়ণং সর্ব্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যো যতিঃ কর্ম্মী বা অব্যভিচারেণ ন কদাচিদ্‌যো ব্যভিচরতি তেন ভক্তিযোগেন—ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগঃ তেন ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায়—ভবনং ভূয় (ভূয়ঃ ?)। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্তত ইতি ? অস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—মাং চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণৈকান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্‌কে অকপট ভক্তি সহ ভজনা করেন, অর্থাৎ যিনি তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবদ্ভজনা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি গুণত্রয়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। ভক্তিমানের মুক্তি করতলস্থ। পরম ভক্ত ব্যক্তিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। হি (যেহেতু) অহং (আমি—বাসুদেব) অমৃতস্য (অমৃতস্বরূপ) অব্যয়স্য চ (ও অব্যয়স্বরূপ), শাশ্বতস্য (শশ্বৎস্বরূপ—শাশ্বত) ধর্ম্মস্য চ (ও ধর্ম্মস্বরূপ), ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ (এবং অব্যভিচারি সুখস্বরূপ) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মভাবের) প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেহেতু আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ ও অব্যয়স্বরূপ, আমি শাশ্বত ও ধর্ম্মস্বরূপ এবং আমি অব্যভিচারি-সুখস্বরূপ ব্রহ্ম, [আমাকে ভক্তি করিলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে] ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুত এতদিতি ? - উচ্যতে—ব্রহ্মণ ইতি। ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠাহম্। প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি প্রতিষ্ঠা। অহং প্রত্যগাত্মা। কীদৃশস্য ব্রহ্মণঃ ?

অমৃতস্যাবিনাশিনঃ। অব্যয়স্যাবিকারিণঃ। শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য। ধর্ম্মস্য ধর্ম্মজ্ঞানস্য। জ্ঞানযোগধর্ম্মপ্রাপ্যস্য সুখস্যানন্দরূপস্য। ঐকান্তিকস্যাব্যভিচারিণঃ। অমৃতাদিস্বভাবস্য পরমানন্দরূপস্য পরমাত্মনঃ। প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সম্যগ্‌জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়তে। তদেতদ্ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (গী ১৪।২৬) ইত্যুক্তম্। যয়া চেশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ত্ততে সা শক্তির্ব্রহ্মৈবাহম্। শক্তিশক্তিমতোরনন্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা ব্রহ্মশব্দ বাচ্যত্বাৎ সবিকল্পকং ব্রহ্ম। তস্য ব্রহ্মণো নির্বিকল্পকোহহমেব—নান্যঃ—প্রতিষ্ঠাশ্রয়ঃ। কিংবিশিষ্টস্য? অমৃতস্যামরণধর্ম্মকস্য। অব্যয়স্য ব্যয়বর্হিতস্য। কিঞ্চ শাশ্বতস্য চ নিত্যস্য ধর্ম্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণস্য। সুখস্য তজ্জনিতস্যৈকান্তিকস্যৈকান্তনিয়তস্য চ প্রতিষ্ঠাহমিতি বর্ত্ততে॥ ২৭॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদগীতাভাষ্যে চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র হেতুমাহ—ব্রহ্মণো হীতি। হি যস্মাদ্ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা। ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহম্। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ তথাব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ। তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতো ধর্ম্মস্য চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বাৎ। তথৈকান্তিকস্যাখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহম্ পরমানন্দৈকরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবস্যাবশ্যম্ভাবিত্বাদ্ যুক্তমেবোক্তং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি॥ ২৭॥

কৃষ্ণাধীনগুণাসঙ্গ প্রসঙ্গিতভবাম্বুধিম্।
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদগীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। বাসুদেবই 'তত্ত্বমসি' (ক) মহাবাক্যের "তৎ" পদবাচ্যার্থ উৎপত্তি, স্থিতি লয়ের কারণ মায়াবিশিষ্ট সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা এবং বাসুদেবই নিরুপাধিক ব্রহ্মের লক্ষ্যার্থ স্বরূপ। বাসুদেব যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ, সেই "তৎ" পদবাচ্য ব্রহ্ম বিনাশবর্জ্জিত, অব্যয় অর্থাৎ বিপরিণামরহিত, তিনি শাশ্বত বা অপক্ষয়শূন্য, তিনি নির্ব্বিকার, তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও তিনি নির্ম্মল আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মাও ভগবান বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥"

হে ভগবন্। তুমি সর্ব্বত্র একস্বরূপ, সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ, সর্ব্ব শরীরে তুমিই স্থিতি করিতেছ, তুমি নিত্যকাল বিদ্যমান, তুমি সত্যস্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ, তুমি অন্তবির্বর্জ্জিত, তুমি আদ্য, নিত্য, অক্ষর, সর্ব্বব্যাপক ও অজ্ঞানাঙ্গরহিত, তুমি সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, অদ্বয় ও উপাধিবিহীন এবং তুমি অমৃতস্বরূপ। ভগবান্ বাসুদেবই পরমব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহাকে যে ভাবে হউক,

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

অব্যভিচারিণী ভক্তি সহ সেবা করিলে জীবের মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" ইহার অন্যরূপ অর্থও হয় ; যথা—ব্রহ্মশব্দে বেদ, আমি বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ অর্থাৎ বেদ আমারই বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছে ; যথা শ্রুতি—"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" (ক)—কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডময় ঋগাদি সমস্ত বেদই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মস্বরূপ পদেরই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বেদের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি, তিনি নিশ্চয়ই পরমধাম প্রাপ্ত হইবেন॥ ২৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণই সগুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া ভগবান্ নিজ নিত্য স্বরূপের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাঁহার স্থূলবিকাশও তত্ত্বতঃ চিন্ময় (কেননা, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুরই পৃথক্ সত্তা নাই), তবে দেশ কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন চক্ষুতে তাঁহার চিদ্ঘন স্বরূপও জড়ময়ই প্রতীত হইয়াছিল অনন্যভক্তিতে তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে সমাধি করিতে পারিলে সাধক নিত্য সুখ লাভ করিয়া থাকেন। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—অসীম সত্তাতেই অনন্ত সুখ পাওয়া যায়, সসীমভাবে(ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থে) প্রকৃত সুখ নাই। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদির অতীত আত্মায় সমাধি দ্বারা ত্রিগুণাতীত হইতে পারিলে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়, তাহাই মুক্তি বা শান্তি-সুখ। (গীঃ সঃ ৫অ। ২৯, ১৭অ। ৩ দ্রষ্টব্য)।

"রূপের নাই যে আদি শেষ, এ রূপ স্বরূপের বিশেষ
যেন অরূপগাছে রূপের লতা জড়িত এ বেশ।"

—পরিব্রাজকের সঙ্গীত॥২৭॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।১৫।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

—::—

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। ঊর্দ্ধ্বমূলম্ (ঊর্দ্ধ্ব দিকে যাহার মূল) অধঃশাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ম্ (অব্যয়) অশ্বত্থং (শ্বঃ=কল্য স্থা=থাকা, কালও থাকিবে এইরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য, অশ্বত্থরূপ সংসার) [শ্রুতিসমূহ] প্রাহুঃ (বলেন), ছন্দাংসি (বেদসকল) যস্য (যাহার) পর্ণানি (পত্ররাশি), তং (তাহাকে) যঃ (যিনি) বেদ (জানেন) সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদবেত্তা)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধ্ব দিকে ও শাখা-অধোদিকে, ইহা অব্যয়, ও কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদ ইহার পত্র। যিনি এই সংসাররূপ বৃক্ষকে বিদিত আছেন, তিনি বেদবেত্তা॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মান্মদধীনং কর্ম্মিণাং কর্ম্মফলং জ্ঞানিনাং চ জ্ঞানফলমতো ভক্তিযোগেন মাং যে সেবন্তে তে মৎপ্রসাদাজ্ জ্ঞানপ্রাপ্তিক্রমেণ গুণাতীতা মোক্ষং গচ্ছন্তি। কিমু বক্তব্যমাত্মনস্তত্ত্বং সম্যগ্বিজানন্ত ইতি। অতো ভগবানর্জ্জুনেনাপৃষ্টোঽপ্যাত্মনস্তত্ত্বং বিবক্ষুরুবাচ—ঊর্দ্ধ্বমূলমিত্যাদি। তত্র তাবদ্বৃক্ষরূপকল্পনয়া বৈরাগ্যহেতোঃ সংসার-স্বরূপং বর্ণয়তি। বিরক্তস্য হি সংসারাদ্ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারঃ। নান্যস্যেতি। ঊর্দ্ধ্ব-মূলমিতি—ঊর্দ্ধ্বমূলং কালতঃ সূক্ষ্মত্বাৎ কারণত্বান্নিত্যত্বান্মহত্ত্বাচ্চোর্দ্ধ্বমুচ্যতে ব্রহ্মাব্যক্ত-মায়াশক্তিমৎ। তন্মূলমস্যেতি। সোঽয়ং সংসারবৃক্ষ ঊর্দ্ধ্বমূলঃ। শ্রুতেশ্চ—ঊর্দ্ধ্ব-মূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইতি (ক) পুরাণে চ—

অব্যক্তমূলপ্রভবস্তস্যৈবানুগ্রহোত্থিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ। মহা-ভূতবিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ॥ আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ॥ এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥ (খ) ইত্যাদি।

তমূর্দ্ধ্বমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমধঃশাখম্। মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা ইবাস্যাধো ভবন্তীতি সোঽয়মধঃশাখঃ। তমধঃশাখম্। ন শ্বোঽপি স্থাতেত্যশ্বত্থঃ। তং ক্ষণপ্রধ্বংসিনমশ্বত্থং প্রাহুঃ কথয়ন্তি শ্রুতিবাদা অব্যয়ম্। সংসারমায়ায়া অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বাৎ সোঽয়ং সংসারবৃক্ষোঽব্যয়ঃ। অনাদ্যনন্তদেহাদিসন্তানাশ্রয়ো হি সুপ্রসিদ্ধঃ। তমব্যয়ম্। তস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যেদমন্যদ্বিশেষণং—ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি। ছন্দাংসি—চোদনারূপঋগ্যজুঃ-

---

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।১। (খ) মহাভারত, অশ্বমেধিক পর্ব্ব—৪৭।১২-১৫॥

পামলক্ষণানি যস্য সংসারবৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি। যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থা ধর্ম্মাধর্ম্মতদ্ধেতুফলপ্রকাশনার্থত্বাৎ। যথাব্যাখ্যাতং সংসারবৃক্ষং সমূলং যস্তং বেদ স বেদবিৎ। বেদার্থবিদিত্যর্থঃ। ন হি সমূলাৎ সংসারবৃক্ষাদস্মাজ্জ্ঞেয়োঽন্যোঽণুমাত্রোঽপ্যবশিষ্টোঽস্তি। অতঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স যো বেদ স বেদার্থবিদিতি। যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সর্ব্বং জ্ঞেয়মন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ সমূলসংসারবৃক্ষজ্ঞানং স্তৌতি ॥১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবত ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতীত্যুক্তম্। ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বাবিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সার্দ্ধশ্লোকাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্ ভগবানুবাচ—ঊর্দ্ধ্বমূলমিতি। ঊর্দ্ধ্বমুত্তমঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। অধ ইতি ততোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে। তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তম্। বিনশ্বরত্বেন শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদশ্বত্থং প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ং চ প্রাহুঃ। ঊর্দ্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ (ক)। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি—ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ চ্ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলমীশ্বরঃ। ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ। স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ। প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ। বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ। ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ। অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিত স্তূয়তে॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণ, গুণের ক্রিয়া ও গুণাতীত হইয়া কিরূপে জীব মুক্তি লাভ করে, তাহা কথিত হইয়াছে। আবার পরিশেষে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, অনন্য উপাসনাশীল ভগবদ্ভক্তও ভক্তিযোগে গুণগ্রাম অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞান ও অনন্য ভক্তি যে বৈরাগ্য ব্যতীত উদিত হয় না, তাহাই কথিত হইতেছে, এবং মনুষ্যবৎ বাসুদেব "আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা" কিরূপে বলিলেন অর্জ্জুনের এরূপ সংশয় না হয়, তাহারও ইঙ্গিত করা হইতেছে।

স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকেই "ঊর্দ্ধ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে—এই ঊর্দ্ধরূপ ব্রহ্মই সংসাররূপ ভ্রমের অধিষ্ঠানভূমি। পশ্চাদুৎপন্ন কার্য্যরূপ উপাধিযুক্ত হিরণ্যগর্ভাদি শাখাদি রূপে গৃহীত হইয়াছেন। যে বস্তু পরে থাকিবে এরূপ বিশ্বাস নাই, তাহাই অশ্বত্থ। ব্রহ্মই এই বৃক্ষের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, এইজন্য উহা 'ঊর্দ্ধমূল"। হিরণ্যগর্ভাদি কার্য্য কলাপ ইহার শাখা, এই জন্য ইহা "অধঃশাখ"। এই সংসাররূপ

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।১।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥

বৃক্ষ অনাদি অনন্ত প্রবাহ দেহাদির আশ্রয়, এইজন্য ইহা "অব্যয়"। ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতিপাদক কর্ম্মকাণ্ডযুক্ত বেদ এই বৃক্ষের পত্র। জীবের আত্মজ্ঞান উদয় হইলে এ বৃক্ষের পত্রগুলি ঝরিয়া পড়ে, কার্য্যরূপ শাখা বিশুষ্ক হইয়া যায়, এবং মায়াযুক্ত বৃক্ষমূল উৎপাটিত হয়। মায়াময় সংসারের এই নিগূঢ় তত্ত্ব যিনি বিদিত হয়েন, তিনিই প্রকৃত বেদবেত্তা ॥ ১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" (কঠশ্রুতি ৬।১।) এই অনাদিকালসিদ্ধ সংসাররূপ অশ্বত্থ (আগামী দিবস পর্য্যন্তও যাহার স্থায়িতার নিশ্চয়তা নাই) বৃক্ষের মূল বা আদি কারণ সর্ব্বোচ্চ সগুণ ব্রহ্ম, এবং ইহার বিবিধ শাখা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক পর্য্যন্ত অধোদিকে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্য (তাহার) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণসমূহ দ্বারা বিশেষরূপে বর্দ্ধিত) বিষয়প্রবালাঃ (বিষয়রূপপল্লবযুক্ত) শাখাঃ (শাখা) অধঃ ঊর্দ্ধং চ (নিম্নে ও ঊর্দ্ধ্ব ভাগে) প্রসৃতাঃ (বিস্তৃত), মনুষ্যলোকে (মর্ত্ত্যলোকে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মের প্রসূতি), মূলানি (মূলসমূহ) অধঃ চ (নিম্নদিকেও) অনুসন্ততানি (পরে বিস্তৃত হইয়াছে) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসাররূপ বৃক্ষের শাখা নিম্ন ও ঊর্দ্ধ্বে বিস্তৃত। সত্ত্বাদি গুণে বৃক্ষের পুষ্টি। শব্দাদি বিষয় তাহার পল্লব। বাসনারূপ মূল নিম্নে ও উপরে অনুসৃত। এই বাসনা মনুষ্যদেহে পুণ্য-পাপের জনক হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্যৈব সংসারবৃক্ষস্যাপরাবয়বকল্পনোচ্যতে—অধ ইতি। অধো মনুষ্যাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরম্। ঊর্দ্ধং চ যাবদ্‌ব্রহ্মণো বিশ্বসৃজো ধামেত্যেতদন্তং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকর্ম্মফলানি তস্য বৃক্ষস্য শাখা ইব শাখাঃ প্রসৃতাঃ প্রণতাঃ। গুণপ্রবৃদ্ধাঃ—গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থূলীকৃত উপাদানভূতৈঃ। বিষয়প্রবালাঃ বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালা ইব দেহাদিকর্ম্মফলেভ্যঃ শাখাভ্যোঽঙ্কুরীভবন্তীব। তেন বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ। সংসারবৃক্ষস্য পরমমূলমুপাদানং কারণং পূর্ব্বমুক্তম্। অথেদানীং কর্ম্মফলজনিতরাগদ্বেষাদিবাসনা মূলানীব ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণান্যবান্তরভাবীনি তান্যধশ্চ দেহাদ্যপেক্ষয়া মূলান্যনুসন্ততান্যনুপ্রবিষ্টানি। কর্ম্মানুবন্ধীনি—কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণম্। অনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী। যেষামুত্থিতমনুভবতীতি তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে বিশেষতঃ। অত্র হি মনুষ্যাণাং কর্ম্মাধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদ্যঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তাঃ। তেষু চ যে দুষ্কৃতিনস্তেহধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতা বিস্তারং গতাঃ। সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাস্তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভির্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ। প্রশাখাস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ-অধশ্চ—চশব্দাদূর্দ্ধং চ। মূলান্যনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি। মুখ্যং মূলমীশ্বর এব। ইমানি ত্ববান্তরমূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি। তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনীতি। কর্ম্মৈবানুবন্ধ্যুত্তরকালভাবি যেষাং তানি। ঊর্দ্ধাধোলোকেষুপভুক্ততত্তদ্ভোগবাসনাদিভির্হি কর্ম্মক্ষয়ে মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি। তস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু। অতো মনুষ্যলোক ইত্যুক্তম্। ॥২॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বশ্লোকে হিরণ্যগর্ভাদি শাখা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এ শ্লোকে উহা আরও বিশেষরূপে উক্ত হইতেছে। দুষ্কৃতিযুক্ত জীবগণে এই সংসার বৃক্ষের শাখা নিম্নদিকে প্রসারিত, অর্থাৎ পশ্বাদি নীচ দেহে তাহাদের গতি হইবে ধর্ম্মাত্মা জীবসমূহে শাখা ঊর্দ্ধ দিকে প্রসারিত, অর্থাৎ সৎকর্ম্মগুণে তাঁহারা পরিণামে দেবযোনি লাভ করিবেন। ত্রিগুণরূপ জলে সিক্ত হইয়া বৃক্ষ বিলক্ষণ পুষ্ট হইতেছে। ইহার শাখা উর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে ও নিম্নে মনুষ্য-পশু পক্ষী-বৃক্ষ-নারকীয় দেহাদি পর্য্যন্ত প্রসারিত। শাখার অগ্রভাগে ইন্দ্রিয়াদিভোগ্য শব্দাদিবিষয়রূপ কোমল পল্লব স্ফুরিত হইতেছে। মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মের সত্তা এই বৃক্ষের প্রধান মূল হইলেও বাসনাজাল ইহার অবান্তর মূল। বাসনা দ্বারাই রাগ-দ্বেষাদি বশতঃ জীব ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং তজ্জন্য ফলভোগার্থ জীবের দেহাদির অনন্ত প্রবাহ চলিয়াথাকে। এই বাসনা জীবকে কর্ম্ম-প্রভাবে কখন ঊর্দ্ধ স্বর্গে ও কখন বা অধস্তন মহানরকে লইয়া যায় ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইহ (এই সংসারে) অস্য (এই বৃক্ষের) রূপং (রূপ) ন উপলভ্যতে (জানা যায় না), তথা (সেইরূপ) ন অন্তঃ (না অন্ত) ন চ আদিঃ (না আদি) ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (না স্থিতি) [জানা যায়]। এনম্ (এই) সুবিরূঢ়মূলম্ (দৃঢ়মূল) অশ্বত্থং (সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে) দৃঢ়েন (তীব্র) অসঙ্গশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যরূপশস্ত্র দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) [ব্রহ্মকে জানিতে হয়] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারবাসী প্রাণিগণ, এই সংসাররূপ বৃক্ষের কি প্রকার রূপ, ইহার আদি কোথায়, অন্ত কোথায় এবং মধ্য কোথায়—তাহার

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪ ॥

কিছুই জানে না। তীব্রবৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা এই সুদৃঢ়মূল সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে ছেদন করিয়া [ব্রহ্মকে জানিতে হয়] ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ—ন রূপমিতি। রূপমস্যেহ যথোপদর্শিতং তথা নৈবোপলভ্যতে। স্বপ্নমরীচ্যুদকমায়াগন্ধর্ব্বনগরসমত্বাৎ। দৃষ্টনষ্টস্বরূপো হি স ইতি। অত এব নান্তো ন পর্য্যন্তো নিষ্ঠা সমাপ্তির্বা বিদ্যতে। তথা ন চাদিঃ। ইত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিদবগম্যতে। ন চ সংপ্রতিষ্ঠা—স্থিতির্মধ্যমস্য ন কেনচিদুপলভ্যতে। অশ্বত্থমেনং যথোক্তং সুবিরূঢ়মূলং—সুষ্ঠু বিরূঢ়ানি বিরোহং গতানি মূলানি যস্য তমেনং সুবিরূঢ়মূলম্। অসঙ্গশস্ত্রেণ-অসঙ্গোঽসঙ্গতা পুত্রবিত্তলোকৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থানম্। তেনাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন পরমাত্মাভিমুখ্যনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃপুনর্ব্বিবেকাভ্যাসাশ্মনিশিতেন। ছিত্ত্বা সংসারবৃক্ষং সবীজমুদ্ধৃত্য ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথোর্দ্ধ্বমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে। ন চান্তোঽবসানমপর্য্যন্তত্বাৎ ন চাদিরনাদিত্বাৎ। ন চ সংপ্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ। কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরুচ্ছেদোঽনর্থকরশ্চ তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ—অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলমত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্। অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যমহংমমত্বত্যাগঃ। তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েণ সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অবিদ্যার অনন্ত ধারার মূলভূমি সংসারপাশ হইতে জীব কিরূপে নিস্তার পাইবে, একণে ভগবান্ তাহাই কহিতেছেন। সংসারবিমুগ্ধ জীবগণ অজ্ঞানতা বশতঃ এই সংসাররূপ অশ্বত্থের আদ্যন্তমধ্যরূপ বৃক্ষসত্তাবে জানিতে পারে না। যেমন অগাধমহাসাগরগর্ভস্থ মৎস্য সাগরের সীমা দেখিতে পায় না, সেইরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াতে বিমোহিত জীব যেদিকে দেখে সেই দিকেই সংসার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। বিবেকবিচার দ্বারা ইহাকে মৃগতৃষ্ণা বা গন্ধর্ব্বনগরাদির ন্যায় দৃষ্ট ও নষ্ট (যাহা দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায়) জানিয়া বিষয়সঙ্গলিপ্সা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলেই এই মিথ্যা সংসাররূপ বৃক্ষ উন্মূলিত হইয়া যায়, এবং তদধিষ্ঠান স্বরূপ সৎপদার্থ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ততঃ (তদনন্তর) তৎপদং (সেই পদ) পরিমার্গিতব্যং (অন্বেষ্টব্য—জ্ঞাতব্য), যস্মিন্ (যাহাতে) গতাঃ (প্রবিষ্ট) [কেহ] ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন

নিবর্ত্তন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করে না), যতঃ (যাহা হইতে) এষা (এই) পুরাণী (চিরন্তনী) প্রবৃত্তিঃ (সংসারগতি) প্রসৃতা (বিস্তৃত হইয়াছে), [আমি] তম্ এব চ (সেই) আদ্যং (আদি) পুরুষং (পুরুষকে) প্রপদ্যে (শরণরূপে গ্রহণ করিতেছি)॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না, যাঁহার দ্বারা এই সংসারপ্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে, আমি সেই আদি পুরুষেরই শরণাগত হই, এই বলিয়া তদনন্তর তাঁহার অন্বেষণ করিতে হইবে॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত ইতি। ততঃ পশ্চাৎ পদং বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যং। পরিমার্গণমন্বেষণং। জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ। যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা ন নিবর্ত্তন্তি নাবর্ত্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়। কথং পরিমার্গিতব্যমিতি? আহ—তমেব চ যঃ পদশব্দেনোক্তঃ। আদ্যমাদৌ ভবং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ। কোঽসৌ পুরুষ ইতি? উচ্যতে—যতো যস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা নিঃসৃতা। ঐন্দ্রজালিকাদিব মায়া। পুরাণী চিরন্তনী॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত ইতি। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যমন্বেষ্টব্যম্। কীদৃশং? যস্মিন্ গতা যৎ পদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্ত্তন্তি। নাবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিসৃতা। তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি। ইত্যেবমেকান্তভক্ত্যাঽন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সাধক সদ্গুরুর নিকট হইতে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" (ক) ব্রহ্মপদের সারতত্ত্ব অবগত হইয়া অনন্য ভক্তি সহ অবিদ্যা মায়া বিস্তারের মূল ও মুক্তিদাতা ভগবানের চরণে শরণ লইবার জন্য তৎপদ অন্বেষণ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (খ)—সেই পরব্রহ্মকেই অন্বেষণ করিবে ও তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। ধীবর এক স্থান হইতে চক্রাকার জাল নিক্ষেপ করে; জলাশয়ের যত গুলি মৎস্য সেই জালের ভিতরে আসিয়া পড়ে, সকল গুলিই ধৃত ও হত হয়; কিন্তু যে মৎস্যগুলি ধীবরের চরণের নিকট বিচরণ করে, সেগুলি জালে আবদ্ধ হয় না। সেই রূপ ব্রহ্ম সংসারপ্রবৃত্তি জাল বিস্তার করিয়াছেন, অজ্ঞানী জীব মাত্রই জালে বিজড়িত হইয়া জন্মজন্মান্তররূপ ক্লেশে আবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যে সুচতুর জীব ব্রহ্মরূপ ধীবরের চরণে শরণ লইতে পারে, তাহারই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। মায়াজালে তাহাকে আর আবদ্ধ হইতে হয় না॥ ৪॥

(ক) কঠোপনিষৎ, ৩।৯। (খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।৭।১।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। নির্ম্মানমোহাঃ (মান ও মোহ বর্জ্জিত) জিতসঙ্গদোষাঃ (আসক্তিশূন্য) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ) বিনিবৃত্তকামাঃ (বাসনাবর্জ্জিত) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ (সুখদুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ্ব কর্ত্তৃক) বিমুক্তাঃ (মুক্ত হইয়া) অমূঢ়াঃ (জ্ঞানিগণ) তৎ (সেই) অব্যয়ং পদং (অব্যয় পদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহাদের মান ও মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তিশূন্য, যাঁহারা পরমাত্মস্বরূপবিচারতৎপর, যাঁহারা নিষ্কাম, যাঁহারা সুখদুঃখোপাধিক শীতোষ্ণ দ্বন্দ্ব পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কথংভূতাস্তৎ পদং গচ্ছন্তীতি? উচ্যতে—নির্ম্মানমোহা ইতি। নির্ম্মানমোহাঃ। মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ। তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্ম্মানমোহা মানমোহবর্জ্জিতাঃ। জিতসঙ্গদোষাঃ। সঙ্গ এব দোষঃ সঙ্গদোষঃ। জিতঃ সঙ্গদোষো যৈস্তে জিতসঙ্গদোষাঃ। অধ্যাত্মনিত্যাঃ পরমাত্মস্বরূপালোচনে নিত্যাস্তৎপরাঃ। বিনিবৃত্তকামাঃ। বিশেষতো নির্লেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা যতয়ঃ সংন্যাসিনঃ। দ্বন্দ্বৈঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভির্ব্বিমুক্তাঃ। সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তাঃ। গচ্ছন্ত্যমূঢ়া মোহবর্জ্জিতাঃ পদমব্যয়ং তদ্‌যথোক্তম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্ম্মানেতি। নির্গতৌ মানমোহাবহঙ্কারবিপর্য্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে। জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে। অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে। সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি। তৈর্ব্বিমুক্তাঃ। অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তঃ। তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহারা নিরভিমান ও বিবেকী, প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর সম্পাদনে যাঁহাদের অনুরাগ বা বিরক্তি নাই, যাঁহারা মায়াতীত পরব্রহ্মপদার্থবিচার-পরায়ণ, যাঁহাদের বিষয়ভোগে অভিলাষ নাই, শীতোষ্ণ-ক্ষুৎপিপাসাদি সুখদুঃখের হেতু স্বরূপ দ্বন্দ্বরাশিকে যাঁহারা নিবারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই সম্যক্ আত্মালোচনায় অবিনাশি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫ ॥

---

[১] **অন্বয়বোধিনী।** যৎ (যে পদ) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [যোগিগণ] ন নিবর্ত্তন্তে

(প্রত্যাবর্ত্তন করেন না), তৎ (সেই পদ) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন না), ন শশাঙ্কঃ (চন্দ্রও পারেন না), ন পাবকঃ (অগ্নিও পারেন না), তৎ (সেই পদ) মম (আমার) পরমং ধাম (পরমোৎকৃষ্ট স্বরূপ) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে পদ প্রাপ্ত হইলে তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণের পুনরাবৃত্তি হয় না, যে পদকে সূর্য্য, চন্দ্র, হুতাশন প্রকাশ করিতে পারেন না ও যাহা স্বপ্রকাশ, তাহাই আমার স্বরূপভূত পরমোৎকৃষ্ট পদ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদেব পদং পুনর্ব্বিশিষ্যতে—নেতি। তদ্ধামেতি ব্যবহিতেন ধাম্না সম্বধ্যতে। তদ্ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্ব্বাবভাসনশক্তিমত্ত্বেঽপি সতি। তথা ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রঃ। ন চ পাবকো নাগ্নিরপি। যদ্ধাম বৈষ্ণবং পদং গত্বা প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। যচ্চ সূর্য্যাদির্ন ভাসয়তে। তদ্ধাম পদং পরমং মম বিষ্ণোঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। তৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি। যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ। তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম। অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশাবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াতীত ব্রহ্মপদ লাভ করিলে গুণাবেশের সম্পূর্ণ অভাব হয়। সুতরাং গুণাতীত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের পুনর্জন্ম হয় না। সেই পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ সাক্ষাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত। জড় পদার্থ চন্দ্র-সূর্য্যাদি চৈতন্য স্বরূপকে প্রকাশ করিবে কোথা হইতে? শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনু ভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥" (ক)

সেই পরব্রহ্মকে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা ও বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব অল্পপ্রকাশযুক্ত অগ্নি কোথা হইতে পারিবে? তাঁহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। তাঁহার দীপ্তিতেই জগৎ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। যিনি রূপাদিবর্জ্জিত, চক্ষুর অধিষ্ঠাতা সূর্য্য তাঁহাকে কিরূপে দেখাইতে পারিবে? যিনি মনের অগোচর, মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রমাই বা তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বাক্যের অতীত, বাক্‌শক্তির অধিষ্ঠাতা অগ্নিই বা তাঁহাকে প্রকাশ করিবে কিরূপে? বস্তুতঃ তিনি বাঙ্মনশ্চক্ষুর অগোচরে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ আপনার তেজেই (জ্ঞানেই) আপনি প্রকাশিত। অথবা ভক্তের প্রতি দয়া করিয়া যখন তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, তখনই তাঁহার দর্শন হয়। অন্যথা সহস্র উপায় করিলেও তাঁহার দর্শন লাভ হয় না।

যাঁহারা বিষ্ণুপদকে কোন দূরাদ্দূরতর লোকবিশেষ বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিচার ভ্রম-প্রমাদজড়িত। ব্রহ্মস্বরূপকেই ব্রহ্ম বা বিষ্ণুপদ বলা যায়। ভেদবুদ্ধিবোধিত পদার্থ মাত্রই মিথ্যা। এই মিথ্যাভাবনশীদিগের পুনরাবৃত্তি হইবেই হইবে। সুতরাং বিষ্ণুপদ ভিন্ন স্থান বলিয়া স্বীকৃত হইলে তল্লোকবাসিবর্গের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থাকিতেছে। বস্তুতঃ ভেদবাদীর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক ॥ ৬ ॥

(ক) কঠোপনিষৎ, ৫।১৫। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৪।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ ও অপুনরাবৃত্তি, মায়িক ভেদ অবলম্বন করিয়াই কথিত হইয়াছে। জীব ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও মায়ার পরিণাম অন্তঃকরণের ব্যবধানবশতঃই জীব নিজেকে স্বতন্ত্র মনে করিয়া থাকে, এবং পার্থক্য-বোধ জন্যই জন্ম-মৃত্যু ও সুখ-দুঃখাদির ক্লেশ পাইয়া থাকে। নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনার দ্বারা অন্তঃকরণের বিক্ষেপ নিবৃত্ত—বুদ্ধিবৃত্তি নিরুদ্ধ—হইলেই জীবের স্বস্বরূপের নিশ্চয় হইয়া থাকে, এবং উহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মদর্শন বলিয়া কথিত হয় (৫ অ, ১৬ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। যেমন জল শুষ্ক হইয়া গেলে জলস্থ সূর্য্যপ্রতিবিম্বের সূর্য্যে সম্মিলন, অথবা ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ ও মহাকাশের অভিন্নতা হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রতিবিম্বের সত্তা নাই, এবং মহাকাশ হইতে পৃথগ্‌ভাবে ঘটাকাশের অস্তিত্ব নাই, কেবল জল ও ঘটের ব্যবধানই পৃথক্‌ত্বের কারণ, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ সত্তা নাই, মায়া বা প্রকৃতির পরিণাম অন্তঃকরণের ব্যবধানই পৃথগ্‌ভাবে বিকাশের কারণ। সুতরাং ভিন্নতাকারক অন্তঃকরণ-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই ব্রহ্মস্বরূপে জীবের অভিন্নতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন আত্মস্থ হইলে দেশকালাদির অভাববশতঃ ব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ হইতে জীবের পৃথক্ হইবার আর কোনও উপাধি না থাকায় জীবেরও ব্রহ্মরূপেই নিত্যস্থিতি হয়। শ্রুতিতেও আছে যে ভগবান্ জীব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন ("তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ")। সুতরাং জীবরূপে যে পরমাত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ। ভক্তি-বৈরাগ্যাদির দ্বারা পরমাত্মার নিত্য বিভুস্বরূপে তন্ময়তা হইলে জীবের ক্ষুদ্র পৃথগ্‌ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের ভূমা চিন্মাত্র স্বরূপ প্রকাশিত হয়। (২ অঃ, ৫১ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

— ——

অন্বয়বোধিনী। মম এব (আমারই) সনাতনঃ (সনাতন) অংশঃ (অংশ) জীবভূতঃ (জীবস্বরূপ) [হইয়া] প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিস্থিত) মনঃষষ্ঠানি (মন সহ ছয়) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) জীবলোকে (সংসারে) কর্ষতি (আকর্ষণ করিয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই সংসারে সনাতন জীব আমারই অংশ। এই জীব পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তম্। ননু সর্বা হি গতিরাগত্যন্তা। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা ইতি হি প্রসিদ্ধম্। কথমুচ্যতে তদ্ধাম গতানাং নাস্তি নিবৃত্তিরিতি। শৃণু তত্র কারণম্—মমৈবেতি। মমৈব পরমাত্মনো নারায়ণস্য। অংশো ভাগোঽবয়ব একদেশ ইত্যনর্থান্তরম্। জীবলোকে জীবানাং লোকে সংসারে। জীবভূতঃ কর্ত্তা ভোক্তেতি প্রসিদ্ধঃ। সনাতনঃ পুরাতনঃ। যথা জলসূর্য্যকঃ সূর্য্যাংশো জলনিমিত্তাপায়ে সূর্য্যমেব গত্বা ন নিবর্ত্তত

তথায়মপ্যংশস্তেনৈবাত্মনা গচ্ছতি। এবমেব। যথা বা ঘটাদ্যুপাধিপরিচ্ছিন্নো ঘটাদ্যাকাশ আকাশাংশঃ সন্ ঘটাদিনিমিত্তাপায় আকাশং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তত ইত্যেবম্। অত উপপন্নমুক্তং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে (গী ১৫।৬) ইতি।

ননু নিরবয়বস্য পরমাত্মনঃ কুতোঽবয়ব একদেশোঽংশ ইতি? সাবয়বত্বে চ বিনাশপ্রসঙ্গঃ। • অবয়ববিভাগাৎ।

নৈষ দোষঃ। অবিদ্যাকৃতোপাধিপরিচ্ছিন্ন একদেশোঽংশ ইব কল্পিতো যতঃ। দর্শিতশ্চায়মর্থঃ ক্ষেত্রাধ্যায়ে বিস্তরশঃ। স চ জীবো মদংশত্বেন কল্পিতঃ কথং সংসরত্যুৎক্রামতি চেতি? উচ্যতে—মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি প্রকৃতিস্থানি স্বস্থানে কর্ণশকুল্যাদৌ প্রকৃতৌ স্থিতানি কর্ষত্যাকর্ষতি॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্ত্তন্তে তর্হি সতি সংপদ্য ন বিদুঃ সতি সংপদ্যামহ ইত্যাদিশ্রুতেঃ (ক) সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ। অসৌ সুষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়ং ভাবঃ—সত্যং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্ব্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিঃ। তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ঃ। ন তু শুদ্ধে। তদুক্তং—অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্তীত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি স্বোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি। বিদুষাং তু শুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তের্নাবৃত্তিরিতি॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে" ভগবানের এই কথা শুনিয়া পাছে অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, জীব নিজ স্থান হইতে যেখানে যাইবে সেখানে থাকিবে কেন? অবশ্যই তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে। জীব স্বর্গে গমন করে, তাহা হইতে তাহার পুনরাবর্ত্তন হয়। সুষুপ্ত্যবস্থা হইতেও সাধকের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মপদ লাভ করিলে জীবের পুনরাবৃত্তি হইবে না কেন? এই সংশয় ভঞ্জনার্থ ভগবান্ এতৎ শ্লোকের অবতারণা করিলেন।

ব্রহ্মের অংশ-অংশী ভাব না থাকিলেও মায়াপ্রভাবে তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। জীব নিত্যকালবিদ্যমান ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। মায়িক উপাধি ও অন্তঃকরণব্যবধানে উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। জীবের নিজ স্থান যদি সংসার হইত, তবে ব্রহ্মপদ পাইয়া জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হইতে পারিত। বস্তুতঃ জীবের নিজ স্থান "ব্রহ্মপদ"। ব্রহ্মপদ হইতে সংসারগত বলিয়া জীব ভাসমান হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান প্রভাবে সংসার হইতে নিজস্থান—ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে তবে আর সংসারে পুনরাবৃত্ত হইবে কেন? যেমন সূর্য্য জলে প্রতিবিম্বিত হয়, জল শুকাইয়া গেলে প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই বিলীন হয় আর ফিরিয়া আসে না, সেইরূপ অন্তঃকরণাদি ব্যবধান (বিচ্ছিন্ন) হইয়া গেলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৯।২।

শরীরং যদাবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

হইয়া যায়। সুষুপ্ত্যবস্থা বা প্রকৃতিতে বিলীন অবস্থাকে মুক্তাবস্থা বলা যায় না। কেননা, এ অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তিসকল মনে ও মন অজ্ঞানরূপ কারণে নিষ্ক্রিয়াবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আত্মজ্ঞান না জন্মিলে মায়োপাধিক জীব ইন্দ্রিয়গণ সহিত মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়। উপাধি বিনষ্ট হইয়া গেলেই জীব স্ব স্বরূপাবস্থায় নিত্য স্থিতি করিতে থাকে ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। ঈশ্বরঃ (জীবাত্মা) যৎ (যে) শরীরম্ (শরীর) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চাপি (ও যে দেহ) উৎক্রামতি (ত্যাগ করেন) [তাহা হইতে] বায়ুঃ (বায়ুকর্তৃক) আশয়াৎ (পুষ্পাদি আধার হইতে) গন্ধান্ ইব (গন্ধসমূহ গ্রহণের ন্যায়) এতানি (এই ছয় ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণ পূর্ব্বক) [তাহাতে] সংযাতি (গমন করেন) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন বায়ু গমন কালে পুষ্পাদি হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ জীবাত্মা দেহ হইতে উৎক্রমণ কালে মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লন, এবং অন্য দেহে প্রবেশকালে উক্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কস্মিন্ কালে?—শরীরমিতি। যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরো দেহাদিসংঘাতস্বামী জীবস্তদা। কর্ষতীতিশ্লোকস্য দ্বিতীয়পাদোঽর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সম্বধ্যতে। যদা চ পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরাচ্ছরীরান্তরমবাপ্নোতি তদা গৃহীত্বৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি সংযাতি সম্যগ্‌যাতি গচ্ছতি। কিমিবেতি? আহ—বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যাকৃষ্য কিং করোতীতি? অত্রাহ—শরীরমিতি। য যদা শরীরান্তরং কর্ম্মবশাদবাপ্নোতি যতশ্চ শরীরাদুৎক্রামতীশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী তদা পূর্ব্বস্মাচ্ছরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সম্যগ্‌যাতি। শরীরে সত্যপীন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ। আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবের দেহান্ত হইলে স্থূল শরীর পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকে, প্রাণাদি বায়ু সকল বাহ্য বায়ুতে মিলিয়া যায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত মন—মনোময় শরীর—সূক্ষ্ম দেহ, বায়ুর সহিত গন্ধের গতির ন্যায়, জীবাত্মার অনুগমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বদেহে থাকিয়া শুভাশুভ কর্ম্ম বা অন্যরূপ সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয় ও মনের যে ক্ষীণতা বা পুষ্টি বা গঠন হইয়া থাকে, তদুপযোগী বিষয় ভোগ করিবার জন্য জীব অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হয়, এবং সেই দেহে প্রবেশ কালে পূর্ব্বদেহের মন ও প্রকৃতিকে সঙ্গে করিয়া লয়, এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অযং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ (চক্ষুঃ), স্পর্শনং চ (ত্বক্), রসনং (জিহ্বা), ঘ্রাণম্ এব চ (নাসিকা) মনশ্চ (ও মনকে অধিষ্ঠায় (আশ্রয় করিয়া) বিষয়ান্ (শব্দাদি বিষয়সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করে) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। জীবাত্মা শ্রোত্র, নেত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ সহ মনকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কানি পুনস্তানীতি? শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রং। চক্ষুঃ। স্পর্শনং চ ত্বগিন্দ্রিয়ং। রসনং জিহ্বা। ঘ্রাণমেব চ। মনশ্চ ষষ্ঠম্। প্রত্যেকমিন্দ্রিয়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহস্থো বিষয়াঞ্ছব্দাদীনুপসেবতে ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চান্তঃকরণমধিষ্ঠায়াশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঙ্‌ক্তে ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "ঘ্রাণমেব চ" পদের চকার দ্বারা বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় গৃহীত হইয়াছে, এবং "মনশ্চ" পদের চকার দ্বারা বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও অন্তঃকরণচতুষ্টয় এতাবৎ আশ্রয় করিয়া জীবাত্মা শব্দাদি বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। উৎক্রামন্তং (দেহ হইতে গমনশীল) স্থিতং বা অপি (অথবা দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং বা (অথবা বিষয়ভোগনিরত) গুণান্বিতং (গুণসংযুক্ত) [জীবকে] বিমূঢ়াঃ (মূঢ়গণ) ন অনুপশ্যন্তি (দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ (বিবেকিগণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়ভোগ-প্রবৃত্ত বা গুণত্রয়শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না। জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মগণই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং দেহগতং দেহাৎ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং পরিত্যজন্তং দেহং পূর্ব্বোপাত্তং। স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তং। ভুঞ্জানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং। গুণান্বিতং সুখদুঃখমোহাদ্যৈর্গুণৈরন্বিতমনুগতং। সংযুক্তমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতমপ্যেনমত্যন্ত-দর্শনগোচরপ্রাপ্তং বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তয়ানেকধা মূঢ়া নানুপশ্যন্তি। অহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যনুক্রোশতি চ ভগবান্। যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্ত এবং পশ্যন্তি। জ্ঞানচক্ষুষো বিবিক্তদৃষ্টয় ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্ ।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কার্য্যকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবংভূতমাত্মানং সর্ব্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি? তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেকবুদ্ধিবিচারবান্ মহাত্মগণ শুদ্ধহৃদয়রূপনেত্রে (দেহত্যাগকালে, দেহে স্থিতিকালে, শোকমোহ সুখদুঃখাদি ভোগকালে, সত্বাদি গুণসঙ্গকালে) আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষয়ভোগবাসনায় উন্মত্ত মূঢ়গণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় ॥ ১০ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সমস্ত ক্রিয়াই আত্মচৈতন্যের সত্তাবশতঃ হইতেছে। অথচ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত, ইহা আত্মজ্ঞ পুরুষের অনুভব হইয়া থাকে। আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলে কেবলমাত্র শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত আত্মার পৃথক্ সত্তার ধারণা হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। যতন্তঃ (যত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণ) এনম (এইআত্মাকে) আত্মনি (বুদ্ধিতে) অবস্থিতং (অধিষ্ঠিত) পশ্যন্তি (দর্শন করেন)। যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মানঃ (মলিনচিত্ত) অচেতসঃ (অবিবেকিগণ) এনম্ (ইহাকে) ন পশ্যন্তি (দেখিতে পায় না) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকী পুরুষগণ যত্ন করিলেও তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কেচিত্তু—যতন্ত ইতি। যতন্তঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তো যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতমাত্মানং পশ্যন্ত্যয়মহমস্মীত্যুপলভন্ত আত্মনি স্বস্যাং বুদ্ধাববস্থিতম্। যতন্তোঽপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মনোঽসংস্কৃতাত্মানস্তপসেন্দ্রিয়জয়েন চ দুশ্চরিতাদনুপরতা অশান্তদর্পাত্মানঃ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দুর্জ্ঞেয়শ্চায়ং যতো বিবেকিষ্বপি কেচিৎ পশ্যন্তি কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যতন্ত ইতি। যতন্তো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি। শাস্ত্রাভ্যাসাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্ব্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শুদ্ধান্তঃকরণ যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥

করেন। নিষ্কাম কর্ম্মাদি দ্বারা যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল হয় নাই, তাহারা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার দর্শন পায় না, কেননা, চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের ঈক্ষণযন্ত্র ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিনী। আদিত্যগতং (সূর্য্যস্থিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ), চন্দ্রমসি চ (চন্দ্রে) যৎ (যে তেজ), অগ্নৌ চ (এবং অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ), অখিলং (সমস্ত) জগৎ (জগৎকে) ভাসয়তে (প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ (সেই তেজ) মামকম্ (মদীয়) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। আদিত্য, চন্দ্র ও অগ্নির যে তেজ অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া থাকে, সে তেজ আমারই স্বরূপ জানিবে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যৎ পদং সর্ব্বস্যাবভাসকমপ্যগ্ন্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নাবভাসয়তে যৎপ্রাপ্তাশ্চ মুমুক্ষবঃ পুনঃ সংসারাভিমুখা ন নিবর্ত্তন্তে যস্য চ পদস্যোপাধিভেদমনুবিধীয়মানা জীবা ঘটাকাশাদয় ইবাকাশস্যাংশাস্তস্য পদস্য সর্ব্বাত্মত্বং সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং চ বিবক্ষুশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈর্বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্—যদিতি। যদাদিত্যগতমাদিত্যাশ্রয়ম্। কিং তৎ? তেজো দীপ্তিঃ প্রকাশো জগদ্ভাসয়তে প্রকাশয়ত্যখিলং সমস্তম্। যচ্চন্দ্রমসি শশভৃতি তেজোঽবভাসকং বর্ত্ততে। যচ্চাগ্নৌ হুতবহে। তত্তেজো বিদ্ধি বিজানীহি মামকং মদীয়ম্। মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ।

অথবা যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যাত্মকং জ্যোতির্যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকং মদীয়ম্। মম বিষ্ণোস্তজ্জ্যোতিঃ।

ননু স্থাবরেষু জঙ্গমেষু চ তৎ সমানং চৈতন্যাত্মকং জ্যোতিঃ। তত্র কথমিদং বিশেষণং যদাদিত্যগতমিত্যাদি?

নৈষ দোষঃ। সত্ত্বাধিক্যাদাধিক্যোপপত্তেঃ। আদিত্যাদিষু হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাস্বরম্। অতস্তত্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিতি তদ্বিশিষ্যতে। ন তু তত্রৈব তদধিকমিতি। যথা হি লোকে তুল্যেঽপি মুখসংস্থানে ন কাষ্ঠকুড্যাদৌ মুখমাবির্ভবতি। আদর্শাদৌ তু স্বচ্ছে স্বচ্ছতরে চ তারতম্যেনাবির্ভবতি। তদ্বৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তম্। তৎপ্রাপ্তানাং চাপুনরাবৃত্তিরুক্তা। তত্র চ সংসারিণোঽভাবমাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদিচতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিষু স্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্ব্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চৈতন্যাত্মক প্রকাশক জ্যোতিঃ মাত্রেই ভগবিভূতি। যে

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৩॥

শ্বেতভাস্বররূপ তেজে জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই। তিনি নিজ মায়ায় জগৎ বিস্তারিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্রহ্মতেজেই সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্। এই তেজেই সূর্য্যাধিষ্ঠিত চক্ষু, চন্দ্রাধিষ্ঠিত মন ও অগ্ন্যধিষ্ঠিত বাক্ ক্রিয়া করিতেছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ। যেন চক্ষুংষি পশ্যন্তি" (ক)—যে চৈতন্যরূপ তেজ দ্বারা সূর্য উত্তাপ দিতেছে ও চক্ষু (রূপাদি) দেখিতেছে॥ ১২॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। যেমন সকল বস্তুই সূর্য্য কর্তৃক প্রকাশিত হইলেও জল দর্পণাদিই স্বচ্ছতাবশতঃ সূর্য্যপ্রতিবিম্ব প্রকাশে সমর্থ, মৃত্তিকা বা কাষ্ঠাদিতে সেরূপ বিকাশ হয় না। আবার যেরূপ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু, স্ফটিক ও হীরক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আলোক বিকিরণে সমর্থ, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য দেশকালাবচ্ছিন্ন জড়পদার্থে শব্দ, স্পর্শ, রূপ (জ্যোতি), রস ও গন্ধের জ্ঞানরূপে অস্পষ্টভাবে, এবং বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবে পৃথক্ পৃথক্ চেতনারূপে প্রকাশিত হইতেছেন। সুতরাং জড়-চেতন উভয়ের মূলেই একমাত্র জ্ঞানেরই বিদ্যমানতা আছে। (১৩।১৮ ও ১৫।১৫ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)॥ ১২॥

অন্বয়বোধিনী। অহং চ (এবং আমি) ওজসা (শক্তি দ্বারা) গাম্ (পৃথিবীতে) আবিশ্য (অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) ভূতানি (সমস্ত ভূতকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি), রসাত্মক (রসযুক্ত) সোমঃ চ (চন্দ্ররূপ) ভূত্বা (হইয়া) সর্ব্বাঃ (সকল) ওষধীঃ (ব্রীহিযবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পরিপুষ্ট করিতেছি)॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। আমি নিজ প্রভাবে এই পৃথিবীকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া সমস্তভূতকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। সমস্ত রসযুক্ত সোমরূপ হইয়া ওষধিরাশিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি॥ ১৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—গামিতি। গাং পৃথিবীমাবিশ্য প্রবিশ্য। ধারয়ামি ভূতানি জগদহমোজসা বলেন। যদ্বলং কামরাগবিবর্জ্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টম্। যেন গুর্ব্বী পৃথিবী নাধঃ পততি। ন বিদীর্য্যতে চ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি (খ)। স দাধার পৃথিবীমিত্যাদিশ্চ (গ)। অতো গামাবিশ্য চ ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তম্। কিঞ্চ পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সর্ব্বাঃ ব্রীহিযবাদ্যাঃ পুষ্ণামি পুষ্টিমতীঃ রসস্বাদুমতীশ্চ করোমি সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ সোমঃ সন্। সর্ব্বরসাত্মকো রসস্বভাবঃ সর্ব্বরসানাকরঃ সোমঃ। স হি সর্ব্বা ওষধীঃ স্বাত্মরসানুপ্রবেশেন পুষ্ণাতি॥ ১৩॥

(ক) মহানারায়ণ ১।

(খ) ঋগ্বেদ, ১০।১২১।৫, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪ (গ) ঋগ্বেদ ১০।১২১।১, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।১।৮

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—গামিতি। গাং পৃথ্বীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি। অহমেব রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্ব্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবানেরই প্রচণ্ডতেজঃপ্রভাবে পৃথিবী নিজস্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার শক্তি কার্য্য না করিলে পৃথিবী হয়ত সূর্য্যাভিমুখে ছুটিয়া গিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইত, অথবা স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া রসাতলগামিনী হইত। বস্তুতঃ একটি ভৌতিক পরমাণুও তাঁহার শক্তি ব্যতীত অবিচলিত থাকিতে পারে না। চন্দ্রে সঞ্জীবনী সুধা আছে বলিয়াই উহার নামান্তর "সোম"। এই সোমান্তর্ব্বর্ত্তী অমৃতের গুণেই ঔষধাদির রোগনিবারিণী শক্তি; এ শক্তিও ভগবানের তেজ। বস্তুতঃ সংরক্ষণী শক্তির মূলাধার তিনিই ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহম্ (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ (প্রাণ ও অপান বায়ু সহ) চতুর্ব্বিধম্ (চারি প্রকার) অন্নং (অন্ন) পচামি (পরিপাক করি) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমিই জঠরাগ্নিরূপে সর্ব্ব প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া চারিপ্রকার অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অহমিতি। অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোঽগ্নির্ভূত্বা—অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচ্যতে ইত্যাদিশ্রুতেঃ (ক)—বৈশ্বানরঃ সন্ প্রাণিনাং প্রাণবতাং দেহমাশ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ প্রাণাপানাভ্যাং সমাযুক্তঃ সংযুক্তঃ পচামি পক্তিং করোম্যন্নং চতুর্ব্বিধং চতুষ্প্রকারমন্নম্। ভোজ্যং পেয়ং চোষ্যং লেহ্যং চ। ভোক্তা বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ। ভোজ্যমন্নং সোমঃ। তদেতদুভয়মগ্নীষোমৌ সর্ব্বমিতি পশ্যতোঽন্নদোষলেপো ন ভবতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহমিতি। অহমীশ্বর এব বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্যান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাং চ তদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং পেয়ং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতেঽপূপাদি তদ্ভক্ষ্যম্। যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি পেয়ং। যজ্জিহ্বায়াং

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৫।৯।১; মৈত্র্যুপনিষৎ, ২।৬।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নির্গীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যম্। যত্তু দ্রংষ্ট্রাদিভির্নিষ্পীড্য সারাংশং নির্গীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ব্বিধোঽস্য ভেদঃ ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে জঠরাগ্নি দ্বারা জীবের চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন, অথবা যাহা দ্বারা জীবের পার্থিব, জলীয় তৈজস ও বায়ব্য এই চারি প্রকার অন্ন—অর্থাৎ মনুষ্যাদির ব্রীহিযবাদি অন্ন, চাতকাদির জলরূপ অন্ন, বালখিল্যাদির অগ্নিরূপ তৈজস অন্ন এবং সর্পাদির বায়ুরূপ অন্ন—পরিপাক হইয়া থাকে, তাহা ভগবানেরই বিভূতি ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং চ (আমি) সর্ব্বস্য (সকল) [প্রাণীর] হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (প্রবিষ্ট আছি), মত্তঃ (আমা হইতেই) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) জ্ঞানং (ও জ্ঞান) [হয়], অপোহনং চ (এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব) [হয়], সর্ব্বৈঃ (সকল) বেদৈঃ চ (বেদ কর্ত্তৃক) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞাতব্য), বেদান্তকৃৎ (বেদান্তার্থসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক) বেদবিৎ চ (ও বেদার্থবেত্তা) অহম্ এব (আমিই) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকল প্রাণীর হৃদয়ে আমিই জীবাত্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া স্মৃতি ও জ্ঞান রূপে উদিত হই, আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও আমা দ্বারাই হইয়া থাকে। বেদসকল দ্বারা আমিই বেদ্য, বেদান্তার্থের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক—অর্থাৎ লোকসকলের জ্ঞানদাতাও আমিই এবং আমিই বেদের [প্রকৃত] অর্থবেত্তা ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্যাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টঃ। অতো মত্ত আত্মনঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং স্মৃতির্জ্ঞানং চ। তদপোহনং যেষাং পুণ্যকর্ম্মিণাং পুণ্যকর্ম্মানুরোধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবতস্তথা পাপকর্ম্মিণাং পাপকর্ম্মানুরূপেণ স্মৃতিজ্ঞানয়োরপোহনং চ অপায়নমপগমনং চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব চ পরমাত্মা বেদ্যো বেদিতব্যঃ। বেদান্তকৃৎ বেদান্তার্থসম্প্রদায়কৃদিত্যর্থঃ। বেদবিদ্বেদার্থবিদেব চাহম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্। অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানং চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি। অপোহনং চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ। বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ। জ্ঞানদো গুরুরহমিত্যর্থঃ। বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়াশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা। এই আত্মচৈতন্যপ্রভাবেই পূর্ব্বজন্ম বা পূর্ব্বাবস্থা জনিত সংস্কারপ্রবাহরূপ স্মৃতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত ও ইন্দ্রিয়গোচর, অলৌকিক ও লৌকিক জ্ঞান হইয়া থাকে। আবার সেই চৈতন্যসত্তাপ্রভাবেই কাম, ক্রোধ, মোহাদি জন্য স্মৃতি ও জ্ঞানের ভ্রংশও হইয়া থাকে। ঋগাদি বেদচতুষ্টয় কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মাকেই জানিতে উপদেশ করিয়াছেন। বেদে যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির কথা লিখিত আছে, তত্তাবৎও পরমাত্মাতেই লক্ষিত হইয়াছে। কেননা, তিনিই সর্ব্বাত্মা রূপে বিরাজিত। বেদব্যাসাদিরূপে বেদার্থের উপদেষ্টা তিনিই। তিনিই আবার পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞাতা, অর্থাৎ বেদার্থ বুঝাইবার কর্ত্তা তিনি, এবং বুঝিবার কর্ত্তাও তিনি। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সকলের বুদ্ধির মধ্যে তিনিই অধিষ্ঠাতা। মায়াতীত চৈতন্যরূপে তিনিই ব্রহ্মপদবাচ্য, এবং মায়োপহিত চৈতন্য রূপে তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য। মায়াতীতস্বরূপে যিনি ব্রহ্ম, মায়াশ্রিতস্বরূপে তিনিই ব্রহ্মবেত্তা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (ক), "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (খ), "আনন্দো ব্রহ্ম" (গ), "তদেতদ্ব্রহ্ম" (ঘ), "অপূর্ব্বমনপরম্" (ঙ), "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখম্" (চ) "অনামগোত্রম্" (ছ), "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" (জ), "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" (ঝ), "নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং সদানন্দং চিন্মাত্রম্" (ঞ), শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" (ট), "তত্ত্বমসি" (ঠ)—ইত্যাদি বচন দ্বারা বেদ মুমুক্ষুগণকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন॥ ১৫॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। (ক) ব্রহ্ম সত্য (ত্রিকালে নিত্য বিদ্যমান), জ্ঞান (চৈতন্যস্বরূপ) ও অনন্ত (দেশকালাতীত)। (খ) ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ (বুদ্ধ্যাদির অতীত বিশুদ্ধ জ্ঞান) ও আনন্দ (প্রিয়তমস্বরূপ)। (গ) ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। (ঘ, ঙ) সেই এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (কারণহীন), এবং ইহা হইতে অপর কোনও ভিন্ন পদার্থ নাই। (চ) (ব্রহ্ম) স্থূল নহেন, ক্ষুদ্র নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, রক্তবর্ণ নহেন, স্নেহ (আর্দ্রতা) নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, সঙ্গবিশিষ্ট নহেন, রস নহেন, গন্ধ নহেন, তাঁহার চক্ষু, কর্ণ, বাক্য, মন, তেজ, প্রাণ ও মুখ নাই। (ছ) যাঁহার নাম ও গোত্র নাই। (জ) (ব্রহ্ম) শব্দ, স্পর্শ ও রূপহীন এবং নির্ব্বিকার। (ঝ) (ব্রহ্ম) বিভাগহীন, নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার। (ঞ) (ব্রহ্ম) নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ (জ্ঞানময়), মুক্ত, সত্য, সূক্ষ্ম, পরিপূর্ণ, অদ্বয় (ভেদশূন্য), সদানন্দ ও চিন্মাত্র (বিশুদ্ধ চেতন)। (ট) ব্রহ্ম শান্ত (নির্ব্বিকার), শিব (মঙ্গলময়), অদ্বৈত (ভেদ রহিত),

---

(ক) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ২।১। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৯।২৮।
(গ) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, ৩।৬। (ঘ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১৫ ; ২।৫।১৯।
(ঙ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৫।১৯। (চ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।৮।
(ছ) মুক্তিকোপনিষৎ, ২।৭২। (জ) কঠোপনিষৎ, ৩।১৫।
(ঝ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১৯ (ঞ) নৃসিংহোত্তরতাপনী, ৯।
(ট) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ৭। (ঠ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

চতুর্থ (জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত—তুরীয়) বলিয়া (জ্ঞানিগণ) মনে করেন, তিনিই আত্মা ও বিশেষরূপে জ্ঞেয়। (ঠ) সেই (ব্রহ্ম) তুমি হও (অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতে আত্মস্বরূপ তুমি অভিন্ন—তোমার পৃথক্ সত্তা নাই)॥ ১৫॥

অন্বয়বোধিনী। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) দ্বৌ এব ইমৌ (এই দুই) পুরুষৌ (পুরুষ) লোকে (সংসারে) [প্রসিদ্ধ আছে], [তন্মধ্যে] সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূতসকল) ক্ষরঃ (নশ্বর), [এবং] কূটস্থঃ (কারণস্বরূপ মায়াবীজ) অক্ষরঃ (অবিনাশী) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ১৬॥

বঙ্গানুবাদ। ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষই ইহলোকে প্রসিদ্ধ। কার্য্যরূপ ভূতগণ ক্ষর এবং কারণরূপ মায়া অক্ষর বলিয়া কথিত হয়েন।১৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভগবত ঈশ্বরস্য নারায়ণস্য বিভূতিসংক্ষেপ উক্তো বিশিষ্টোপাধিকৃতঃ—যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যাদিনা। অথাধুনা তস্যৈব ক্ষরাক্ষরোপাধিপ্রবিভক্ততয়া নিরুপাধিকস্য কেবলস্য স্বরূপনির্দিধারয়িষয়োত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে। তত্র সর্ব্বমেবাতীতানাগতবর্ত্তমানার্থজাতং ত্রিধা রাশীকৃত্যাহ—দ্বাবিমাবিতি। দ্বাবিমৌ পৃথগ্রাশীকৃতৌ পুরুষাবিত্যুচ্যেতে লোকে সংসারে। ক্ষরশ্চ—ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশ্যেকো রাশিঃ। অপরঃ পুরুষোঽক্ষরস্তদ্বিপরীতঃ। ভগবতো মায়াশক্তিঃ ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেকসংসারিজন্তুকামকর্মাদিসংস্কারাশ্রয়োঽক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে। কৌ তৌ পুরুষাবিতি? আহ স্বয়মেব ভগবান্—ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি। সমস্তং বিকারজাতমিত্যর্থঃ। কূটস্থঃ—কূটো রাশিঃ। রাশিরিব স্থিতঃ। অথবা কূটো মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিলতেতি পর্য্যায়াঃ। অনেকমায়াদিপ্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ। সংসারবীজানন্ত্যান্ন ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং তস্মাৎ পরমং সর্ব্বেভ্য উৎকৃষ্টং স্বকীয়ং সর্ব্বাধারং স্বরূপং দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি। অবিবেকিলোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষপ্রসিদ্ধেঃ। কূটঃ শিলারাশিঃ। পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা। স অক্ষরঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ॥ ১৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়ার বিকারস্বরূপ উৎপত্তি ও বিনাশযুক্ত পদার্থ মাত্রই ক্ষর, এবং আবরণ ও বিক্ষেপ পরিযুক্ত কারণস্বরূপ মায়াশক্তি অক্ষররূপে কথিত হইয়া থাকে। চৈতন্যাত্মক পুরুষ এই দুই নামেই প্রসিদ্ধ॥ ১৬॥

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। কারণরূপে অনাদি মায়াশক্তি এবং তাহার কার্য্যরূপ চরাচর জগৎ উভয়ই ব্রহ্ম চৈতন্যের আশ্রিত উপাধি বলিয়া গৌণার্থে পুরুষরূপে কথিত হইয়াছে। ক্ষর ও অক্ষর নামে উক্ত কার্য্য ও কারণরূপে প্রকাশিত উভয় পুরুষই অচেতন, একমাত্র পরমাত্মাই প্রকৃত পুরুষ, এবং জীব-চৈতন্য তাঁহা হইতে অভিন্ন। সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মাই সর্ব্বজীবে বিকাশ পাইতেছেন—"অনেন জীবেনাত্মানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুতিঃ (ক)—জীবাত্মা রূপে এই দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি (পরমাত্মা) নামরূপময় জগৎকে প্রকাশ করি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অন্যঃ তু (পক্ষান্তরে ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিভিন্ন) উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট) পুরুষঃ (চৈতন্যরূপ পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা এই সংজ্ঞায়) উদাহৃতঃ (কথিত হয়েন), যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) অব্যয়ঃ (ও অব্যয়) লোকত্রয়ম্ (লোকত্রয়ে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভর্ত্তি (প্রতিপালন করিতেছেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর পরমোৎকৃষ্ট চৈতন্যরূপ পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর—এতদুভয় হইতেই ভিন্ন। তিনি পরমাত্মা নামে অভিহিত। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় ও তিনি ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ক্ষরাক্ষরোপাধিদ্বয়দোষেণাস্পৃষ্টো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ—উত্তম ইতি। উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ। অত্যন্তবিলক্ষণ আভ্যাং। পরমাত্মেতি—পরমশ্চাসৌ দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাত্মভ্য আত্মা চ সর্ব্বভূতানাং প্রত্যক্‌চেতন ইতি। অতঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃত উক্তো বেদান্তেষু। স এব বিশেষ্যতে যো লোকত্রয়ং ভূর্ভুবঃ-স্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্য প্রবিশ্য বিভর্ত্তি স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেণ বিভর্ত্তি ধারয়তি। অব্যয়ো নাস্য ব্যয়ো বিদ্যতে ইত্যব্যয়ঃ। ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞো নারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ ॥১৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ উত্তম ইতি। এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণস্তূত্তমঃ পুরুষঃ।, বৈলক্ষণ্যমেবাহ—পরমশ্চাসাবাত্মা চেত্যুদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মত্বেন ক্ষরাদচেতনাদ্বিলক্ষণঃ। পরমত্বেনাক্ষরাচ্চেতনাদ্ভোক্তৃ-বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলোঽ-ব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সঁল্লোকত্রয়ং কৃৎস্নমাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৭ ॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৩।২।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কার্য ও কারণরূপ মায়াশক্তির অতীত ও মায়োপাধির প্রকাশক পরমাত্মা এতৎ সমস্ত হইতে বিভিন্ন। তিনি পঞ্চকোষের অতীত ও অনবিণাশ্য। তিনি প্রভুত্ব-বলে ত্রিজগৎকে নিজ অধীনে রাখিয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিব্যাদিকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন, সকলকে রক্ষা করিতেছেন ও সকলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অব্যয় ও ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু॥ ১৭॥

অন্বয়বোধিনী। যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ অতীতঃ (ক্ষরের অতীত), অক্ষরাৎ অপি চ (এবং অক্ষর হইতেও) উত্তমঃ অতঃ (উত্তম), (অতএব) লোকে বেদে চ (লোকে ও বেদে) পুরুষোত্তমঃ ইতি (পুরুষোত্তম বলিয়া) প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই) ॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ। আমি ক্ষর হইতে অতীত এবং অক্ষর হইতে পরমোৎকৃষ্ট। এই জন্য লোক ও বেদ মধ্যে আমার নাম পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথাব্যাখ্যাতস্যেশ্বরস্য পুরুষোত্তম ইত্যেতন্নাম প্রসিদ্ধম্। তস্য নামনির্ব্বচনপ্রসিদ্ধ্যার্থবত্বং নাম্নো দর্শয়ন্নিরতিশয়োঽহমীশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং সংসারমায়াবৃক্ষমশ্বত্থাখ্যমতিক্রান্তোঽহম্। অক্ষরাদপি সংসারমায়াবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম ঊর্দ্ধতমো বা। অতঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইতি। এবং মাং ভক্তজনা বিদুঃ। কবয়ঃ কাব্যাদিষু চেদং নাম নিবধ্নন্তি। পুরুষোত্তম ইত্যনেনাভিধানেনাভিগৃণন্তি ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিবর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ। অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ। অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথা চ শ্রুতিঃ—স এষ সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতি সর্ব্বমিদং প্রশাস্তীত্যাদি (ক) ॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ কার্য্যরূপ সংসারের অতীত ও অব্যাকৃত কারণ বীজরূপ অবিদ্যা হইতে অত্যুত্তম। কেননা, চৈতন্য পদার্থ জড় হইতে পরমশ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বশ্লোকে ক্ষর ও অক্ষর—কার্য্য ও কারণ—দুই পুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা কার্য্য ও কারণ এই উভয় পুরুষ হইতেই উত্তম। এইজন্য বেদ ও লোকমণ্ডলী তাঁহাকে "পুরুষোত্তম" বলিয়া থাকে॥ ১৮॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৫।৬।১।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) যঃ (যিনি) এবম্ (এই প্রকারে) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীনচিত্ত) [হইয়া] পুরুষোত্তমং (পুরুষোত্তম) মাং (আমাকে) জানাতি (বিদিত হয়েন), সঃ (তিনি) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বপ্রকারে) মাং (আমাকে) ভজতি (ভজনা করেন), [তদন্তর] সর্ব্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) [হন] ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নির্মোহচিত্ত হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে বিদিত হয়েন, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, এবং তিনিই ভক্তিযোগ দ্বারা আমার যথার্থরূপ সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং যথানিরুক্তমাত্মানং যো বেদ তস্যেদং ফলমুচ্যতে—যো মামিতি। যো মামীশ্বরং যথোক্তবিশেষণমেবং যথোক্তেন প্রকারেণাসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতঃ সন্ জানাতি—অয়মহমস্মীতি—পুরুষোত্তমং স সর্ব্ববিৎ—সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বং বেত্তীতি—সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতস্থং ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মচিত্ততয়া হে ভারত॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবমুক্তপ্রকারেণাসংমূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি। ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্যবিগ্রহধারী ভগবান্ "আমাদেরই মত একজন সাধারণ মনুষ্য" এইরূপ মোহ যাঁহার বিদূরিত হইয়াছে, তিনিই তাঁহাকে পুরুষোত্তম জ্ঞানে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারা প্রকৃত ভজনা করিতে সমর্থ। তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বগতান্তরাত্মা বলিয়া জানেন, এইজন্য তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যিনি সোপাধিক ব্রহ্মরূপ বাসুদেবকে মনুষ্যবুদ্ধিতে না দেখিয়া ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সর্ব্ববিৎ॥ ১৯॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিতে পরমাত্মার যে চৈতন্যসত্তার বিকাশ হইয়াছে তাহা যে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধস্বরূপ, ইহা ১৪শ অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন, এবং এখানেও সাধককে ভক্তিভাবে তাঁহার পুরুষোত্তম স্বরূপেই শরণাগত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতার এই অধ্যায়ে গীতার্থের সার সংগৃহীত হইয়াছে। ভগবানের মায়িক রূপের দর্শন মাত্রই, অথবা বৈকুণ্ঠাদি লোকে স্থিতিই ভক্তিসাধনার শেষ লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া তাঁহারই স্বরূপে নিত্যস্থিতিরূপ অভিন্নভাব লাভ করাই প্রেমের পরকাষ্ঠা—পরা ভক্তি। তাঁহার চিন্ময় স্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মানবীয় ভাবের কল্পনায় সাধারভক্তির পুষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানস্বরূপেই নিত্য শান্তি-সুখ লাভ হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়বোধিনী। অনঘ ভারত (হে নিষ্পাপ ভারত!) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রকারে) গুহ্যতমম্ (অতীব গুহ্য) ইদং (এই) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) উক্তম্ (কথিত হইল) [যে কেহ] এতৎ (ইহা) বুদ্ধ্বা (অবগত হইয়া) বুদ্ধিমান্ (জ্ঞানসম্পন্ন) কৃতকৃত্যঃ চ (ও কৃতার্থ) স্যাৎ (হয়েন)॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। হে অনঘ। হে ভারত। আমি তোমার নিকট এই যে অতীব গুহ্য রহস্যশাস্ত্র কীর্ত্তন করিলাম যিনি ইহা বিদিত হয়েন, তিনি আত্মজ্ঞানযুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অস্মিন্নধ্যায়ে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষফলমুক্ত্বাথেদানীং তৎ স্তৌতি—গুহ্যতমমিতি। ইত্যেতদ্গুহ্যতমং গোপ্যতমম্। অত্যন্তরহস্যমিত্যেতৎ। কিং তৎ? শাস্ত্রম্। যদ্যপি গীতাখ্যং সমস্তং শাস্ত্রমুচ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায় ইহ শাস্ত্রমিত্যুচ্যতে স্তুত্যর্থং প্রকরণাৎ। সর্ব্বোহি গীতাশাস্ত্রার্থোঽস্মিন্নধ্যায়ে সমাসেনোক্তঃ। ন কেবলং গীতাশাস্ত্রার্থ এব কিন্তু সর্ব্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তঃ। যস্তং বেদ স বেদবিৎ (গী ১৫।১) —বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ (গী ১৫।১৫) ইতি চোক্তম্। ইদমুক্তং কথিতং ময়া হে অনঘ। এতচ্ছাস্ত্রং যথাদর্শিতার্থং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাদ্ভবেৎ—নান্যথা—কৃতকৃত্যশ্চ ভারত। কৃতং কৃত্যং কর্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ। বিশিষ্টজন্মপ্রসূতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কর্ত্তব্যং তৎ সর্ব্বং ভগবত্তত্ত্বে বিদিতে কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ। ন চান্যথা কর্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্যচিদিত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (গী ৪।৩৩) ইতি চোক্তম্। এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা। ইতি চ মানবং বচনম্ (ক)। যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বং মত্তঃ শ্রুতবানসি অতঃ কৃতার্থস্ত্বং ভারতেতি॥ ২০॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমিদং ময়োক্তম্। ন তু পুনরস্মিন্ বিংশতিশ্লোকাধ্যায়মাত্রং মে অভিপ্রায়ঃ। অত এতদ্বুদ্ধ্বা শাস্ত্রং বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্‌জ্ঞানী স্যাৎ। কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ। যোঽপি কোঽপি হে ভারত। ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ॥ ২০॥

(ক) মনু ১২।৯৩।

সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥
ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্‌গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার ১৮ অধ্যায়ে যাহা কিছু বক্তব্য, ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়েই তত্তাবৎ সংক্ষেপতঃ ব্যাখ্যা করিলেন। যদি কেহ গুরুমুখে এতাবৎ শাস্ত্রীয় নিগূঢ় রহস্য যথাযথ বিদিত হইতে পারেন, তবে তিনি যে যাগ-যজ্ঞ তপোঽনুষ্ঠানপূর্ব্বক কৃতকার্য্য ও আত্মজ্ঞানযুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভগবান্ অর্জ্জুনকে হে অনঘ—নিষ্পাপ, হে ভারত—ভরতবংশাবতংস, সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিজ সাধু প্রকৃতি, উচ্চাধিকার ও পবিত্র কুলমর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন। সাধারণ ব্যক্তিই যখন ভক্তি-পূর্ব্বক গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরমপদের অধিকারী হয়, তখন হে অর্জ্জুন, তুমি পবিত্র কুলে জন্মিয়া ও পবিত্রপ্রকৃতি হইয়া যে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ও কৃতকৃত্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নিষ্পাপ না হইলে আত্মজ্ঞানোপদেশ পাইবার অধিকার হয় না। "তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্। মুমুক্ষুণামপেক্ষ্যোয়মাত্মবোধো বিধীয়তে॥" অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়াছেন, অন্তঃকরণের বৃত্তিরাশি যাঁহাদের নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছে, বিষয়ানুরাগ যাঁহাদের বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা মুমুক্ষু ও নিরপেক্ষ, তাঁহাদিগকেই আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবার জন্য শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন। অন্যথা অনধিকারীকে আত্মজ্ঞানোপদেশ-দান নিষিদ্ধ। অর্জ্জুন নিষ্পাপ বলিয়া সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞানের অধিকারী, এই জন্য ভগবান্ তাঁহাকে গুহ্য সমস্ত উপদেশ করিলেন॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয় প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—::—

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। অভয়ং (অভীকতা) সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তশুদ্ধি) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (জ্ঞান ও যোগে স্থিতি) দানং (দান) দমঃ চ (দম) যজ্ঞঃ চ (ও যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (জপ বা শাস্ত্রপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবম্ (সরলতা)।

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! অভয়, সত্ত্বসংশুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগে স্থিতি, দান, দম ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ ও আর্জ্জব—[এই সমস্ত দৈবী সম্পৎ] ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দৈব্যাসুরী রাক্ষসী চেতি প্রাণিনাং প্রকৃতয়ো নবমেঽধ্যায়ে সূচিতাঃ। তাসাং বিস্তরেণ প্রদর্শনায়াভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিরধ্যায় আরভ্যতে। তত্র সংসারমোক্ষায় দৈবী প্রকৃতিঃ। নিবন্ধায়াসুরী রাক্ষসী চেতি। দৈব্যা আদানায় প্রদর্শনং ক্রিয়তে। ইতরয়োঃ পরিবর্জ্জনায়। শ্রীভগবানুবাচ—অভয়মিতি। অভয়মভীরুতা। সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্য সংব্যবহারেষু পরবঞ্চনামায়ানৃতাদিপরিবর্জ্জনম্। শুদ্ধভাবেন ব্যবহার ইত্যর্থঃ। জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ—জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চাত্মাদিপদার্থানামবগমঃ। অবগতানামিন্দ্রিয়াদ্যুপসংহারেণৈকাগ্রতয়া স্বাত্মসংবেদ্যতাপাদনং যোগঃ। তয়োর্জ্ঞানযোগয়োর্ব্যবস্থিতির্ব্যবস্থানং। তন্নিষ্ঠতা। এষা প্রধানা দৈবী সাত্ত্বিকী সম্পৎ। যত্র চ যেষামধিকৃতানাং যা প্রকৃতিঃ সম্ভবতি সাত্ত্বিকী সোচ্যতে। দানং যথাশক্তি সংবিভাগোঽন্নাদীনাম্। দমশ্চ বাহ্যকরণানামুপশমঃ। অন্তঃকরণস্যোপশমং শান্তিং বক্ষ্যতি। যজ্ঞশ্চ শ্রৌতোঽগ্নিহোত্রাদিঃ। স্মার্ত্তশ্চ দেবযজ্ঞাদিঃ। স্বাধ্যায় ঋগ্বেদাদ্যধ্যয়নমদৃষ্টার্থম্। তপো বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জ্জবমৃজুত্বং সর্ব্বদা ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

আসুরীং সম্পদং ত্যক্ত্বা দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং তদ্বিবেকোঽথ ষোড়শে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারতেত্যুক্তং। তত্র ক এতদ্বুধ্যতে। কো বা ন বুধ্যতে? ইত্যপেক্ষায়াং তজ্জ্ঞানেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়স্যারম্ভঃ। নিরূপিতে হি কার্য্যার্থেঽধিকারিবিনিয়োগ ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ—ভাবাবো

যেন বোদ্ধব্যঃ স প্রাগাদ্দোলিতো যদা। তদা কর্ত্তব্য বোদ্ধেতি শক্যং কর্ত্তুং নিরূপণম্॥ ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষণভূতাঃ দৈবীং সম্পদমাহ—অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ। সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ সুপ্রসন্নতা। জ্ঞানযোগ আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা। দানং স্বভোজ্যান্নাদের্যথোচিতং সংবিভাগঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ। যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপূর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদিঃ। জপযজ্ঞো বা। তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শারীরাদি। আর্জ্জবমবক্রতা॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। বাসনাই যে সংসাররূপ বৃক্ষের অবান্তর মূল, তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ ভোগবাসনা দ্বিবিধ। সাত্ত্বিকী বাসনা শুভ ও মুক্তিমার্গের হেতু, এবং রাজস ও তামস বাসনা অশুভ ও বন্ধনের হেতুস্বরূপ। সাত্ত্বিকী বাসনা দৈবী সম্পৎ, এবং রাজস ও তামস বাসনা রাক্ষসী বা আসুরী সম্পৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অশুভ বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভ বাসনা অবলম্বন করা যে আবশ্যক, তাহা এই অধ্যায়ে কথিত হইবে।

শাস্ত্রের যথাযথ অর্থ বিদিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠানপরায়ণতার নাম 'অভয়', অথবা মৃত্যু আদির শঙ্কার অভাবের নাম অভয়। অন্তঃকরণের সুনির্ম্মলতা, অর্থাৎ মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, মায়াদি ত্যাগের নাম সত্ত্বসংশুদ্ধি। আত্মস্বরূপ-নিশ্চয়ের নাম জ্ঞান। একাগ্রচিত্তে আত্মানুভূতির নাম যোগ। "আমা হইতে কোন প্রাণী যেন ভীত না হয়"—এই ভাবটি পরমহংস ধর্ম্মের উপলক্ষণ। এই অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় হইয়া থাকে। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা এই সত্ত্বসংশুদ্ধি লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তিই দৈবী সম্পৎ লাভের মূল। অতঃপর গৃহস্থগণের দৈবী সম্পৎ কথিত হইয়াছে। নিজাধিকৃত সামগ্রীর স্বত্বত্যাগ পূর্ব্বক যোগ্যপাত্রে দান, বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ আদি), বেদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য বা কায়িক বাচিক ও মানসিক তপঃ (সপ্তদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে) ও অকপটতা—এইগুলি দৈবী সম্পৎ॥ ১॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ"—সর্ব্বপ্রাণীই আমা হইতে অভয় লাভ করুক, শ্রুতির এই আদেশ সন্ন্যাসীর জীবনে অবশ্য পালনীয়। শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা লাভ এবং তত্ত্বজ্ঞানসহ মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়-রূপ—চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপ যোগ সন্ন্যাসীর পক্ষে দৈবী সম্পৎ বলিয়া বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানযোগে স্থিত হইলেই প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে (৯ম। ১৩ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য)। দান, দম ও যজ্ঞই গৃহস্থের প্রধান দৈবী সম্পৎ, স্বাধ্যায় (শাস্ত্রপাঠ) ব্রহ্মচারীর, এবং তপস্যাই বানপ্রস্থাশ্রমীর দৈবী সম্পৎ। অবশেষে আর্জ্জব (কার্য্য, বাক্য ও ভাবের একতারূপ সাত্ত্বিক ব্যবহার) চতুর্ব্বর্ণের ও চতুরাশ্রমেরই সাধারণ দৈবী সম্পৎ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ১॥

**অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভি জাতস্য ভারত ॥ ৩॥**

অন্বয়বোধিনী। অহিংসা (অহিংসা), সত্যম্ (সত্য), অক্রোধঃ (অক্রোধ), ত্যাগঃ (ত্যাগ), শান্তিঃ (শান্তি), অপৈশুনং (পরনিন্দাবর্জ্জন), ভূতেষু (জীবসকলের প্রতি) দয়া (দয়া), অলোলুপ্ত্বং (লোভশূন্যতা), মার্দ্দবং (মৃদুতা), হ্রীঃ (কুকর্ম্মে লজ্জা), অচাপলম্ (চাঞ্চল্যশূন্যতা) ॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, লজ্জা ও অচাপল্য—] এতাবৎ দৈবী সম্পৎ] ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসা অহিংসনং প্রাণিনাং পীড়াবর্জ্জনম্। সত্যমপ্রিয়ানৃতবর্জ্জিতম্ যথাভূতার্থবচনম্। অক্রোধঃ পরৈরাক্রুষ্টস্যাভিহতস্য বা প্রাপ্তস্য ক্রোধস্যোপশমনম্। ত্যাগঃ সংন্যাসঃ—পূর্ব্বং দানস্যোক্তত্বাৎ। শান্তিরন্তঃকরণস্যোপশমঃ। অপৈশুনমপিশুনতা। পরস্মৈ পররন্ধ্রপ্রকটীকরণং পৈশুনম্ তদভাবোঽপৈশুনম্। দয়া কৃপা ভূতেষু দুঃখিতেষু। অলোলুপ্ত্বমিন্দ্রিয়াণাং বিষয়সন্নিধাবাবিক্রিয়া। মার্দ্দবং মৃদুতা অক্রৌর্য্যম্। হ্রীর্লজ্জা। অচাপলমসতি প্রয়োজনে বাক্‌পাণিপাদাদীনামব্যাপারয়িতৃত্বম্ ॥ ২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্। সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্। অক্রোধস্তাড়িতস্যাপি চিত্তে ক্ষোভানুৎপত্তিঃ। ত্যাগ ঔদার্য্যম্। শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ। পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনম্। তদ্বর্জ্জনমপৈশুনম্। ভূতেষু দীনেষু দয়া। অলোলুপ্ত্বমলোলুপত্বং লোভাভাবঃ। অবর্ণলোপ আর্ষঃ। মার্দ্দবং মৃদুত্বমক্রূরতা। হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা। অচাপলং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্ ॥ ২॥

গীতার্থসন্দীপনী। অহিংসা—যে যে বৃত্তি দ্বারা জীব জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তত্তাবদ্বৃত্তির হানি না করা। সত্য—যথার্থ অর্থবোধক বচনোচ্চারণ রূপ সত্য [যে বচাপ্রয়োগে অনর্থোৎপত্তি না হয়]। অক্রোধ—অনাদৃত বা তাড়িত হইয়াও ক্রুদ্ধ না হওয়া। ত্যাগ—শাস্ত্রবিধি পূর্ব্বক যোগ্য পাত্রে দান বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস। শান্তি—অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের উপশম। অপৈশুন্য—অন্যের কাছে আর একজনের অসাক্ষাতে দোষকীর্ত্তন না করা। দয়া—দীনের প্রতি করুণা। অলোলুপতা—ভোগের বস্তু সম্মুখে আসিলেও ইন্দ্রিয়াদির বিকার না জন্মান। মৃদুতা—অক্রূর কোমল বাক্য প্রয়োগ। লজ্জা, এবং অচাপল্য—নিষ্প্রয়োজন বাহ্যেন্দ্রিয়াদির ব্যাপার না করা। এই গুলিও দৈবী সম্পৎ ॥ ২॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) তেজঃ (তেজঃ), ক্ষমা (ক্ষমা), ধৃতিঃ (ধৃতি),

শৌচম্ (শৌচ), অদ্রোহঃ (অবিরোধ), নাতিমানিতা (অভিমানশূন্যতা) [এই সকল শুভ গুণ] দৈবীং সম্পদম্ (দৈবী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (হইয়া থাকে)॥ ৩॥

বঙ্গানুবাদ। তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ ও অনভিমানত্ব—হে ভারত! সত্ত্বগুণময়ী বাসনা লইয়া যাঁহারা জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাঁহারাই এতাবৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৩॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ন ত্বগ্‌গতা দীপ্তিঃ। ক্ষমা তাড়িতস্যাক্রুষ্টস্য বা অন্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ। উৎপন্নায়াং বিক্রিয়ায়াং প্রশমনমক্রোধ ইত্যবোচাম। ইত্থং ক্ষমায়া অক্রোধস্য চ বিশেষঃ। ধৃতির্দেহেন্দ্রিয়েষ্ববসাদং প্রাপ্তেষু তস্য প্রতিষেধকোঽন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ। যেনোত্তম্ভিতানি করণানি দেহশ্চ নাবসীদন্তি। শৌচং দ্বিবিধম্। মৃজ্জলাভ্যাং কৃতং বাহ্যম্। আভ্যন্তরং চ মনোবুদ্ধ্যোর্নৈর্মল্যং মায়া-রাগাদিকালুষ্যাভাবঃ। এবং দ্বিবিধং শৌচম্। অদ্রোহঃ পরজিঘাংসাভাবোঽহিংসনম্। নাতিমানিতা—অত্যর্থং মানোঽতিমানঃ স যস্য বিদ্যতে সোঽতিমানী। তদ্ভাবোঽতি-মানিতা। তদভাবো নাতিমানিতা। আত্মনঃ পূজ্যতাতিশয়ভাবনাভাব ইত্যর্থঃ। ভবন্ত্য-ভয়াদীন্যেতদন্তানি সম্পদমভি জাতস্য। কিংবিশিষ্টাং সম্পদম্? দৈবীম্। দেবানাং যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্য দৈববিভূত্যর্হস্য ভাবিকল্যাণস্যেত্যর্থঃ। হে ভারত॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ তেজ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ক্ষমা পরিভবাদিষূৎ-পদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ। ধৃতির্দুঃখাদিভিরবসীদতশ্চিত্তস্য স্থিরীকরণম্। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ। অদ্রোহো—জিঘাংসারাহিত্যম্। অতিমানিতা—আত্মন্যতিপূজ্যত্বাভি-মানঃ। তদভাবো নাতিমানিতা। এতান্যভয়াদীনি ষড়্‌বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভি জাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য। ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। তেজঃ (যদ্দ্বারা কাহারও প্রভাবে পরাভূত, অর্থাৎ ধর্ম্ম বা সত্যপথ হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়), ক্ষমা (তিরস্কৃত হইয়া সামর্থ্যসত্ত্বেও ক্রোধ না করা), ধৃতি (ব্যাকুল দেহেন্দ্রিয়াদিকে সুস্থির করিয়া রাখিবার শক্তি), শৌচ (অন্তকরণশুদ্ধি), অদ্রোহ (অবিরোধ), নাতিমানিতা (আমি অন্যের পূজ্য এরূপ অভিমান না রাখা)—এইগুলিও দৈবী সম্পৎ। যাঁহারা শুভ সাত্ত্বিকী বাসনা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাই এই শ্লোকত্রয়োক্ত ষড়্‌বিংশতি গুণ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেন" (ক)। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যময়ী বাসনা দ্বারা জীব উত্তরোত্তর জন্মে পুণ্যবান্ ও পাপ বাসনা দ্বারা পাপযুক্ত হইয়া থাকে॥ ৩॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৪।৫।

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ * ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভি জাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ৪॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অহিংসাদি একাদশগুণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণেরই অসাধারণ দৈবী সম্পৎ, ক্ষত্রিয়ের তেজঃ, ক্ষমা ও ধৃতি, বৈশ্যের শৌচ ও অদ্রোহ, এবং নাতিমানিতা শূদ্রের অসাধারণ দৈবী সম্পৎ। ১ম শ্লোকোক্ত নয়টী শুভগুণ যথাক্রমে সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থাশ্রমী চতুর্ব্বর্ণের অসাধারণ ধর্ম্মরূপে, এবং ২য় ও ৩য় শ্লোকোক্ত সতেরটী সদ্‌গুণ চতুর্ব্বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিত্ব), দর্পঃ (দর্প), অতিমানঃ চ (অভিমান), ক্রোধঃ চ (ক্রোধ), পারুষ্যম্ (নিষ্ঠুরতা), অজ্ঞানং চ এব (ও অজ্ঞান) [এই সকল অসদ্ গুণ], আসুরীং সম্পদম্ (আসুরী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) [হইয়া থাকে]॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! অশুভ বাসনা দ্বারা যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই রজস্তমোগুণময় মনুষ্যগণ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান আদি আসুরী সম্পৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীমাসুরী সম্পদুচ্যতে—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্ দর্পো বিদ্যাধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেকঃ। অতিমানঃ পূর্ব্বোক্তঃ। ক্রোধশ্চ। পারুষ্যমেব চ পরুষবচনম্। যথা কাণং চক্ষুষ্মান্বিরূপং রূপবান্ হীনাভিজনমুত্তমাভিজন ইত্যাদি। অজ্ঞানং চাবিবেকজ্ঞানং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যাদিবিষয়ঃ। অভি জাতস্য। পার্থ। কিমভি জাতস্যেতি? আহ—অসুরাণাং সম্পদাসুরী তামভি জাতস্যেত্যর্থঃ॥ ৪॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্ম্মধ্বজিত্বম্। দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তশ্চিত্তস্যোৎসেকঃ। অভিমানো ব্যাখ্যাত এব। ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ। পারুষ্যং নিষ্ঠুরত্বম্। অজ্ঞানমবিবেকঃ। আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসানাং চ যা সম্পৎ তামভিলক্ষ্য জাতস্যৈতানি দম্ভাদীনি ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৪॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও রূপে সর্ব্বোত্তম, আমি সকলের পূজনীয়, এইরূপ যাহাদের সিদ্ধান্ত, পরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে ব্যক্তি উত্তেজিত হয়, যে রুক্ষবচনবক্তা, এবং যে ব্যক্তি সদসদ্বিচারবুদ্ধিবিহীন, সে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের রজস্তমোগুণময়ী অশুভ বাসনা দ্বারা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে জানিবে॥৪॥

---

* দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চেতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। দৈবী সম্পৎ (দৈবী সম্পৎ) বিমোক্ষায় (মোক্ষের জন্য), [এবং] আসুরী (আসুরী সম্পৎ) নিবন্ধায় (বন্ধনের নিমিত্ত) মতা (অভিপ্রেত)।পাণ্ডব (হে পাণ্ডব।) মা শুচঃ (শোক করিও না), [যেহেতু] দৈবীং সম্পদম্ (দৈবী সম্পৎকে) অভি (লক্ষ্য করিয়া) জাতঃ অসি (জন্মিয়াছ) ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। দৈবী সম্পৎ মোক্ষের হেতু, ও আসুরী সম্পৎ বন্ধনের হেতু [জানিবে]। হে পাণ্ডব ! তুমি দৈবী সম্পৎ সহ জন্মিয়াছ, তুমি শোক করিও না ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যমুচ্যতে—দৈবীতি। দৈবী সম্পদ্ যা সা বিমোক্ষায় সংসারবন্ধনাৎ। নিবন্ধায়—নিয়তো বন্ধো নিবন্ধঃ। তদর্থমাসুরী সম্পন্মতা অভিপ্রেতা। তথা রাক্ষসী চ। তত্রৈবমুক্তে সত্যর্জ্জুনস্যান্তর্গতং ভাবম্—কিমহমাসুর-সম্পদ্যুক্তঃ কিংবা দৈবসম্পদ্যুক্ত ইত্যেবমালোচনারূপম্—আলক্ষ্যাহ ভগবান্ —মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। সম্পদং দৈবীমভি জাতোঽস্যভিলক্ষ্য জাতোঽসি। ভাবিকল্যাণস্ত্বমসীত্যর্থঃ। হে পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী। আসুর্য্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতচ্ছ্রুত্বা কিমহমত্রাধিকারী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি —হে পাণ্ডব মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভি জাতোঽসি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা দৈবী সম্পৎ লাভ করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা মুক্তিভাগী হয়েন। আর শাস্ত্রনিষিদ্ধ অযথোচিত কার্য্যানুষ্ঠানশীল ব্যক্তিগণ, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি দ্বারা আসুর ও রাক্ষস ভাব লাভ করিয়া থাকে। এই আসুরী সম্পৎ সংসার-বন্ধনের মূল, অর্থাৎ বারংবার জন্ম-মরণের হেতুভূত। এই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাই ভগবান্ কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি তো সাত্ত্বিকী শুভবাসনা সহ উত্তম কুলে জন্মিয়াছ, আর "গুরু ও আত্মীয়গণ বধ করা অকর্ত্তব্য" এই সাত্ত্বিকী বুদ্ধির বশীভূত হইয়াই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছ। আমি তোমাকে সকল কথাই ত প্রায় বুঝাইলাম। এক্ষণে আসুরসম্পৎশীল বিষয়ী লোকের ন্যায় যেন শোকাভিভূত হইও না।

"পাণ্ডব" এই সম্বোধন দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে ইহাই বুঝাইলেন যে, পাণ্ডুর সকল পুত্রই দৈবসম্পদ্যুক্ত, তাহাতে তুমি আবার আমার পরম প্রিয় ভক্ত; অতএব তুমি যে নিশ্চয়ই দৈবসম্পদ্যুক্ত, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) অস্মিন্ (এই) লোকে (জগতে) দৈবঃ (দৈব) আসুরঃ এব চ (ও আসুর) দ্বৌ (দুই) ভূতসর্গৌ (ভূতসৃষ্টি) [আছে], দৈবঃ (দৈবসৃষ্টি) বিস্তরশঃ (সবিস্তরে) প্রোক্তঃ (কথিত হইয়াছে)। আসুরং (আসুরী সৃষ্টি) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই জগতে দৈব সর্গ ও আসুর সর্গ—এই দুই প্রকার ভূতসর্গই সৃষ্ট হইয়াছে। হে পার্থ! দৈব সর্গের বিষয় তোমাকে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তর বলিয়াছি। এক্ষণে আসুর সর্গের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিসংখ্যাকৌ ভূতসর্গৌ ভূতানাং মনুষ্যাণাং সর্গৌ সৃষ্টী ভূতসর্গৌ সৃজ্যেতে ইতি সর্গৌ। ভূতান্যেব সৃজ্যমানানি দৈবাসুরসম্পদ্‌-যুক্তানি দ্বৌ ভূতসর্গাবিত্যুচ্যেতে। দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চেতি শ্রুতেঃ (ক)। লোকেঽস্মিন্ সংসার ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং দ্বৈবিধ্যোপপত্তেঃ। কৌ তৌ ভূতসর্গাবিতি? উচ্যতে—প্রকৃতাবেব দৈব আসুর এব চ। উক্তযোরেব পুনরনুবাদে প্রয়োজনমাহ—দৈবো ভূতসর্গোঽভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বিস্তরশো বিস্তরপ্রকারৈঃ প্রোক্তঃ কথিতঃ। ন আসুরো বিস্তরশঃ। অতস্তৎপরিবর্জ্জনার্থমাসুরং পার্থ মে মম বচনাদুচ্যমানং বিস্তরশঃ শৃণুবধারয় ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতব্যেতোতদর্থমাসুরীঃ সম্পদঃ প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ দ্বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ মে মদ্বচনাচ্ছৃণু। আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো রাক্ষসীমাসুরীঃ চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রবৃত্তিত্রৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। জগতে মনুষ্য দ্বিবিধ। যাঁহারা স্বভাবজাত রাগ-দ্বেষ আদি অভিভূত করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ হয়েন, তাঁহারা দেবতা। যাহারা স্বভাবসিদ্ধ রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করে, তাহারা অসুর। ভগবান্ ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বিষয় বলিবার সময়ে, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবদ্‌ভক্তের বিষয় ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জ্ঞানলক্ষণ বর্ণন করিবার সময়ে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কীর্ত্তন করিবার সময়ে এবং ষোড়শ অধ্যায়ে "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" আদি বচনে "দৈব ভূতসর্গ" বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন। এক্ষণে "আসুর ভূতসর্গ" ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা, কুৎসিত বিষয়ের স্বরূপ না বলিলে তাহা ঘৃণাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে জীবের ইচ্ছা হইবে কেন?? ॥ ৬ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৩।১।

**প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥**

অন্বয়বোধিনী। আসুরাঃ (অসুরস্বভাব) জনাঃ (লোকেরা) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না); [এই নিমিত্ত] তেষু (তাহাদের মধ্যে) ন শৌচং (শৌচ নাই), ন চ আচারঃ (আচার নাই), ন অপি সত্যং বিদ্যতে (সত্যও বিদ্যমান নাই) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] যাহারা অসুরস্বভাব, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নাই এজন্য সেই আসুর মনুষ্যগণের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেরাসুরী সম্পৎ প্রাণিবিশেষণত্বেন প্রদর্শ্যতে। প্রত্যক্ষীকরণেন চ শক্যতেঽস্যাঃ পরিবর্জ্জনং কর্ত্তুমিতি—প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ প্রবর্ত্তনম্। যস্মিন্ পুরুষার্থসাধনে কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তিস্তাম্। নিবৃত্তিং চ তদ্বিপরীতাম্। যস্মাদনর্থহেতোর্নিবর্ত্তিতব্যং সা নিবৃত্তিঃ। তাং চ জনা আসুরা ন বিদুর্ন জানন্তি। ন কেবলং প্রবৃত্তিনিবৃত্তী এব ন বিদুঃ। ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। অশৌচা অনাচারা মায়াবিনোঽনৃতবাদিনো হ্যাসুরাঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিং চেত্যাদিদ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিং চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি। অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যং চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দম্ভ ও দর্পাদি আসুর-ভাবযুক্ত মনুষ্যগণ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত ধর্ম্ম অবগত নহে। "প্রবৃত্তিং চ" পদের চকার দ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, তাহারা ধর্ম্ম প্রতিপাদক বিধিবাক্যও অবগত নহে, এবং যাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়, তাহারা সে অধর্ম্মও জানে না, ও অধর্ম্মপ্রতিপাদক নিষেধ বাক্যও অবগত নহে। যাহারা শাস্ত্রীয়-ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, তাহাদের আবার (বাহ্য ও আভ্যন্তর) শৌচই বা কোথায়, সদাচারই বা কোথায়, ও *প্রিয়-হিত-যাথার্থ্যসম্ভাষণই বা কোথায়?* ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠম্ (ধর্ম্মাধর্ম্মের ব্যবস্থাশূন্য) অনীশ্বরম্ (ব্যবস্থাপকবিহীন) অপরস্পরসম্ভূতং (অন্যোন্য স্ত্রী-পুরুষসংযোগজাত) কামহৈতুকম্ (কামজনিত), কিমন্যৎ (ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই) —[এইরূপ] আহুঃ (বলিয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। ইহারা এই জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, অনীশ্বর, অপরস্পরসম্ভূত ও কামহেতুক বলিয়া থাকে। তাহাদের মতে জগতের অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ৮ ॥

১ এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ অসত্যমিতি। অসত্যং—যথা বয়মনৃতপ্রায়াস্তথেদং জগৎ সর্ব্বমসত্যম্। অপ্রতিষ্ঠং চ—নাস্য ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রতিষ্ঠা। অতোঽপ্রতিষ্ঠং চেতি। ত আসুরা জনা জগদাহুরনীশ্বরম্। ন চ ধর্ম্মাধর্ম্মসব্যপেক্ষকোঽস্য শাসিতেশ্বরো বিদ্যত ইতি। অতোঽনীশ্বরং জগদাহুঃ। কিঞ্চ—অপরস্পরসম্ভূতম্। কামপ্রযুক্তয়োঃ স্ত্রী-পুরুষয়োরন্যোন্যসংযোগাজ্জগৎ সর্ব্বং সম্ভূতম্। কিমন্যৎ কামহৈতুকম্। কামহেতুকমেব কামহৈতুকম্। কিমন্যজ্জগতঃ কারণম্? ন কিঞ্চিদদৃষ্টং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি কারণান্তরং বিদ্যতে জগতঃ। কাম এব প্রাণিনাং কারণমিতি। লোকায়তিকদৃষ্টিরিয়ম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু বেদোক্তয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্মযোঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কথং ন বিদুঃ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়ানীশ্বরাজ্ঞামতিবর্ত্তেরন্? ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাৎ? অত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদি প্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ। বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরা ইত্যাদি (ক)। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ। স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অত এব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিং বদন্তীতি? অত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেত্যপরস্পরম্। অপরস্পরতোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ? কারণমস্য নাস্ত্যন্যৎ কিঞ্চিৎ। কিন্তু কামহৈতুকমেব। স্ত্রীপুরুষয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্যেত্যাহুরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুর প্রকৃতির মনুষ্যগণ বলে যে, জগতে বা জগতের মূলে কোন সত্য সত্তার অস্তিত্ব নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ প্রতিষ্ঠা যে এই জগদ্ব্যবস্থার হেতু, তাহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহাদের মধ্যে শুভাশুভ কর্ম্মের নিয়ন্তা ও সুখ-দুঃখ-ফলবিধাতা-রূপ ঈশ্বর নামে কোন পদার্থ এ জগতে নাই। এই জন্য তাহারা নির্ভীক-চিত্তে স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা বলে বিষয়ভোগসুখাভিলাষী-স্ত্রী-পুরুষের সংযোগেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—কামই জগতের উৎপত্তির হেতু। ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ অদৃষ্ট বা ঈশ্বর-রূপ অন্য কারণ এ জগতের মূল নহে ॥ ৮ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্মা অল্পবুদ্ধি উগ্রকর্ম্মা ব্যক্তিগণ প্রাণিগণের বিনাশার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতামিতি। এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্যাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো নষ্টস্বভাবা বিভ্রষ্টপরলোকসাধনা অল্পবুদ্ধয়ঃ—বিষয়বিষয়া অল্পৈব বুদ্ধির্যেষাং তেঽল্পবুদ্ধয়ঃ—প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্রূরকর্ম্মাণো হিংসাত্মকাঃ। ক্ষয়ায় জগতঃ প্রভবন্তীতি সম্বন্ধঃ। জগতোঽহিতাঃ শত্রব ইত্যর্থঃ॥ ৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্পবুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ। অত এবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি। উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ॥৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। জীবগণ আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি—রজঃ ও তমোদোষে তাহাদের আত্মা আবৃত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধিজীবী (অল্প = মল, মাংস, রুধির, মজ্জাদি নিন্দিত পদার্থযুক্ত দেহ; যাহাদের দেহে অহংবুদ্ধি, তাহারাই অল্পবুদ্ধি) ও উগ্রকর্ম্মা (যাহারা দেহ মাত্র পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়), তাহারা লোকে অহিতকারী ব্যাঘ্র-সর্পাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে॥ ৯॥

অন্বয়বোধিনী। [তাহারা] দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (কামনাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ (দম্ভ, মান ও মদে মত্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্‌গ্রাহান্ (অশুভসিদ্ধান্তসমূহ) গৃহীত্বা (গ্রহণপূর্ব্বক) অশুচিব্রতাঃ (অশুচিব্রতযুক্ত) [হইয়া] প্রবর্ত্তন্তে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়)॥ ১০॥

বঙ্গানুবাদ। তাহারা দুষ্পূরণীয় কামনাযুক্ত হৃদয়ে দম্ভ, মান ও মদে মত্ত, এবং অশুচিব্রত হইয়া অবিবেক বশতঃ অশুভ সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্ব্বক বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়॥ ১০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তে চ—কামমিতি। কামমিচ্ছাবিশেষমাশ্রিত্যাবষ্টভ্য। দুষ্পূরমশক্যপূরণম্। দম্ভমানমদান্বিতাঃ—দম্ভশ্চ মানশ্চ মদশ্চ দম্ভমানমদাঃ। তৈরন্বিতাঃ। মোহাদবিবেকতঃ। গৃহীত্বোপাদায়। অসদ্‌গ্রাহানশুভনিশ্চয়ান্। প্রবর্ত্তন্তে লোকে। অশুচিব্রতাঃ—অশুচীনি ব্রতানি যেষাং তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১০॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অপি চ—কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরং পূরয়িতুমশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তন্তে। কথং? অসদ্‌গ্রাহান্

চিন্তামপরিমেয়াং চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥

গৃহীত্বা। অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যামি ইত্যাদীন্ দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্ত্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ—অশুচীনি মদ্যমাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। শত কোটী বর্ষ ভোগ করিলেও যে বিষয়বাসনার পরিপূর্ত্তি হয় না, সেই বাসনাবশংবদ জীবগণ দম্ভাদিযুক্ত হয়; "অমুক মন্ত্র জপ করিলে স্ত্রী বশীভূত হয়", "অমুক দেবতার পূজা করিলে অধিক ধন পাইব," ইত্যাকার দুরাশায় তাহাদের মন প্রধাবিত হয়, এবং সেই জন্য তাহারা উচ্ছিষ্টাদি-ভোজন, শ্মশানাদিতে গমন ও মদ্য-মাংসাদি সেবনরূপ অশুচিব্রতে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা বেদমার্গভ্রষ্ট হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। পরিণামে তাহাদের অনেধাপূর্ণ নরকে পতি হইয়া থাকে॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী। প্রলয়ান্তাম্ (মরণ পর্য্যন্তই যাহার স্থিতি সেই) অপরিমেয়াং চ (অপরিমেয়) চিন্তাম্ (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) কামোপভোগপরমাঃ (বিষয়-ভোগই যাহাদের পরমপুরুষার্থ) [এবং] এতাবৎ ইতি (এইরূপই) নিশ্চিতাঃ (নিশ্চয়) ॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। মরণ পর্য্যন্তই স্থিতি, যাহারা এইরূপ চিন্তাপরায়ণ, শব্দাদি ভোগই যাহাদের পুরুষার্থ, বিষয়জনিত সুখই সুখ—এইরূপ যাহাদের নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—চিন্তেতি। চিন্তামপরিমেয়াং চ—ন পরিমাতুং শক্যতে যস্যাশ্চিন্তায়া ইয়ত্তা সা অপরিমেয়া। তামপরিমেয়াম্। প্রলয়ান্তাং মরণান্তাম্। উপাশ্রিতাঃ সদা চিন্তাপরা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগপরমাঃ—কাম্যন্ত ইতি কামাঃ শব্দাদয়ঃ। তদুপভোগপরমাঃ। অয়মেব পরমঃ পুরুষার্থো যঃ কামোপভোগ ইত্যেবং নিশ্চিতাত্মানঃ। এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ১১॥

আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্ ।*
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারজ্জুদ্বারা) বদ্ধাঃ (আবদ্ধ) কামক্রোধপরায়ণাঃ (কাম ও ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিরা) কামভোগার্থম্ (বিষয়ভোগের জন্য) অন্যায়েন (অন্যায়পূর্ব্বক) অর্থসঞ্চয়ান্ (ধন-সংগ্রহ) ঈহন্তে (ইচ্ছা করে)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। আশাপাশে আবদ্ধ ও কামক্রোধাদিপরায়ণ হইয়া তাহারা বিষয়ভোগের জন্য অন্যায় বৃত্তি দ্বারা ধন আহরণের ইচ্ছা করে ॥ ১২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আশাপাশশতৈরিতি। আশাপাশশতৈঃ—আশা এব পাশাঃ। তচ্ছতৈরাশাপাশশতৈঃ। বদ্ধা নিয়ন্ত্রিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কামক্রোধৌ পরময়নং পর আশ্রয়ো যেষাং তে কামক্রোধপরায়ণাঃ। ঈহন্তে চেষ্টন্তে কামভোগার্থং কামভোগপ্রয়োজনায়। ন ধর্ম্মার্থম্। অন্যায়েনার্থসঞ্চয়ানর্থপ্রচয়ান্। অন্যায়েন পরস্বাপহরণাদিনেত্যর্থঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত এব—আশেতি। আশা এব পাশাঃ। তেষাং শতৈর্ব্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ—কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে। কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনা অর্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি॥১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। "ভবন ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিব, স্ত্রী, ও পুত্রাদি সুখী হইবে, লোকসমাজে সম্মান বাড়িবে" ইত্যাকার আশাপাশে শৃঙ্খলাবদ্ধ চৌরের ন্যায় আবদ্ধ হইয়া ও "পরনারী বা বহু নারী ভোগ করিব, পরের অনিষ্ট করিব" ইত্যাকার চিন্তার বশীভূত হইয়া, এবং তদ্দ্বারাই পরমসুখোৎপত্তি হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, অত্যাচার ও চৌর্য্যাদি দ্বারা আসুর প্রকৃতিযুক্ত দুরাত্মগণ ধন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

"বরং দারিদ্র্যমন্যায়প্রভবাদ্বিভবাদপি।
ক্ষীণতা পীনতা দেহে পীনতা ন তু রোগজা॥"

বরং দরিদ্র হইয়া থাকা ভাল, তথাচ অন্যায় উপায়ে বিত্তশালী হওয়া ভাল নহে। কেননা, সুস্থ ক্ষীণ শরীরও ভাল, তথাচ রোগে ফুলিয়া স্থূল হওয়া কিছু নয়। এই বিচার দ্বারা দেবপ্রকৃতির লোকগণ ধনার্থ অন্যায় প্রভাব প্রয়োগ করেন না॥ ১২॥

অন্বয়বোধিনী। অদ্য (অদ্য) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) ইদং (ইহা) লব্ধং (লব্ধ হইয়াছে), ইদং (এই) মনোরথং (মনোরথ) প্রাপ্স্যে (আমি পাইব), ইদম্ (এই ধন) অস্তি (সঞ্চিত

† ইমং প্রাপ্স্যে মনোরথমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥

আছে), পুনঃ (পুনর্ব্বার) মে (আমার) ইদং (এই) ধনম্ অপি (ধনও) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অদ্য এই ধন লাভ করিলাম, আমার এই অভীষ্ট শীঘ্র সিদ্ধ হইবে। আমার গৃহে এত ধন পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত আছে, ও এই ধন পুনর্ব্বার [আগামী বর্ষে] আরও অধিক বর্দ্ধিত হইবে ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ঈদৃশশ্চ তেষামভিপ্রায়ঃ—ইদমিতি। ইদং দ্রব্যমদ্যেদানীং ময়া লব্ধম্। ইদং চান্যৎ প্রাপ্স্যে মনোরথং মনস্তুষ্টিকরম্। ইদং চাস্তি। ইদমপি মে ভবিষ্যত্যাগামিনি সংবৎসরে পুনর্ধনম্। তেনাহং ধনী বিখ্যাতো ভবিষ্যামি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং মনোরথং কথযন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমদ্যেতিচতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি। মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাং চ ত্রয়াণাং শ্লোকানামিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুরপ্রকৃতির মানবগণ কেবল ধন-তৃষ্ণাতেই দিনপাত করে। কত ধন পাইলাম, কত ধন পাইব, অন্য ধন কিরূপে আসিবে—এই প্রকার বিষয়-চিন্তা দ্বারা তাহারা নিজ নিজ নরকের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অসৌ (ঐ) শত্রুঃ (শত্রু) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) হতঃ (হত হইয়াছে), অপরান্ অপি চ (ও অন্য শত্রুগণকেও) হনিষ্যে (বিনাশ করিব), অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু), অহং (আমি) ভোগী (ভোগের অধিকারী), অহং (আমি) সিদ্ধঃ (সিদ্ধ), বলবান্ (বলবান্), সুখী (সুখী) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। আমি এই শত্রুকে নাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুদিগকেও বিনাশ করিব, আমিই ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান্ ও আমিই সুখী ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অসৌ ময়েতি। অসৌ দেবদত্তনামা ময়া হতো দুর্জ্জয়ঃ শত্রুঃ। হনিষ্যে চাপরানন্যান্ বরাকানপি। কিমেতে করিষ্যন্তি তপস্বিনঃ। সর্ব্বথা অপি নাস্তি মত্তুল্যঃ। কথম্? ঈশ্বরোঽহম্। অহং ভোগী। সর্ব্বপ্রকারেণ চ সিদ্ধোঽহম্। সম্পন্নঃ পুত্রৈঃ পৌত্রৈর্নপ্তৃভিঃ। ন কেবলং মানুষোঽহম্। বলবান্ সুখী চাহমেব। অন্যে তু ভূমিভারায়াবতীর্ণাঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৪ ॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এমন যে দুর্জ্জয় শত্রু, তাহাকেও আমি নষ্ট করিয়াছি। আমার মত বীর কে আছে? আর অমুক যে শত্রু আছে, তাহাকেও বিনাশ করিব। "হনিষ্যে চ" পদের চকার দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, কেবল তাহাকেই নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত থাকিব তাহা নহে, তাহার ধন-দারাদিও হরণ করিব। আমার সমকক্ষ কে আছে? যত মনুষ্য দেখিতেছি, ইহারা ত আমার সমক্ষে কীট-পতঙ্গ বিশেষ—আমি ঈশ্বর। বিষয় ভোগের পূর্ণাধিকারী ত আমিই। আমি ভ্রাতা, পুত্র ও ভৃত্যাদি সম্পন্ন। আমি যাহা চাহি, তাহাই করিতে পারি। আমার তুল্য পরাক্রমী ও সুখী আর কে আছে? আসুর-প্রকৃতি মানবগণের চিন্তাপ্রবাহ এইরূপ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] আঢ্যঃ (ধনাঢ্য) অভিজনবান (কুলীন) অস্মি (হই), ময়া সদৃশঃ (আমার তুল্য) অন্যঃ কঃ (অন্য কে) অস্তি (আছে)? যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব) দাস্যামি (দান করিব) [ইহাতে] মোদিষ্যে (আনন্দিত হইব), ইতি (এইরূপে) [তাহারা] অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (অজ্ঞানমোহিত হয়)॥ ১৫॥

বঙ্গানুবাদ। আমি ধনাঢ্য ও কুলীন, আমার তুল্য আর কেহ নাই, আমি যাগ করিব, দান করিব--ইহাতে আমার যথেষ্ট হর্ষ হইবে। [আসুর-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ] এইরূপে অজ্ঞানমোহিত হয়॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনেন। অভিজনবান্ সপ্তপুরুষং শ্রোত্রিয়ত্বাদিসম্পন্নঃ। তেনাপি ন মম তুল্যোঽস্তি কশ্চিৎ। কোঽন্যোঽস্তি সদৃশস্তুল্যো ময়া? কিঞ্চ যক্ষ্যে যাগেনাপ্যন্যানভিভবিষ্যামি। দাস্যামি নটাদিভ্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষাতিশয়ং প্রাপ্স্যামি। এবমজ্ঞানেন বিমোহিতা অজ্ঞানবিমোহিতা বিবিধমবিবেক-ভাবমাপন্নাঃ॥ ১৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান্ কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগাদ্যনুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশান্মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যঃ। মোদিষ্যে হর্ষং প্রাপ্স্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাহ-ভিনিবেশং প্রাপিতাঃ॥ ১৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধনে, মানে, কুলে, শীলে, আমার মত আর কে আছে? যাহা কেহ করিতে পারে নাই এরূপ ধুমধামের সহিত আমি যাগ করিব। কত লোক আমার বাটীতে আসিবে। নট, ভাট ও নর্ত্তকীগণ আমার স্তুতি করিবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন দান করিব, তাহারাও সন্তুষ্ট হইবে। লোকে আমার যশঃ কীর্ত্তন করিবে। অসুরভাবাপন্ন মানববর্গ এইরূপ চিন্তায় বিমোহিত থাকে॥ ১৫॥

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥
আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ (নানাবিধ দূষিত সংকল্পে বিভ্রান্ত) মোহজালসমাবৃতাঃ (মোহজালে আচ্ছাদিত) কামভোগেষু (বিষয়ভোগ সমূহে) প্রসক্তাঃ (অত্যন্ত আসক্ত) [পুরুষগণ] অশুচৌ (অশুচি) নরকে (নরকে) পতন্তি (পতিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] নানাবিধ দূষিত সঙ্কল্প কলাপে বিভ্রান্ত, মোহজালে সমাবৃত ও বিষয়-ভোগে অত্যন্ত আসক্ত আসুরপ্রকৃতির পুরুষগণ অশুচি নরক মধ্যে পতিত হয় ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেকেতি। অনেকচিত্তবিভ্রান্তা উক্তপ্রকারৈরনেকৈশ্চিত্তৈর্ব্বিবিধং ভ্রান্তা অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ। মোহজালসমাবৃতাঃ—মোহোঽবিবেকোঽজ্ঞানম্। তদেব জালমিবাবরণাত্মকত্বাৎ। তেন সমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু। কাম্যন্ত ইতি কামা বিষয়াঃ। তেষামুপভোগেষু কামভোগেষু। তত্রৈব নিষণ্ণাঃ সন্তস্তেনোপচিতকল্মষাঃ পতন্তি নরকেঽশুচৌ বৈতরণ্যাদৌ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতা যৎ প্রাপ্নুবন্তি তচ্ছৃণু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তমনেকচিত্তম্। তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ। তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ। মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তোঽশুচৌ কশ্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বকথিতানুরূপ নানা অসৎ সঙ্কল্প দ্বারা অস্থিরচিত্ত ("অনেকচিত্ত"—একবস্তুতে যাহার চিত্ত স্থির হয় না) ও ভ্রম-জালে বিজড়িত, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য আসুরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অনর্থকারী বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া নানা পাপাচরণ করতঃ বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা, রুধির আদি অমেধ্যপূর্ণ বৈতরণী প্রভৃতি অপার নরকার্ণবে পতিত হইয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। আত্মসম্ভাবিতাঃ (আত্মশ্লাঘাবিশিষ্ট) স্তব্ধাঃ (অনম্র) ধনমানমদান্বিতাঃ (ধন, মান ও মদযুক্ত) তে (সেই আসুর-ব্যক্তিগণ) দম্ভেন (দম্ভসহকারে) নামযজ্ঞৈঃ (নামমাত্র যজ্ঞসমূহের দ্বারা) অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধিপূর্ব্বক) যজন্তে (যজ্ঞ করে) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। আত্মসম্ভাবিত, স্তব্ধ ও ধনমানমদযুক্ত আসুরব্যক্তিগণ অবিধিপূর্ব্বক নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মসম্ভাবিতা ইতি। আত্মসম্ভাবিতাঃ সর্ব্বগুণবিশিষ্টতয়াত্মনৈব সম্ভাবিতা আত্মসম্ভাবিতাঃ। ন সাধুভিঃ। স্তব্ধা অপ্রণতাত্মানঃ। ধনমানমদান্বিতাঃ—ধননিমিত্তো মানো মদশ্চ। তাভ্যাং ধনমানমদাভ্যামন্বিতাঃ। যজন্তে নামযজ্ঞৈর্নামমাত্রৈর্যজ্ঞৈস্তে দম্ভেন ধর্ম্মধ্বজিতয়া। অবিধিপূর্ব্বকং বিহিতাঙ্গেতিকর্ত্তব্যতারহিতম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যক্ষ্য ইতি চ যত্তেষাং মনোরথ উক্তঃ স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদি-প্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতিদ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ। ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অত এব স্তব্ধা অনম্রাঃ। ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ। নামমাত্রেণ যে যজ্ঞাস্তে নামযজ্ঞাঃ। যদ্বা দীক্ষিতঃ সোমযাজীত্যেবমাদিনামমাত্রপ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাস্তৈর্যজন্তে। কথম্? দম্ভেন। ন তু শ্রদ্ধয়া। অবিধিপূর্ব্বকং চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সম্মানিত ব্যক্তিগণ যাঁহাকে সম্মান করেন, তিনিই প্রকৃত সম্মান-ভাজন। কিন্তু আসুর ব্যক্তিগণ অন্য কর্ত্তৃক সম্মানিত না হইলেও আপনাকে আপনি সম্মানভাজন বলিয়া মনে করে। ধনাভিমানে, আত্মাভিমানে ও বৃথাভিমানে মত্ত হইয়া যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এ যজ্ঞে যজ্ঞকর্ত্তার শ্রদ্ধা নাই, বেদবিধি অনুসারে দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র ও দক্ষিণাদির দিকে দৃষ্টি নাই, কর্ম্মনিষ্ঠা নাই, আছে কেবল লোকদেখান ধূমধাম। সুতরাং এরূপ দাম্ভিক যজ্ঞানুষ্ঠাতার যজ্ঞফল লাভ হয় না। এরূপ যজ্ঞ নাম-মাত্র যজ্ঞ, বস্তুতঃ বিহিত যজ্ঞ নহে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারং (অহঙ্কার), বলং (বল), দর্পং (দর্প), কামং (কাম), ক্রোধং চ (ও ক্রোধ) সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) অভ্যসূয়কাঃ (অসূয়াপরায়ণ) [তাহারা] আত্মপরদেহেষু (নিজ ও অন্যের দেহস্থিত) মাং (আমার প্রতি) প্রদ্বিষন্তঃ (দ্বেষ করিয়া থাকে) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধে বশীভূত এবং অসূয়াকারী আসুর পুরুষগণ নিজ ও অন্যের দেহস্থিত [আত্মরূপী] আমাকে দ্বেষ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারম্—অহঙ্করণমহঙ্কারঃ। বিদ্যমানৈরবিদ্য-মানৈশ্চ গুণৈরাত্মন্যধ্যারোপিতৈর্বিশিষ্টমাত্মানমহমিতি মন্যতে। সোঽহঙ্কারোঽবিদ্যাখ্যঃ কষ্টতমঃ সর্ব্বদোষাণাং মূলম্। সর্ব্বানর্থপ্রবৃত্তীনাং চ। তম্। তথা বলং পরাভিভবনিমিত্তং কামরাগান্বিতম্। দর্পং—দর্পো নাম যস্যোদ্ভবে ধর্ম্মমতিক্রামতীতি। সোঽয়মন্তঃকরণাশ্রয়ো দোষবিশেষঃ। কামং স্ত্র্যাদিবিষয়ম্। ক্রোধমনিষ্টবিষয়ম্। এতানন্যাংশ্চ মহতো দোষান্ সংশ্রিতাঃ। কিঞ্চ তে মামীশ্বরমাত্মপরদেহেষু স্বদেহে পরদেহেষু চ তদ্বুদ্ধিকর্ম্মসাক্ষিভূতং মাং প্রদ্বিষন্তঃ। মচ্ছাসনাতিবর্ত্তিত্বং প্রদ্বেষঃ। তং কুর্ব্বন্তঃ। অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গস্থানাং গুণেষ্বসহমানাঃ ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিধিপূর্ব্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্ত আত্মপরদেহেষ্বাত্মদেহেষু পরদেহেষু চ চিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধায়া অভাবাদাত্মনো বৃথৈব পীড়া ভবতি। তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহ এবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আসুর পুরুষগণ আপনার কোন গুণ বা শরীরের যথোচিত বল না থাকিলেও আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্ ও বলবান্ বলিয়া মনে করে। গুরু ও সজ্জনগণকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক আপনাকে মহান্ বোধে বৃথা দর্প করে। কিরূপে কিছু লাভ হইবে, কিরূপে অন্যের অনিষ্ট করিব, এইরূপ চিন্তাতেই তাহাদের মনোবৃত্তির প্রবাহ। "ক্রোধং চ" পদের চকার দ্বারা মাৎসর্য্যাদি অন্যান্য দোষও উপলক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের নরকেই গতি হইয়া থাকে। কেননা, তাহারা দেহাত্মবুদ্ধির বশীভূত হইয়া সর্ব্বদেহাবস্থিত ও প্রিয় হইতেও পরমপ্রিয় চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে প্রীতি করে না। আর সদাচার, সাধু ও গুরুজনের প্রতি যাহাদের তুচ্ছবুদ্ধি, সজ্জনে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, বেদ বিহিতব্রতাচারী শুদ্ধাত্মগণের প্রতি যাহারা অসূয়া প্রকাশ করে ও তাঁহাদের কুৎসা কীর্ত্তন করে, তাহাদের ভগবদ্ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা কোথায়? ভক্তিহীনের গতি নরক ভিন্ন আর কোথায় হইবে? "মামাত্মপরদেহেষু" আদি বচনের অর্থ এই যে, জীবের নিজ দেহে বা পুত্রভার্য্যাদি বা পশ্বাদি অন্য দেহে চৈতন্যস্বরূপ আমাকে অথবা রাম-কৃষ্ণাদি আমার নিজ লীলাবিগ্রহে ও ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভক্তগণের দেহে আমার আবির্ভাবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারা ভক্তি লাভ করিতে পারে না, সুতরাং নরকার্ণবে ভাসিয়া যায় ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষপরবশ) ক্রূরান্ (ক্রূর) তান্ (সেই) নরাধমান্ (নরাধম) অশুভান্ (অশুভকারিগণকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (আসুরী) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রং (পুনঃ পুনঃ) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করিয়া থাকি) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। এইরূপ দ্বেষ্টা, ক্রূর, নরাধম, নিত্য অশুভকর্ম্মানুষ্ঠানশীল আসুর পুরুষগণকে আমি নরক মার্গে পুনঃ পুনঃ নিপাতিত করি। [তাহাদিগকে অতি ক্রূর ব্যাঘ্র-সর্পাদি যোনিতে ভ্রমণ করাই] ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তানহমিতি। তানহং সর্ব্বান্ সন্মার্গপ্রতিপক্ষভূতান্ সাধুদ্বিষো দ্বিষতশ্চ মাং ক্রূরান্ সংসারেষ্বেব নরকসংসরণমার্গেষু নরাধমান্ অধর্ম্মদোষবত্ত্বাৎ ক্ষিপামি প্রক্ষিপামি।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি ।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥

অজস্রং সন্ততমশুভানশুভকর্ম্মকারিণ আসুরীষ্বেব ক্রূরকর্ম্মপ্রায়াসু ব্যাঘ্রসিংহাদিযোনিষু। ক্ষিপামীত্যনেন সম্বন্ধঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তেষাং কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ—তানিতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরাসু ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষ্বজস্রমনবরতং ক্ষিপামি। তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবদ্‌বিদ্বেষ্টা, জীবহিংসাপরায়ণ, নরাধম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠাননিরত আসুর ব্যক্তিগণকে ভগবান্ কদাপি কৃপা করেন না। তাহারা চতুরশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া নানা দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্ছ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" ইতি (ক)। শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপকর্ম্মকারিগণ শীঘ্রই নীচ যোনি প্রাপ্ত হয়। কখন কুক্কুরযোনি, কখন শূকরযোনি, কখন বা চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জগতে যে কাহাকেও ধনী, কাহাকেও দরিদ্র, কাহাকেও ধর্ম্মাত্মা, কাহাকেও পাপাত্মা, কাহাকেও সুখী, আবার কাহাকেও দুঃখী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরের সৃষ্টিবৈষম্য নহে। জীবের নিজ নিজ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল মাত্র। যে যেমন বীজ বপন করে, তাহার বৃক্ষ সেইরূপ ফল প্রসব করিয়া থাকে। যাহার পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাধু প্রবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি নাই, তাহার অধোগতি অবশ্যম্ভাবিনী ॥ ১৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল বশতঃ হইলেও তাহা ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যতীত, অচেতন কর্ম্ম ফলদানে সমর্থ হইবে কিরূপে? কোন জীবই নিজে কষ্ট পাইতে ইচ্ছা করে না, সুতরাং তাহাকে অনাদিকাল হইতে কিরূপে কর্ম্মফলের বাধ্য হইতে হইয়াছে? কোন স্বতঃসিদ্ধ প্রেরক না থাকিলে কর্ম্মফল-প্রবাহের কারণ কি তাহা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করা যাইতে পারে না। যেমন বৃষ্টি বৃক্ষ বা ফলের সাক্ষাৎ কারণ নহে সত্য, বীজই তদ্ভাবের প্রধান কারণ; কিন্তু বৃষ্টি ব্যতীত বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, সুতরাং বৃষ্টিই বীজের বৃক্ষ ও ফলরূপে বিকশিত হইবার কারণ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেইরূপ ঈশ্বর জীবের সুখ-দুঃখ ভোগের সাক্ষাৎ কারণ নহেন, কিন্তু তাঁহার সত্তাপ্রভাবেই (জ্ঞানশক্তিতে) জীবের জন্ম-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মরাশি বিবিধ ফল প্রসব করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মূঢ়াঃ (মূঢ়ব্যক্তিরা) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (যোনি) আপন্নাঃ (প্রাপ্ত হয়), (সুতরাং)

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫।১০।৭।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

মাম্ (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (না পাইয়াই) ততঃ (তদন্তর) অধমাং গতিং (অধোগতি) যান্তি (লাভ করে) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি একবার আসুর যোনি প্রাপ্ত হয়, সে অবিবেক জন্য আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্মে জন্মে আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আসুরীমিতি। আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ প্রতিপন্নাঃ মূঢ়া অবিবেকিনঃ। জন্মনি জন্মনি প্রতিজন্ম। তমোবহুলাস্বেব যোনিষু জায়মানাঃ। অধো গচ্ছন্তি। তে মূঢ়া মামীশ্বরমপ্রাপ্যানাসাদ্যৈব হে কৌন্তেয় ততস্তস্মাদপি যান্ত্যধমাং নিকৃষ্টতমাং গতিম্। মামপ্রাপ্যৈবেতি ন মৎপ্রাপ্তৌ কাচদপ্যাশঙ্কাস্তি। অতো মচ্ছিষ্ট-সাধুমার্গমপ্রাপ্যেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কা কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্যপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং ক্রিমিকীটাদিগতিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বিবেক ও ভক্তি ভিন্ন ভগবানকে লাভ করা যায় না। তমোগুণী আসুর পুরুষের এ দুটিরই অভাব। সুতরাং ঈদৃশী দূষিত প্রকৃতি লইয়া একবার জন্মগ্রহণ করিলে তাহার উদ্ধার হওয়া দুর্ঘট। দুষ্ট ব্যক্তির সহজে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। বেদবিহিত সৎকার্য্য না করিলে, বিবেক বা চিত্তশুদ্ধি হইবেই বা কিরূপে? "মাং" পদে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ উপলক্ষিত হইয়াছে। নীচকর্ম্মিগণ বেদমার্গ অবলম্বন করিতে না পারায় ক্রমশঃ নীচ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ শীঘ্রই আসুরী সম্পৎ পরিত্যাগ করিয়া দৈবী সম্পৎ আশ্রয় করিবেন ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা লোভঃ (ও লোভ)—ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) নরকস্য (নরকের) দ্বারম্ (দ্বার); [অতএব] আত্মনঃ (জীবাত্মার) নাশনম্ (নাশক)। তস্মাৎ (সেই জন্য) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনকে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে) ॥ ২১ ॥

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥

যদ্দ্বারং প্রবিশন্নেব নশ্যত্যাত্মা। কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায় যোগ্যো ন ভবতীত্যেতৎ। অত উচ্যতে—দ্বারং নাশনমাত্মন ইতি। কিং তৎ? কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ। তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ। যত এতদ্দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। তস্মাৎ কামাদিত্রয়মেতত্ত্যজেৎ। ত্যাগস্তুতিরিয়ম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চেতীদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্। অত এবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্। তস্মাদেতত্ত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রভাবে মানবগণ ধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ইহারা মানবের মহান্ রিপু। কেননা, ইহারা মানবকে স্বর্গাদি সুখে বঞ্চিত করে, ও অধস্তন নরকাদিতে নিক্ষেপ করে। এই জন্য সুধীগণ প্রযত্নপূর্ব্বক এই তিনটিকে পরিত্যাগ করিবেন। সৎসঙ্গ ও বিবেক দ্বারা আপনাকে এই তিন অনর্থকারী শত্রুর হস্ত হইতে বাঁচাইতে না পারিলে কাহারও কল্যাণ নাই ॥ ২১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) এতৈঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিন) তমোদ্বারৈঃ (নরকের দ্বার হইতে) বিমুক্তঃ (মুক্ত) [হইয়া] নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ (আপনার) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (সাধন করেন), ততঃ (তদনন্তর) পরাং গতিং (পরম গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! নরকের দ্বার স্বরূপ এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য শ্রেয়ঃসাধনপূর্ব্বক পরম গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতৈরিতি। এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈঃ—তমসো নরকস্য দুঃখমোহাত্মকস্য দ্বারাণি কামাদয়স্তৈঃ। এতৈস্ত্রিভির্বিমুক্তো নর আচরত্যনুতিষ্ঠতি। কিম্? আত্মনঃ শ্রেয়ঃ। যৎপ্রতিবদ্ধঃ পূর্ব্বং নাচচার তদপগমাদাচরতি। ততস্তদাচরণাদ্যাতি পরাং গতিং মোক্ষমপীতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ—এতৈরিতি। তমসো নরকস্য দ্বারভূতৈরেতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি। ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।†
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি কামাদি বিষম রিপুত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার নরকে গতি ও অধমযোনি-প্রাপ্তি হয় না। অধিকন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উপদ্রব-শূন্য ও চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তাহা হইলেই মনুষ্যের বেদবিহিত তপস্যায় ও আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি হয়, এবং সৎসাধন দ্বারা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪১ শ্লোকে কামের উৎপত্তি, কার্য ও বিবিধ দোষসমূহ দূর করিবার উপায় বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিধিপূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে রাজসিক ও তামসিক ভাব ক্ষীণ হইলে সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিকাশ হইয়া থাকে। ২য় অধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ শ্লোকার্থও এই সঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে ব্যক্তি) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রবিধিকে) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) কামকারতঃ (স্বেচ্ছাচারী হইয়া) বর্ত্ততে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সেই ব্যক্তি) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) ন অবাপ্নোতি (লাভ করে না), ন সুখং (না সুখ), ন পরাং গতিং (না পরমগতি) [প্রাপ্ত হয়] ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইয়া কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ (অন্তঃকরণের শুদ্ধি), ইহলোকে সুখ, এবং [স্বর্গ ও মোক্ষরূপ] উৎকৃষ্ট গতিও লাভ হয় না ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বস্যৈতস্যাসুরসম্পৎপরিবর্জ্জনস্য শ্রেয় আচরণস্য শাস্ত্রং কারণম্। শাস্ত্রপ্রমাণানুভয়ং শক্যং কর্ত্তুম্। নান্যথা। অতঃ—যঃ শাস্ত্রেতি। যঃ শাস্ত্রবিধিং—শাস্ত্রং বেদঃ। তস্য বিধিং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানকারণং বিধিপ্রতিষেধাখ্যম্। উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা। বর্ত্ততে কামকারতঃ কামপ্রযুক্তঃ সন্। ন স সিদ্ধিং পুরুষার্থযোগ্যতামবাপ্নোতি। নাপ্যস্মিঁল্লোকে সুখম্। নাপি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং স্বর্গং মোক্ষং বা ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্ম্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ—য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামচারতো যথেচ্ছং বর্ত্ততে স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি। ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোকে যাহা বুঝিতে পারে, অথবা যাহা বুঝিতে পারে না,

---

† বর্ত্ততে কামচারত ইতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়।

তত্ত্বাবতের সমস্ত গূঢ়ার্থ শিক্ষা দিবার জন্যই শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসাদি শাস্ত্র বিধিনিষেধবাক্য দ্বারা ও নানাবিধ উপদেশ দ্বারা, অধিকারী অনুসারে মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে উপেক্ষা করিয়া বিষয়বিষ-বহ্নিবিদগ্ধ নিজ দুর্ব্বল বুদ্ধি দ্বারা যথেচ্ছ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় না; তাহার ইহলৌকিক সুখ লাভ করাও ভার; কেননা, শাস্ত্র ঐহিক ও পারলৌকিক উভয় সুখ লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার স্বর্গ বা মুক্তি লাভেরও কোন উপায় হয় না। দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রের সাহায্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক। স্বকপোল-কল্পনার বশীভূত হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়া অত্যন্ত অনর্থকর ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (সেইজন্য) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কার্য্য ও অকার্য্যের নিরূপণে) শাস্ত্রং (শাস্ত্র) তে (তোমার) প্রমাণম্ (প্রমাণস্বরূপ)। [অতএব] ইহ (অধিকার অনুসারে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা) জ্ঞাত্বা (বিদিত হইয়া) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কর্ত্তুম্ (করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। কার্য্যাকার্য্যের নিরূপণ করিতে হইলে শাস্ত্রই প্রমাণ-স্বরূপ। অতএব শাস্ত্রানুসারে নিজ অধিকারানুরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা বিদিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাদিতি। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং জ্ঞানসাধনং তে তব কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যব্যবস্থায়াম্। অতো জ্ঞাত্বা বুদ্ধ্বা শাস্ত্রবিধানোক্তম্। বিধিঃ বিধানম্ শাস্ত্রমেব বিধানং শাস্ত্রবিধানম্। কুর্য্যাৎ—ন কুর্য্যাৎ—ইত্যেবংলক্ষণম্। তেনোক্তং স্বকর্ম্ম যত্তৎ কর্ত্তুমিহার্হসি। ইহেতি কর্ম্মাধিকারভূমিপ্রদর্শনার্থমিতি ॥ ২৪ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিত্যস্যাঃ

ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বেহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানো যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি তন্মূলত্বাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসম্যগ্জ্ঞান-মুক্তীনামিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

দেবদৈত্যেয়সম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্॥
ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ,

গীতার্থসন্দীপনী। যখন শাস্ত্রই কার্য্যাকার্য্যের প্রমাণস্বরূপ, এবং যখন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিলে অধোগতি হয়, তখন হে অর্জ্জুন! তুমি স্বেচ্ছানুসারে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাপবর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইও না। শাস্ত্র তোমার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুরূপ যেরূপ যুদ্ধকার্য্যের ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহার অমর্য্যাদা করিয়া আসুরসম্পদের অধিকারী হইও না। যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহা তোমার রুচিকর হউক বা না হউক, তাহারই অনুষ্ঠান কর, তাহাতেই তোমার পরম কল্যাণ হইবে॥ ২৪॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

—::—

অর্জ্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিং (শাস্ত্রবিধি) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ পূর্ব্বক) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজনাদি করিয়া থাকে), তেষাং তু (তাহাদিগের) নিষ্ঠা (নিষ্ঠা) কা (কিরূপ)? সত্ত্বং (সাত্ত্বিকী)? রজঃ (রাজসী)? আহো (অথবা) তমঃ (তামসী)?॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজনাদি করিয়া থাকে, তাহাদের নিষ্ঠা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী?॥ ১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে (গী ১৬।২৪) ইতি ভগবদ্বাক্যাল্লব্ধ-প্রশ্নবীজোঽর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমিতি। যে কেচিদবিশেষিতাঃ শাস্ত্রবিধিং শাস্ত্রবিধানং শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রচোদনামুৎসৃজ্য পরিত্যজ্য যজন্তে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি। শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যান্বিতাঃ সংযুক্তাঃ সন্তঃ। শ্রুতিলক্ষণং স্মৃতিলক্ষণং বা কঞ্চিচ্ছাস্ত্রবিধিমপশ্যন্তো বৃদ্ধব্যবহারদর্শনাদেব শ্রদ্দধানতয়া যে দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা ইত্যেবং গৃহ্যন্তে। যে পুনঃ কঞ্চিচ্ছাস্ত্রবিধিমুপলভমানা এব তমুৎসৃজ্যাযথাবিধি দেবাদীন্ পূজয়ন্তি ত ইহ যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইতি ন পরিগৃহ্যন্তে। কস্মাৎ? শ্রদ্ধয়ান্বিতত্ববিশেষণাৎ। দেবাদিপূজাবিধিপরং কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং পশ্যন্ত এব তমুৎসৃজ্যাশ্রদ্দধানতয়া তদ্বিহিতায়াং দেবাদিপূজায়াং শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ প্রবর্ত্তন্ত ইতি ন শক্যং পরিকল্পয়িতুং যস্মাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তা এব যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ইত্যত্র গৃহ্যন্তে। তেষামেবম্ভূতানাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ? সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ? কিং সত্ত্বং নিষ্ঠাবস্থানম্? আহোস্বিদ্রজঃ? অথবা তম ইতি? এতদুক্তং ভবতি—যা তেষাং দেবাদিবিষয়া পূজা সা কিং সাত্ত্বিকী? আহোস্বিদ্রাজসী? উত তামসীতি?॥ ১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা তু সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে প্রোক্তং শ্রদ্ধাভেদপ্রপঞ্চনম্॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে—যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতীত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামচারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২॥

কামচারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং কিমধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—য ইতি। অত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তদুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানা ন গৃহ্যন্তে। তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধির্হি শ্রদ্ধা। ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি। তানেবাধিকৃত্য ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা। যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ। অতো নাত্র শাস্ত্রোল্লঙ্ঘিনো গৃহ্যন্তে। অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যালস্যাদ্বা শাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া কুচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে। অতোঽয়মর্থঃ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য দুঃখবুদ্ধ্যালস্যাদ্যানাদৃত্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষাং তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং বা রজঃ? অথ বা তম ইতি? তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা বা? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ ক্লেশবুদ্ধ্যালস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্য রাজসতামসত্বাত্তদ্বা সন্দেহঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্যথোক্তাত্মজ্ঞানেঽধিকারঃ স্যাৎ। অন্যথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১॥

গীতার্থসন্দীপনী। কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহাতে অশ্রদ্ধা বশতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, ইহারা অসুর-সম্প্রদায়। ২য়, যাঁহারা শাস্ত্রবিধি ও নিষেধ বিদিত হইয়া তদনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেবসম্প্রদায়, কিন্তু আর এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, যাহারা শাস্ত্রবিধি জানিয়াও আলস্য বা ঔদাস্য পূর্ব্বক তদনুসারে না চলিয়া শ্রদ্ধাসহ স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের মধ্যে শাস্ত্রের উপেক্ষা জন্য আসুর ভাব ও শ্রদ্ধা জন্য দৈব ভাব এতদুভয়ই বিদ্যমান। আছে। এই শ্রেণীর মনুষ্যগণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? এই সংশয় অপনোদনার্থ অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যাহারা শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা না করিয়া পিতৃপিতামহাদির আচরিত অথবা স্বেচ্ছানুমোদিত কার্য্যের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করে, তাহাদের নিষ্ঠা সত্ত্ব, রজঃ বা তমোগুণপ্রসূত? ॥ ১॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ কহিলেন)। দেহিনাং (দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণপ্রধান), রাজসী (রজোগুণপ্রধান) তামসী (ও তমোগুণ প্রধান) ইতি (এই) ত্রিবিধা এব (তিন প্রকার) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) ভবতি (আছে); সা (তাহা) স্বভাবজা (স্বভাবজাত); তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ?॥ ২॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী প্রকৃতি ভেদে স্বভাবজাত শ্রদ্ধা তিন প্রকার; তদ্বিবরণ শ্রবণ কর॥ ২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সামান্যবিষয়োঽয়ং প্রশ্নো নাপ্রবিভজ্য প্রতিবচনমর্হতীতি—শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা ভবতি শ্রদ্ধা। যস্যাং নিষ্ঠায়াং ত্বং পৃচ্ছসি। দেহিনাং সা স্বভাবজা। জন্মান্তরকৃতো ধর্ম্মাদিসংস্কারো মরণকালেঽভিব্যক্তঃ স্বভাব উচ্যতে। ততো জাতা স্বভাবজা। সাত্ত্বিকী সত্ত্বনির্বৃত্তা দেবপূজাদিবিষয়া। রাজসী রজোনির্বৃত্তা যক্ষরক্ষঃ পূজাদিবিষয়া। তামসী তমোনির্বৃত্তা প্রেতপিশাচাদিপূজাবিষয়া। এবং ত্রিবিধা। তামুচ্যমানাং শ্রদ্ধাং শৃণ্ববধারয় ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধেতি। অয়মর্থঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিক্যেকবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। তত্র হেতুঃ—স্বভাবজা। স্বভাবঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারঃ। তস্মাজ্জাতা। স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্। তত্তু তেষাং নাস্তি। অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃণ্বিতি। তদুক্তং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দনেত্যাদিনা ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মনুষ্য পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ক্রিয়ানুরূপই প্রকৃতি লাভ করিয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বজন্মে সত্ত্ব, রজঃ বা তমঃ গুণানুসারে ক্রিয়া করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমানদেহে তদনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। "রাজসী চৈব" এই পদে "চ+এব" দুইটী শব্দ দুইটি অর্থের সূচনা করিয়াছে। ইহজন্মে শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা সাত্ত্বিকী, "চ" শব্দ তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছে। আর শাস্ত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনা-আপনিই মনুষ্যের অন্তঃকরণে যে সাধারণ শ্রদ্ধার উদয় হইয়া থাকে, তাহাই "এব" শব্দের প্রতিপাদ্য, এবং এই শ্রদ্ধাই সাত্ত্বিকী আদি ভেদে ত্রিবিধ। ভগবান্ এই শেষোক্ত শ্রদ্ধারই বিষয় কীর্ত্তন করিবেন ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত!) সর্ব্বস্য (সকলের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তির অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে)। অয়ং (এই) পুরুষঃ (পুরুষ) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাময়), যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত) সঃ এব (তাদৃশই) সঃ (তিনি) ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভারত! প্রাণিমাত্রেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণবৃত্তিরই অনুরূপ হইয়া থাকে। পুরুষও শ্রদ্ধাময়, অতএব যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি তাদৃশই হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৈবং ত্রিবিধা ভবতি—সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বানুরূপা বিশিষ্টসংস্কারো-

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ ॥

পেতান্তঃকরণানুরূপা সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। যদ্যেবং ততঃ কিং স্যাদিতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাপ্রায়োঽয়ং পুরুষঃ সংসারী জীবঃ। কথম্? যো যচ্ছ্রদ্ধঃ—যা শ্রদ্ধা যস্য জীবস্য স যচ্ছ্রদ্ধঃ—স এব তচ্ছ্রদ্ধানুরূপ এব স জীবঃ ॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক্যেব সত্ত্বকার্য্যত্বেন ত্বয়ৈব শ্রীভাগবত উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ। যথোক্তং—শমো দমস্তিতিক্ষেজ্যা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়া নির্ব্বৃতির্ধৃতিঃ॥ (ক) ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয় ইতি। অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যম্। তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়ত্বেন রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাচ্ছ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বানুরূপেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি। তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারস্ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ যো যচ্ছ্রদ্ধঃ—যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য। স এব সঃ। তাদৃশশ্রদ্ধাযুক্ত এব সঃ। যঃ পূর্ব্বং সত্ত্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষ স পুনস্তাদৃশঃ স্ব সংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি। যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি। লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিকরাজসতামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা। শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী—একৈব—শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ ॥ ৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিগুণাত্মক অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতে সত্ত্বগুণই প্রধান। এইজন্য পঞ্চভূতজাত অন্তঃকরণ প্রকাশস্বভাববশতঃ "সত্ত্ব" নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণ দেহাদিদেহে সত্ত্বগুণযুক্ত, যক্ষাদিদেহে রজোগুণাভিভূত-সত্ত্বগুণযুক্ত, ভূতপ্রেতাদিদেহে তমোগুণাভিভূত-সত্ত্বগুণযুক্ত, মনুষ্যদেহে রজঃ ও তমোগুণাভিভূত-সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বিচিত্রতার জন্য শ্রদ্ধার বৈচিত্র্য জন্মে। সত্ত্বগুণাধিক্যযুক্তান্তঃকরণে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, রজোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে রাজসী শ্রদ্ধা ও তমোগুণাধিক্যযুক্ত অন্তঃকরণে তামসী শ্রদ্ধার উদয় হয়। পুরুষে কোন না কোন শ্রদ্ধা থাকিবেই থাকিবে। এইজন্য পুরুষ শ্রদ্ধাময়। যে পুরুষে যেরূপ শ্রদ্ধা বিদ্যমান থাকে, সত্ত্বাদিভেদে সেই পুরুষ সাত্ত্বিক, রাজস বা তামস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩॥

অন্বয়বোধিনী। সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যজন্তে (পূজা করেন), রাজসাঃ (রাজসিকগণ) যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষরাক্ষসগণকে), অন্যে (অপর) তামসাঃ (তামসিক) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (প্রেত ও ভূতগণকে) যজন্তে (পূজা করে)॥ ৪ ॥

(ক) শ্রীভাগবতম্ ১১।২৫।২।

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাঁহারা দেবতার পূজা করেন তাঁহারা সাত্ত্বিক, যাঁহারা যক্ষ-রাক্ষসের পূজা করেন তাঁহারা রাজস, ও যাহারা ভূত-প্রেতাদির পূজা করে তাহাদিগকে তামস বলিয়া জানিবে ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততশ্চ কার্য্যেণ লিঙ্গেন দেবাদিপূজয়া সত্ত্বাদিনিষ্ঠা অনুমেয়েত্যাহ —যজন্ত ইতি। যজন্তে পূজয়ন্তি সাত্ত্বিকাঃ সত্ত্বনিষ্ঠা দেবান্। যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ সপ্তমাতৃকাদীংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজন্তে। এতেভ্যোঽন্যে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকাদিত্বং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানাদিযুক্ত যে ব্যক্তিগণ নিজ নিজ স্বভাবনদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা বসুরুদ্রাদি দেবগণকে পূজা করেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত অথবা স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা রজোগুণযুক্ত কুবেরাদি যক্ষকে ও নৈঋতাদি রাক্ষসকে পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা রাজস। তমোগুণযুক্ত ভূত-প্রেতাদির পূজকগণ তামস বলিয়া কথিত হয়। স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর বায়ুময় দেহ ধারণ করিয়া উল্কামুখ-কট-পূতনাদি নামক প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কার যুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলবিশিষ্ট) যে (যে সকল) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (ব্যক্তিগণ), শরীরস্থং (শরীরস্থিত) ভূতগ্রামম্ (ভূতসমূহকে) অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব (ও শরীরমধ্যস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে), কর্শয়ন্তঃ (ক্লিষ্ট করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতং (অশাস্ত্রবিহিত) ঘোরং (ঘোর) তপঃ তপ্যন্তে (তপস্যা করে) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুরবুদ্ধিবিশিষ্ট) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ৫।৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। যাহারা অশাস্ত্রবিহিত ঘোর তপস্যা করে, এবং দম্ভ, অহঙ্কার, কাম, রাগ ও বলযুক্ত, যাহারা বিবেকবর্জ্জিত, এবং যাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে কৃশ করিয়া আত্মস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, তাহাদিগকে আসুরনিশ্চয় বলিয়া জানিও ॥ ৫।৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং কার্য্যতো নির্ণীতাঃ সত্ত্বাদিনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রবিধ্যুৎসর্গে। তত্র কশ্চিদেব সহস্রেষু দেবপূজাদিতৎপরঃ সত্ত্বনিষ্ঠো ভবতি। বাহুল্যেন তু রজোনিষ্ঠাস্তমোনিষ্ঠাশ্চৈব প্রাণিনো ভবন্তি। কথম্?—অশাস্ত্রেতি। অশাস্ত্রবিহিতম্—ন শাস্ত্রবিহিতম-শাস্ত্রবিহিতম্। ঘোরং পীড়াকরং প্রাণিনামাত্মনশ্চ। তপস্তপ্যন্তে নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি যে জনাঃ। তে চ দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ। দম্ভশ্চাহঙ্কারশ্চ দম্ভাহঙ্কারৌ। তাভ্যাং সংযুক্তা দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ। কামরাগবলান্বিতাঃ—কামশ্চ রাগশ্চ কামরাগৌ। তৎকৃতং বলং কামরাগবলম্। তেনান্বিতাঃ। কামরাগবলান্বিতাঃ॥ ৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কর্শয়ন্ত ইতি। কর্শয়ন্তঃ কৃশীকুর্ব্বন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামং করণসমুদায়মচেতসোঽবিবেকিনঃ। মাং চৈব তৎকর্ম্মবুদ্ধিসাক্ষিভূতমন্তঃশরীরস্থং কর্শয়ন্তঃ। মদনুশাসনাকরণমেব মৎকর্শনম্। তান্বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্। আসুরো নিশ্চয়ো যেষাং ত আসুরনিশ্চয়াঃ। তান্ পরিহরণার্থং বিদ্ধীত্যুপদেশঃ॥ ৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসতামসেষ্বপি। পুনর্ব্বিশেষান্তরমাহ—অশাস্ত্রবিহিতমিতিশ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি। কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি। অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগত্যা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তদাচারানুবর্ত্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। তত্র হেতবঃ দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ। তথা—কামোঽভিলাষঃ। রাগ আসক্তিঃ। বলমাগ্রহঃ। এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ। তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারম্ভকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো বৃথৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্ব্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ। মাং চান্তর্য্যামিতয়াঽন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ সন্ত এব যে তপশ্চরন্তি তানাসুরনিশ্চয়ান্। আসুরেঽতিক্রূরো নিশ্চয়ো যেষাং তান্। বিদ্ধি॥ ৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সকল কঠোর তপস্যার বিধি বেদ বা স্মৃতি আদিতে উল্লিখিত হয় নাই, অর্থাৎ সনাতনশাস্ত্রবিরোধী মতের অনুমোদিত বা স্বকপোলকল্পিত ঘোর তপস্যা যাহারা আচরণ করে, ও অহঙ্কৃততাভিমান, কাম, রাগ ও বলাদিতে অভিভূতচিত্ত, যাহারা উপবাস বা অত্যল্প আহারাদি করিয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহকে কৃশ করে ও সঙ্গে সঙ্গে ভোক্তৃস্বরূপ ও বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ আমাকেও কৃশ করে, অর্থাৎ আমার আজ্ঞাস্বরূপ বেদবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাকে তুচ্ছ বোধ করে, সেই বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ ইহলোকে সর্ব্বসুখে বঞ্চিত ও পরলোকে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। সেই সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ আসুরনিশ্চয়। বেদের বিপরীতার্থভাবনাকারিগণই সেই "আসুরনিশ্চয়" পদে অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের মনোবৃত্তি আসুরভাবাপন্ন॥ ৫।৬॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বস্য (সমস্ত প্রাণীর) আহারঃ তু অপি (আহারও) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ভবতি (হয়), তথা (এবং) যজ্ঞঃ (যজ্ঞ) তপঃ (তপঃ) দানং চ (ও দান) [তিন প্রকার]। তেষাম্ (তাহাদিগের) ইমং (এই) ভেদং (বিভিন্নতা) শৃণু (শ্রবণ কর)॥ ৭॥

বঙ্গানুবাদ। সমস্ত প্রাণীর আহার তিন প্রকার, এবং যজ্ঞ, তপ এবং দান তিন তিন প্রকার। আহারাদির প্রকার ভেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আহারাণাং চ রস্যস্নিগ্ধাদিবর্গত্রয়রূপেণ ভিন্নানাং যথাক্রমং সাত্ত্বিকরাজসতামসপুরুষপ্রিয়ত্বপ্রদর্শনমিহ ক্রিয়তে। রস্যস্নিগ্ধাদিষ্বাহারবিশেষেষ্বাত্মনঃ প্রীত্যতিরেকেণ লিঙ্গেন সাত্ত্বিকত্বং রাজসত্বং তামসত্বং চ বুদ্ধ্বা রজস্তমোলিঙ্গানামাহারাণাং পরিবর্জ্জনার্থং সত্ত্বলিঙ্গানাং চোপাদানার্থম্। তথা যজ্ঞাদীনামপি সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিবিধত্বপ্রতিপাদনমিহ রাজসতামসান্ বুদ্ধ্বা কথং নু নাম পরিত্যজেৎ সাত্ত্বিকানেবানুতিষ্ঠেদিত্যেবমর্থমাহ—আহারস্ত্বিতি। আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ভোক্তুঃ প্রাণিনস্ত্রিবিধো ভবতি প্রিয় ইষ্টঃ। তথা যজ্ঞঃ। তথা তপঃ। তথা দানম্। তেষামাহারাদীনাং ভেদমিমং বক্ষ্যমাণং শৃণু॥ ৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যাদিত্রয়োদশভিঃ। সর্ব্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ। স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি। তথা যজ্ঞতপোদানানি চ ত্রিবিধানি ভবন্তি। তেষাং বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। চর্ব্ব্য, চোষ্য ও লেহ্যাদি আহার, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপঃ, গো ও সুবর্ণাদি দান, এ সমস্তই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে যে তিন প্রকার, তাহাই ভগবান্ ব্যাখ্যা করিবেন।॥৭॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের ত্রিবিধ ভেদ হইতে তত্তৎ কর্ত্তার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব সহজে অনুমিত হইতে পারে। এইরূপে শাস্ত্রাদেশ পালনপূর্ব্বক ঈশ্বর প্রীত্যর্থ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা ও দানের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ রাজসী ও তামসী প্রবৃত্তির ক্ষয় এবং সাত্ত্বিকী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে যে মারণ-উচ্চাটনাদি তামসিক ক্রিয়া ও সকাম হিংসাত্মক যজ্ঞাদির বিধি আছে, তাহাও অজ্ঞানীকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিবার জন্যই বলিতে হইবে। শাস্ত্রবিধির সত্যতায় বিশ্বাস জন্মিলেই নিত্যসুখকর নিবৃত্তিদায়ক সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বতঃই ইচ্ছা হইবে। সাত্ত্বিক আহার ও দানাদিতে আগ্রহ বৃদ্ধি করাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য॥ ৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিনী। আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী), রস্যাঃ (সরস), স্নিগ্ধাঃ (স্নিগ্ধ), স্থিরাঃ (স্থির), হৃদ্যাঃ (হৃদ্য) আহারাঃ (আহারসকল) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বর্দ্ধনকারী, এবং সরস, স্নিগ্ধ, স্থির ও হৃদ্য আহার সাত্ত্বিকদিগের প্রিয় ॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আয়ুরিতি। আয়ুশ্চ সত্ত্বং চ বলং চারোগ্যং চ সুখং প্রীতিশ্চ। তাসাং বিবর্দ্ধনা আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। তে চ রস্যা রসোপেতাঃ। স্নিগ্ধাঃ স্নেহবন্তঃ। স্থিরাশ্চিরকালস্থায়িনো দেহে। হৃদ্যা হৃদয়প্রিয়াঃ। আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ সাত্ত্বিকস্যেষ্টাঃ ॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ—আয়ুরিতিত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবিতং। সত্ত্বমুৎসাহঃ। বলং শক্তিঃ। আরোগ্যং রোগরাহিত্যম্। সুখং চিত্তপ্রসাদঃ। প্রীতিঃ রুচিঃ। আয়ুরাদীনাং বিবর্দ্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ। তে চ রস্যা রসবন্তঃ। স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ। স্থিরা দেহে সারাংশেন চিরকালাবস্থায়িনঃ। হৃদ্যা দৃষ্টিমাত্রাদেব হৃদয়ঙ্গমাঃ। এবম্ভূতা আহারা ভক্ষ্যভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে আহার দ্বারা পরমায়ুঃ দীর্ঘ হয়, যাহাতে শরীরের অবসাদ বিদূরিত হয়, যাহা দ্বারা দুর্ব্বল শরীরেও বলের সঞ্চার হয়, যাহা সেবন করিলে শরীরের পীড়া না হয়, ও পীড়া থাকিলে তাহা আরোগ্য প্রাপ্ত হয়, যাহা ভোজনে চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, যাহা ভোজন করিবার সময় রুচি অধিক হয়, যাহা স্বাদু, স্নিগ্ধ (অর্থাৎ ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত), যাহার শক্তি শরীরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিতে থাকে, যে বস্তু দুর্গন্ধ-অশুচিত্বাদিদোষবিনির্ম্মুক্ত হওয়ায় দর্শনমাত্রেই খাইতে ইচ্ছা হয় ও মন প্রফুল্ল করে, সেই সকল আহার সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের প্রিয়। এতাবৎই সাত্ত্বিকগণের আহার্য্য ॥ ৮॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। অনেকের মনে হইতে পারে যে, মাংসাদি আহার শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, সুতরাং উহারাও সাত্ত্বিক আহারের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কিন্তু মাংসাহার দীর্ঘজীবনের অনুকূল নহে, এবং উহা অনেক দুরারোগ্য রোগের কারণ। বিশেষতঃ মাংসাহারের উগ্রতায় ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইয়া থাকে, এবং হিংস্র পশুভাবের অত্যধিক বৃদ্ধি হয়। এইজন্য মৎস্য-মাংস প্রভৃতি তামস আহারের অন্তর্গত এবং হিংসাত্মক বলিয়া ইহারা সাত্ত্বিক গুণ বিকাশের বিরোধী। সুতরাং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যাঁহারা চিত্তের স্থিরতাসহ ভগবদুপাসনার শান্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎস্যমাংসমদ্যাদি আহার অতীব অহিতকর। সাত্ত্বিক ঘৃত-দুগ্ধাদিও অত্যধিক পরিমাণে আহার করিলে তামসিক ভাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৮॥

কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতং চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। কট্‌ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, প্রদাহকারী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (কষ্ট, শোক ও রোগজনক) আহারাঃ (আহার-সকল) রাজসস্য (রাজস ব্যক্তিদিগের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। অতি কটু, অম্ল, লবণ, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উগ্র (বা বিদগ্ধপাকী) এবং দুঃখ, শোক ও রোগের জনক আহার রাজস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কট্বিতি। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন ইত্যত্রাতিশব্দঃ কট্বাদিষু সর্ব্বত্র যোজ্যঃ। অতিকটুরতিতীক্ষ্ণ ইত্যেবম্। কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিন আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ। দুঃখশোকাময়প্রদাঃ—দুঃখং চ শোকং চাময়ং চ প্রযচ্ছন্তীতি দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তথা কট্বিতি। অতিশব্দঃ কট্বাদিষু সপ্তস্বপি সম্বধ্যতে তেনাতিকটুর্নিম্বাদিঃ। অত্যম্লোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ। অতিতীক্ষ্ণো মরিচাদিঃ। অতিরুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাদিঃ। অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ। অতিকট্বাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ। দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি। শোকঃ পশ্চাদ্ভাবি দৌর্ম্মনস্যম্। আময়ো রোগঃ। এতান্ প্রদদতি প্রযচ্ছন্তীতি তথা ॥ ৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "অতি উষ্ণ" পদে যে "অতি" শব্দ রহিয়াছে উহাকে কটু আদি সপ্ত শব্দের সহিতই অন্বয় করিতে হইবে, অর্থাৎ অতি কটু, অতি অম্ল ইত্যাদি। যাহা খাইবার সময় পীড়া বোধ হয়, যাহা খাইলে পরে মন অপ্রসন্ন হয়, এবং যে আহারে জ্বরাদি পীড়া হয়, তাহাই দুঃখ, শোক ও রোগের জনক। এইরূপ আহারই রাজস। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজস আহার অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যাতযামং (বহু পূর্ব্বে পক্ব) গতরসং চ (ও নির্গতরস) পূতি (দুর্গন্ধ) পর্য্যুষিতম্ (পূর্ব্বদিনে পক্ব) উচ্ছিষ্টম্ অপি চ (ও উচ্ছিষ্ট) অমেধ্যং (অপবিত্র) যৎ (যে) ভোজনং (আহার) [তাহা] তামসপ্রিয়ম্ (তামস ব্যক্তিদিগের প্রিয়) ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে খাদ্য যাতযাম, যাহার রস শুকাইয়া গিয়াছে, যাহা দুর্গন্ধ, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, সে আহার তামস ব্যক্তিগণের প্রিয় ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যাতযামমিতি। যাতযামং মন্দপক্বম্। নির্ব্বীর্য্যস্য গতরসশব্দেনোক্তত্বাৎ। গতরসং রসবিযুক্তম্। পূতি দুর্গন্ধম্। পর্য্যুষিতং চ পক্বং সদ্রাত্র্যন্তরিতং চ যৎ। উচ্ছিষ্টমপি চ ভুক্তাবশিষ্টমপি। অমেধ্যমযজ্ঞার্হম্। ভোজনমীদৃশং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যথা যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্বস্যৌদনাদেস্তদ্যাতযামম্। শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। গতরসং নিষ্পীড়িতসারম্। পূতি দুর্গন্ধম্। পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্বম্। উচ্ছিষ্টমন্যভুক্তাবশিষ্টম্। অমেধ্যমভক্ষ্যং কলঞ্জাদি। এবম্ভূতং ভোজনং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে আহার অর্দ্ধপক্ব বা যাহা অতিপক্ব হইয়া বিরস হইয়াছে, অথবা অনেকক্ষণ পাক হইয়া শীতল হইয়া গিয়াছে, সেই আহার "যাতযাম"। যাহার সারাংশ নিষ্কাশিত হইয়াছে (মথিতদুগ্ধাদি), যে আহারে দুর্গন্ধ জন্মিয়াছে, যাহা একরাত্রি পূর্ব্বে অগ্নিপক্ব হইয়াছে, যে আহার অন্যের ভুক্তাবশেষ, এবং মৎস্য, মাংস, মদ্য ও অণ্ড প্রভৃতি অপবিত্র আহার তামস ব্যক্তিবর্গের প্রিয়, অর্থাৎ এতাবৎ আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি হয়। সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের পক্ষে তামস আহার নিতান্ত নিষিদ্ধ। রাজস আহার সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। যথা, অতি কটু—সরসের বিরোধী; অতি-রূক্ষ—স্নিগ্ধের বিরোধী; অতি-তীক্ষ্ণ, অতি উগ্র—ধাতুর পোষণ বা স্থিরতার বিরোধী, অতি উষ্ণ—হৃদ্যের বিরোধী, আময়প্রদ—আয়ুঃ, সত্ত্ব ও বলের বিরোধী, দুঃখশোকপ্রদ—সুখ ও প্রীতির বিরোধী। রাজস আহারের ন্যায় তামস আহারও সাত্ত্বিক আহারের বিরোধী। গতরস, যাতযাম, পর্য্যুষিত—সরস, স্নিগ্ধ ও স্থিরের বিরোধী, আবার দুর্গন্ধ, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য—হৃদ্যের বিরোধী। তামস আহার সাধারণতঃ আয়ুঃ, সত্ত্বাদির বিরোধী ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ কর্ত্তব্যই) ইতি (এইরূপ) মনঃ সমাধায় (মনঃসমাধান করিয়া) বিধিদিষ্টঃ (যথাশাস্ত্রবিহিত) যঃ যজ্ঞঃ (যে যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধুনা যজ্ঞস্ত্রিবিধ উচ্যতে—অফলেতি। অফলাকাঙ্ক্ষিভিরফলার্থিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টঃ শাস্ত্রচোদনাদিষ্টো যো যজ্ঞ ইজ্যতে নির্ব্বর্ত্ত্যতে। যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞস্বরূপনির্ব্বর্ত্তনমেব কার্য্যমিতি মনঃ সমাধায়। নানেন পুরুষার্থো মম কর্ত্তব্য ইত্যেবং নিশ্চিত্য। স সাত্ত্বিকো যজ্ঞ উচ্যতে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধঃ। তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥

ইজ্যতেঽনুষ্ঠীয়তে স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে? যষ্টব্যমেবেতি। যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যম্। নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ॥ ১১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। একণে ত্রিবিধ যজ্ঞ কথিত হইতেছে। অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্মাস্য ও জ্যোতিষ্টোম আদি যজ্ঞ কাম্য ও নিত্য ভেদে দ্বিবিধ। "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধানে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য। "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া যে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা নিত্য। ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য অতিকর্ত্তব্য বোধে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, সেই নিত্য যজ্ঞই সাত্ত্বিক॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। ফলম্ (ফল) অভিসন্ধায় তু (কামনাপূর্ব্বক) অপি চ (এবং) দম্ভার্থম্ এব (নিজ মহত্ত্বপ্রকাশের জন্যই) যৎ ইজ্যতে (যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়), ভরতশ্রেষ্ঠ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ।) তং (সেই) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতশ্রেষ্ঠ। স্বর্গাদি ফলকামনায় ও নিজ মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায়োদ্দিশ্য। দম্ভার্থমপি চৈব। যদিজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায়োদ্দিশ্য তু যদিজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থং চ স্বমহত্ত্বখ্যাপনার্থং চ। তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি॥ ১২॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহান্তে স্বর্গ পাইব ও ইহলোকে আমাকে সকলে ধর্ম্মাত্মা বলিবে, এই ভাবে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, অথবা কেবল স্বর্গার্থে বা কেবল যশোলিপ্সায় যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। সাত্ত্বিকগণ এরূপ যজ্ঞ করিবেন না॥ ১২॥

অন্বয়বোধিনী। [বেদবিদ্গণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত) অসৃষ্টান্নং (অন্নদান-বিহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রবর্জ্জিত) অদক্ষিণং (দক্ষিণাশূন্য) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাবিহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং (তামস) পরিচক্ষতে (বলিয়াছেন)॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত ও অন্নদানবিহীন, যে যজ্ঞে

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, যথাবিহিত দক্ষিণা নাই, ও যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা তামস যজ্ঞ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং যথাচোদিতবিপরীতম্। অসৃষ্টান্নং—ব্রাহ্মণেভ্যো ন সৃষ্টং ন দত্তমন্নং যস্মিন যজ্ঞে সোঽসৃষ্টান্নঃ। তমসৃষ্টান্নম্। মন্ত্রহীনং মন্ত্রতঃ স্বরতো বর্ণতো বা বিযুক্তং মন্ত্রহীনম্। অদক্ষিণমুক্তদক্ষিণারহিতম্ শ্রদ্ধাবিরহিতম্ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে তমোনির্ব্বৃত্তং কথযন্তি ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং যজ্ঞমাহ—বিধিহীনমিতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তম্। মন্ত্রৈর্হীনম্। যথোক্তদক্ষিণারহিতম্। শ্রদ্ধাশূন্যং চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথযন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে যজ্ঞে শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা অনুসারে অনুষ্ঠিত না হয়, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান করা না হয়, যে যজ্ঞে উদাত্তানুদাত্ত আদি স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্ঞে যথারীতি দক্ষিণা দেওয়া না হয়, যে যজ্ঞে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণাদির প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, বেদবিদ্গণ তাহাকে তামস যজ্ঞ বলিয়াছেন। তামস যজ্ঞে ইহলোকে বা পরলোকে কোন শুভ ফলই লাভ হয় না ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা), শৌচম্ (শৌচ), আর্জ্জবং (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্যম্ (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা চ (ও অহিংসা) শারীরং (শারীরিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, আর্জ্জব, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি শারীর তপঃ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং তপস্ত্রিবিধমুচ্যতে—দেবেতি। দেবাশ্চ দ্বিজাশ্চ গুরবশ্চ প্রাজ্ঞাশ্চ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞাঃ। তেষাং পূজনং দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনম্। শৌচম্। আর্জ্জবমৃজুত্বম্। ব্রহ্মচর্য্যম্। অহিংসা চ। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরম্। শরীরপ্রধানৈঃ সর্ব্বৈরেব কার্য্যকরণৈঃ কর্ত্রাদিভিঃ সাধ্যং শারীরং তপ উচ্যতে। পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ (গী ১৮।১৫) ইতি হি বক্ষ্যতি ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমং তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দেবেত্যাদিত্রিভিঃ। তত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞা গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ। দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকং চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ [illegible] ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিবিধ যজ্ঞের কথা ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ একণে শারীর, বাচিক ও মানস ভেদে ত্রিবিধ তপের বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ আদিকে প্রণামাদি যথাশাস্ত্র পূজা, সদাচারযুক্ত উত্তম ব্রাহ্মণের সৎকার, পিতা, মাতা, আচার্য্য ও বৃদ্ধাদি গুরুগণের পূজা, বেদার্থবেত্তা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির যথাবিধি সৎকার অর্থাৎ অভিবাদন, শুশ্রূষা, প্রদক্ষিণ অনুদান আদি দ্বারা পূজা (দ্বিজ বলিলেই বেদজ্ঞ বুঝায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতিরিক্ত আর কাহাকেও বুঝায় না, এইজন্য—কোন কোন টীকাকারের মতে—ভগবান্ স্বতন্ত্র করিয়া "প্রাজ্ঞ" শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রজ্ঞাবান্ বা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, সুলভা সন্ন্যাসিনী, বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ আদির ন্যায় স্ত্রী বা শূদ্র হইলেও, তাঁহার পূজা ও সৎকার করিতে হইবে), মৎস্য-মাংস-মদিরাদি নিষিদ্ধাহারের ত্যাগ ও মৃজ্জলাদি দ্বারা শরীরশুদ্ধি, আর্জ্জব অর্থাৎ [সরলতা বা] শাস্ত্রসিদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ মৈথুনাদি পরিত্যাগ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ প্রাণিপীড়ন পরিত্যাগ এবং ("অহিংসা চ"—এস্থলে "চ"কার দ্বারা অস্তেয় ও অপরিগ্রহ উপলক্ষিত হইয়াছে) চৌর্য্য ও বিরোধ না করা শারীর তপঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনুদ্বেগকরং (অনুদ্বেগকর), সত্যং প্রিয়হিতং চ (সত্য, প্রিয় ও হিতজনক) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব (ও বেদাভ্যাস) বাঙ্ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কাহারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সম্ভাষণ, সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য কথন এবং বেদাভ্যাস করা বাঙ্ময় তপস্যা। ॥ ১৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনুদ্বেগকরমিতি। অনুদ্বেগকরং প্রাণিনামদুঃখকরং বাক্যম্। সত্যং প্রিয়ং হিতং চ যৎ। প্রিয়হিতে দৃষ্টাদৃষ্টার্থে। অনুদ্বেগকরত্বাদিভি র্ধর্ম্মৈর্বাক্যং বিশেষ্যতে। বিশেষণধর্ম্মসমুচ্চয়ার্থশ্চশব্দঃ। পরপ্রত্যয়নার্থং প্রযুক্তস্য বাক্যস্য সত্যপ্রিয়হিতানুদ্বেগকরত্বানামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা হীনতা স্যাদ্ যদি ন তদ্ বাঙ্ময়ং তপঃ। তথা সত্যবাক্যস্যেতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনতায়াং ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা প্রিয়বাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। তথা হিতবাক্যস্যাপীতরেষামন্যতমেন দ্বাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বিহীনস্য ন বাঙ্ময়তপস্ত্বম্। কিং পুনস্তৎ তপঃ? যৎ সত্যং বাক্যমনুদ্বেগকরং প্রিয়ং হিতং চ তৎ পরমং তপো বাঙ্ময়ম্। যথা শান্তো ভব বৎস। স্বাধ্যায়ং যোগং চানুতিষ্ঠ। তথা তে শ্রেয়ো ভবিষ্যতি। স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব যথাবিধি বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যম্। সত্যম্। শ্রোতুঃ প্রিয়ম্। হিতং চ পরিণামে সুখকরম্। স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচা নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ॥ ১৫ ॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে বাক্য শুনিলে শ্রোতা মনোবেদনা না পায় এরূপ সদালাপ, সত্যকথন (যে বাক্য প্রমাণমূলক ও কোন প্রমাণ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং সত্যার্থের প্রতিপাদক), যে কথা শ্রোতার স্ফূর্তি ও বোধ-সুখকর হয়, ও যাহা শুনিলে শ্রোতার কল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ বাক্য কথন এবং শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদাধ্যয়ন—এইগুলি বাঙ্ময় তপস্যা ॥ ১৫ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শ্রোতার অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য প্রয়োগই বাঙ্ময় তপস্যা। বাক্যের এই চারিটী ধর্ম্মের কোনও অঙ্গহানি হইলে—অর্থাৎ অনুদ্বেগকর বাক্য অসত্য, অপ্রিয় বা অহিতকর হইলে, সত্যবাক্য উদ্বেগজনক, অপ্রিয় বা অহিতকর হইলে, প্রিয়বাক্য উদ্বেগজনক, অসত্য বা অহিতকর হইলে, অথবা হিতবাক্য উদ্বেগজনক, অসত্য বা অপ্রিয় হইলে—তাহা সাত্ত্বিক তপস্যা মধ্যে পরিগণিত হইবে না। সত্ত্বগুণযুক্ত পুরুষই ঐরূপ বাচিক তপস্যা সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিতে পারেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা) সৌম্যত্বং (অক্রূরতা) মৌনং (মৌনভাব) আত্মবিনিগ্রহঃ (আত্মসংযম) ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই সকল) মানসং (মানস) তপঃ (তপস্যা) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌনভাব, মনোনিগ্রহ ও অন্তঃকরণশুদ্ধি—এইগুলি মানস তপঃ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মনঃপ্রসাদ ইতি। মনঃপ্রসাদো মনসঃ প্রশান্তিঃ। স্বচ্ছতাপাদনং মনসঃ প্রসাদঃ। সৌম্যত্বং যৎ সৌমনস্যমাহুঃ। মুখাদিপ্রসাদকার্য্যোন্নেয়াস্তঃকরণস্য বৃত্তিঃ। মৌনং বাক্সংযমোঽপি মনঃসংযমপূর্ব্বকো ভবতি—ইতি কার্য্যেণ কারণমুচ্যতে। মনঃসংযমো মৌনমিতি। আত্মবিনিগ্রহো মনোনিরোধঃ। সর্ব্বতঃ সামান্যরূপ আত্মবিনিগ্রহঃ। বাগ্বিষয়স্যৈব মনসঃ সংযমো মৌনমিতি বিশেষঃ। ভাবসংশুদ্ধিঃ—পরৈর্ব্যবহারকালেঽমায়াবিত্বং ভাবসংশুদ্ধিঃ। ইত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। মানসং তপ আহ—মনঃপ্রসাদ ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বচ্ছতা। সৌম্যত্বমক্রূরতা। মৌনং মুনের্ভাবঃ। মননমিত্যর্থঃ। আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহারঃ। ভাবসংশুদ্ধির্ব্যবহারে মায়ারাহিত্যম্। ইত্যেতন্মানসং তপঃ ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। চিত্তে বিষয়চিন্তাজনিত ব্যাকুলতা না থাকা, সৌম্যভাব (সর্ব্ব-লোকহিতৈষণা ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়ের চিন্তা না করা), মৌনভাব (একাগ্রতা পূর্ব্বক আত্মচিন্তন), কাম-ক্রোধাদির নিবৃত্তিপূর্ব্বক হৃদয়শুদ্ধি ও ছল-কাপট্যাদির পরিহার প্রভৃতি মানস তপঃ বলিয়া উক্ত হইল ॥ ১৬ ॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) যুক্তৈঃ (একাগ্রচিত্ত) নরৈঃ (পুরুষগণকর্ত্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়া (পরমশ্রদ্ধা সহ) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তৎ (পূর্ব্বোক্ত) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যাকে) [শিষ্টগণ] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলেন) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলাভিসন্ধিশূন্য একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি পরমশ্রদ্ধাসহ যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যথোক্তং কায়িকং বাচিকং মানসং চ তপস্তপ্তং নরৈঃ সত্ত্বাদি-গুণভেদেন কথং ত্রিবিধং ভবতীতি? উচ্যতে—শ্রদ্ধয়েতি। শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা পরয়া প্রকৃষ্টয়া তপ্তমনুষ্ঠিতং তপস্তৎ প্রকৃতং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং ত্র্যধিষ্ঠানং নরৈরনুষ্ঠাতৃভিরফলা-কাঙ্ক্ষিভিঃ ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈর্যুক্তৈঃ সমাহিতৈঃ। যদীদৃশং তপস্তৎ সাত্ত্বিকং সত্ত্বনির্বৃত্তং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্। তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ—শ্রদ্ধয়েত্যাদিত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধমপি তপঃ পরয়া শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈরেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কায়িক-বাচিকাদি ত্রিবিধ তপস্যার বিবরণ বলিয়া এক্ষণে ভগবান্ সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকার তপস্যার ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিজ সুখলাভ বা দুঃখ-নাশের কোন প্রকার কামনা না করিয়া কেবল অতিকর্ত্তব্য বোধে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কায়িক, বাচিক ও মানস তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। সৎকারমানপূজার্থং (সৎকার, মান ও পূজা লাভার্থ) দম্ভেন চ এব (এবং দম্ভপূর্ব্বক) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), ইহ (এই লোকে) চলম্ (চঞ্চল) অধ্রুবং (ক্ষণিক) তৎ (সেই) তপঃ (তপস্যা) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে) ॥ ১৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে তপস্যা সৎকার, মান ও পূজার জন্য দম্ভপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস। রাজস তপস্যা ইহলোকেই ফল দান করে, ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ—সাধুরয়ং তপস্বী ব্রাহ্মণঃ—

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৯॥

ইত্যেবমর্থম্। মানো মাননং প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ। তদর্থম্। পূজা পাদপ্রক্ষালনার্চনা-শয়িতৃত্বাদিঃ। তদর্থং চ তপঃ সৎকারমানপূজার্থম্। দম্ভেন চৈব যৎ ক্রিয়তে তপস্তদিহ প্রোক্তং কথিতং রাজসং চলং কাদাচিৎকফলত্বেনাধ্রুবম্॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসমাহ— সৎকারেতি। সৎকারঃ—সাধুকারঃ সাধু-রয়মিতি তাপসোঽয়মিত্যাদিবাক্পূজা। মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদির্দৈহিকী পূজা। পূজা অর্থলাভাদিঃ। এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে। অত এব চলমনিয়তম্। অধ্রুবং চ ক্ষণিকম্। যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। লোকে আমাকে বলিবে "ইনি বড় কঠোর ব্রত করেন, ইনি অন্ন ত্যাগ করিয়া কেবল ফল-মূল আহার করেন, ইনি শ্রেষ্ঠ সাধক", "আমি কোথাও যাইবামাত্র লোকে আমাকে তপস্বী জানিয়া অভ্যর্থনাদি করিবে, লোকে আমার পাদপ্রক্ষালন ও অর্চ্চনা করিবে ও অর্থাদি দান করিবে"—ইত্যাদি মনে করিয়া দম্ভপূর্ব্বক যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা রাজস। এ তপস্যায় পারলৌকিক ফল হয় না, কেবল ইহলোকে অল্পকালস্থায়ী কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা লাভ হয় মাত্র। আবার সর্ব্বত্রই যে প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই, এজন্য ইহা চঞ্চল ও অধ্রুব॥ ১৮॥

অন্বয়বোধিনী। মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেকপূর্ব্বক) আত্মনঃ (নিজের) পীড়য়া (পীড়া দিয়া) পরস্য বা (বা পরের) উৎসাদনার্থং (বিনাশার্থ) যৎ (যে) তপঃ (তপস্যা) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) তামসং (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হইয়াছে)॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। দুরাগ্রহপূর্ব্বক শরীরাদিকে পীড়া দিয়া, অথবা অন্য প্রাণীর বিনাশার্থ যে তপস্যার অনুষ্ঠান হয়, তাহা তামস॥ ১৯॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মূঢ়গ্রাহেণেতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেকনিশ্চয়েনাত্মনঃ পীড়য়া ক্রিয়তে যত্তপঃ পরস্যোৎসাদনার্থং বিনাশার্থং বা তত্তামসং তপ উদাহৃতম্॥ ১৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণাবিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে। পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচার-রূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্॥ ১৯॥

গীতার্থসন্দীপনী। রাজা হইবার জন্য পঞ্চতপ আদি, লোককে জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিবার জন্য লিঙ্গনালচ্ছেদন ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন, অথবা অন্য ব্যক্তির বিনাশার্থ যে মন্ত্র-জপ বা সাধনাদি করা হয়, তাহা তামস তপঃ। বিবেকিগণ রাজস বা তামস তপের অনুষ্ঠান করিবেন না॥ ১৯॥

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে) দেশে (উপযুক্ত স্থানে), কালে চ (উপযুক্ত সময়ে) পাত্রে চ (ও উপযুক্ত পাত্রে) দাতব্যম্ (দেওয়া কর্ত্তব্য) ইতি (এইভাবে) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে দান কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে, দেশ, কাল ও পাত্রের উত্তমতা বিচারপূর্ব্বক, প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ॥ ২০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং দানত্রৈবিধ্যমুচ্যতে—দাতব্যমিতি। দাতব্যমিত্যেবং মনঃ কৃত্বা যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়। সমর্থায়াপি নিরপেক্ষং দীয়তে। দেশে পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে সংক্রান্ত্যাদৌ। পাত্রে চ ষড়ঙ্গবিদ্বেদ-পারগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়েত্যর্থঃ। তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়। দেশে কুরুক্ষেত্রাদৌ। কালে গ্রহণাদৌ। পাত্রে চেতি দেশকালসাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা। পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ। যদ্বা পাত্র ইতি তৃচন্তং। রক্ষকায়েত্যর্থঃ। চতুর্থ্যেবৈষা। স হি সর্ব্বস্মাদপদ্গণাদ্দাতারং পাতীতি পাতা তস্মৈ। যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এক্ষণে সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ দানের বিবরণ ব্যাখ্যাত হইতেছে। যে সময়ে যেরূপ ব্যক্তিকে যে পদার্থ দান করিবার জন্য শ্রুতি ও স্মৃতি আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রাজ্ঞাবশংবদ ও ফলকামনাবর্জ্জিত হইয়া যে অন্ন, স্বর্ণাদি দান করা যায় ও প্রতিগ্রহীতার নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক। সাধু, সন্ন্যাসী আদি যাঁহারা কেবল ভগবানের আরাধনা করেন, যাঁহারা দেশহিতসাধনরত, যাহারা অকর্ম্মণ্য ও নিতান্ত দুঃখী তাঁহারাই দানের যোগ্য পাত্র। অশিক্ষিত অসাধু ব্যক্তিকে কিছুমাত্র দান করিতে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

> "অব্রতা হ্যনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
> তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং হি সঃ ॥" (ক)

যাহারা ব্রতচর্য্যা ও বিদ্যাশিক্ষা না করে, তাহাদিগকে যে গ্রামের লোক ভোজন করায়,

---

(ক) অত্রিসংহিতা, ২২।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ *॥ ২১॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥

রাজা সেই গ্রামকে অর্থাৎ সেই গ্রামের লোকদিগের প্রতি চৌর্য্যোচিত দণ্ড বিধান করিবেন। সাধু ও বিদ্যাবানের প্রাপ্য অন্ন গ্রহণ করায় অসাধু ও অনধীত ব্যক্তি পরস্বাপহারী, আর দানকর্ত্তা চৌর্য্যের প্রশ্রয়দাতা এই জন্য উভয়েই দণ্ডার্হ। যথাশাস্ত্র দান না করিয়া অবিদ্যাজনিত স্নেহ, মমতা ও করুণার বশীভূত হইয়া দান করিলে দান অসিদ্ধ হয়। "বিদ্যাতপোভ্যামাত্মনো দাতুশ্চ পালনক্ষম এব প্রতিগৃহ্নীয়াৎ"—যে ব্যক্তি বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আপনার ও দাতার রক্ষণে সমর্থ সেই ব্যক্তিই দাতার ধন গ্রহণ করিবার অধিকারী। বিদ্যা ও তপোবর্জ্জিত ব্যক্তি দানের অযোগ্য॥ ২০॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ তু (যে দান) প্রত্যুপকারার্থং প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকারের আশায়) ফলম্ উদ্দিশ্য বা (অথবা ফলের কামনায়) পুনঃ চ (অধিকন্তু) পরিক্লিষ্টং (চিত্তের (ক্লেশসহ) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (সেই) দানং (দান) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] স্মৃতম্ (কথিত হয়)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। যে দান প্রত্যুপকারের প্রত্যাশায় অথবা স্বর্গাদি ফল-কামনায়, এবং যে দান ক্লেশসহকারে প্রদত্ত হয়, তাহা রাজসিক॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিতি। যত্তু দানং প্রত্যুপকারার্থং—কালে স্বয়ং মাং প্রত্যুপ-করিষ্যতীত্যেবমর্থম্। ফলং বাস্য দানস্য মে ভবিষ্যত্যদৃষ্টমিতি। তদুদ্দিশ্য পুনর্দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং খেদসংযুক্তং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং দানমাহ—যদিতি। কালান্তরেঽয়ং মাং প্রত্যু-পকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিট-ক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং তদ্দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই ধন ব্রাহ্মণকে দান করিতেছি, এ ব্যক্তি কোন সময়ে আমার উপকার করিবে, অথবা এই দান জন্য পুণ্যফলে আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিব, এইরূপ ভাবিয়া যে দান করা হয়, কিংবা দান করিয়া যদি মনে হয় যে, কেনই বা বৃথা এত দান করিলাম? এইরূপ দানকে বেদবিদ্‌গণ রাজস দান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন॥ ২১॥

অন্বয়বোধিনী। অদেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেভ্যঃ চ (ও অপাত্র সমূহে) অসৎকৃতম্ (সৎকার না করিয়া) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞাসহ) যৎ (যে) দানং (দান) দীয়তে (দেওয়া হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥ ২২॥

---

* তত্তামসমুদাহৃতমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে দান অনুপযুক্ত দেশে, অযোগ্য কালে ও অপাত্রে প্রদত্ত হয়, ও যে দান সৎকাররহিত, এবং যে দান অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রদত্ত হয়, তাহা তামস দান ॥ ২২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অদেশকাল ইতি। অদেশকালে—অদেশেঽপুণ্যে দেশে ম্লেচ্ছাশুচ্যাদিসংকীর্ণে। অকালে পুণ্যহেতুত্বেনাপ্রখ্যাতে সংক্রান্ত্যাদিবিশেষরহিতে। অপাত্রেভ্যশ্চ মূর্খতস্করাদিভ্যঃ। দেশাদিসম্পত্তৌ চাসৎকৃতং প্রিয়বচনপাদপ্রক্ষালনপূজাদিরহিতম্। অবজ্ঞাতং পাত্রপরিভবযুক্তং চ যৎ। তদ্দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশেঽশুচিস্থানে। অকালেঽশৌচাদিসময়ে। অপাত্রেভ্যো বিটনটনর্ত্তকাদিভ্যঃ। যদ্দানং দীয়তে দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপ্যসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্। অবজ্ঞাতং পাত্রতিরস্কারযুক্তম্। এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বভাবদূষিত বা দুর্জ্জনসম্বন্ধ-জন্য পাপযুক্ত অশুচি স্থানে, যে সময়ের লগ্নাদি শাস্ত্রে অপুণ্যকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে সেই সময়ে, এবং বিদ্যা ও তপস্যাবির্জ্জিত ব্যক্তিকে, অথবা বেশ্যা, নর্ত্তকী, তোষামোদকারী প্রভৃতি অপাত্রে যে দান করা হয়, তাহা তামসিক। আর দেশ-কাল-পাত্র উপযুক্ত হইলেও যদি দাতা প্রতিগ্রহীতাকে মিষ্ট-সম্ভাষণাদি দ্বারা সৎকার না করিয়া, অথবা ঘৃণা বা অনাদর করিয়া দান করে, সে দানও তামস দান বলিতে হইবে ॥ ২২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ওঁ তৎ সৎ ইতি (ওঁ তৎ সৎ—এই) ত্রিবিধঃ (তিনপ্রকার) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মের) নির্দ্দেশঃ (নাম) স্মৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। তেন (তদ্দ্বারা) ব্রাহ্মণাঃ চ (ব্রাহ্মণগণ) বেদাঃ চ (বেদসকল) যজ্ঞাঃ চ (ও যজ্ঞসমূহ) পুরা (পূর্ব্বকালে) বিহিতাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) ॥ ২৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। "ওঁ তৎ সৎ" ব্রহ্মের এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম স্মরণ করিয়া সৃষ্টির আদি কালে প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি [কর্ত্তা], [করণরূপ] বেদ ও [কর্ম্মরূপ] যজ্ঞ উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপোদানাদি রাজসতামস-প্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদন-প্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওঁ তৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নামব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবদোমিতি ত্রিবৃৎ ব্রহ্ম (ক) ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেরোমিতি ব্রহ্মণো নাম। জগৎকারণত্বেনাতিপ্রসিদ্ধত্বাদবিদুষাং পরোক্ষত্বাচ্চ তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী-পরমার্থসত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিভিঃ সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। দিত্যাদি শ্রুতেঃ (খ)। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি। তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্টাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ। সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাঃ। তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিশুদ্ধভাবে সম্পাদন করিতে যত্ন করিলেও অনুষ্ঠাতার প্রমাদাদি দোষে কোন না কোন ত্রুটি থাকিয়া যাইবারই সম্ভাবনা। এইজন্য ভগবান্ কার্য্যশুদ্ধির নিমিত্ত তৎপ্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা বলিতেছেন। ওঁকাররূপে পরব্রহ্মের নাম যেমন অ+উ+ম্ এই ত্রিবর্ণাত্মক, সেইরূপ প্রাচীন মহর্ষিগণ পরব্রহ্মের ওঁ+তৎ+সৎ এই অবয়বত্রয়যুক্ত নাম, সকল কার্য্যের আদিতে স্মরণ করিতেন। কার্য্যের বৈগুণ্যদোষবিনাশার্থ পরব্রহ্মের এই বেদোক্ত নাম অবশ্যই উচ্চারণ করিবে। ধর্ম্মশাস্ত্রও বলিয়াছেন—

> "প্রমাদাৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
> স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥"

যজ্ঞাদি কার্য্যকালে যদি মন্ত্র উচ্চারণাদির প্রমাদ বশতঃ যজ্ঞের কোন অঙ্গভঙ্গ হয় তবে ভগবানের নাম স্মরণ করিলে তদ্দোষ খণ্ডিত হইবে। "ব্রাহ্মণাস্তেন"—এস্থলে ব্রাহ্মণ শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতি মাত্রই উপলক্ষিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ যজ্ঞারম্ভ কালে কার্য্যের বৈগুণ্যদোষ পরিহারার্থ "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্র অবশ্যই উচ্চারণ করিবেন। এই নামের প্রভাবেই ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; ভগবানের নামে সমস্ত বিঘ্নবৈগুণ্য কাটিয়া যায়॥২৩॥

বাদিনী বভূব—বৃহদ্দা, ৪।৫।১)। ঘোষা, রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, যমী, বাক্ (অম্ভৃণ ঋষির কন্যা–, শচী, শ্রদ্ধাকামায়নী, রাত্রি প্রভৃতি বহু স্ত্রীলোক ঋগ্বেদের বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের ঋষি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। যথা—ঘোষা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৩৯ সূক্তের ঋষি; রোমশা ১ম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের, লোপামুদ্রা ১ম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তের, বিশ্ববারা ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের, অপালা ৮ম মণ্ডলের ৯১ সূক্তের, যমী ১০ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তের, বাক্ ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের, শচী ১০ম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তের, শ্রদ্ধাকামায়নী ১০ম মণ্ডলের ৫১ সূক্তের, রাত্রি ১০ম মণ্ডলের ১২৭ সূক্তের ঋষি বলিয়া ব্যক্ত আছেন। মহাভারতের ভিক্ষুকী সুলভার সহিত রাজর্ষি জনকের সংবাদ সুপ্রসিদ্ধ (শান্তি পর্ব্ব, ৩২৫ অধ্যায়), সুলভা রাজর্ষি প্রধানের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়া ছিলেন (১৮২-১৮৩), জনকের রাজসভায় তর্ক-বিতর্কের মধ্যে তাঁহার সহিত জনকের যে বিচার হয় তাহাতে পরিশেষে জনককেই নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। এই সমুদয় স্ত্রী-ঋষিরা ব্রহ্মবাদিনী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। শৌনকঋষিকৃত বৃহদ্দেবতাতেও উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মবাদিন্য ঈরিতাঃ"। ব্রহ্মবাদিনী শব্দের অর্থ—যিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদকে বলেন অর্থাৎ বেদ বা বেদ-প্রতিপাদ্য বিষয় লইয়া আলোচনা করেন। এস্থলে ব্রহ্ম অর্থ বেদ। যথাঃ—সায়ণ অথর্ব্ববেদের (১১।৩।২৬ মন্ত্রের) ভাষ্যে বলিয়াছেন —"ব্রহ্ম বেদঃ তদ্ বদিতুং শীলম্ এষাম্ ইতি ব্রহ্মবাদিনঃ, ব্রহ্মবিচারকা মহর্ষয়ঃ।" বর্ত্তমান কালেও কাশীতে অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞে ঋত্বিকের স্ত্রীও পতিসহ বেদ মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্রই বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে দ্বিজ-স্ত্রীগণকর্ত্তৃক বেদমন্ত্র শ্রুত বা উচ্চারিত হইয়া থাকে। শ্রৌত সূত্রে বিবাহাদি প্রকরণে অনেক স্থলে উল্লিখিত আছে— "ইমং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ"। গৃহ্যসূত্রে—বিবাহপ্রকরণে—"মন্ত্রত্রয়ং কন্যৈব পঠতি" (পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে হরিহর-ভাষ্য)। সুতরাং স্ত্রীলোকদের পক্ষে বেদপাঠ বা বৈদিক-মন্ত্রের উচ্চারণ একেবারে নিষিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। এই জন্য অনুমিত হইতেছে যে, স্ত্রী-শূদ্র-পতিত-ব্রাহ্মণদিগেরজন্যে বেদ শ্রবণ-পঠনাদির নিষেধসূচক—"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" (শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ, ৪র্থ অঃ, ২৫শ শ্লোক)—বচনটী সাধারণ বিধির অন্তর্গত এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে উহা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রী-শূদ্রাদিকে প্রণব ও স্বাহাযুক্ত মন্ত্রাদি দানের নিষেধবাক্যও অযোগ্য পাত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। যেহেতু বৈষ্ণব-স্মৃতি হরিভক্তি-বিলাসে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত এবং তন্ত্রাদিতে তান্ত্রিক মতে অভিষিক্ত স্ত্রী-শূদ্রাদিকে শালগ্রাম পূজার পূর্ণাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। অধিকন্তু, শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার বৈদিক কালে না থাকিলেও পঞ্চরাত্র ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদিতে শূদ্রের সন্ন্যাস অনুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শাস্ত্রকারগণ মুমুক্ষু স্ত্রী-শূদ্রাদিকে প্রণব-জপে, বিষ্ণু-পূজায় বা সন্ন্যাস-গ্রহণে বাধা দেন নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্র—"ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের জপ করিতে বিপ্র ও বিপ্রেতর (স্ত্রী-শূদ্রাদি) সকলেই সমানাধিকারী—এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। যথা— "বিপ্রা বিপ্রেতরাশ্চৈব সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ" (৩য় উল্লাস)। যাজন ও অধ্যাপনাদি

**তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥**

দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ব্রাহ্মণের এবং যজ্ঞাদির যথাযথ অনুষ্ঠানসহ বেদবিদ্যার ধারণায় সার্ব ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের পক্ষেই বিধিপূর্ব্বক বেদপাঠাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুগণের পক্ষে এইরূপ বৈধ বেদপাঠ ও প্রণবাদির উচ্চারণ যোগ্যতানুসারে বিশেষ বিশেষ স্থল ব্যতীত অন্যত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে মাত্র।

স্বয়ং বেদও শূদ্রাদিকে বেদবিদ্যার উপদেশ দান করিতে আদেশ করিয়াছেন :—

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥

শুক্ল যজুর্ব্বেদ—২৬ অঃ, ২য় মন্ত্র।

মন্ত্রার্থ—যথা (যেমন) [আমি] জনেভ্যঃ (সকল জন বা মনুষ্যের জন্য) ইমাম্ (এই) কল্যাণীং (কল্যাণকারিণী বা মুক্তিদায়িনী) বাচং (বেদবাক্য) আ বদানি (বলিতেছি বা উপদেশ দিতেছি), [এখানে জনেভ্যঃ পদটী দ্বারা কাহাকে কাহাকে বুঝাইতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যে পরেই বলিতেছেন] ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে উপদেশ দিতেছি), [তৎপরেই বলিতেছেন] শূদ্রায় (শূদ্রকে উপদেশ দিতেছি), অর্য্যায় (বৈশ্যকে উপদেশ দিতেছি), স্বায় (আত্মীয় জনকে, অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে উপদেশ দিতেছি), চ (এবং) অরণায় (পরকে বা শত্রুকে উপদেশ দিতেছি)। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কল্যাণকারিণী বা মুক্তিদায়িনী বেদবাণী ধারণায় অসমর্থ অনধিকারী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও বলিবার নিষেধ নাই ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। তস্মাৎ (এই জন্য) ওঁ ইতি (ওঁ এই শব্দ) উদাহৃত্য (উচ্চারণ করিয়া) ব্রহ্মবাদিনাং (বেদবিদ্গণের) বিধানোক্তাঃ (শাস্ত্রোক্ত) যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম) সততং (নিরন্তর) প্রবর্ত্তন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই জন্য ওঁকার উচ্চারণ করিয়া বেদবিদ্গণের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ আদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইতে হয় ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাদিতি। তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া যজ্ঞাদিস্বরূপাঃ ক্রিয়াঃ প্রবর্ত্তন্তে। বিধানোক্তাঃ শাস্ত্রচোদিতাঃ। সততং সর্ব্বদা। ব্রহ্মবাদিনাং ব্রহ্মবদনশীলানাম্ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িষ্যন্নোঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্তস্তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্যোচ্চার্য্য কৃত্বা

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫ ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ ॥

বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাঃ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা—অঙ্গবৈকল্যেঽপি—প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ওঁ শব্দটি ভগবানের একটি বিশেষ নাম, এই জন্য বেদবিদ্‌গণ যখন যে কোন শাস্ত্রোক্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউক না কেন, ওঁ এই নাম উচ্চারণ করিয়া তবে কার্য্যারম্ভ করেন; কেননা, ভগবানের নামের গুণে সমস্ত বৈগুণ্য বিদূরিত হয়। ওঁ এই এক শব্দেরই যখন এত প্রভাব, তখন "ওঁ তৎ সৎ" নামের যে আরও অধিক প্রভাব হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) (উচ্চারণপূর্ব্বক) ফলম্ অনভিসন্ধায় (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক) বিবিধাঃ (নানাবিধ) যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া) ক্রিয়ন্তে (অনুষ্ঠিত হয়) ॥ ২৫ ।,

বঙ্গানুবাদ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ "তৎ" শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত-চিত্তে নানাবিধ যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদিতি। তদিত্যনভিসন্ধায়—তদিতি ব্রহ্মাভিধানমুচ্চার্য্যানভিসন্ধায় চ যজ্ঞাদি কর্ম্মণঃ ফলম্। যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ—যজ্ঞক্রিয়াস্তপঃক্রিয়াশ্চ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্ষেত্রহিরণ্যপ্রদানাদিলক্ষণাঃ ক্রিয়ন্তে নির্ব্বর্ত্ত্যন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভির্মোক্ষার্থিভির্মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। দ্বিতীয়ং নাম প্রয়োগমাহ—তদিতি। তদিত্যুদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্যোচার্য্য শুদ্ধচিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে। অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাগেন মুমুক্ষুসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ।

গীতার্থসন্দীপনী। "তত্ত্বমসি" (ক) এই মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ" শব্দ উচ্চারিত হইলে চিত্তের অশান্তি নিবারিত হয়। ফলাভিসন্ধানবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, এবং যজ্ঞদানাদি কার্য্য ভগবানের এই আশ্চর্য্য নামের গুণে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনুষ্ঠাতৃগণ কেবল নিজ অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্যই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। "তৎ" শব্দ পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ), সদ্ভাবে (সত্যে এইরূপ বুঝাইতে) সাধুভাবে

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

**যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ ॥**

চ (এবং সাধুভাব বুঝাইতে) সৎ ইতি এত (সৎ এই শব্দ) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়)। তথা (এবং) প্রশস্তে (মঙ্গলজনক) কর্ম্মণি (কার্য্যে) সচ্ছব্দঃ (সৎ শব্দ) যুজ্যতে (ব্যবহৃত হয়) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ। সদ্ভাব, সাধুভাব ও মঙ্গলজনক কার্য্য কালে শিষ্টগণ "সৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ওঁ তচ্ছব্দয়োর্বিনিয়োগ উক্তঃ। অথেদানীং সচ্ছব্দস্য বিনিয়োগঃ কথ্যতে—সদ্ভাব ইতি। সদ্ভাবে অসতঃ সদ্ভাবে। যথা অবিদ্যমানস্য পুত্রস্য জন্মনি। তথা সাধুভাবে—অসদ্বৃত্তস্যাসাধোঃ সদ্বৃত্ততা সাধুভাবঃ। তস্মিন্ সাধুভাবে চ। সদিত্যেতদভিধানং ব্রহ্মণঃ প্রযুজ্যতে। তত্রোচ্যতেঽভিধীয়তে। প্রশস্তে কর্ম্মণি বিবাহাদৌ চ তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ—যুজ্যতে প্রযুজ্যত ইত্যেতৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতিদ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবেঽস্তিত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদিরস্তীত্যস্মিন্নর্থে। সাধুভাবে চ সাধুত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে। সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে। সংশচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ", (ক) এই শ্রুতিতে "সৎ" শব্দটি ব্রহ্মের নাম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সদ্ভাব (অস্তিত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু আছে কি নাই—এরূপ আশঙ্কা স্থলে, ও সাধুভাব (সাধুত্ব) অর্থাৎ অমুক বস্তু পবিত্র বা অশুদ্ধ, ভাল কি মন্দ—এইরূপ সংশয় স্থলে মহাত্মগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া এতাবদ্বিধগুণ-দোষ নিবারণ করেন, এবং নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে শিষ্টগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক সমস্ত প্রতিবন্ধকতার শান্তি করেন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। যজ্ঞে (যজ্ঞে), তপসি (তপস্যার অনুষ্ঠানে), দানে চ (ও দানে) [যে] স্থিতিঃ (অবস্থান—নিষ্ঠা) [তাহা] সৎ ইতি চ (সৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। তদর্থীয়ং (ঈশ্বরার্থে) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি এব (সৎ বলিয়াই) অভিধীয়তে (কথিত হয়) ॥ ২৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। মহাত্মগণ যজ্ঞ, তপঃ ও দান রূপ কার্য্যকালে এবং ভগবৎপ্রীত্যর্থে কোন অনুষ্ঠান করিবার সময়ে, "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।২।১।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্। যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞে যজ্ঞকর্ম্মণি যা স্থিতিস্তপসি চ যা স্থিতির্দানে চ যা স্থিতিঃ সা চ সদিত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং যজ্ঞদানতপোঽর্থীয়ম্। অথবা যস্যাভিধানত্রয়ং প্রকৃতং তদর্থীয়ম্। ঈশ্বরার্থীয়মিত্যেতৎ। সদিত্যেবাভিধীয়তে। তদেতদযজ্ঞদানতপআদি কর্ম্মাসাত্ত্বিকং বিগুণমপি শ্রদ্ধাপূর্ব্বকং ব্রহ্মণোঽভিধানত্রয়প্রয়োগেণ সগুণং সাত্ত্বিকং সম্পাদিতং ভবতি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু চ যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনবঙ্গমাঙ্গলিকাদিক্রিয়া তৎসিদ্ধয়ে যদনাৎ কর্ম্ম ক্রিয়ত উদ্যানশালিক্ষেত্রধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎ কর্ম্ম তদর্থীয়ম্। তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মসাদগুণ্যার্থং কীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে। বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু ইতি ইতিন্যায়াৎ। অপরে তু প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিরিত্যাদিবর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তত্র সদ্ভাবে সাধুভাবে চেত্যাদিষু প্রাপ্তার্থত্বান্ন সংগচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়সী ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদির ক্রিয়াপরায়ণতাব স্থিতিরূপ নিষ্ঠাকালে, এবং তদর্থীয় কর্ম্মে অর্থাৎ যজ্ঞাদি সম্পাদনের অনুকূল কর্ম্মবিশেষে, বা ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল কর্ম্মবিশেষে অথবা ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মহাত্মগণ "সৎ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার বৈগুণ্য-নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক) হুতং (হোম), দত্তং (দান), তপ্তং (অনুষ্ঠিত) তপঃ (তপস্যা), যৎ চ (ও অন্যান্য যাহা) কৃতম্ (অনুষ্ঠিত হয়), [সে সমস্ত] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। পার্থ (হে পার্থ!) তৎ (তাহা) নো ইহ (না এই লোকে), ন চ প্রেত্য (না পরলোকে) [ফল দান করে] ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে যজ্ঞ, দান ও তপঃ বা অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎ সমস্ত অসৎ বলিয়া কথিত হয়। শ্রদ্ধাবিহীন কার্য্য ইহলোকে বা পরলোকে কোন ফলই দান করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র চ সর্ব্বত্র শ্রদ্ধাপ্রধানতয়া সর্ব্বং সম্পাদ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনং কৃতম্। দত্তং চ ব্রাহ্মণেভ্যোঽশ্রদ্ধয়া। তপস্তপ্তমনুষ্ঠিতমশ্রদ্ধয়া। তথা অশ্রদ্ধয়ৈব কৃতং যৎ স্তুতিনমস্কারাদি তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। মৎপ্রাপ্তিসাধনমার্গবাহ্যত্বাৎ। পার্থ। ন চ তদ্বহুলায়াসমপি প্রেত্য ফলায়। নো অপীহার্থম্। সাধুভির্নিন্দিতত্বাদিতি ॥ ২৮॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্ত্যর্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং হবনম্। দত্তং দানম্। তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতম্। যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম। তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। যতস্তৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি—বিগুণত্বাৎ। নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি—অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

গীতার্থসন্দীপনী। যদি আলস্যাদিপ্রমাদযুক্ত ব্যক্তি "ওঁ তৎ সৎ" উচ্চারণ করিলে তাহার কার্য্যবৈগুণ্য সমস্তই কাটিয়া যায়, তবে আসুর ব্যক্তিগণ (সত্ত্বগুণাবলম্বী ও শ্রদ্ধাযুক্ত না হইলেও) "ওঁ তৎ সৎ" বলিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে হয় তো সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিবে, অর্জ্জুনের এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন। অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দান, বা ব্রাহ্মণাদিকে গো-সুবর্ণাদি দান, কিংবা কায়িক-বাচিকাদি তপস্যা, অথবা যে কোন কর্ম্ম অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাধিত হয়, তৎ সমস্তই অসাধু। পাষাণাদিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ এই অশ্রদ্ধার কার্য্যেও "ওঁ তৎ সৎ" শুদ্ধিসাধক হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতীত ধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট বা অপূর্ব্ব বা সংস্কার সঞ্চারিত হয় না, ও শিষ্টগণ শ্রদ্ধাবিহীন কার্য্যের প্রশংসা করেন না। সুতরাং অশ্রদ্ধাপূর্ণ কার্য্য পরলোকে স্বর্গাদি ও ইহলোকে প্রতিষ্ঠাদি-রূপ ফলদান করিতে পারে না। এই জন্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাই প্রশস্ত। এই সাত্ত্বিক অনুষ্ঠান কালে যে কিছু বৈগুণ্যের আশঙ্কা থাকে, তাহা "ওঁ তৎ সৎ" এই মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রেই বিদূরিত হইয়া যায়।

শাস্ত্রবিধিপরিত্যাগী আসুর ব্যক্তির ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির দেবধর্ম্ম—এতদুভয়ধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি অসুর কি দেবতা, অর্জ্জুনের এই সংশয় নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা সহ যাহারা রাজস ও তামস যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তাহারা অসুর। ইহারা শাস্ত্রবিহিত জ্ঞানসাধনের অনধিকারী। আর যাঁহারা সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাত্ত্বিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা দেব।

তাঁহারা শাস্ত্রপ্রতিপাদিত জ্ঞানের সম্যগধিকারী। সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস শ্রদ্ধা ও আহারাদির প্রতিপাদন পূর্ব্বক ভগবান্ এই অধ্যায়ে এতাবৎ নিরূপণ করিয়া অর্জ্জুনের মনোমালিন্য দূর করিলেন ॥ ২৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। সাত্ত্বিক শুভকর্ম্মই যে সকল ঈশরপ্রীত্যর্থ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহা ৯ম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকেও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অধিকন্তু সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক যজ্ঞ-তপস্যাদিব ন্যায় ত্রিবিধ উপাসনার ভেদও ৯ম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার অনন্যভক্তিসহ পত্রপুষ্পাদি সামান্য উপচার দ্বারা সাত্ত্বিকভাবে উপাসনা করিলেও ভগবানের কৃপালাভ হয় (৯ অঃ। ২৬), এবং দুরাচার আসুর প্রকৃতি ব্যক্তিও ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে তাহারও রাজসিক ও তামসিক ভাব নষ্ট হইয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশ হইয়া থাকে। ভগবৎকৃপায় তাহার সমস্ত পাপক্ষয় ও হৃদয়ে সাধুভাবের প্রতিষ্ঠা হয়। (৯ম অঃ। ৩০) ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত
গীতার্থ-সন্দীপনী নামক ভাষা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

—:(০):—

অর্জ্জুন উবাচ।

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন)। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) হৃষীকেশ (হে হৃষীকেশ!) কেশিনিসূদন (হে কেশিনিসূদন!), সংন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (ও ত্যাগের) তত্ত্বং (তত্ত্ব) পৃথক্ (পৃথকরূপে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি)॥ ১॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে। (তুমি কৃপা করিয়া ব্যাখ্যা কর)॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বস্যৈব গীতাশাস্ত্রস্যার্থোঽস্মিন্নধ্যায় উপসংহৃত্য সর্ব্বশ্চ বেদার্থো বক্তব্য ইত্যেবমর্থোঽয়মধ্যায় আরভ্যতে। সর্ব্বেষু হ্যতীতেষ্বধ্যায়েষুক্তোঽর্থোঽস্মিন্নধ্যায়েঽবগম্যতে। অর্জ্জুনস্তু সংন্যাসত্যাগশব্দার্থয়োরেব বিশেষং বুভুৎসুরুবাচ—সংন্যাসস্যেতি। সংন্যাসস্য সংন্যাস-শব্দার্থস্যেত্যেতৎ। হে মহাবাহো। তত্ত্বং—তস্য ভাবস্তত্ত্বম্। যথাত্মমিত্যেতৎ। ইচ্ছামি বেদিতুং জ্ঞাতুম্। ত্যাগস্য চ ত্যাগশব্দার্থস্যেত্যেতৎ। হৃষীকেশ। পৃথগিতরেতরবিভাগতঃ। কেশিনিসূদন—কেশিনামা কশ্চিদসুরঃ। তং নিসূদিতবান্ ভগবান্ বাসুদেবঃ। তেন তন্নাম্না সম্বোধ্যতেঽর্জ্জুনেন ॥ ১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্।
স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥

অত্রচ—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মেত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ। তথা—ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্। ন চ পরস্পরং বিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক। হে কেশিনিসূদন কেশিনাম্নো মহতো হয়াকৃতের্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষয়িতুমাগচ্ছতোঽত্যন্তং বাহু মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব বাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান্। অত এব হে মহাবাহো ইতি সম্বোধনম্। সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথগ্বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি।

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সপ্তদশ অধ্যায়ে সাত্ত্বিকাদি ভেদে আহার ও যজ্ঞাদি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ন্যাসের সাত্ত্বিকাদি ভেদ কথিত হইবে। শাস্ত্রে যাহা "বিদ্বৎসন্ন্যাস' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, তাহা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "গুণাতীত" বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে সাত্ত্বিকাদি গুণভেদ থাকিতে পারে না। আর আত্মসাক্ষাৎকারার্থ মুমুক্ষুগণ যে "বিবিদিষা সন্ন্যাস" গ্রহণ করেন, তাহাও (ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন) নিত্য সাধক—সুতরাং তাহাতেও গুণভেদ দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ এতদ্দ্বিবিধ সন্ন্যাস গুণাতীত। কিন্তু যাহার আত্মসাক্ষাৎকার ও মোক্ষেচ্ছা কিছুই হয় নাই, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞও নহে ও যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসুও নহে, তাহার 'কর্ম্মসন্ন্যাস' সাত্ত্বিকাদি গুণভেদযুক্ত। এই প্রকার সন্ন্যাসের বিশেষ বিশেষ বিবরণ শুনিবার জন্য অর্জ্জুন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তি যে কর্ম্মের আংশিক অনুষ্ঠান ও আংশিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসের গৌণ বৃত্তি অবলম্বন করে, তাহার প্রকারভেদ কিরূপ? 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগ' এই দুইটি ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্নজাতীয় অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় একই পদার্থের বিভিন্ন নাম মাত্র—অর্জ্জুনের ইহাই জিজ্ঞাসা। অর্জ্জুন এই শ্লোকে ভগবানকে "মহাবাহো" ও "কেশিনিসূদন" শব্দে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাহ্য বিঘ্ন বিপত্তি বিনাশের সামর্থ, এবং "হৃষীকেশ" শব্দে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম শাসনের যে সম্পূর্ণ সামর্থ্য আছে, তাহারই সূচনা করিয়াছেন ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান কহিলেন)। কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং (কাম্য) কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সংন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (জানেন)। বিচক্ষণাঃ (সূক্ষ্মদর্শিগণ) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফল-ত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলেন) ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভগবান্ কহিলেন, কাম্যকর্ম্মত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শিগণ সন্ন্যাস' ও সমস্ত কর্ম্মের ফল ত্যাগকেই বিচক্ষণগণ 'ত্যাগ' কহিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্র তত্র নির্দ্দিষ্টৌ সংন্যাসত্যাগশব্দৌ ন নিষ্ণুষ্টিতার্থৌ পূর্ব্বেষ্বধ্যায়েষু। অতোঽর্জ্জুনায় পৃষ্টবতে তন্নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানামশ্বমেধাদীনাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং সংন্যাসশব্দার্থমনুষ্ঠেয়স্যেব প্রাপ্তস্যাননুষ্ঠানং কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ কেচিদ্বিদুর্বিজানন্তি। নিত্যনৈমিত্তিকানামনুষ্ঠীয়মানানাং সর্ব্বকর্ম্মণামাত্মসম্বন্ধিতয়া প্রাপ্তস্য ফলস্য পরিত্যাগঃ সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগঃ। তং প্রাহুঃ কথয়ন্তি ত্যাগং ত্যাগশব্দার্থং বিচক্ষণাঃ পণ্ডিতাঃ। যদি

কাম্যকর্ম্মপরিত্যাগঃ ফলপরিত্যাগো বাহর্থো বক্তব্যঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগমাত্রং সংন্যাসত্যাগশব্দয়োরেকোহর্থঃ স্যাৎ। ন ঘটপটশব্দাবিব জাত্যন্তরভূতার্থৌ।

ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং কর্ম্মণাং ফলমেব নাস্তীত্যাহুঃ। কথমুচ্যতে তেষাং ফলত্যাগঃ? যথা বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ।

নৈষ দোষঃ। নিত্যানামপি কর্ম্মণাং ভগবতা ফলবত্ত্বস্যোপদিষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতি হি ভগবান্—অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ (গী ১৮।১২) ইতি। ন তু সংন্যাসিনাম্ (গী ১৮।১২) ইতি চ। সংন্যাসিনামেব হি কেবলং কর্ম্মফলাসম্বন্ধং দর্শয়ন্নসংন্যাসিনাং নিত্যকর্ম্মফলপ্রাপ্তিং—ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য (গী ১৮।১২) ইতি—দর্শয়তি ॥ ২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ত্যাগতত্ত্বং শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং—পুত্রকামো যজেত স্বর্গকামো যজেতেত্যেবমাদিকামোপবন্ধেন বিহিতানাং—কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সম্যক্ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুরিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ। ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্।

ননু নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ? ন হি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥

কর্ম্মাণ্যুৎপাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থানাস্তমায়ান্তি প্রাবৃড়ন্তে ঘনা ইব ॥ (ক) ইতি। উক্তং চ ভগবতা—যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদিত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভিস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ। কর্ম্মণো মূলভূতস্য সঙ্কল্পস্যৈব নাশতঃ॥ ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য ত্যজেদ্বা। তদুক্তং শ্রীভাগবতে—তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ (খ)। জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥ (গ) ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "স্বর্গকামো যজেত," "পুত্রকামো যজেত" ইত্যাদি শ্রুতিবিধিবাক্যানুসারে যে কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে জীব বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। কাম্য কর্ম্মমাত্রই মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্য কর্ম্মেরও পরিবর্জ্জন করার নাম সন্ন্যাস, এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মসমূহের ও কাম্যকর্ম্মসমূহের ফলকামনামাত্রবর্জ্জনের নাম "ত্যাগ," ইহাই বিচারবান্ সূক্ষ্মদর্শীদিগের মত। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মের ফলাশা ও তত্তাবতের আদৌ অনুষ্ঠানই করিবেন না। ত্যাগী চিত্তশুদ্ধির জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কিন্তু কোনরূপ ফলকামনা করিবেন না। সন্ন্যাস ও ত্যাগ, ঘট ও পটের ন্যায় বিভিন্ন জাতীয় পদার্থ নহে, কিন্তু অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য স্বরূপতঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ফলেচ্ছাপরিত্যাগবশতঃ "ত্যাগ" সন্ন্যাসেরই অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিনী। একে (কোন কোন) মনীষিণঃ (পণ্ডিতগণ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) দোষবৎ (দোষবিশিষ্ট) ইতি (এই হেতু) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য) প্রাহুঃ (বলেন)। অপরে চ (অপর কেহ কেহ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ (ত্যাজ্য নহে) ইতি (এইরূপ) [বলেন] ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন যে, দোষযুক্ত বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আবার কেহ কেহ বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপঃ রূপ কর্ম্ম কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে নাই।

শাঙ্করভাষ্যম্। ত্যাজ্যমিতি। ত্যাজ্যং ত্যক্তব্যম্। দোষবৎ—দোষোঽস্যাস্তীতি দোষবৎ। কিং তৎ? কর্ম্ম। বন্ধহেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব। অথবা দোষো যথা রাগাদিস্ত্যজ্যতে তথা ত্যাজ্যমিত্যেকে। কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ পণ্ডিতাঃ সাংখ্যাদিদৃষ্টিমাশ্রিতাঃ। অধিকৃতানাং

(ক) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, ১।৪৯। (খ) ভাগবত, ১১।২০।৯। (গ) ভাগবত, ১১।১৮।২৮।

কর্ম্মিণ এবাধিকৃতাঃ। তান্ ... ঘনির্বীতি। তত্রৈব যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে। কর্ম্মিণ এবাধিকৃতাঃ। তান্ প্রেক্ষ্যাতে বিকল্পাঃ। ন তু জ্ঞাননিষ্ঠান্ ব্যুত্থায়িনঃ সংন্যাসিনোঽপেক্ষ্য। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং (গী ৩৩) নিষ্ঠা ময়া পুরা প্রোক্তেতি কর্ম্মাধিকারাদপোদ্ধৃতা যে ন তান্ প্রতি চিন্তা।

ননু কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ (গী ৩৩) ইত্যধিকৃতাঃ পূর্ব্বং বিভক্তনিষ্ঠা অপীহ সর্ব্বশাস্ত্রোপসংহারপ্রকরণে যথা বিচার্য্যন্তে তথা সাংখ্যা অপি জ্ঞাননিষ্ঠা বিচার্য্যন্তামিতি।

ন। তেষাং মোহদুঃখনিমিত্তত্যাগানুপপত্তেঃ। ন কায়ক্লেশনিমিত্তানি দুঃখানি সাংখ্যা আত্মনি পশ্যন্তি। ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বেনৈব দর্শিতত্বাৎ। অতস্তে ন কায়ক্লেশদুঃখভয়াৎ কর্ম্ম পরিত্যজন্তি। নাপি তে কর্ম্মাণ্যাত্মনি পশ্যন্তি। যেন নিয়তং কর্ম্ম মোহাৎ পরিত্যজেয়ুঃ। গুণানাং কর্ম্ম নৈব কিঞ্চিৎ করোমি (গী ৫।৮) ইতি হি তে সংন্যসন্তি। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য (গী ৫।১৩) ইত্যাদিভিহি তত্ত্ববিদঃ সংন্যাসপ্রকার উক্তঃ। তস্মাদ্ যেঽন্যেঽধিকৃতাঃ কর্ম্মণ্যনাত্মবিদো যেষাং চ মোহাৎ ত্যাগঃ সম্ভবতি। কায়ক্লেশভয়াচ্চ। ত এব তামসাস্ত্যাগিনো রাজসাশ্চেতি নিন্দ্যন্তে। কর্ম্মিণামনাত্মজ্ঞানাং কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থম্। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (গী ১২।১৬) মৌনী—সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ—অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ (গী ১২।১৯) ইতি গুণাতীতলক্ষণে চ পরমার্থসংন্যাসিনো বিশেষিতত্বাৎ। বক্ষ্যতি চ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা (গী ১৮।৫০) ইতি। তস্মাজ্ জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সংন্যাসিনো নেহ বিবক্ষিতাঃ। কর্ম্মফলত্যাগ এব সাত্ত্বিকত্বেন গুণেন তামসত্বাদ্যপেক্ষয়া সংন্যাস উচ্যতে। ন মুখ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ।

সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসাসম্ভবে চ ন হি দেহভৃতা (গী ১৮।১১) ইতি হেতুবচনান্মুখ্য এবেতি চেৎ?

ন। হেতুবচনস্য স্তুত্যর্থত্বাৎ। যথা ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ (গী ১২।১২) ইতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুতিরেব যথোক্তানেকপক্ষানুষ্ঠানাশক্তিমন্তমর্জ্জুনমজ্ঞং প্রতি বিধানাৎ। তথেদমপি ন হি দেহভৃতা শক্যম্ (গী ১৮।১১) ইতি কর্ম্মফলত্যাগস্তুত্যর্থং বচনম্। ন সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্তে (গী ৫।১৩) ইত্যস্য পক্ষস্যাপবাদঃ কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণ্যধিকৃতান্ প্রত্যেবৈষ সংন্যাসত্যাগবিকল্পঃ। যে তু পরমার্থদর্শিনঃ সাংখ্যাস্তেষাং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসলক্ষণায়ামধিকারঃ। নান্যত্র। ইতি ন তে বিকল্পার্হাঃ। তচ্চোপপাদিতমস্মাভির্বেদাবিনাশিনম্ (গী ২।২১) ইত্যস্মিন্ প্রদেশে। তৃতীয়াদৌ চ॥ ৩॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থঃ। ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তরনিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদিত্যেকে দোষবত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্ম্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ—মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি নিষেধঃ—পুরুষস্যানর্থহেতুহিংসা—ইত্যাহ। অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যাদিপ্রাকারণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ। অপেভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষন্যায়াগোচরত্বাদ্বাধ্যবাধকতা নাস্তি। প্রবাসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসাদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং—দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়-

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪॥

তিশয়যুক্ত ইতি (ক)। অস্যার্থঃ—গুরুপাঠাদনু শ্রূয়ত ইত্যনুশ্রবো বেদঃ। তদ্বোধিত উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিরানুশ্রবিকঃ। তত্রাবিশুদ্ধির্হিংসা। তথা ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্রজ্যোতিষ্টোমাদিজন্যেষু স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ত্ততে। পরোৎকর্ষস্তু সর্ব্বান্ দুঃখাকরোতি।

অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্রত্বর্থাপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণৈব কর্ত্তব্যা। সা চান্যোদ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব। যথা হি বিধির্বিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে। তাদর্থ্যলক্ষণত্বাচ্ছেষত্বস্য। ন ত্বেবং নিষেধো নিষেধস্য তাদর্থ্যমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ। অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধাপ্রাপ্তি দোষবত্ত্বম্। অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি। অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলতা বার্যতে সমান্যবিশেষন্যায়ং সম্পাদয়িতুম্ ॥ ৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম-ক্রোধাদি যেমন মুক্তির বাধক, নিত্য-নৈমিত্তিককাম্য কর্ম্মাদিকেও তদ্রূপ দোষাকর ও মুক্তির প্রতিবন্ধক সিদ্ধান্ত করিয়া কেহ কেহ কর্ম্মসমূহকে বর্জ্জনীয় বলিয়াছেন। তাহাতে যাহাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয় নাই (অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মাধিকারী), তাহারাও কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে। আবার কেহ কেহ বলেন, চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হয় না; অতএব চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ কখনও পরিত্যাগ করিবে না, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত আবশ্যক ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভরতসত্তম (হে ভরতসত্তম!) তত্র (সেই) ত্যাগে (ত্যাগবিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ং (সিদ্ধান্ত) শৃণু (শ্রবণ কর)। পুরুষব্যাঘ্র (হে পুরুষব্যাঘ্র!) ত্যাগঃ হি (ত্যাগ) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ (কথিত হইয়াছে)॥ ৪॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতসত্তম! কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত তুমি শ্রবণ কর। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে ॥ ৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রৈতেষু বিকল্পভেদেষু—নিশ্চয়মিতি। নিশ্চয়ং শৃণুবধারয়। মে মম বচনাৎ। তত্র ত্যাগে ত্যাগসংন্যাসবিকল্পে যথাদর্শিতে। ভরতসত্তম ভরতানাং সাধুতম। ত্যাগো হি ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যো হি যোঽর্থঃ স এক এবেত্যভিপ্রেত্যাহ—ত্যাগো হীতি। পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারস্তামসাদিপ্রকারৈঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ শাস্ত্রেষু সম্যক্ কথিতঃ। যস্মা-

(ক) সাংখ্যকারিকা, ২।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫ ॥

তামসাদিভেদেন ত্যাগসংন্যাসশব্দবাচ্যোঽর্থোঽধিকৃতস্য কস্মিণোঽনাত্মজ্ঞস্য ত্রিবিধঃ সম্ভবতি। ন পরমার্থদর্শিন ইতি। অয়মর্থো দুর্জ্ঞানঃ। তস্মাদত্র তত্ত্বং নান্যো বক্তুং সমর্থঃ। তস্মান্নিশ্চয়ং পরমার্থশাস্ত্রার্থবিষয়মধ্যবসায়মৈশ্বরং মে মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়মিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাচ্ছৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মা অবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র পুরুষশ্রেষ্ঠ। ত্যাগোঽয়ং দুর্ব্বোধঃ। হি যস্মাদয়ং কর্ম্মত্যাগস্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন প্রকীর্ত্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যং চ নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণঃ (গী ১৮।৭) ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয় নাই, সেই কর্ম্মাধিকারিগণ যে "কর্ম্মত্যাগ" করে, অর্জ্জুন তাহারই বিবরণ জানিতে চাহিলেন। ভগবান্ সেই ত্যাগতত্ত্ব অতীব দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিয়া অর্জ্জুনকে সহজে বুঝাইবার জন্য সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিতেছেন। ফলেচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা—প্রথম ত্যাগ, ফলকামনা সত্ত্বে যে কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা দ্বিতীয় ত্যাগ, এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ ও তৎসহ কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ, ইহা তৃতীয়বিধ ত্যাগ। প্রথম ত্যাগ—সাত্ত্বিক, ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ত্যাগ রাজস ও তামস ভেদে দুই প্রকার, এজন্য উহা অকর্ত্তব্য। কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করা 'রাজস' ও ভ্রান্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম-ত্যাগ 'তামস' বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুণাতীত ত্যাগও "সাধনরূপ-ত্যাগ" ও "ফলরূপ-ত্যাগ" এই দ্বিবিধ। কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির পর আত্মজ্ঞানলাভ হইলে যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা "সাধনরূপ-ত্যাগ"। শাস্ত্রে এবংবিধ ত্যাগ "বিবিদিষা সন্ন্যাস" নামে উক্ত হইয়াছে। আর জন্মজন্মান্তরীয় সাধনসিদ্ধির প্রভাবে প্রথম হইতেই মনুষ্যের যে ফলকামনায় ও কর্ম্মানুষ্ঠানে অনাসক্তি জন্মে, তাহার নাম "ফলরূপ-ত্যাগ"। ইহারই নামান্তর "বিদ্বৎ সন্ন্যাস"। "ত্যাগতত্ত্ব" অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের কৃপায় অর্জ্জুনের তাহা জানিবার সুবিধা হইল।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে "ভরতসত্তম" ও "পুরুষব্যাঘ্র" সম্বোধন করিয়া অর্জ্জুনের কৌলিক শ্রেষ্ঠতা ও ব্যক্তিগত মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি উচ্চবংশজাত ও স্বয়ং উচ্চভাবযুক্ত হয়েন, তিনি উচ্চবিষয় ও নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত পাত্র ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিনী যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা রূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য নহে); তৎ (তাহা) কার্য্যম্ এব (করাই কর্ত্তব্য); [যে হেতু] যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), দানং (দান) তপঃ চ এব (ও তপস্যাই) মনীষিণাং (বিবেকিগণের) পাবনানি (চিত্তশুদ্ধিকর) ॥ ৫ ॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬॥

বঙ্গানুবাদ। যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্ম কোন মতেই ত্যাগ করিতে নাই; কেননা, ইহারা ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত ব্যক্তিগণকে পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনরসৌ নিশ্চয় ইতি? অত আহ—যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞো দানং তপ ইত্যেতত্ত্রিবিধং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ন ত্যক্তব্যম্। কার্য্যং করণীয়মেব তৎ। কস্মাৎ? যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি বিশুদ্ধিকারণানি মনীষিণাম্। ফলানভিসন্ধীনামিত্যেতৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রথমং তাবন্নিশ্চয়মাহ—যজ্ঞেতিদ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি ॥ ৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, বৈধ সময়ে সুপাত্রে বিধিপূর্ব্বক দান ও কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোরূপ কর্ম্মত্রয়, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ কোন আশ্রমেরই পরিত্যাজ্য নহে। কেননা, এই সকল কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত ব্যক্তিরও জ্ঞানোৎপত্তির বাধকস্বরূপ পাপের ক্ষয় ও জ্ঞানের সাধকস্বরূপ সাধুবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া দেয়। অতএব কর্ম্মাধিকারী পুরুষ নিষ্কাম হইলেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) অপি তু (কিন্তু) এতানি (এই) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্যানি (করা কর্ত্তব্য)—ইতি (ইহা) মে (আমার) নিশ্চিতম্ (অবধারিত) উত্তমং (উত্তম) মতম্ (মত) ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন। পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞদানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদিফলকামনা ত্যাগ করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতান্যপীতি। এতান্যপি তু কর্ম্মাণি যজ্ঞদানতপাংসি পাবনান্যুক্তানি। সঙ্গমাসক্তিং তেষু ত্যক্ত্বা ফলানি চ তেষাং পরিত্যজ্য কর্ত্তব্যানীত্যনুষ্ঠেয়ানীতি মে মম নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র (গী ১৮।৪) ইতি প্রতিজ্ঞায় পাবনত্বং চ হেতুমুক্ত্বা—এতান্যপি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যেতন্নিশ্চিতং মতমুত্তমমিতি প্রতিজ্ঞাতার্থোপসংহার এব। নাপূর্ব্বার্থং বচনম্—এতান্যপীতি। প্রকৃতসন্নিকৃষ্টার্থত্বোপপত্তেঃ। সাসঙ্গস্য ফলার্থিনো বন্ধহেতব এতান্যপি কর্ম্মাণি মুমুক্ষোঃ কর্ত্তব্যানীত্যপিশব্দস্যার্থঃ। ন ত্বন্যানি কর্ম্মাণ্যপেক্ষ্যৈতান্যপীত্যুচ্যতে।

অন্যে তু বর্ণয়ন্তি—নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলাভাবাৎ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চেতি নোপপদ্যতে। অত এতান্যপীতি যানি কাম্যানি কর্ম্মাণি নিত্যেভ্যোঽন্যান্যেতানি কর্ত্তব্যানি। কিমুত যজ্ঞদানতপাংসি নিত্যানীতি?

নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭ ॥

তদসৎ। নিত্যানামপি কর্ম্মণামিহ ফলবত্ত্বস্যোপপাদিতত্বাৎ—যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি (গী ১৮।৫) ইত্যাদিবচনেন। নিত্যানাপি কর্ম্মাণি বন্ধহেতুত্বাশঙ্কয়া জিহাসোর্ম্মুমুক্ষোঃ কুতঃ কাম্যেষু প্রসঙ্গঃ? দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম (গী ২।৪৯) ইতি চ নিন্দিতত্বাৎ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র (গী ৩।৯) ইতি চ কাম্যকর্ম্মণাং বন্ধহেতুত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ (গী ২।৪৫) —ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ (গী ৯।২০)—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি (গী ৯।২১) ইতি চ। দূরব্যবহিতত্বাচ্চ। ন কাম্যেষ্বেতান্যপীতি ব্যপদেশঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তং প্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতানীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্ম্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তমেতান্যপি কর্ত্তব্যানি। কথম্? সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্ত্তব্যানীতি। ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানীতি চ মে মতং নিশ্চিতম্। অত এবোত্তমম্ ॥ ৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম্য কর্ম্মেও অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে বটে. কিন্তু তাহাতে স্বর্গভোগাদি ফলদান জন্য আত্মজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধকতা হয়। যেমন দেহ বলিয়াই পশুদেহ ও দেবদেহ একরূপ নহে, এবং ইন্দ্রের দেবদেহের ভোগ্য বস্তু শূকরদেহে ভোগ করা যায় না, সেইরূপ কাম্য কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধিকারক হইলেও উহা ভোগোপযোগী মাত্র, জ্ঞানসাধনোপযোগী নহে। আমি যুবা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ব্রহ্মচারী, আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইত্যাদি রূপ অভিমানের নাম "সঙ্গ"। "সঙ্গ" ও "ফলকামনা" ত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধিকারক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলাই ভগবানের অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। নিয়তস্য তু কর্ম্মণঃ (কিন্তু নিত্যকর্ম্মের) সংন্যাসঃ (ত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে)। মোহাৎ (মোহবশতঃ) তস্য (সেই নিত্য কর্ম্মের) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগ) তামসঃ (তামসিক বলিয়া) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত হয়) ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। কিন্তু নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। মোহবশতঃ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ কহে ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্মাদজ্ঞস্যাধিকৃতস্য মুমুক্ষোঃ—নিয়তস্যেতি। নিয়তস্য তু নিত্যস্য সংন্যাসঃ পরিত্যাগঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। অজ্ঞস্য পাবনত্বস্যেষ্টত্বাৎ। মোহাদজ্ঞানাত্তস্য নিয়তস্য পরিত্যাগঃ—নিয়তং চাবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্যজ্যতে চেতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। অতো মোহনিমিত্তঃ পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। মোহশ্চ তম ইতি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি নিয়তস্যেতি

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।*
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ৮॥

ত্রিভিঃ। কাম্যস্য কর্ম্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ। নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্ম্মণঃ সংন্যাসস্ত্যাগো নোপপদ্যতে। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়েঽপি ত্যাজ্যমিত্যেবংলক্ষণান্মোহাদেব ভবেৎ। স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। কাম্য কর্ম্ম বন্ধনের হেতু; এজন্য আত্মজ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু নির্দ্দোষ নিত্য কর্ম্ম কোন ক্রমেই ত্যাজ্য নহে, বরং নিত্য কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। নিত্য কর্ম্ম বেদবিহিত, পরমার্থ লাভের হেতু, ধর্ম্মসাধনের পরমানুকূল ও অবশ্য অনুষ্ঠেয়। না বুঝিয়া অথবা হঠকারিতাবশতঃ এতাবৎ ত্যাগ করার নাম তামস ত্যাগ। নিত্য যজ্ঞকালে যজ্ঞস্থলের মার্জ্জনায় ও হোমাদিতে কীট-পতঙ্গ নাশের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীব হিংসা দেখিয়া হয়তো মনে হইবে যে উহা অপকর্ম্ম, সুতরাং কাম্যকর্ম্মের ন্যায় নিত্যযজ্ঞ ত্যাজ্য, কিন্তু বেদবিহিত অগ্নিহোত্রাদি নিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে 'হিংসা' জনিত পাপভাগী হইতে হয় না, কেননা দ্বেষপূর্ব্বক দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলই হিংসা—পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব নিত্যকর্ম্মান্তর্গত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে কোনও রূপ পাপ হয় না, উহা নিতান্ত নির্দ্দোষ ও পরমোপকারক॥ [গীঃ সঃ ৪।১৮ দ্রষ্টব্য।] ৭॥

অন্বয়বোধিনী। কর্ম্ম (কর্ম্ম) দুঃখম্ ইতি এব যৎ (দুঃখকর বলিয়াই যে) কায়ক্লেশভয়াৎ (কায়িক ক্লেশের ভয়ে) [যিনি তাহা] ত্যজেৎ (ত্যাগ করেন) সঃ (তিনি) [সেই] রাজসং (রাজস) ত্যাগং (ত্যাগ) কৃত্বা (করিয়া) ত্যাগফলম্ (প্রকৃত ত্যাগের ফল) ন এব লভেৎ (প্রাপ্ত হন না)॥ ৮॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ম্মানুষ্ঠান কৃচ্ছ্রসাধ্য ইহা মনে করিয়া কায়িক ক্লেশভয়ে যে নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ। রাজস ত্যাগ দ্বারা প্রকৃত ত্যাগের ফল লাভ হয় না॥ ৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—দুঃখমিতি। দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াচ্ছরীরদুঃখভয়াত্ত্যজেৎ পরিত্যজেৎ—স কৃত্বা রাজসং রজোনির্ব্বর্ত্যং ত্যাগম্—নৈব ত্যাগফলং জ্ঞানপূর্ব্বকস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্য ফলং মোক্ষাখ্যং লভেৎ নৈব লভতে॥ ৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্ত্তা—আত্মবোধং বিনা—কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভয়মিত্যং কর্ম্ম ত্যজেদিতি যত্তদনুষ্ঠত্যাগো রাজসঃ।

---

*দুঃখমিত্যেব যঃ কর্ম্ম ইতি পঠতি শ্রীধরস্বামী।

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

দুঃখস্য রাজসত্বাৎ। অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পূর্ব্বোক্ত মোহের অভাব হইলেও কর্ম্মাধিকারীর অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া প্রযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম শরীরের ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়। শারীরিক ক্লেশের ভয়ে বিহিতকর্ম্মত্যাগ নিতান্ত অপ্রশস্ত। ইহাতে কোনরূপ কল্যাণ সাধিত হয় না। বরং অযথোচিত ত্যাগ জন্য জ্ঞাননিষ্ঠা-রূপ ফলে বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন।) সঙ্গং (আসক্তি) ফলং চ এব (ও ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ (কর্ত্তব্য) ইতি এব (এইরূপই ভাবিয়া) যৎ (যে) নিয়তং (নিত্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়), সঃ (সেই) ত্যাগঃ (ত্যাগ) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক বলিয়া) মতঃ (কথিত হয়) ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করার নামই সাত্ত্বিক ত্যাগ ॥ ৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনঃ সাত্ত্বিকস্ত্যাগ ইতি? আহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং নিত্যং ক্রিয়তে নির্ব্বর্ত্ত্যতে—হে অর্জ্জুন সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব। নিত্যানাং কর্ম্মণাং ফলবত্ত্বে ভগবদ্বচনং প্রমাণমবোচাম। অথবা যদ্যপি ফলং ন শ্রূয়তে নিত্যস্য কর্ম্মণস্তথাপি নিত্যং কর্ম্ম কৃতমাত্মসংস্কারং প্রত্যবায়পরিহারং বা ফলং করোত্যাত্মন ইতি কল্পয়েত্যবাজ্ঞঃ। তত্র তামপি কল্পনাং নিবারয়তি—ফলং ত্যক্ত্বেত্যনেন। অতঃ সাধূক্তং—সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চেতি। স ত্যাগো নিত্যকর্ম্মসু সঙ্গফলপরিত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বনির্ব্বৃত্তো মতোঽভিমতঃ।

ননু কর্ম্মপরিত্যাগস্ত্রিবিধঃ সংন্যাস ইতি চ প্রকৃতম্। তত্র তামসো রাজসশ্চোক্তস্ত্যাগঃ। কথমিহ সঙ্গফলত্যাগস্তৃতীয়ত্বেনোচ্যতে? যথা ত্রয়ো ব্রাহ্মণা আগতাঃ। তত্র ষড়ঙ্গবিদৌ দ্বৌ। ক্ষত্রিয়স্তৃতীয় ইতি। তদ্বৎ।

নৈষ দোষঃ। ত্যাগসামান্যেন স্তুত্যর্থত্বাৎ। অস্তি হি কর্ম্মসংন্যাসস্য ফলাভিসন্ধিত্যাগস্য চ ত্যাগত্বসামান্যম্। তত্র রাজসতামসত্বেন কর্ম্মত্যাগনিন্দয়া কর্ম্মফলাভিসন্ধিত্যাগঃ সাত্ত্বিকত্বেন স্তূয়তে—স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মত ইতি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধ্যা নিয়তমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলং চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়তে ইতি যৎ—তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥ ৯ ॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকারী 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি', 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এইরূপ বেদবিধি পালন করা কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। আমি কর্ম্ম করিতেছি এরূপ অভিমান, এবং আমার এরূপ ফলসিদ্ধি হইবে এরূপ কামনা, সাত্ত্বিক ব্যক্তি মনে মনে পোষণ করিবেন না। 'স্বর্গকামো যজেত', 'পুত্রকামো যজেত,' 'পশুকামো যজেত' ইত্যাদি বচনে কাম্যকর্ম্মের স্বরূপ ফলাভিসন্ধি লিখিত আছে। অগ্নিহোত্র, সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্মে সেরূপ কোন অভিসন্ধি নাই। বরং উহা না করিলে ক্ষতি আছে। যথা শ্রুতি, "অকৃত্বা বৈদিকং নিত্যং প্রত্যবায়ী ভবেন্নরঃ'—বেদপ্রতিপাদিত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম না করিলে কর্ম্মাধিকারী প্রত্যবায়ভাগী হয়েন। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"একাহং জপহীনস্তু সন্ধ্যাহীনো দিনত্রয়ম্।
দ্বাদশাহমনগ্নিশ্চ শূদ্র এব ন সংশয়ঃ ॥"

যে দ্বিজ একদিন ইষ্টমন্ত্র বা গায়ত্রী জপ না করেন, যিনি তিন দিন পর্য্যন্ত সন্ধ্যাবর্জ্জিত থাকেন, এবং যিনি দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র না করেন, তাঁহাকে নিশ্চয় শূদ্র বলিয়া জানিবে।

"তস্মান্ন লঙ্ঘয়েৎ সন্ধ্যাং সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
উল্লঙ্ঘয়তি যো মোহাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥"

অতএব সমাহিতচিত্তে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সন্ধ্যানিয়ম কখন লঙ্ঘন করিবে না। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে, তাহার নিশ্চয় নরকে গতি হইয়া থাকে।

স্থানান্তরে ইহাও লিখিত আছে—

"সন্ধ্যামুপাসতে যে তু সততং সংশিতব্রতাঃ।
বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্ ॥" (ক)

যিনি সংযতচিত্তে নিয়মপূর্ব্বক সন্ধ্যোপাসনাদি করেন, তিনি পাপমুক্ত হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। সাত্ত্বিক কর্ম্মাধিকারিগণ নিত্যকর্ম্মের এই সকল উপাদেয় ফল থাকিতেও তাহা আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। কেননা, যাহা বিনা প্রার্থনায় পাওয়া যায়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার আকাঙ্ক্ষা করিবেন কেন? আকাঙ্ক্ষা করিলে জীবকে সংসারপাশে আবদ্ধ হইতে হয় ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণবিশিষ্ট) মেধাবী (জ্ঞানী) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়-রহিত) ত্যাগী (ত্যাগশীল ব্যক্তি) অকুশলং (দুঃখকর) কর্ম্ম (কর্ম্মের প্রতি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), [এবং] কুশলে (শুভকর কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥ ১০ ॥

(ক) একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃতং যমবচনম্।

বঙ্গানুবাদ। সাত্ত্বিকত্যাগযুক্ত পুরুষ সত্ত্বগুণাবিষ্ট, মেধাবী (তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ) ও সর্ব্বসংশয়বর্জ্জিত হয়েন। তাঁহার দুঃখকর কার্য্যে দ্বেষ ও প্রীতিকর কার্য্যে অনুরাগ থাকে না ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্ত্বধিকৃতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলাভিসন্ধিং চ নিত্যং কর্ম্ম করোতি তস্য ফলরাগাদিনাহকলুষীক্রিয়মাণমন্তঃকরণং নিত্যৈশ্চ কর্ম্মভিঃ সংক্রিয়মাণং বিশুধ্যতি। তদ্বিশুদ্ধং প্রসন্নমাত্মালোচনক্ষমং ভবতি। তস্যৈব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেন বিশুদ্ধান্তঃকরণস্যাত্মজ্ঞানাভিমুখস্য ক্রমেণ যথা তন্নিষ্ঠা স্যাত্তদ্বক্তব্যমিত্যাহ—ন দ্বেষ্টীতি। ন দ্বেষ্ট্যকুশলমশোভনং কাম্যং কর্ম্ম শরীরারম্ভদ্বারেণ সংসারকারণম্। কিমনেনেত্যেবম্। কুশলে শোভনে নিত্যে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎ-পত্তিতন্নিষ্ঠাহেতুত্বেন মোক্ষকারণমিদমিত্যেবং নানুষজ্জতে। তত্রাপি প্রয়োজনমপশ্যন্ননুষঙ্গং প্রীতিং ন করোতীত্যেতৎ। কঃ পুনরসৌ? ত্যাগী। পূর্ব্বোক্তেন সঙ্গফলপরিত্যাগেন তদ্বাংস্ত্যাগী। যঃ কর্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা তৎফলং চ নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠায়ী স ত্যাগী। কদা পুনরসাবকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি? কুশলে চ নানুষজ্জত ইতি? উচ্যতে—সত্ত্বসমাবিষ্টো যদা সত্ত্বেনাত্মানাত্মবিবেকবিজ্ঞান-হেতুনা সমাবিষ্টঃ সংব্যাপ্তঃ। সংযুক্ত ইত্যেতৎ। অত এব চ মেধাবী মেধয়াত্মজ্ঞানলক্ষণয়া প্রজ্ঞয়া সংযুক্তঃ। মেধাবিত্বাদেব ছিন্নসংশয়ঃ। ছিন্নসংশয়—ছিন্নোঽবিদ্যাকৃতঃ সংশয়ো যস্য। আত্মস্বরূপাবস্থানমেব পরং নিঃশ্রেয়সসাধনম্। নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যেবং নিশ্চয়েন ছিন্নসংশয়ঃ। যোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানেন ক্রমেণ সংস্কৃতাত্মা সন্ জন্মাদিবিক্রিয়ারহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন সম্বুদ্ধঃ। স সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ কারয়ন্নাসীনো নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞাননিষ্ঠামশ্নুত ইত্যেতৎ। পূর্ব্বোক্তস্য কর্ম্মযোগস্য প্রয়োজনমনেন শ্লোকেনোক্তম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী। অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি। কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখং চ ত্যজতি তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখং চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অত এব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ ॥ ১০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া সাত্ত্বিকত্যাগপরায়ণ হয়েন, সত্ত্বগুণ, তাঁহাকে আশ্রয় করে। আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে বিকশিত হয়। বিবেক-বৈরাগ্য-শম-দমাদি ষট্ সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তত্ত্বমসি (ক) মহাবাক্যবিচারজনিত ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারজ্ঞানরূপ মেধা তাঁহাতে প্রকাশিত হয়, এবং অবিদ্যানিবৃত্তির জন্য তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সংশয় নিরস্ত হইয়া যায়। তিনি কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমানবর্জ্জিত হইয়া

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৬।৮।৭।

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১॥

মুক্তিপদলাভে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক ত্যাগই মহাফলপ্রদ। অতএব প্রযত্নপূর্ব্বক এইরূপ ত্যাগ অভ্যাস করাই কর্ত্তব্য॥ ১০॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। আত্মস্বরূপের জ্ঞানলাভ হইলেই আত্মার কর্ত্তৃত্বরূপ সংশয় বিদূরিত হয়, এবং প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মদ্বারা যে আত্মার বন্ধন হয় না, তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে থাকে। আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং চিন্মাত্র ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এবং ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠাদিতে সালোক্য, সামীপ্য আদি স্থিতিবিশেষ প্রকৃত মুক্তি নহে, একমাত্র কৈবল্যই মুক্তি। পরব্রহ্ম হইতে জীবের অভেদভাবই প্রেমের পরাকাষ্ঠা, এইরূপ নিশ্চয় সাত্ত্বিক ত্যাগেই লাভ হইয়া থাকে। (১৬, ১৯ ও ২০ শ্লোকের ব্যাখ্যাও দ্রষ্টব্য)॥ ১০॥

অন্বয়বোধিনী। দেহভৃতা (দেহাভিমানী ব্যক্তি) অশেষতঃ (নিঃশেষরূপে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ত্যক্তুং (ত্যাগ করিতে) ন হি শক্যম্ (সমর্থ হয় না)। যঃ তু (যিনি) কর্ম্মফলত্যাগী (কর্ম্মফলের কামনা ত্যাগ করেন), সঃ (তিনি) ত্যাগী ইতি (ত্যাগী বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়েন)॥ ১১॥

বঙ্গানুবাদ। দেহাভিমানী পুরুষ একেবারে কখনই সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য যিনি কর্ম্মফলত্যাগী তিনিই ত্যাগী বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন॥ ১১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যঃ পুনরধিকৃতঃ সন দেহাদ্যভিমানিত্বেন দেহভৃদজ্ঞোঽবাধিতাত্মকর্ত্তৃত্ব-বিজ্ঞানতয়াঽহং কর্ত্তেতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তস্যাশেষকর্ম্মপরিত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ কর্ম্মফলত্যাগেন চোদিত-কর্ম্মানুষ্ঠান এবাধিকারঃ। ন তত্ত্যাগ ইতি। এতমর্থং দর্শয়িতুমাহ—ন হীতি। ন হি যস্মাদ্দেহ-ভৃতা—দেহং বিভর্ত্তীতি দেহভৃৎ। দেহাদ্যভিমানবান্ দেহভৃদুচ্যতে। ন বিবেকী। স হি বেদা-বিনাশিনম্ (গীতা ২।২১) ইত্যাদিনা কর্ত্তৃত্বাধিকারান্নিবর্ত্তিতঃ। অতস্তেন দেহভৃতাঽজ্ঞেন ন শক্যং ত্যক্তুং সংন্যসিতুং কর্ম্মাণ্যশেষতো নিঃশেষেণ। তস্মাদ্যস্ত্বজ্ঞোঽধিকৃতো নিত্যানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ কর্ম্মফলত্যাগী কর্ম্মফলাভিসন্ধিমাত্রসংন্যাসী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে কর্ম্ম্যপি সন্নিতি স্তুত্যভিপ্রায়েণ। তস্মাৎ পরমার্থদর্শিনৈবাদেহভৃতা দেহাত্মভাবরহিতেনাশেষকর্ম্মসংন্যাসঃ শক্যতে কর্ত্তুম্॥ ১১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু তর্হি কর্ম্মফলত্যাগমাত্রং ন সর্ব্বকর্ম্মত্যাগঃ। তথাপি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠাসুখং সংপদ্যত ইত্যাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাভি-মানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তম—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২॥

জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃদিত্যাদিনা। তস্মাদযস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যস্ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১॥

গীতার্থসন্দীপনী। যত দিন পর্য্যন্ত আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি গৃহস্থ ইত্যাকার অভিমান কর্ম্মাধিকারীর হৃদয় হইতে দূরীভূত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত রাগদ্বেষাদি মনুষ্য হৃদয়কে পরিত্যাগ করে না। এইজন্য দেহিগণ অজ্ঞানাবিষ্ট হইলেও কেবল ফলকামনা ত্যাগ করিতে পারিলেই ত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন, অর্থাৎ কর্ম্মী বস্তুতঃ অত্যাগী হইলেও ফলকামনা ত্যাগ জন্য ত্যাগীর ন্যায় প্রশংসাভাজন হইলেন। পরমার্থদর্শী তত্ত্ববেত্তা পুরুষকেই প্রকৃত ত্যাগী বলিতে হইবে॥ ১১॥

অন্বয়বোধিনী। অত্যাগিনাং (অত্যাগিগণের) প্রেত্য (দেহপাতের পর) অনিষ্টম্ (অসুখকর) ইষ্টং (সুখকর) মিশ্রং চ (এবং সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত) [এই] ত্রিবিধং (তিন প্রকার) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) ফলং (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে)। তু (কিন্তু) সংন্যাসিনাং (সন্ন্যাসীদিগের) ন ক্বচিৎ (কখনই হয় না)॥ ১২॥

বঙ্গানুবাদ। অত্যাগিগণ মরণান্তর অনিষ্ট ইষ্ট এবং মিশ্র কর্ম্ম সকলের ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ এতত্রিবিধ কর্ম্মের ফলভোগভাগী হয়েন না॥ ১২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং পুনস্তৎ প্রয়োজনং যৎ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগাৎ স্যাদিতি? উচ্যতে —অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নরকতির্য্যগাদিলক্ষণম্। ইষ্টং দেবাদিলক্ষণম্। মিশ্রমিষ্টানিষ্টসংযুক্তং মনুষ্যলক্ষণং চ। এবং ত্রিবিধং ত্রিপ্রকারং কর্ম্মণো ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণস্য ফলং বাহ্যানেককারকব্যাপারনিষ্পন্নং সদবিদ্যাকৃতমিন্দ্রজালমায়োপমং মহামোহকরং প্রত্যগাত্মোপসর্পীব—ফল্গুতয়া লয়মদর্শনং গচ্ছতীতি ফলনির্ব্বচনং—তদেতদেবংলক্ষণং ফলং ভবত্যত্যাগিনামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামপরমার্থসংন্যাসিনাং প্রেত্য শরীরপাতাদূর্দ্ধম্। ন তু সংন্যাসিনাং—পরমার্থসংন্যাসিনাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানাং ক্বচিৎ। ন হি কেবলসম্যগ্দর্শননিষ্ঠা অবিদ্যাদিসংসারবীজং নোন্মূলয়ন্তি কদাচিদিত্যর্থঃ॥ ১২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবংভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্। ইষ্টং দেবত্বম্। মিশ্রং মনুষ্যত্বম্। এবং ত্রিবিধং পাপস্য পুণ্যস্য চোভয়মিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধম্—তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি। দেহং ত্রিবিধকর্ম্মসম্ভবাৎ। ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সংন্যাসিশব্দেনাত্র ফলত্যাগাৎ

প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনোঽপি গৃহান্তে। অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। সংন্যাসী চ যোগী চেত্যেবমাদৌ চ কর্ম্মফলত্যাগেষু সংন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভবাদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ স্বর্গাদিফলকামনাত্যাগী হইলেও আত্মজ্ঞানাভাব প্রযুক্ত "গৌণ সন্ন্যাসী" বা অত্যাগী বলিয়া কথিত হয়েন। এই অত্যাগী মনুষ্যের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাঁহাকে শরীরান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়, এবং পাপকর্ম্ম-জন্য তির্য্যগাদি দেহ বা নরক, পুণ্যকর্ম্মজন্য দেবদেহ বা স্বর্গ ও পাপপুণ্যমিশ্রিতকর্ম্মজন্য মানবদেহ বা মর্ত্তধাম লাভ করিয়া দুঃখ-সুখাদি ভোগ করিতে হয়; কিন্তু যে মুখ্যসন্ন্যাসিগণ দেহাত্মবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্য কার্য্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি হওয়ায়—'বিদেহকৈবল্য' প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে পরমহংস পরিব্রাজকগণ ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই "মুখ্য সন্ন্যাসী"। তাঁহাদের দেহান্ত হইলে ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র ফলের সম্পূর্ণ অভাবপ্রযুক্ত অদৃষ্ট বা সংস্কার জন্মিতে না পারায় কোন প্রকার ভোগায়তন শরীর তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারে না। অজ্ঞানই জন্মজন্মান্তরের হেতু। অজ্ঞানের পূর্ণ নিবৃত্তি হইলে পুনর্দেহ ধারণের আশঙ্কা কোথায়? ভগবান্ বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে লিখিয়াছেন—"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" (ক)—প্রত্যক্ অভিন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ তত্ত্ববেত্তা পুরুষের পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে ভবিষ্যৎ দেহের কর্ম্মফলরূপ সংস্কাররাশি সঞ্চিত হইতে পারে না। নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে জীবের অনিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাদি ফলকামনা ত্যাগ করিলে ইষ্ট ফল ভোগার্থ দেহ ধারণ করিতে হয় না।

"মোক্ষার্থী ন প্রবর্ত্তেত তত্র কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ।
নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া ॥"

মুমুক্ষু ব্যক্তি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না, কিন্তু যে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া না করিলে প্রত্যবায় হয়, সেই কার্য্যগুলি মাত্র প্রত্যবায়পরিহারার্থ অনুষ্ঠান করিবেন। দেহাভিমানী কর্ম্মিগণ সাধারণতঃ সকাম ও নিষ্কাম, এই দুইভাগে বিভক্ত। সকাম কর্ম্মীর জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ অনিবার্য্য। নিষ্কাম কর্ম্মীর বা গৌণ সন্ন্যাসীর আত্মজ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরাবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে। আর যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক "সন্ন্যাস" গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তত্ত্ববেত্তা পুরুষগণ অবিদ্যা-মায়া-সম্পর্ক-রহিত হওয়ায় কৈবল্যপদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

(ক) ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৩।

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। মহাবাহো (হে মহাবাহো!) কৃতান্তে সাংখ্যে (কর্ম্মসিদ্ধান্তযুক্ত বেদান্তে) সর্ব্বকর্ম্মণাং (সকল কর্ম্মের) সিদ্ধয়ে (সিদ্ধির জন্য) প্রোক্তানি (কথিত) ইমানি (এই) পঞ্চ (পঞ্চবিধ) কারণানি (কারণ) মে (আমার নিকট) নিবোধ (অবগত হও) ॥ ১৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত বেদান্তসিদ্ধান্ত অনুসারে যে পঞ্চবিধ কারণ নিরূপিত আছে, তাহা তুমি আমার বচনানুরূপ যথাক্রমে পরিজ্ঞাত হও ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অতঃ পরমার্থদর্শিন এবাশেষকর্ম্মসংন্যাসিত্বং সম্ভবতি। অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাদাত্মনি ক্রিয়াকারকফলানাম্। ন হ্যস্যাধিষ্ঠানাদীনি ক্রিয়াকর্ত্তৃকারকাণ্যাত্মনে পশ্যতোঽশেষকর্ম্মসংন্যাসঃ সম্ভবতি। তদেতদুত্তরৈঃ শ্লোকৈর্দর্শয়তি—পঞ্চেতি। পঞ্চেমানি বক্ষ্যমাণানি হে মহাবাহো কারণানি নির্ব্বর্ত্তকানি। নিবোধ মে মম। ইত্যুত্তরত্র চেতঃসমাধানার্থং। বস্তুবৈষম্যপ্রদর্শনার্থং চ। তানি চ কারণানি জ্ঞাতব্যতয়া স্তৌতি—সাংখ্যে। জ্ঞাতব্যাঃ পদার্থাঃ সংখ্যায়ন্তে যস্মিন্ শাস্ত্রে তৎ সাংখ্যং বেদান্তঃ। কৃতান্ত ইতি তস্যৈব বিশেষণম্। কৃতমিতি কর্ম্মোচ্যতে। তস্যান্তঃ পরিসমাপ্তির্যত্র স কৃতান্তঃ। কর্ম্মান্ত ইত্যেতৎ। যাবানর্থ উদপানে (গী ২।৪৬)—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (গী ৪।৩৩) ইত্যাত্মজ্ঞানে সঞ্জাতে সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিং দর্শয়তি। অতস্তস্মিন্নাত্মজ্ঞানার্থে সাংখ্যে কৃতান্তে বেদান্তে প্রোক্তানি কথিতানি সিদ্ধয়ে নিষ্পত্ত্যর্থং সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্ম্ম ফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ—পঞ্চেতিপঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয় ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে বচনান্নিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবশ্যমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবম্। তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মাঽনেনেতি সাংখ্যম্ তত্ত্বজ্ঞানম্। প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যম্। তস্মিন্। কৃতং কর্ম্ম তস্যান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তঃ। তস্মিন্। বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যম্। কৃতান্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব। তস্মিন্ প্রোক্তানি। অতঃ সম্যঙ্নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লৌকিক বা বৈদিক আদি যতপ্রকার কর্ম্ম আছে তত্তাবৎ সুসিদ্ধির জন্য অধিষ্ঠানাদি পঞ্চকারণ অর্জ্জুনকে সাবধান হইয়া শ্রবণ করিবার জন্য ভগবান্ সতর্ক করিতেছেন। কেননা, এ বিষয় দুর্বিজ্ঞেয় না হইলেও সর্ব্বত্র ভগবানের উপদেশ সর্বদা ... না শুনিলে বুঝিতে পারা যায় না। "মহাবাহো" সম্বোধনের দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠ ও সামর্থ্যশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। পরে অর্জ্জুন অধিষ্ঠানাদি কারণগুলিকে ঠিকরূপ দিয়

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ ॥

কল্পিত মনে করেন, এই জন্য ভগবান্ যে গুলিকে বেদান্তসিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। যে বেদান্তশাস্ত্রে আত্মানাত্মজ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; যে-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা জীবের মিথ্যা জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শাস্ত্রে যে অধিষ্ঠানাদি কারণ নিরূপিত হইয়াছে, তাহা যে নিঃসংশয় ও ভ্রান্তিশূন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তশাস্ত্র অনাত্মমূলক কর্ম্মের পঞ্চ কারণ প্রতিপাদনার্থ প্রবৃত্ত হয়েন নাই। কেবল অসঙ্গ আত্মাকে কর্ম্মের অসম্বন্ধতা প্রতিপাদনার্থ এই মায়াকল্পিত পঞ্চ কারণের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা (এবং) কর্ত্তা (কর্ত্তা—চিত্ত ও অহঙ্কার) পৃথগ্বিধং করণং চ (পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানাবিধ) পৃথক্ চেষ্টাঃ চ (পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা) অত্র (এই কারণ সমূহের মধ্যে) পঞ্চমং (পঞ্চমস্থানীয়) দৈবম্ এব চ (দৈব—ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কার) ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, নানাবিধ করণ, নানাবিধ চেষ্টা এবং এতৎ-কারণ সমূহের সহিত দৈব—এই পাঁচটি কর্ম্মের কারণ স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কানী তানীতি ? উচ্যতে—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানমিচ্ছাদ্বেষ-সুখদুঃখজ্ঞানাদীনামভিব্যক্তেরাশ্রয়োঽধিষ্ঠানং শরীরম্। তথা কর্ত্তা—উপাধিলক্ষণো ভোক্তা। করণং চ শ্রোত্রাদিকং শব্দাদ্যুপলব্ধয়ে পৃথগ্বিধং নানাপ্রকারং দ্বাদশসংখ্যম্। বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা বায়বীয়াঃ প্রাণাপানাদ্যাঃ। দৈবং চৈব দৈবমেব চাত্রৈতেষু চতুর্ষু পঞ্চমম্। পঞ্চানাং পূরণম্। আদিত্যাদি চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তানেবাহ—অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরম্। কর্ত্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ। পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারম্। করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি। বিবিধাঃ কায়তঃ স্বরূপতশ্চ। পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ। অত্রৈতেষ্বেব পঞ্চমং কারণং দৈবম্। চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদি সর্ব্বপ্রেরকোঽন্তর্য্যামী বা ॥ ১৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনাদি ধর্ম্মের অভিব্যক্তির আশ্রয় স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক স্থূলশরীরের নাম "অধিষ্ঠান"। অন্তঃকরণ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান আদি নামোপহিত ও আত্মার সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসযুক্ত অহঙ্কারের নাম "কর্ত্তা"। অপঞ্চীকৃত মহাভূতোৎপন্ন শব্দাদি বিষয়োপলব্ধির সাধনরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকলের নাম "করণ"। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ আদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ ভেদে "করণ" নানা প্রকার। চিত্ত ও অহঙ্কার "কর্ত্তা" স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। "চেতনার" আভাস সর্ব্বত্রই তুল্য। "করণং চ"—ইহার চকার

শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

পূর্ব্বোক্ত শরীরাদির অনুবৃত্তিবাচক (অর্থাৎ শরীরাদি যেমন অনাত্মা ও ভৌতিক, সেইরূপ করণও অনাত্মভূত, ভৌতিক ও কল্পিত)। পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ এবং বায়বীয়স্বরূপে কথিত প্রাণাদি "চেষ্টা"ও নানাপ্রকার (যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান; অথবা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়)। "বিবিধাশ্চ"—ইহার চকারও অনাত্মত্ব ও ভৌতিকত্বের অনুবৃত্তিবাচক। যে সকল দেবতার অনুগ্রহে পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ হইতে কার্য্যনিষ্পত্তি হইয়া থাকে, সেই দেবতাদিগের শক্তি, (অর্থাৎ "দৈব") পঞ্চম কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। "দৈবং চ"—ইহার চকারও শরীরাদির ন্যায় দৈবও যে অনাত্মা, ভৌতিক ও মায়াকল্পিত তাহাই প্রতিপাদন করিতেছে। শরীররূপ অধিষ্ঠানের দেবতা পৃথিবী; কর্ত্তৃস্বরূপ অহঙ্কারের দেবতা রুদ্র; শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে দিক্‌, বাত, অর্ক, প্রচেতাঃ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দেবতা যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি। মন ও বুদ্ধির দেবতা চন্দ্র ও বৃহস্পতি। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই চেষ্টারূপ পঞ্চ প্রাণের দেবতা যথাক্রমে সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। কোন কোন টীকাকার "দৈব" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥১৪॥

অন্বয়বোধিনী। নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ (শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা) যৎ (যে) ন্যায্যং বা (ন্যায়ানুযায়ী) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায্য বা অধর্ম্মজনক) কর্ম্ম (কর্ম্ম) প্রারভতে (আরম্ভ করে), এতে পঞ্চ (এই পাঁচটী) তস্য (সেই কর্ম্মের) হেতবঃ (কারণ) ॥১৫॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম যে কোনরূপ ক্রিয়াই আরম্ভ করুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ কারণ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই হেতুভূত ॥১৫॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। শরীরেতি। শরীরবাঙ্‌মনোভির্যৎ কর্ম্ম ত্রিভিরেতৈঃ প্রারভতে নির্বর্ত্তয়তি নরো ন্যায্যং বা ধর্ম্ম্যং শাস্ত্রীয়ম্‌। বিপরীতং বা অধর্ম্ম্যমশাস্ত্রীয়ম্‌। যচ্চাপি নিমিষিতচেষ্টাদি জীবনহেতুঃ তদপি পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্ময়োরেব কার্য্যমিতি ন্যায্যবিপরীতয়োরেব গ্রহণেন গৃহীতম্‌। পঞ্চৈতে যথোক্তাস্তস্য সর্ব্বস্যৈব কর্ম্মণো হেতবঃ কারণানি।

ননুধিষ্ঠানাদীনি সর্ব্বকর্ম্মণাং কারণানি। কথমুচ্যতে শরীরবাঙ্‌মনোভিঃ কর্ম্ম প্রারভত ইতি? নৈষ দোষঃ। বিধিপ্রতিষেধলক্ষণং সর্ব্বং কর্ম্ম শরীরাদিত্রয়প্রধানম্‌। তদঙ্গতয়া দর্শনশ্রবণাদি চ জীবনলক্ষণং ত্রিধৈব রাশীকৃতমুচ্যতে শরীরাদিভিরারভত ইতি। ফলকালেপি তৎপ্রধানৈস্ত্র্যাত ইতি পঞ্চানামেব হেতুত্বং ন বিরুধ্যতে ॥ ১৫ ॥

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতেষামেব সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম্ম ত্রিদৈবান্তর্ভাবা শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসং চ ত্রিবিধং কর্ম্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যদ্ যৎ ধর্ম্মমধর্ম্মং বা করোতি নরস্তস্য কর্ম্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি ধর্ম্মই হউক, শাস্ত্রনিষিদ্ধ হিংসাদি অধর্ম্মই হউক, জীবনরক্ষার জন্য উচ্ছ্বাস, নিঃশ্বাস, নিমেষ, উন্মেষ, জৃম্ভণাদি স্বাভাবিক কর্ম্মই হউক, মনুষ্য যাহারই কেন অনুষ্ঠান করুক না, তাহা সমস্তই এতৎপঞ্চকারণমূলক। এই শ্লোকের "শরীর" পদে "অধিষ্ঠান," "নর" পদে "কর্ত্তা," "বাঙ্মনঃ" পদে "করণ," এবং "প্রারভতে" পদে "চেষ্টা" গৃহীত হইয়াছে। আর "ন্যায্যং বা বিপরীতং বা"—ইহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "দৈব" লক্ষিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। তত্র এবং সতি (কর্ম্মের পঞ্চ কারণ এইরূপে নিরূপিত হইলে) যঃ তু (যে ব্যক্তি) আত্মানং (আত্মাকে) কেবলং (কেবল) কর্ত্তারং (কর্ত্তৃস্বরূপে) পশ্যতি (অবলোকন করে), অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃতবুদ্ধিহেতু) সঃ (সেই) দুর্ম্মতিঃ (দুষ্টবুদ্ধি) ন পশ্যতি (সম্যক্‌রূপে দর্শন করে না) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণ নিরূপিত হইল। যে মূঢ় ব্যক্তি অসঙ্গ ও উদাসীন আত্মাকে কর্তৃরূপে অবলোকন করে সেই দুর্মতি কদাচ সম্যগ্দর্শী হয় না ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তত্রেতি। তত্রেতি প্রকৃতেন সম্বধ্যতে। এবং সতি—এবং যথোক্তৈঃ পঞ্চভির্হেতুভির্নির্ব্বর্ত্ত্যে সতি কর্ম্মণি। তত্রৈবং সতীতি দুর্ম্মতিত্বস্য হেতুত্বেন সম্বধ্যতে। তত্র তৈরাত্মানন্যত্বেনাবিদ্যয়া পরিকল্প্য তৈঃ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণোঽহমেব কর্ত্তেতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং শুদ্ধং তু যঃ পশ্যত্যবিদ্বান্—কস্মাৎ বেদান্তাচার্য্যোপদেশন্যায়ৈরকৃতবুদ্ধিত্বাদসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ। যোঽপি দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মবাদ্যাত্মানমেব কেবলং কর্ত্তারং পশ্যত্যসাবপ্যকৃতবুদ্ধিরেব। অতোঽকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যত্যাত্মনস্তত্ত্বম্। কর্ম্মণো বেত্যর্থঃ। অতো দুর্ম্মতিঃ কুৎসিতা বিপরীতা দুষ্টা অজস্রং জনন-মরণ-প্রতিপত্তিহেতুভূতা মতিরস্যেতি দুর্ম্মতিঃ। স পশ্যন্নপি ন পশ্যতি। যথা তৈমিরিকোঽনেকং চন্দ্রম্। যথা বা অভ্রেষু ধাবৎসু চন্দ্রং ধাবন্তম্। যথা বা বাহন উপবিষ্টোঽন্যেষু ধাবৎস্বাত্মানং ধাবন্তম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—তত্রেতি। তত্র সর্ব্বস্মিন্

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মণোতে পঞ্চ হেতব ইতি। এবং সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গমাত্মানং তু যঃ কর্ত্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাদ্দুর্ম্মতিরসৌ সম্যঙ্ ন পশ্যতি ॥ ১৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অধিষ্ঠানাদি পাঁচটী কার্য্যমাত্রেরই কারণ। আত্মা স্বপ্রকাশ, অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও অদ্বিতীয়। অবিদ্যাপ্রভাবে এই আত্মার প্রতিবিম্ব (চিদাভাস *) উক্ত পাঁচ কারণে পতিত হওয়ায় মূর্খগণ সেই প্রতিবিম্বকে আত্মস্বরূপ জানিয়া আত্মাকেই কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুমান করে। অবিবেকিগণ আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত না হওয়াতেই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুর স্বরূপ দর্শন করিতে পায় না, সেইরূপ আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া বোধ হইলে জীবের প্রকৃত আত্মদর্শন হয় না। বিবেক-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া যিনি গুরু ও বেদ বাক্যের বংশবদ এবং শ্রবণ মননাদি সহ ব্রহ্মানুষ্ঠান-পরায়ণ হয়েন, তাঁহারই কেবল অবিদ্যা মায়াজাল কাটিয়া যায়। তিনিই কেবল অধিষ্ঠানাদি কারণে আত্মার তাদাত্ম্যবুদ্ধি পরিহার করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার পুরঃসর জন্ম-মরণ অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ (আমি কর্ত্তা) ভাবঃ (এই ভাব) ন (নাই), যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন লিপ্যতে (বিষয়ে আসক্ত হয় না), সঃ (তিনি) ইমান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (লোককে) হত্বা অপি (হনন করিয়াও) ন হন্তি (হনন করেন না) [বা তজ্জন্য] ন নিবধ্যতে (আবদ্ধ হন না) ॥ ১৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। "আমি কর্ত্তা" এরূপ অভিমান যিনি করেন না, যাঁহার বুদ্ধি কার্য্যে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোক হনন করিলেও কিছুই হনন করেন না, অথবা তজ্জন্য ফলভাগী হয়েন না ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কঃ পুনঃ সুমতির্যঃ সম্যক্ পশ্যতীতি? উচ্যতে—যস্যেতি। যস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশন্যায়সংস্কৃতাত্মনো ন ভবত্যহংকৃতঃ—অহং কর্ত্তেত্যেবংলক্ষণঃ—ভাবো ভাবনা প্রত্যয়ঃ। এত এব পঞ্চাধিষ্ঠানাদয়োঽবিদ্যয়াত্মনি কল্পিতাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাং কর্ত্তারঃ। নাহম্। অহং তু তদ্ব্যাপারাণাং সাক্ষিভূতঃ অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ† কেবলোঽবিক্রিয় ইত্যেবং পশ্যতীত্যেতৎ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্যাত্মন উপাধিভূতা ন লিপ্যতে নানুশয়িনী ভবতি—ইদমহমকার্ষং তেনাহং নরকং গমিষ্যামীত্যেবং যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে—স সুমতিঃ। স পশ্যতি। হত্বাঽপি স ইমাঁল্লোকান্—সর্ব্বানিমান্ প্রাণিন ইত্যর্থঃ—ন হন্তি হননক্রিয়াং ন করোতি। ন নিবধ্যতে—নাপি তৎকার্য্যেণাধর্ম্মফলেন সম্বধ্যতে।

---

* যেমন রূপের সদৃশ প্রতিবিম্ব, শব্দের সদৃশ প্রতিধ্বনি—সেইরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব আত্মার (জ্ঞানের) সদৃশ।

† মুণ্ডক—২।১।২।

ননু হত্বাঽপি ন হন্তীতি বিপ্রতিষিদ্ধমুচ্যতে। যদ্যপি স্তুতিঃ।

নৈষ দোষ। লৌকিকপারমার্থিকদৃষ্ট্যপেক্ষয়া তদুপপত্তেঃ দেহাদ্যাত্মবুদ্ধ্যা হন্তাহমিতি। লৌকিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য হত্বাপীত্যাহ। যথাদর্শিতাং পারমার্থিকীং দৃষ্টিমাশ্রিত্য ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইত্যেতদুভয়মুপপদ্যত এব।

নন্বধিষ্ঠানাদিভিঃ সম্ভূয় করোত্যেবাত্মা। কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু (গী ১৮।১৬) ইতি কেবল-শব্দপ্রয়োগাৎ।

নৈষ দোষঃ। আত্মনোঽবিক্রিয়স্বভাবত্বেঽধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ। বিক্রিয়াবতো হ্যন্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি। সংহত্য বা কর্ত্তৃত্বং স্যাৎ। ন ত্ববিক্রিয়স্যাত্মনঃ কেনচিৎ সংহননমস্তীতি ন সম্ভূয় কর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে। অতঃ কেবলত্বমাত্মনঃ স্বাভাবিকমিতি কেবলশব্দোঽনুবাদমাত্রম্। অবিক্রিয়ত্বং চাত্মনঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধম্। অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে (গী ২।২৫)—গুণৈরেব কর্ম্মাণি ক্রিয়ন্তে (গী ৩।২৭)—শরীরস্থোঽপি ন করোতি (গী ১৩।৩১) ইত্যাদ্যসকৃদুপপাদিতং গীতাস্বেব তাবৎ। শ্রুতিষু চ ধ্যায়তীব লেলায়তীব (ক) ইত্যেবমাদ্যাসু। ন্যায়তশ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রম-বিক্রিয়মাত্মতত্ত্বমিতি রাজমার্গঃ। বিক্রিয়াবত্ত্বাভ্যুপগমেঽপ্যাত্মনঃ স্বকীয়ৈব বিক্রিয়া স্বস্য ভবিতুমর্হতি। নাধিষ্ঠানাদীনাং কর্ম্মাণ্যাত্মকর্ত্তৃকাণি স্যুঃ। নহি পরস্য কর্ম্ম পরেণাকৃতমাগন্তুমর্হতি। যত্ত্ববিদ্যয়া গমিতং ন তত্তস্য। যথা রজতত্বং ন শুক্তিকায়াঃ। যথা বা তলমলবত্ত্বং বালৈর্গমিতমবিদ্যয়া নাকাশস্য। তথাঽধিষ্ঠানাদিবিক্রিয়াঽপি তেষামেবেতি। নাত্মনঃ। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তম্—অহংকৃতত্ববুদ্ধিলেপাভাবাদ্বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইতি। নায়ং হন্তি ন হন্যতে (গী ২।১৯) ইতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তে (গী ২।২০) ইত্যাদিহেতুবচনেনাবিক্রিয়ত্বমাত্মন উক্ত্বা বেদাবিনাশিনম্ (গী ২।২১) ইতি বিদুষাং কর্ম্মাধিকারনিবৃত্তিং শাস্ত্রাদৌ সংক্ষেপত উক্ত্বা মধ্যে প্রসারিতাং চ তত্র তত্র প্রসঙ্গং কৃত্বেহোপসংহরতি শাস্ত্রার্থপিণ্ডীকরণায় বিদ্বান্ন হন্তি ন নিবধ্যত ইতি। এবং চ সতি দেহভৃত্ত্বাভিমানানুপপত্তাববিদ্যাকৃতাশেষকর্ম্মসংন্যাসোপপত্তেঃ সংন্যাসিনামনিষ্টাদি ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ন ভবতীত্যুপপন্নম্। তদ্বিপর্য্যয়াচ্চেতরেষাং ভবতীত্যেতচ্চাপরিহার্য্যমিত্যেষ গীতা শাস্ত্রস্যার্থ উপসংহৃতঃ। স এষ সর্ব্ববেদার্থসারো নিপুণমতিভিঃ পণ্ডিতৈর্বিচার্য্য প্রতিপত্তব্য ইতি তত্র তত্র প্রকরণবিভাগেন দর্শিতোঽস্মাভিঃ শাস্ত্রন্যায়ানুসারেণ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্ম্মলেপো নাস্তীত্যত্রমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যস্যেতি। অহমিতি কৃতোঽহং কর্ত্তেত্যেবম্ভূতো ভাবঃ অভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি। যদ্বা অহংকৃতো-ঽহংকারস্য ভাবঃ স্বভাবঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি। শরীরাদীনামেব কর্ম্মকর্ত্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ। অত এব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবুদ্ধ্যা কর্ম্মসু ন সজ্জতে। স এবংভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্ম-দর্শীমার্মোকান সর্ব্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাঽপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি। ন চ তৎফলৈ-র্নিবধ্যতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্ম্মভিস্তস্য

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৭।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥

বদ্ধশঙ্কেতার্থঃ। তদুক্তং—ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ ইতি (ক)॥ ১৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি সাধনসম্পন্ন, যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারপরায়ণ, দেহাত্মবুদ্ধি না থাকায় যাঁহার অহঙ্কার আদৌ স্ফুরিত হয় না, অথবা যিনি পরমাত্মায় আত্মাকে বিলীন করিয়া "আমি" বাচক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ দেখিতে পান না, কায্যকালে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই। আত্মা সর্ব্বদাই শুদ্ধ, সর্ব্বসম্বন্ধশূন্য, কূটস্থ, দ্বৈতভাববর্জ্জিত ও জন্মমরণাদিরহিত—এইরূপ জানিলে মানব কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তিনি সমস্ত কার্য্যকেই অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ কারণের ফলস্বরূপ জানিয়া আপনাকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারেন। আত্মজ্ঞ পুরুষের সম্মুখে পাপ পুণ্যের ফলস্বরূপ দুঃখ বা সুখরূপ কোন তরঙ্গই উত্থিত হয় না। আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিলে পাপপুণ্যজনিত ইষ্টানিষ্ট ফল ভোগ করিতে হয় না। যাঁহার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই, তাঁহার অনিষ্ট, ইষ্ট বা মিশ্রফল ভোগের আশঙ্কাও নাই। তত্ত্ববেত্তা পুরুষ আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া যদি লোকসমূহকে বধও করেন, তথাপি বধজন্য তাঁহাকে বন্ধন-দশাগ্রস্ত হইতে হয় না। কেননা, সে বধ বধই নহে। যে বধরূপ কায্যের মূলে "আমি মারিতেছি" এরূপ অভিমান নাই, সেই শূন্যগর্ভ বধরূপ কার্য্য অনিষ্টফলরূপ সংস্কার বা অদৃষ্ট প্রসব করিতে পারে না। লোকব্যবহারে শরীরের নিপাত হইলেও আত্মদর্শীর সম্মুখে আত্মার নিধন কখনই হয় না। আত্মা মরেন না, আত্মাকে কেহ মারিতে পারে না "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" (খ) ইত্যাদি শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইলেও আত্মার ধ্বংস হয় না। "আমি অকর্ত্তা অভোক্তা" এইরূপ জ্ঞান হইলেই "পরমার্থ সন্ন্যাস" কহা যায়। ঈদৃশ পরমার্থসন্ন্যাসযুক্ত অজাতশত্রু ব্যক্তি গৃহস্থগণের মধ্যেও দৃষ্ট হয়॥ ১৭॥

অন্বয়বোধিনী। জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়) [ও] পরিজ্ঞাতা (পরিজ্ঞাতা) [এই] ত্রিবিধা (তিনপ্রকার) কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু)। [এবং] করণং (করণ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) [ও] কর্ত্তা (কর্ত্তা) ইতি ত্রিবিধঃ (এই তিনটী) কর্ম্মসংগ্রহঃ (কর্ম্মের আশ্রয়)॥ ১৮॥

বঙ্গানুবাদ। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা—এই তিনটী কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আর করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা—এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয়॥ ১৮॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং কর্ম্মণাং প্রবর্ত্তকমুচ্যতে—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং—জ্ঞায়তেঽনেন

(ক) গীতা ৫।১০। (খ) কঠোপনিষৎ ২।১৮।

নেনেতি সৰ্ব্ববিষয়মবিশেষেণোচ্যতে। তথা জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যম্। তদপি সামান্যেনৈব সৰ্ব্বমুচ্যতে। তথা পরিজ্ঞাতোপাধিলক্ষণোঽবিদ্যাকল্পিতো ভোক্তা। ইত্যেতত্ত্রয়মেষামবিশেষেণ সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং প্রবর্ত্তিকা ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা কৰ্ম্মচোদনা। জ্ঞানাদীনাং হি ত্রয়াণাং সন্নিপাতে হানোপাদানাদি-প্রয়োজনঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মারম্ভঃ স্যাৎ। ততঃ পঞ্চভিরধিষ্ঠানাদিভিরারব্ধং বাঙ্মনঃকায়াশ্রয়ভেদেন ত্রিধা রাশীভূতং ত্রিষু করণাদিষু সংগৃহ্যত ইত্যেতদুচ্যতে। করণং ক্রিয়তেঽনেনেতি। বাহ্যং শ্রোত্রাদি। অন্তঃস্থং বুদ্ধ্যাদি। কৰ্ম্মেপ্সিততমং কর্ত্তুঃ ক্রিয়য়া ব্যাপ্যমানম্। কর্ত্তা করণানাং ব্যাপারয়িতো-পাধিলক্ষণঃ। ইতি ত্রিবিধস্ত্রিপ্রকারঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ। সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি সংগ্রহঃ। কৰ্ম্মণঃ সংগ্রহঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ। কৰ্ম্মেষু হি ত্রিষু সমবৈতি। তেনায়ং ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। হত্বাঽপি ন হন্তি ন নিবধ্যত—ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কৰ্ম্মচোদনায়াঃ কৰ্ম্মাশ্রয়স্য চ কৰ্ম্মফলাদীনাং চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নির্গুণস্যাত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভি-প্রায়েণ কৰ্ম্মচোদনাং কৰ্ম্মাশ্রয়ঞ্চ চাহ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ। জ্ঞেয়মিষ্ট-সাধনং কৰ্ম্ম। পরিজ্ঞাতা এবম্ভূতজ্ঞানাশ্রয়ঃ। এবং ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা। চোদ্যতে প্রবর্ত্ত্যতেঽ-নয়েতি চোদনা। জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে। তদুক্তং ভট্টৈঃ—চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিনঃ। ইতি। ততশ্চায়মর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কৰ্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি। তদুক্তং—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা ইতি। তথা চ করণং সাধকতমম্। কৰ্ম্ম চ কর্ত্তুরীপ্সিততমম্। কর্ত্তা ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্তকঃ। কৰ্ম্ম সংগৃহ্যতেঽ-স্মিন্নিতি কৰ্ম্মসংগ্রহঃ। করণাদি ত্রিবিধং কারকম্। ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদিকারকত্রয়ং তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকমেব কেবলম্। ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্॥ ১৮॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণ অবলম্বনে যদ্দ্বারা বস্তর যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়, তাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কৰ্ম্মভূত পদার্থই জ্ঞেয়, এবং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আশ্রয় ও অন্তঃকরণরূপ উপাধিপরিকল্পিত ভোক্তার নাম পরিজ্ঞাতা। এই তিনটীই সমস্ত কৰ্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে। এই তিনটীর অভাবে কোন কার্য্য হইতে পারে না। এতন্মধ্যে একটীরও যদি অভাব হয়, তাহা হইলেও কোন কার্য্য হইতে পারে না। যাহার শক্তিসাহচর্য্যে ক্রিয়াসিদ্ধি হয়, তাহার নাম করণ। বাহ্য ও আন্তর ভেদে করণ দ্বিবিধ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, বাহ্যকরণ, এবং মনঃ ও বুদ্ধি আদি, অন্তঃকরণ। যাহা অনুষ্ঠাতার বা কর্ত্তার ইষ্ট অনিষ্টকারক তাহার নাম কৰ্ম্ম। উৎপাদ্য, আপ্য, সংস্কার্য্য ও বিকার্য্য ভেদে কৰ্ম্ম চতুর্ব্বিধ। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু উৎপাদন করিতে হইবে, তাহা উৎপাদ্য। যাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, তাহা আপ্য। যাহা অপকর্ষযুক্ত ও যাহাকে সংস্কৃত করিতে হইবে, তাহা সংস্কার্য্য। যাহার পূর্ব্বাবস্থা বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহাই বিকার্য্য। যিনি সকল কারকের প্রযোজক, তিনিই কর্ত্তা। এখানে চিৎ ও অচিৎ উভয়কেই কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। "করণং কৰ্ম্ম কর্ত্তেতি" বাক্যের ইতি শব্দ

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥

দ্বারা সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ গৃহীত হইয়াছে। শ্রেয়োবুদ্ধিপূর্ব্বক দানের নাম সম্প্রদান। সংযোগ ও বিভাগের অবধির নাম (অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম) অপাদান। আধারের নাম অধিকরণ। এতাবৎ সমস্তই কর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ। কূটস্থ আত্মা কোন কর্ম্মেরই আশ্রয় নহেন ॥ ১৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং (জ্ঞান) কর্ম্ম চ (কর্ম্ম) কর্ত্তা চ (ও কর্ত্তা) গুণভেদতঃ (গুণভেদবশতঃ) ত্রিধা এব (তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে); তানি অপি (সেই সকলও) যথাবৎ (যথাযথরূপে) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, সত্ত্বাদিগুণভেদে তিন প্রকার কথিত হইয়াছে। তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি যথাযথরূপে শ্রবণ কর ॥ ১৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং ক্রিয়াকারকফলানাং সর্ব্বেষাং গুণাত্মকত্বাৎ সত্ত্বরজস্তমো-গুণভেদতস্ত্রিবিধো ভেদো বক্তব্য ইত্যারভ্যতে—জ্ঞানং কর্ম্ম চেতি। জ্ঞানং কর্ম্ম চ। কর্ম্ম ক্রিয়া। ন কারকং পারিভাষিকমীপ্সিততমং কর্ম্ম। কর্ত্তা চ নির্ব্বর্ত্তকঃ ক্রিয়াণাম্। ত্রিধৈবাব-ধারণং গুণব্যতিরিক্তজাত্যন্তরাভাবপ্রদর্শনার্থম্। গুণভেদতঃ সত্ত্বাদিভেদেনেত্যর্থঃ। প্রোচ্যতে কথ্যতে। গুণসংখ্যানে কাপিলে শাস্ত্রে। কাপিলমপি গুণসংখ্যানং শাস্ত্রম্। তদপি গুণভোক্তৃ-বিষয়ে প্রমাণমেব পরমার্থব্রহ্মৈকত্ববিষয়ে যদ্যপি বিরুধ্যতে। তে হি কাপিলা গুণগৌণব্যাপার-নিরূপণেঽভিযুক্তা ইতি তচ্ছাস্ত্রমপি বক্ষ্যমাণার্থস্তুত্যর্থত্বেনোপাদীয়ত ইতি ন বিরোধঃ। যথাবদ্যথা-ন্যায়ং যথাশাস্ত্রং শৃণু। তান্যপি জ্ঞানাদীনি তদ্ভেদজাতানি গুণভেদকৃতানি শৃণু। বক্ষ্যমাণেঽর্থে মনঃসমাধিং কুর্বিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততঃ কিম্? অত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্য্যভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্। তস্মিন্ জ্ঞানং চ কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে। তান্যপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ। চতুর্দ্দশেঽধ্যায় —তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাদিত্যাদিনা গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ। সপ্তদশেঽধ্যায়—যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবানিত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদি-সেবয়া সাত্ত্বিকঃ স্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যত ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণমূলক জ্ঞানরূপ উপাধি দ্বারাই জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞেয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞানের অন্তর্ভাব মাত্র। "জ্ঞানং কর্ম্ম চ" বাক্যে চকার দ্বারা কর্ম্ম ও করণকে এই ক্রিয়ার অন্তর্ভাবস্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা, বস্তুর কারকত্ব ক্রিয়ারূপ উপাধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। ক্রিয়া ব্যতীত কারকত্বের সম্ভাবনা কোথায়? আবার "কর্ত্তা চ" স্থলে চকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পরিজ্ঞাতাকে কর্ত্তার অন্তর্ভাব বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। কুতার্কিকগণ কর্ত্তাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই জন্য এ কর্ত্তা যে গুণাতীত নহে, ভগবান্ তাহাই দেখাইবার জন্য এই কর্ত্তা শব্দকে ত্রিগুণোপেত বলিয়া দেখাইতেছেন। যে শাস্ত্রে গুণ-সংখ্যাদির বিচার বিবৃত হইয়াছে, ভগবান্ সেই সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারেই জ্ঞানকর্ম্মাদির ত্রিগুণাত্মকতা প্রদর্শন করিতেছেন। গুণাতীত পুরুষের জীবন্মুক্ত-ভাব নিরূপণ করিবার জন্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ" ইত্যাদি বচন দ্বারা সত্ত্বাদি গুণের বন্ধনকারকত্ব দেখাইয়াছেন। আবার সপ্তদশ অধ্যায়ে "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদি বচনে সত্ত্বাদিগুণকৃত ত্রিবিধ স্বভাব নিরূপণ করিয়া ইহাই দেখাইয়াছেন যে, আসুররূপ রাজস-তামস স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্ত্বিক আহারাদি সেবন করিয়া দৈবরূপ সাত্ত্বিক স্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এই অষ্টাদশ অধ্যায় স্বভাবতঃ গুণাতীত অসঙ্গ আত্মার ক্রিয়া, কারক ও ফল, এ তিনটির সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই—ইহাই বুঝাইবার জন্য ক্রিয়াকারকাদির ত্রিগুণাত্মকত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন। বস্তুতঃ আত্মার সহিত ক্রিয়া ও কারকাদির কোন সম্বন্ধই নাই। সংক্ষেপে তিন অধ্যায়ের বিশিষ্টতা প্রদর্শিত হইল, ইহাতে পুনরুক্তি দোষ কেহ মনে করিবেন না ॥ ১৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। যেন (যাহার দ্বারা) [মনুষ্য] বিভক্তেষু (ভিন্ন ভিন্ন) সর্ব্বভূতেষু (ভূতসমূহে) অবিভক্তম্ (অবিভক্ত ভাবে স্থিত) একম্ (এক) অব্যয়ং (অক্ষয়) ভাবম্ (স্বরূপ) ঈক্ষতে (উপলব্ধি করে), তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও) ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। যে জ্ঞান দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূহে সর্ব্বত্র ব্যাপক এক অব্যয় সত্তারূপ ভাবের উপলব্ধি হয়, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান॥ ২০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। জ্ঞানস্য তু তাবৎ ত্রিবিধত্বমুচ্যতে—সর্ব্বভূতেম্বিতি। সর্ব্বভূতেম্বব্যক্তাদি-স্থাবরান্তেষু ভূতেষু যেন জ্ঞানেনৈকং ভাবং বস্তু। ভাবশব্দো বস্তুবাচী—একমাত্মবস্ত্বিত্যর্থঃ। অব্যয়ং ন ব্যেতি স্বাত্মনা স্বধর্ম্মেণ বা কূটস্থনিত্যমিত্যর্থঃ। ঈক্ষতে পশ্যতি যেন জ্ঞানেন। তং চ ভাবমবিভক্তং প্রতিদেহম্। বিভক্তেষু দেহভেদেষু ন বিভক্তং তদাত্মবস্তু ব্যোমবদবিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ তদ্ জ্ঞানমদ্বৈতাত্মদর্শনং সাত্ত্বিকং সম্যগ্দর্শনং বিদ্ধীতি ॥ ২০ ॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিভেদৈস্ত্রৈবিধ্যমাহ—সর্ব্বভূতেষ্বিতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষ্ববিভক্তমনুস্যূতমেকমব্যয়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষত আলোচয়তি তজ্জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি॥ ২০॥

গীতার্থসন্দীপনী। সূক্ষ্ম, স্থূল, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে ভূতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যে জ্ঞান লাভ হইলে মানব সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বত্র একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মসত্তা দর্শন করিতে পারে, যে জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপ অবিভক্ত পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র ব্যাপক দেখিতে পায়, সেই সর্ব্বপ্রপঞ্চোপাধিনির্ম্মুক্ত আত্মজ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে দ্বৈতদৃষ্টির নিবৃত্তি হইয়া যায়॥ ২০॥

অন্বয়বোধিনী। পৃথক্ত্বেন তু (পৃথক্ পৃথক্ রূপে) যৎ (যে) জ্ঞানং (জ্ঞান) [অর্থাৎ মনুষ্য যে জ্ঞানের দ্বারা] সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) পৃথগ্বিধান্ (ভিন্ন ভিন্ন) নানাভাবান্ (নানাবিধ ভাব) বেত্তি (বিদিত হয়), তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞানকে) রাজসং (রাজস) [বলিয়া] বিদ্ধি (জানিও)॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথক্ পৃথক্ দেহাদি ভূতসমূহে যে জ্ঞানের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের অনুভব হয়, তাহারই নাম রাজস জ্ঞান॥ ২১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যানি দ্বৈতদর্শনানাসম্যগ্ভূতানি রাজসানি তামসানি চ তানি—ইতি ন সাক্ষাৎ সংসারোচ্ছিত্তয়ে ভবন্তি—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু ভেদেন প্রতিশরীরমন্যত্বেন যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ ভিন্নানাত্মনঃ পৃথগ্বিধান্ পৃথক্প্রকারান্ ভিন্নলক্ষণানিত্যর্থঃ। বেত্তি বিজানাতি যজ্জ্ঞানং সর্ব্বেষু ভূতেষু—জ্ঞানস্য কর্ত্তৃত্বাসম্ভবাৎ যেন জ্ঞানেন বেত্তীত্যর্থঃ—তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসং রজোগুণনির্ব্বৃত্তম্॥ ২১॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণম্। সর্ব্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুত একানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তজ্জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি॥ ২১॥

গীতার্থসন্দীপনী। প্রাণিগণের মধ্যে কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী কাহাকেও পণ্ডিত, কাহাকেও মূর্খ দেখিয়া যে জ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দেহে স্বতন্ত্র আত্মার অনুভব হয়, সর্ব্বত্র এক আত্মা হইলে সকলেই সুখী বা সকলেই দুঃখী হইত, যে জ্ঞানের দ্বারা এইরূপ বিচারবুদ্ধি হয়, সেই জ্ঞান রাজস। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা, ভিন্ন ভিন্ন আত্মার ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর, আত্মার ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, ঈশ্বরের ভেদ অনুসারে জড়বর্গের ভেদ, এবং জড়বর্গের মধ্যে পরস্পর ভেদ, এই বুদ্ধি রাজসজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (এক বা আংশিক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (আবদ্ধ হয়), অহৈতুকম্ (অযৌক্তিক), অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ), অল্পং চ (ও তুচ্ছ), তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি পদার্থবিশেষে সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ব্ববিষয়মিবৈকস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্বা প্রতিমাদৌ সক্তমেতাবানেবাত্মেশ্বরো বা। নাতঃ পরমস্তীতি। যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরান্তর্বর্ত্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্ব্বাদিমাত্রম্। ইত্যেবমেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং হেতুবর্জ্জিতং নির্যুক্তিকং নিষ্প্রমাণকমতত্ত্বার্থবদযথাভূতার্থবৎ। যথাভূতোঽর্থস্তত্ত্বার্থঃ। সোঽস্য জ্ঞেয়ভূতোঽস্তীতি তত্ত্বার্থবৎ। ন তত্ত্বার্থবদতত্ত্বার্থবৎ। অহৈতুকত্বাদেবাল্পং চ। অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা। তত্তামসমুদাহৃতম্। তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্—এতাবানেবাত্মেশ্বরো বা ইত্যভিনিবেশযুক্তম্। অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্। অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্। অত এবাল্পং তুচ্ছম্। অল্পবিষয়ত্বাৎ। অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী। সেই পরিপূর্ণ আত্মা কোন একটি দেহবিশেষে বা কোন একটি মূর্ত্তিবিশেষে অথবা কোন একটি কার্য্যবিশেষে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বা সংস্থিত, অর্থাৎ সেই নিরূপিত দেহ, বিগ্রহ বা কার্য্য ব্যতীত আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি তামস জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই জ্ঞান আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্বের বিরোধী। ২২॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ২০, ২১, ২২ শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ জ্ঞান ও ৩০, ৩১, ৩২ শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ বুদ্ধির সম্বন্ধ একত্র আলোচনা করিলে উভয়ই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে॥ ২২॥

অন্বয়বোধিনী। অরাগদ্বেষতঃ (রাগদ্বেষবর্জ্জন হেতু), অফলপ্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য-ব্যক্তিকর্ত্তৃক) নিয়তং (নিত্য) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিবিহীনভাবে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) যৎ কর্ম্ম (যে কর্ম্ম) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কর্ম্ম) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়)॥ ২৩॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলকামনারহিত পুরুষ সঙ্গশূন্য ও রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথেদানীং কর্ম্মণস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে—নিয়তমিতি। নিয়তং নিত্যম্। সঙ্গরহিতমাসক্তিবর্জ্জিতম্। অরাগদ্বেষতঃ কৃতং—রাগপ্রযুক্তেন দ্বেষপ্রযুক্তেন চ কৃতং রাগদ্বেষতঃ কৃতম্। তদ্বিপরীতং কৃতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা—ফলং প্রেপ্সতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ ফলতৃষ্ণঃ। তদ্বিপরীতেনাফলপ্রেপ্সুনা কর্ত্রা কৃতং কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং ত্রিবিধং কর্ম্মাহ—নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতম্। সঙ্গরহিতমভিনিবেশশূন্যম্। অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি। ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুঃ। তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেণ কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান ত্রিবিধ জ্ঞানের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ত্রিবিধ কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দ্রব্য দেবতা ও মন্ত্রাদি অঙ্গযুক্ত অগ্নিহোত্র ও সন্ধ্যোপাসনাদি যে যে কর্ম্ম "আমি মহাযাজ্ঞিক আমার সমান যোগ্য ব্যক্তি আর কেহ নাই" এই প্রকার অভিমান ও সঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় যে কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বা রাগ দ্বেষাদি সম্পর্কশূন্য হইয়া সম্পাদিত হয় (অর্থাৎ এই কার্য্যে আমার সম্মান বাড়িবে অথবা অমুক শত্রু পরাভূত হইবে—এইরূপ ভাবের উদয় না হয়) সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক ॥ ২৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। পুনঃ তু (আর) কামেপ্সুনা (সকাম) সাহঙ্কারেণ বা (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক) বহুলায়াসং (অতিক্লেশপ্রদ) যৎ (যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সকাম বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি যে কৃচ্ছ্রসাধ্য কাম্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করে, সেই কাম্য কর্ম্মসমূহ রাজস ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিতি। যত্ত কামেপ্সুনা কর্ম্মফলপ্রেপ্সুনেত্যর্থঃ। কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা—সাহঙ্কারেণেতি ন তত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষয়া। কিং তর্হি? লৌকিকশ্রোত্রিয়নিরহঙ্কারাপেক্ষয়া। যো হি পরমার্থনিরহঙ্কার আত্মবিৎ তস্য কামেপ্সুত্ববহুলায়াসকর্ত্তৃত্বপ্রাপ্তিরস্তি। সাত্ত্বিকস্যাপি কর্ম্মণোঽনাত্মবিৎ সাহঙ্কারঃ কর্ত্তা। কিমুত রাজসতামসয়োঃ? লোকেঽনাত্মবিদপি শ্রোত্রিয়ো নিরহঙ্কার উচ্যতে—নিরহঙ্কারোঽয়ং ব্রাহ্মণ ইতি। তস্মাত্তদপেক্ষয়ৈব সাহঙ্কারেণেত্যুক্তম্। পুনঃশব্দঃ পাদপূরণার্থঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং কর্ম্ম মহতায়াসেন নির্ব্বর্ত্ত্যতে। তৎ কর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসঃ কর্ম্মাহ যদিতি। যত্তু কর্ম্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিরূঢ়াহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তম্ তৎকর্ম্ম রাজসমুদাহৃতম ॥ ২৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। স্বর্গাদিফল লাভ যাঁহার হৃদয়ের লক্ষ্য, তিনিই কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। নিত্য কর্ম্ম না করিলে যেমন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, কাম্য কর্ম্ম না করিলে কামনার অসিদ্ধি ব্যতীত মনুষ্যকে সেরূপ কোন প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না। কারণ কাম্য কর্ম্মের নিত্যতা নাই বলিয়া কামনা সিদ্ধ হইলে আর তাহা অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না। কাম্য কর্ম্ম সাধন করিবার সময় যদি তাহার কোন একটী অঙ্গের হানি হয়, তাহা হইলেই অনুষ্ঠাতা তজ্জনিত ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সুতরাং সাঙ্গোপাঙ্গ সকাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান কালে কর্ম্মীকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। রাজস কর্ম্মের মূল অভিমান ও কামনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। অনুবন্ধং (ভাবি শুভাশুভ), ক্ষয়ং (ধনক্ষয়) হিংসাং (হিংসা) পৌরুষং চ (ও স্বসামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (বিচার না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। ভাবি অশুভ, ক্ষয়, হিংসা, পৌরুষ আদি বিচার না করিয়া অবিবেকবশতঃ যে কর্ম্মের আরম্ভ করা হয় তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনুবন্ধমিতি। অনুবন্ধং—পশ্চাদ্ভাবি যদ্বস্তু সোঽনুবন্ধ উচ্যতে। তং চানুবন্ধম্। ক্ষয়ং—যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে শক্তিক্ষয়োঽর্থক্ষয়ো বা স্যাত্তং ক্ষয়ম্। হিংসাং প্রাণিপীড়াম্। অনপেক্ষ্য চ পৌরুষং পুরুষকারং—শক্নোমীদং কর্ম্ম সমাপয়িতুমিত্যেবমাত্মসামর্থ্যম্। ইত্যেতাননুবন্ধাদীননপেক্ষ্য পৌরুষান্তানি মোহাদবিবেকত আরভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসং তমোনির্ব্বৃত্তমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং কর্ম্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভম্। ক্ষয়ং বিত্তব্যয়ম্। হিংসাং পরপীড়াম্। পৌরুষং চ স্বসামর্থ্যমনবেক্ষ্য-পর্য্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম্মারভ্যতে তত্তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ভবিষ্যতে কি কি হানি হইবে, ইহা সাধন কালে শরীরের কত ক্লেশ, ধন বা সেনাদির কত ক্ষয় হইবে, তাহা বিবেচনা না করিয়া—কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের ন্যায় নিজ সামর্থ্যের দিকে না তাকাইয়া—কেবল কতকগুলি জীব-হিংসার জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস ॥ ২৫ ॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥
রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। ২৩, ২৪, ২৫ এই তিন শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ কর্ম্ম এবং ২৬ ২৭ ২৮ শ্লোকে ব্যাখ্যাত ত্রিবিধ কর্ত্তারও বিশেষ সাদৃশ্য হেতু একত্র পঠন আবশ্যক ॥ ২৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। মুক্তসঙ্গঃ (ফলকামনাবর্জ্জিত) অনহংবাদী (অহঙ্কারশূন্য) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৃতি ও উৎসাহ যুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্বিকারঃ (হর্ষ বিষাদশূন্য) কর্ত্তা (কর্ত্তা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হয়েন) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। ফলকামনাবর্জ্জিত অনহংবাদী ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকারচিত্ত এইরূপ কর্ত্তাই সাত্ত্বিক ॥ ২৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদানীং কর্ত্তৃভেদ উচ্যতে—মুক্তসঙ্গ ইতি। মুক্তসঙ্গো মুক্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্গো যেন স মুক্তসঙ্গঃ। অনহংবাদী নাহংবদনশীলঃ। ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। ধৃতির্ধারণম্। উৎসাহ উদ্যমঃ। তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তো ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ। সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ—ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ ফলসিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ। কেবলং শাস্ত্রপ্রমাণেন প্রযুক্তঃ ন ফলরাগাদিনা। যঃ স নির্ব্বিকার উচ্যতে। এবংভূতঃ কর্ত্তা যঃ স সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কর্ত্তারং ত্রিবিধমাহ—মুক্তসঙ্গ ইতিত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ। অনহংবাদী গর্ব্বোক্তিরহিতঃ। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। উৎসাহ উদ্যমঃ। তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ। এবম্ভূতঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিবিধ কর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে ভগবান ত্রিবিধ কর্ত্তা নিরূপণ করিতেছেন। যিনি মুক্তসঙ্গ বা ফলত্যাগী—"আমি কর্ত্তা" "আমি ভোক্তা" বলিয়া যাহার অভিমান নাই যিনি গুণবান্ হইয়াও গুণের অহঙ্কার করেন না, যিনি বিঘ্ন আদি প্রস্তুত হইয়াও তাহাতে উদ্বিগ্ন হয়েন না, এবং এই কর্ম্ম অবশ্যই সাধন করিব" এইরূপ যাঁহার নিশ্চয় বুদ্ধি কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহাতে সুফলই হউক বা কুফলই হউক তন্নিমিত্ত যাঁহার মন হৃষ্ট বা ক্লিষ্ট হয় না যিনি কেবল শাস্ত্র অনুসারে কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম সাধন করিয়া যান, শাস্ত্রে সেই কর্ত্তাই সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। রাগী (বিষয়ানুরাগী), কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী), লুব্ধঃ (লোভী) হিংসাত্মকঃ (হিংসাপরায়ণ) অশুচিঃ (শৌচহীন) হর্ষশোকান্বিতঃ (হর্ষ ও শোকযুক্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তা) রাজসঃ (রাজস) [বলিয়া] পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত হয়েন) ॥ ২৭ ॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধচিত্ত, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, হর্ষ ও শোকযুক্ত, সেই কর্ত্তা রাজস বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রাগীতি। রাগী রাগোঽস্যাস্তীতি রাগী। কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলার্থী। লুব্ধঃ পরদ্রব্যেষু সঞ্জাততৃষ্ণঃ। তীর্থাদৌ চ স্বদ্রব্যাপরিত্যাগী। হিংসাত্মকঃ পরপীড়াস্বভাবঃ। অশুচির্বাহ্যান্তঃশৌচবর্জ্জিতঃ। হর্ষশোকান্বিতঃ। ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষঃ। অনিষ্টপ্রাপ্তাবিষ্টবিয়োগে চ শোকঃ। তাভ্যাং হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ সংযুক্তঃ। তস্যৈব চ কর্ম্মণঃ সম্পত্তিবিপত্ত্যোর্হর্ষশোকৌ স্যাতাম্। তাভ্যাং সংযুক্তো যঃ কর্ত্তা স রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং কর্ত্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিষু প্রীতিমান্। কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্ম্মফলকামী। লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী। হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ অশুচির্বিহিতশৌচশূন্যঃ। লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যামন্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পুত্র-পরিবারাদির স্নেহে ও নানা বিষয়ভোগে যাহার ইচ্ছা, পরধন-হরণে যাহার প্রবৃত্তি, এবং ধন থাকিতেও যে ব্যয়কুণ্ঠ, নিজের লাভের জন্য যে অন্যের হানি করিতে প্রবৃত্ত হয়, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারবর্জ্জিত, এবং যে ব্যক্তি কার্য্য সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট এবং অসিদ্ধ হইলে দুঃখিত হয়, সেই কর্ত্তা রাজস ॥ ২৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। অযুক্তঃ (অসাবধান) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্য) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (বঞ্চক) নৈকৃতিকঃ (পরাপমানকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (বিষাদযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা (ও যাহার কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যয় হয় এইরূপ কর্ত্তা) তামসঃ (তামস) [বলিয়া] উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে ব্যক্তি অসাবধান, বিবেকশূন্য, উদ্ধত, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী—শাস্ত্রে সেই ব্যক্তি তামস কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽসমাহিতঃ। প্রাকৃতোঽত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ প্রকৃতিপরবশো বালসমঃ। স্তব্ধো দণ্ডবন্ন নমতি কস্মৈচিৎ। শঠো মায়াবী শক্তিগূহনকারী। নৈকৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ। অলসোঽপ্রবৃত্তিশীলঃ। বিষাদী কর্ত্তব্যেষ্বপি সর্ব্বদাঽবসন্নস্বভাবঃ। দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তব্যানাং দীর্ঘপ্রসারণঃ সর্ব্বদা মন্দস্বভাবঃ। যদদ্য শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি না করোতি। যশ্চৈবম্ভূতঃ স কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং কর্ত্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ। প্রাকৃতো

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ ॥

বিবেকশূন্য। স্তব্ধোঽনম্রঃ। শঠঃ শক্তিগূহনকারী। নৈকৃতিকঃ পরাবমানী। অলসোঽনুদ্যমশীলঃ। বিষাদী শোকশীলঃ। যদদ্য বা শ্বো বা কর্ত্তব্যং তন্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ সঃ দীর্ঘসূত্রী এবম্ভূতঃ কর্ত্তা তামস উচ্যতে। কর্ত্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি। কর্ম্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যম্। বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্তিপ্রযুক্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে সতর্ক থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি শাস্ত্রসংস্কারবর্জ্জিত, যে ব্যক্তি গুরু বা দেবতাদির সম্মুখে নম্র ভাব ধারণ না করে, যে ব্যক্তি নিজ মনের ভাব গোপন করিয়া অন্যকে প্রবঞ্চনা করে, "ইহা আমার পরমোপকারী, ইহা পাইলে আমি পরমোপকৃত হইব," —এইরূপ বলিয়া স্বার্থ সাধনার্থ যে ব্যক্তি অন্যের জীবিকাবৃত্তি ছেদন করে, যে ব্যক্তি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেও আলস্য করে, যাহার চিত্ত সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট বা অনুশোচনাযুক্ত, যে ব্যক্তি একটী সামান্য কার্য্য করিতেও শিথিলপ্রযত্ন অথবা নানা চিন্তা করিতে থাকে, এইরূপ ব্যক্তি তামস কর্ত্তা বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়।) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ (ও ধৃতির) গুণতঃ এব (গুণানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ পৃথক্) অশেষেণ (সমগ্ররূপে) প্রোচ্যমানং (যাহা বলা হইতেছে) [সেই] ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ২৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধনঞ্জয়! সত্বাদিগুণভেদে বুদ্ধির ও ধৃতির তিন তিন প্রকার ভেদ আমি তোমাকে সমগ্ররূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। বুদ্ধের্ভেদমিতি। বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব ভেদং গুণতঃ সত্ত্বাদিগুণতস্ত্রিবিধং শৃণ্বিতি সূত্রোপন্যাসঃ। প্রোচ্যমানং কথ্যমানমশেষেণ নিরবশেষতো যথাবৎ পৃথক্ত্বেন বিবেকতো ধনঞ্জয়। দিগ্বিজয়ে মানুষং দৈবং চ প্রভূতং ধনং জিতবান্ তেনাসৌ ধনঞ্জয়োঽর্জ্জুনঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে—বুদ্ধের্ভেদমিতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ", (জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা) ইত্যাদির প্রকারভেদ বলা হইল। এক্ষণে "মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ" (২৬ শ্লোক) বচনে যে বুদ্ধি ও ধৃতির সূচনা করিয়াছেন, ভগবান্ তাহারই প্রকারভেদ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যে বৃত্তির প্রভাবে বস্তুবিষয়াদির নিশ্চয় হয় তাহার নাম বুদ্ধি। ধৃতি বুদ্ধিরই বৃত্তিবিশেষ। সত্ত্বাদিগুণভেদে তাহার লক্ষণ কিরূপ হয় তাহাই সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন। কি গ্রাহ্য ও কি অগ্রাহ্য, ভগবান্ সমস্তই বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যান করিতেছেন। এস্থানে বুদ্ধি ও ধৃতি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির প্রতি লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥
যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মং চ কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) প্রবৃত্তিং চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও নিবৃত্তি) কার্য্যাকার্য্যে (কার্য্য ও অকার্য্য) ভয়াভয়ে (ভয় ও অভয়) বন্ধং (বন্ধন) মোক্ষং চ (ও মুক্তি) যা (যে বুদ্ধি) বেত্তি (বিদিত হয়) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিকী) ॥ ৩০ ॥

বঙ্গানুবাদ হে পার্থ। যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। প্রবৃত্তিমিতি। প্রবৃত্তিং চ—প্রবৃত্তিঃ প্রবর্ত্তনং বন্ধহেতুঃ কর্ম্মমার্গঃ। নিবৃত্তিং চ—নিবৃত্তির্ম্মোক্ষহেতুঃ সংন্যাসমার্গঃ। বন্ধমোক্ষসমানবাক্যত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তী কর্ম্মসংন্যাসমার্গাবিতাবগম্যতে। কার্য্যাকার্য্যে বিহিতপ্রতিষিদ্ধে লৌকিকে বৈদিকে বা শাস্ত্রবুদ্ধেঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে করণাকরণে ইত্যেতৎ। কস্য? দেশকালাদ্যপেক্ষয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থানাং কর্ম্মণাম্। ভয়াভয়ে। বিভেত্যস্মাদিতি ভয়ং চৌরব্যাঘ্রাদি। তদ্বিপরীতমভয়ম্। ভয়ং চাভয়ং চ ভয়াভয়ে দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্ভয়াভয়য়োঃ কারণে ইত্যর্থঃ। বন্ধং সহেতুকং মোক্ষং চ সহেতুকং যা বেত্তি বিজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী। তত্র জ্ঞানং বুদ্ধের্বৃত্তিঃ। বুদ্ধিস্তু বৃত্তিমতী। ধৃতিরপি বৃত্তিবিশেষ এব বুদ্ধেঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতিত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্ম্মে। নিবৃত্তিমধর্ম্মে। যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ কার্য্যমকার্য্যং চ। ভয়াভয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তাবর্থানর্থৌ। কথং বন্ধঃ কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০।

গীতার্থসন্দীপনী। প্রবৃত্তিমার্গ কর্ম্মকাণ্ড, ও নিবৃত্তিমার্গই সন্ন্যাসধর্ম্ম। প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মের নাম কার্য্য, এবং নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা অকার্য্য। প্রবৃত্তিমার্গে স্থিতি জন্য গর্ভবাসাদি যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার নাম ভয়, এবং নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন জন্য তদ্দুঃখনিবৃত্তির নাম অভয়। প্রবৃত্তিমার্গে মিথ্যাজ্ঞানকৃত কর্ত্তৃত্বাভিমানাদির নাম বন্ধন এবং নিবৃত্তিমার্গে তত্ত্বজ্ঞানকৃত অজ্ঞানতিরোভাবের নাম মোক্ষ। যে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়রূপে এই সকল বিষয় বিদিত হওয়া যায়, তাহাই সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ।) যয়া চ (যে বুদ্ধির দ্বারা) [মনুষ্য] ধর্ম্মম্ (ধর্ম্ম) অধর্ম্মং চ (ও অধর্ম্ম) কার্য্যম্ (কার্য্য) অকার্য্যম্ এব চ (ও অকার্য্য) অযথাবৎ (সম্যগ্‌রূপে) প্রজানাতি (অবগত হয়) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) রাজসী (রাজসী) ॥ ৩১ ॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ। যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য অযথাবৎ অর্থাৎ সন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারা যায়, সে বুদ্ধি রাজসী ॥ ৩১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যয়েতি। যয়া ধর্ম্মং শাস্ত্রচোদিতম্। অধর্ম্মং চ তৎপ্রতিষিদ্ধং। কার্য্যং চাকার্য্যমেব চ পূর্ব্বোক্তে এব কার্য্যাকার্য্যে। অযথাবৎ ন যথাবৎ সর্ব্বতো নির্ণয়েন ন প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসীং বুদ্ধিমাহ - যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের নাম ধর্ম্ম, এবং তন্নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়েরই অদৃষ্ট। কার্য্য ও অকার্য্য উভয়ের ফল দৃষ্ট। রাজসী বুদ্ধির দ্বারা অদৃষ্ট এবং দৃষ্ট কোন ফলই ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। এই বুদ্ধির অস্পষ্ট আলোকে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৩১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) যা (যে বুদ্ধি) অধর্ম্মং (অধর্ম্মকে) ধর্ম্মম্ ইতি (ধর্ম্ম বলিয়া) মন্যতে (মনে করে), [এবং] সর্ব্বার্থান্ (সকল বিষয়ই) বিপরীতান্ চ (বিপরীত) [বলিয়া মনে করে], তমসা আবৃতা (অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত) সা (সেই) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তামসী (তামসী) ॥ ৩২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে বুদ্ধি অন্ধকারাবৃত হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং সকল প্রকার বিষয়কেই বিপরীতরূপে প্রতিপন্ন করে, সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মং প্রতিষিদ্ধম্। ধর্ম্মং বিহিতম্। ইতি যা মন্যতে জানাতি তমসাবৃতা সতী। সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বানেব জ্ঞেয়পদার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বিপরীতানেব জানাতি। বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তম্। জ্ঞানং তু তদ্বৃত্তিঃ। ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ্বা— অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব। ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহুত্বেহপি ধর্ম্মাধর্ম্মোভয়সাধনত্বেন* প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণং চৈতদন্যাসাম্ ॥ ৩২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। তমোরূপ মহান্ দোষ (মোহাত্মক অজ্ঞান) বিবেকদর্শনের প্রবল

* ধর্ম্মাধর্ম্মতত্ত্বাতত্ত্বসাধনত্বেন ইতি পাঠান্তরম্।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

বিরোধী। বুদ্ধি যখন এই দোষে অভিভূত হয়, তখন অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীতি জন্মে (অর্থাৎ অদৃষ্ট ফল লাভের জন্য চিত্ত অগ্রসর হয় না)। যে সকল কার্য্য বস্তুতঃ সুখপ্রদ, তাহা দুঃখদায়ক বলিয়া, এবং যাহা দুঃখপ্রদ তাহা সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয়। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই লোক-সকল তত্ত্বজ্ঞ ঋষি ও যোগীদিগকে হেয় ও অসভ্য বলিয়া এবং বিষয়াসক্ত মহাস্বার্থপর শিশ্নোদরপর ব্যক্তিদিগকে উচ্চশিক্ষিত ও সুসভ্য বলিয়া মনে করে। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই যাগ, যজ্ঞ, তীর্থাটন, দেবার্চ্চনাদিকে কুসংস্কার বলিয়া, এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক অশাস্ত্রীয় স্বেচ্ছাচারকে মার্জ্জিত সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই সদ্ধর্ম্মমূলক সদাচার, সদাহার ও সদ্ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হয়, এবং অনার্য্য ও কদর্য্য আচার আহারাদি করাকে লোকে নিজ নিজ পুরুষার্থ মনে করিয়া থাকে। বলিতে কি, মনুষ্য তামসী বুদ্ধির প্রভাবেই নিজ পরমশ্রেয়ঃ-সাধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনি আপনাকে বিনষ্ট করিতে থাকে ॥ ৩২ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) যোগেন (একাগ্রতা বশতঃ) অব্যভিচারিণ্যা (ঐকান্তিক) যয়া (যে) ধৃত্যা (ধৃতির দ্বারা) মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ (মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমুদয়) ধারয়তে (এক পদার্থের ধারণ করা যায়) সা (সেই) ধৃতিঃ (ধৃতি) সাত্ত্বিকী (সত্ত্বগুণপ্রধান) ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! যে অব্যভিচারিণী ধৃতি যোগের দ্বারা মনঃ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিকে নিরোধ করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ধৃত্যেতি। ধৃত্যা যয়াঽব্যভিচারিণ্যেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ধারয়তে—কিম্? মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। মনশ্চ প্রাণাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়াণি। তেষাং ক্রিয়াশ্চেষ্টাঃ। তা উচ্ছাস্ত্রমার্গপ্রবৃত্তের্ধারয়তে ধারয়তি। ধৃত্যা হি ধার্য্যমাণা উচ্ছাস্ত্রমার্গবিষয়া ন ভবন্তি। যোগেন সমাধিনা। অব্যভিচারিণ্যা নিত্যসমাধ্যনুগতয়েত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—অব্যভিচারিণ্যা ধৃত্যা মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়া ধার্য্যমাণা যোগেন ধারয়তীতি। যৈবংলক্ষণা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনা। অব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ ক্রিয়া ধারয়তে নিয়চ্ছতি সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে ধৃতি (চিত্তের একাগ্রতাবশতঃ) মনঃ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়কে শাস্ত্র-নিষিদ্ধ মার্গে বিচরণ করিতে দেয় না, অর্থাৎ নিবৃত্তির অনুকূল বৈধ বিষয়েই তাহাদের কার্য্যচেষ্টা আবদ্ধ বা সমাহিত রাখে, সেই ধৃতিই সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩ ॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যয়েতি। যয়া স্বপ্নং নিদ্রাম। ভয়ং ত্রাসম্। শোকং সন্তাপম্। বিষাদমবসাদং বিষণ্ণতাম্। মদং বিষয়সেবাম। আত্মনো বহু মন্যমানো মত্ত ইব মদমেব চ মনসি নিত্যমেব কর্ত্তব্যরূপতয়া কুর্ব্বন্ন বিমুঞ্চতি—ধারয়ত্যেব দুর্ম্মেধাঃ কুৎসিতমেধাঃ পুরুষো যস্তস্য ধৃতির্যা সা তামসী মতা ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্ম্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ন বিমুঞ্চতি পুনঃ পুনরাবর্ত্তয়তি—স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এখানে নিদ্রাই স্বপ্নরূপে কথিত হইয়াছে। যে ধৃতি এইরূপ স্বপ্ন, প্রতিকূলবস্তুর দর্শনজনিত ত্রাস, ইষ্টবস্তুর বিয়োগজনিত শোক, মনোবৈকল্যরূপ বিষাদ ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিষয়সেবনতৎপরতারূপ মদবৃত্তিকে বিদূরিত করিতে দেয় না, অথবা যে ধৃতির প্রভাবে এই সমস্ত বৃত্তিই উত্তম বলিয়া নিশ্চয় হয়, তাহা তামসী ধৃতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। ভরতর্ষভ (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (এক্ষণে) ত্রিবিধং (ত্রিবিধ) সুখং (সুখ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে সুখে) [মনুষ্য] অভ্যাসাৎ (অভ্যাসবশতঃ) রমতে (প্রীতি লাভ করে) দুঃখান্তং চ (ও দুঃখের অবসান) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরতর্ষভ। অভ্যাসবশতঃ যে সুখে আসক্তি বৃদ্ধি পায় ও যে সুখ প্রাপ্ত হইলে দুঃখের অবসান হয়, [আমি] সেই সুখের ত্রিবিধ প্রকারভেদ [কহিতেছি], তুমি [অবহিতচিত্তে] শ্রবণ কর ॥ ৩৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। গুণভেদেন ক্রিয়াণাং কারকাণাং চ ত্রিধা ভেদ উক্তঃ। অথেদানীং ফলস্য চ সুখস্য ত্রিবিধো ভেদ উচ্যতে—সুখমিতি সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং—শৃণু—সমাধানং কুর্ব্বিত্যেতৎ—মে মম ভরতর্ষভ। অভ্যাসাৎ পরিচয়াদাবৃত্তে রমতে রতিং প্রতিপদ্যতে যত্র যস্মিন সুখানুভবে। দুঃখান্তং চ দুঃখাবসানং দুঃখোপশমং চ নিগচ্ছতি নিশ্চয়েন প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ইদানীং সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে’র্দ্ধেন—সুখমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ। তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিংস্তু সুখেঽভ্যাসাদতি-পরিচয়াদ্রমতে। ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ক্রিয়া ও কর্তার প্রকারভেদ সমস্ত কথিত হইল। এক্ষণে সেই ক্রিয়া ও কর্তৃ-জনিত সুখরূপ ফলের সত্ত্বাদি গুণভেদে তিন প্রকার ভেদ ভগবান্ ব্যাখ্যা করিতেছেন। কোন্ সুখ গ্রাহ্য এবং কোন্ সুখ পরিত্যাজ্য তাহাই বুঝিবার জন্য ভগবান্ অর্জুনকে সাবধান করিলেন। "অভ্যাসাদ্রমতে যত্র" ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধে সাত্ত্বিক সুখের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যম-নিয়মাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া অভ্যাসযোগে অধিকারী ব্যক্তি এই সমাধি সুখে রমণ—অর্থাৎ অনুভব-পূর্ব্বক পরিতৃপ্তি লাভ—করিয়া থাকেন। বিষয় সুখের ন্যায় ইহাতে আশু তৃপ্তি হয় না। বিষয় সুখের অবসান হইলেই আবার দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু এ সুখের শেষ ভাগে দুঃখোদয়ের আশঙ্কা নাই, কেবল অনন্ত সুখের ধারা বহিয়া গিয়াছে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমতঃ) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়), পরিণামে (শেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃততুল্য), আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং (যাহা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে), তৎ (সেই) সুখং (সুখ) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) [বলিয়া] প্রোক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সুখ প্রথমতঃ বিষের ন্যায় ও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয়, এবং যে সুখধারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, [যোগী পুরুষগণ] তাহাকেই সাত্ত্বিক সুখ বলিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিতি। যত্তৎ সুখমগ্রে পূর্ব্বং প্রথমসংনিপাতে জ্ঞানবৈরাগ্যধ্যান-সমাধ্যারম্ভেঽত্যন্তায়াসপূর্ব্বকত্বাদ্ বিষমিব দুঃখাত্মকং ভবতি। পরিণামে জ্ঞানবৈরাগ্যাদিপরিপাকজং সুখমমৃতোপমম্। তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ। আত্মনো বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। আত্মবুদ্ধেঃ প্রসাদো নৈর্ম্মল্যং সলিলবৎ স্বচ্ছতা। ততো জাতমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্। আত্মবিষয়া বাত্মাবলম্বনা বা বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। তৎপ্রসাদপ্রকর্ষাদ্বা জাতমিত্যেতৎ। তস্মাৎ সাত্ত্বিকং তৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কীদৃশং তৎ? যত্তদিতি। যত্তৎ কিমগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্দুঃখাবহমিব ভবতি। পরিণামে ত্বমৃতসদৃশম্। আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ। তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতয়াঽবস্থানম্। ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সাত্ত্বিক সুখ জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি আদি দ্বারা সাধিত হয়। জ্ঞানাদি সাধন করিতে মানুষের প্রথম বড় ক্লেশ বোধ হয়, কেননা উহা মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, কিন্তু এতাবৎ বিধিপূর্ব্বক সিদ্ধ হইলে পরিণামে পরমানন্দদায়ক বোধ হয়।

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্‌ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ ॥

নিদ্রা ও আলস্যাদিদোষবর্জ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতাপূর্ব্বক সংস্থিতির নাম আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। অনাত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হইয়া গেলে যে সমাধিসুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ হইতে) [উৎপন্ন] যত্তৎ (যে সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমং (অমৃতবৎ) [কিন্তু] পরিণামে (পরিণামে) বিষম্‌ ইব (বিষতুল্য) তৎ (সেই) সুখং (সুখ) রাজসং (রাজস বলিয়া) স্মৃতম্‌ (কথিত হয় ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং যে সুখ প্রথমে অমৃতবৎ ও পরিণামে বিষতুল্য বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ ॥ ৩৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্‌। বিষয়েতি। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌ জায়তে যৎ সুখং তৎ সুখং অগ্রে প্রথমক্ষণেঽমৃতোপমমমৃতসমম্‌। পরিণামে বিষমিব বলবীর্য্যরূপপ্রজ্ঞামেধাধনোৎসাহহানিহেতুত্বাৎ অধর্ম্মতজ্জনিতনরকাদিহেতুত্বাচ্চ। পরিণামে তদুপভোগবিপরিণামান্তে বিষমিব। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। রাজসং সুখমাহ—বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাং চ সংযোগাদ্‌যত্তৎ প্রসিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুখমমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবত্যগ্রে প্রথমম্‌। পরিণামে তু বিষতুল্যম্‌। ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ। তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়—অর্থাৎ সুস্বর শ্রবণে, সুরূপ দর্শনে, সুমধুর রস আস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল স্পর্শে বা স্ত্রীসঙ্গমাদিতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা রাজস সুখ। এই সব লাভে মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিতে হয় না বলিয়া প্রথমতঃ পরম সুখকর, এবং এই সুখের বিচ্ছেদকালে ভোক্তার ঐহিক ও পারলৌকিক বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয় বলিয়া পরিণামে উহা বিষবৎ বোধ হইয়া থাকে। ঈদৃশ বৈষয়িক সুখকে সাধুগণ রাজস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ চ (যে) সুখং (সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (ও পরিণামে) আত্মনঃ (বুদ্ধির) মোহনং (মোহকর) নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥ ৪০ ॥

ও অনবধানতা হইতে উৎপন্ন) তৎ (সেই সুখ) তামসম্ (তামস বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে, এবং নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তামস সুখ ॥ ৩৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদগ্রে চেতি। যদগ্রে চানুবন্ধে চাবসানোত্তরকালে সুখং মোহনং মোহকরমাত্মনঃ। নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং—নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চেতোতেভ্যঃ সমুত্তিষ্ঠতীতি নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থম্। তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে চ প্রথমক্ষণেঽনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরম্। তদেবাহ—নিদ্রা চালস্যং চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধারণ-রাহিত্যেন মনোগ্রাহ্যমেতেভ্য উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন হয়, সাধকগণের মতে তাহাই তামস সুখ ॥ ৩৯ ॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। প্রকৃতির বৈষম্য হইলেই গুণত্রয়ের স্ফুরণ হয়। প্রকৃতি শব্দে কেহ কেহ মায়া বা জন্মান্তরীয় ধর্ম্মাধর্ম্ম জনিত সংস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি যে অর্থে গ্রহণ করুন না কেন, পরমাত্মা ব্যতীত অনাত্ম কোন বস্তুই ত্রিগুণময় পাশরূপ বন্ধন এড়াইতে পারে না। তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকলই ত্রিগুণময় মায়ারূপ রজ্জুতে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়বোধিনী। পরন্তপ (হে পরন্তপ!) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের) শূদ্রাণাং চ (ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাবপ্রভবৈঃ (স্বভাবজাত) গুণৈঃ (গুণসমূহ দ্বারা) প্রবিভক্তানি (বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পরন্তপ! স্বভাবজ গুণানুসারেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সর্ব্বঃ সংসারঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকোঽবিদ্যা পরিকল্পিতঃ সমূলোঽনর্থ উক্তো বৃক্ষরূপপরিকল্পনয়া চোর্দ্ধমূলম্ (গী ১৫।১) ইত্যাদিনা। তং চাসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যম্ (গী ১৫।৩ ৪) ইতি চোক্তম্। তত্র চ সর্ব্বস্য ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ সংসারকারণনিবৃত্ত্যনুপপত্তৌ প্রাপ্তায়াং যথা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাত্তথা বক্তব্যম্। সর্ব্বশ্চ গীতাশাস্ত্রার্থ উপসংহর্ত্তব্যঃ। এতাবানেব চ সর্ব্বো বেদস্মৃত্যর্থঃ পুরুষার্থমিচ্ছদ্ভিরনুষ্ঠেয়ঃ। ইত্যেবমর্থং চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামিত্যাদিরারভ্যতে—ব্রাহ্মণেতি। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিয়াশ্চ বিশশ্চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশঃ। তেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাম্। শূদ্রাণাং চ শূদ্রাণামসমাসকরণমেকজাতিত্বে সতি বেদানধিকারাৎ। হে পরন্তপ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতরেতরবিভাগেন ব্যবস্থাপিতানি। কেন? স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। স্বভাব ঈশ্বরস্য প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। সা প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবাঃ। তৈঃ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি ব্রাহ্মণাদীনাম্। অথবা ব্রাহ্মণস্বভাবস্য সত্ত্বগুণঃ প্রভবঃ কারণম্। তথা ক্ষত্রিয়স্বভাবস্য সত্ত্বোপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ। বৈশ্যস্বভাবস্য তমউপসর্জ্জনং রজঃ প্রভবঃ। শূদ্রস্বভাবস্য রজউপসর্জ্জনং তমঃ প্রভবঃ। প্রশান্ত্যৈশ্বর্য্যেহামূঢ়তা-স্বভাবদর্শনাচ্চতুর্ণাম্। অথবা জন্মান্তরকৃতসংস্কারঃ প্রাণিনাং বর্ত্তমানজন্মনি স্বকার্য্যাভিমুখত্বেনাভিব্যক্তঃ স্বভাবঃ। স প্রভবো যেষাং গুণানাং তে স্বভাবপ্রভবা গুণাঃ। গুণপ্রাদুর্ভাবস্য নিষ্কারণত্বানুপপত্তেঃ স্বভাবঃ কারণমিতি কারণবিশেষোপাদানম্। এবং স্বভাবপ্রভবৈঃ প্রকৃতিপ্রভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ স্বকার্য্যানুরূপেণ শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানীতি।

ননু শাস্ত্রপ্রবিভক্তানি শাস্ত্রেণ বিহিতানি ব্রাহ্মণাদীনাং শমাদীনি কর্ম্মাণি। কথমুচ্যতে সত্ত্বাদি গুণপ্রবিভক্তানীতি ?

নৈষঃ দোষঃ। শাস্ত্রেণাপি ব্রাহ্মণাদীনাং সত্ত্বাদিগুণবিশেষাপেক্ষয়ৈব শমাদীনি কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি। ন গুণানপেক্ষয়া। ইতি শাস্ত্রপ্রবিভক্তান্যপি কর্ম্মাণি গুণপ্রবিভক্তানীত্যুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু চ যদ্যেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতং চ ত্রিগুণাত্মকমেব তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনা তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকরণান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ হে শত্রুতাপন। ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং চ শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগতো বিহিতানি। শূদ্রাণাং সমাসাৎ পৃথক্করণং দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরূপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা—স্বভাবঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারঃ। তস্মাৎ প্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ। তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ। রজউপসর্জ্জন-তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়া, কর্ত্তা ও ফলরূপ সংসার মিথ্যাজ্ঞানকল্পিত অনর্থরূপ বলিয়া যে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে ভগবান্ এইখানে তাহার উপসংহার করিতেছেন। আর পঞ্চদশ অধ্যায়ে অনর্থরূপ সংসারকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া বিষয়বৈরাগ্যরূপ "অসঙ্গ" শস্ত্রদ্বারা তাহা ছেদন করিবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যদি সমস্ত সংসারই ত্রিগুণাত্মক হইল, তাহা হইলে সংসাররূপ বৃক্ষের কিরূপে উচ্ছেদ হইবে ? বিশেষতঃ অসঙ্গরূপ শস্ত্র পরম দুর্লভ। বেদোক্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে পর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবকে এই অসঙ্গরূপ শস্ত্রের অধিকারী করেন। বেদে এই পরম পুরুষার্থপ্রদ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অত্যাবশ্যকতা দেখাইয়া ভগবান্ গীতার উপসংহার করিবার জন্য উত্তর প্রকরণ আরম্ভ করিলেন।

অর্জ্জুন অন্তরের ও বাহিরের শত্রু সকলের সন্তাপদাতা বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বিশ্" এই তিন শব্দের একত্র সমাসে তিন বর্ণের দ্বিজত্ব এবং বেদাধ্যয়নে ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার প্রদর্শিত হইয়াছে। "শূদ্রাণাং" পদে শূদ্রের পৃথগুর্ণত্ব, একজাতিত্ব ও দ্বিজসেবাদি ধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। এক ঈশ্বর সকলকে এক প্রকার সৃষ্টি না করিয়া কেন ভিন্ন ভিন্ন রূপ করিলেন, এবং কেনই বা তাহাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের বিধান করিলেন, অর্জ্জুনের এই সংশয় অপনোদনার্থ ভগবান্ বলিলেন, "স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ"। উহাতে পরমেশ্বরের বা ব্রাহ্মণশূদ্রাদির কোন গুণ বা দোষ নাই। প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণত্রয়সম্প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। সত্ত্বগুণাধিক্যপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ শান্ত, সত্ত্বসংমিশ্রিতরজোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত ক্ষত্রিয় প্রভুত্বযুক্ত তমঃসংযুক্তরজোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত

বৈশ্য কামনাধীন, এবং রজঃসংমিশ্রিততমোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত শূদ্র মূঢ়স্বভাব হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে। গুণরাশির ক্রিয়া স্বভাবের তরঙ্গমাত্র। জীবের অনাদিকালসিদ্ধ সংস্কার বশতঃই এইরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে। এতদ্বর্ণচতুষ্টয় শাস্ত্রবিহিত স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরম কল্যাণ লাভ করিতে পারে। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, "দ্বিজাতীনামধ্যয়নমিজ্যা দানম্ ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণস্যাধিকাঃ প্রবচনযাজনপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ২ ॥ পূর্ব্বেষু নিয়মস্তু ॥৩॥ রাজ্ঞোঽধিকং রক্ষণং সর্ব্বভূতানাম্ ॥৭॥ ন্যায্য-দণ্ডত্বম্ ॥৮॥ বৈশ্যস্যাধিকং কৃষিবণিক্‌পাশুপাল্যকুসীদম্ ॥৪৯॥ শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ ॥ ৫০ ॥ তস্যাপি সত্যমক্রোধঃ শৌচম্ ॥ ৫১ ॥ আচমনার্থে পাণিপাদপ্রক্ষালনমিত্যেকে ॥ ৫২ ॥ শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম ॥ ৫৩ ॥ ভৃত্যভরণম্ ॥৫৪॥ স্বদারবৃত্তিঃ ॥৫৫॥ পরিচর্য্যোত্তরেষাম্ ॥৫৬॥" (১০ অধ্যায়) ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি এবং বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও দান এই তিনটি দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম। ১। বেদের অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহ এই তিনটী ব্রাহ্মণের জীবিকার্থ বিশেষ ধর্ম্ম (ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জীবিকার্থ এ কয়েকটী কার্য্য করিবেন না)। ২। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি তিন ধর্ম্ম ও প্রাণিবর্গের রক্ষা এবং নীতিপূর্ব্বক দুষ্টদিগের দণ্ডবিধান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ৩, ৭, ৮। পূর্ব্বোক্ত অধ্যয়নাদি দ্বিজাতির সাধারণ ধর্ম্মত্রয়, কৃষি, বাণিজ্য গবাদিপশুপালন, ধনবৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ পূর্ব্বক কুসীদ গ্রহণ করা বৈশ্যের ধর্ম্ম। ৪৯। শূদ্র দ্বিজাতি না হইলেও সত্য, অক্রোধ, শৌচ, আচমনার্থ পাণিপাদপ্রক্ষালন, পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধ, ভৃত্যাদিগের ভরণ-পোষণ, স্বদারবৃত্তি ও দ্বিজাতিগণের সেবা ইত্যাদি করিবে। ৫০-৫৬। ইহাই শূদ্রের ধর্ম্ম। সত্ত্বাদি গুণভেদে এইরূপ বর্ণভেদ ও বর্ণধর্ম্ম বেদে কথিত হইয়াছে।

যেমন মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণ আবার দশ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা অত্রিসংহিতা—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ অত্রি, ৩৬৪ ॥

স্ব স্ব গুণক্রিয়ানুসারে ব্রাহ্মণগণ দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল, এই দশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবং চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৫ ॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা শাস্ত্রের সারার্থ গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধি স্নান, সন্ধ্যা, উপাসনা ও প্রণবসহ গায়ত্র্যাদি অর্থভাবনা, হোম, দেবতাপূজন, অতিথিসৎকার, বৈশ্বদেবকৃত্যাদি অহরহঃ অনুষ্ঠান করেন তাঁহাকে "দেবব্রাহ্মণ" বলা যায়।

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ অত্রি, ৩৬৬ ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রথমবচনোক্ত গুণসম্পন্ন হইয়া বিশেষতঃ শাক, পত্র, ফল মূলাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করেন, এবং অহরহঃ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে "মুনিব্রাহ্মণ" বলা যায়।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৬৭॥

যিনি প্রথমোক্ত "দেবব্রাহ্মণের" লক্ষণযুক্ত হইয়া স্বর্গাদিরূপ কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষাশূন্য অথচ মোক্ষকামনায় আত্মতত্ত্বানুসন্ধানপূর্ব্বক বেদান্তাধ্যয়ন ও সাংখ্যাদি যোগশাস্ত্র দ্বারা তাহার বিচারণা করেন, তিনি "দ্বিজব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত হয়েন।

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৬৮॥

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ, অর্থাৎ যিনি রণক্ষেত্রে ধনুর্দ্ধারী হইয়া বিপক্ষকে আঘাত করেন ও ক্ষত্রিয়জনোচিত ভোগের অভিলাষী, তাঁহাকে "ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ" বলা যায়।

কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাং চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৬৯॥

যিনি বৈশ্যোচিত অধ্যয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ কৃষিকর্ম্মে রত থাকেন এবং গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হয়েন, তাঁহাকে "বৈশ্যব্রাহ্মণ" বলা যায়।

লাক্ষালবণসংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭০॥

যে ব্রাহ্মণ লাক্ষালবণসংমিশ্র বস্ত, কুসুম্ভ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, (সুরা) ও মাংসাদি বিক্রয় করে তাহাকে "শূদ্রব্রাহ্মণ" কহা যায়।

চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭১॥

যে ব্রাহ্মণ চৌর (বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক না হইয়া তাঁহাদিগের ন্যায় বাহ্য ভাব প্রকাশ করতঃ সাধারণকে প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য বস্ত যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ বা ভোগ করে), তস্কর, (পরস্বাপহারক, উৎকোচাদিগ্রহণতৎপর ও প্রবঞ্চক), সূচক (পিশুনতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া ও পারুষ্যাদিযুক্ত) দংশক (পরাপকারী) এবং মৎস্য ও মাংসে লোলুপ, তাহাকে "নিষাদব্রাহ্মণ" বলে।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥ অত্রি, ৩৭২॥

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই বলিয়া গর্ব্বিত, তিনি ঐ পাপদ্বারা "পশুব্রাহ্মণ" বলিয়া কথিত হয়েন।

বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭৩॥

যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রতত্ত্বার্থবিহীন এবং বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানপরাঙ্মুখ, অথচ পরকর্তৃক পরোপকারার্থ প্রস্তুত বাপী, কূপ, তড়াগ, আরাম, জলাশয়াদির নিঃশঙ্কচিত্তে অবরোধ করে, তাহাকে "ম্লেচ্ছব্রাহ্মণ" বলে।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥ অত্রি, ৩৭৪॥

যে ব্রাহ্মণ বেদোক্তক্রিয়াবিহীণ এবং সর্ব্বপ্রকার বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, শাস্ত্রতত্ত্বানভিজ্ঞ, শিশ্নোদরপরায়ণ ও নিষ্ঠুর, তাহাকে "চাণ্ডালব্রাহ্মণ" কহা যায়।

প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে অনুলোম ও প্রতিলোম ভেদে দুই প্রকার বিবাহ প্রচলিত ছিল; তন্মধ্যে অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রবিহিত ও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। দ্বিজাতিগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রশস্ত ছিল।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৯১॥

ব্রাহ্মণ হইতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ (পারশব) জন্মিয়াছে।

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ॥ মনু, ১০ ৪১॥

মেধাতিথি, কুল্লুকভট্ট প্রভৃতি সকলেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে, ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে, বৈশ্যের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যাহারা জন্মে তাহারা সজাতিজ পুত্র। অনন্তরজ, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত অনুলোমবিবাহক্রমে জাত - ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে (মূর্দ্ধাবসিক্ত), ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (অম্বষ্ঠ) এই দুই পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে (মাহিষ্য) এক পুত্র এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মী—উপনয়নাদি ধর্ম্মশীল।

ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥
মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৭।১৭॥

ব্রাহ্মণকর্তৃক যথাবিধি বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়।

ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য তিসৃষ্বাত্মাস্য জায়তে।

আনুপূর্ব্ব্যাত্ততো হীনা মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৮।৪॥

"বিপ্রস্য চতস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রকন্যাঃ। অনুপূর্ব্ব্যাদানুলোম্যাত্তাসু তিসৃষু ভার্য্যাস্বস্য বিপ্রস্যাত্মৈবাপত্যরূপেণ ব্রাহ্মণো জায়তে। আত্মশব্দেন ব্রাহ্মণরূপস্যাপত্যানামুক্তম্। ততো হীনা শূদ্রা ভার্য্যা মাতৃজাতৌ প্রসূয়তে॥"

মনু, ১০।৫ শ্লোকের প্রমাদভঞ্জনী টীকা।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যাদি চারি ভার্য্যার মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্যকন্যা এই তিন পত্নীতে ব্রাহ্মণের আত্মা পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ এই তিন পত্নীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

মহর্ষি ব্যাসও স্বীয় সংহিতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

উঢ়ায়াস্ত সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।

তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সবর্ণাৎ প্রহীয়তে॥ ২ অঃ। ১০॥

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা পত্নীতে অথবা বিবাহিতা অন্য দ্বিজ কন্যা (ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা) পত্নীতে উৎপন্ন পুত্র সবর্ণ হইতে হীন হইবেনা, অর্থাৎ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণই হইবেন।

মহামুনি বেদব্যাস আরও বলিয়াছেন—

বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্রবিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।

জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্যবিন্নাসু বৈশ্যবৎ॥

ব্রাহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যেভ্যো জাতঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ। ১ অঃ। ৭। ৮॥

ব্রাহ্মণ বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র বিপ্রবৎ কর্ম্ম করিবে এবং ক্ষত্রিয়বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা বা বৈশ্যকন্যাতে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন পুত্র ক্ষত্রিয়বৎ কর্ম্ম করিবে, বৈশ্যবিবাহিতা বৈশ্যাতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন পুত্র বৈশ্যবৎ কর্ম্ম করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কর্ত্তৃক বিবাহিতা শূদ্রাতে যে পুত্র জন্মিবে সে শূদ্রবৎ কর্ম্ম করিবে। ইহা দ্বারাও ব্রাহ্মণের বিবাহিতা দ্বিজাতিমাত্র-স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্রই যে ব্রাহ্মণ * তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

---

* "মহাভারত পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগুপুত্র চ্যবন শর্য্যাতি রাজার কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করেন। এই ক্ষত্রিয়কন্যা সুকন্যার গর্ভে চ্যবনের ঔরসে জন্ম হয়। প্রমতির পুত্র রুরু ঘৃতাচির গর্ভজাত। রুরুর পুত্র শঙ্কর্ষকন্যাজাত শুনক। এই শুনকই ভারতবিখ্যাত মহামুনি শৌনকের প্রপিতামহ। ভৃগুবংশীয় মহর্ষি ঋচীক গাধিরাজকন্যা সত্যবতীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে মহর্ষি জমদগ্নির উৎপত্তি হয়। আবার মহর্ষি জমদগ্নি রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, এবং তদীয় ঔরসে রেণুকাগর্ভে বিখ্যাতকীর্ত্তি পরশুরামের জন্ম হয়।

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে—

বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো হ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। ৩১॥

বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র অম্বষ্ঠ বলিয়া কথিত হন।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা পত্নী ও ধর্ম্মপত্নী এবং ধর্ম্মপত্নীজাত পুত্রই ঔরস পুত্র সুতরাং মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠও ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত।

মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন—

স্বে ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম।

তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম॥ ৯ অ। ১৬৬॥

সবর্ণা এবং সংস্কৃতা (মন্ত্রবিধান সংস্কৃতা) ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্র ঔরস। দত্তকাদি বহুবিধ পুত্রের মধ্যে ঔরসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অধীয়ীরংস্ত্রয়ো বর্ণাঃ স্বকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়।

প্রব্রূয়াদ্ব্রাহ্মণস্তেষাং নেতরাবিতি নিশ্চয়ঃ॥ মনু ১০১॥

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক গৃহাশ্রমী দ্বিজগণ পঞ্চযজ্ঞাদি স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন রূপ দ্বিবিধ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবেন। অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ কেবল ব্রাহ্মণই

রামায়ণে দৃষ্ট হয়—রাজা দশরথের কন্যা শান্তাকে বিভাণ্ডক মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহ করেন। এই ঋষ্যশৃঙ্গের পত্নী শান্তাকে ব্যাসদেব মহাভারতে অগস্ত্য পত্নী লোপামুদ্রা ও বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীর ন্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতেই আছে যে মহামুনি অগস্ত্য ইক্ষাকুবংশীয় নিমি রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি অঙ্গিরা রাজা মরুত্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। মহর্ষি হিরণ্যহস্ত মহারাজ মদিরাশ্বের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। মহর্ষি কৌৎস রাজর্ষি ভগীরথের কন্যা হংসীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। আবও দেখা যায় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত বিশ্বামিত্র হইতে তাঁহার ভূতপূর্ব্বা (ক্ষত্রিয়জা ও বৈশ্যজা) পত্নীতে মুদগল কাশ্যপ পণ যাজ্ঞবল্ক্য পাণব সশ্রুত প্রভৃতি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ বিশ্বামিত্রের ক্ষত্র বংশ হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ গোত্র বা বংশধারা নির্গত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বৈশ্য চিত্রমুখর কন্যাকে বিবাহ করেন। শক্তির ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে মহর্ষি পরাশরের জন্ম হইয়াছিল—(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব)। যে ভগবান অগস্ত্য ও তৎপত্নী লোপামুদ্রার কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ সেই বিপ্রদম্পতী অসবর্ণ বিবাহ সূত্রেই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য বংশরক্ষাকল্পে পিতৃগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বিদর্ভরাজনন্দিনী লোপামুদ্রাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন, এবং তদীয় গর্ভে উৎপাদিত সন্তান হইতেই পিতৃলোকের সদ্গতি হয়—(মহাভারত বনপর্ব্ব)। মহর্ষি অগস্ত্য ও জমদগ্নি দুই বিশাল গোত্রের প্রবর্ত্তয়িতা। এতদ্ব্যতীত মৌদগল্য, কৌশিক কৌণ্ডিন্য বাৎস্য সৌপায়ন সাবর্ণ—এই দুইটী বৃহৎ গোত্রের প্রবরেই মহর্ষি জমদগ্নি চ্যবন ভার্গব প্রভৃতির নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং একটী বা দুইটী নয়—অশেষ বিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ বংশে অনুলোম বিবাহের প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে অঙ্গিরস কাত্যায়ন ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র সৌকালিন পরাশর কাশ্যপ ঘৃতকৌশিক বশিষ্ঠ কৌৎস শক্তি অনাবৃকাক্ষ—এই বারটী গোত্রও অনায়াসে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশিষ্ট গোত্রে অনুলোম বিবাহ হয় নাই একথা কেহই বলিতে পারে না বরং এই গোত্রগুলির ন্যায় অন্যান্য গোত্রও অসবর্ণ বিবাহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।"

সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা স্ত্রী-গর্ভজাত পুত্রেরাই ব্রাহ্মণ।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২ ॥

জীবিকার্থ করিবেন, তাহাতে ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। কিন্তু জীবিকার্থ না হইলে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যাপন ও ব্যাখ্যানে অন্যান্য দ্বিজগণেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ মনু, ২।২৪১ ॥

আপৎকাল উপস্থিত হইলে যোগ্য ব্রাহ্মণের অভাবে "অব্রাহ্মণের" নিকট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের নিকট, যোগ্য ক্ষত্রিয়ের অভাবে যোগ্য বৈশ্যের নিকট, বেদাধ্যয়ন করিবে। পঠদ্দশায় এরূপ গুরুর অনুগমনাদি শুশ্রূষা করিবে। এস্থলে ব্যাখ্যায় কুল্লূকভট্ট বলিয়াছেন যে বিপ্রগণ অনুগমনাদি দ্বারা মন্ত্রদাতা ক্ষত্রিয়াদি গুরুর শুশ্রূষা করিবেন, তাঁহার পাদপ্রক্ষালন ও উচ্ছিষ্ট-ভোজনাদিমাত্র করিবেন না।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥ মনু, ২।২৩৮ ॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
শিল্পানি চাপাদুষ্টানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ ॥ মনু, ২।২৪০ ॥

অবর জাতির নিকট, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিকট শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শুভা বিদ্যা অর্থাৎ বেদাদি বিদ্যা গ্রহণ করিবেন। অন্ত্যজ শূদ্র ও চণ্ডালাদির নিকট পরম ধর্ম্ম এবং নীচকুল (নীচজাতি নহে) হইতেও স্ত্রীরত্ন (রূপগুণশীলাদিযুক্তা স্ত্রী) গ্রহণীয়।

অতএব উত্তমা বিদ্যা, স্ত্রীরত্ন, ধর্ম্ম, শৌচ, সৎকথা এবং নির্দ্দোষ শিল্প সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে পঞ্চালরাজ জৈবলি প্রবাহণের নিকট হইতে শ্বেতকেতুর পিতা উদ্দালক ঋষি পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট কয়েকবার বেদব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের নিকট ঋষিগণ জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিয়াছিলেন। সূত নৈমিষারণ্যে ঋষিপ্রমুখ মহাত্মা শ্রোতৃবর্গের নিকটে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কাকবকতস্মকারী ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। এই সঙ্গে ৪ অঃ।১৩ ও ১৮ অঃ।৪২ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

অন্বয়বোধিনী। শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ), তপঃ (তপস্যা), শৌচং (শৌচ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জ্জবং (সরলতা), জ্ঞানং (জ্ঞান), বিজ্ঞানম্

(বিশেষ জ্ঞান), আস্তিক্যম্ এব চ (ও আস্তিকতা) স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম) ॥ ৪২ ॥

বঙ্গানুবাদ। শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—(এই নয়টী) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম (ধর্ম্ম) ॥ ৪২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কানি পুনস্তানি কর্ম্মাণীতি? উচ্যতে—শম ইতি। শমো দমশ্চ যথাব্যাখ্যাতার্থৌ। তপো যথোক্তং শারীরাদি। শৌচং ব্যাখ্যাতম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা। আর্জ্জবমৃজুতৈব চ। জ্ঞানম্। বিজ্ঞানম্। আস্তিক্যমাস্তিকভাবঃ শ্রদ্দধানতাগমার্থেষু। ব্রহ্মকর্ম্ম ব্রাহ্মণজাতেঃ কর্ম্ম স্বভাবজম্। যদুক্তং স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ প্রবিভক্তানীতি তদেবোক্তং স্বভাবজমিতি ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ। তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরম্। ক্ষান্তিঃ ক্ষমা। আর্জ্জবমবক্রতা। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্। বিজ্ঞানমনুভবঃ। আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ। এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম ॥ ৪২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। শম—অন্তঃকরণবৃত্তির নিগ্রহ। দম—শ্রোত্রাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ। তপঃ—সপ্তদশ অধ্যায়ে কথিত কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা। শৌচ—বিবেকাদির দ্বারা অন্তঃকরণের এবং মৃজ্জলাদির দ্বারা বাহিরের শুদ্ধিকরণ। ক্ষমা—অনাদৃত বা তিরস্কৃত হইয়াও যে বৃত্তির দ্বারা মনুষ্য ক্রোধাদিকে নিরোধ করিতে পারে। আর্জ্জব—কৌটিল্যহীনতা। জ্ঞান—ষড়ঙ্গ হইতে বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ। বিজ্ঞান—কর্ম্মকাণ্ডীয় যজ্ঞাদির সাধনকৌশল এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অনুভব করিবার শক্তি। আস্তিক্য—সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা। যদিও সাত্ত্বিকাবস্থায় এই নববিধ ধর্ম্ম চারি বর্ণেরই অনুষ্ঠেয়, তথাপি এগুলি ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম। কেননা এগুলি না থাকিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বা সত্ত্বশুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মিত্র ও শত্রু উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করা, অন্যের নিন্দা না করা, মাংস ও মদিরাদি সেবন পরিত্যাগ এবং সজ্জন-সমাগত স্নান শৌচ, মহাত্মাদিগের উপদেশ অনুসারে কার্য্য সম্পাদন, অভ্যাগত ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান, সুখ ও দুঃখে সমভাব প্রভৃতি উপাদেয় ধর্ম্মগুলি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই কল্যাণকর। এগুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ এবং ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদির নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥৪২ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। গুণ ও কর্ম্মের তারতম্যেই উচ্চ ও নীচ বর্ণের ভিন্নতা হইয়া থাকে। নিম্নাধিকারিগণ উচ্চাধিকারিব্যক্তিবর্গের সেবা ও পরিচর্য্যা দ্বারাই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারে। সদাচার-শৌচ-সম্পন্ন ধর্ম্মশীলের সঙ্গ ও অনুগ্রহে, কদাচারনিরত, শৌচভ্রষ্ট ও ধর্ম্মহীন ব্যক্তির উন্নতিই হইয়া থাকে। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের উপদেশ গ্রহণ ও পালন করিয়া যেরূপ

কল্যাণ লাভ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিহীন বিমূঢ় নিম্নবর্ণও সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞাসম্পন্ন উচ্চবর্ণের উপদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া কল্যাণ লাভ করিয়া থাকে।

"ভৃগু কহিলেন, হে তপোধন। ইহলোক বস্তুতঃ বর্ণের ইতর বিশেষ নাই, সমস্ত জগৎই ব্রাহ্মণজাতিময়। মনুষ্যগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছে। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণপ্রভাবে কামভোগপ্রিয়, ক্রোধপরতন্ত্র, সাহসী ও তীক্ষ্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব, যাঁহারা রজস্তমোগুণ যুক্ত হইয়া পশুপালন ও কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব, এবং যাঁহারা তমোগুণাধীন, হিংসা-পরতন্ত্র, লুব্ধ, সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবি, মিথ্যাবাদী ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্য্য দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ লাভ করিয়াছেন। অতএব সকল বর্ণেরই ধর্ম্ম ও যজ্ঞক্রিয়ায় অধিকার নিত্য বিদ্যমান আছে।" (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অঃ। ১০—১৪ শ্লোক)।

"যিনি শৌচাচারে প্রতিষ্ঠিত, বিঘসাশী (অতিথি ও পরিবারস্থ সকলের আহারের পর যিনি ভোজন করেন), গুরুপ্রিয়, নিত্যসংযত ও সত্যপরায়ণ এবং যাঁহাতে সত্য, দান অদ্রোহ, অনৃশংসতা, লজ্জা (শাস্ত্রনিষিদ্ধকার্য্য-নিবৃত্তি) করুণা ও তপস্যা দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। -- যদি শূদ্রে ব্রাহ্মণের এই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হয় এবং ব্রাহ্মণে এই গুণসমূহ বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্র শূদ্র নহে, এবং সেই ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে।" (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯ অঃ। ৩, ৪, ৮ শ্লোক)।

মহাভারতে অনুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"হে দেবি! ব্রহ্মা কহিয়াছেন যে শূদ্রও যদি পবিত্র কার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা বিশুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের ন্যায় সমাদর করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ আমার মতে শূদ্র সৎস্বভাবসম্পন্ন ও সৎকর্ম্মানুরক্ত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয়। কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও বংশ দ্বিজত্বের কারণ নহে, আচরণই দ্বিজত্বের কারণ। ইহলোকে সকলেই সদাচরণ দ্বারাই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে, সদাচার সম্পন্ন হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।" (১৪৩ অঃ। ৪৮—৫১ শ্লোক)।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥ (৭ম স্কন্ধ, ১১ অঃ। ৩৫)॥

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, বর্ণান্তরেও যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই লক্ষণ দ্বারাই বর্ণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামিমহোদয় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "যদি শম-দমাদি ব্রাহ্মণের গুণ অন্যজাতীয় ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়, তবে তিনিও ব্রাহ্মণের লক্ষণেই পরিচিত হইবেন।"

শম, দম, তপঃ, শৌচাদি সাধনে ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি সকলেরই সমানাধিকার আছে। ইহাতে স্বধর্ম্ম-ত্যাগের বা পরধর্ম্ম-গ্রহণের দোষ নাই। পরিচর্য্যা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম সত্য, কিন্তু শম-দমাদি সাধারণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রেরও সম্পূর্ণ অধিকার আছে॥ ৪২॥

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। শৌর্য্যং (শৌর্য্য), তেজঃ (তেজ), ধৃতিঃ (ধৃতি), দাক্ষ্যং (দক্ষতা), যুদ্ধে চ অপি (এও যুদ্ধে) অপলায়নং (অপরাঙ্মুখতা), দানম্ (দান), ঈশ্বরভাবঃ চ (ও প্রভুত্ব) স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন (অপরাঙমুখতা), দান ও ঈশ্বরভাব (প্রভুত্ব)—এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম্ম (ধর্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং শূরস্য ভাবঃ। তেজঃ প্রাগল্ভ্যম্। ধৃতির্ধারণম্। সর্ব্বাবস্থাস্বনবসাদো ভবতি যয়া ধৃত্যোত্তম্ভিতস্য। দাক্ষ্যং দক্ষস্য ভাবঃ—সহসা প্রত্যুৎপন্নেষু কার্য্যেষ্বব্যামোহেন প্রবৃত্তিঃ। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমপরাঙ্মুখীভাবঃ শত্রুভ্যঃ। দানং দেয়েষু মুক্তহস্ততা। ঈশ্বরভাব ঈশ্বরস্য ভাবঃ প্রভুশক্তিপ্রকটীকরণমীশিতব্যান্ প্রতি। ক্ষাত্রং কর্ম্ম ক্ষত্রিয়জাতেবিহিতং কর্ম্ম ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ। তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যম্। ধৃতির্ধৈর্য্যম্। দাক্ষ্যং কৌশলম্। যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ পরাঙ্মুখতা। দানমৌদার্য্যম্। ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ। এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। বলবান্ ব্যক্তিকেও প্রহার করিবার প্রবৃত্তি রূপ পরাক্রম শৌর্য্য, শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত না হইবার শক্তি তেজ, বিপদে পড়িলেও চিত্তের অবিচলিতাবস্থারূপ ধৃতি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যকৌশলনিষ্পাদনশক্তি দক্ষতা, শত্রুশস্ত্রে বারংবার আহত হইয়াও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতারূপ শক্তি অপলায়ন, অসঙ্কোচে সুবর্ণ, গো, গৃহ, অন্ন, ভূমি আদিতে মমত্ববুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে সমর্পণরূপ কার্য্য দান, প্রজাপালনার্থ ভৃত্যাদির উপর প্রভুত্ব-প্রয়োগরূপ (অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গে প্রবৃত্ত দুরাত্মাদিগের দমন জন্য প্রভুত্বপ্রকাশরূপ) ঈশ্বরভাব। এই সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম)। শূদ্রস্য অপি (ও শূদ্রের) পরিচর্য্যাত্মকং (সেবাত্মক) কর্ম্ম (কর্ম্ম) স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ॥ ৪৪ ॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের, এবং দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম্ম (ধর্ম্ম) ॥ ৪৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কৃষীতি। কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং—কৃষিশ্চ গৌরক্ষ্যং চ বাণিজ্যং চ কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম্। কৃষির্ভূমের্বিলেখনম্। গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ। তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যম্। পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং বণিক্কর্ম্ম ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণম্। বৈশ্যকর্ম্ম বৈশ্যজাতেঃ কর্ম্ম স্বভাবজম্। পরিচর্য্যাত্মকং শুশ্রূষাস্বভাবং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাণ্যাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণম্। গা রক্ষতীতি গোরক্ষঃ। তস্য ভাবো গৌরক্ষ্যম্। পাশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি। এতদ্বৈশ্যস্য স্বভাবজং কর্ম্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ধান্য ও যবাদির উৎপাদনার্থ ভূমিকর্ষণ, গোকুলবৃদ্ধিকরণ ও তাহাদিগের রক্ষণ, অন্নাদি বিবিধ ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপার ও কুসীদ আদি গ্রহণরূপ বাণিজ্য বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবা করাই শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥ ৪৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ৪ অঃ। ১৩ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্ট ও ১৮ অঃ। ৪২ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। স্বে স্বে (নিজ নিজ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিরতঃ (তৎপর) নরঃ মনুষ্য) সংসিদ্ধিং (সিদ্ধি) লভতে (লাভ করিয়া থাকে)। স্বকর্ম্মনিরতঃ (স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ হইলে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এতেষাং জাতিবিহিতানাং কর্ম্মণাং সম্যগনুষ্ঠিতানাং স্বর্গপ্রাপ্তিঃ ফলং স্বভাবতঃ। বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলধর্ম্মায়ুঃশ্রুতবৃত্তবিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্ত ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ। পুরাণে চ বর্ণিনামাশ্রমিণাং চ লোকফলভেদবিশেষস্মরণাৎ কারণান্তরাত্ত্বিদং বক্ষ্যমাণং ফলং—স্বে স্বে ইতি। স্বে স্বে যথোক্তলক্ষণভেদেন কর্ম্মণ্যভিরতস্তৎপরঃ সংসিদ্ধিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে সতি কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা-

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥

লক্ষণাং সংসিদ্ধিং লভতে প্রাপ্নোতি নরোঽধিকৃতঃ পুরুষঃ। কিং স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদেব সাক্ষাৎ সংসিদ্ধিঃ? ন। কথং তর্হি? স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা যেন প্রকারেণ বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতস্য ব্রাহ্মণাদিকর্ম্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—স্বে স্ব ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্ম্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্ম্মণাং জ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—স্বকর্ম্মেতিসার্দ্ধেন। স্বকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দেহাভিমানী পুরুষের পক্ষে বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়। বর্ণাশ্রমবিহিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হইয়া সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়িণী বিদ্যার অনুশীলন করিবে। কর্ম্ম "বন্ধনের কারণ" অর্জ্জুনের এই সংশয় দূর করিবার জন্য কিরূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবকে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে হয় না, এবং কর্ম্মের দ্বারা কিরূপেই বা মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে, ভগবান্ তাহাই অর্জ্জুনকে অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিতে বলিতেছেন।

বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গৌণ ধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম পঞ্চবিধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপনয়নাদিরূপ যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহা বর্ণধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্যাদিতে অবশ্য পালনীয় যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম, তাহাই আশ্রমধর্ম্ম, এবং মৌঞ্জী, মেখলাদিবন্ধনরূপ যে ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে তাহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। রাজাভিষেকযুক্ত হইয়া প্রজাপালনধর্ম্মরূপ গুণাদিকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা গৌণ ধর্ম্ম। পাপনিবৃত্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তরূপ যে ধর্ম্ম কোন বিশেষ কারণমাত্রকে আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। মহর্ষি হারীত আশ্রমধর্ম্ম, বিশেষধর্ম্ম, সমানধর্ম্ম, ও কৃৎস্নধর্ম্ম—এইরূপ চারিভাগে ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্ণোচিত ধর্ম্ম, আশ্রমোচিত ধর্ম্ম, বর্ণ ও আশ্রম উভয় উপযোগী ধর্ম্ম (অহিংসা, অপ্রমাদ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, অভ্যাগতসেবা, সত্য অক্রোধ, স্বস্ত্রীসঙ্গতি শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা ইত্যাদি) এবং আত্মজ্ঞান উৎপত্তির প্রতিবন্ধকরূপ প্রত্যবায় পরিহারার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম হারীতের চতুর্ব্বিধ ধর্ম্মের লক্ষ্যস্থল। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সকলেরই পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে নরকাদিতে গতি হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানাধিকার ও পরিশেষে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। ভগবান্ এক্ষণে এতদ্বিষয়েরই সূচনা করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। যতঃ (যাঁহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) [হয়], যেন (যৎকর্ত্তৃক) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্ত বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত), মানবঃ (মানব)

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭ ॥

স্বকর্ম্মণা (নিজ কর্ম্ম দ্বারা) তম্ (সেই ঈশ্বরকে) অভ্যর্চ্চ্য (অর্চ্চনা করিয়া) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! যে ঈশ্বর আকাশাদি ভূতসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে ঈশ্বর সচরাচর বিশ্বের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, মানব নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত ইতি। যতো যস্মাৎ প্রবৃত্তিরুৎপত্তিঃ। চেষ্টা বা। যস্মাদন্তর্যামিণ ঈশ্বরাদ্ভূতানাং প্রাণিনাং স্যাৎ। যেনেশ্বরেণ সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। স্বকর্ম্মণা পূর্ব্বোক্তেন প্রতিবর্ণং তমীশ্বরমভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বারাধ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং বিন্দতি মানবো মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽন্তর্যামিণঃ পরমেশ্বরাদ্ ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি। যেন চ কারণাত্মনা সর্ব্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্। তমীশ্বরং স্বকর্ম্মণা অভ্যর্চ্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মায়োপাধিক চৈতন্য আনন্দঘন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া জগতের উপাদান কারণ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বপ্নদর্শনের ন্যায় এই সৃষ্টি মায়াময়ী। অন্তর্যামী ঈশ্বর সৎরূপে ও স্ফুরণরূপে ইহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। জগতের উপাদান ও নিমিত্ত উভয় কারণই অন্তর্যামী পরমেশ্বর। যে ব্যক্তি নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মের দ্বারা সেই সর্ব্বাধিষ্ঠান-রূপ পুরুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মৈকাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকার-রূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি বা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিগুণঃ (অসম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত) স্বধর্ম্ম (কুলজধর্ম্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ), স্বভাবনিয়তং (স্বভাবজ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিয়া) [মনুষ্য] কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা স্বধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া অনুষ্ঠিত হইলেও শ্রেষ্ঠ, কেননা স্বভাবজ কর্ম্ম সাধন করিলে মনুষ্যকে পাপভাগী হইতে হয় না ॥ ৪৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত এবমতঃ—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। স্বো ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মঃ। বিগুণোঽপীত্যপিশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং স্বভাবেন নিয়তম্। যদুক্তং

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥

স্বভাবজমিতি তদেবোক্তং স্বভাবনিয়তমিতি। যথা বিষজাতস্যেব ক্রিমেবিষং ন দোষকরং তথা স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকর্ম্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্ম্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্ম্মাচ্ছ্রেয়াঞ্ছ্রেষ্ঠঃ। ন চ বন্ধুবধাদিযুক্তাদ্যুদ্ধাদেঃ স্বধর্ম্মাদ্ভিক্ষাটনাদি-পরধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্ব্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মন্ত্র, দেবতা ও দ্রব্যাদি সম্পূর্ণাঙ্গসহ যজ্ঞ এবং ভিক্ষাটনাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা তুমি (ক্ষত্রিয়) যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যুদ্ধাদি ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের (আমার) স্বধর্ম্ম হইলেও বন্ধুবধাদি জন্য তাহাতে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ যুদ্ধাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে বন্ধুবধাদি জন্য পাপভাগী হইতে হয় না। ভগবান্ এ সকল কথা পূর্ব্বেও সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। অর্জ্জুনের সংশয় দূরীকরণার্থ এক্ষণে তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেছেন ॥ ৪৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ৩ অঃ। ৩৫ ও ১৮ অঃ। ৪৮ শ্লোকের গীতার্থসন্দীপনী দ্রষ্টব্য ॥৪৭॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সদোষম্ অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাবজাত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিতে নাই))। হি (কেননা) সর্ব্বারম্ভাঃ (সকল কর্ম্মই) ধূমেন (ধূমের দ্বারা) অগ্নিঃ ইব (অগ্নির ন্যায়) দোষেণ (দোষ দ্বারা) আবৃতাঃ (আবৃত) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিতে নাই। ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় সকল কর্ম্মই [সামান্যতঃ] দোষাবৃত থাকে ॥ ৪৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো বিষজাত ইব কৃমিঃ কিল্বিষং নাপ্নোতী-ত্যুক্তম্। পরধর্ম্মশ্চ ভয়াবহ ইতি। অনাত্মজ্ঞশ্চ "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যকর্ম্মকৃত্তিষ্ঠতি" (গী ৩।৫) ইতি। অতঃ—সহজমিতি। সহজং সহ জন্মনৈবোৎপন্নম্। কিং তৎ? কর্ম্ম। কৌন্তেয় সদোষমপি ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ ন ত্যজেৎ। সর্ব্বারম্ভাঃ—আরভ্যন্ত ইত্যারম্ভাঃ। সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ প্রকরণাৎ। যে কেচিদারম্ভাঃ স্বধর্ম্মাঃ পরধর্ম্মাশ্চ তে সর্ব্বে সদোষাঃ।—হি যস্মাৎ—ত্রিগুণাত্মক-ত্বমত্র হেতুঃ—ত্রিগুণাত্মকত্বাদ্দোষেণ ধূমেন সহজেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ। সহজস্য কর্ম্মণঃ স্বধর্ম্মাখ্যস্য

পরিত্যাগেন পরধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি দোষাদেব মুচ্যতে। ভয়াবহশ্চ পরধর্ম্মঃ। ন চ শক্যতেঽশেষ-তস্ত্যক্তমজ্ঞেন কর্ম্ম যতস্তস্মান্ন ত্যজেদিত্যর্থঃ।

কিমশেষতস্ত্যক্তুমশক্যং কর্ম্ম—ইতি ন ত্যজেৎ? কিংবা সহজস্য কর্ম্মণস্ত্যাগে দোষো ভবতীতি? কিঞ্চাতঃ? যদি তাবদশেষতস্ত্যক্তুমশক্যমিতি ন ত্যাজ্যং সহজং কর্ম্ম—এবং তর্হ্যশেষতস্ত্যাগে গুণ এব স্যাদিতি সিদ্ধং ভবতি।

সত্যমেবম্। অশেষতস্ত্যাগ এব নোপপদ্যত ইতি চেৎ কিং নিত্য প্রচলিতাত্মকঃ পুরুষঃ? যথা সাংখ্যানাং গুণাঃ। কিংবা ক্রিয়ৈব কারকম্? যথা বৌদ্ধানাং পঞ্চ স্কন্ধাঃ ক্ষণপ্রধ্বংসিনঃ। উভয়থাঽপি কর্ম্মণোঽশেষতস্ত্যাগো ন ভবতি। অথ তৃতীয়োঽপি পক্ষঃ—যদা করোতি তদা সক্রিয়ং বস্তু। যদা ন করোতি তদা নিষ্ক্রিয়ং বস্তু তদেব। তত্রৈবং সতি শক্যং কর্ম্মাশেষ-তস্ত্যক্তুম্ অয়ং হ্যস্মিংস্তৃতীয়ে পক্ষে বিশেষঃ—ন নিত্যপ্রচলিতং বস্তু। নাপি ক্রিয়ৈব কারকম্। কিং তর্হি? ব্যবস্থিতে দ্রব্যেঽবিদ্যমানা ক্রিয়োৎপদ্যতে। বিদ্যমানা চ বিনশ্যতি।

শুদ্ধং দ্রব্যং শক্তিমদবতিষ্ঠত ইত্যেবমাহুঃ কাণাদাঃ। তদেব চ কারকমিত্যস্মিন্ পক্ষে কো দোষ ইতি?

অয়মেব তু দোষঃ—যতস্ত্বভাগবতং মতমিদম্।

কথং জ্ঞায়তে?

যত আহ ভগবান্—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" (গীতা ২।১৬) ইত্যাদি। কাণাদানাং হ্যসতো ভাবঃ সতশ্চাভাব ইতীদং মতমভাগবতম্।

অভাগবতত্বেঽপি ন্যায়বচ্চেৎ কো দোষ ইতি চেৎ?

উচ্যতে—দোষবত্ত্বিদং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধাৎ।

কথম্?

যদি তাবদ্দ্ব্যণুকাদি দ্রব্যং প্রাগুৎপত্তেরত্যন্তমেবাসদুৎপন্নং চ স্থিতং কঞ্চিৎ কালং পুনরত্যন্তমেবাসত্ত্বমাপদ্যতে। তথা চ সত্যসদেব সজ্জায়তে। সদেব অসত্ত্বমাপদ্যতে। অভাবো ভাবো ভবতি। ভাবশ্চাভাব ইতি। তত্রাভাবো জায়মানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ শশবিষাণকল্পঃ সমবায্যসমবায়িনিমিত্তাখ্যং কারণমপেক্ষ্য জায়ত ইতি। ন চৈবমভাব উৎপদ্যতে কারণং চাপেক্ষত ইতি শক্যং বক্তুম্। অসতাং শশবিষাণাদীনামদর্শনাৎ। ভাবাত্মকাশ্চেদ্ঘটাদয় উৎপদ্যমানাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তিমাত্রকারণমপেক্ষ্যোৎপদ্যন্ত ইতি শক্যং প্রতিপত্তুম্।

কিঞ্চ—অসতশ্চ সত্ত্বে সতশ্চাসত্ত্বে ন ক্বচিৎ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারেষু বিশ্বাসঃ কস্যচিৎ স্যাৎ। সৎ সদেবাসদসদেবেতি নিশ্চয়ানুপপত্তেঃ। কিঞ্চ—উৎপদ্যত ইতি দ্ব্যণুকাদের্দ্রব্যস্য স্বকারণসত্তাসম্বন্ধমাহুঃ। প্রাগুৎপত্তেশ্চাসৎ পশ্চাৎ স্বকারণব্যাপারমপেক্ষ্য স্বকারণৈঃ পরমাণুভিঃ সত্ত্বয়া চ সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন সম্বধ্যতে। সম্বদ্ধং সৎ কারণসমবেতং সদ্ভবতি। তত্র বক্তব্যং—কথমসতঃ সৎ কারণং ভবেৎ? সম্বন্ধো বা কেনচিৎ? নহি বন্ধ্যাপুত্রস্য সত্তা সম্বন্ধো বা কারণং বা কেনচিৎ প্রমাণতঃ কল্পয়িতুং শক্যম্।

ননু নৈব বৈশেষিকৈরভাবস্য সম্বন্ধঃ কল্প্যতে। দ্ব্যণুকাদীনাং হি দ্রব্যাণাং স্বকারণেন সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সত্তামবোচ্যত ইতি।

ন। সম্বন্ধাৎ প্রাক্ সত্তাঽনভ্যুপগমাৎ। ন হি বৈশেষিকৈঃ কুলালদণ্ডচক্রাদিব্যাপারাৎ প্রাগ্ঘটাদীনামস্তিত্বমিষ্যতে। ন চ মৃদ এব ঘটাদ্যাকারপ্রাপ্তিমিচ্ছন্তি। ততশ্চাসত এব সম্বন্ধঃ পারিশেষ্যাদিষ্টো ভবতি।

ননুসতোঽপি সমাবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধো ন বিরুদ্ধঃ।

ন। বন্ধ্যাপুত্রাদীনামদর্শনাৎ। ঘটাদেরসে প্রাগভাবস্য স্বকারণসম্বন্ধো ভবতি। ন বন্ধ্যাপুত্রাদেরভাবস্য তুল্যত্বেঽপীতি বিশেষোঽভাবস্য বক্তব্যঃ। একস্যাভাবঃ। দ্বয়োরভাবঃ। সর্ব্বস্যাভাবঃ। প্রাগভাবঃ। প্রধ্বংসাভাবঃ। ইতরেতরাভাবঃ। অত্যন্তাভাব ইতি লক্ষণতো ন কেনচিদ্বিশেষো দর্শয়িতুং শক্যঃ। অসতি চ বিশেষে ঘটস্য প্রাগভাব এব কুলালাদিভির্ঘট-ভাবমাপদ্যতে সম্বধ্যতে চ ভাবেন কপালাখ্যেন স্বকারণেন সর্ব্বব্যবহারযোগ্যশ্চ ভবতি। ন তু ঘটস্যৈব প্রধ্বংসাভাবোঽভাবত্বে সত্যপীতি প্রধ্বংসাদ্যভাবানাং ন ক্বচিদ্ব্যবহারযোগ্যত্বম। প্রাগভাবস্যৈব দ্ব্যণুকাদিদ্রব্যাখ্যস্যোৎপত্ত্যাদিব্যবহারাঽহত্বমিত্যেতদসমঞ্জসম। অভাবত্বাবিশেষাদত্যন্ত-প্রধ্বংসাভাবয়োরিব।

ননু নৈবাস্মাভিঃ প্রাগভাবস্য ভাবাপত্তিরুচ্যতে। ভাবস্যৈব হি তর্হি ভাবাপত্তিঃ। যথা ঘটস্য ঘটাপত্তিঃ। পটস্য বা পটাপত্তিঃ। এতদপ্যভাবস্য ভাবাপত্তিবদেব প্রমাণবিরুদ্ধম। সাংখ্যস্যাপি যঃ পরিণামপক্ষঃ সোঽপ্যপূর্ব্বধর্ম্মোৎপত্তিবিনাশাঙ্গীকরণাদ্বৈশেষিকপক্ষান বিশিষ্যতে। অভিব্যক্তি-তিরোভাবাঙ্গীকরণেঽপ্যভিব্যক্তিতিরোভাবয়োর্বিদ্যমানত্বাবিদ্যমানত্বনিরূপণে পূর্ব্ববদেব প্রমাণবিরোধঃ।

এতেন কারণস্যৈব সংস্থানমুৎপত্ত্যাদীত্যেতদপি প্রত্যুক্তম। পারিশেষ্যাৎ সদেকমেব বস্তু-বিদ্যয়োৎপত্তিবিনাশাদিধর্ম্মৈরনেকধা নটবদ্বিকল্পত ইতীদং ভাগবতং মতমুক্তম—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" (গীতা ২।১৬) ইত্যস্মিঞ্ছ্লোকে। সৎপ্রত্যয়স্যাব্যভিচারাৎ। ব্যভিচারাচ্চেতরেষামিতি।

কথং তর্হ্যাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেঽশেষতঃ কর্ম্মণস্ত্যাগো নোপপদ্যত ইতি?

যদি বস্তুভূতা গুণা যদি বাঽবিদ্যাকল্পিতাস্তদ্ধর্ম্মঃ কর্ম্ম তদাত্মন্যবিদ্যাঽধ্যারোপিতমেবেতো-বিদ্বান "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপ্যশেষতস্ত্যক্তুং শক্নোতি" (গী ৩।৫) ইত্যুক্তম। বিদ্বাংস্তু পুনর্ব্বিদ্যয়াঽ-বিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং শক্নোত্যেবাশেষতঃ কর্ম্ম পরিত্যক্তুম। অবিদ্যাঽধ্যারোপিতস্য শেষানুপপত্তেঃ। ন হি তৈমিরিকদৃষ্ট্যাঽধ্যারোপিতস্য দ্বিচন্দ্রাদেস্তিমিরাপগমে শেষোঽবতিষ্ঠতে। এবং চ সতীদং বচনমুপপন্নং—"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" (গী ৫।১৩) ইত্যাদি। "স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ" (গী ১৮।৪৫)। "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" (গী ১৮।৪৬) ইতি চ ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্ম্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্ম্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে তর্হি সদোষত্বং পরধর্ম্মস্যাপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি যস্মাৎ সর্ব্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্ব্বাণ্যপি

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

কর্ম্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব। যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ। অতো যথা অগ্নেধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে তথা কর্ম্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মজ্ঞানশূন্য অজ্ঞানী পুরুষ কোন না কোন কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। যতক্ষণ কার্য্যকারিণী চেষ্টা অন্তঃকরণে বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ অভিরুচি অনুসারে পরধর্ম্ম উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহা কখনও অবলম্বন করিবে না। কেননা, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কোন দোষ স্পর্শ করিলেও তাহাতে ক্ষতি হইবে না। এমন কার্য্যই নাই যাহাতে গুণ দোষ আদৌ স্পর্শ করে না। যেমন নিজ বনিতা কুরূপা হইলে পরনারীকে সুন্দরী দেখিলেও নিজকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি তাহাতে গমন করেন না, সেইরূপ নিজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও পরধর্ম্মকে উপাদেয় বোধে কখনই গ্রহণ করিবে না। যেমন বিষ হইতে উৎপন্ন কীট বিষকে পরিত্যাগ করে না সেইরূপ অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি ত্রিগুণাত্মক সামান্য দোষ থাকিলেও স্বভাবজ কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না। অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগে সমর্থ হয় না। আর যে শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মই পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হেয় ও উপাদেয় কর্ম্মের বিচারই বা কোথায়? তুমি যখন ব্রাহ্মণের ভিক্ষাটনাদি ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে চাহিতেছ, তখন তোমাকে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগীও বলিতে পারি না। যদি কর্ম্মই করিতে হইল তবে স্বভাবজ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর ॥ ৪৮ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। ১৬ অঃ। ২৩ শ্লোকের গীতার্থ-সন্দীপনী দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বত্র (সমস্ত বিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (আসক্তিশূন্যবুদ্ধি) জিতাত্মা (নিরহঙ্কার), বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) সংন্যাসেন (সন্ন্যাসের দ্বারা) পরমাং (পরম) নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিম্ (আত্মজ্ঞান) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা, স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যা চ কর্ম্মজা সিদ্ধিরুক্তা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণা তস্যাঃ ফলভূতা নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির্জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণা বক্তব্যেতি শ্লোক আরভ্যতে—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তবুদ্ধিঃ—অসক্তা সঙ্গরহিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণং যস্য সোঽসক্তবুদ্ধিঃ। সর্ব্বত্র পুত্রদারাদিষ্বাসক্তিনিমিত্তেষু। জিতাত্মা—জিতো বশীকৃত আত্মাঽন্তঃকরণং যস্য স জিতাত্মা। বিগতস্পৃহঃ বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা দেহজীবিতভোগেষু যস্মাৎ স বিগতস্পৃহঃ। য এবম্ভূত আত্মজ্ঞঃ স নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং—নির্গতানি কর্ম্মাণি যস্মান্নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মসম্বোধাৎ স নিষ্কর্ম্মা। তস্য ভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যম্। নৈষ্কর্ম্ম্যঞ্চ তৎ সিদ্ধিশ্চ

সা নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিঃ। নৈষ্কর্ম্মস্য বা সিদ্ধিঃ। নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণস্য সিদ্ধির্নিষ্পত্তিঃ। তাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্। পরমাং প্রকৃষ্টাং কর্ম্মজসিদ্ধিবিলক্ষণাম্। সদ্যোমুক্ত্যবস্থানরূপাং সংন্যাসেন সম্যগ্দর্শনেন তৎপূর্ব্বকেণ বা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেনাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। তথা চোক্তং—"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য—নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্নাস্তে" (গীতা ৫।১৩) ইতি ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ননু কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে কথং দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যেত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য। জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ। বিগতস্পৃহঃ—বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ সঃ। এবম্ভূতঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বোক্তেন কর্ম্মাসক্তিতৎফলয়োস্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্ম্যমেব কর্ত্বৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিত্যাদিশ্লোক-চতুষ্টয়েন। তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সংন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশীত্যেবংলক্ষণাং পারমহংস্যাপরপর্য্যায়ামাপ্নোতি ॥ ৪৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ ও ধন আদিতে আদৌ আসক্তি নাই, এবং অনাসক্তিপ্রযুক্ত সমস্ত বিষয়ভোগ হইতে যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিনিবৃত্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং যিনি জীবনের হেতুভূত অন্নপানাদি কার্য্যের জন্যও নিশ্চেষ্ট অথাৎ দৃশ্য বিষয়সমূহে দোষদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া একমাত্র মুক্তিপদে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ও নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া যাঁহার চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই শিখাসূত্রপরিত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া পরম নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি (নিষ্কর্ম-ব্রহ্ম, নৈষ্কর্ম্ম-আত্মজ্ঞান) লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ইহাতে অধিকার নাই ॥ ৪৯ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গের সাধন দ্বারাও পরম শান্তি লাভ হয় না, ইহা যিনি নিজ জীবনে নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত বিবেকজাত বৈরাগ্যের উদয় হইয়া থাকে, এবং তিনিই মোক্ষ লাভের নিমিত্ত বিষয়াসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণে সুখী হইয়া থাকেন। তিনিই সন্ন্যাসী (সম্যক্ত্যাগী) হইয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। শ্রুতি বলিতেছেন—

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি (ক)"—শম, দম, উপরতি (সন্ন্যাস), তিতিক্ষা (ক্লেশসহিষ্ণুতা) ও একাগ্রতা সহ অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে আত্মাকে (স্বচৈতন্য) দর্শন করিবে, অর্থাৎ আত্মসংস্থ হইলে চৈতন্যস্বরূপ লাভ হইবে। কিন্তু কোনরূপ বিষয়াশা থাকিলে আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য মনের এইরূপ একাগ্রতা ও নিশ্চলতা হয় না। এই জন্য বিষয়াশা নিবৃত্ত হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। আত্মজ্ঞান লাভ করা ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। অর্থ বা সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকিলে, অথবা হিতকর লৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি থাকিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করা কদাচ উচিৎ নহে। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই

(ক) বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩।

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥

তত্তৎ কার্য্য করা উচিত। একমাত্র আত্মজ্ঞানসাধনের জন্যই বিবিদিষাসন্ন্যাসে বিবেকী পুরুষের অধিকার আছে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সিদ্ধ ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন), যা (যাহা) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরিসমাপ্তি) তথা (তাহা) সমাসেন এব (সংক্ষেপেই) মে (আমার নিকট) নিবোধ (শ্রবণ কর) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কৌন্তেয়! এইরূপ সিদ্ধ ব্যক্তি যেরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করে তাহা এবং তাঁহার পরা জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পূর্ব্বোক্তেন স্বকর্ম্মানুষ্ঠানেনেশ্বরাভ্যর্চ্চনরূপেণ জনিতাং প্রাগুক্তলক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তস্যোৎপন্নাত্মবিবেকজ্ঞানস্য কেবলাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপা নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধির্যেন ক্রমেণ ভবতি তদ্বক্তব্যমিত্যাহ—সিদ্ধিমিতি। সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ স্বকর্ম্মণেশ্বরং সমভ্যর্চ্চ্য তৎপ্রসাদজাং কায়েন্দ্রিয়াণাং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতালক্ষণাং সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি তদনুবাদ উত্তরার্থঃ। কিং তদুত্তরম্? যদর্থোঽনুবাদ ইতি। উচ্যতে—যথা যেন প্রকারেণ জ্ঞাননিষ্ঠারূপেণ ব্রহ্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি তথা তং প্রকারং জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিক্রমং মে মম বচনান্নিবোধ ত্বম্। নিশ্চয়েনা বধারয়েত্যেতৎ। কিং বিস্তরেণ? নেত্যাহ—সমাসেনৈব সংক্ষেপেণৈব। হে কৌন্তেয় যথা ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা নিবোধেতি। অনেন যা প্রতিজ্ঞাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিদন্তয়া দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানম্। পরিসমাপ্তিরিত্যেতৎ। কস্য? ব্রহ্মজ্ঞানস্য যা পরা পরিসমাপ্তিঃ। কীদৃশী সা? যাদৃশমাত্মজ্ঞানম্। কীদৃক্ তৎ? যাদৃশ আত্মা। কীদৃশোঽসৌ? যাদৃশো ভগবতোক্তঃ। উপনিষদ্বাক্যৈশ্চ। ন্যায়তশ্চ।

ননু বিষয়াকারং জ্ঞানম্। ন বিষয়ো নাপ্যাকারবানাত্মেষ্যতে ক্বচিৎ। নম্বাদিত্যবর্ণং (ক) ভারূপঃ (খ) স্বয়ংজ্যোতিঃ (গ) ইত্যাকারবত্ত্বমাত্মনঃ শ্রূয়তে।

ন। তমোরূপত্বপ্রতিষেধার্থত্বাত্তেষাং বাক্যানাম্। দ্রব্যগুণাদ্যাকারপ্রতিষেধে আত্মনস্তমো রূপত্বে প্রাপ্তে তৎপ্রতিষেধার্থান্যাদিত্যবর্ণম্ (ঘ) ইত্যাদিবাক্যানি। অরূপমিতি চ বিশেষণা

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮। (খ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৩।১৪।২।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।৯, ৪।৩।১৪। (ঘ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩।৮।

রূপপ্রতিষেধাৎ। অবিষয়ত্বাচ্চ। ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ (ক)। অশব্দমস্পর্শম্ (খ) ইত্যাদ্যৈঃ। তস্মাদাত্মাকারং জ্ঞানমিত্যনুপপন্নম্।

কথং তর্হ্যাত্মনো জ্ঞানম্। সর্ব্বং হি যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তত্তদাকারং ভবতি। নিরাকারশ্চাত্মেত্যুক্তম্। জ্ঞানাত্মনোশ্চোভয়োর্নিরাকারত্বে কথং তদ্ভাবনানিষ্ঠেতি ?

ন। অত্যন্তনির্ম্মলত্বস্বচ্ছত্বসূক্ষ্মত্বোপপত্তেরাত্মনঃ। বুদ্ধেশ্চাত্মসমনৈর্ম্মল্যাদ্যুপপত্তেরাত্মচৈতন্যাকারাভাসত্বোপপত্তিঃ। বুদ্ধ্যাভাসং মনঃ। তদাভাসানীন্দ্রিয়াণি। ইন্দ্রিয়াভাসশ্চ দেহঃ। অতো লৌকিকৈর্দ্দেহমাত্র এবাত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে। দেহচৈতন্যবাদিনশ্চ লোকায়তিকাঃ—চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইত্যাহুঃ। তথা অন্য ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে মনশ্চৈতন্যবাদিনঃ। অন্যে বুদ্ধিচৈতন্যবাদিনঃ। অতোঽপ্যন্তরবাত্তমব্যাকৃতাখ্যমবিদ্যাবস্থমাত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ কেচিৎ। সর্ব্বত্র হি বুদ্ধ্যাদিদেহান্ত আত্মচৈতন্যাভাসতাত্মভ্রান্তিকারণমিতি। অতশ্চাত্মবিষয়ং জ্ঞানং ন বিধাতব্যম্। কিং তর্হি ? নামরূপাদ্যনাত্মাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব কার্য্যা। নাত্মচৈতন্যবিজ্ঞানম্ কার্য্যম্। অবিদ্যাধ্যারোপিতসর্ব্বপদার্থাকারৈরেব বিশিষ্টতয়া গৃহ্যমাণত্বাৎ। অত এব হি বিজ্ঞানবাদিনো বৌদ্ধাঃ—বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ বস্ত্বেব নাস্তীতি প্রতিপন্নাঃ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষতাং চ স্বসংবিদিতত্বাভ্যুপগমেন। তস্মাদবিদ্যাধ্যারোপণনিরাকরণমাত্রং ব্রহ্মণি কর্ত্তব্যম্। ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানে যত্নঃ। অত্যন্তপ্রসিদ্ধত্বাৎ। অবিদ্যাকল্পিতনামরূপবিশেষাকারাপহৃতবুদ্ধিত্বাদত্যন্তপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়মাসন্নতরমাত্মভূতমপ্যপ্রসিদ্ধং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মতিদূরমন্যদিব চ প্রতিভাত্যবিবেকিনাম্। বাহ্যাকারনিবৃত্তবুদ্ধীনাং তু লব্ধগুর্ব্বাত্ম প্রসাদানাং নাতঃ পরং সুখং সুপ্রসিদ্ধং সুবিজ্ঞেয়ং স্বাসন্নমস্তি। তথাচোক্তং—প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যম্ (গীতা ৯।২) ইত্যাদি।

কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যাঃ—নিরাকারত্বাদাত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিঃ। অতো দুঃসাধ্যা সম্যগ্জ্ঞাননিষ্ঠা—ইত্যাহুঃ।

সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানামশ্রুতবেদান্তানামত্যন্তবহির্বিষয়াসক্তবুদ্ধীনাং সম্যক্ প্রমাণেষ্বকৃতশ্রমাণাম্। তদ্বিপরীতানাং তু লৌকিকগ্রাহ্যগ্রাহকদ্বৈতবস্তুনি সদ্বুদ্ধির্নিতরাং দুঃসম্পাদা। আত্মচৈতন্যব্যতিরেকেন বস্ত্বন্তরস্যানুপলব্ধেঃ। যথা চৈতদেবমেব নান্যথেত্যবোচাম। উক্তং চ ভগবতা—যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ (গীতা ২।৬৯) ইতি। তস্মাদ্বাহ্যাকারভেদবুদ্ধিনিবৃত্তিরেবাত্মস্বরূপাবলম্বনে কারণম্। ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিৎ কদাচিদপ্রসিদ্ধঃ প্রাপ্যো হেয় উপাদেয়ো বা। অপ্রসিদ্ধে হি তস্মিন্নাত্মনি স্বার্থাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ব্যর্থাঃ প্রসজ্যেরন্। ন চ দেহাদ্যচেতনার্থত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্। ন চ সুখার্থং সুখম্। দুঃখার্থং বা দুঃখম্। আত্মাবগত্যবসানার্থত্বাচ্চ সর্ব্বব্যবহারস্য। তস্মাদ্যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোঽপ্যাত্মনোঽন্তরতমত্বাত্তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা। ইত্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্।

(ক) কঠোপনিষৎ, ৬।৯ ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৪।২০। (খ) কঠোপনিষৎ, ৩।১৫ ; মুক্তিকোপনিষৎ, ৩।৭২।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশেনৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যম।

জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চ। অপ্রসিদ্ধং চেজ্ জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত। যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ। ন চৈতদস্তি। অতোহত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানম। জ্ঞাতা অপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি। তস্মাদ জ্ঞানে যত্নো ন কর্ত্তব্যঃ। কিন্তুনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব তস্মাদ জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মানব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন তাহা আমার বাক্য দ্বারা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর। আমার অধিক বলিবার ও তোমারও অধিক শুনিবার বা বুঝিবার এখন অবকাশ নাই। গুরু বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং শ্রবণ ও মনন রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ নিষ্ঠাই পরা নিষ্ঠা। এই পরা নিষ্ঠার পর আর সাধন নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! এই শেষ গূঢ় রহস্য নিশ্চয়বুদ্ধিতে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যাত্মানং তামেব বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য। বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ ॥ ৫১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "অহং ব্রহ্মাস্মি" (ক) এইরূপ সিদ্ধান্তকারিবুদ্ধিযুক্ত হইয়া শরীর-ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত (অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ মার্গ হইতে প্রত্যাহৃত) করিয়া—অর্থাৎ রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয় হইতে—চিত্তকে যিনি আকর্ষণ করিতে পারেন, ও বিষয়সমূহে অনুরাগ বা দ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেই মহাত্মা ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়েন ॥ ৫১ ॥

অন্বয়বোধিনী। বিবিক্তসেবী (নির্জ্জনস্থাননিবাসী) লঘ্বাশী (পরিমিতাহারী) যতবাক্কায়মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মন সংযত করিয়া) নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ (সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক) ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি নির্জ্জনস্থাননিবাসী, পরিমিতাহারী, যিনি বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি নিত্য ধ্যানযোগপরায়ণ এবং বৈরাগ্যবান্, [তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত] ॥ ৫২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততঃ—বিবিক্তসেবীতি। বিবিক্তসেবী—অরণ্যনদীপুলিনগিরিগুহাদীন বিবিক্তান্ দেশান্ সেবিতুং শীলমস্যেতি বিবিক্তসেবী। লঘ্বাশী লঘ্বশনশীলঃ। বিবিক্তসেবালঘ্বশনয়োর্নিদ্রাদিদোষনিবর্ত্তকত্বেন চিত্তপ্রসাদহেতুত্বাদ্গ্রহণম্। যতবাক্কায়মানসঃ—বাক্ চ কায়শ্চ মানসং চ যতানি সংযতানি যস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্য স জ্ঞাননিষ্ঠো যতির্যতবাক্কায়মানসঃ স্যাৎ। এবমুপরতসর্ব্বকরণঃ সন্। ধ্যানযোগপরঃ। ধ্যানমাত্মস্বরূপচিন্তনম্। যোগ আত্মবিষয় একাগ্রীকরণম্। তৌ ধ্যানযোগৌ পরত্বেন কর্ত্তব্যৌ যস্য স ধ্যানযোগপরঃ। নিত্যং—নিত্য-গ্রহণং মন্ত্রজপাদ্যন্যকর্ত্তব্যাভাবপ্রদর্শনার্থম্। বৈরাগ্যং বিরাগভাবঃ। দৃষ্টাদৃষ্টেষু বিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যম্। সমুপাশ্রিতঃ সম্যগুপাশ্রিতো নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—বিবিক্তেতি। বিবিক্তসেবী শুচিদেশাবস্থায়ী। লঘ্বাশী মিতভোজী। এতৈরুপায়ৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাদ্যবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা ॥ ৫২ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥

যেষামপি নিরাকারং জ্ঞানমপ্রত্যক্ষং তেষামপি জ্ঞানবশেনৈব জ্ঞেয়াবগতিরিতি জ্ঞানমত্যন্তং প্রসিদ্ধং সুখাদিবদেবেত্যভ্যুপগন্তব্যম্।

জিজ্ঞাসানুপপত্তেশ্চ। অপ্রসিদ্ধং চেজ্জ্ঞানং জ্ঞেয়বজ্জিজ্ঞাস্যেত। যথা জ্ঞেয়ং ঘটাদিলক্ষণং জ্ঞানেন জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছতি তথা জ্ঞানমপি জ্ঞানান্তরেণ জ্ঞাতা ব্যাপ্তুমিচ্ছেৎ। ন চৈতদস্তি। অতোঽত্যন্তপ্রসিদ্ধং জ্ঞানম্। জ্ঞাতা অপ্যত এব প্রসিদ্ধ ইতি। তস্মাদ্ জ্ঞানে যত্নো ন কর্তব্যঃ। কিন্ত্বনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তাবেব তস্মাদ্ জ্ঞাননিষ্ঠা সুসম্পাদ্যা ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাবপ্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্যবসানং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। মানব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা ভগবদারাধনা করিয়া তাঁহার কৃপায় যে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ ও অন্তঃকরণশুদ্ধিরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন তাহা আমার বাক্য দ্বারা তুমি নিশ্চয় অবধারণ কর। আমার অধিক বলিবার ও তোমারও অধিক শুনিবার বা বুঝিবার এখন অবকাশ নাই। গুরু-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং শ্রবণ ও মনন রূপ বিচার দ্বারাই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের পরিসমাপ্তিরূপ নিষ্ঠাই পরা নিষ্ঠা। এই পরা নিষ্ঠার পর আর সাধন নাই। অতএব হে অর্জ্জুন! এই শেষ গূঢ় রহস্য নিশ্চয়বুদ্ধিতে শ্রবণ কর ॥ ৫০ ॥

—

অন্বয়বোধিনী। বিশুদ্ধয়া (বিশুদ্ধ) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৈর্য্য দ্বারা) আত্মানং (অহঙ্কারকে) নিয়ম্য চ (সংযত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) ত্যক্ত্বা চ (ত্যাগ করতঃ) রাগদ্বেষৌ চ (ও রাগ দ্বেষকে) ব্যুদস্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ও ধৈর্য্য দ্বারা বুদ্ধিকে সংযত এবং শব্দাদিবিষয় ও রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া [মনুষ্য ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে]। ৫১

শাঙ্করভাষ্যম্। সেয়ং জ্ঞানস্য পরা নিষ্ঠোচ্যতে কথং কার্য্যেতি—বুদ্ধ্যেতি। বুদ্ধ্যা অধ্যবসায়লক্ষণয়া বিশুদ্ধয়া মায়ারহিতয়া যুক্তঃ সম্পন্নঃ। ধৃত্যা ধৈর্য্যেণাত্মানং কার্য্যকরণসংঘাতং নিয়ম্য চ নিয়মনং কৃত্বা বশীকৃত্য। শব্দাদীন্—শব্দ আদির্যেষাং তে শব্দাদয়স্তান্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা সামর্থ্যাচ্ছরীরস্থিতিমাত্রহেতুভূতান্ কেবলান্ মুক্ত্বা—ততোঽধিকান্ সুখার্থাংস্ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। শরীরস্থিত্যর্থতয়া প্রাপ্তেষু চ রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ পরিত্যজ্য চ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য সাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা যাঁহার নাই, যাঁহার পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীর মাত্র রক্ষা কবিবার নিমিত্ত বাহ্য ভোগ সাধনরূপ কোন প্রতিগ্রহ করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিখা-সূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া নির্ম্মম হইয়াছেন, যাঁহার অহং মমেতি বুদ্ধি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না, সেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং (পরমা) মদ্ভক্তিং (পরমাত্মভক্তি) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হয়েন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেন ক্রমেণ—ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ। প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ। ন শোচতি। কিঞ্চিদর্থবৈকল্যমাত্মনো বৈগুণ্যং চোদ্দিশ্য ন শোচতি ন সন্তপ্যতে। ন কাঙ্ক্ষতি। নহ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদ্যতে। অতো ব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাবোঽনূদ্যতে—ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি। ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু—আত্মৌপম্যেন সর্ব্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সমমেব পশ্যতীত্যর্থঃ। নাত্মসমদর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ—ভক্ত্যা মামভিজানাতি (গী ১৮।৫৫) ইতি। এবম্ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্ (গী ৭।১৬) ইত্যুক্তম্ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মাহম্ (ক) ইত্যেবং নিশ্চলোনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ। প্রসন্নচিত্তঃ। নষ্টং ন শোচতি। ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি। দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অত এব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ। সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" (খ) এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি শম ও দমাদি সাধনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ৫।১০। (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি জনসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক নিভৃত গিরিগুহায় বা বনমধ্যে নিবাস করেন, যিনি দেহভরণোপযোগী পরিমিত ও পবিত্র আহার গ্রহণ করেন, অর্থাৎ নিদ্রালস্যকারক গুরুতর ভোজন করেন না, যিনি যম, নিয়ম ও আসনাদি সিদ্ধির দ্বারা বাক্য, মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সদাই ধ্যানযোগসম্পন্ন, অর্থাৎ যাঁহার চিত্ত আত্মচিন্তন দ্বারা সদৈব তদাকারাকারিত হইয়া থাকে, বিষয়ভোগ বাসনায় যাঁহার চিত্তবৃত্তি বহির্ম্মুখে ধাবিত হয় না তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কাম) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহং (বাহ্য ভোগ সাধনরূপ প্রতিগ্রহ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ (মমতাবিহীন) [ও] শান্তঃ (বিক্ষেপশূন্য) [হইলে—মনুষ্য] ব্রহ্মভূয়ায় (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারার্থ) কল্পতে (যোগ্য হয়) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ম্মম ও বিক্ষেপশূন্য হইয়া মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হয় ॥ ৫৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারম্—অহঙ্করণমহঙ্কারো দেহেন্দ্রিয়াদিষু তম। বলং সামর্থ্যং কামরাগাদিযুক্তং। নেতরচ্ছরীরাদিসামর্থ্যম্। স্বাভাবিকত্বেন ত্যাগস্যাশক্যত্বাৎ। দর্পং—দর্পো নাম হর্ষান্তরভাবী ধর্ম্মাতিক্রমহেতুঃ। হৃষ্টো দৃপ্যতি। দৃপ্তো ধর্ম্মমতিক্রামতি' (ক) ইতি স্মরণাৎ। তং চ। কামমিচ্ছাম্। ক্রোধং দ্বেষং চ। পরিগ্রহম—ইন্দ্রিয়মনোগতদোষপরিত্যাগেঽপি শরীরধারণপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মানুষ্ঠাননিমিত্তেন বা বাহ্যঃ পরিগ্রহঃ প্রাপ্তঃ। তং চ বিমুচ্য পরিত্যজ্য পরমহংসপরিব্রাজকো ভূত্বা। দেহজীবনমাত্রেঽপি নিগতমমভাবো নির্ম্মমঃ। অতএব শান্ত উপরতঃ। যঃ সংহৃতায়াসো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তাহঙ্কারমিত্যাদ্যহঙ্কারম্। বলং দুরাগ্রহম্। দর্পং যোগবলাদুন্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণম। প্রারব্ধবশাৎ প্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামম্। ক্রোধং পরিগ্রহং চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা। বলাদাগতেষু নির্ম্মমঃ সন্। শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তঃ। ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। আমি কুলীন, আমি মহাপুরুষের শিষ্য, আমি বড় ত্যাগী ও আমার সমকক্ষ কেহই নাই—ইত্যাদিরূপ অহঙ্কার যাঁহার নাই, শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসৎ দুরাগ্রহ রূপ বল

(ক) আপঃ ধঃ, ১।১৩।৪।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪ ॥

যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কার্য্য সাধন করিয়া যিনি দর্প করেন না, অথবা হর্ষজনিত মদমত্ততা যাঁহার নাই, যাঁহার পারলৌকিক বিষয়ভোগে কামনা নাই, যিনি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ হয়েন না, স্পৃহাশূন্য হইয়াও যিনি শরীর মাত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাহ্য ভোগ সাধনরূপ কোন প্রতিগ্রহ করেন না, এবং যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিখা-সূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়া নির্ম্মম হইয়াছেন, যাঁহার অহং মমেতি বুদ্ধি দ্বারা হর্ষ ও বিষাদাদিতে চিত্তের আদৌ বিক্ষেপ হয় না, সেই জ্ঞানসাধনশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না), সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাং (পরমা) মদ্ভক্তিং (পরমাত্মভক্তি) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত ও প্রসন্নচিত্ত, যিনি শোকে উদ্বিগ্ন হয়েন না ও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনিই আমার পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অনেন ক্রমেণ—ব্রহ্মভূত ইতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ। প্রসন্নাত্মা লব্ধাধ্যাত্মপ্রসাদঃ। ন শোচতি। কিঞ্চিদর্থবৈকল্যমাত্মনো বৈগুণ্যং চোদ্দিশ্য ন শোচতি ন সন্তপ্যতে। ন কাঙ্ক্ষতি। নহ্যপ্রাপ্তবিষয়াকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মবিদ উপপদ্যতে। অতো ব্রহ্মভূতস্যায়ং স্বভাবোঽনূদ্যতে—ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতীতি। ন হৃষ্যতীতি বা পাঠঃ। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু—আত্মৌপম্যেন সর্ব্বেষু ভূতেষু সুখং দুঃখং বা সমমেব পশ্যতীত্যর্থঃ। নাত্মসমদর্শনমিহ তস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ—ভক্ত্যা মামভিজানাতি (গী ১৮।৫৫) ইতি। এবম্ভূতো জ্ঞাননিষ্ঠো মদ্ভক্তিং ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং ভজনং পরমুত্তমাং জ্ঞানলক্ষণাং চতুর্থীং লভতে। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্ (গী ৭।১৬) ইত্যুক্তম্ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ব্রহ্মাহম্ (ক) ইত্যেবং নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ। প্রসন্নচিত্তঃ। নষ্টং ন শোচতি। ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি। দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অত এব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ। সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যিনি বেদান্তশাস্ত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" (খ) এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যিনি শম ও দমাদি সাধনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধির প্রভাবে

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ৫।১০।   (খ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

প্রসন্নাত্মা হইয়াছেন, যাঁহার দেহাভিমান না থাকায় কোন প্রকার শোকের উদয় হয় না, যিনি ভোগার্থ কোন পদার্থেরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যাঁহার নিগ্রহ, অনুগ্রহ, প্রিয়, অপ্রিয়, স্বকীয়, ও পরকীয় সকলই সমান, অর্থাৎ তৃণ হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত আত্মদৃষ্টিবশতঃ যাঁহার সকলই সমান বোধ হয়, এইরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী ভগবানের পরা ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে ভক্তি দ্বারা সাধারণতঃ মনুষ্য ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি। কিন্তু পরা ভক্তি কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ সাধন সকলের পরিণামফলস্বরূপ। জ্ঞানের পরিপাকাবস্থার নামই পরা ভক্তি। বৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে শ্রদ্ধা বা গৌণী ভক্তি, গৌণীভক্তি দ্বারা ভগবদুপাসনা, ভগবদুপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান, ইষ্টোপাসনার ফলরূপ গৌণ অপরোক্ষ জ্ঞান বা সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ইহা শ্রবণ-মনন বা বিচারণা জনিত "পরোক্ষ জ্ঞান" নহে। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি ও ভগবৎসাক্ষাৎকার, ভগবৎসাক্ষাৎকার হইলে সাধকের প্রতি তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হয়, এবং এই কৃপাদৃষ্টি হইতেই পরা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। চিত্তের নিবৃত্তিই চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ। চঞ্চলতাই মনের মলিনতা। উপাস্য দেবতার ধ্যান ও জপাদি করিতে করিতে ক্রমে চিত্তের নিশ্চলতা হইলে উপাস্য-সাক্ষাৎকাররূপ গৌণ অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ সাধক দেহান্তে সালোক্য-সামীপ্যাদি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। উপাস্য-সাক্ষাৎকার হইলে—"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" ইতি শ্রুতিঃ (ক),—সগুণোপাসকের দেহান্তে ইষ্টদেব তারকব্রহ্ম মন্ত্রের উপদেশ দান করেন, পরে ব্রহ্মলোকে নির্গুণ ব্রহ্মসাধনা দ্বারা প্রকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। ভক্তি ও বৈরাগ্যের তীব্রতা হইলে এই জীবনে তত্ত্বসাক্ষাৎকার (ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ) হয়। তাহাই কৈবল্য বা মুক্তি এবং ভগবৎকৃপায় তাঁহার স্বরূপের অপরোক্ষতা বা অভেদ ভাবই পরাভক্তি—

"চৈতন্যরূপিণী মা যে চিন্তাতীতা!"
মায়ের স্বরূপ অরূপ কারো বুঝিবে কে তা!"
—(পরিব্রাজকের সঙ্গীত) ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [আমি] যাবান্ (যেরূপ) যঃ চ (ও যাহা) অস্মি (হই) [তৎ স্বরূপতঃ] মাং (আমাকে—ভগবান্‌কে) ভক্ত্যা (ভক্তি দ্বারা) [সেইজন] তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) অভিজানাতি (বিদিত হয়েন)। ততঃ (অনন্তর) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (যথার্থতঃ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) তদনন্তরং (তদনন্তর) [আমাতেই] বিশতে (প্রবেশ করেন)। ৫৫ ॥

(ক) নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী, ১।৭।

বঙ্গানুবাদ। তৎপরে সাধক এই ভক্তির প্রভাবেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিদিত হইয়া পরিণামে আমাতেই প্রবেশ করেন ॥ ৫৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ততো জ্ঞানলক্ষণয়া—ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি। যাবানহমুপাধিকৃত-বিস্তরভেদো যশ্চাহং বিধ্বস্তসর্ব্বোপাধিভেদ উত্তমঃ পুরুষ আকাশকল্পঃ। তং মাম্বৈতং চৈতন্যমাত্রৈকরসমজমজরমমরমভয়মনিধনং তত্ত্বতোঽভিজানাতি। ততো মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং মামেব। নাত্র জ্ঞানানন্তরপ্রবেশক্রিয়ে ভিন্নে বিবক্ষিতে—জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি। কিং তর্হি ? ফলান্তরাভাবজ্ঞানমাত্রমেব। ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি (গী ১৩।৩) ইত্যুক্তত্বাৎ।

ননু বিরুদ্ধমিদমুক্তম্। জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা তয়া মামভিজানাতীতি। কথং বিরুদ্ধমিতি চেৎ ? উচ্যতে—যদৈব যস্মিন্ বিষয়ে জ্ঞানমুৎপদ্যতে জ্ঞাতুস্তদৈব তং বিষয়মভিজানাতি জ্ঞাতেতি ন জ্ঞাননিষ্ঠাং জ্ঞানাবৃত্তিলক্ষণামপেক্ষত ইতি। ততশ্চ জ্ঞানেন নাভিজানাতি। জ্ঞানাবৃত্ত্যা তু জ্ঞাননিষ্ঠয়াঽভিজানাতীতি।

নৈষঃ দোষঃ। জ্ঞানস্য স্বাত্মোৎপত্তিপরিপাকহেতুযুক্তস্য প্রতিপক্ষবিহীনস্য যদাত্মানুভব-নিশ্চয়াবসানত্বং তস্য নিষ্ঠাশব্দাভিলাপাচ্ছাস্ত্রাচার্য্যোপদেশেন জ্ঞানোৎপত্তিপরিপাকহেতুং সহকারিকারণং বুদ্ধিবিশুদ্ধ্যাদামানিত্বাদি চাপেক্ষ্য জনিতস্য ক্ষেত্রজ্ঞপরমাত্মৈকত্বজ্ঞানস্য কর্ত্রাদিকারকভেদবুদ্ধিনিবন্ধনসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসসহিতস্য স্বাত্মানুভবনিশ্চয়রূপেণ যদবস্থানং সা পরা জ্ঞাননিষ্ঠেত্যুচ্যতে। সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠার্ত্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থী ভক্তিরিত্যুক্তা। তয়া পরয়া ভক্ত্যা ভগবন্তং তত্ত্বতোঽভিজানাতীতি। যদনন্তরমেবেশ্বরক্ষেত্রজ্ঞভেদবুদ্ধিরশেষতো নিবর্ত্ততে। অতো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণয়া ভক্ত্যা মামভিজানাতীতি বচনং ন বিরুধ্যতে। অত্র চ সর্ব্বং নিবৃত্তিবিধায়ি শাস্ত্রং বেদান্তেতিহাসপুরাণস্মৃতিলক্ষণং ন্যায়প্রসিদ্ধমর্থবদ্ভবতি। বিদিত্বা.. ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি (ক)। তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ (খ)। ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ (গ) ইতি। সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং ন্যাসঃ (গী ১৮।২)। বেদানিমং চ লোকমমুং চ পরিত্যজ্য (ঘ)। ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ (ঙ) ইত্যাদি। ইহ চ দর্শিতানি বাক্যানি। ন চ তেষাং বাক্যানামানর্থক্যং যুক্তম্। চার্থবাদত্বম্। স্বপ্রকরণস্থত্বাৎ। প্রত্যগাত্মাঽবিক্রিয়স্বরূপনিষ্ঠত্বাচ্চ মোক্ষস্য। ন হি পূর্ব্বসমুদ্রং জিগমিষোঃ প্রাতিলোম্যেন প্রত্যক্সমুদ্রং জিগমিষুণা সমানমার্গত্বং সম্ভবতি। প্রত্যগাত্মবিষয়প্রত্যয়সন্তানকরণাভিনিবেশশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠা। সা চ প্রত্যক্সমুদ্রগমনবৎ কর্ম্মণা সহভাবিত্বেন বিরুধ্যতে ? পর্ব্বতসর্ষপয়োরিবান্তরবান্বিরোধঃ প্রমাণবিদাং নিশ্চিতঃ। তস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা কার্য্যেতি সিদ্ধম্ ॥ ৫৫ ॥

(ক) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৫।১ ; ৪।৪।২২। (খ) মহানারায়ণোপনিষৎ ২৪ ৮। তৈত্তিরীয়ারণ্যক ১০।৬৩।১৬।

(গ) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২।১২ ; তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১০।৬২।১২। (ঘ) আপঃ ধঃ, ১।২৩।১৩। (ঙ) মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২৯।৪০।

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ ঃ
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততশ্চ—ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভি-জানাতি। কথম্ভূতম্? যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতম্। ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যাপ্যুপরমে সতি মাং বিশতে। পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥৫৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরা ভক্তি ব্যতীত ভগবানের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম সত্তা যথাযথ অনুভব করিতে পারা যায় না। শাস্ত্র, বিচার ও বিতর্ক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার দর্শনানন্দ অনুভব করা যায় না। শাস্ত্র যে তাঁহাকে পরিপূর্ণ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দঘন, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত, এক, অখণ্ড অদ্বিতীয়, অজর, অমর, অভয়, অশোক, গুণাতীত ইন্দ্রিয়াতীত ও ভাবাতীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পরা ভক্তি ব্যতীত ঈদৃশ স্বরূপের উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইলেই পরমহংস সন্ন্যাসীর আত্মসত্তা সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যায়। জ্ঞানের পরনিষ্ঠাসম্পন্ন অবস্থায় সাধকের প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগায়তনস্বরূপ দেহও যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে তাহা নহে, তিনি জীবন্মুক্ত অবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন ॥ ৫৫ ॥

সন্দীপনী পরিশিষ্ট। জ্ঞানসাধনের চতুর্থ ভূমিকায় অপরোক্ষভাবে পরমাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়, এই সময়েই পরা ভক্তির বিকাশ হইতে থাকে, এবং অপরোক্ষ জ্ঞানের অবশিষ্ট তিন ভূমিকায় প্রেমের পরাকাষ্ঠা—পরা ভক্তির পূর্ণতা হয়। জ্ঞান সাধনের প্রধান তিনটী ভূমিকা শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা অথবা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন পরাভক্তি সাধনার সোপানস্বরূপ। জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রকৃত প্রেমিক, এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের (অভিন্নভাবে পরব্রহ্মস্বরূপে) পরম শান্তিই ভগবানের কৃপাদৃষ্টি ও পরা ভক্তির পরিস্ফুট বিকাশ। (৩ অঃ। ১৮ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্টে সপ্ত জ্ঞানভূমিকার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। (তিনি) সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার প্রসাদে) শাশ্বতম্ (নিত্য) অব্যয়ং পদম্ (অক্ষয় স্থান) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়েন) ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যিনি আমার শরণাপন্ন হয়েন, তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স্বকর্ম্মণা ভগবতোঽভ্যর্চনভক্তিযোগস্য সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ফলং জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা। যন্নিমিত্তা জ্ঞাননিষ্ঠা মোক্ষফলাবসানা। স ভগবদ্ভক্তিযোগোঽধুনা স্তূয়তে শাস্ত্রার্থোপসংহারপ্রকরণে শাস্ত্রার্থনিশ্চয়দার্ঢ্যায়—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি প্রতিষিদ্ধান্যপি সদা কুর্ব্বাণোঽনুতিষ্ঠন্। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহং বাসুদেব ঈশ্বরো ব্যপাশ্রয়ো যস্য স মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥

ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাব ইত্যর্থঃ। সোঽপি মৎপ্রসাদান্মমেশ্বরস্য প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং নিত্যং বৈষ্ণবং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। স্বকর্ম্মভি পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষ প্রকারমুপসংহরতি—সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্ব্বদা কুর্ব্বাণঃ। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ—অহমেব ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ঃ—ন তু স্বর্গাদি ফলং —যস্য সঃ। মৎপ্রসাদাচ্ছাশ্বতমনাদি। অব্যয়ং নিত্যম্। সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অন্তঃকরণশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নাই, এবং শুদ্ধান্তঃকরণ-ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মের সন্ন্যাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কর্ম্মসন্ন্যাস ব্যতীত ব্রহ্মপদ লাভ হয় না, অর্জ্জুনের এই অপসিদ্ধান্ত বা ভ্রম ভঞ্জন করিবার জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে জীবের চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার বুদ্ধি বলবতী হয়। ভগবচ্ছরণাগত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা অন্য কোন বর্ণই হউন, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করুন বা সন্ন্যাসের অনধিকারীই হউন, ভগবৎকৃপায় তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসধর্ম্মের কোন অঙ্গহানি হইলে সেই নিত্য, সনাতন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ লাভে সংশয়ও থাকিতে পারে; কিন্তু যে শরণাগত ব্যক্তি তাঁহার অনুগ্রহলাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ভগবানের নিত্যধাম লাভ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। তাঁহার শরণাগত হইলে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সামর্থ্যাদির কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না। সমস্ত সাধনের ফলস্বরূপ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সাধক নিজ জন্ম সফল করেন। " কি অভাব তা'র যে বা একবার, তোমার শরণ লয় হে" ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। চেতসা (বুদ্ধি দ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণপূর্ব্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (জ্ঞানযোগ) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) সততং (সর্ব্বদা) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) ভব (হও) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] তুমি বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর ॥ ৫৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। চেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বকর্ম্মাণি দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি। ময়ীশ্বরে সংন্যস্য—'যৎ করোষি যদশ্নাসি' (গী ৯।২৭) ইত্যুক্তন্যায়েন। মৎপরঃ—অহং বাসুদেবঃ পরো যস্য তব স ত্বং মৎপরঃ সন্ ময্যর্পিতসর্ব্বাত্মভাবঃ। বুদ্ধিযোগং

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

ময়ি সমাহিতবুদ্ধিত্বং বুদ্ধিযোগঃ। তং বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিতা। আশ্রয়োঽনন্যশরণত্বম্। মচ্চিত্তো ময্যেব চিত্তং যস্য তব স ত্বং মচ্চিত্তঃ। সততং সর্ব্বদা ভব ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। যস্মাদেবং তস্মাৎ—চেতসেতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য। মৎপর—অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ। ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিতা। সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিরিতিন্যায়েন ময্যেব চিত্তং যস্য স যথাভূতো ভব ॥ ৫৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে, বিবেকযুক্ত বুদ্ধি বিচার দ্বারা তৎসমস্তই পরমেশ্বরে সমর্পণ করিবে, এবং জগতের সমস্ত আশা ভরসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মফলের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া মোক্ষানুকূল বুদ্ধিযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তকে সর্ব্বদাই ভগবৎপ্রেমে আপ্লুত করিয়া রাখিবে। হে ভগবান্! হে প্রভো! হে শরণাগতরক্ষক! তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই, আমি তোমারই হইলাম, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ভগবানে মন সমর্পণ কর ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। [তুমি] মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) সর্ব্বদুর্গাণি (সমস্ত দুঃখ) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে)। অথ চেৎ (আর যদি) ত্বম্ (তুমি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) [আমার বাক্য] ন শ্রোষ্যসি (শ্রবণ না কর) [তাহা হইলে] বিনঙ্ক্ষ্যসি (বিনষ্ট হইবে) ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] মদগতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসার-দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি অহঙ্কারপূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে ॥ ৫৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি সর্ব্বাণি দুস্তরাণি সংসার-হেতুজাতানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি। অথ চেদ্ যদি ত্বং মদুক্তমহঙ্কারাৎ—পণ্ডিতোঽহমিতি—ন শ্রোষ্যসি ন গ্রহীষ্যসি ততস্ত্বং বিনঙ্ক্ষ্যসি বিনাশং গমিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততো যদ্ভবিষ্যতি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকদুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদ্ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাজ্জ্ঞাতৃত্বাভিমানান্মদুক্তমেতন্ন শ্রোষ্যসি তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি পুরুষার্থাদ্ ভ্রষ্টো ভবিষ্যসি ॥ ৫৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। কামক্রোধাদি ও বিষয়বাসনাদি দ্বারা সংসার নানা দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যিনি নিজ পৌরুষ দেখাইতে গিয়া বলপূর্ব্বক রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি দমন করিতে

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ* ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

যান, তিনি প্রায়ই সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি কোন প্রযত্ন না করিয়াও কেবল ভগবানের শরণাগত হয়েন, প্রবল বায়ুবেগে মেঘমালা যেমন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া উড়িয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার কামক্রোধাদি দুঃখরাশিও ভগবৎকৃপালেশমাত্রেই আপনা-আপনিই বিদূরিত হইয়া যায়। আর হে অর্জ্জুন। যদি তুমি নিজ পাণ্ডিত্যাভিমানের বশীভূত হইয়া আমার বাক্য (ভগবদ্বাণী) অবহেলা কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৮ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ৭ অঃ। ১৪ গীতার্থ-সন্দীপনী ও সন্দীপনী-পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ॥৫৮॥

অন্বয়বোধিনী। অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (এইরূপ) যৎ মন্যসে (যে মনে করিতেছ) তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (নিশ্চয়) মিথ্যা (মিথ্যাই), [কেননা] প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি) ত্বাং (তোমাকে) [যুদ্ধে] নিযোক্ষ্যতি (প্রবর্ত্তিত করিবে) ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। যদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া "আমি কদাচ যুদ্ধ করিব না," এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহাও নিষ্ফল হইবে। কেননা, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে অবশ্য প্রবর্ত্তিত করিবেই করিবে ॥ ৫৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইদং চ ত্বয়া ন মন্তব্যং—স্বতন্ত্রোঽহং কিমর্থং পরোক্তং করিষ্যামীতি—যদিতি। যস্ত্বং ত্বমহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি ন যুদ্ধং করিষ্যামীতি মন্যসে চিন্তয়সি নিশ্চয়ং করোষি। মিথ্যৈষ ব্যবসায়ো নিশ্চয়স্তে তব। যস্মাৎ প্রকৃতিঃ ক্ষাত্রস্বভাবস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি। ন তু বন্ধুভির্যুদ্ধং করিষ্যামীতি চেৎ? তত্রাহ—যদহঙ্কারমিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি যন্মন্যসে ত্বমধ্যবস্যসি। এষ তে ব্যবসায়ো মিথ্যৈব। অস্বতন্ত্রত্বাৎ। তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণ-রূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। "আমি ধর্ম্মাত্মা, যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিব না" বৃথাভিমানবশতঃ যদি তুমি এইরূপ স্থির করিয়া থাক, তবে তাহা ব্যর্থ হইবে। কেননা যে রজোগুণ হইতে ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি, সেই রাজসী † প্রকৃতি নিশ্চয়ই তোমাকে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত করিবে। তোমার অভিমান বা অহঙ্কার সেই প্রকৃতির গতি কিছুতেই রোধ করিতে পারিবে না ॥ ৫৯ ॥

---

* মিথ্যৈব—ইতি শ্রীধরস্বামি-ধৃতঃ পাঠঃ।

† যুদ্ধকালে অর্জ্জুন নিজ প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য সাধনে বিলম্ব করায় রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে গাণ্ডীব ত্যাগ করিতে বলিলে অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া রাজসী প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১ ॥

অন্বয়বোধিনী। কৌন্তেয় (হে কৌন্তেয়!) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ কর্ত্তুং (যে যুদ্ধ করিতে) ন ইচ্ছসি (ইচ্ছা করিতেছ না) স্বভাবজেন (স্বভাবজাত) স্বেন (স্বীয়) কর্ম্মণা (কর্ম্মদ্বারা) নিবদ্ধঃ (বশীভূত হইয়া) অবশঃ (অস্বাধীনভাবে) তৎ অপি (তাহাও) করিষ্যসি (করিবে) ॥ ৬০ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] মোহপ্রযুক্ত তুমি যে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ না, পরিণামে স্বভাবজাত ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তাহা তোমাকে করিতেই হইবে॥ ৬০॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাচ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবজেন শৌর্য্যাদিনা যথোক্তেন কৌন্তেয় নিবদ্ধো নিশ্চয়েন বদ্ধঃ স্বেনাত্মীয়েন কর্ম্মণা কর্ত্তুং নেচ্ছসি যৎ কর্ম্ম মোহাদবিবেকতঃ। করিষ্যস্যবশোঽপি পরবশ এব তৎ কর্ম্ম ॥ ৬০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—স্বভাবজেনেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারঃ। তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্ত্রিতস্ত্বং মোহাদ্ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছস্যবশঃ সংস্তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন আপনাকে যে সুশিক্ষিত, ধর্ম্মজ্ঞ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বোধ করিতেছেন, তাহা মোহপ্রভাববশতঃ। যেমন রঙ্গের উপর রসায়ন করিলে তাহা রৌপ্যবৎ বোধ হয়, কিন্তু ধাতুগত তাহা যে রঙ্গ সেই রঙ্গই থাকিয়া যায়, এবং অগ্নিপরীক্ষা কালে রঙ্গেরই পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়-প্রকৃতিতে শিক্ষাভিমানরূপ রসায়নস্পর্শে ব্রাহ্মণোচিত ভাব প্রকাশিত হইতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধরূপ পরীক্ষাস্থলে অর্জ্জুনের প্রকৃতিগত শৌর্য্য-বীর্য্য আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া আসিবে। কেননা, প্রাকৃতিকী শক্তির মর্য্যাদা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। "স্বভাব" শব্দে ভগবান্ ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ইচ্ছা উভয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্জ্জুনের মনের ভাব যাহাই হউক না কেন, তিনি ক্ষত্রিয়প্রকৃতির ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না॥ ৬০ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর) মায়য়া (মায়াদ্বারা) সর্ব্বভূতানি (প্রাণিসমূহকে) যন্ত্রারূঢ়ানি ইব (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায়) ভ্রাময়ন্, (ভ্রামণ করাইয়া) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়ে) তিষ্ঠতি (অধিষ্ঠান করিতেছেন) ॥ ৬১ ॥

বঙ্গানুবাদ। ঈশ্বর প্রাণিসমূহের হৃদয়ে বাস করিয়া যন্ত্রারূঢ় [কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায়] তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যস্মাৎ—ঈশ্বর ইতি। ঈশ্বর ঈশনশীলো নারায়ণঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং হৃদ্দেশে হৃদয়দেশেঽর্জ্জুন শুক্লান্তরাত্মস্বভাব বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইতি—'অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চ' (ক) ইতি দর্শনাৎ—তিষ্ঠতি স্থিতিং লভতে। স কথং তিষ্ঠতীতি? আহ—ভ্রাময়ন্ ভ্রমণং কারয়ন্। সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি যন্ত্রাণ্যারূঢ়ানাধিষ্ঠিতানীবেতীবশব্দোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। যথা দারুকৃতপুরুষাদীনি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ছদ্মনা ভ্রাময়ংস্তিষ্ঠতীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৬১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং কর্ম্মপারতন্ত্র্যং চোক্তম্। ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ংস্তত্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্। যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা—যন্ত্রাণি শরীরাণি। আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ (খ) ইতি। অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণং চ—য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরমেষ ত আত্মাঽন্তর্যাম্যমৃতঃ (গ)। ইত্যাদি ॥ ৬১।

গীতার্থসন্দীপনী। মায়ারচিত মনুষ্য মায়াপ্রভাবে আপনাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করে, এবং ইহাও মনে করে যে তাহার বুঝি স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিবার স্বতন্ত্র শক্তি আছে। মায়াপ্রভাবে মনুষ্য এই ভ্রমে অন্ধীভূত। বস্তুতঃ ভগবান্ই জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তিনিই জগতের নায়ক। তাঁহারই মায়ায় তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে জগৎ চালিত হইতেছে। নদীর স্রোতে নৌকা ভাসিয়া গেলে বা বায়ুর বেগে মেঘ উড়িয়া গেলে, লোকে বলে নৌকা চলিতেছে, মেঘ চলিতেছে ইত্যাদি। সেইরূপ ভগবানের অলক্ষিত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অবোধ মনুষ্যগণ মনে করিয়া থাকে, আমরা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেছি। তুমি আপনাকে যতই কেন স্বাধীন মনে কর না, ঐশী শক্তির অধীন হইয়া তোমাকে চিরদিনই থাকিতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা ঐশশক্তিপ্রবাহের অনুকূল, তিনিই ধন্য ও তিনিই সাধু। যেমন সূত্রধার—কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব, হস্তী ও ব্যাঘ্র আদিকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া ঘুরাইয়া দিলে তাহারা ঘুরিতে থাকে, এবং সূত্র সংযত করিলে তাহাদের গতি রুদ্ধ হয়, সেইরূপ ভগবানের মায়াসূত্রের প্রভাবে জীবসমূহ নানা ভাবে নানা দিকে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভবলীলা ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি বিশুদ্ধচিত্তে এই গুহ্য রহস্য বিদিত হইয়া নিজোচিত কার্য্যে অগ্রসর হও। [৯।১০ গীঃ সঃ দ্রষ্টব্য] ॥ ৬১ ॥

(ক) ঋগ্বেদ সংহিতা, ৬।৯।১। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।১১।
(গ) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৭।৩।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

অন্বয়বোধিনী। ভারত (হে ভারত।) সর্ব্বভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারই) শরণং গচ্ছ (শরণাগত হও)। তৎপ্রসাদাৎ (তাঁহার কৃপায়) পরাং শান্তিং (পরম শান্তি) [ও] শাশ্বতং স্থানং (নিত্য ধাম) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৬২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ভরত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবানেরই শরণাগত হও, তাঁহার অনুগ্রহে, তুমি পূর্ণ শান্তি ও শাশ্বত ধাম প্রাপ্ত হইবে॥ ৬২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তমিতি। তমেবেশ্বরং শরণমাশ্রয়ং সংসারার্ত্তিহরণার্থং গচ্ছাশ্রয়। সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা হে ভারত। ততস্তৎপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ পরাং প্রকৃষ্টাং শান্তিমুপরতিং স্থানং চ মম বিষ্ণোঃ পরমং পদমবাপ্স্যসি শাশ্বতং নিত্যম্ ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তমিতি—যস্মাদেবং সর্ব্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মা-দহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং ততস্তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানং চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি ॥ ৬২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভাগবতী শক্তি প্রবৃত্তিরূপিণী হইয়া প্রাণিসমূহকে শুভ ও অশুভ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকে। যিনি সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সেই প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কারণভূত ভগবানের আশ্রয় * গ্রহণ করিবেন, কেননা, তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে কৃপাপূর্ব্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কার্য্য-সহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। নানানিবৃত্তিরূপ পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে, এবং নিত্যানন্দময় পরম ধামে তাঁহার চিরস্থিতি হয় ॥ ৬২ ॥

অন্বয়বোধিনী। ইতি (এই) গুহ্যাৎ (গুহ্য হইতে) গুহ্যতরং (অতি গুহ্য) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) তে (তোমার নিকট) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) আখ্যাতম্ (ব্যাখ্যাত হইল), অশেষেণ (নিঃশেষরূপে) এতৎ (ইহা) বিমৃশ্য (বিচার করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) তথা (সেইরূপ) কুরু (কর) ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! আমি তোমার নিকট গুহ্যাতিগুহ্য আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলাম। আমার কথিত এই গীতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর॥ ৬৩ ॥

---

* সর্ব্বশান্তি ও পরম পুরুষার্থ-সাধন। (গীঃ সঃ ৬।৩৬) ॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতীতি। ইত্যেতত্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতং কথিতম—গুহ্যাৎ গোপ্যাদগুহ্যতরমতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ। বিমৃশ্য বিমর্শনমালোচনং কৃত্বা এতদযথোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং চার্থজাতম, যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সর্ব্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্ব্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম। কথংভূতম ? গুহ্যাদ্গোপ্যাদ্র-হস্যমন্ত্রযোগাদিবিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম। এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্য্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন পর্য্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্ত্তিষ্যত ইতি ভাবঃ ॥৬৩॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও শরণাগত ভক্ত। এই জন্য ভগবান কোন স্থানে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কোথাও বা বিনা জিজ্ঞাসায় কৃপাপূর্ব্বক মোক্ষসাধন রূপ অনেক জ্ঞানগূঢ় গুহ্য রহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান যে কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের ফলস্বরূপ—ইহা ভগবান বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। মন্ত্র, তন্ত্র মণি ও রসায়নাদি গুহ্য পদার্থ হইতেও আত্মজ্ঞান অত্যন্ত গুহ্য। কেননা এতাবতের দ্বারা অনিত্য সাংসারিক সুখ মাত্র প্রাপ্তি হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দরূপ নিত্য সুখ লাভ হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ বলিতেছেন—এই গীতাশাস্ত্রের প্রারম্ভ হইতে পর্য্যবসান পর্য্যন্ত তুমি ভাল করিয়া বিচার কর। মুমুক্ষু ব্যক্তির অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে পাপ কর্ম্ম আদি নাশের নিমিত্ত স্বর্গফল কামনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে সাধক আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবেত্তা গুরুর সমীপে বেদান্তবাক্য বিচারার্থ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিধানানুসারে শিখাসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাসী ভগবানের শরণাগত হইয়া বিবিক্তদেশসেবা আদি জ্ঞানসাধন অভ্যাস পূর্ব্বক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের অভিলাষ করেন না তাঁহারা অন্তঃকরণ শুদ্ধির পরেও শাস্ত্রীয় আজ্ঞা পালনার্থ ও লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, এবং ভগবানের শরণাগত হইয়া সম্পূর্ণ মুক্তিভাগী হইবেন ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম) মে (আমার) পরমং বচঃ (শ্রেষ্ঠ বাক্য) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) শৃণু (শ্রবণ কর) [তুমি] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও), ইতি ততঃ (সেই হেতু) তে (তোমাকে) হিতং (কল্যাণকর বাক্য) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয় এইজন্য তোমার হিতার্থ

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫॥

আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভূয়োঽপি ময়োচ্যমানং শৃণু—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি। সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যম্। উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু। মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচো বাক্যম্। ন ভয়াৎ নাপ্যর্থকারণাদ্বা বক্ষ্যামি। কিং তর্হি? ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম। দৃঢ়মব্যভিচারেণেতি কৃত্বা। ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনম্। তদ্ধি সর্ব্বহিতানাং হিততমম্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতিত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনঃরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা। তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা—মম ত্বমিষ্টোঽসি। ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য। ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ সন্ন্যাস পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের গুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন। তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলস্বরূপ গুহ্যতর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে গুহ্যাতিগুহ্যতম তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয় শরণাগত ভক্ত। এই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই অর্জ্জুনের হিতার্থে গুহ্যতম পরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [ত্বং (তুমি)] মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানশীল) ভব (হও), মাং (আত্মস্বরূপ আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর)। [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে)। অহং (আমি) তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [কেননা, তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেননা, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং তৎ? আহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব মচ্চিত্তো ভব। মদ্ভক্তো ভব মদ্ভজনো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মাং নমস্কুরু নমস্কারমপি মমৈব কুরু। তত্রৈবং বর্ত্তমানো বাসুদেব এব সর্ব্বসমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনো মামেবৈষ্যস্যাগমিষ্যসি। সত্যং তে তব প্রতিজানে। সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোমোতস্মিন্ বস্তুনীত্যর্থঃ। যতঃ প্রিয়োঽসি মে। এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব। মদ্ভক্তো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মামেব নমস্কুরু। এবং বর্ত্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি। অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি। অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং ত্বভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৬৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান্ প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, কংস-শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্ব্বক ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব আমিও সেইরূপ চিন্তা করি। এইজন্য ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর। এই ভক্তিই বা কিরূপে হইবে? অর্জ্জুনের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতাপূর্ব্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর। "মদ্‌যাজী" ও "নমঃ" পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চ্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ভগবানের নাম-রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন, এবং দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ। এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। "মন্মনাঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মে চিত্তবিলয়রূপ গীতার তৃতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞানকাণ্ডীয় জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব, "মদ্ভক্ত" এই পদের দ্বারা ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ, এবং "মদ্‌যাজী" এই পদের দ্বারা ভগবান্ নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম ষট্‌ক বা কর্ম্মযোগ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। ধনাদির অভাবে পূজার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ত্রুটী পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেমন দর্পণাদি উপাধি নিবৃত্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৬৫ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫॥

আমি পুনর্ব্বার সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম কথা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৬৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। ভূয়োঽপি ময়োচ্যমানং শৃণু—সর্ব্বগুহ্যতমমিতি। সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোঽত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যম। উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু। মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচো বাক্যম্। ন ভয়াৎ নাপ্যর্থকারণাদ্বা বক্ষ্যামি। কিং তর্হি? ইষ্টঃ প্রিয়োঽসি মে মম। দৃঢ়মব্যভিচারেণেতি কৃত্বা। ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি। তে তব হিতং পরং জ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনম। তদ্ধি সর্ব্বহিতানাং হিততমম ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্য্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—সর্ব্বগুহ্যতমমিতিত্রিভিঃ। সর্ব্বেভ্যোঽপি গুহ্যেভ্যো গুহ্যতমং মে বচস্তত্র তত্রোক্তমপি ভূয়ঃ পুনঃরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃ পুনঃ কথনে হেতুমাহ—দৃঢ়মত্যন্তং মে মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োঽসীতি মত্বা। তত এব হেতোস্তে হিতং বক্ষ্যামি। যদ্বা—মম ত্বমিষ্টোঽসি। ময়া বক্ষ্যমাণং দৃঢ়ং সর্ব্বপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিত্য। ততস্তে বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। দৃঢ়মতিরিতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৬৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ সন্ন্যাস পর্য্যন্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের গুহ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন। তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মের ফলস্বরূপ গুহ্যতর জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক্ষণে গুহ্যাতিগুহ্যতম তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। অর্জ্জুন তাঁহার প্রিয় শরণাগত ভক্ত। এই জন্য অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা না করিলেও ভক্তবৎসল ভগবান আপনিই অর্জ্জুনের হিতার্থ গুহ্যতম পরামর্শ দানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়বোধিনী। [ত্বং (তুমি)] মন্মনাঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) মদ্‌যাজী (আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানশীল) ভব (হও), মাং (আত্মস্বরূপ আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর); [তাহা হইলে] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে); অহং (আমি) তে (তোমার নিকট) সত্যং প্রতিজানে (সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি) [কেননা, তুমি] মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) অসি (হও) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে অর্জ্জুন!] তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও। আমার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান কর ও আমাকে নমস্কার কর। তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ইহা আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কেননা, তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥ ৬৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং তৎ? আহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব মচ্চিত্তো ভব। মদ্ভক্তো ভব মদ্ভজনো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মাং নমস্কুরু নমস্কারমপি মমৈব কুরু। তত্রৈবং বর্তমানো বাসুদেব এব সর্ব্বসমর্পিতসাধ্যসাধনপ্রয়োজনো মামেবৈষ্যস্যাগমিষ্যসি। সত্যং তে তব প্রতিজানে। সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতস্মিন্ বস্তুনীত্যর্থঃ। যতঃ প্রিয়োঽসি মে। এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তেরবশ্যম্ভাবিমোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্ছরণৈকপরায়ণো ভবেদিতি বাক্যার্থঃ॥ ৬৫॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবাহ—মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব। মচ্চিত্তো ভব। মদ্‌যাজী মদ্‌যজনশীলো ভব। মামেব নমস্কুরু। এবং বর্তমানস্ত্বং মৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন মামেবৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি। অত্র চ সংশয়ং মা কার্ষীঃ। ত্বং হি মে প্রিয়োঽসি। অতঃ সত্যং যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং করোমি॥ ৬৫॥

গীতার্থসন্দীপনী। ব্রহ্মপদ লাভের জন্য ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়, ভগবান্ প্রথমে এই কথা বলিলে পাছে অর্জ্জুন মনে করেন যে, কংস-শিশুপালাদি তো দ্বেষপূর্ব্বক ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়াছিল, অতএব আমিও সেইরূপ চিন্তা করি। এইজন্য ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার ভজনা কর। এই ভক্তিই বা কিরূপে হইবে? অর্জ্জুনের এই শঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি সর্ব্বদা আমার পূজাপরায়ণ হও। পূজার সামগ্রীর অভাব হইলে যদি পূজা পূর্ণ না হয়, অর্জ্জুনের এই শঙ্কা নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, তুমি আমাকে নমস্কার অর্থাৎ অতি নম্রতাপূর্ব্বক শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা আমার আরাধনা কর। "মদ্‌যাজী" ও "নমঃ" পদদ্বয়ে ভগবানের অর্চ্চনা ও বন্দনা উপলক্ষিত হইয়াছে। ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ভগবানের নাম-রূপ স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন ও বন্দন, এবং দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—ভক্তির এই নয় প্রকার লক্ষণ। এই ভক্তিযোগ সহকারে যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, ভগবানের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই ভক্ত অবশ্যই ব্রহ্মপদ লাভ করিবেন। "মন্মনাঃ" এই পদের দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মে চিত্তবিলয়রূপ গীতার তৃতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞানকাণ্ডীয় জীব-ব্রহ্মের অভেদ ভাব, "মদ্ভক্ত" এই পদের দ্বারা ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক বা জ্ঞাননিষ্ঠা লাভোপযোগী উপাসনা কাণ্ড বা ভক্তিযোগ, এবং "মদ্‌যাজী" এই পদের দ্বারা ভগবান্ নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আবশ্যকতা অর্থাৎ গীতার প্রথম ষট্‌ক বা কর্ম্মযোগ সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। ধনাদির অভাবে পূজার কোন প্রকার অঙ্গহানি হইলেও তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিলে সমস্ত ত্রুটী পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যেমন দর্পণাদি উপাধি নিবৃত্ত হইলে প্রতিবিম্ব বিম্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আমার কথিতানুরূপ আরাধনা করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমার অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে॥ ৬৫॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা * সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬॥

অন্বয়বোধিনী। সর্ব্বধর্ম্মান্ (সকলপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ-পূর্ব্বক) একং (কেবলমাত্র) মাং (সর্ব্বাত্মরূপ আমাকে) শরণং (আশ্রয়) ব্রজ (প্রাপ্ত হও), অহং (আমি) ত্বা (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্যঃ (সকল পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (বিমুক্ত করিব), মা শুচঃ (শোক করিও না)॥ ৬৬॥

বঙ্গানুবাদ। তুমি সমুদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না॥ ৬৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বরশরণতামুপসংহৃত্যাথেদানীং কর্ম্মযোগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্দর্শনং সর্ব্ববেদান্তবিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ—সর্ব্বধর্ম্মানিতি। সর্ব্বধর্ম্মান্—সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তান্। ধর্ম্মশব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে। নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ (ক) ইতি। ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ (খ)—ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতৎ। মামেকং সর্ব্বাত্মানং সমং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরমচ্যুতং গর্ভজন্মজরামরণবিবর্জ্জিতম্। অহমেবেত্যেবমেকং শরণং ব্রজ। ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ। অহং ত্বা ত্বামেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন। উক্তং চ—নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা (গী ১০।১১) ইতি। অতো মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। ততোঽপি গুহ্যতমমাহ—সর্ব্বেতি। মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণো ভব। এবং বর্ত্তমানঃ কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ। যতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি॥ ৬৬॥

গীতার্থসন্দীপনী। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মেরই অধিষ্ঠানভূমি একমাত্র ভগবান্। তাই ভগবান্ বলিতেছেন, সকল ধর্ম্মের স্বতন্ত্র সেবা না করিয়া একমাত্র আমাকেই সর্ব্ব ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়া বিদিত হও, এবং আমাকেই পরমতত্ত্ব জানিয়া অনাত্মবিষয়-চিন্তামাত্রকেই চিত্ত হইতে দূর করিয়া দাও, এবং অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় তীব্র প্রেমের আবেশে আমাকেই নিরন্তর চিন্তা কর। "সর্ব্বধর্ম্মান্" পদে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অর্থাৎ সৎ ও অসৎ, সাধারণ ও অসাধারণ (দেহ, ইন্দ্রিয়, মন আদির) সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মই উপলক্ষিত হইয়াছে। সর্ব্ব-ধর্ম্ম-পরিত্যাগ শুনিয়া কেহ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস বলিয়া মনে করিবেন না; কেননা, ভগবান্ তাহা হইলে শরণগ্রহণরূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতেন না।

---

* অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্য ইতি পঠতি শ্রীধরস্বামী।

(ক) কঠোপনিষৎ, ২।২৪। (খ) মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব, ৩২৯।৪০।

ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়াই সমস্ত শাস্ত্রের গুহ্য রহস্য এবং সমস্ত সাধনের চরম ফল। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের সন্ন্যাসধর্ম্মে যে আস্থা বাড়িয়াছিল, ভগবান্ এই শ্লোকে সেই সন্ন্যাসধর্ম্মও পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন, এবং তাঁহার শরণাগতি ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ নহে, তাহাই বুঝাইলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুন বন্ধুবান্ধব-বধজন্য পাপের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাই ভগবান্ বলিলেন যে, তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না, তোমার বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করিব। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি"—(ক)—ধর্ম্মের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়; ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ, তিনি পাপ বিনষ্ট করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "ঈশ্বরের আমি," "ঈশ্বর আমার" ও 'ঈশ্বরই আমি'—এই ত্রিবিধ শরণাগতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম, যথা—

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত ষট্‌পদী।

হে অখিলনাথ! যদিও সমুদ্রে ও তরঙ্গে কিছুমাত্র ভেদ নাই সত্য, তথাপি লোকে সমুদ্রেরই তরঙ্গ বলে, কেহ তরঙ্গের সমুদ্র বলে না। সেইরূপ হে নাথ! তোমাতে ও আমাতে কোন ভেদ না থাকিলেও "আমি তোমারই," কিন্তু 'তুমি আমার', একথা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় শরণাগতি, যথা—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।

হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, তৃতীয়শতক, ৯৭ শ্লোক।*

গোপিকাগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলে পর যখন তিনি একদিন হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করেন, সেই সময় গোপিকাগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছেন, হে কৃষ্ণ! তুমি যে আমাদিগের হাত ছাড়াইয়া বলপূর্ব্বক পলায়ন করিলে, ইহাতে তোমার পৌরুষ কি? আমাদের হৃদয় ছাড়িয়া যদি পলাইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারি। এখানে ভক্ত "ভগবান্ আমার,' এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয় শরণাগতি, যথা—

"সকলমিদমহং চ বাসুদেবঃ পরমপুমান্ পরমেশ্বরঃ স একঃ।

ইতি মতিরচলা ভবত্যনন্তে হৃদয়গতে ব্রজ তান্ বিহায় দূরাৎ॥"বিষ্ণুপুরাণ যমগীতা, ৩।৭।৩২।

"স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ও আমি এবং বাসুদেবস্বরূপ সেই পরমপুরুষ অদ্বিতীয়'—এইরূপ স্থির নিশ্চয় ভাব যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিদ্যমান, হে দূত! ঈদৃশ ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটে তুমি কদাচ গমন করিও না। ঈদৃশ তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিকে তুমি দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইও। (দূতের প্রতি যমের উক্তি)।

(ক) মহানারায়ণোপনিষৎ, ২২।১।

*হস্তমাক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণেদমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥ (এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি)।

তানাং কৈবল্যমাপ্নোতি ইতি চ পুরাণস্মৃতেরনারব্ধফলানাং পুণ্যানাং কর্ম্মণাং ক্ষয়ানুপপত্তেশ্চ। যথা পূর্ব্বোপাত্তানাং দুরিতানামনারব্ধফলানাং সম্ভবস্তথা পুণ্যানামপ্যনারব্ধফলানাং স্যাৎ সম্ভবঃ। তেষাং চ দেহান্তরমকৃত্বা ক্ষয়ানুপপত্তৌ মোক্ষানুপপত্তিঃ। ধর্ম্মাধর্ম্মহেতূনাং চ রাগদ্বেষমোহানামন্যত্রাত্মজ্ঞানাদুচ্ছেদানুপপত্তের্ধর্ম্মাধর্ম্মোচ্ছেদানুপপত্তিঃ। নিত্যানাং চ কর্ম্মণাং পুণ্যলোকফলশ্রুতের্বর্ণা আশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ (ক)—ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ কর্ম্মক্ষয়ানুপপত্তিঃ।

যে ত্বাহুঃ—নিত্যানি কর্ম্মাণি দুঃখরূপত্বাৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মণাং ফলমেব। ন তু তেষাং স্বরূপব্যতিরেকেণান্যৎ ফলমস্তি। অশ্রুতত্বাৎ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানাদিতি।

ন। অপ্রবৃত্তফলানাং কর্ম্মণাং ফলদানাসম্ভবাৎ। দুঃখফলবিশেষানুপপত্তিশ্চ স্যাৎ। যদুক্তং—পূর্ব্বজন্মকৃতদুরিতানাং কর্ম্মণাং ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভুজ্যত ইতি—তদসৎ। ন হি মরণকালে ফলদানায়ানঙ্কুরীভূতস্য কর্ম্মণঃ ফলমন্যকর্ম্মারব্ধে জন্মন্যুপভুজ্যত ইত্যুপপত্তিঃ। অন্যথা স্বর্গফলোপভোগায়াগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মারব্ধে জন্মনি নরকফলোপভোগানুপপত্তির্ন স্যাৎ। তস্য দুরিতদুঃখবিশেষফলত্বানুপপত্তেশ্চ। অনেকেষু হি দুরিতেষু সম্ভবৎসু ভিন্নদুঃখসাধনফলেষু নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রফলেষু কল্প্যমানেষু দ্বন্দ্বরোগাদিবাধানিমিত্তং ন হি শক্যতে কল্পয়িতুং। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতফলং ন শিরসা পাষাণবহনাদিদুঃখমিতি। অপ্রকৃতং চেদমুচ্যতে—নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতকর্ম্মফলমিতি।

কথম্?

অপ্রসূতফলস্য হি পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য নোপপদ্যত ইতি প্রকৃতম্। তত্র প্রসূতফলস্য কর্ম্মণঃ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমাহ ভবান্। ন অপ্রসূতফলস্যেতি। অথ সর্ব্বমেব পূর্ব্বকৃতং দুরিতং প্রসূতফলমেবেতি মন্যতে ভবান্—ততো নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব ফলমিতি বিশেষণমযুক্তম্। নিত্যকর্ম্মবিধানানর্থক্যপ্রসঙ্গশ্চ। উপভোগেনৈব প্রসূতফলস্য দুরিতকর্ম্মণঃ ক্ষয়োপপত্তেঃ। কিঞ্চ শ্রুতস্য নিত্যস্য দুঃখং কর্ম্মণশ্চেৎ ফলং নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসাদেব তদ্দৃশ্যতে। ব্যায়ামাদিবৎ। তদন্যস্যেতি কল্পনানুপপত্তিঃ। জীবনাদিনিমিত্তে চ বিধানান্নিত্যানাং কর্ম্মণাং প্রায়শ্চিত্তবৎ পূর্ব্বকৃতদুরিতফলত্বানুপপত্তিঃ। যস্মিন্ পাপকর্ম্মনিমিত্তে যদ্বিহিতং প্রায়শ্চিত্তং ন তু তস্য পাপস্য তৎ ফলম্। অথ তস্যৈব পাপস্য নিমিত্তস্য প্রায়শ্চিত্তদুঃখং ফলং জীবনাদিনিমিত্তমপি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানায়াসদুঃখং জীবনাদিনিমিত্তস্যৈব তৎ ফলং প্রসজ্যেত। নিত্যপ্রায়শ্চিত্তয়োর্নৈমিত্তিকত্বাবিশেষাৎ।

কিঞ্চান্যৎ—নিত্যস্য কাম্যস্য চাগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখস্য তুল্যত্বান্নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমেব পূর্ব্বকৃতদুরিতস্য ফলম্। ন তু কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখমিতি বিশেষো নাস্তীতি তদপি পূর্ব্বকৃতদুরিতফলং প্রসজ্যেত। তথা চ সতি নিত্যানাং ফলাশ্রবণাত্তদ্বিধানান্যথানুপপত্তেশ্চ নিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং পূর্ব্বকৃতদুরিতফলমিত্যর্থাপত্তিকল্পনা চানুপপন্না। এবংবিধানান্যথানুপপত্তেরনুষ্ঠানায়াসদুঃখব্যতিরিক্তফলত্বানুমানাচ্চ নিত্যানাম্। বিরোধাচ্চ। বিরুদ্ধং চেদমুচ্যতে—নিত্যকর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়-

(ক) আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র, ২।২।২।৩

মানেঽন্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভুজ্যত ইত্যভ্যুপগম্যমানে স এবোপভোগো নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলমিতি নিত্যস্য কর্ম্মণঃ ফলাভাব ইতি চ বিরুদ্ধমুচ্যতে। কিঞ্চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদাবনুষ্ঠীয়মানে নিত্যমপ্যগ্নিহোত্রাদি তন্ত্রেণৈবানুষ্ঠিতং ভবতীতি তদায়াসদুঃখেনৈব কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমুপক্ষীণং স্যাৎ। তত্তন্ত্রত্বাৎ।

অথ কাম্যাগ্নিহোত্রাদিফলমন্যদেব স্বর্গাদি তদনুষ্ঠানায়াসদুঃখমপি ভিন্নং প্রসজ্যেত। ন চ তদস্তি। দৃষ্টবিরোধাৎ। ন হি কাম্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখাৎ কেবলনিত্যানুষ্ঠানায়াসদুঃখং ভিদ্যতে। কিঞ্চান্যদবিহিতমপ্রতিষিদ্ধং চ কর্ম্ম তৎকালফলম্। ন তু শাস্ত্রচোদিতং প্রতিষিদ্ধং বা তৎকালফলম্। ভবেদ্ যদি তদা স্বর্গাদিষ্বপ্যদৃষ্টফলশাসনে চোদ্যমো ন স্যাৎ। অগ্নিহোত্রাদীনামেব কর্ম্মস্বরূপাবিশেষেঽনুষ্ঠানায়াসদুঃখমাত্রেণোপক্ষয়ো নিত্যানাম্। কাম্যানাং চ স্বর্গাদিমহাফলত্বমঙ্গেতিকর্ত্তব্যতাদ্যাধিক্যে ত্বসতি ফলকামিত্বমাত্রেণেতি ন শক্যং কল্পয়িতুম্।

তস্মান্ন নিত্যানাং কর্ম্মণামদৃষ্টফলাভাবঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। অতশ্চাবিদ্যাপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো বিদ্যৈব শুভস্যাশুভস্য বা ক্ষয়কারণমশেষতঃ। ন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানম্। অবিদ্যাকামবীজং হি সর্ব্বমেব কর্ম্ম। তথা চোপপাদিতম্। অবিদ্বদ্বিষয়ং কর্ম্ম বিদ্বদ্বিষয়া চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা। উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ (গী ২।১৯)—বেদাবিনাশিনং নিত্যং (গী ২।২১)—জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেণ যোগিনাম্ (গী ৩।৩)—অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং (গী ৩।২৬)—তত্ত্ববিত্তু ·····গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে (গী ৩।২৮)—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে (গী ৫।১৩)—নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ (গী ৫।৮)—অর্থাদজ্ঞঃ করোমীতি। আরুরুক্ষোঃ কর্ম্ম কারণম্। আরূঢ়স্য যোগস্থস্য শম এব কারণম্। উদারাস্ত্রয়োঽপ্যজ্ঞাঃ। জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—অজ্ঞাঃ কর্ম্মিণো গতাগতং কামকামা লভন্তে—অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং—নিত্যযুক্তা যথোক্তমাত্মানমাকাশকল্পমকল্মষমুপাসতে। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে (গী ১০।১০)। অর্থান্ন কর্ম্মিণোঽজ্ঞা উপযান্তি। ভগবৎকর্ম্মকারিণো যে যুক্ততমা অপি কর্ম্মিণোঽজ্ঞাস্ত উত্তরোত্তরহীনফলত্যাগাবসানসাধনাঃ। অনির্দ্দেশ্যাক্ষরোপাসকাস্ত্বদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম (গী ১২।১৩) ইত্যধ্যায়পরিসমাপ্ত্যুক্তসাধনাঃ ক্ষেত্রাধ্যায়াদ্যধ্যায়ত্রয়োক্তজ্ঞানসাধনাশ্চ। অধিষ্ঠানাদিপঞ্চহেতুকসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনামাত্মৈকত্বাকর্তৃত্বজ্ঞানবতাং পরস্যাং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং বর্ত্তমানানাংভগবত্তত্ত্ববিদামনিষ্টাদি-কর্ম্মফলত্রয়ং পরমহংসপরিব্রাজকানামেব লব্ধভগবৎস্বরূপাত্মৈকত্বশরণানাং ন ভবতি। ভবত্যেবান্যেষামজ্ঞানাং কর্ম্মিণামসংন্যাসিনাম্- ইত্যেষ গীতাশাস্ত্রোক্তস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যার্থস্য বিভাগঃ।

অবিদ্যাপূর্ব্বকত্বং সর্ব্বস্য কর্ম্মণোঽসিদ্ধমিতি চেৎ?

ন। ব্রহ্মহত্যাদিবৎ। যদ্যপি শাস্ত্রাবগতং নিত্যং কর্ম্ম তথাপ্যবিদ্যাবত এব ভবতি।

যথা প্রতিষেধশাস্ত্রাবগতমপি ব্রহ্মহত্যাদিলক্ষণং কর্ম্মানর্থকারণমবিদ্যাকামাদিদোষবতো ভবতি—অন্যথা প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ—তথা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যান্যপীতি।

দেহব্যতিরিক্তাত্মনাস্ত্যাতে প্রবৃত্তির্নিত্যাদিকর্ম্মস্বনুপপন্নেতি চেৎ ?

ন। চলনাত্মকস্য কর্ম্মণোঽনাত্মকর্ত্তৃকস্যাহং করোমীতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ।

দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো গৌণঃ। ন মিথ্যেতি চেৎ ?

ন। তৎকার্য্যেষ্বপি গৌণত্বোপপত্তেঃ। আত্মীয়ে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো গৌণঃ। যথাত্মীয়ে পুত্রে—আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি (ক) ইতি। লোকে চাপি—মম প্রাণ এবায়ং গৌরিতি। তদ্বৎ। নৈবায়ং মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়স্তু স্থাণুপুরুষয়োরগৃহ্যমাণবিশেষয়োঃ। ন গৌণপ্রত্যয়স্য মুখ্যকার্য্যার্থত্বমধিকরণস্তুত্যর্থত্বাল্লুপ্তোপমাশব্দেন। যথা সিংহো দেবদত্তোঽগ্নির্ম্মাণবক ইতি সিংহ ইবাগ্নিরিব ক্রৌর্য্যপৈঙ্গল্যাদিসামান্যবত্ত্বাদ্দেবদত্তমাণবকাধিকরণস্তুত্যর্থমেব। ন তু সিংহকার্য্যমগ্নিকার্য্যং বা গৌণশব্দপ্রত্যয়নিমিত্তং কিঞ্চিৎ সাধ্যতে। মিথ্যাপ্রত্যয়কার্য্যং ত্বনর্থমনুভবতি। গৌণপ্রত্যয়বিষয়ং চ জানাতি নৈষ সিংহো দেবদত্তঃ স্যাৎ। নায়মগ্নির্ম্মাণবক ইতি। তথা গৌণেন দেহাদিসংঘাতেনাত্মনা কৃতং কর্ম্ম ন মুখ্যেনাহংপ্রত্যয়বিষয়েণাত্মনা কৃতং স্যাৎ। ন হি গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং কর্ম্ম মুখ্যসিংহাগ্নিভ্যাং কৃতং স্যাৎ। ন চ ক্রৌর্য্যেণ পৈঙ্গল্যেন বা মুখ্যসিংহাগ্ন্যোঃ কার্য্যং কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে। স্তুত্যর্থেনোপক্ষীণত্বাৎ। স্তূয়মানৌ চ জানীতো নাহং সিংহো নাহমগ্নিরিতি। ন সিংহস্য কর্ম্ম মমাগ্নেশ্চেতি। তথা ন সংঘাতস্য কর্ম্ম মম মুখ্যস্যাত্মন ইতি প্রত্যয়ো যুক্ততরঃ স্যাৎ। ন পুনরহং কর্ত্তা মম কর্ম্মেতি।

যচ্চাহুঃ—আত্মীয়ৈঃ স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নৈঃ কর্ম্মহেতুভিরাত্মা করোতীতি।

ন। তেষাং মিথ্যাপ্রত্যয়পূর্ব্বকত্বাৎ। মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তেষ্টানিষ্টানুভূতক্রিয়াফলজনিতসংস্কারপূর্ব্বকা হি স্মৃতীচ্ছাপ্রযত্নাদয়ঃ। যথাঽস্মিন্ জন্মনি দেহাদিসংঘাতাভিমানরাগদ্বেষাদিকৃতৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ তৎফলানুভবশ্চ তথাঽতীতেঽতীততরেঽপি জন্মনীত্যনাদিরবিদ্যাকৃতঃ সংসারোঽতীতোঽনাগতশ্চানুমেয়ঃ। ততশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়ামাত্যন্তিকঃ সংসারোপরম ইতি সিদ্ধম্।

অবিদ্যাত্মকত্বাচ্চ দেহাভিমানস্য তন্নিবৃত্তৌ দেহানুপপত্তেঃ সংসারানুপপত্তিঃ। দেহাদিসংঘাত আত্মাভিমানোঽবিদ্যাত্মকঃ। ন হি লোকে গবাদিভ্যোঽন্যোঽহং মত্তশ্চান্যে গবাদয় ইতি জানংস্তেষ্বহমিতিপ্রত্যয়ং মন্যতে কশ্চিৎ। অজানংস্তু স্থাণৌ পুরুষবিজ্ঞানবদবিবেকতো দেহাদিসংঘাতে কুর্য্যাদহমিতিপ্রত্যয়ং ন বিবেকতো জানন্। যস্তু—আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি (ক) ইতি পুত্রেঽহংপ্রত্যয়ঃ স তু জন্যজনকসম্বন্ধনিমিত্তো গৌণঃ। গৌণেন চাত্মনা ভোজনাদিবৎ পরমার্থকার্য্যং ন শক্যতে কর্ত্তুং গৌণসিংহাগ্নিভ্যাং মুখ্যসিংহাগ্নিকার্য্যবৎ।

অদৃষ্টবিষয়চোদনাপ্রামাণ্যাদাত্মকর্ত্তব্যং গৌণৈর্দেহেন্দ্রিয়াত্মভিঃ ক্রিয়ত ইতি চেৎ ?

ন। অবিদ্যাকৃতাত্মকত্বাৎ তেষাম্। ন গৌণা আত্মানো দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ।

কথং তর্হি মিথ্যাপ্রত্যয়েনৈবাসঙ্গস্যাত্মনঃ সঙ্ঘাত্যাত্মমাপদ্যতে ? তদ্ভাবে ভাবাৎ। তদভাবে চাভাবাৎ। অবিবেকিনাং হ্যজ্ঞানকালে বালানাং দৃশ্যতে দীর্ঘোঽহং গৌরোঽহমিতি

(ক) কৌষীতক্যুপনিষৎ, ২।১১, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ২।১১।

দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ঃ। ন তু বিবেকিনামন্যোঽহং দেহাদিসংঘাতাদিতি জানবতাং তৎকালে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো ভবতি। তস্মান্মিথ্যাপ্রত্যয়াভাবেঽভাবাৎ তৎকৃত এব। ন গৌণঃ। পৃথগ্‌গৃহ্যমাণবিশেষসামান্যয়োর্হি সিংহদেবদত্তয়োরগ্নিমাণবকয়োর্বা গৌণঃ প্রত্যয়ঃ শব্দপ্রয়োগো বা স্যাৎ। নাগৃহ্যমাণসামান্যবিশেষয়োঃ ॥।

যত্তুক্তং শ্রুতিপ্রামাণ্যাদিতি—তন্ন। তৎপ্রামাণ্যস্যাদৃষ্টবিষয়ত্বাৎ। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানুপলব্ধে হি বিষয়েঽগ্নিহোত্রাদিসাধ্যসাধনসম্বন্ধে শ্রুতেঃ প্রামাণ্যম্। ন প্রত্যক্ষাদিবিষয়ে। অদৃষ্টদর্শনার্থত্বাৎ প্রামাণ্যস্য। তস্মান্ন দৃষ্টমিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তস্যাহংপ্রত্যয়স্য দেহাদিসংঘাতে গৌণত্বং কল্পয়িতুং শক্যম্। ন হি শ্রুতিশতমপি শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি ব্রুবৎ প্রামাণ্যমুপৈতি।

যদি ব্রূয়াৎ শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেতি—তথাপ্যর্থান্তরং শ্রুতের্বিবক্ষিতং কল্প্যম্ প্রামাণ্যান্যথাঽনুপপত্তেঃ। ন তু প্রমাণান্তরবিরুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধং বা।

কর্ম্মণো মিথ্যাপ্রত্যয়বৎকর্ত্তৃকত্বাৎ কর্ত্তুরভাবে শ্রুতেরপ্রামাণ্যমিতি চেৎ?

ন। ব্রহ্মবিদ্যায়ামর্থবত্ত্বোপপত্তেঃ॥

কর্ম্মবিধিশ্রুতিবদ্‌ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ?

ন। বাধকপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ। যথা ব্রহ্মবিদ্যাবিধিশ্রুত্যাত্মন্যবগতে দেহাদিসংঘাতেঽহংপ্রত্যয়ো বাধ্যতে—তথাত্মন্যেবাত্মাবগতির্ন কদাচিৎ কেনচিৎ কথঞ্চিদপি বাধিতুং শক্যা। ফলাব্যতিরেকাদবগতেঃ। যথাঽগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি। ন চ কর্ম্মবিধিশ্রুতেরপ্রামাণ্যম্। পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রবৃত্তিনিরোধেনোত্তরোত্তরাপূর্ব্বপ্রবৃত্তিজননস্য প্রত্যগাত্মাভিমুখ্যপ্রবৃত্ত্যুৎপাদনার্থত্বাৎ। মিথ্যাত্বেঽপ্যুপায়স্যোপেয়সত্যতয়া সত্যত্বমেব স্যাৎ। যথাঽর্থবাদানাং বিধিশেষাণাম্। লোকেঽপি বালোন্মত্তাদীনাং পয়আদৌ পায়য়িতব্যে চূড়াবর্দ্ধনাদিবচনম্। প্রকারান্তরস্থানাং চ সাক্ষাদেব প্রামাণ্যসিদ্ধিঃ। প্রাগাত্মজ্ঞানাদ্দেহাভিমাননিমিত্তপ্রত্যক্ষাদিপ্রামাণ্যবৎ।

যত্তু মন্যসে—স্বয়মব্যাপ্রিয়মাণোঽপ্যাত্মা সন্নিধিমাত্রেণ করোতি তদেব চ মুখ্যং কর্ত্তৃত্বমাত্মনঃ। যথা রাজা যুধ্যমানেষু যোধেষু যুধ্যত ইতি প্রসিদ্ধং স্বয়মযুধ্যমানোঽপি সন্নিধানাদেব। জিতঃ পরাজিতশ্চেতি। তথা সেনাপতির্বাচৈব করোতি। ক্রিয়াফলসম্বন্ধশ্চ রাজ্ঞঃ সেনাপতেশ্চ দৃষ্টঃ। যথা চ ঋত্বিক্কর্ম্ম যজমানস্য তথা দেহাদীনাং কর্ম্মাত্মকৃতং স্যাৎ। তৎফলস্যাত্মগামিত্বাৎ। যথা বা ভ্রামকস্য লোহভ্রাময়িতৃত্বাদব্যাপৃতস্যৈব মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বং তথা চাত্মন ইতি।

তদসৎ। অকুর্বতঃ কারকত্বপ্রসঙ্গাৎ।

কারকমনেকপ্রকারমিতি চেৎ?

ন। রাজপ্রভৃতীনাং মুখ্যস্যাপি কর্ত্তৃত্বস্য দর্শনাৎ। রাজা তাবৎ স্বব্যাপারেণাপি যুধ্যতে। যোধানাং যোধয়িতৃত্বেন ধনদানেন চ মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বম্। তথা জয়পরাজয়ফলোপভোগে। তথা যজমানস্যাপি প্রধানত্যাগে দক্ষিণাদানে চ মুখ্যমেব কর্ত্তৃত্বম্। তস্মাদব্যাপৃতস্য কর্ত্তৃত্বোপচারো যঃ স গৌণ ইত্যবগম্যতে। যদি মুখ্যং কর্ত্তৃত্বং স্বব্যাপারলক্ষণং নোপলভ্যতে রাজযজমানাদীনাং

তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত। যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন। ন তথা রাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে। তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং গৌণমেব। তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোঽপি গৌণ এব স্যাৎ। ন গৌণেন মুখ্যং কার্য্যং নির্বর্ত্ত্যতে।

তস্মাদসদেবৈতদ্গীয়তে—দেহাদীনাং ব্যাপারেণাব্যাপৃত আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি। ভ্রান্তিনিমিত্তং তু সর্ব্বমুপপদ্যতে। যথা স্বপ্নে। মায়ায়াং চৈবম্। ন চ দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়ভ্রান্তিসন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থ উপলভ্যতে। তস্মাদ্ ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ। ন তু পরমার্থ ইতি সম্যগ্দর্শনাদত্যন্তমেবোপরম ইতি সিদ্ধম্।

সর্ব্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্তে ইহ শাস্ত্রার্থদার্ঢ্যায় সংক্ষেপত উপসংহারং কৃত্বাঽথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাহ—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে। অতপস্কায় তপোরহিতায়। ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। তপস্বিনেঽপ্যভক্তায় গুরুদেবভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যম্। ভক্তস্তপস্ব্যপি সন্নশুশ্রূষুর্যো ভবতি তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যঃ মত্বাঽভ্যসূয়-ত্যাত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেন মমেশ্বরত্বমজানন্ন সহতে। অসাবপ্যযোগ্যঃ। তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে। তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্ব্বিকল্পদর্শনাচ্ছুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্। শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্। ভগবত্যসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যম্। গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যম্। ইত্যেষ শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিঃ॥ ৬৭॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়াঽতপস্কায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানরহিতায় ন বাচ্যম্। ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যম্। ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্। মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যম্॥ ৬৭॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমাত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অর্জ্জুনের জন্মমরণরূপ ব্যাধির শান্তির জন্য যে পরমোপাদেয় গুহ্যরহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অনধিকারীকে উপদেশ করিতে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই গীতাশ্রবণে অধিকারী। আবার কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই হইবে না, অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরু ও ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুশুশ্রূষায় ও শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠা থাকা চাই, বিশেষতঃ তাঁহার যেন কোন প্রকারেই ভগবান্ বাসুদেবে কিছুমাত্র দ্বেষবুদ্ধি না থাকে। কেননা, তপস্যা ব্যতীত গীতার উপদেশ ধারণ করিবার শক্তি জন্মে না, ভক্তি ব্যতীত গীতোপদেশ গ্রহণ, শ্রবণ ও মননে প্রবৃত্তি হয় না, গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার প্রকৃত মর্ম্মার্থ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং ঈশ্বরে অসূয়াত্যাগ না করিলে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা শ্রুতিনিষিদ্ধ। যথা—

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮॥

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়কায়ানৃজবে শঠায় মা মা ব্রূয়াদ্বীর্যবতী তথা স্যাম্॥" (ক)
"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (খ)

অনধিকারী পুরুষের নিকট নানা দুঃখ পাইবার আশঙ্কায় বেদবিদ্যা এক সময়ে বিদ্যোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া বলিয়াছিলেন যে, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমাকে গুপ্ত রাখিও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ভোগ ও মুক্তি উভয়ই দান করিব। আর যদি লোকের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া লোকের নিকট আমাকে গুপ্ত রাখিতে নাই পার, তাহা হইলে যাহারা গুণের স্থানে *দোষারোপরূপ অসূয়াযুক্ত, আর্জবরহিত, মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করিতে অসমর্থ* এবং গুরুসেবা ও গুরুভক্তি বর্জ্জিত তাহাদিগকে কদাপি উপদেশ করিও না। ধন বা সম্মানের লোভে যদি অপাত্রে আমার উপদেশ কর, তবে আমি বন্ধ্যা নারীর ন্যায় কোন ফল দান করিব না। বস্তুতঃ অনধিকারে শাস্ত্রপাঠ করিলে পণ্ডশ্রম হয় মাত্র। অথবা মলিন বুদ্ধিতে শাস্ত্রার্থ বিপরীত বা অযথাভাবে গৃহীত হওয়ায় পাঠককে দুঃখভাগী এবং শাস্ত্রের প্রকৃত রসলাভে বঞ্চিত হইতে হয়॥ ৬৭॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ (যে ব্যক্তি) ইমং (এই) পরমং গুহ্যং (পরমগুহ্য শাস্ত্র) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তগণের মধ্যে) অভিধাস্যতি (ব্যাখ্যা করিবেন) সঃ (তিনি) ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরা ভক্তি) কৃত্বা (করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) অসংশয়ঃ (তাহাতে সন্দেহ নাই)॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি আমাতে পরম ভক্তিযুক্ত হইয়া আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্যশাস্ত্র ব্যাখ্যান করিবেন, তিনি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন, *তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৬৮॥*

শাঙ্করভাষ্যম্। সম্প্রদায়স্য কর্তুঃ ফলমিদানীমাহ—য ইতি। য ইমং যথোক্তং পরমং নিঃশ্রেয়সার্থং কেশবার্জুনয়োঃ সংবাদরূপং গ্রন্থং গুহ্যং গোপ্যং মদ্ভক্তেষু ময়ি ভক্তিমৎস্বভিধাস্যতি বক্ষ্যতি। গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ। যথা ত্বয়ি ময়া। ভক্তেঃ পুনর্গ্রহণাদ্ভক্তিমাত্রেণ কেবলেন শাস্ত্রসম্প্রদানে পাত্রং ভবতীতি গম্যতে। কথমভিধাস্যতীতি? উচ্যতে—ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা। ভগবতঃ পরমগুরোরচ্যুতস্য শুশ্রূষা ময়া ক্রিয়তে ইত্যেবং কৃত্বেত্যর্থঃ। তস্যেদং ফলং মামেবৈষ্যতি মুচ্যত এব। অত্র সংশয়ো ন কর্তব্যঃ॥ ৬৮॥

(ক) মুক্তিকোপনিষৎ, ২।৫৩। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬।২৩।

তদা সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং মুখ্যং পরিকল্প্যেত। যথা ভ্রামকস্য লোহভ্রামণেন। ন তথা বাজযজমানাদীনাং স্বব্যাপারো নোপলভ্যতে। তস্মাৎ সন্নিধিমাত্রেণাপি কর্তৃত্বং গৌণমেব। তথা চ সতি তৎফলসম্বন্ধোঽপি গৌণ এব স্যাৎ। ন গৌণেন মুখ্যং কার্যং নির্বর্ত্যতে।

তস্মাদসদেবৈতদ্গীয়তে—দেহাদীনাং ব্যাপারেণাব্যাপৃত আত্মা কর্তা ভোক্তা চ স্যাদিতি। ভ্রান্তিনিমিত্তং তু সর্বমুপপদ্যতে। যথা স্বপ্নে। মায়ায়াং চৈবম্। ন চ দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়ভ্রান্তি-সন্তানবিচ্ছেদেষু সুষুপ্তিসমাধ্যাদিষু কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যনর্থ উপলভ্যতে। তস্মাদ্ ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্ত এবায়ং সংসারভ্রমঃ। ন তু পরমার্থ ইতি সম্যগ্দর্শনাদত্যন্তমেবোপরম ইতি সিদ্ধম্।

সর্বং গীতাশাস্ত্রার্থমুপসংহৃত্যাস্মিন্নধ্যায়ে বিশেষতশ্চান্ত ইহ শাস্ত্রার্থদার্ঢ্যায় সংক্ষেপত উপসংহারং কৃত্বাঽথেদানীং শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিমাহ—ইদমিতি। ইদং শাস্ত্রং তে তব হিতায় ময়োক্তং সংসারবিচ্ছিত্তয়ে। অতপস্কায় তপোরহিতায়। ন বাচ্যমিতি ব্যবহিতেন সম্বধ্যতে। তপস্বিনেঽপ্য-ভক্তায় গুরুদেবভক্তিরহিতায় কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ন বাচ্যম্। ভক্তস্তপস্ব্যপি সন্নশুশ্রূষুর্যো ভবতি তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ন চ যো মাং বাসুদেবং প্রাকৃতং মনুষ্যং মত্বাঽভ্যসূয়-ত্যাত্মপ্রশংসাদিদোষাধ্যারোপণেন নমেশ্বরত্বমজানন্ন সহতে। অসাবপ্যযোগ্যঃ। তস্মা অপি ন বাচ্যম্। ভগবত্যনসূয়াযুক্তায় তপস্বিনে ভক্তায় শুশ্রূষবে বাচ্যং শাস্ত্রমিতি সামর্থ্যাদ্গম্যতে। তত্র মেধাবিনে তপস্বিনে বেত্যনয়োর্বিকল্পদর্শনাচ্ছুশ্রূষাভক্তিযুক্তায় তপস্বিনে তদ্যুক্তায় মেধাবিনে বা বাচ্যম্। শুশ্রূষাভক্তিবিযুক্তায় ন তপস্বিনে নাপি মেধাবিনে বাচ্যম্। ভগবত্যসূয়াযুক্তায় সমস্তগুণবতেঽপি ন বাচ্যম্। গুরুশুশ্রূষাভক্তিমতে চ বাচ্যম্। ইত্যেষ শাস্ত্রসম্প্রদায়বিধিঃ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্তনে নিয়মমাহ—ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ত্বয়াঽতপস্কায় স্বধর্মানুষ্ঠানরহিতায় ন বাচ্যম্। ন চাভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি বাচ্যম্। ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্যামকুর্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্। মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি তস্মৈ চ ন বাচ্যম্ ॥ ৬৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। পরমাত্মস্বরূপ সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর অর্জুনের জন্মমরণরূপ ব্যাধির শান্তির জন্য যে পরমোপাদেয় গুহ্যরহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা অনধিকারীকে উপদেশ করিতে নিষেধ করিলেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমপূর্বক তপস্যা করিয়াছেন, তাঁহারাই গীতাশ্রবণে অধিকারী; আবার কেবল জিতেন্দ্রিয় হইলেই হইবে না, অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেষ্টা গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুরুশুশ্রূষায় ও শাস্ত্রব্যাখ্যা নিষ্ঠা থাকা চাই। বিশেষতঃ তাঁহার যেন কোন প্রকারেই ভগবান্ বাসুদেবে বিন্দুমাত্র দ্বেষবুদ্ধি না থাকে। কেননা, তপস্যা ব্যতীত গীতার উপদেশ ধারণ করিবার শক্তি জন্মে না, ভক্তি ব্যতীত গীতোপদেশ গ্রহণ, শ্রবণ ও মনন প্রবৃত্তি হয় না, গুরুশুশ্রূষা ব্যতীত গীতার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং ঈশ্বরে অসূয়াত্যাগ না করিলে গীতার সারতত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ উপলব্ধি হয় না। অনধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করা শ্রুতিনিষিদ্ধ। যথা—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। যে বিদ্যাবান্ ভক্ত পুরুষ মনুষ্যলোকে ভগবানের গুহ্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য গীতার প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহার ন্যায় ভগবানের প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই, এবং পূর্ব্বে কেহ হয়ও নাই, পরে কেহ হইবেও না, এবং তাঁহারও এই পৃথিবী মধ্যে ভগবান্ ব্যতীত আর কোন প্রিয় বস্তু নাই ॥

অন্বয়বোধিনী। যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মযুক্ত) সংবাদম্ (বৃত্তান্ত) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) তেন (তৎকর্ত্তৃক) অহং (পরমাত্মরূপ আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা) ইষ্টঃ (পূজিত) স্যাম্ (হইব), ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (অভিপ্রায়) ॥ ৭০ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি আমাদিগের এই ধর্ম্মার্থসংবাদরূপ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহার জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমাকেই নিশ্চয় পূজা করা হইবে, ইহাই আমার অভিপ্রেত ॥ ৭০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যোঽপি—অধ্যেষ্যত ইতি। অধ্যেষ্যতে চ পঠিষ্যতি য ইমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদরূপং গ্রন্থমাবয়োস্তেনেদং কৃতং স্যাৎ। জ্ঞানযজ্ঞেন—বিধিজপোপাংশুমানসানাং যজ্ঞানাং জ্ঞানযজ্ঞো মানসত্বাদ্বিশিষ্টতম ইতি। অতস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন গীতাশাস্ত্রস্যাধ্যয়নং স্তূয়তে। ফলবিধিরেব বা। দেবতাদিবিষয়জ্ঞানযজ্ঞফলতুল্যমস্য ফলং ভবতীতি। তেনাধ্যয়নেনাহমিষ্টঃ পূজিতঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মম মতির্নিশ্চয়ঃ ॥ ৭০ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। পঠতঃ ফলমাহ—অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ কৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপরূপেণ পঠিষ্যতি তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেনাহমিষ্টঃ স্যাং ভবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি তথাঽপি মম তচ্ছৃণ্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াঽপি যদা কশ্চিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্নাতি তদাঽসৌ মামেবায়মাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি তথাঽহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্। যথাঽজামিলক্ষত্রবন্ধুপ্রমুখাণাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি তথৈব তস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতাব্যাখ্যার ফল কীর্ত্তন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতাপাঠের ফল কহিতেছেন। অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদরূপ গীতা পাঠ করা মহাজ্ঞানযজ্ঞস্বরূপ। চতুর্থ অধ্যায়ের দ্রব্যযজ্ঞাদি সকল যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞের মহিমা অধিক রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গীতার পাঠক সেই জ্ঞানযজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকেন। কেননা, কেহ যদৃচ্ছাক্রমে অন্যে

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। এতৈর্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি। ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতাশাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রেরই কথা মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই জন্য ইহা পরম গুহ্য। ভক্তিমান ব্যতীত কাহারও গীতা বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। ভক্তি জন্মিলেই ব্রহ্মপদ লাভ হয়। এই জন্যই ভগবান্ বলিলেন যে, ভক্ত হইয়া গীতাশাস্ত্র ভক্তকেই শুনাইবে। ব্যাখ্যাতার বিশেষ ভক্তিযুক্ত হওয়া চাই, শ্রোতাকেও ভক্তিযুক্ত হইতে হইবে। ভক্তিযুক্ত ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তের নিকট এই গুহ্যতত্ত্বময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিবেন। কেননা, তাঁহার পক্ষে গীতা-ব্যাখ্যা ব্রহ্মানন্দোপভোগের প্রশস্ত ক্ষেত্রস্বরূপ।

কেহ কেহ "য ইমং পরমং গুহ্যং" শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যদি ভগবদ্ভক্তিবিহীন পুরুষও নিজ সম্মান ও পূজার জন্য আমার ভক্তগণের নিকট এই পরম গুহ্য রহস্যপূর্ণ গীতা ব্যাখ্যা করে, তবে সে ব্যক্তিও সেই পুণ্যপ্রভাবে আমার উপাসনারূপ পরম ভক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে আমাকে প্রাপ্ত হইবে; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়বোধিনী। মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণ মধ্যে) তস্মাৎ চ (গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অতিপ্রিয়কারী) ন (নাই)। তস্মাৎ (তাঁহা হইতে) অন্যঃ (অন্য কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরঃ চ প্রিয়তর ও) ভুবি (পৃথিবীতে) ন ভবিতা (হইবে না) ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। মনুষ্যলোক মধ্যে গীতাশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতার ন্যায় আমার অতি প্রিয়কারী আর কেহই নাই, এবং আমারও তিনি ব্যতীত পৃথিবী মধ্যে আর কেহ প্রিয়তরও হইবে না ॥ ৬৯ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিঞ্চ—নেতি। ন চ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্প্রদায়কৃতো মনুষ্যেষু মনুষ্যাণাং মধ্যে কশ্চিন্মে মম প্রিয়কৃত্তমোঽতিশয়েন প্রিয়কৃৎ। অতোঽন্যঃ প্রিয়কৃত্তমঃ নাস্ত্যেবেত্যর্থো বর্ত্তমানেষু। ন চ ভবিতা ভবিষ্যত্যপি কালে। তস্মাদ্দ্বিতীয়োঽন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি লোকেঽস্মিন্ ন ভবিতা ॥৬৯॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—নেতি। তস্মাদ্মদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি। ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি নাবস্থাতি। ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসংমোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

"বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥"

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা যেমন সকলকেই পবিত্র করেন, বাসুদেবের প্রসঙ্গও সেইরূপ প্রশ্নকর্তা, বক্তা ও শ্রোতা এই তিনজনকেই পবিত্র করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

অন্বয়বোধিনী। পার্থ (হে পার্থ!) ত্বয়া (ত্বৎকর্তৃক) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতং (শ্রুত হইল) কচ্চিৎ (কি)? ধনঞ্জয় (হে ধনঞ্জয়!) তে (তোমার) অজ্ঞানসংমোহঃ (অজ্ঞানকৃত মোহজাল) কচ্চিৎ (কি) প্রনষ্টঃ (বিনষ্ট হইল)? ॥ ৭২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে পার্থ! এই গীতাশাস্ত্র তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিলে কি? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত মোহজাল কি বিনষ্ট হইল? ॥ ৭২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। শিষ্যস্য শাস্ত্রার্থগ্রহণাগ্রহণবিবেকবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি। তদগ্রহণে জ্ঞাতে পুনর্গ্রাহয়িষ্যাম্যুপায়ান্তরেণাপীতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ। যত্নান্তরং চাস্থায় শিষ্যঃ কৃতার্থঃ কর্ত্তব্য ইত্যাচার্য্যধর্ম্মঃ প্রদর্শিতো ভবতি। কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিমেতন্ময়োক্তং শ্রুতং শ্রবণেনাবধারিতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা চিত্তেন? কিং বা প্রমাদিতম্? কচ্চিদজ্ঞানসংমোহোঽজ্ঞাননিমিত্তঃ সংমোহো বিচিত্তভাবোঽবিবেকঃ স্বাভাবিকঃ কিং প্রনষ্টঃ। যদর্থোঽয়ং শাস্ত্রশ্রবণায়াসস্তব মম চোপদেষ্টুরায়াসঃ প্রবৃত্তঃ। তে তব ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। সম্যগ্বোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থে। অজ্ঞানসংমোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭২ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। ভগবান্ দেখিলেন, অর্জ্জুনের সংশয়পাশ ছেদন করিবার জন্য তিনি যতক্ষণ গুহ্যরহস্যময়ী গীতা ব্যাখ্যা করিলেন, অর্জ্জুনও ততক্ষণ করযোড়ে ভগবানের শরণাগত ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই শ্রবণ করিলেন। এই গীতারূপ মার্ত্তণ্ডতেজে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদূরিত হইয়া যায়। অর্জ্জুনেরও অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তি রাশির সম্পূর্ণ শান্তি হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়াও অর্জ্জুনের মুখে অর্জ্জুনের কৃতকৃত্যতা শুনিবার জন্য, এবং গীতাশ্রবণে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহাই জগৎকে প্রত্যক্ষতঃ বুঝাইবার জন্য সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গীতা শ্রবণে তোমার অজ্ঞানজ মোহ দূর হইল কি না? ॥ ৭২ ॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥ ৭১ ॥

কাহারও নামোচ্চারণ পূর্ব্বক ডাকিলে যেমন সেই ডাক শুনিবামাত্রই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়, সেইরূপ অর্থ বুঝিয়াই হউক, বা না বুঝিয়াই হউক, কেহ গীতা পাঠ করিবামাত্রই ভগবান্ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়েন, এবং নিজোচিত কৃপাগুণে তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধিরূপ আশীর্ব্বাদ দান করেন। সতরাং জ্ঞানযজ্ঞের মহাফলস্বরূপ ব্রহ্মপদলাভ তাঁহার অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়ে ॥ ৭০ ॥

অন্বয়বোধিনী। শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ (যে) নরঃ (ব্যক্তি) শৃণুয়াৎ অপি (কেবল মাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপি (তিনিও) মুক্তঃ (পাপবিমুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যাত্মগণের) শুভান্ লোকান্ (শুভ লোক) প্রাপ্নুয়াৎ (লাভ করিয়া থাকেন) ॥ ৭১ ॥

বঙ্গানুবাদ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া এই গীতাশাস্ত্র কেবল মাত্র শ্রবণ করেন, তিনিও সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া পুণ্যাত্মগণের ভোগ্য শুভলোক লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথ শ্রোতুরিদং ফলং—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবাঞ্ছ্রদ্দধানঃ। অনসূয়শ্চাসূয়াবর্জ্জিতঃ সন্নিমং শৃণুয়াদপি যো নরঃ। অপিশব্দাৎ কিমুতার্থজ্ঞানবান্। সোঽপি পাপান্মুক্তঃ শুভান্ প্রশস্তাল্লোঁকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণামগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবতাম্ ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপিফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি। শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়ং মুচ্চৈর্জপতি—অবদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—অনসূয়শ্চ। অসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নশ্বমেধাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতার ব্যাখ্যা ও পাঠের ফল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবান্ এক্ষণে গীতা শ্রবণের ফল কহিতেছেন। যখন কোন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে গীতা পাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় যদি কোন ব্যক্তি অসূয়া পরিহারপূর্ব্বক আস্তিক্যবুদ্ধিতে গীতাপাঠকের ও পাঠের দোষ গুণ বিচার না করিয়া শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে উহা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্পাপ হয়েন, এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞকারী পুণ্যাত্মগণ যে দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনিও সেই লোক লাভ করেন। "শৃণুয়াদপি" "সোঽপি" ইত্যাদি বচনের 'অপি' শব্দদ্বারা ইহাই উপলক্ষিত হইয়াছে যে, শ্রোতা গীতার অর্থ না বুঝিতে পারিলেও কেবল গীতোক্ত শব্দমাত্র শ্রবণেই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইবেন, এবং অর্থবোধপূর্ব্বক গীতাশ্রবণ করিলে যে উত্তম লোকে গতি হইবেই হইবে তাহা বলা বাহুল্য

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥ ৭৪ ॥

করিবেন না। "গতসন্দেহ" পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, অর্জ্জুনের দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আর আত্মবুদ্ধিরূপ সংশয় রহিল না, এক্ষণে অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, বন্ধুবধাদি যুদ্ধের অনিবার্য্য ঘটনাগুলি তাঁহার স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের আর প্রতিকূল থাকিতে পারিল না। কেননা, তিনি দেখিলেন যে, বন্ধুবধাদি তাঁহার লক্ষ্য নহে, তাঁহার লক্ষ্য নিজের প্রতিজ্ঞানুরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালন। এই স্বধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য তিনি কোন প্রকারেই দোষগ্রস্ত হইবেন না ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়) উবাচ (কহিলেন)। অহম্ (আমি) ইতি (এইরূপে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জ্জুনের ইমং (এই) রোমহর্ষণং (রোমহর্ষণকর) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্যকর) সংবাদম্ (কথোপকথন) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। সঞ্জয় কহিলেন, [হে মহারাজ!] মহানুভব বাসুদেব ও অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত রোমহর্ষণকর সংবাদ আমি পূর্ব্বকথিতানুরূপ শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। পরিসমাপ্তঃ শাস্ত্রার্থঃ। অথেদানীং কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনার্থং সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। ইত্যেবমহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ সংবাদমিমং যথোক্তমশ্রৌষং শ্রুতবানস্মি। অদ্ভুতমত্যন্তবিস্ময়করম্। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরম্ ॥ ৭৪ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তদেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং কথয়িত্বা প্রস্তুতাং কথামনুসন্ধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৪ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কথা বলিতে বলিতে এই কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ ব্যাখ্যা করিলেন, এবং তৎপরে অন্যান্য ঘটনা বলিলেন। তাহারই উদ্যোগ কালে ধৃতরাষ্ট্রকে গীতার সমাপ্তি-বৃত্তান্ত শুনাইলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অতীব গূঢ় বিচিত্র কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, এইজন্য ইহা অদ্ভুত। ইহা শুনিলে চিত্ত নিতান্ত বিস্ময়যুক্ত হয়, এই জন্যই ইহা রোমহর্ষণকর ॥ ৭৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়বোধিনী। অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) উবাচ (কহিলেন)। অচ্যুত (হে অচ্যুত !) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) [আমার] মোহঃ (মোহ) নষ্টঃ (নষ্ট হইয়াছে), ময়া (মৎকর্ত্তৃক) স্মৃতিঃ (স্মৃতি) লব্ধা (লব্ধ হইল), [তোমার উপদেশে] স্থিতঃ (স্থির) অস্মি (হইয়াছি), গতসন্দেহঃ (নিঃসংশয় হইয়াছি), তব (তোমার) বচনং (উপদেশ) করিষ্যে (পালন করিব)

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন, হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ বিনষ্ট হইল, আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি লাভ করিলাম, আমি তোমার উপদেশে স্থিরচিত্ত হইয়াছি, এবং আমার সমস্ত সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে তোমারই উপদেশানুরূপ কার্য্য করিব ॥ ৭৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অর্জ্জুন উবাচ নষ্ট ইতি। নষ্টো মোহোঽজ্ঞানজঃ সমস্তসংসারানর্থহেতুঃ সাগর ইব দুস্তরঃ। স্মৃতিশ্চাত্মতত্ত্ববিষয়া লব্ধা। যস্যা লাভাৎ সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ। ত্বৎপ্রসাদাত্তব প্রসাদান্ময়া ত্বৎপ্রসাদমাশ্রিতেনাচ্যুত। অনেন মোহনাশপ্রশ্নপ্রতিবচনেন সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানফলমেতাবদেবেতি নিশ্চিতং দর্শিতং ভবতীতি। যতো জ্ঞানাৎ সংমোহনাশ আত্মস্মৃতিলাভশ্চেতি। তথা চ শ্রুতৌ—অনাত্মবিচ্ছোচামি (ক)—ইত্যুপন্যস্যাত্মজ্ঞানেন সর্ব্বগ্রন্থিবিপ্রমোক্ষ উক্তঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ (খ)—তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ (গ)—ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ। অথেদানীং ত্বচ্ছাসনে স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহো মুক্তসংশয়ঃ করিষ্যে বচনং তব। অহং ত্বৎপ্রসাদাৎ কৃতার্থঃ। ন মে কর্ত্তব্যমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ। যতোঽহমহমস্মি (ঘ)—ইতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা। অতঃ স্থিতোঽস্মি যুদ্ধায়োপস্থিতোঽস্মি। গতো ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যে ইতি ॥ ৭৩ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। অর্জ্জুনের স্বধর্ম্মবিকারজনিত যে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ রাজসী প্রকৃতিতে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব জনিত সত্ত্বগুণের আবেশে নিজ বন্ধুজনগণের প্রতিকূল যে মোহময় বিকার উৎপন্ন হইয়াছিল, ভগবানের মুখে আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" (১) ইত্যাদি আত্মজ্ঞানস্বরূপ স্মৃতি হওয়ায় তাহা বিদূরিত হইল। সুতরাং কর্ত্তব্য অর্জ্জুন নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে পারিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, জীবনসত্ত্ব ভগবদাজ্ঞা পালন

(ক) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।১।৩। (খ) মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮। (গ) ঈশাবাস্যোপনিষৎ, ৭।
(ঘ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।১১।১। (১) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১।৪।১০।

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

শাঙ্করভাষ্যম্। রাজন্নিতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র। সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতং কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং শ্রবণাদপি পাপহরং শ্রুত্বা হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ প্রতিক্ষণম্ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো ভবামি। হর্ষং প্রাপ্নোমীতি বা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। এই গীতাশাস্ত্র একে পরমোপাদেয় উপদেশে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার উহা যে কোন ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। ইহা স্মরণ করিয়া ("আমার না জানি কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্য ও তপস্যা ছিল, যাহার প্রভাবে এই যোগতত্ত্ব স্বয়ং যোগেশ্বরেরই মুখে শ্রবণ করিলাম" এই রূপ স্মরণ করিয়া) সঞ্জয়ের হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। রাজন্ (হে রাজন্!) হরেঃ (হরির) তৎ (সেই) অত্যদ্ভুতং (অতি অদ্ভুত) রূপং (রূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (অতিশয়) বিস্ময়ঃ চ (বিস্ময়) [হইতেছে]; [আমি] পুনঃ পুনঃ (পুনঃ পুনঃ) হৃষ্যামি (আহলাদিত হইতেছি) ॥ ৭৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত বিশ্বরূপ যতবার স্মরণ হইতেছে, ততবারই আমার মহা বিস্ময় জন্মিতেছে ও পুনঃ পুনঃ হর্ষাবেগ উঠিতেছে ॥ ৭৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদিতি। তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরের্ব্বিশ্বরূপং বিস্ময়ো মে মহান্। হে রাজন্। হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। কিঞ্চ—তচ্চেতি। তদিতি বিশ্বরূপং নির্দ্দিশতি। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৭ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। গীতা কেবল শ্রবণ করিয়াই যে সঞ্জয় আনন্দিত হইয়াছেন তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ যে পরম ধ্যেয় বিশ্বরূপ নামক নিজ সগুণ রূপ অর্জ্জুনকে দেখাইয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্য রূপ স্মরণ করিয়া সঞ্জয়ের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিতেছে না ॥ ৭৭ ॥

সন্দীপনী-পরিশিষ্ট। ভগবানের সগুণ বিকাশই ধ্যেয় ব্রহ্মরূপ। ভগবানের নির্গুণ স্বরূপ ধ্যানগম্য নহে। সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে আত্মচৈতন্য হইতে অভিন্নভাবে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশিত হয়েন। ভগবানের সগুণরূপের উপাসনা দ্বারাই ক্রমে সাধক তাঁহার নিত্য স্বরূপ লাভে অধিকারী হইয়া

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্* ।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫ ॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্ ।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়বোধিনী। অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (বেদব্যাসের প্রসাদে ইমং (এই) পরং গুহ্যং (পরম গুহ্য) যোগং (যোগতত্ত্ব) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (প্রত্যক্ষভাবে উপদেশ দানে প্রবৃত্ত) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে) শ্রুতবান্ (শুনিয়াছি) ॥ ৭৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। [হে মহারাজ!] বেদব্যাসের প্রসাদে যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখ হইতেই আমি এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তং চেমং—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ব্যাসপ্রসাদাত্ততো দিব্যচক্ষুর্লাভাচ্ছ্রুতবানিমং সংবাদং গুহ্যমহং পরং যোগম্। যোগার্থত্বাদ্‌গ্রন্থোঽপি যোগঃ। তং সংবাদমিমং যোগমেব বা যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্। ন পরম্পরাতঃ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যচক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্। ততো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতদহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরত্বমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাচ্ছ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ ॥

গীতার্থসন্দীপনী। দূরবর্ত্তি যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা সঞ্জয় কিরূপে শুনিতে পাইলেন, ধৃতরাষ্ট্রের এই সংশয় নিরসনার্থ সঞ্জয় কহিলেন যে, আমি বেদব্যাসের অনুগ্রহে দিব্য চক্ষুকর্ণাদি পাইয়াছি। সেই গুণে ভগবান্ যোগেশ্বরের কথাও অনায়াসে শ্রবণ করিতে পারিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্রের সারার্থরূপ গীতাশ্রবণে সঞ্জয় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন ॥ ৭৫ ॥

অন্বয়বোধিনী। রাজন (হে মহারাজ!) কেশবার্জ্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জ্জুনের) ইমং (এই) পুণ্যম্ (পুণ্যজনক) অদ্ভুতং (অদ্ভুত) সংবাদং (সংবাদ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করিয়া) মুহুঃ মুহুঃ (প্রতিক্ষণে) হৃষ্যামি চ (হৃষ্ট হইতেছি) ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এই পুণ্যরূপ অদ্ভুত সংবাদ আমি যতই স্মরণ করিতেছি, আমার ততই অধিক আহ্লাদ হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

* এতদ্গুহ্যমহং পরমিতি শ্রীধরস্বামিধৃতঃ পাঠঃ।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। অতস্ত্বং পুত্রাণাং রাজ্যাদিশঙ্কাং পরিত্যজেত্যাশয়েনাহ—যত্রেতি। যত্র যেষাং পক্ষে যোগানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণো বর্ত্ততে। যত্র চ পার্থো গাণ্ডীবধনুর্দ্ধরঃ তত্রৈব শ্রীঃ রাজলক্ষ্মীঃ। তত্রৈব চ বিজয়ঃ। তত্রৈব চ ভূতিরুত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিশ্চ। নীতির্নয়োঽপি তত্রৈব। ধ্রুবা নিশ্চিতেতি সর্ব্বত্র সম্বধ্যতে। ইতি মম মতির্নিশ্চয়ঃ। অত ইদানীমপি তাবৎ সপুত্রস্ত্বং শ্রীকৃষ্ণং শরণমুপেত্য পাণ্ডবান্ প্রসাদ্য সর্ব্বস্বং তেভ্যো নিবেদ্য পুত্র-প্রাণরক্ষাং কুর্ব্বিতি ভাবঃ।

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মবোধতঃ।
সুখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতায়াং ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং
পরমার্থনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

তথা হি—পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং-বিধোঽর্জ্জুন। ইত্যাদৌ ভগবত্তক্তেস্মোক্ষং প্রতি সাধকতমত্বশ্রবণাত্তদেকান্তভক্তিরেব তৎপ্রসাদোত্থজ্ঞানাবান্তরব্যাপারমাত্রযুক্তা মোক্ষহেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে। জ্ঞানস্য চ ভক্ত্যাবান্তরব্যাপারত্বমেব যুক্তম্। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে। ইত্যাদিবচনাৎ।

ন চ জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যত্তম্। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥ ইত্যাদৌ ভেদেন নির্দ্দেশাৎ। ন চৈবং সতি তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় (ক) ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ। ভক্ত্যাবান্তর-ব্যাপারত্বাজ্জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচতীত্যুক্তে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি।

কিঞ্চ—যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ (খ)॥ দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে (গ)। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (ঘ)। ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি। তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্।

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দশ্রীপাদরজঃশ্রীধারিণাঽধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতাসুবোধিনী॥
স্বপ্রাগলভ্যবলাদিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেপ্সুরুপৈতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।

(ক) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩৷৮; ৬৷১৫। (খ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৬৷২৩।
(গ) নৃসিংহপূর্ব্বতাপন্যুপনিষৎ, ১৷৭। (ঘ) কঠোপনিষৎ, ২৷২২; মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩৷২৷৩।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ ঃ
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে মোক্ষযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সমাপ্তেয়ং শ্রীভগবদ্গীতা।

থাকেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি (ভগবত্তাবে একাগ্রতা) হয়, কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায় সহ ধ্যানাদির অভ্যাস না করিলে তাঁহার চিদ্ঘনস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পারে না। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণভগবানের স্থূলরূপ তাঁহার কৃপায় তদীয় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া সাময়িক মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, তাহা তিনি নিজেই মহাভারতে অনুগীতাধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছেন। (৫ অঃ। ২৯, এবং ১৫ অঃ। ৬ শ্লোকের সন্দীপনী দ্রষ্টব্য। সগুণ ও নির্গুণ সাধনার পার্থক্য ১২ অঃ। ৬, ৭ শ্লোকের সন্দীপনী মধ্যে এবং ১২ অঃ। ৮ শ্লোকের সন্দীপনী-পরিশিষ্টে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়বোধিনী। যত্র (যে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ (যোগেশ্বর কৃষ্ণ) যত্র (যে পক্ষে) ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ (ধনুর্দ্ধর পার্থ) তত্র (সে স্থানে) শ্রীঃ (রাজশ্রী) বিজয়ঃ (বিজয়) ভূতিঃ (অভ্যুদয়) ধ্রুবা (অব্যভিচারী) নীতিঃ (ন্যায়) [বর্ত্তমান] ইতি (ইহা) মে (আমার) মতিঃ (নিশ্চয়) ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। (হে মহারাজ!) যে পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যে পক্ষে গাণ্ডীবধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন রহিয়াছেন—রাজশ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৭৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কিং বহুনা—যত্রেতি। যত্র যস্মিন পক্ষে যোগেশ্বরঃ সর্ব্বযোগানামীশ্বরঃ—তৎপ্রভবত্বাৎ সর্ব্বযোগবীজস্য—কৃষ্ণঃ। যত্র পার্থো যস্মিন্ পক্ষে ধনুর্দ্ধরো গাণ্ডীবধন্বা। তত্র শ্রীঃ। তস্মিন্ পাণ্ডবানাং পক্ষে বিজয়ঃ। তত্রৈব ভূতিঃ। শ্রিয়ো বিশেষবিস্তারো ভূতিঃ। ধ্রুবাঽব্যভিচারিণী নীতির্নয়ঃ। ইত্যেবং মতির্ম্মমেতি ॥ ৭৮ ॥

ইতি শাঙ্করে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমদাচার্য্য-শঙ্করভগবতঃ কৃতিঃ শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যম্।

গীতা-মাহাত্ম্যম্ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

শৌনক উবাচ ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত মে বদ ।
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ ।

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্ ।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্ ।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্ত্তয়ন্তি চ ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যান্ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৫ ॥

গীতা-মাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ ।

শৌনক কহিলেন—হে সূত ! নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাসদেব কথিত গীতামাহাত্ম্য আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা কর । ১ ॥

সূত কহিলেন—হে ভগবন্ ! আপনি উত্তম জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ইহা পরম গুহ্যতম্ । এই গীতামাহাত্ম্য সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতে কে সমর্থ ? । ২ ॥ কৃষ্ণই ইহা সম্যগ্রূপে জানেন, কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, বেদব্যাস, তাঁহার পুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপ জনক কিঞ্চিৎ অর্থাৎ ফলমাত্র অবগত আছেন । ৩ ॥ অন্যান্য মহাত্মগণ ইহা শ্রবণমাত্র করিয়া কিছু কিছু কীর্ত্তন করিয়া থাকেন । অতএব আমিও মহর্ষি বেদব্যাসের মুখ হইতে যেরূপ যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছি । ৪ ॥

সমস্ত উপনিষদ্-রাশি গাভীস্বরূপ ; গোপালনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসের ক্ষুন্নিবারণপূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধি ব্রতিদিগের জন্য দুগ্ধরূপ এই গীতামৃত দোহন করিয়াছেন । ৫ ॥

অহ্ন সাঞ্জলিনা নিরস্য জলধেরাদিৎসুবস্তর্শ্মণী-

ন্যাবর্ত্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্ণধারং বিনা॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতা ভগবদ্গীতাসুবোধিনী সমাপ্তা।

গীতার্থসন্দীপনী। হে মহারাজ! যে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ও দুঃখভঞ্জনকর্ত্তা "নারায়ণ" নামক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন, যে পক্ষে গাণ্ডীবধন্বা বীরকেশরী "নর" নামক অর্জ্জুন রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি—রাজলক্ষ্মী, বিজয়, অভ্যুদয় এবং ন্যায় সেই পক্ষকেই আশ্রয় করিবেন। অতএব আপনি দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মা পুত্রদিগের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ভগবদনুগৃহীত হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সম্মিলিত হউন।

"কাণ্ডত্রয়াত্মকং শাস্ত্রং গীতাখ্যং যেন নির্ম্মিতম্।

আদিমধ্যান্তষট্‌কেষু তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥

কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান এতত্ত্রিকাণ্ডাত্মক গীতাশাস্ত্র যিনি রচনা করিয়াছেন, আদি, মধ্য ও শেষ ষট্‌কে সেই ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করিতেছি॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীমদবধূতশিষ্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দস্বামিমহোদয়-প্রণীত "গীতার্থসন্দীপনী" নামক ভাষা-তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যার অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

গীতার্থসন্দীপনী সমাপ্ত।

॥ তৃতীয় ষট্‌ক ॥

॥ সমাপ্ত ॥

যস্মাদ্গীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ তস্য মানুষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥
গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদ্গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারব্ধং প্রতিষ্ঠাং চ পূজাং মানং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥
গীতার্থ-পঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্ ॥ ১৮ ॥
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্।
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥
যোঽধীতে বিষ্ণুপর্ব্বাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্‌জাগ্রৎচলংস্তিষ্ঠঞ্ছত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০ ॥
শালগ্রামশিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠন্ গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

পণ্ড হইয়া থাকে, যেহেতু গীতানভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় জগতে নরাধম আর কেহই নাই, তাহার মনুষ্যদেহধারণকে ধিক্ তাহার জ্ঞানেও ধিক্, এবং কুলশীলেও ধিক্। ১৩।১৪ ॥ যে ব্যক্তি গীতার অর্থ না জানে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই, তাহার শরীরকে ধিক্, তাহার কল্যাণ ও শীলতাকে ধিক্, তাহার গৃহাশ্রম ও ধনাদিকেও ধিক্। ১৫ ॥ যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই, তাহার প্রত্যেক প্রারব্ধকে ধিক্, তাহার প্রতিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার অতি বড় মান ও সম্ভ্রমকে ধিক্। ১৬ ॥ গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, সংসারে তাহার সমস্তই নিষ্ফল, তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত ও নিষ্ঠাকে ধিক্, তাহার তপস্যা ও যশঃকেও ধিক্। ১৭ ॥ যে গীতা অধ্যয়ন না করে, তদপেক্ষা নরাধম আর কেহই নাই। যে জ্ঞানের মূলে গীতার জ্ঞান না থাকে, তাহা আসুর জ্ঞান, তাহা নিষ্ফল, ধর্ম্মরহিত ও বেদবেদান্তবিরুদ্ধ। সেই জন্যই ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িকা, গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা, গীতা বিশুদ্ধা, গীতার ন্যায় আর কিছুই নাই। ১৮।১৯ ॥

বিষ্ণুপর্ব্বাহে ও একাদশীতে যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি নিদ্রিত থাকুন অথবা জাগ্রত থাকুন, তিনি কোথাও গমন করুন বা কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকুন, অর্থাৎ

সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬॥
সংসারসাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥ ৭॥
গীতাজ্ঞানং শ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ।
মোক্ষমিচ্ছতি মূঢ়াত্মা যাতি বালকহাস্যতাম্॥ ৮॥
যে শৃণ্বন্তি পঠন্ত্যেব গীতাশাস্ত্রমহর্নিশম্।
ন তে বৈ মানুষা জ্ঞেয়া দেবরূপা ন সংশয়ঃ॥ ৯॥
গীতাজ্ঞানেন সম্বোধং কৃষ্ণঃ প্রাহার্জ্জুনায় বৈ।
ভক্তিতত্ত্বং পরং তত্র সগুণং চাথ নির্গুণম্॥ ১০॥
সোপানাষ্টাদশৈরেবং ভুক্তিমুক্তিসমুচ্ছ্রিতৈঃ।
ক্রমশশ্চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রেমভক্ত্যাদিকর্ম্মসু॥ ১১॥
সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥ ১২॥
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্।
স এব মানুষে লোকে মোঘকর্ম্মকরো ভবেৎ॥ ১৩॥

লোকত্রয়ের উপকারার্থ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকারপূর্ব্বক এই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই পরমাত্মস্বরূপকে নমস্কার করি। ৬॥

যে ব্যক্তি এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করেন, গীতারূপ নৌকা আশ্রয় করিলে তিনি পরম সুখে পার হইয়া যাইবেন। ৭॥ সর্ব্বদা অভ্যাসযোগপূর্ব্বক গীতার জ্ঞানবার্ত্তা শ্রবণ না করিয়া যে মূঢ়াত্মা মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে বালকেরও উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। ৮॥ যাঁহারা দিবানিশি গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, তাঁহারা নিঃসংশয় দেবতা। ৯॥ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে গীতাজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ভক্তিতত্ত্ব এবং জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১০॥ গীতাশাস্ত্রের ভক্তি-মুক্তিপ্রধান অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপানের দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং প্রেম ও ভক্তি আদির সাধনে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। ১১॥ গীতারূপ জলাশয়ে স্নান করিতে করিতে সাধুজনের সংসার-রূপ মালিনা বিধৌত হইয়া যায়, কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির স্নান হস্তীর স্নানের ন্যায়, অর্থাৎ হস্তী যেমন স্নান করিয়া শুণ্ডের দ্বারা পথের ধূলি লইয়া আবার অঙ্গে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি গীতাসরোবরে স্নান করিয়াও পুনর্ব্বার মলিন হইয়া পড়ে। ১২॥ যে ব্যক্তি গীতা পড়িতে ও পড়াইতে না জানে, মনুষ্যলোকে তাহার সমস্ত কর্ম্মই

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধির্ভবেৎ ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপং চ দুর্গতির্নরকং ন চ॥ ৩০॥
বিস্ফোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিং চাব্যভিচারিণীম্॥ ৩১॥
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতে বাপি গীতাঽভ্যাসরতস্য চ।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ৩২॥
মহাপাপাতিপাপানি গীতাঽধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্য নলিনীদলমম্ভসা॥ ৩৩॥
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতং চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা॥ ৩৪॥
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতং চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ॥ ৩৫॥
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন॥ ৩৬॥
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধস্ফটিকবৎ সদা॥ ৩৭॥
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাগ্নিকঃ সদা জাপী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ॥ ৩৮॥

দেহে বিস্ফোটকাদি কোন প্রকার বাধা উৎপন্ন হয় না, এবং গীতাধ্যায়ী শ্রীকৃষ্ণচরণের দাসত্ব ও অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভ করিয়া থাকেন। ২৯—৩১॥ গীতাভ্যাসরত ব্যক্তি সকল-জীবের সহিত মিত্রতা লাভ করেন; প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অধীন থাকিলেও তিনি মুক্তি ও সুখ লাভ করিয়া থাকেন; কোন কর্ম্ম তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে না; গীতাধ্যায়ী মহাপাপ ও অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের ন্যায় সেই পাপ তাঁহাকে স্পর্শ বা আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। অনাচারসম্ভূত ও অবাচ্যভাষণজনিত পাপসকল, অভক্ষ্যভক্ষণজনিত ও অস্পৃশ্যস্পর্শজনিত দোষসকল, জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত বা ইন্দ্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক না কেন, তত্তাবৎ গীতাপাঠ মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। সকলের অন্ন ভোজন ও সর্ব্বত্র প্রতিগ্রহ করিলে যে কিছু পাপ হয়, গীতাপাঠকারীকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে না। ৩২—৩৬॥ যদি অবিহিতবিধানে প্রভূত রত্নপূর্ণ বসুন্ধরা প্রতিগ্রহ করিয়া কেহ পাপে মলিন হয়, একমাত্র গীতা পাঠ করিলে সে ব্যক্তি শুদ্ধ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হইয়া যায়। ৩৭

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি।
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২ ॥
গীতাঽধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাঽগ্রে সৎসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥
গীতাপাঠং চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দয়িতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং বরশাপাগতং চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনং গৃহে ॥ ২৯ ॥

তিনি কোথাও কোন অবস্থাতেই শত্রু হইতে ভীত হইবেন না। ২০॥ যিনি শালগ্রাম-শিলার নিকট, দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে গীতাপাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ২১॥ ভগবান্ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, বেদপাঠে বা দানে, অথবা যজ্ঞ, তীর্থ ও ব্রতাদি দ্বারা তাদৃশ সন্তুষ্ট হয়েন না। ২২॥ বেদ-পুরাণ আদি সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, ভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র গীতাপাঠ করিলেই তাহা সিদ্ধ হয়। ২৩॥ যোগস্থানে বা সিদ্ধপীঠে কিংবা শালগ্রামশিলার সম্মুখে অথবা সজ্জনসমাজে কিংবা যজ্ঞস্থলে কিংবা ভাগবতের নিকট যিনি গীতা পাঠ করেন, তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। ২৪॥ যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দক্ষিণাসহ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করা হইয়াছে বলিতে হইবে। ২৫॥ যিনি গীতার্থ শ্রবণ করেন অথবা কীর্ত্তন করেন কিংবা অন্যকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন। ২৬॥ যিনি ভক্তিভাবযুক্ত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সাদরে বিশুদ্ধ গীতা পুস্তক দান করেন, তাঁহার ভার্য্যা প্রিয়া হইয়া থাকেন। তিনি যশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য আদি লাভ করিয়া স্নেহভাজন-দিগের প্রিয় হইয়া নিঃসংশয় পরম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। ২৭।২৮॥ যে গৃহে গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় হিংসা বা ভয়ানক অভিশাপজনিত কোন দুঃখই উপস্থিত হয় না; সেখানে ত্রিতাপজনিত পীড়া, ব্যাধি, অভিশাপ বা পাপ, দুর্গতি বা নরক, অথবা (তথায়)

গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রা পরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭ ॥
গীতানামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯ ॥
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০ ॥
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১ ॥
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩ ॥
তথাঽধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫ ॥

মাত্রারূপিণী গীতা নিত্যা, পরাৎপরা ও অনির্ব্বচনীয়পদস্বরূপিণী। ৪৭ ॥ হে পাণ্ডব। গীতার গুহ্য নাম সকল আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর; এই নাম সকল কীর্ত্তন করিলে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮ ॥ গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তিগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। ৪৯।৫০ ॥ এই নামসকল যে ব্যক্তি নিশ্চলচিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞান ও সিদ্ধি লাভ করিয়া পরিণামে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১ ॥ যিনি সম্পূর্ণ গীতা পাঠে অসমর্থ হইয়া গীতার্দ্ধ পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশয় গোদানের ফল লাভ করেন; এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করিলে সোমযাগের, এবং ষড়ংশ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৫২।৫৩ ॥ যিনি প্রত্যহ দুই অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি এক কল্পকাল নিশ্চল হইয়া ইন্দ্রলোক বাস করেন। ৫৪ ॥ যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া এক অধ্যায়ও পাঠ করেন, তিনি গণমধ্যে পরিগণিত

দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ॥ ৩৯॥
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪০॥
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ॥ ৪১॥
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৪২॥
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে ভগবাংস্তত্র কৃষ্ণো রাধিকয়া সহ॥ ৪৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥ ৪৪॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥ ৪৫॥
গীতাশ্রয়োঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥ ৪৬॥

যাঁহার অন্তঃকরণ প্রতিনিয়ত গীতাতে অনুরক্ত থাকে, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই জাপক, তিনিই ক্রিয়াবান্, তিনিই পণ্ডিত, তিনিই দর্শনীয়, তিনিই ধনবান্, তিনিই যোগী, তিনিই জ্ঞানবান্, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজক, তিনিই সর্ব্ববেদার্থদর্শী। ৩৮।৩৯॥ যেখানে গীতা নিত্যই পঠিত হইয়া থাকে, ভূতলের প্রয়াগাদি সমস্ত তীর্থই তথায় বিদ্যমান থাকেন। ৪০॥ যাঁহার গৃহে গীতা পঠিত হয়, তাঁহার জীবিতকালে এবং মরণান্তেও সমস্ত দেবতা, ঋষি ও যোগিগণ তাঁহার দেহরক্ষক হইয়া বাস করেন এবং নারদ, ধ্রুব ও পার্ষদাদি সহিত বালগোপাল কৃষ্ণ তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ৪১।৪২॥ যে স্থানে গীতাশাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা হইয়া থাকে, শ্রীরাধিকাসহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে আনন্দের সহিত বিরাজ করেন। ৪৩॥

ভগবান্ কহিয়াছেন—হে পার্থ! গীতা আমার হৃদয় স্বরূপ, গীতা আমার সার সর্ব্বস্ব, গীতা আমার অত্যুগ্র ও অব্যয় জ্ঞানস্বরূপ, গীতাই আমার পরম স্থান এবং পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য, গীতা আমার পরম গুরু, গীতার আশ্রয়েই আমি অবস্থিত, গীতা আমার পরম নিকেতন, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিলোক প্রতিপালন করি। ৪৪—৪৬॥ গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, তাহাতে সংশয় নাই; অর্দ্ধ-

পিতৃনুদ্দিশ্য যঃশ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্॥ ৬৩॥
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রযান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ॥ ৬৪॥
গীতাপুস্তকদানং চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ॥ ৬৫॥
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবঃ॥ ৬৬॥
শতপুস্তকদানং চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্॥ ৬৭॥
গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬৮॥
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং যঃ পুস্তকং প্রদাপয়েৎ।
তস্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্॥ ৬৯॥
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হস্তাত্ত্যক্ত্বামৃতং প্রাপ্তং স নরো বিষমশ্নুতে॥ ৭০॥
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেৎ।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১॥

ফলদানে সমর্থ হয়।৬২॥ শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পঠিত হইলে তাঁহারা নরকস্থ থাকিলেও আনন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন করেন।৬৩॥ গীতাপাঠ দ্বারা শ্রাদ্ধতর্পণ পরিতৃপ্ত পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে পিতৃলোকে গমন করেন।৬৪॥ যিনি ধেনুপুচ্ছ সহিত গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি সম্যগ্রূপে কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।৬৫॥ যিনি স্বর্ণ সংযুক্ত করিয়া গীতাপুস্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।৬৬॥ যিনি একশত গীতাপুস্তক দান করেন তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।৬৭॥ গীতাদানের পুণ্যপ্রভাবে সপ্তকল্পকাল পর্য্যন্ত দাতা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।৬৮॥ গীতার্থ সম্যক্ শ্রবণ করিয়া যিনি গীতা দান করাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি ভগবান্ প্রীত হইয়া বাঞ্ছিতার্থ দান করেন।৬৯॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকুলে পুরুষ বা স্ত্রী দেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করেনা, সে হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করে।৭০॥ সংসারদুঃখার্ত্ত ব্যক্তি গীতার জ্ঞান লাভ করিলে এবং গীতামৃত পান করিলে ভক্তিলাভে সুখী হইয়া থাকেন।৭১॥

অধ্যায়ার্দ্ধং চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্॥ ৫৬॥
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্।
ত্রিদ্ব্যেকমেকমর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণাময়ুতং তথা॥ ৫৭॥
গীতার্থমেকপাদং চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্মরংস্ত্যক্ত্বা জনো দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্॥ ৫৮॥
গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ॥ ৫৯॥
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে॥ ৬০॥
গীতাঽধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাঽভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ॥ ৬১॥
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং ভূত্বা পূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ॥ ৬২॥

হইয়া চিরকাল রুদ্রলোকে বাস করেন। ৫৫। যিনি অধ্যায়ার্দ্ধ বা এক পাদমাত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি শত মন্বন্তর সূর্যলোকে বাস করেন। ৫৬। যিনি গীতার দশটী, সাতটী, পাঁচটী, চারিটী, তিনটী, দুইটী, একটী, বা অর্দ্ধ শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাস করিয়া থাকেন। ৫৭॥ যিনি গীতার এক অধ্যায়ের, এক শ্লোকের বা এক পাদমাত্রের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ লাভ করেন। ৫৮॥ যিনি মরণকালে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন, বা পাঠ করেন, তিনি মহাপাতকযুক্ত হইলেও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। ৫৯॥ যিনি গীতাপুস্তক-সংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। ৬০॥ কাহারও মৃত্যুকালে যদি গীতার এক অধ্যায়ও তাঁহার নিকটে থাকে, তাহা হইলে তিনি নীচযোনি প্রাপ্ত না হইয়া পুনর্ব্বার মনুষ্যযোনি লাভ করেন, এবং সেই দেহে গীতা অভ্যাসপূর্ব্বক মুক্তিপদ লাভ করিয়া থাকেন, মরণকালে যিনি "গীতা" এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করেন, তাঁহারও সদগতি হয়। ৬১॥ মনুষ্য যখন কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময়ে গীতা পাঠ করিলেই সেই সকল কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্‌ভবেৎ॥ ৮১॥
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ॥ ৮২॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ৮৩॥
শ্রুত্বা গীতার্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদগীতা মাহাত্ম্যং
সমাপ্তম্।

—শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু—

সূত কহিলেন—যিনি এই শ্রীকৃষ্ণোক্ত গীতার মাহাত্ম্য গীতার পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি যথোক্ত ফলভাগী হয়েন। ৮১॥ গীতা পাঠ করিয়া যিনি গীতার মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাঁহার গীতাপাঠের ফল হয় না, তাঁহার শ্রমমাত্রই সার হয়। ৮২॥ এই মাহাত্ম্যসহিত যিনি গীতা পাঠ করেন, অথবা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তিনি পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন। ৮৩॥ যিনি অর্থ সহিত গীতা ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার সর্ব্বসুখাবহ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।৮৪॥

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদগীতা-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

— ওঁ হরি ওঁ —

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭২ ॥
গীতাসু ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চারকেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৩ ॥
যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৪ ॥
অহঙ্কারেণ মূঢাত্মা গীতাঽর্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৫ ॥
গীতাঽর্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমীপতঃ।
স শূকরভবাং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনং চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাঽর্থং মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে প্রমত্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৮ ॥
গীতাং শ্রুত্বা হিরণ্যং চ ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা ;
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ ॥
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্যবস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্ব্বহুধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮০ ॥

জনকাদি বহু রাজগণ গীতাকে আশ্রয় করিয়া নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ৭২। গীতার শ্লোক উচ্চারণ করুন বা তজ্জনিত জ্ঞানই লাভ করুন, গীতা সকলের নিকটেই ব্রহ্মস্বরূপিণী। ৭৩॥ অভিমান বা অহঙ্কার পূর্ব্বক যে গীতার নিন্দা করে, সে চিরকাল ঘোর নরকে বাস করিয়া থাকে। ৭৪॥ যে মূঢ়াত্মা অহঙ্কারপূর্ব্বক গীতার্থের অবমাননা করে, সে কল্পক্ষয়কাল পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে পচিতে থাকে। ৭৫॥ নিকটে গীতা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়াও যে ব্যক্তি শ্রবণ না করে, সে ব্যক্তি বহুজন্ম শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৬॥ যে ব্যক্তি গীতাপুস্তক চুরি করিয়া আনে, তাহার গীতাপাঠ ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়। ৭৭॥ যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরমার্থ লাভে যত্নবান্ হয়, উন্মত্তের পরিশ্রমের ন্যায় তাহার তাহাতে কোন ফলই লাভ হয় না ৭৮॥ গীতা শ্রবণ করিয়া যিনি দানার্থ স্বর্ণ, ভোজ্যসামগ্রী ও পট্টাম্বর ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিবেদন করেন, এবং ব্যাখ্যাতাকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া নানা প্রকার সামগ্রী ও বস্ত্রাদি পুরস্কার দেন, তিনি ভগবান্ হরিকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ৭৯।৮০॥

—শ্লোকসূচী—

আ

দ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার

—শব্দসূচী—

অ

—

আ

ই

ঐ

ফ

ব

ভ

—

ম

য

—

র

—

ল

শ

হ

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি
সর্ব্বশ্চ ধর্ম্মমাচরেৎ।
সর্ব্বঃ সদ্বুদ্ধিমাপ্নোতু
সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥